রামায়ণ।

শ্রীমন্মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত

আদি, অযোধ্যা, অরণ্য ও কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান।

কলিকাতা,
৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিন-প্রেসে
শ্রীবিহারিলাল সরকার দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৯৭ সাল।

মূল্য ৩ তিন টাকা।

রামায়ণের ছবির তালিকা।

আদিকাণ্ড।

অযোধ্যাকাণ্ড।

অরণ্যকাণ্ড।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

অরণ্যকাণ্ড সূচীপত্র

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সূচীপত্র।

আদিকাণ্ড সূচীপত্র সমাপ্ত।

অযোধ্যাকাণ্ড সূচীপত্র।

অযোধ্যাকাণ্ড সূচীপত্র সমাপ্ত।

বাল্মীকি-রামায়ণের।

আদিকাণ্ড সূচীপত্র।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড-সূচীপত্র সমাপ্ত।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

১। বাল্মীকি-ব্যাধ।

বাল্মীকি বলিলেন, "রে নিষাদ! যে হেতু তুই ক্রৌঞ্চমিথুন-মধ্যে একটি কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে [বধ] করিয়াছিস্, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিবি না।" (আদিকাণ্ড ৫ পৃঃ)

২। লবকুশের রামায়ণ গান।

কুশী ও লব রামবাক্যে নিয়োজিত হইয়া মার্গরূপ-গান ধারানুসারে গান করিতে লাগিলেন। (আদিকাণ্ড ৯ পৃঃ)

৩। ঋষ্যশৃঙ্গকে বেশ্যাগণের ছলনা।

পরে মুখ্য বারাঙ্গণারা তাহা শ্রবণ করিয়া সেই মহাবনে প্রবেশপূর্ব্বক বিভাণ্ডক ঋষির
াশ্রমের সন্নিকটে থাকিয়া ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের দর্শন-নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল * * * সেই
াস্ত বিচিত্রবেশা প্রমদারা মধুরস্বরে গান করিতে করিতে ঋষিতনয়ের নিকটে আসিয়া এই কথা
িল, 'আপনি কে, কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং কি নিমিত্তই বা এই নির্জ্জন দূর বনে বিচরণ
িতেছেন, ইহা আমরা জানিতে বাসনা করি, আপনি আমাদিগকে বলুন।' (আদিকাণ্ড ১৪পৃঃ)

অগ্নিকুণ্ড হইতে মহান্ এক প্রাণী, দুই হস্তে দিব্য পায়সপূর্ণ এক পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। (আদিকাণ্ড ২৩ পৃঃ)

রাম অশনির ন্যায় অভিমুখে আগমন-পরায়ণা সেই বিক্রমসম্পন্না রাক্ষসীর হৃদয়ে শর বেধ করিলেন। (আদিকাণ্ড ৩৬ পৃঃ)

৬। অহল্যা-উদ্ধার।

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অগ্রে করিয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন * * * সেই মনোহরাঙ্গী অহল্যাকে ধূমপরীতা প্রদীপ্তা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রতীয়মানা, মেঘ ও তুষারাবৃতা পূর্ণ-চন্দ্র-প্রভার ন্যায় প্রকাশমানা ও জলের মধ্যে পতিতা দুর্দ্দর্শনীয়া প্রদীপ্তসূর্য্যপ্রভার ন্যায় প্রতীয়মানা দেখিতে পাইলেন। (আদিকাণ্ড ৬৩ পৃঃ)

৭০। হরধনুর্ভঙ্গ।

মন্থরা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল, তুমি অযোগ্য বিষয়ে কি প্রকারে হর্ষ লাভ করিলে ? (অযোধ্যাকাণ্ড ১৪ পৃঃ)

১৭। বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ।

মহাতেজা মহাবীর রঘুনন্দন রাম * * * বালীর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত বজ্র-সদৃশ প্রজ্বলিত ও শব্দকারী এক মহাবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তদীয় বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৩০ পৃষ্ঠা)

১৮। সুগ্রীবকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ।

অনন্তর, মহাকপি হনুমান, তার ও অঙ্গদের সহিত সুগ্রীবকর্ত্তৃক যথাবৎ কীর্ত্তিত সেই দক্ষিণ দেশে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৮১ পৃষ্ঠা)

১৬। পঞ্চবানরের নিকট সীতার উত্তরীয়ালঙ্কার প্রক্ষেপ।

বরারোহা বিশালনয়না, বিদেহরাজতনয়া সীতা রাবণকর্তৃক হ্রিয়মাণা হইয়া কাহাকেও রক্ষক দেখিতে না পাইয়া যাইতে যাইতে পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট প্রধান প্রধান পাঁচটি বানরকে দর্শন করিলেন এবং যদি তাহারা রামের নিকটে কীর্ত্তন করে, এই মনে করিয়া তাহাদিগের নিকট সুবর্ণপ্রভ উত্তরীয়-কৌশেয়-বস্ত্র ও মনোহর অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। (অরণ্যকাণ্ড ৭০ পৃঃ)

১৫। সীতা ও ছদ্মবেশী রাবণ।

হে ব্রাহ্মণ! আপনি এই কুশাসনে যথাসুখে উপবিষ্ট হউন এবং এই পাদ্য গ্রহণ করুন
াপিচ এই সিদ্ধ বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট বন্য অন্ন আপনার নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে, আপনি ভোজ
রুন। (অরণ্যকাণ্ড ৫৯ পৃঃ)
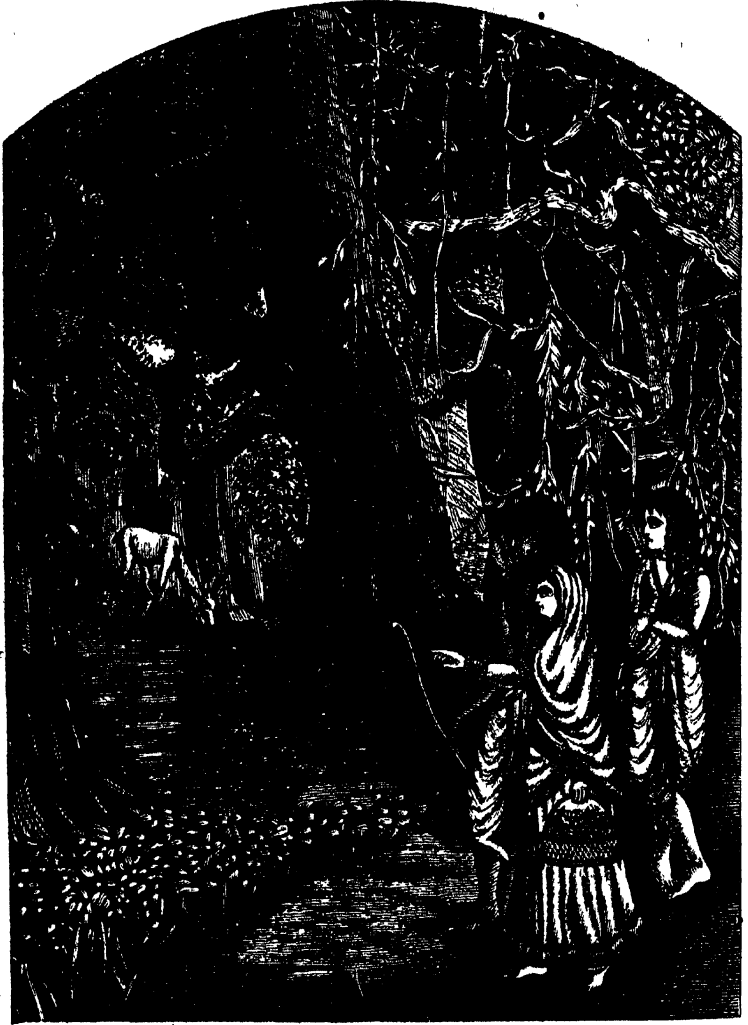
১৪। মারীচের মৃগরূপ ধারণ।

সীতা কহিলেন, "হে আর্য্যপুত্র! এই মৃগ অতি রমণীয়, এ আমার মন হরণ করিতেছে; অতএব হে মহাবাহো! আপনি ইহাকে আনয়ন করুন; এ আমাদিগের ক্রীড়ার নিমিত্ত হইবে।" (অরণ্যকাণ্ড ৫৪ পৃঃ)

১২। বিরাধ-ক্রোড়ে সীতা।

এই পরমা সুন্দরী নারী আমার ভার্য্যা হইবে; তোরা পাপাচারী আমি যুদ্ধে তোদের রক্ত পান করিব। (অরণ্যকাণ্ড ৩ পৃঃ)

লক্ষ্মণ কোশ হইতে খড়্গ বহির্গত করিয়া সেই রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিলেন। (অরণ্যকাণ্ড ২৫ পৃঃ)

দশরথের পত্নীগণ তাঁহাকে মৃত জানিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া * * * বিলাপ করিতে লাগিলেন। (অযোধ্যা ১১৯ পৃঃ)

১০। গুহকের সহিত রামের সাক্ষাৎ।

হে মহাবাহো! আপনি ত সুখে আগমন করিয়াছেন? এই সমগ্র পৃথিবীই আপনার,—আপনি আমাদিগের ভর্ত্তা এবং আমরা আপনার ভৃত্য; আপনি আমাদিগের এই রাজ্য শাসন করুন। (অযোধ্যাকাণ্ড ৯২ পৃঃ)

হে শোভনে কেকয়ি ! তোমার এরূপ আয়াস করিবার আবশ্যক নাই, তুমি শীঘ্র গাত্র উত্তোলন কর। (অযোধ্যাকাণ্ড ২০ পৃঃ)

হে কাকুৎস্থ! সেই অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মা কপিল দেব সেই হুঙ্কার-দ্বারা সমস্ত সগরতনয়কেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। (আদিকাণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা)

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

বাগ্মিপ্রবর, তপস্বী ও স্বাধ্যায়-নিরত মুনি
ষ্ঠ নারদকে তপোরত বাল্মীকি জিজ্ঞাসা
রিলেন, "সম্প্রতি এই লোকে কোন্ ব্যক্তি
বান্, বীর্য্যবান্, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী,
ব্রত, সর্ব্বভূত হিতৈষী, সুচরিত্র, বিদ্বান্,
জারঞ্জনাদিসামর্থ্যশালী, একমাত্র-প্রিয়দর্শন,
ীকৃতমনা, বিজিতরোষ, দ্যুতিশালী ও
সূয়া রহিত; এবং যুদ্ধে কাহারই বা ক্রোধ-
য়ে দেবতারাও ভীত হয়েন, ইহা আমি
বণ করিতে বাসনা করি; এতৎ শ্রবণার্থে
ামার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে; আপনি
র্ব্বজ্ঞ, আপনিই এতাদৃশ গুণশালী ব্যক্তিকে
বিজ্ঞাত হইতে সমর্থ।

ত্রিলোকজ্ঞ নারদ, বাল্মীকির এই বাক্য
বণ করিয়া প্রহৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে "শ্রবণ
র" বলিয়া আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক কহিতে লাগি-
লেন, হে মুনে! তুমি যে সমস্ত গুণ কীর্ত্তন
রিলে, তৎসমুদয় অতিবহুল, সুতরাং একা-
ারে দুর্লভ; পরন্তু অনেক চিন্তার পর স্মরণ
ইল, এতাদৃশ-গুণশালী এক ব্যক্তিমাত্র
াছেন; তাঁহার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।
তামার জিজ্ঞাসিত-সমস্তগুণযুক্ত ও অন্যান্য-
হুগুণ-বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ইক্ষ্বাকুবংশে সম্ভূত
ইয়াছেন। তাঁহার নাম রাম; তাঁহাকে
নুষ্যমাত্রই বিজ্ঞাত আছে। তিনি জিতে-
ন্দ্রিয়, সংযতমনা, দ্যুতিমান, ধৃতিমান, বুদ্ধি-
নিহন্তা ও অতিসুশ্রী; তাঁহার পার্শ্বদ্বয় বিপুল,
বাহুদ্বয় আজানু-লম্বিত ও মহান্, গ্রীবা রেখা-
ত্রয় ভূষিত, হনু অতিপ্রশস্ত, বক্ষঃস্থল সুবিস্তীর্ণ,
স্কন্ধসন্ধি নিমগ্ন, ললাট বহুরেখা-যুক্ত, মস্তক
অতিশোভন, সমস্ত অঙ্গ সমবিভক্ত এবং
পরিমাণ না খর্ব্ব না দীর্ঘ। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর
শ্যামবর্ণ পুরুষ মহাধনুর্দ্ধারী, অরিদমনকারী,
গজসমগামী, প্রতাপবান, পীনবক্ষঃস্থল,
বিশাল-নয়ন, শুভলক্ষণ, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ,
প্রজা-হিতৈষী, যশস্বী, রিপুবিনাশী, জ্ঞান-সম্পন্ন,
শুচি, বিনীত-স্বভাব, সমাধি নিরত, প্রজা-
পতি-তুল্য, লক্ষ্মীবান্, বিধানকর্ত্তা, জীব-
লোক-রক্ষক, ধর্ম্মরক্ষিতা, স্বধর্ম্ম ও স্বজন-
পালক, বেদবেদাঙ্গ-তত্ত্বজ্ঞ, ধনুর্ব্বেদ-কুশল,
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, স্মৃতিশক্তিশালী, উৎপন্নমতি,
সর্ব্বলোকপ্রিয়, সাধু স্বভাব, অক্ষুব্ধচিত্ত,
সুবিচক্ষণ, আর্য্য, সর্ব্ববস্তু-সমদর্শী এবং
সদা-প্রিয়দর্শন। যেরূপ সিন্ধুগণ মহাসমুদ্রের
অনুগত হইয়া আছে, সেইরূপ সাধুগণ ইহাঁর
সর্ব্বদা অনুগত হইয়া রহিয়াছেন। কৌশল্যা
দেবীর এই সর্ব্বগুণোপেত চন্দ্রতুল্য-প্রিয়-দর্শন
তনয় গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমা-
চলের ন্যায়, পরাক্রমে বিষ্ণুর ন্যায়, ক্রোধে
কালানলের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, দানে
ধনদের ন্যায় ও সত্যে ধর্ম্মের ন্যায় বিখ্যাত
হইয়াছেন।

পরাক্রম শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত প্রকৃতিবর্গ প্রিয় অতিপ্রিয় জ্যেষ্ঠ তনয় রামকে প্রকৃতিবর্গের প্রিয়ানুষ্ঠান-মানসে প্রীতি-পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মানস করিলেন। রাজ-ভার্য্যা কৈকেয়ী দেবী পূর্ব্বে ভর্ত্ত-স্থানে দুইটি বর লাভ করিয়াছিলেন; এক্ষণে রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের আয়োজন হইতেছে দেখিয়া, নরপতির নিকট রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক-রূপ বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। সত্যবাদী রাজা দশরথ ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলেন, সুতরাং অগত্যা অতিপ্রিয় তনয় রামকে বিবাসিত করিলেন। রামও পিতার প্রতিজ্ঞা পালনার্থ ও কৈকেয়ীর প্রীত্যর্থ পিতৃ-নিদেশমাত্র বনে গমন করিলেন। তখন বিনয়সম্পন্ন সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ স্নেহ-প্রযুক্ত ও সৌভ্রাত্র ব্যবহার প্রদর্শনার্থ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন; ইনি রামের অতিপ্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা। রামের প্রাণসম-প্রেয়সী ও হিতকারিণী ভার্য্যা সীতাও, চন্দ্রের অনুগামিনী রোহিণীর ন্যায়, তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। ইনি অচিন্ত্যশক্তি সাক্ষাৎ প্রকৃতি, আকার লাভানন্তর সর্ব্বশুভলক্ষণ-সম্পন্না ও নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়া জনককুলে আবির্ভূতা হন। রাজা দশরথ ও পৌরগণ বহুদূর-পর্য্যন্ত রামের অনুগমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে, গঙ্গাতীর বর্ত্তী শৃঙ্গবের-নামক পুরে উপনীত হইয়া অতি-প্রিয় নিষাদপতি গুহকে প্রাপ্ত হইলেন। পরে দেবগন্ধর্ব্ব-সদৃশ সেই তিনি জন গুহ ও সুমন্ত্র সারথিকে বিদায় দিয়া বহুজল-শালিনী অনেক নদী উত্তীর্ণ হইয়া বনে বনে গমন করত চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া ভরদ্বাজ মুনির উপদেশানুসারে তত্রস্থ কাননে রম্য বাসগৃহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বসতি করিয়া সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

রাম চিত্রকূটবাসী হইলে পুত্রশোকাতুর রাজা দশরথ সুতোদ্দেশে বিলাপ করিতে করিতে স্বর্গগত হইলেন।

রাজা দশরথ স্বর্গারোহণ করিলে বশিষ্ঠ-প্রভৃতি দ্বিজগণ ভরতকে রাজ্য করণার্থ নিয়োগ করিলেন; কিন্তু মহাবলসম্পন্ন বীর্য্যবান্ ভরত রাজ্য করিতে ইচ্ছা করিলেন না, প্রত্যুত রামকে প্রসন্ন করণার্থ বনে গমন করিলেন। তিনি বিনীতবেশে সত্যপরাক্রম মহাত্মা ভ্রাতা রামের সমীপবর্ত্তী হইয়া "আপনি জ্যেষ্ঠ ও ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং আপনিই রাজা হইবার যোগ্য," ইহা বলিয়া তাঁহাকে রাজা করণার্থ প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু পরমোদার-চরিত অম্লান-বদন মহাযশস্বী রাম পিতৃ-আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে রাজ্য করিতে বাসনা করিলেন না। পরে ভরত পুনঃপুন রামকে রাজ্য করণার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলে, মহাবল-সম্পন্ন ভরতাগ্রজ রাম ভরতকে রাজ্য করিবার নিমিত্ত ন্যাস-স্বরূপ স্বকীয় পাদুকাদ্বয় প্রদান করিয়া নিবর্ত্তিত করিলেন। ভরত প্রাপ্তমনোরথ না হইয়াও অগত্যা রামপাদ স্পর্শ-পূর্ব্বক নন্দি-গ্রামে গিয়া তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় রাজ্য করিতে লাগিলেন।

ভরত গমন করিলে জিতেন্দ্রিয় সত্যসন্ধ শ্রীমান্ রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে ভরত ও পৌরগণের পুনরাগমন-সম্ভাবনা বিবেচনা-পূর্ব্বক সসজ্জ হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজীবলোচন রাম দণ্ডকনামক মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাধাখ্য রাক্ষসকে নিপাত করিয়া, শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্যভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং অগস্ত্য ঋষির বাক্যানুসারে হর্ষ-পূর্ব্বক ঐন্দ্র ধনু, অক্ষয়সায়ক, তূণদ্বয় ও উৎকৃষ্ট খড়্গ গ্রহণ করিয়া দণ্ডক কাননে বনচারী ঋষিগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অনেক ঋষি রামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অসুর ও রাক্ষসগণ নিপাতার্থ প্রার্থনা করিলেন। রামও দণ্ডকারণ্য-নিবাসী অগ্নিতুল্য-তেজস্বী ঋষিগণের বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে, যুদ্ধে রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব।

অনন্তর দণ্ডকারণ্য-বাসী রাম জনস্থান-নিবাসিনী কামরূপিণী সূর্পনখা রাক্ষসীকে বিরূপা করিলেন। পরে খর, দূষণ ও ত্রিশিরা-নামক রাক্ষস সূর্পনখা-বাক্যে সহচরবর্গের সহিত সন্নদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, রাম

তাহাদিগকে যুদ্ধ করিয়া বিনাশ করিলেন। এই যুদ্ধে উক্তবনবাসী রামকর্ত্তৃক জনস্থান-নিবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস নিপাতিত হইয়াছিল।

তৎপরে রাবণ জ্ঞাতিবধ-শ্রবণে ক্রোধাকুলিত-চিত্ত হইয়া মারীচ নামক রাক্ষসকে সহায়ার্থ বরণ করিল। মারীচ রাবণকে "হে রাবণ! তোমার অতিবলবান্ রামের সহিত বিরোধ করা উপযুক্ত নয়," ইহা বলিয়া তদ্বিষয়ে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিল; কিন্তু কালপ্রেরিত রাবণ তদ্বাক্যে অনাদর করিয়া তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামের আশ্রমে গমন করিল। পরে সে, মায়াবী মারীচের দ্বারা নৃপতিতনয় রাম ও লক্ষ্মণকে অতিদূরে অপসারিত করত রামের ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া জটায়ু-নামক গৃধ্রকে আহত করিল।

তদনন্তর রাঘব গৃধ্রকে আহত দেখিয়া এবং তন্মুখে সীতাকে হৃতা শুনিয়া শোকসন্তপ্ত ও আকুলেন্দ্রিয় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সেই শোকে অভিভূত হইয়া গৃধ্র জটায়ুকে সংস্কার-পূর্ব্বক বনে বনে সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধ-নামক বিকৃত-রূপ ঘোরদর্শন রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। মহাবাহু রাম তাহাকে নিহত করিয়া দগ্ধ করিলেন। তখন সে দিব্য শরীর লাভ করিয়া রামকে বলিল, আপনি সমস্ত-ধর্ম্মাভিজ্ঞা ও সমস্তধর্ম্মানুষ্ঠাত্রী তাপসী শবরীর নিকট গমন করুন। শত্রুনিহন্তা মহাতেজা রাম শবরীর নিকট গমন করিলেন। শবরী তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিল।

অনন্তর দশরথতনয় রাম পম্পানদীতীরে হনুমান্-নামক বানরের সহিত মিলিত হইলেন; এবং তাহার বাক্যানুসারে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে জন্মাবধি স্বীয় সমস্ত বৃত্তান্ত এবং বিশেষ করিয়া সীতার সকল বিবরণ বর্ণন করিলেন। সুগ্রীব বানর রামের সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করত প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত অগ্নি সাক্ষী করিয়া সখ্য করিল।

তৎপরে রাজ্য ও দারাবিয়োগ-জন্য দুঃখিত বানররাজ সুগ্রীব প্রণয়-নিবন্ধন রামের নিকট বালীর সহিত বিরোধ-প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল। তখন রাম "বালীকে বধ করিব" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। বালি-বীর্য্যে নিত্যশঙ্কিত বানররাজ সুগ্রীব তৎকালে, রাম বীর্য্যে বালিতুল্য বটেন্ কি না, এরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া বালীর বল বর্ণন করিল; এবং রামের প্রত্যয়-নিমিত্তে বালি-কর্ত্তৃক-নিহত দুন্দুভিনামক দৈত্যের মহাপর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড শরীর দর্শন করাইল। মহাবাহু মহাবল রাম সেই অস্থি দেখিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক তাহা পাদাঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা পূর্ণদশ যোজন নিক্ষেপ করিলেন, এবং এক মহাবাণে সাতটি তালবৃক্ষ, পর্ব্বত ও রসাতল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের প্রত্যয় জন্মাইলেন।

তখন মহাকপি সুগ্রীব সুবিশ্বস্ত ও প্রীত-মনা হইয়া রামের সহিত কিষ্কিন্ধ্যা-নাম্নী গুহার অভিমুখে গমন করিল। পরে হেমতুল্য-পিঙ্গলবর্ণ কপিপ্রবর সুগ্রীব তথায় উপস্থিত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। বানররাজ বালী সেই মহাশব্দ শুনিয়া তারার অনুমতি গ্রহণ-পূর্ব্বক পুরী হইতে নির্গত হইয়া সুগ্রীবের সহিত সংসক্ত হইল। তখন রাম একবাণে বালীকে বধ করিলেন। রঘুকুল-নন্দন রাম সুগ্রীব-বাক্যে যুদ্ধসময়ে এইরূপে বালীকে বধ করিয়া সেই রাজ্যে সুগ্রীবকে রাজা করিলেন।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব জনকনন্দিনী সীতার উদ্দেশার্থ সমস্ত বানরগণ আনাইয়া চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিল। তৎপরে বলবান্ হনুমান্, সম্পাতি-নামক গৃধ্রের বাক্যে শতযোজন-বিস্তীর্ণ লবণসমুদ্র উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক রাবণ-পালিতা লঙ্কানাম্নী পুরীতে গিয়া অশোক বনে ধ্যান-পরায়ণা সীতাকে দেখিতে পাইল, এবং রামের অঙ্গুরীরূপ অভিজ্ঞান প্রদান ও তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত-বর্ণন করিয়া জানকীকে আশ্বাস-পূর্ব্বক অশোক বন ও তাহার বহি-র্দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পরে সে পিঙ্গলনেত্র-প্রভৃতি পঞ্চজন সেনাপতি ও অক্ষকুমারকে

প্রভৃতি সাতজন মন্ত্রিপুত্রকে নিহত এবং মহাবলশালী রাবণপুত্র অক্ষকে চূর্ণিত করিয়া রাক্ষসগণ-কর্তৃক গৃহীত হইল। মহাবীর হনুমান্ পিতামহ-বরে অস্ত্র-প্রভাবে হইতে আপনাকে মুক্ত জানিয়াও যদৃচ্ছাক্রমে বন্ধনোদ্যত রাক্ষসগণকে ক্ষমা করিল। অনন্তর সে সীতার অবস্থান-স্থানমাত্র ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া রামের নিকট এই সমস্ত প্রিয়বার্ত্তা বর্ণনার্থ প্রত্যাগমন করিল। অমেয়বল হনুমান্ রামের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ইহা নিবেদন করিল, যে, আমি সীতাকে যথারীতি দর্শন করিয়াছি।

অনন্তর রাম সুগ্রীবের সহিত সমুদ্রতীরে গিয়া সূর্য্যতুল্য বাণ-দ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুব্ধ করিলেন। তখন নদীপতি সমুদ্র তাঁহাকে দর্শন দিল। পরে রাম সমুদ্রবাক্যে নলকপি দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা লঙ্কায় গিয়া যুদ্ধে রাবণকে বিনাশ করত সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তির সম্মুখে সীতাকে অতি-কর্কশ বাক্য বলিলেন।

পতিব্রতা সীতা ঐ বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রাম অগ্নি এবং গুরুর বাক্যে সীতাকে নিষ্পাপা ও অনলা জানিয়া গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা রঘুকুলতিলক রামের এই সুমহৎ কর্ম্মে দেবগণ ও ঋষিগণ সচরাচর ত্রৈলোক্যের সহিত সন্তোষ লাভ করিলেন। তখন রাম সমস্ত দেববর্গ-কর্তৃক পূজিত হইয়া সুসন্তুষ্ট-রূপে প্রকাশিত হইলেন।

তৎপরে রাম রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কৃতকৃত্য ও নিশ্চিন্ত হইয়া পরম প্রমোদ লাভ করিলেন, এবং দেববরে মৃত বানরগণকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া সুহৃদ্বর্গের সহিত পুষ্পক রথে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। সত্যপরাক্রম রাম ভরদ্বাজ-ঋষির আশ্রমে গিয়া ভরতের নিকট হনুমানকে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর রাম সুগ্রীবাদি-সমভিব্যাহারে সেই পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত-বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে গমন করিলেন। পরে নিষ্পাপ রাম নন্দি-গ্রামে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে জটা মুণ্ডন করিয়া সীতার সহিত রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

রামের রাজত্বে সমস্ত প্রজালোক হর্ষান্বিত, প্রমুদিত, তুষ্ট, পুষ্ট ও অতিধার্ম্মিক হইবে; কাহারও আধি, ব্যাধি কি দুর্ভিক্ষ-জনিত ভয় রহিবে না; কোন স্থানেই কোন পুরুষকেই পুত্রের মৃত্যু দেখিতে হইবে না; কোন রমণী-কেই বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না; সমস্ত রমণীই পতিব্রতা হইবে; কাহারও অগ্নি, বায়ু, জল, ক্ষুধা, তস্কর কি জ্বর হেতুক কিছুমাত্র ভয় রহিবে না; এবং রাষ্ট্র ও নগর সমস্ত ধনধান্যে পরিপূরিত হইবে। অধিক কি, তাঁহার রাজত্বে সকল প্রজাই সত্যযুগের ন্যায় সদা সুখী হইবে। রঘুকুলতিলক মহাযশা রাম বহুসুবর্ণ-দক্ষিণক শতসঙ্খ্য অশ্বমেধ যাগ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি দশসহস্রকোটি গো ও তদিতর ব্রাহ্মণদিগকে অসংখ্যেয় ধন প্রদান করিবেন। ইনি দ্বিজ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া অনেক রাজবংশ স্থাপন করিবেন, এবং একাদশসহস্র বর্ষ রাজ্য করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

যিনি এই পাপবিনাশন পবিত্র পুণ্যতম বেদতুল্য রামচরিত পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন। মনুষ্য এই আয়ুষ্য রামায়ণ আখ্যান পাঠ করিলে, দেহ ত্যাগ করিয়া পুত্র, পৌত্র, দাস ও দাসীগণের সহিত স্বর্গলোকে স্বর্গীয়ব্যক্তিব্যূহ-কর্তৃক সৎকৃত হইয়া প্রমুদিত হন। ব্রাহ্মণ এই আখ্যান পাঠ করিলে বাগীশ্বর হন; ক্ষত্রিয় ইহা পাঠ করিলে ভূপতি হন; বৈশ্য ইহা পাঠ করিলে প্রচুর বাণিজ্য ফল প্রাপ্ত হন; এবং শূদ্র ইহা পাঠ করিলে মহত্ত্ব লাভ করে।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকি শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে মহর্ষি নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ বাল্মীকি কর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত এবং গমনার্থ অনুমতি প্রার্থনানন্তর অনুজ্ঞাত হইয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন। নারদের দেবলোকে গমনের মুহূর্ত্তকাল পরে বাল্মীকিমুনি গঙ্গার সন্নিহিতা তমসা নদীর তীরে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি তমসা নদীতীরে উপস্থিত হইয়া কর্দ্দমশূন্য তীর্থ প্রদর্শন করিয়া পার্শ্বস্থিত শিষ্যকে কহিলেন, "হে ভরদ্বাজ! দেখ, এই স্বচ্ছজলশালী রমণীয় তীর্থ সাধুব্যক্তির মনের ন্যায় অতি নির্ম্মল; আমি এই সুশোভন তমসা-তীর্থে অবগাহন করিব; হে তাত! তুমি এই স্থানে কলস রাখিয়া আমাকে বল্কল প্রদান কর।"

গুরুসেবাতৎপর ভরদ্বাজ বাল্মীকিমুনি-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বল্কল প্রদান করিল। নিয়তেন্দ্রিয় ভগবান্ বাল্মীকি শিষ্যহস্ত হইতে বল্কল গ্রহণ করিয়া নদীতীরস্থ সুবিপুল বনের চতুর্দ্দিক্ দর্শন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই বনের নিকটে দেখিতে পাইলেন,যে, আধিব্যাধি-বিধুর মনোহর-স্বর ক্রৌঞ্চ-মিথুন বিচরণ করিতেছে।

বাল্মীকি মুনি দেখিতেছেন, এই সময়ে পাপাশয় অনপকারি-বৈরকারী নিষাদ সেই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে পুং-ক্রৌঞ্চকে নিহত করিল। তখন ক্রৌঞ্চী প্রমত্ত-ভাবে সুরতাসক্ত ও বিস্তৃতপক্ষ-যুক্ত সদাসহচর তাম্রশীর্ষ দ্বিজবর স্বামীর বিয়োগে কাতরা হইয়া, এবং তাহাকে নিহত, শোণিতপরিপ্লুত ও ভূমিতলে পুনঃপুন অবলুণ্ঠিত দেখিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। সেই সময়ে ব্যাধকর্ত্তৃক নিপাতিত ক্রৌঞ্চকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন এবং ক্রৌঞ্চীকে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া, সেই ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকিঋষির অন্তরে করুণা সঞ্চার হইল। পরে তিনি করুণাসঞ্চার-প্রযুক্ত এই কর্ম্মকে অধর্ম্ম্য কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া ব্যাধকে এই কথা বলিলেন, "রে নিষাদ্! যে হেতু তুই ক্রৌঞ্চমিথুন-মধ্যে একটি কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বধ করিয়াছিস্, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিবি না।"

অনন্তর এই কথা বলিয়া বিশেষ পর্য্যালোচনা করত বাল্মীকি ঋষির হৃদয়ে এরূপ চিন্তা হইল, "আমি এই পক্ষীর শোকে আর্ত্ত হইয়া ইহা কি বলিলাম!" মহাপ্রাজ্ঞ মতিমান্ মুনিবর বাল্মীকি এরূপ চিন্তা করত নির্ণয় করিয়া শিষ্যকে এই কথা বলিলেন, "এই চতুষ্পাদবদ্ধ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত-গুরুলঘু-বৈষম্য-বিধুরাক্ষর ও বীণালয়-বিশুদ্ধ বাক্য শোক সময়ে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্লোকই হউক, অন্যথা না হউক।"

বাল্মীকি মুনি এরূপ বাক্য বলিলে, শিষ্য ভরদ্বাজ তাহা সন্তোষ-পূর্ব্বক স্বীকার করিল; তখন বাল্মীকিও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর বাল্মীকিঋষি সেই তীর্থে যথাবিধি অভিষেক করিয়া ঐ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে বহুশ্রুত বিনীত স্বভাব শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলস লইয়া গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। তদনন্তর বাল্মীকিমুনি শিষ্যের সহিত আশ্রমে গিয়া উপবিষ্ট হইয়া অন্তরে সেই বিষয় ধ্যান করত অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহাতেজা লোককর্ত্তা প্রভু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সেই মুনিবর বাল্মীকিকে দেখিতে স্বয়ংই আগমন করিলেন। পরে বাল্মীকি সহসা ব্রহ্মাকে দেখিয়া পরম বিস্ময় সহকারে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রযত, যতবাক্ ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই দেবদেব ব্রহ্মাকে যথাবিধি প্রণামানন্তর পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও বন্দন-দ্বারা পূজা করত কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা পরমার্চ্চিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া বাল্মীকি ঋষিকে আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। পরে সাক্ষাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা উপবিষ্ট হইলে, তাঁহার আদেশানুসারে বাল্মীকিঋষিও আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বাল্মীকিমুনি তদ্বিষয়মানসগত

হইয়া ক্রৌঞ্চী নিমিত্ত শোক করত "সেই পাপাত্মা হিংস্রবুদ্ধি নিষাদ অকারণে মনোহরস্বর সেই ক্রৌঞ্চকে হনন করিয়া কষ্টদায়ক কর্ম্ম করিয়াছে," এরূপ অনুধ্যান করিতে করিতে পুনরুদ্দীপিত সেই শোকে অতিমগ্ন ও তজ্জন্য বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হওত ব্রহ্মার সমীপেই পুনশ্চ সেই শ্লোক গান করিলেন। তখন ব্রহ্মা হাস্য করিয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে কহিতে লাগিলেন, "হে ব্রহ্মন্! তোমার এই চতুষ্পাদবদ্ধ বাক্য শ্লোকই হউক, ইহাতে বিচারণা করিও না; আমার অভিপ্রায়েই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে। হে ঋষিবর! তুমি ধর্ম্মাত্মা ধী-শক্তিসম্পন্ন লোকাভিরাম রামের সমস্ত বিবরণ এরূপ বাক্যে বর্ণন কর। তুমি নারদের নিকট রামের যেরূপ প্রকাশ্য ও রহস্য বৃত্তান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়াছ, বুদ্ধিরত হইয়া সেইরূপে তৎসমুদয় বর্ণন কর। রাম, লক্ষ্মণ, বিদেহনন্দিনী সীতা এবং সমস্ত রাক্ষসদিগের যে সমস্ত প্রকাশ্য কি রহস্য বিবরণ তোমার অবিদিত আছে, তৎসমস্তই তোমার বিদিত হইবে; এই কাব্যে তোমার কোন একটী বাক্যও মিথ্যা হইবে না; তুমি পুণ্যতম মনোরম রামবিবরণ শ্লোকবদ্ধ কর। যতদিন পৃথিবীতলে পর্ব্বত ও নদীসকল বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন লোকে তোমার কৃত রামায়ণ প্রবন্ধ প্রচার থাকিবে; যে পর্য্যন্ত তোমার কৃত রামায়ণ প্রবন্ধ প্রচার থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তুমি সর্ব্বত্র অপ্রতিহতগতি হইয়া আমার লোকে নিবাস করিবে।"

ভগবান্ ব্রহ্মা ইহা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বাল্মীকিমুনি শিষ্যবর্গের সহিত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। পরে তাঁহার সমস্ত শিষ্যেরা মুহুর্মুহু প্রীতি সহকারে উক্ত শ্লোক গান করিতে লাগিল, এবং পরমবিস্মিত হইয়া পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিল, "মহর্ষি বাল্মীকি উৎকট শোকের সময়ে যে সমাক্ষর চতুষ্পাদযুক্ত বিপুল শোকবাক্য গান করিয়াছেন, তাহা শ্লোক হই-

বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি বাল্মীকির এরূপ বুদ্ধি হইল যে, সমস্ত রামায়ণ কাব্য ঈদৃশ-শ্লোকে রচনা করি। তখন উদারদর্শন কীর্ত্তিমান্ বাল্মীকি সেই অতিযশস্বী রামের যশস্কর কাব্য উদারবৃত্তবোধক পদবিন্যস্ত সমাক্ষর মনোরম শ্লোক সমূহে রচনা করিলেন। হে মানবগণ! তোমরা সকলে সমাস, সন্ধি এবং প্রকৃতি ও প্রত্যয়যোগ-বিশুদ্ধ, সমাক্ষর, মাধুর্য্যযুক্ত ও ঋজুবোধ বাক্য-সমূহে নিবদ্ধ বাল্মীকি-প্রণীত রঘুনাথ-চরিত-সম্বলিত সেই দশাননবধ নামক কাব্য শ্রবণ কর।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

বাল্মীকিমুনি ধীশক্তিসম্পন্ন রামের ধর্ম্ম, অর্থ ও হিতসাধন বৃত্তান্তরূপ সমগ্র বস্তু শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্যান্য বিবরণ অবগমার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। তিনি প্রাগগ্র কুশাসনে উপবেশন করিয়া যথাবিধি আচমন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগদ্বারা তদ্বৃত্তান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন বাল্মীকিমুনি যোগবলে রাজা দশরথ, তাঁহার ভার্য্যাগণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং পৌরগণের হসিত, ভাষিত ও গতি-প্রভৃতি সমস্ত চেষ্টিত যাথাতথ্যরূপে দেখিতে পাইলেন, এবং সত্যসন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী বনে থাকিয়া যাহা যাহা আচরণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তও দেখিলেন। ধর্ম্মাত্মা বাল্মীকিমুনি যোগস্থিত হইয়া রাম প্রভৃতি সকলের ভূত ও ভাবী বৃত্তান্ত সমুদায় করস্থিত আমলকের ন্যায় দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর মহামতি বাল্মীকিমুনি যোগবলে অভিরাম রামের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাতথ্যরূপে দর্শন করিয়া তৎসমুদায় ধর্ম্ম, কাম ও অর্থরূপগুণসংযুক্ত, সমুদ্রের ন্যায় রত্নবহুল এবং সকলের শ্রবণ-মনোহর প্রবন্ধে বদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বাল্মীকিমুনি মহাত্মা নারদের নিকট রঘুকুলতিলক রামের যেরূপ চরিত

শ্রবণ করিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রবন্ধ রচনা করিলেন। তিনি প্রথমত এই প্রবন্ধে রামের জন্ম, অতীবীর্য্যবত্তা, সর্ব্বানুকূলতা ও ক্ষান্তি-বহুলতা বর্ণন করেন। পরে রামের বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকালে পথে যে সমস্ত নানাবিধ বিচিত্র প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা হইয়াছিল, তৎসমস্ত এবং রামের হরকার্ম্মুক ভেদন, জানকীর সহিত বিবাহ, পরশুরামের সহিত বিবাদ ও বিবিধ গুণ বর্ণন করেন। (১) তৎপরে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন, এবং তদ্দর্শনে কৈকেয়ীদেবীর দুষ্টচিন্তা, রামের অভিষেক নিবারণ ও তাঁহার বনপ্রেরণ বর্ণন করেন। অনন্তর রাজা দশরথের শোক, বিলাপ ও পরলোকে গমন এবং প্রকৃতিবর্গের বিষাদ বর্ণন করেন। তদনন্তর রামের প্রকৃতিবর্গ বিসর্জ্জন, নিষাদপতির সহিত সংবাদ, সুমন্ত্র সারথি প্রতিনিবর্ত্তন, গঙ্গাপরপারে গমন, ভরদ্বাজ মুনি-সন্দর্শন এবং তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে চিত্রকূট পর্ব্বত দর্শন ও তথায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ বর্ণন করেন। তৎপরে ভরতের চিত্রকূট পর্ব্বতে আগমন; রামপ্রসাদন, তাঁহার পাদুকা অভিষেক ও নন্দিগ্রামে অবস্থান, এবং রামের জনকোদ্দেশে সলিল প্রদান বর্ণন করেন। অনন্তর সীতাদেবী ও অনসূয়ার কথোপকথন, এবং সীতাদেবীর অনসূয়ার নিকট অলঙ্কার প্রাপ্তি বর্ণন করেন। (২) পরে রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধ বধ, শরভঙ্গ সন্দর্শন, সুতীক্ষ্ণমুনির সহিত সমাগম, অগস্ত্য সন্দর্শন, তাঁহার অনুমতিতে কার্ম্মুক গ্রহণ, সূর্পনখার সহিত সংবাদ, তাহাকে বিরূপ করণ এবং খরপ্রভৃতি রাক্ষস বধ বর্ণন করেন। তদনন্তর রাবণের জানকীহরণোদ্যোগ, এবং রামের মারীচ বধ ও রাবণের সীতা হরণ বর্ণন করেন। তৎপরে রামের বিলাপ, গৃধ্ররাজ সংস্কার, কবন্ধ ও পম্পানদী সন্দর্শন, শবরী দর্শন, শবরীর নিকটে ফল মূল ভক্ষণ, (৩) পম্পানদীতীরে বিলাপ ও হনুমান্ দর্শন, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গমন, সুগ্রীবের সহিত সমাগম ও সখ্য সম্পাদন এবং তাহার প্রত্যয়োৎপাদন বর্ণন করেন। অনন্তর বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, এবং রামের বালী হনন ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক, এবং বালিপত্নী তারার বিলাপ বর্ণন করেন। পরে রঘুকুল-তিলক রামের সুগ্রীবের সহিত শরৎ কালে যাত্রা নিয়ম, বর্ষা কাল অতিবর্ত্তন ও নিয়মাতিরেকে কোপ, এবং সুগ্রীবের বল সংগ্রহ, চতুর্দ্দিকে বল প্রেরণ ও পৃথিবী সংস্থান কথন বর্ণন করেন। তদনন্তর রামের অঙ্গুরীয়ক প্রদান, এবং বানরদিগের ভল্লুকবিবর দর্শন, সমুদ্রতীরে অনশনে উপবেশন ও সম্পাতি সন্দর্শন বর্ণন করেন। (৪) পরে হনুমানের পর্ব্বতে আরোহণ, সাগর লঙ্ঘন, সমুদ্রবাক্যে উত্থিত মৈনাক গিরি দর্শন, রাক্ষসী তর্জ্জন, ছায়াগ্রাহিণী সিংহিকা দর্শন, সিংহিকা বধ, লঙ্কা ও মলয় দর্শন, রাত্রিকালে লঙ্কা প্রবেশ, "অসহায় হইয়া কি করি" এরূপ চিন্তন, মদ্যপান-সভায় গমন, রাবণের অন্তঃপুর, রাবণ ও পুষ্পক রথ সন্দর্শন, অশোক বনে গমন, তথায় সীতা দর্শন, ও তাঁহাকে অভিজ্ঞান প্রদান, এবং সীতাদেবীর হনুমানের সহিত সম্ভাষণ ও তাহাকে মণি প্রদান বর্ণন করেন। তৎপরে ত্রিজটা রাক্ষসীর স্বপ্ন দর্শনাখ্যান, এবং হনুমানের চেড়ী রাক্ষসীগণের প্রতি তর্জ্জন ও বন ভঞ্জন বর্ণন করেন। পরে রাক্ষসীগণের পলায়ন, এবং হনুমানের অনেক রাবণকিঙ্কর হনন, ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক গ্রহণ, লঙ্কা দাহন, অভিগর্জ্জন, বধূ হরণ, সমুদ্র লঙ্ঘন এবং রামকে আশ্বাস ও মণি প্রদান বর্ণন করেন। (৫) অনন্তর রামের সমুদ্রের সহিত সমাগম, নল-বানরদ্বারা সেতু নির্ম্মাণ সমুদ্রপারে গমন, রাত্রিকালে লঙ্কা অবরোধ ও বিভীষণের সহিত মিলন, এবং বিভীষণের রামকে রাবণবধোপায় নিবেদন বর্ণন করেন। তৎপরে রামের কুম্ভকর্ণ হনন, লক্ষ্মণ দ্বারা মেঘনাদ বধ, রাবণ হনন, অরিপুরে সীতা প্রাপ্তি, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, পুষ্পক রথ দর্শন, অযোধ্যায় গমন, ভরদ্বাজ ঋষির সহিত সমাগম, ভরতের নিকট হনুমানকে প্রেরণ,

(১) আদিকাণ্ড। (২) অযোধ্যাকাণ্ড। (৩) অরণ্যকাণ্ড।

(৪) কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। (৫) সুন্দরকাণ্ড।

ভরতের সহিত সমাগম, রাজ্যাভিষেক-সমারোহ, সমস্ত সৈন্য বিসর্জ্জন, রাজ্যরঞ্জন (৬) ও সীতাদেবীকে বনে প্রেরণ বর্ণন করেন। অনন্তর ভগবান্ বাল্মীকি ঋষি রামের ভূমণ্ডলের অনাগত সমস্ত বিবরণ উত্তর কাব্যে বর্ণন করেন। (৭)

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

রাম রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ বাল্মীকি ঋষি তাঁহার সমস্ত চরিত বিচিত্রপদ ও সুপ্রশস্তার্থসম্বলিত প্রবন্ধে বর্ণন করেন। মুনিবর এই প্রবন্ধে প্রথমত ছয় কাণ্ড, পঞ্চশত সর্গ ও চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক এবং পরিশেষে উত্তর কাণ্ড নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাপ্রাজ্ঞ প্রভু বাল্মীকি রামের ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্ত ঘটনাসংযুক্ত এই প্রবন্ধ রচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে, কোন্ ব্যক্তি ইহা প্রয়োগ করিবে? সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি এরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মুনিবেশধারী কুশী ও লব তাঁহার পাদ বন্দন করিলেন। তিনি আশ্রমবাসী যশস্বী বেদকুশল ধর্ম্মজ্ঞ রাজপুত্র দুইভ্রাতা কুশী ও লবকে স্বরসম্পন্ন এবং মেধাবী দেখিয়া স্বকৃত প্রবন্ধ প্রয়োগের যোগ্য পাত্র জ্ঞান করিলেন। চরিতব্রত প্রভু বাল্মীকি সেই দুই জনকে বেদের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণার্থ রাম ও সীতার সমস্তচরিত-সম্বলিত রাবণবধ-নামক এই কাব্য শিক্ষা করাইলেন। এই কাব্য পাঠ ও গানে মধুর; দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিতরূপ-ত্রিবিধপ্রমাণান্বিত; ষড়্জ ও মধ্যম-প্রভৃতি-সপ্তস্বরযুক্ত; বীণালয়-বিশুদ্ধ; এবং শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীর-প্রভৃতিসমুদয় রসযুক্ত। স্থান ও মূর্চ্ছনা তত্ত্বজ্ঞ, গান্ধর্ব্ববিদ্যাভিজ্ঞ কুশী ও লব তাহা গান করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বের ন্যায় স্বরসম্পন্ন প্রশস্তরূপ-শালী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন মধুরস্বর-ভাষী সেই দুই ভ্রাতা, যেমন বিম্ব হইতে অনুরূপ প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, সেইরূপ রামদেহ হইতে যেন রামদেহের অনুরূপদেহ-শালী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই অনিন্দিত রাজপুত্র-দ্বয় এই উত্তমাখ্যান ধর্ম্ম্য কাব্য আদ্যন্ত সমগ্র অভ্যাস করিলেন। মুনিগণ ও সাধু ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইলে, সেই গানতত্ত্বজ্ঞ রাজপুত্রদ্বয় সমাহিত হইয়া তাঁহাদিগের নিকটে এই কাব্য উপদেশানুরূপ গান করিতেন।

কোন সময়ে সেই মহাভাগ সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন মহাত্মদ্বয় মিলিত হইয়া সমবেত বিশুদ্ধাত্মা ঋষিগণের সভামধ্যে এই কাব্য গান করিলেন। সেই সমস্ত মুনিরাও তাহা শ্রবণ করিয়া পরম বিস্মিত ও বাষ্পাকুললোচন হইয়া তাঁহাদিগকে "সাধু সাধু" বলিলেন। সেই ধর্ম্মবৎসল মুনিসমুদয় প্রীতমনা হইয়া প্রশংসনীয় গায়ক কুশী ও লবকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, "আহা! গানের কি মাধুর্য্য! বিশেষত শ্লোকেরই বা কি মধুরতা! আহা! ইহাঁরা উভয়ে মিলিত ও তন্ময় হইয়া কি মনোহর উচ্চস্বরে ও সুনিয়মে এই সুমধুর গান করিতেছেন! যাহাতে অতিপ্রাচীন চরিতও প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভূত হইতেছে।" সেই রাজপুত্রদ্বয় তপঃশ্লাঘনীয় মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে প্রশস্যমান হইয়া অত্যুচ্চস্বরে সুমধুর গান করিতে লাগিলেন। তখন সেই সভাস্থিত কোন মুনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে কলস প্রদান করিলেন; কোন মহাযশস্বী মুনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বল্কল দান করিলেন; কোন মুনি কৃষ্ণাজিন প্রদান করিলেন; কোন মুনি যজ্ঞসূত্র দিলেন; কোন মুনি কমণ্ডলু প্রদান করিলেন; কোন মহামুনি মৌঞ্জী দান করিলেন; কোন মুনি কৌপীন দিলেন; কোন মুনি বৃষী প্রদান করিলেন; কোন মুনি হৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কুঠার দান করিলেন; কোন মুনি কাষায়বর্ণ বস্ত্র দিলেন; কোন মুনি চীরবসন প্রদান করিলেন; কোন মুনি জটা বন্ধনের রজ্জু দান করিলেন; কোন মুনি প্রমোদান্বিত

(৬) লঙ্কাকাণ্ড। (৭) উত্তরকাণ্ড।

[illegible] কাষ্ঠানয়নের রজ্জু দিলেন; কোন [illegible] কাষ্ঠ-ভার প্রদান করিলেন; কোন মুনি [illegible] দান করিলেন; কোন মুনি উড়ু-[illegible]-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আসন দিলেন; এবং সেই সভাস্থ কোন কোন মহর্ষি "মঙ্গল হউক" বলিয়া, ও কোন কোন মহর্ষি "পরমায়ু বৃদ্ধি হউক" এই বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এইরূপে তত্রস্থ সমস্ত মুনিই কুশী ও লবকে স্বস্ব অভিপ্রেত বস্তু প্রদান করিলেন। সমস্ত-গান-তত্বজ্ঞ কুশী ও লব মুনিদিগের নিকট আয়ুষ্য, অভ্যুদয়সাধন, সর্ব্বশ্রোত্রমনোহর এবং কবিদিগের পরম-বর্ণনাধার-স্বরূপ আশ্চর্য্যাখ্যান এই সুমধুর গান-কাব্য যথাক্রমে আদ্যন্ত গান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রশস্যমান হইয়া অযোধ্যা নগরীর রাজপথ ও রথ্যা সকলেতে গান করিতে লাগিলেন।

কোন সময়ে শত্রুনিহন্তা পূজার্হ রাম, কুশী ও লব-নামক সেই দুই ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি স্বগৃহে তাঁহাদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক পূজা করিলেন। অনন্তর প্রভু রাম কাঞ্চননির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং সচিবগণও তৎসমীপে যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন রাম রূপসম্পন্ন বিনীতস্বভাব সেই উভয় ভ্রাতাকে নিরীক্ষণ করত ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে "তোমরা দেবতুল্য-বর্চ্চস্বী এই দুই জনের বিচিত্রপদ-বিন্যস্ত বিচিত্রার্থ-সম্বলিত এই আখ্যান শ্রবণকর," ইহা বলিয়া সেই দুই জনকে সম্যক্ গান করিতে অনুমতি করিলেন। তখন তাঁহারা বলানুরূপ উচ্চ-স্বরে সুস্পষ্টরূপে বীণালয়-বিশুদ্ধ এবং শ্রোতৃবর্গের সমস্ত গাত্র, মন ও হৃদয়ের আহ্লাদকর মধুর গান করিতে লাগিলেন। সেই জনসমাজে ঐ গান শ্রোতৃবর্গের শ্রোত্র-সুখাবহ হইয়া প্রকাশিত হইল। সেই সময়ে রাম লক্ষ্মণাদিকে কহিলেন, "এই রাজলক্ষণ-সম্পন্ন মহাতপস্বী মুনি কুশী ও লব আমার মহানুভাব চরিত গান করিতেছেন, তোমরা তাহা শ্রবণ কর; যেহেতু বৃদ্ধগণ ইহা শ্রবণ করিলে ভূতি ও মুক্তি হয়, ইহা বলিয়া থাকেন।"

পরে কুশী ও লব রামবাক্যে নিয়োজিত হইয়া মার্গরূপ-গান-ধারানুসারে গান করিতে লাগিলেন। তখন সভাগত রামও এই প্রবন্ধের চিরস্থায়িতা বাসনায় ক্রমশ অত্যাশক্তমনা হইতে লাগিলেন।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

পূর্ব্বে প্রজাপতি বৈবস্বত মনু অবধি যে সমুদয় জয়শালী রাজাদিগের অধীনে এই সমস্ত ভূমণ্ডল ছিল; এবং যিনি সাগর খনন করিয়াছিলেন, ও ষষ্টিসহস্র পুত্রে পরিবৃত হইয়া গমন করিতেন, সেই সগর রাজা যাঁহাদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন; —সেই ইক্ষ্বাকু-বংশীয় মহাত্মা নরপতিগণের বংশে রামায়ণ-নামে বিশ্রুত এই সুমহৎ আখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মকামার্থ সাধন এই আখ্যান আদ্যন্ত সমস্ত নিঃশেষরূপে গান করিব; আপনারা অসূয়া ত্যাগ করিয়া শ্রবণ করুন্।

সরযূ-তীরে নিবিষ্ট, প্রমোদান্বিত, প্রভূত-ধনধান্য-শালী, অতিবৃহৎ ও উত্তরোত্তর-বর্দ্ধমান কোশল-নামক জনপদে সর্ব্বলোক-বিখ্যাতা অযোধ্যানাম্নী নগরী আছে। যে নগরীকে মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; যে মহাপুরী সুবিভক্ত মহাপথে শোভিতা, দ্বাদশ-যোজনায়তা, ত্রিযোজন-বিস্তৃতা ও অতিশয়-শোভাবতী; এবং যাহার সুন্দর সুবিভক্ত বৃহৎ বৃহৎ রাজপথ-সকল সর্ব্বদা জল-সিক্ত ও বিকশিত-পুষ্প-বিকীর্ণ থাকিত। যেরূপ দেবপতি ইন্দ্র স্বর্গলোকের বসতি বৃদ্ধি করেন, সেইরূপ মহারাষ্ট্র-বর্দ্ধন রাজা দশরথ সেই নগরীর অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন। সেই নগরী কবাট-তোরণান্বিতা, সুবিভক্ত-ক্ষুদ্রপথ শোভিতা, সমস্ত যন্ত্র-সমন্বিতা, অতুলপ্রভাবতী, সর্ব্বায়ুধবতী ও অতি শ্রীমতী। তাহাতে সমস্ত শিল্পবিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি এবং অনেক সূত ও মাগধ বাস করিত। তাহাতে ধ্বজশালী উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা, শত শত শতঘ্নী, উদ্যান ও

আম্রবন ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে মেখলার ন্যায় শালবৃক্ষ ছিল। তাহার সকল স্থানেই সীমন্তিনীদিগের নাট্য-শালা ছিল। সেই নগরী গম্ভীরজল-দুর্গম-পরিখা-পরিব্যাপ্তা থাকা প্রযুক্ত সকলেরই দুর্গম্যা; বিশেষত শত্রুপক্ষ তাহার নিকটেও গমন করিতে পারিত না। সেই নগরীতে বহুসঙ্খ্য অশ্ব ও বারণ, অনেক গো, বহুসঙ্খ্য উষ্ট্র ও গর্দ্দভ, করপ্রদ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা, নানাদেশ-নিবাসী বণিকগণ, পর্ব্বততুল্য অত্যুচ্চ রত্ননির্ম্মিত প্রাসাদসমূহ এবং যেরূপ ইন্দ্রের অমরাবতী নগরীতে স্ত্রীদিগের ক্রীড়াগার আছে, সেইরূপ নারীগণের অনেক ক্রীড়াগার ছিল। সুবর্ণ-মণ্ডিতা, সমস্তরত্ন-সমাকীর্ণা সপ্তভূমিক-গৃহশোভিতা ও সমভূমি-নিবেশিতা সেই বিচিত্র নগরীতে অনেক শ্রেষ্ঠরমণী ছিল। তাহাতে গৃহসমস্ত নিকটে নিকটে সন্নিবেশিত ছিল, সুতরাং তাহার কোন স্থান বসতিশূন্য ছিল না। সেই নগরী ধান্য ও তণ্ডুল-পরিপূরিতা এবং ইক্ষুরস তুল্যস্বাদু-জলশালিনী। তাহাতে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ বীণা ও পণব-সকল মুহুর্মুহু বাদিত হইত, এজন্য সেই নগরী পৃথিবীর সমস্ত নগরী হইতে শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। তাহাতে সমস্ত গৃহের বাহ্য-প্রদেশ সুনিবেশিত এবং অনেক নরোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, অতএব সেই নগরী সিদ্ধগণের তপোলব্ধ স্বর্গীয় বিমানের সাদৃশ্য লাভ করে। এবং সেই নগরীতে অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগ-বিশারদ শীঘ্রহস্ত এতাদৃশ সহস্র সহস্র মহারথ ছিলেন, যে, যাঁহারা উদাসীন, লুক্কায়িত, অসহায়ী ও পলায়িত ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতেন না, এবং যাঁহারা বনে প্রমত্ত শব্দায়মান সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে বাহুবলে কি নিশিত শস্ত্রবলে সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন। রাজা দশরথ সেই অযোধ্যা নগরীর অনেক বসতি বৃদ্ধি করেন। সেই নগরীতে দ্বিজকুল-তিলক বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ, আহিতাগ্নি, গুণবান্ সত্যব্রত, সহস্রদানশীল, মুখ্য এবং মহর্ষিকল্প অনেক মহাত্মা ঋষি ছিলেন।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫।

ষষ্ঠ সর্গ।

সর্ব্বসংগ্রহী, বেদজ্ঞ, অতিতেজস্বী, দীর্ঘদর্শী এবং পৌর ও জানপদগণের প্রিয় দশরথ সেই অযোধ্যা পুরীতে রাজত্ব করিতেন। সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় অতিরথ রাজর্ষি ত্রিলোকবিখ্যাত, নিহতামিত্র, বলবান্ মিত্রবান্ জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান, যজন ও ইন্দ্রিয়-সংযমে মহর্ষিকল্প। তিনি ধনে কুবেরতুল্য, অন্যান্য-সঞ্চয়ে ইন্দ্রতুল্য এবং মহাতেজস্বী লোকপরিরক্ষক মনুর ন্যায় লোকের পরিরক্ষিতা। সেই ত্রিবর্গানুষ্ঠায়ী সত্যসন্ধ রাজা দশরথ কর্তৃক পালিতা হইয়া অযোধ্যা নগরী ইন্দ্র-পালিতা অমরাবতীর ন্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। সেই নগরীতে সমস্ত ব্যক্তিই হৃষ্ট, স্ব স্ব ধনে পরিতুষ্ট, অলুব্ধপ্রকৃতি, ধর্ম্মাত্মা, সত্যবাদী ও বহুশ্রুত ছিল। সেই শ্রেষ্ঠপুরীতে কোন কুটুম্বী ব্যক্তি অল্পসঞ্চয়ী, প্রয়োজনসাধনাসমর্থ কিংবা গো, অশ্ব, ধন ও ধান্যবিহীন ছিল না। অযোধ্যা নগরীতে নারী কি নর, সকলেই ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, প্রমুদিত এবং শীল ও চরিত্রে মহর্ষির ন্যায় অমল ছিল; অতএব কেহ কখন সেই নগরীতে কাম-তৎপর, নৃশংস, কদর্য্যস্বভাব, অবিদ্বান্, কি নাস্তিক পুরুষকে দেখিতে পাইত না। সেই নগরীতে কেহ কুণ্ডল-বিহীন, মুকুট-বিধুর, মাল্য-রহিত, অল্পভোগী, অনির্ম্মল, চন্দনাদি-লেপহীন-দেহশালী, সুগন্ধ-রহিত, অশুদ্ধান্নভোজী, অদাতা, অঙ্গহীন, অনিষ্কধারী, হস্তাভরণ-বিধুর বা অবিশুদ্ধবুদ্ধি ছিল না। অযোধ্যাতে কেহ অনাহিতাগ্নি, যাগবিহীন, ক্ষুদ্র-স্বভাব, চৌর্য্যবৃত্তি-পরায়ণ, অসদাচারী, কি সাঙ্কর্য্যদোষদূষিত ছিল না। সেই নগরীতে ব্রাহ্মণেরা নিত্য-স্বকর্ম্ম-নিরত, বিজিতেন্দ্রিয়, দানাধ্যয়নশীল ও বিশুদ্ধপ্রতিগ্রাহী ছিলেন। সেই নগরীর কোন স্থানে কোন এক ব্রাহ্মণও নাস্তিক, অনৃতবাদী, বহুশ্রবণ-রহিত, অসূয়াকারী, অর্থসাধনাসমর্থ, অবিদ্বান্, অবেদাঙ্গবিৎ, অব্রতী, সহস্রদানহীন, দীন, ক্ষিপ্তচিত্ত অথবা পীড়িত ছিলেন না। অযোধ্যাতে

নারী কি নর, কেহই শ্রীহীন, রূপরহিত কি রাজভক্তি-বিহীন দৃষ্ট হইত না। সেই শ্রেষ্ঠ নগরীতে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণে যে সকল শৌর্য্য-সম্পন্ন বিক্রমসংযুক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পুত্র, পৌত্র ও স্ত্রীগণের সহিত দীর্ঘায়ু, দেবতা-পূজক, অতিথি-সেবাতৎপর, ধর্ম্মরত ও সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। এবং সেই নগরীতে ক্ষত্রিয়-সমস্ত ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাবহ, বৈশ্য সকল ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞাবহ, শূদ্রগণ ত্রিবর্ণসেবারূপ স্বকর্ম্মে নিরত ছিল।

অযোধ্যা নগরী পূর্ব্বে যেরূপ ধীমান্ মানবেন্দ্র মনু-কর্তৃক সুরক্ষিতা ছিল, অধুনাও তদ্রূপই সেই ইক্ষ্বাকুনাথ দশরথ-কর্তৃক সুরক্ষিতা ছিল। যেমন কেশরি-সমূহে গুহা পরিপূরিতা থাকে, সেইরূপ সেই নগরী অমর্ষণস্বভাব, কৃতবিদ্য, কৌটিল্যবিহীন ও অগ্নিকল্প যোদ্ধৃবর্গে পরিপূর্ণা থাকিত। সেই নগরী কাম্বোজদেশ-জাত, বাহ্লীকদেশোদ্ভব, বনায়ুদেশজ ও নদীজাত উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ হয়গণে পরিব্যাপ্তা থাকিত। অযোধ্যা নগরী বিন্ধ্যাচল-সম্ভূত ও হিমালয়-পর্ব্বত জাত অচল নিভ, নিত্য-প্রমত্ত, মদান্বিত, অতিবলশালী এবং ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ, ভদ্রমন্দ্রমৃগ, ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ ও মৃগমন্দ্ররূপ-জাতি বিভক্ত ঐরাবত-কুলোদ্ভব, মহাপদ্মকুল-জাত, অঞ্জন-বংশীয় ও বামন-কুলোৎপন্ন পর্ব্বতোপম মত্ত মাতঙ্গগণে সর্ব্বদা পরিপূরিতা থাকিত। এবং শত্রুগণের অযোধ্যা সেই অযোধ্যা নগরী দ্বিযোজনের অধিকেও প্রকাশমানা হইত।

যেরূপ চন্দ্র নক্ষত্রগণ শাসন করেন, সেইরূপ সেই দমিতশত্রু সুমহাতেজা মহারাজ দশরথ সেই নগরী শাসন করিতেন। বিচিত্র বিচিত্র গৃহে শোভিতা, সুদৃঢ় তোরণ ও অর্গল-যুক্তা, সহস্র সহস্র মানবে পরিব্যাপ্তা এবং শত্রুগণের অযোধ্যা শিবদায়িনী অযোধ্যা নগরী ইন্দ্র-সদৃশ রাজা দশরথের শাসনে ছিল।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুমহাত্মা বীর দশরথ রাজার সর্ব্বদা প্রিয় ও হিতানুষ্ঠায়ী এবং ইঙ্গিতজ্ঞ ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্র-বর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল ও অর্থশাস্ত্রজ্ঞ সুমন্ত্র-নামক আট জন অমাত্য ছিলেন। যাঁহারা অমাত্যগুণে ভূষিত, যশস্বী, পবিত্র-চরিত্র এবং রাজকার্য্যে সর্ব্বদা অনুরক্ত। সেই রাজা দশরথের অভিমত বসিষ্ঠ ও বামদেব, এই দুই জন প্রধান ঋত্বিক্ এবং সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি অপর ঋত্বিক্ ও বসিষ্ঠ-প্রভৃতি সকলেই মন্ত্রী ছিলেন। সেই দশরথ রাজার এই সমস্ত ব্রহ্মর্ষি এবং পূর্ব্ববৃত অনেক সনাতন বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন কার্য্যদক্ষ জিতেন্দ্রিয় শ্রীশালী ঋত্বিক্ ছিলেন।

দশরথ রাজার সেই সমস্ত অমাত্যেরা ব্রহ্ম ও ক্ষত্র হিংসা না করিয়া পুরুষের বলাবল সন্দর্শন-পূর্ব্বক যথোচিত তীক্ষ্ণ দণ্ড প্রদান করত কোষ পরিপূরিত করেন। যাঁহারা শ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, মহাত্মা, ধনুর্ব্বেদবিৎ, সুদৃঢ়বিক্রমশালী, রাজকার্য্যে অত্যন্ত সাবধান, তেজস্বী, যশস্বী, ক্ষমাসম্পন্ন ও সস্মিতভাষী; যাঁহারা ক্রোধ, কাম, কি কোন প্রয়োজন-বশত মিথ্যা বাক্য বলিতেন না; যাঁহাদিগের শত্রু কি মিত্রের কোন বৃত্তান্ত অবিদিত ছিল না; যাঁহারা শত্রু ও মিত্রের চিকীর্ষিত, ক্রিয়মাণ বা কৃত কর্ম্ম চারদ্বারা বিদিত হইতেন; যাঁহারা সৌহার্দ্দ-ব্যবহার-কুশলতায় রাজা দশরথ-কর্তৃক সুপরীক্ষিত হইয়াছেন; যাঁহারা অপরাধী হইলে পুত্রদিগের প্রতিও সমুচিত দণ্ড নির্দ্ধারণ করিতেন; যাঁহারা কোষপূরণে ও সৈন্যসংগ্রহে অতিশয় উদ্যুক্ত; যাঁহারা অনপরাধী হইলে শত্রু পুরুষেরও হিংসা করিতেন না; এবং যাঁহারা লেখন-সমর্থ, নিয়তোৎসাহ-সম্পন্ন, নীতিশাস্ত্রানুসারী এবং রাষ্ট্রবাসী পবিত্রস্বভাব ব্যক্তিগণের প্রতিপালক। প্রজাগণের সমস্ত বৃত্তান্তবিজ্ঞ ঐকমত্যাবলম্বী সেই সমস্ত সুপবিত্র-চরিত্র

মন্ত্রীদিগের নয়বলে সেই শ্রেষ্ঠ নগরও সমস্ত রাষ্ট্র নির্ব্বিঘ্ন ছিল,—রাষ্ট্রে বা পুরে কোন স্থানে কোন পুরুষ মিথ্যাবাদী, দুষ্টস্বভাব কি পরদার-নিরত ছিল না। সেই সমস্ত সুবেশ, সুবসন, শুদ্ধব্রত অমাত্যেরা নরেন্দ্র দশরথের হিতার্থী হইয়া নীতিরূপ নয়নে সর্ব্বদাই জাগরিত থাকিতেন। তাঁহারা স্ব স্ব আচার্য্যের কেবল গুণমাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব পরাক্রমে ভুবনবিখ্যাত। তাঁহারা বুদ্ধিবলে বিদেশীয় সমস্ত বিবরণ অবগত হইতেন। তাঁহাদিগের সমস্ত গুণই ছিল, কোন গুণেরই অভাব ছিল না। তাঁহারা সন্ধি ও বিগ্রহ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের স্বভাবই পরম সম্পৎ ছিল। এবং তাঁহারা নীতিশাস্ত্রে সবিশেষ অভিজ্ঞ, মন্ত্রসংরক্ষণ-সমর্থ, সর্ব্বদা-প্রিয়বাদী ও সূক্ষ্ম বিচারে নিপুণ।

অনন্তর রাজা দশরথ এতাদৃশ-গুণসম্পন্ন সেই সমস্ত অমাত্যদিগের সহিত বসুন্ধরা শাসন করিতেন। রণে সত্যপ্রতিজ্ঞ বদান্য ত্রিলোকবিখ্যাত পুরুষবর রাজা দশরথ অযোধ্যাতে থাকিয়াই চারদ্বারা স্বদেশ ও বিদেশের বিবরণ সন্দর্শন-পূর্ব্বক অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া প্রজাপালন ও তাহাদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তন করত এই সমুদায় পৃথিবী শাসন করেন। তিনি আত্মতুল্য বা আত্মাধিক-শৌর্য্যাদিসম্পন্ন শত্রু প্রাপ্ত হয়েন নাই। যেরূপ দেবপতি ইন্দ্র, নিষ্কণ্টকে স্বর্গলোক শাসন করেন, সেইরূপ সেই প্রণতসামন্ত মিত্রবান্ রাজা দশরথ প্রতাপদ্বারা দস্যু প্রভৃতি সমুদয় কণ্টক বিনাশ করিয়া এই লোক শাসন করেন। যেমন ভাস্কর কিরণসমূহে শোভিত হন, সেইরূপ সদ্‌বৃত্ত রাজা দশরথ মন্ত্রণানিবিষ্ট, হিতানুষ্ঠায়ী, সূক্ষ্মার্থ-দর্শন-নিপুণ, সূক্ষ্মার্থ-সাধন-দক্ষ ও অনুরক্ত সেই সমস্ত তেজস্বী মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া শোভিত হইতেন।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

সেই মহাত্মা ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দশরথ ঈদৃশ-প্রভাবসম্পন্ন; কিন্তু তাঁহার বংশকর পুত্র ছিল না। তিনি পুত্রের অভাব নিমিত্ত সর্ব্বদা অনুতপ্ত থাকিতেন। কদাচিৎ "কি উপায়ে পুত্র হইবে," এরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাত্মা দশরথের এরূপ বুদ্ধি হইল, যে, আমি পুত্র-নিমিত্তে কেন অশ্বমেধ যাগ করিতেছি না! ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিমান্ রাজা দশরথ সেই সমস্ত বিশুদ্ধ মন্ত্রীদিগের সহিত "অশ্বমেধ যাগ করা উচিত," এরূপ মতি নিশ্চয় করিলেন। পরে মহাতেজস্বী রাজা দশরথ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে কহিলেন, "তুমি আমার সেই সমস্ত গুরু ও পুরোহিতদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর।"

অনন্তর সেই ত্বরিতগামী সুমন্ত্র সত্বর গমন করিয়া সেই সমস্ত বেদপারগ গুরু ও পুরোহিতদিগকে একসঙ্গে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ পুরোহিত বশিষ্ঠ, সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং অন্যান্য দ্বিজসত্তমদিগকে পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মার্থসাধন এই মধুর বাক্য বলিলেন, "আমার পুত্রাভাব-নিবন্ধন বিলাপেই সমস্ত সময় অতিবাহিত হইতেছে! আমি কোন ক্ষণেই সুখ লাভ করিতেছি না! অতএব আমি নিশ্চয় করিয়াছি, যে, পুত্রনিমিত্ত অশ্বমেধ যাগ করিব। পরন্তু আমার বাসনা এই, যে, উক্ত যাগ শাস্ত্রবিধ্যনুসারে নির্ব্বাহিত হয়; যাহাতে আমার এই অভিলাষ সফল হয়, আপনারা এরূপ উপায় অবধারণ করুন।"

অনন্তর বশিষ্ঠপ্রভৃতি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা পরম প্রীত হইয়া দশরথ রাজার মুখ-নির্গত সেই বাক্য "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ব বিমোচন এবং সরযূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন্। হে রাজন্! আপনি অবশ্যই অভিপ্রেত অনেক পুত্র লাভ করিবেন, যেহেতু আপনার পুত্র-নিমিত্ত ঈদৃশী ধার্ম্মিকী বুদ্ধি হইয়াছে।"

অনন্তর রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলেন। তিনি হর্ষব্যাকুল-নয়ন হইয়া অমাত্যদিগকে বলিলেন, "এক্ষণ তোমরা গুরুগণ-বাক্যানুসারে আমার যজ্ঞের আয়োজন, অশ্বরক্ষণ-সমর্থ-যোধগণ ও উপাধ্যায়ের সহিত অশ্ববিমোচন এবং সরযূনদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ কর, এবং বিঘ্ন-নিবারক কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। যজ্ঞ-ছিদ্রানুসন্ধান-পটু ব্রহ্মরাক্ষসেরা যজ্ঞের ছিদ্র অন্বেষণ করে, সুতরাং ইহাতে সচরাচর বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; যদি এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে কষ্টপ্রদ বিঘ্ন না ঘটিত, তবে সমস্ত মহীপালেরাই এই যজ্ঞ করিতে পারিতেন। যাঁহার যজ্ঞে বিঘ্ন হয়, তিনি সদ্যই বিনষ্ট হন; অতএব যেরূপে আমার এই যজ্ঞ যথাবিধি সমাপিত হয়, তোমরা এরূপ বিধান কর; তোমাদিগের তাদৃশ বিধান করিতে সামর্থ্য আছে।"

সমস্ত অমাত্যেরা নৃপতি-কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া তাঁহার সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণান্তর বলিলেন, "অনুজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিব।"

অনন্তর সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নৃপসত্তম দশরথ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ-দ্বারা সম্বর্দ্ধন করত, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। মহামতি নরপতিশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র দশরথ সেই সমস্ত দ্বিজকে বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সমুপস্থিত সচিবগণকে "আমি ঋত্বিগ্‌গণ-কর্ত্তৃক 'আপনি যথাবিধি ক্রতু প্রাপ্ত হউন,' এরূপ আদিষ্ট হইয়াছি," এই কথা বলিয়া বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। পরে সেই নরেন্দ্র দশরথ আবাসে গিয়া সেই মনোজ্ঞ পত্নীদিগকে কহিলেন, "আমি পুত্রনিমিত্তে যাগ করিব, এজন্য তোমরা দীক্ষিতা হও।"

অতিকমনীয় উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সুকান্তিমতী রাজপত্নীদিগের মুখসমস্ত, যেরূপ হিমান্তে পদ্মসকল শোভিত হয়, সেইরূপ শোভিত হইল।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

সুমন্ত্র সারথি সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া নির্জ্জনে দশরথ রাজাকে এই কথা বলিলেন, "ঋত্বিগ্‌গণেরা আপনার পুত্র-প্রাপ্তির এই যে উপায় উপদেশ করিয়াছেন; আমি পৌরাণিক ইতিহাসে তাহার কিঞ্চিৎ বিশেষ শ্রবণ করিয়াছি। আমি যে ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন্। মহারাজ! পূর্ব্বে ভগবান্ সনৎকুমারঋষি, ঋষিদিগের নিকটে আপনার পুত্রপ্রাপ্তি বিষয়ে এই কথা বলিয়াছিলেন, 'কাশ্যপঋষির বিভাণ্ডক-নামক বিশ্রুত পুত্র আছেন, তাঁহার ঋষ্যশৃঙ্গ-নামক বিখ্যাত পুত্র হইবেন। তিনি বনেতেই জনক কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইবেন। সেই সদাবনচর বিপ্রেন্দ্র মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অনবরত পিতৃসঙ্গে থাকিয়া, মুখ্য ও গৌণ, দ্বিবিধ ব্রহ্মচর্য্যই অনুষ্ঠান করিবেন, অন্য কিছুই জানিবেন না। হে রাজন্! তাঁহার এই চরিত্র বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা কথিত এবং সমস্ত লোকে প্রখ্যাত হইবে। তিনি এইরূপে থাকিয়া অগ্নি ও যশস্বী পিতাকে শুশ্রূষা করত কাল অতিবাহিত করিবেন।

সেই সময়ে অঙ্গদেশে মহাবল প্রতাপবান্ সুবিখ্যাত রোমপাদ-নামক রাজা হইবেন। সেই রাজার ব্যতিক্রমে সর্ব্বলোক ভয়াবহ সুদারুণ অতিঘোর অনাবৃষ্টি হইবে। অনাবৃষ্টি হইলে রাজা দুঃখিত হইয়া বেদাধ্যয়ন-সংবৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক বলিবেন, 'আপনারা এরূপ নিয়ম আদেশ করুন্, যাহাতে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়; আপনারা, যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে অনাবৃষ্টি নিবৃত্তি হয়, অবশ্যই তাদৃশ কর্ম্ম অবগত থাকিবেন, কেননা আপনারা সমস্ত লোক-ব্যবহারই অবগত আছেন।'

অনন্তর সেই সমস্ত বেদপারগ দ্বিজসত্তম ব্রাহ্মণেরা নৃপতিকর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া মহীপালকে কহিবেন, "হে রাজন্! আপনি, যে কোন উপায়ে হউক্, এখানে বিভাণ্ডক-তনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করুন্। হে মহী-

পাল! আপনি বেদপারগ ব্রাহ্মণ বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে সুসংকারপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সুসমাহিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি শান্তানাম্নী কন্যা প্রদান করুন্।'

রাজা রোমপাদ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া 'সেই বীর্য্যবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে কি উপায়ে এখানে আনা যাইতে পারে' এরূপ চিন্তান্বিত হইবেন। পরে সেই বিশুদ্ধাত্মা রাজা মন্ত্রিগণের সহিত নিশ্চয় করত পুরোহিত ও অমাত্যদিগকে সংকার করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নার্থ নিয়োগ করিবেন। পুরোহিত এবং অমাত্যেরা রাজার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ব্যথিত হইয়া অবনতাননে 'আমরা বিভাণ্ডক ঋষি হইতে ভীত হইয়াছি, আমরা যাইতে পারিব না' ইহা বলিয়া সেই নরপতিকে অনুনয় করিবেন। অনন্তর তাহারা চিন্তা করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নের সমুচিত উপায় সকল নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক রোমপাদকে বলিবেন, 'আমরা ঐ সকল উপায়ে দ্বিজবর ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিতে পারিব, ইহাতে কোন দোষ হইবে না।

পুরোহিত ও অমাত্যের বাক্যে অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদ গণিকা-দ্বারা ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবেন। তখন ইন্দ্রনিদেশে বৃষ্টি হইবে। রাজা ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা দান করিবেন। রাজা দশরথের জামাতা সেই ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার অনেক পুত্র বিধান করিবেন। আমি সনৎকুমারের কথিত এই কথা আপনাকে নিবেদন করিলাম।"

অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্ট হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন "যে উপায়ে ও যে প্রকারে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনীত হইয়াছেন, তাহা বর্ণন কর।"

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

তখন সুমন্ত্র নৃপতি-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন, "মন্ত্রিগণ-কর্ত্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি যে উপায়ে ও যে প্রকারে আনীত হইয়াছেন, আমি তৎসমস্ত বলিতেছি, আপনি অমাত্যগণের সহিত শ্রবণ করুন্। পুরোহিত ও অমাত্যেরা রোমপাদকে ইহা বলিলেন আমরা এই নির্ব্বিঘ্ন উপায় স্থির করিয়াছি,—ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি তপস্বী, স্বাধ্যায়নিরত এবং বনবাসী; তিনি রমণী ও বিষয়-নিবন্ধন সুখ বিজ্ঞাত নহেন; অতএব তাঁহাকে প্রাণিমাত্রের চিত্তপ্রমাথী ও অভিমত ইন্দ্রিয়-বিষয়-দ্বারা আনয়ন করা যাইতে পারে। আপনি শীঘ্র আদেশ করুন,—রূপবতী গণিকারা শোভন অলঙ্কারে শোভিতা ও সৎকৃতা হইয়া তথায় গমন করুক। সেই বারাঙ্গনারা বিবিধ উপায়-দ্বারা সেই ঋষিকে প্রলোভিত করিয়া এস্থানে আনয়ন করিবে।'

রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া পুরোহিতকে তাহাই করিতে বলিলেন। পুরোহিত মন্ত্রীদিগকে তাহা করিতে কহিলে মন্ত্রীরা তাহা করিলেন। পরে মুখ্য বারাঙ্গনারা তাহা শ্রবণ করিয়া সেই মহাবনে প্রবেশ-পূর্ব্বক বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমের সন্নিকটে থাকিয়া ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গের দর্শন-নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল; সেই সুধীর ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃ-লালনাদিতে নিত্য সন্তুষ্টছিলেন, অতএব তিনি সর্ব্বদা আশ্রমেই থাকিতেন, কখন আশ্রমের দূরে যাইতেন না; সেই তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মাবধি একাল-পর্য্যন্ত কখন স্ত্রী, পুরুষ কি নগর বা রাষ্ট্র-জাত অন্যান্য কোন বস্তু অবলোকন করেন নাই। পরে কোন সময়ে বিভাণ্ডকতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ যদৃচ্ছাক্রমে সেই প্রদেশে আগমন করিলেন, এবং তথায় সেই সকল বারাঙ্গনাকে দেখিতে পাইলেন। সেই সমস্ত বিচিত্রবেশা প্রমদারা মধুর স্বরে গান করিতে করিতে ঋষিতনয়ের নিকটে আসিয়া এই কথা বলিল, 'আপনি কে, কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং কি নিমিত্তই বা এই নির্জ্জন দূর বনে বিচরণ করিতেছেন, ইহা আমরা জানিতে বাসনা করি, আপনি আমাদিগকে বলুন।'

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি পূর্ব্বে, সেই বনে কখন তাদৃশ-কমনীয়রূপা কামিনীদিগকে দেখেন নাই, সুতরাং নববস্তু সন্দর্শন-নিমিত্ত প্রতিযুক্ত

ইয়াছিলেন ; অতএব তাঁহার স্বীয় পিতাকে দর্শন করিতে অভিলাষ হইল। তিনি কহিতেন, 'হে শুভ দর্শনগণ! আমার পিতা বিভাণ্ডক ; আমি তাঁহার ঔরস পুত্র ; আমার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ, ইহা সকলেই জানে ; এবং আমার কর্ম্মও ভূমণ্ডলে বিখ্যাত আছে। এই বনের সমীপে আমাদিগের আশ্রম ; চল, সেই স্থানে আমি তোমাদিগের সকলকে যথাবিধি পূজা করিব।'

অনন্তর ঋষিতনয়ের বাক্য শ্রবণে তাঁহার আশ্রম সন্দর্শনার্থ সেই সমস্ত বারাঙ্গনার অভিপ্রায় হইল, তাহারা সকলেই তাঁহার আশ্রমে গমন করিল। পরে তাহারা আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে 'এই পাদ্য, এই অর্ঘ্য এবং এই আমাদিগের ভক্ষ্য মূল ও ফল, এরূপ বর্ণন করত তদ্দ্বারা পূজা করিলেন। তাহারা সকলেই সমুৎসুকা হইয়া সেই পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক বিভাণ্ডক ঋষির ভয়ে শীঘ্র গমন করিতে অভিলাষ করিল। সেই সকল বারাঙ্গনারা 'হে বিপ্র! আমাদিগের এই সকল মুখ্য মুখ্য ফল গ্রহণ করুন, এবং ভক্ষণ করুন, বিলম্ব করিবেন না ; হে দ্বিজ! আপনার মঙ্গল হউক,' ইহা বলিয়া তাঁহাকে সমালিঙ্গন-পূর্ব্বক হর্ষান্বিতা হইয়া বিবিধ উত্তম উত্তম সুভক্ষ্য মোদক প্রদান করিল। তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ তৎসমস্ত ভক্ষণ করিয়া ফল-বিশেষ বোধ করিলেন, যেহেতু নিত্যবনবাসী ব্যক্তিরা মোদকাদি নগরজাত দ্রব্যের আস্বাদে অনভিজ্ঞ। অনন্তর সেই কামিনীরা বিভাণ্ডক ঋষির ভয়ে বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গকে ব্রতানুষ্ঠানের সময় নিবেদন-পূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিয়া সেই অপদেশে তথা হইতে প্রস্থান করিল। পরে সেই সকল কামিনীরা গমন করিলে, কাশ্যপ-তনয় দ্বিজ ঋষ্যশৃঙ্গ অস্বস্থমনা হইয়া ক্লেশ-প্রযুক্ত এক স্থানে অবস্থানে অসমর্থ হইলেন।

অনন্তর পর দিবস সেই শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ সেই বারাঙ্গনাদিগের হসিত ও ভাষিত-প্রভৃতি সমুদয় ব্যাপার মনে মনে স্মরণ করত, যে প্রদেশে পূর্ব্ব দিবসে তিনি সেই সকল শোভনালঙ্কার-ভূষিতা মনোজ্ঞা মুখ্যা বারাঙ্গনাকে দেখিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে আগমন করিলেন। অনন্তর তাহারা বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আসিতে দেখিয়াই পরম হর্ষ লাভ করিল, এবং তাঁহার নিকটে গিয়া সকলেই তাঁহাকে এই কথা বলিল, 'হে শুভদর্শন! আপনি আমাদিগের আশ্রমে আগমন করুন,' আর ইহাও বলিল, 'যদিচ এস্থানে সুখাদ্য বিচিত্র বিচিত্র অনেক মূল ও ফল আছে, তথাপি সেস্থানে ভোজন-বিধি এস্থান হইতে নিশ্চয়ই অনেক উৎকৃষ্ট হইবে।'

তৎপরে ঋষ্যশৃঙ্গ সেই সকল বারাঙ্গনার হৃদয়ঙ্গম বাক্য শ্রবণ করিয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন ; তাহারাও তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল। সেই মহাত্মা বিপ্র ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশে আনীয়মান হইলে ইন্দ্রদেব সহসা জগৎ প্রসন্ন করত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নরপতি রোমপাদ সুসমাহিত হইয়া স্বীয় রাজ্যে বৃষ্টির সহিত সমাগত বিপ্রতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহাকে যথা রীতি অর্ঘ্য প্রদান-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন, যে, আপনি ও আপনার জনক আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, যেন আপনাদিগের আমার প্রতি ক্রোধ না হয়। পরে সেই রোমপাদ রাজা তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া শান্তা-নাম্নী কন্যা সম্প্রদান করিয়া প্রশান্তমানস হইয়া হর্ষ লাভ করিলেন। সেই মহাতেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ও ভার্য্যা শান্তার সহিত রোমপাদ কর্ত্তৃক সমস্ত-কাম্যবস্তু-দ্বারা সুপূজিত হইয়া অঙ্গদেশে বাস করিতে লাগিলেন।"

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

সুমন্ত্র মন্ত্রী কহিলেন, "হে রাজেন্দ্র! সেই বুদ্ধিমান্ দেববর সনৎকুমার আর যে আপনার হিত-সাধন কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ইক্ষ্বাকু-বংশে সুধার্ম্মিক সত্য-প্রতিজ্ঞ শ্রীমান্ দশরথ

নামে রাজা হইবেন; তাঁহার মহাভগ্যবতী শান্তানাম্নী কন্যা হইবে; এবং তিনি অঙ্গ-রাজের সহিত সখ্য করিবেন। অঙ্গরাজপুত্র রোমপাদ নামে বিখ্যাত হইবেন। সেই মহা যশস্বী রাজা দশরথ তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলিবেন, 'হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি অন-পত্য; আপনি শান্তা স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গকে আমা-দিগের বংশবৃদ্ধির নিমিত্তে যজ্ঞ করিতে নিয়োগ করুন্।'

বিশুদ্ধাত্মা রোমপাদ রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক মনে মনে তাহার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা চিন্তা করিয়া দশরথকে পুত্রবান্ শান্তাপতি ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রদান করিবেন। অন-ন্তর রাজা দশরথ নিশ্চিন্ত হইয়া সেই বিপ্রকে লইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই যজ্ঞ আহরণ করিবেন। ধর্ম্মজ্ঞ নরেশ্বর রাজা দশরথ যশঃ-প্রার্থী হইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে কৃতাঞ্জলিপুটে স্বর্গ ও পুত্র নিমিত্তে যাগ করিতে বরণ করি-বেন। মনুজপতি দশরথ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্য-শৃঙ্গের নিকট অভিলষিত বিষয় লাভ করিবেন; —তাঁহার অমিতবিক্রমশালী বংশপ্রতিষ্ঠাত্রী সর্ব্বভূত-বিখ্যাত চারিটি পুত্র হইবেন।' পূর্ব্বে সত্যযুগে দেববর ভগবান্ প্রভু সনৎকুমার এই কথা কহিয়াছিলেন। হে পুরুষ শার্দ্দূল মহারাজ! আপনি বল ও বাহনের সহিত স্বয়ংই তথায় গমন করিয়া সুসৎকার-পূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গকে আনায়ন করুন্।"

রাজা দশরথ সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিহৃষ্ট হইলেন, এবং বশিষ্ঠ ঋষিকে সুমন্ত্রের কথা কহিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুর ও অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে, যে স্থানে দ্বিজবর ঋষ্যশৃঙ্গ আছেন, তথায় গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অনেক বন ও নদী অতিক্রম-পূর্ব্বক, যে প্রদেশে ঋষিবর ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন, সেই দেশে উপস্থিত হইলেন, এবং রোমপাদের সন্নিধানে উপবিষ্ট দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে দীপ্যমান অনলের ন্যায় তেজস্বী দেখিলেন। অনন্তর রাজা রোমপাদ তাঁহাকে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সখ্য ভাবে যথারীতি সবিশেষ পূজা করিলেন; এবং ধীমান্ ঋষিতনয় ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজা দশরথের সহিত সখ্য ভাব ও সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিলেন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গও তাঁহাকে পূজা করিলেন। তৎপরে নরশার্দ্দূল রাজা দশরথ এইরূপে সুসৎকৃত হইয়া সাত আট দিন রোমপাদের সহিত তথায় বাস করিয়া রোমপাদ রাজাকে এই কথা বলিলেন, "হে মানবপতে রাজন্! আমার সুমহৎ কর্ম্ম উপস্থিত, অতএব আপ-নার তনয়া শান্তা স্বামীর সহিত আমার নগরে গমন করুন্।"

রাজা রোমপাদ ধীমান্ দশরথ রাজার বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, "আপনি ভার্য্যার সহিত গমন করুন্।"

তখন ঋষ্যশৃঙ্গ রাজার বাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আমি গমন করিব।"

অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ, নরপতি রোমপাদের অনুজ্ঞানুসারে ভার্য্যার সহিত প্রস্থিত হইলেন। বীর্য্যবান্ দশরথ এবং রোমপাদ রাজা স্নেহে হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক পরস্পর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আনন্দিত হইলেন। পরে রঘুকুলনন্দন দশরথ বন্ধু রোমপাদ রাজাকে আমন্ত্রণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন, এবং পৌর-গণের নিকটে "সমস্ত নগর অতিশীঘ্র জলসিক্ত সম্মার্জ্জিত, ধূপগন্ধে সুবাসিত, পতাকাদ্বারা অলঙ্কৃত এবং উত্তমরূপে সুশোভিত কর," ইহা বলিয়া শীঘ্রগামী অনেক দূত প্রেরণ করিলেন। অনন্তর পৌরবর্গেরা দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে আগত জানিয়া, রাজা যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমস্ত নগর শোভিত করিল। তৎপরে রাজা দশরথ সমলঙ্কৃত নগরে শঙ্খ ও দুন্দুভি বাজাইয়া, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সমস্ত পৌর ব্যক্তিরা যেরূপ স্বর্গে সুরেশ্বর সহস্রাক্ষ-কর্ত্তৃক কাশ্যপ বামন প্রবেশিত হই-য়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্র-সাহায্যকারী নরেন্দ্র দশ-রথকর্ত্তৃক দ্বিজোত্তম ঋষ্যশৃঙ্গকে সৎকার-পূর্ব্বক প্রবেশ্যমান দেখিয়া প্রমোদ লাভ করিল। অনন্তর রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া যথাশাস্ত্র পূজা করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের সমাগমে আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

এবং সমস্ত অন্তঃপুর-বাসী ব্যক্তিরা বিশাল-নয়না শান্তাকে পতি ও পুত্রের সহিত আগতা দেখিয়া স্নেহ-বশত অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। শান্তাও পতি এবং পুত্রের সহিত রাজা ও রাজ্ঞী-কর্তৃক বিশেষ রূপে পূজ্যমানা হইয়া পরম সুখে কিছুকাল সেই স্থানে রহিলেন।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর বহু দিবসের পর মনোহর বসন্ত কাল উপস্থিত হইলে, রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ হইল। তিনি দেবতুল্য তেজস্বী সেই দ্বিজশার্দূল ঋষ্যশৃঙ্গকে ভূমিষ্ঠ মস্তকে প্রণাম করিয়া বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে বরণ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ও ভূপতি দশরথ রাজাকে বলিলেন, "আমি যজ্ঞ করিব; আপনি যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ব বিমোচন ও সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন্।"

তৎপরে নরপতি দশরথ সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন, "হে সুমন্ত্র! তুমি বেদপারগামী ব্রহ্মবাদী ঋত্বিক্ সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য দ্বিজ-সত্তম ব্রাহ্মণদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর।"

তদনন্তর শীঘ্রগামী সুমন্ত্র সত্বর গমন করিয়া সেই সমস্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে একসঙ্গে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্ম্মাত্মা দশরথ রাজা তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া ধর্ম্মার্থসাধন যুক্তি-যুক্ত এই মনোহর বাক্য বলিলেন, 'আমি পুত্রাভাব-নিবন্ধন সন্তাপ-প্রযুক্ত একক্ষণও সুখ লাভ করিতেছি না। অতএব স্থির করিয়াছি, পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত অশ্বমেধ যাগ করিব।" পরন্তু আমার এই বাসনা, যে, শাস্ত্রে অশ্বমেধ যাগের যেরূপ অনুষ্ঠান-প্রক্রিয়া বিহিত আছে, সেইরূপ অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ানুসারে উক্ত যাগ অনুষ্ঠিত হয়; ফলত আমার সমস্ত অভিলাষই ঋষিতনয়ের তেজঃ প্রভাবে সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।"

অনন্তর বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গ-প্রধান ব্রাহ্মণ সকল নরপতি দশরথ রাজার মুখনির্গত সেই বাক্য "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আপনি যজ্ঞের আয়োজন, অশ্ব বিমোচন এবং সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ করুন্; আপনি অবশ্যই অমিত-বিক্রমশালী চারিটি তনয় প্রাপ্ত হইবেন, যেহেতু আপনার পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত ঈদৃশী ধার্ম্মিকী বুদ্ধি হইয়াছে।"

তৎপরে রাজা দশরথ সেই ব্রাহ্মণদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন, এবং অমাত্য-দিগকে হর্ষপূর্ব্বক এই শুভাক্ষর বাক্য কহিলেন "তোমরা গুরুদিগের বাক্যানুসারে শীঘ্র আমার যজ্ঞের আয়োজন, অশ্বরক্ষণ-সমর্থ যোধগণ ও উপাধ্যায়ের সহিত অশ্ব বিমোচন এবং সরযূ নদীর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণ কর, এবং বিঘ্ননিবারক কর্ম্ম সকলের বিধি ও ক্রমানুসারে অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। যজ্ঞ-ছিদ্রানুসন্ধান-পটু ব্রহ্মরাক্ষসেরা যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করে, সুতরাং ইহাতে সচরাচর বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; যদি এই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে কষ্টদায়ক বিঘ্ন না ঘটিত, তবে সমস্ত মহীপালেরাই এই যজ্ঞ করিতে পারিতেন। যাঁহার যজ্ঞে বিঘ্ন হয়, তিনি সদ্যই বিনষ্ট হন; অতএব যেরূপে আমার এই যজ্ঞ যথাবিধি সমাপিত হয়, তোমরা এরূপ বিধান কর; তোমাদিগের তাদৃশ বিধান করিতে সামর্থ্য আছে।"

অনন্তর সমস্ত অমাত্যেরা পার্থিবেন্দ্র দশ-রথের বাক্য "যাহা বলিলেন, তাহাই বটে," ইহা বলিয়া অভিনন্দন-পূর্ব্বক অনুজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিলেন। পরে সেই সকল ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মজ্ঞ পার্থিবেন্দ্র দশরথকে প্রশংসা করিয়া তাঁহার অনুমতি লাভানন্তর, যে যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। সেই সকল ব্রাহ্মণেরা গমন করিলে, মহামতি নরপতি দশরথ সেই অমা-ত্যদিগকে বিসর্জ্জন করিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

পুনরায় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, সংবৎসর পূর্ণ হইল; তখন বীর্য্যবান্ দশরথ রাজা পুত্রলাভার্থ অশ্বমেধ যাগ করণাভিলাষে বশিষ্ঠ ঋষির নিকটে গমন করিলেন। তিনি দ্বিজোত্তম বশিষ্ঠকে যথান্যায়ে পূজা করিয়া পুত্রলাভার্থ এই সবিনয় বাক্য বলিলেন, "হে মুনিপুঙ্গব! আপনি যথাশাস্ত্র আমার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুন, এবং এরূপ বিধান করুন, যাহাতে ব্রহ্মরাক্ষস-প্রভৃতি যজ্ঞবিঘ্নকারীরা যজ্ঞের কোন অঙ্গে বিঘ্ন করিতে না পারে। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার পরম গুরু ও পরম সুহৃৎ, এবং আপনি আমার প্রতি স্নেহও করিয়া থাকেন; অতএব আমি আপনাকে এই যজ্ঞের ভার অর্পণ করিতেছি, আপনাকে অবশ্যই এই ভার বহন করিতে হইবে।"

অনন্তর সেই দ্বিজসত্তম বশিষ্ঠ রাজার বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আমি আপনার প্রার্থনানুরূপ সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বাহ করিব।"

তৎপরে বশিষ্ঠ ঋষি যজ্ঞকর্ম্মকুশল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পরমধার্ম্মিক বৃদ্ধ স্থাপত্যকর্ম্ম-কুশল ব্যক্তি, কর্ম্মকারক ভৃত্য, চর্ম্মকার-প্রভৃতি শিল্পী, চিত্রাদি-শিল্পকার, সূত্রধার, খনক, গণক, নট, নর্ত্তক এবং বহুশ্রুত শাস্ত্রজ্ঞ শুচি পুরুষদিগকে কহিলেন, "তোমরা রাজাজ্ঞায় যজ্ঞোপযোগী সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ কর,—তোমরা বহুসহস্র ইষ্টকা আনয়ন করিয়া বহুগুণ-সমন্বিত রাজযোগ্য অনেক গৃহ, ব্রাহ্মণদিগের বাসযোগ্য বহুবিধ ভক্ষ্য এবং অন্ন ও পান-যুক্ত সুদৃঢ় শত শত উত্তম-গেহ, পৌরগণের বাস-যোগ্য বিস্তারশালী অনেক আবাস, বহু দূর হইতে সমাগত পার্থিবদিগের পৃথক্ পৃথক্ শয্যাগৃহ এবং বাজি ও বারণশালা, স্বদেশী ও বিদেশী ভট্টদিগের বাসার্থ বৃহৎ বৃহৎ অনেক আবাস এবং ইতর পৌর ব্যক্তিব্যূহের বাসনিমিত্ত সমস্ত কাম্য-বস্তু-সমন্বিত বহুভক্ষ্যশালী সুশোভন অনেক গৃহ নির্ম্মাণ কর। তোমরা সকলকেই যথাবিধি সৎকার-পূর্ব্বক অন্নপ্রদান করিও, যাহাতে সমস্তচাতুর্ব্বর্ণিক ব্যক্তিরা সুসৎকৃত হইয়া পূজা প্রাপ্ত হয়; কোন মতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিও না; যেহেতু কাম কি ক্রোধবশতঃ কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রয়োগ করা অনুচিত। তোমরা, যেসকল শিল্পকার ও অন্যান্য পুরুষেরা যজ্ঞকর্ম্মে ব্যগ্র থাকিবে, তাহাদিগের এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা ধন ও ভোজ্যদ্বারা সম্যক্ পূজিত আছে, তাহাদিগেরও যথাক্রমে বিশেষ রূপে পূজা করিবে। এবং তোমরা প্রীতিযুক্ত মনে সেইরূপ বিধান করিও, যাহাতে সমস্ত কার্য্যই উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হয়, কোন একটী কার্য্যও অঙ্গহীন না হয়, এবং সেই সকল বান্ধবেরাও ধন ও ভোজন-দ্বারা পূজিত হন।"

তৎপরে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া বশিষ্ঠকে এই কথা কহিল, "আপনার অভিমত সমস্ত কার্য্যই সুবিহিত হইবে, কোন একটি কার্য্যও অঙ্গহীন হইবে না; আপনি যেরূপ বলিলেন, আমরা সেইরূপই করিব, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইবে না।"

অনন্তর বশিষ্ঠ ঋষি সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া এই বাক্য বলিলেন, "পৃথিবীমধ্যে যে সকল নরপতি ধার্ম্মিক, তুমি তাঁহাদিগকে এবং সমস্তদেশীয় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররূপ-জাতি-বিভক্ত মানবদিগকে সৎকার-পূর্ব্বক আনয়ন কর। তুমি মিথিলাধিপতি সত্যবাদী মহাভাগ শৌর্য্যসম্পন্ন জনক রাজাকে স্বয়ংই আনয়ন কর, আমি যোগবলে জানিলাম, যে, তিনি রাজা দশরথের বৈবাহিক হইবেন, সুতরাং তাঁহাকেই অগ্রে আনয়ন করিতে বলিতেছি। তুমি সতত প্রিয়বাদী স্নিগ্ধ-স্বভাব দেবতুল্য-সাধু-চরিত্র কাশীপতি, রাজসিংহ দশরথের শ্বশুর সেই পরমধার্ম্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেয়য়রাজ, রাজেন্দ্র দশরথের বয়স্য অঙ্গাধিপতি মহেম্বাস সপুত্র রোমপাদ, কোশলরাজ ভানুমান্ এবং সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ পরমোদার-চরিত শৌর্য্যসম্পন্ন প্রাপ্তিবিষয়াভিজ্ঞ পুরুষবর মগধেশ্বরকে সুসৎকার-পূর্ব্বক স্বয়ংই এখানে আনয়ন কর। এবং তুমি রাজাজ্ঞানুসারে মহাভাগ দূত-দ্বারা রাজশাসন জ্ঞাপন করিয়া শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগকে এখানে আগমনার্থ নিয়োগ কর,—তুমি প্রাগ্দেশবর্ত্তী সিন্ধু, সৌবীর ও

সুরাষ্ট্র] দেশের অধিপতি, সমস্ত দাক্ষিণাত্য নরেন্দ্র এবং পৃথিবী-মধ্যে অন্যান্য যে সমস্ত স্নিগ্ধস্বভাব রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে অনুচর ও বান্ধব-বর্গের সহিত এখানে আনয়ন কর।”

তখন সুমন্ত্র বশিষ্ঠের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাদিগকে অযোধ্যা নগরীতে আনয়নার্থ অবিলম্বে তৎকার্য্যদক্ষ পুরুষদিগকে আদেশ করিলেন। পরে মহামতি ধর্ম্মাত্মা সুমন্ত্রও মুনিশাসনানুসারে সত্বর হইয়া সেই সকল রাজাদিগকে আনয়নার্থ স্বয়ংই গমন করিলেন।

অনন্তর সেই সকল কর্ম্মকারকেরা মহর্ষি বশিষ্ঠকে, যজ্ঞনিমিত্ত যাহা যাহা আয়োজন করিয়াছিল, তৎসমস্ত নিবেদন করিল। পরে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষি সেই সকল ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, “তোমরা কাহাকেও অনাদর বা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক কিছু প্রদান করিও না, যেহেতু অবজ্ঞাপূর্ব্বক দান করিলে দাতা ব্যক্তি বিনষ্ট হন, ইহাতে সংশয় নাই।”

অনন্তর কএক দিবস-মধ্যে মহীপালেরা রাজা দশরথের নিমিত্তে অনেক রত্ন লইয়া অযোধ্যা নগরীতে সমাগত হইলেন। পরে বশিষ্ঠঋষি সুপ্রীত হইয়া রাজা দশরথকে এই কথা বলিলেন, “হে নরব্যাঘ্র! আপনার শাসনে মহীপালেরা সমাগত হইয়াছেন, আমিও সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়াছি। এবং কর্ম্মকারক ব্যক্তিরাও যজ্ঞীয় সমস্ত দ্রব্য আহরণ করিয়াছে; আপনি যাগ করণার্থ যজ্ঞভূমিতে গমন করুন্। হে রাজেন্দ্র! যজ্ঞভূমির সমুদয় স্থানেই সমস্ত কাম্য বস্তু সন্নিবেশিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন মনসদ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে; আপনি চলুন, তাহা দেখিবেন।”

মহীপতি দশরথ বশিষ্ঠের এই বাক্যে ও ঋষ্যশৃঙ্গের সম্মতিতে শুভনক্ষত্রযুক্ত দিবসে নির্গত হইলেন। পরে বশিষ্ঠ-প্রধান সমস্ত দ্বিজোত্তমেরা ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞভূমিতে গিয়া যথাশাস্ত্রবিধি যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। শ্রীমান্ রাজা দশরথও পত্নীগণের সহিত দীক্ষিত হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ ও সেই অশ্ব প্রত্যাগত হইলে, সরযূ নদীর উত্তর তীরে রাজা দশথের যজ্ঞ আরব্ধ হইল। এই মহাত্মা রাজা দশরথের অশ্বমেধ-নামক মহা-যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। বেদপারগ যাজকেরা শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি ও যথান্যায়ে পরিক্রম করত যজ্ঞীয় কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণেরা প্রবর্গ্য ও উপসদ নামক দুইটি কর্ম্ম যথাবিধি সমাধান করিয়া শাস্ত্রানুসারে অন্যান্য কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিলেন। পরে সেই সমস্ত মুনিবরেরা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলের অধিষ্ঠাতা দেবতাদিগকে পূজা করিয়া সন্তোষপূর্ব্বক যথাবিধি প্রাতঃসবন-প্রভৃতি কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিলেন। তাহারা যথাবিধি ইন্দ্রকে হবি প্রদান করিয়া প্রস্তরদ্বারা সোমলতা কুট্টন-পূর্ব্বক তাহার উৎকৃষ্ট রস বাহির করিলেন। পরে ক্রমানুসারে মধ্য দিনের সবন অনুষ্ঠিত হইল। সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা মহাত্মা দশরথের তৃতীয় সবনও শাস্ত্রানুসারে যথাবৎ সমাধান করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ-প্রভৃতি সেই ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাদিগকে যথাক্রমে সামবেদোক্ত সুমধুর বিহিতস্বরবর্ণ-সমন্বিত সুস্নিগ্ধ আহ্বানমন্ত্র-দ্বারা আহ্বান করিলেন। তখন হোতারা সেই দেবগণকে আবাহন-পূর্ব্বক যথাভাগ হবি প্রদান করিলেন। সেই যজ্ঞে কোন একটি আহুতিও স্খলিত বা অন্যথা হয় নাই, যেহেতু তাঁহারা যথাবিধি আহুতি প্রদান করেন; সুতরাং সমস্ত আহুতিই যথামন্ত্র ও যথাবিধি নির্ব্বাহিত হইতেছে, এরূপ দৃষ্ট হইল। সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন একটি ব্রাহ্মণও অবিদ্বান্ বা শতসেবক-রহিত ছিলেন না, এবং সেই সকল দিবসে তাঁহাদিগের মধ্যে কোন

একটি ব্রাহ্মণও পরিশ্রান্ত বা ক্ষুধিত অনুভূত হন নাই।

সেই যজ্ঞোপলক্ষে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, তাপস, সন্ন্যাসী, বৃদ্ধ, বালক, মহিলা এবং ব্যাধিত ব্যক্তিরা ভোজন করিত; অন্নব্যঞ্জনাদি এরূপ সুস্বাদ প্রস্তুত হইত, যে, দিবারাত্রি ভোজন করিয়া কাহারও আহারে বিরামেচ্ছা হইত না; ভৃত্যবর্গেরা অধ্যক্ষগণ-কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ "অন্ন ও বিবিধ বস্ত্র প্রদান কর," এরূপ নিযোজিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিত; দিন দিন রন্ধনশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত অন্নাদির পর্ব্বত-তুল্য অনেক কূট পরিদৃশ্যমান হইত। মহাত্মা দশরথের সেই যজ্ঞে নানা দেশ হইতে সমাগত পুরুষ ও অবলাগণের অন্নপান-দ্বারা বিশেষ তৃপ্তি হইত। রঘুকুল-তিলক রাজা দশরথ শ্রেষ্ঠ-দ্বিজগণ-কর্ত্তৃক অন্নাদির এইরূপ প্রশংসা-বাদ শ্রবণ করিতেন, "আহা! অন্নাদি কি সুনিয়মে প্রস্তুত ও কি সুস্বাদ হইয়াছে! আমরা অভূত-পূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিলাম! আপনার মঙ্গল হউক।" পরিবেষক পুরুষেরা উত্তমরূপ অলঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেষণ করিত; অন্যান্য সুমার্জিত-মণিকুণ্ডলধারী পুরুষেরা তাহাদিগের সাহায্য করিত। কর্ম্ম সমাধানান্তে ধৈর্য্যশালী বাগ্মী ব্রাহ্মণেরা পরস্পর জিগীষায় অনেক হেতুবাদ-পূর্ব্বক জল্পন করিতেন। সেই যজ্ঞ-কার্য্যকুশল ব্রাহ্মণেরা যথাশাস্ত্র দিন দিন সেই যজ্ঞের সমস্ত কর্ম্ম সমাধান করিতেন। রাজা দশরথের সেই যজ্ঞে কোন ষড়ঙ্গজ্ঞান-বিধুর, অব্রতানুষ্ঠায়ী, বহুশ্রবণ-রহিত বা বাদ-কৌশল-বিহীন ব্রাহ্মণ সদস্য-পদে বৃত হন নাই।

সেই যজ্ঞে যূপ উত্থাপনের সময় উপস্থিত হইলে, শিল্পকারেরা বিল্বকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছয়টি, খদিরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছয়টি এবং বৈল্ব যূপের সমীপে যে সকল যূপ স্থাপন করিতে হয়, এতাদৃশ পলাশকাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছয়টি, শ্লেষ্মাতক-কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি ও ব্যস্তবাহু-পরিমিত দেবদারু-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দুইটি, এই সুগঠিত একবিংশতি যূপ যথাবিধি বিন্যাস করিল। সেই সমস্ত যূপ যজ্ঞকার্য্যকুশল শিল্পশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ-কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল; এবং তৎসমুদয়ের পরিমাণ একবিংশতি অরত্নি ছিল। সেই শ্লক্ষ্ণ-স্পর্শযুক্ত-রূপ-শালী অষ্টকোণ-সমন্বিত সুদৃঢ় একবিংশতি যূপ কাঞ্চনে ভূষিত, প্রত্যেকে এক-বিংশতি বসনে অলঙ্কৃত ও গন্ধপুষ্প-দ্বারা পূজিত হইয়া; যেরূপ দীপ্তিশালী সপ্ত মহর্ষিরা স্বর্গ লোকে বিরাজমান রহিয়াছেন, সেইরূপ বিরাজমান হইল। তখন শিল্পকার্য্য-কুশল ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রোক্ত পরিমাণানুসারে নির্ম্মিত ইষ্টকাদ্বারা রাজসিংহ দশরথের চয়নীয় অগ্নি-কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। সেই অগ্নিকুণ্ড গরুড়ের ন্যায় ত্রিকোণাকৃতি ও রুক্মনির্ম্মিতপক্ষ-সমন্বিত এবং অষ্টাদশ-হস্ত-পরিমিত হইল।

অনন্তর সেই যজ্ঞে শামিত্র কর্ম্মের সময় উপস্থিত হইলে, সেই সকল ঋষিরা, শাস্ত্রে যে যে দেবতার যে যে বলি বিহিত আছে, সেই সেই দেবতা উদ্দেশে সেই সেই বলি প্রোক্ষণ করিলেন। তখন তাঁহারা বহুতর জলচর, ভুজঙ্গ, পশু, পক্ষী ও সেই অশ্ব, এই সকল বলি প্রোক্ষণ করিলেন, এবং সেই সকল যূপে সেই ত্রিশত পশু ও শ্রেষ্ঠ অশ্বরত্নকে বন্ধন করিলেন। পরে কৌশল্যাদেবী পরম প্রমোদ-সহকারে সর্ব্বতোভাবে সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া তাহাকে তিন খানি খড়্গদ্বারা ছেদন করিলেন। তিনি ধর্ম্ম কামনা করিয়া সুস্থির-চিত্তে সেই অশ্বের সহিত এক রজনী অতিবাহন করিলেন।

তদনন্তর হোতা, উদ্গাতা এবং অধ্বর্য্যুরা রাজা দশরথের মহিষী, বৈশ্যজাতীয়া পত্নী ও শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে সেই অশ্বের সহিত সংযোগ করিলেন। পরে বৈদিকপ্রয়োগচতুর সংযতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ সেই অশ্বের বপা উদ্ধরণ করিয়া অগ্নিতে হবন করিলেন। তখন নরপতি দশরথ আত্মপাপ বিনাশার্থ শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে সেই বপার ধূমগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন। পরে সেই ষোড়শ দ্বিজবর ঋত্বিকেরা মিলিত হইয়া, শাস্ত্রে অশ্বের যে যে অঙ্গ হবনার্থ বিহিত আছে, তৎসমুদায় যথাবিধি অগ্নিতে হবন করিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রধান

যাগের হবির্ভাগ বেতস-নির্ম্মিত কটে এবং অন্যান্য যাগের হবির্ভাগ প্লক্ষপত্রে রাখিয়া অবদান করিতে হয়। ব্রাহ্মণেরা কল্পসূত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের দিনত্রয়-সাধ্য তিনটি সবন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথম দিবসে অগ্নিষ্টোম-সবন, দ্বিতীয় দিবসে উক্থ-সবন ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র-সবন বিধান করিয়াছেন। রাজা দশরথের যজ্ঞে সেই ব্রাহ্মণেরা জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, অতিরাত্রি ও অপ্তোর্যাম, এই বেদবিহিত মহাক্রতু সকল যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান করিলেন; তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে অতিরাত্র ও অপ্তোর্যাম, এই দুই যাগ দুই বার অনুষ্ঠান করিলেন।

তদনন্তর শ্রীমান্ ইক্ষ্বাকুনন্দন কুলবর্দ্ধন পুরুষবর রাজা দশরথ ন্যায়ানুসারে যজ্ঞ সমাপন-পূর্ব্বক হোতাকে পূর্ব্ব দেশ, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দেশ, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দেশ, এবং উদ্গাতাকে উত্তর দেশ, দক্ষিণা প্রদান করিলেন; যেহেতু পূর্ব্বে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের এরূপ দক্ষিণা বিধান করিয়াছেন। তখন রাজা দশরথ ঋত্বিক্-প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে সমগ্র পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান করিয়া অত্যন্ত হর্ষলাভ করিলেন। অনন্তর সমস্ত ঋত্বিকেরা বিগত-পাপ রাজা দশরথকে এই কথা বলিলেন, "হে ভূপতে! আমাদিগের পৃথিবীতে প্রয়োজন নাই; আমরা নিয়ত স্বাধ্যায়ে নিরত থাকি, সুতরাং পৃথিবী পালন করিতে পারিব না। হে নৃপবর! আপনিই একক সমগ্র পৃথিবী রক্ষা করিতে সমর্থ; আপনি ইহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য প্রদান করুন;—আপনি মণি, রত্ন, সুবর্ণ, গো অথবা বসন, যাহা উপস্থিত থাকে, তাহা প্রদান করিয়া পৃথিবী গ্রহণ করুন; আমাদেগের পৃথিবীতে প্রয়োজন নাই।"

তখন প্রজাপালক নরপতি দশরথ বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে দশলক্ষ গো, দশকোটি সুবর্ণ ও চত্বারিংশৎ-কোটি রজত প্রদান করিলেন। পরে সেই সমস্ত ঋত্বিকেরা মিলিত হইয়া বিভাগার্থ মুনিবর ধীমান্ বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে সেই বস্তু প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা সেই বস্তু বিভাগ করিয়া লইয়া অতিপ্রীত-মানস হইয়া মহীপতিকে কহিলেন, "আমরা অতিশয় মুদিত হইয়াছি।"

অনন্তর রাজা দশরথ সুসমাহিত হইয়া অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগকে কোটি সুবর্ণ প্রদান করিলেন। পরে রঘুকুলনন্দন দশরথ কোন এক যাচমান দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্বীয় উত্তম হস্তাভরণ দান করিলেন। তদনন্তর সমস্ত ব্রাহ্মণেরা যথাযোগ্য প্রীতি লাভ করিলে, দ্বিজবৎসল রাজা দশরথ হর্ষ-ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সেই উদার-স্বভাব ধরণীপতিত নরবীর দশরথকে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রাজা দশরথ, যে যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পার্থিবেরাও লাভ করিতে পারেন না, সেই পাপবিনাশন স্বর্গজনক অত্যুত্তম যজ্ঞ লাভ করিয়া অতি প্রীত-মানস হইলেন। অনন্তর রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন, "হে সুব্রত! আপনি আমাদিগের কুল বৃদ্ধি করুন্।"

তখন দ্বিজসত্তম ঋষ্যশৃঙ্গ রাজার বাক্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে রাজন্! আপনি কুলোদ্বহ চারিটি পুত্র প্রাপ্ত হইবেন।"

নৃপেন্দ্র মহাত্মা দশরথ তাঁহার সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন, এবং প্রযত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি তৎকর্ম্ম সাধনে উদ্যত হউন।"

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

সেই মেধাসম্পন্ন বেদজ্ঞ ঋষ্যশৃঙ্গ কিঞ্চিৎ সময় সমাধি করিয়া, যাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় করিলেন। পরে তিনি সমাধি ভঙ্গ করিয়া নৃপতি দশরথকে কহিলেন, "আমি আপনার পুত্রপ্রাপ্তি-নিমিত্ত কল্পসূত্রোক্ত বিধানানুসারে অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পুত্রেষ্টি যাগ করিব, সেই যাগ করিলে, অবশ্যই পুত্র হইয়া থাকে।"

অনন্তর সেই তেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা দশ-

রথের পুত্র প্রাপ্তি-নিমিত্ত সেই পুত্রেষ্টি যাগ আরব্ধ করিলেন। তিনি কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদোক্তমন্ত্র-দ্বারা অগ্নিকে হবন করিলেন। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ গ্রহণার্থ যথানিয়মে সমবেত হইলেন। সেই দেবতারা সেই সভাতে যথানিয়মে সমবেত হইয়া লোককর্ত্তা ব্রহ্মাকে এই বাক্য বলিলেন, "হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে রাবণ-নামক রাক্ষস বীর্য্যবলে আমাদিগের সকলকে পীড়িত করিতেছে; আমরা তাহাকে শাসন করিতে পারিতেছি না; যে হেতু আপনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং অগত্যা আমাদিগকে আপনার সেই বর মান্য করিয়া তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে হইতেছে। সেই দুর্ম্মতি রাবণ তিন লোকই উদ্বিগ্ন করিতেছে; সে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি দ্বেষ করিয়া থাকে; সে দেবরাজ শক্রকেও ধর্ষণা করিতে ইচ্ছা করে। সেই দুর্দ্ধর্ষ রাবণ বর লাভ করিয়া মোহিত হওত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগকে অতিক্রম করিতেছে; ইহাকে সূর্য্য সন্তাপিত করে না; ইহারি পার্শ্বে বায়ুও প্রখর রহিয়া বহে না; এবং ইহাকে দেখিয়া চঞ্চল-স্বভাব তরঙ্গমালী সমুদ্রও প্রকম্পিত হয় না। হে ভগবন্! সেই ঘোরদর্শন রাক্ষস হইতে আমাদিগের সুমহৎ ভয় উপস্থিত; আপনি শীঘ্র তাহার বধের উপায় করুন্।"

অনন্তর ব্রহ্মা সেই সমস্ত দেবতা-কর্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সেই দুরাত্মা রাবণের বধের এই উপায় বিদিত হইতেছে,—যেহেতু সে বর প্রর্থনার সময়ে "আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণের অবধ্য হই," এরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিল, আমিও তাহাকে সেইরূপই বর প্রদান করিয়াছিলাম। সেই রাক্ষস মনুষ্যকে তুচ্ছ বোধ করিয়া তৎকালে "আমি মনুষ্য হইতে অবধ্য হই" এরূপ বর প্রার্থনা করে নাই; সুতরাং সে মনুষ্যেরই বধ্য, তাহার বধের অন্য উপায় নাই।"

তখন সেই সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিরা ব্রহ্মার কথিত এই প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন।

এই অবসরে মহাদ্যুতিশালী তপ্তকাঞ্চন-নির্ম্মিত কেয়ূরধারী পীতাম্বর-পরিধায়ী জগৎপতি শঙ্খচক্রগদা-ধর দেবকার্য্যতৎপর বিষ্ণু বিনতানন্দন গরুড়ে আরোহিত হইয়া, যেরূপ ভাস্কর মেঘমধ্যে উদিত হন, সেইরূপ সেই সভামধ্যে সমাগত হইলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ দেবগণ-কর্তৃক বন্দ্যমান হইয়া ব্রহ্মার নিকটে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত দেবতারা মিলিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "হে বিষ্ণো! আমরা লোকের হিত বাসনা করিয়া আপনাকে নিয়োগ করিতেছি,—হে বিভো! আপনি আত্মাকে চতুর্দ্ধা করিয়া এই বদান্য ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিতুল্য-তেজস্বী অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের হ্রী, শ্রী ও কীর্ত্তি-সদৃশ তিন ভার্য্যাতে জন্ম পরিগ্রহ করুন্। হে বিশ্বব্যাপকচেতন! আপনি মানুষভাবাপন্ন হইয়া দেবগণের অবধ্য প্রবৃদ্ধ লোককণ্টক রাবণকে সমরে বধ করুন্। সেই মূর্খ রাক্ষস রাবণ বীর্য্যাধিক্যবশত দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও ঋষিসত্তমদিগকে পীড়িত করিতেছে; এবং সেই রৌদ্রকর্ম্মা রাক্ষস নন্দন বনে ক্রীড়াতৎপর ঋষি, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বদিগকে বিনাশ করিয়াছে; অতএব তাহার বধনিমিত্ত আমরা সিদ্ধ, মুনি, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণের সহিত এখানে আগমন করিয়াছি। হে পরন্তপ দেব! আপনিই আমাদিগের সকলের পরম গতি; আপনার শরণাগত হইলাম; আপনি দেবশত্রুদিগের বধ-নিমিত্ত নরলোকে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করুন্।"

অনন্তর ত্রিদশশ্রেষ্ঠ সমস্তলোক-নমস্কৃত দেবপতি বিষ্ণু এইরূপ সংস্তুত হইয়া পিতামহ-প্রধান সেই সমস্ত সমবেত ত্রিদশদিগকে এই ধর্ম্মসংহিত বাক্য বলিলেন, "আমি তোমাদিগের হিত-নিমিত্ত দেব ও ঋষিদিগের ভয়জনক দুরাধর্ষ ক্রূরকর্ম্মা রাবণকে পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব, মন্ত্রী ও সহচরদিগের সহিত যুদ্ধে বিনাশ করিয়া পৃথিবী পালন করত

মনুষ্যলোকে একাদশ সহস্র বর্ষ বাস করিব; তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমাদিগের মঙ্গল উপস্থিত।”

তৎপরে বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণু দেবতাদিগকে এরূপ বর প্রদান করিয়া “নরলোকে কোথায় জন্ম পরিগ্রহ করি,” এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণু রাজা দশরথকে পিতা স্থির করিয়া আত্মাকে চতুর্দ্ধা করিলেন। তখন রুদ্র, দেব, ঋষি, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ মধুসূদনকে দিব্যরূপ স্তবে স্তব করিয়া কহিলেন, “আপনি তপস্বীদিগের ভয়াবহ কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ সেই সুরেশ্বরদ্বেষী উগ্রতেজস্বী মহাদর্পশালী উদ্ধত-স্বভাব লোকরাবণ রাবণকে সমূলে উৎপাটন করুন্। হে সুরেন্দ্র! আপনি সেই উগ্রপৌরুষ-সম্পন্ন লোকরাবণ রাবণকে বল ও বান্ধবের সহিত বিনাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হওত স্বগুপ্ত নিয়ত-রাগাদিকল্মষহীন স্বর্গ লোকে আগমন করুন্।”

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

তখন নারায়ণ বিষ্ণু সুরসত্তমগণ-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সমস্ত অবগত থাকিয়াও দেবতাদিগকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, “হে সুরগণ! সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণের বধের উপায় কি, তাহা তোমরা বল, আমি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া ঋষিকণ্টক রাবণকে বধ করি।”

সমস্ত দেবতারা অব্যয় নারায়ণ-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, “হে পরন্তপ! আপনি মানবরূপ অবলম্বন করিয়া রাবণকে যুদ্ধে বধ করুন্। সেই শত্রুদমন রাবণ অনেক কাল এরূপ কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, যে, সমস্ত লোকের পূর্ব্বজাত লোককর্ত্তা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া সেই রাক্ষসকে এরূপ বর দিয়াছিলেন, “তোমার মনুষ্যব্যতীত নানাবিধ জীব হইতে ভয় নাই।” সেই রাবণ পিতামহের নিকট এরূপ বর লাভ করিয়া গর্ব্বিত হইয়া তিন লোক উৎসন্ন করিতেছে, এবং স্ত্রীদিগকেও আকর্ষণ করিতেছে। বর লইবার সময়ে রাবণ মানবদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছিল; অতএব মনুষ্য হইতেই তাহার বধ হইবে ইহা নির্ণীত হইয়াছে।”

বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণু দেবতাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথকে পিতা করিতে বাসনা করিলেন। এই সময়ে সেই অরিসূদন অপুত্রক নৃপতি দশরথও পুত্রলাভেচ্ছু হইয়া পুত্রেষ্টি যাগ করিতেছিলেন। বিষ্ণু এরূপ নিশ্চয় করিয়া পিতামহকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক দেব ও মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর যজমান দশরথের অগ্নিকুণ্ড হইতে মহাবলসম্পন্ন, অতুলপ্রভাশালী, মহাবীর্য্যবান্, কৃষ্ণবর্ণ, লোহিতবদন, রক্তাম্বর-পরিধায়ী, দুন্দুভিতুল্য-শব্দকারী, সিংহের ন্যায় স্নিগ্ধ-শ্মশ্রু এবং দেহজাত ও চিবুকজাত-লোমযুক্ত, শুভ-লক্ষণ-লক্ষিত, দিব্যালঙ্কার-ভূষিত, পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ, গর্ব্বিত-শার্দ্দূলসম-গামী, দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বলদেহ-সম্পন্ন ও প্রদীপ্ত অনলশিখার ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ মহান্ এক প্রাণী, যেরূপ দুই হস্তে প্রেয়সী পত্নীকে গ্রহণ করা যায়, সেইরূপ দুই হস্তে দিব্যপায়সপূর্ণ এক পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই পাত্র বিশুদ্ধ কাঞ্চনে নির্ম্মিত এবং তাহার অন্তভাগ রজতে ভূষিত ছিল; সুতরাং সে এত মনোহর, যে তাহা দেখিলে,হঠাৎ “ইন্দ্রজাল-নির্ম্মিত” বলিয়া বোধ হয়। পরে সেই প্রাণী নরপতি দশরথকে অবলোকন করত এই কথা কহিলেন, “হে নৃপ! আমি প্রজাপতির নিয়োগে এখানে আসিয়াছি, ইহা তুমি বিজ্ঞাত হও।”

তৎপরে রাজা দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, “হে ভগবন্! আপনার আগমন শুভ হউক,—আমাকে আপনার যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তাহা আপনি নির্দ্দেশ করুন্।”

অনন্তর সেই প্রজাপতি-প্রেরিত ব্যক্তি দশরথকে এই কথা কহিলেন, “হে নৃপশার্দ্দূল রাজন্! অদ্য তুমি দেবতা পূজার এই ফল প্রাপ্ত হইলে, গ্রহণ কর; এই দেবনির্ম্মিত

সুপ্রশস্ত পায়স প্রজাকর ও আরোগ্যবর্দ্ধন। হে নৃপ! তুমি অনুরূপ ভার্য্যাদিগকে 'ভক্ষণ কর,' বলিয়া এই পায়স দান কর; তাহা হইলে, তুমি যে অভিলাষে যাগ করিতেছ, তাহা সফল হইবে,—তুমি সেই সকল পত্নীতে অনেক পুত্র লাভ করিবে।"

অনন্তর নৃপতি দশরথ প্রীত হইয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেই দৈবদত্ত দেবান্নসম্পূর্ণ হিরণ্ময় পাত্র গ্রহণ করিলেন, এবং পরম-প্রমোদযুক্ত হইয়া সে অদ্ভুতাকার প্রিয়দর্শন প্রাণীকে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন। রাজা দশরথ সেই দেবনির্ম্মিত পায়স পাইয়া, যেরূপ নির্ধন পুরুষ ধন পাইয়া সন্তোষ লাভ করে, সেইরূপ পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। সেই অদ্ভুতাকার পরম-ভাস্কর প্রাণীও সেই কর্ম্ম সমাধান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর নরাধিপতি রাজা দশরথ, যেরূপ শরৎকালীন রমণীয় নিশাকরের কিরণে নভোমণ্ডল প্রকাশিত হয়, সেইরূপ হর্ষসম্ভূত-মুখ-কান্তি-দ্বারা প্রকাশমান অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে "তুমি এই স্বীয় পুত্র-জনক পায়স গ্রহণ কর," এই কথা বলিয়া সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন, এবং সেই অর্দ্ধাংশ পায়স চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগ সুমিত্রাকে দিলেন। মহামতি দশরথ পুত্রলাভার্থে অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পায়স কৈকেয়ীকে প্রদান করিলেন, এবং সেই অমৃততুল্য অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ পায়স চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগ চিন্তাপূর্ব্বক পুনশ্চ সুমিত্রাকেই দিলেন। রাজা দশরথ এইরূপে সেই ভার্য্যাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ পায়স প্রদান করিলেন। নরেন্দ্র দশরথের সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ মহিলারাও পায়স পাইয়া হর্ষ-বিকসিত-মানসা হইয়া সম্মান বোধ করিলেন। অনন্তর মহীপতি দশরথের সেই শ্রেষ্ঠ মহিলারা সেই উত্তম পায়স পৃথক্ পৃথক্ ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে আদিত্য ও হুতাশন তুল্য তেজস্বী গর্ভ ধারণ করিলেন। তখন রাজা দশরথ সেই পত্নীদিগকে গর্ভিণী দেখিয়া পূর্ণমনোরথ ও হৃষ্ট হইলেন, এবং স্বর্গ লোকে শ্রেষ্ঠ দেব, সিদ্ধ ও ঋষিগণকর্ত্তৃক অভিপূজিত মহেন্দ্রও হর্ষ লাভ করিলেন।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

বিষ্ণু মহাত্মা রাজা দশরথের পুত্রতা প্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমস্ত দেবতাদিগকে এই কথা বলিলেন, "তোমরা আমাদিগের সকলের হিতৈষী বীর্য্যসম্পন্ন সত্যসন্ধ বিষ্ণুর, যাহারা বলবান্, ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণে সমর্থ, মায়াবিজ্ঞ, শৌর্য্য-সম্পন্ন, বায়ুবেগতুল্য-শীঘ্রগামী, বিষ্ণুতুল্য-পরাক্রমী, নীতিজ্ঞ, দুরাধর্ষণীয়, উপায়াভিজ্ঞ, দিব্যশরীর-সম্পন্ন ও অমরের ন্যায় সমস্ত অস্ত্র নিবারণে সক্ষম হয়, এতাদৃশ সহায় সৃজন কর,—তোমরা বানররূপী হইয়া মুখ্য মুখ্য অপ্সরা, গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, পন্নগী, ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীতে স্বতুল্য-পরাক্রম-সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন কর। আমি পূর্ব্বেই জাম্ববান্ নামে শ্রেষ্ঠ ঋক্ষকে সৃজন করিয়াছি,—সে আমার জৃম্ভণ-সময়ে মুখ হইতে সহসা উৎপন্ন হইয়াছে।"

ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এই কথা কহিলে, তাঁহারা তাঁহার সেই শাসন স্বীকার করিয়া বানররূপী পুত্র উৎপন্ন করিলেন, এবং মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, ভুজঙ্গ ও চারণেরাও বীর্য্যসম্পন্ন বনচারী পুত্র জন্মাইলেন,—মহেন্দ্রের স্বতুল্য-দীপ্তিশালী বানরেন্দ্র বালী পুত্র হইল। তপনবর প্রভাকর সুগ্রীবকে জন্মাইলেন; বৃহস্পতি সমস্ত মুখ্য বানরদিগের মধ্যে অত্যুত্তম-বুদ্ধিশালী তারনামক মহাকপিকে উৎপাদন করিলেন; কুবেরের শ্রী-সম্পন্ন গন্ধমাদন-নামক বানর পুত্র হইল; বিশ্বকর্ম্মা নলনামক মহাকপিকে জন্মাইলেন; অগ্নির স্বতুল্য-প্রভাশালী বীর্য্যবান্ শ্রীসম্পন্ন নীল নামে পুত্র হইল, সে তেজ, যশ ও বীর্য্যে অগ্নিকে অতিক্রম করিল; প্রশস্তরূপশালী অশ্বিনীকুমার-দ্বয় স্বয়ং সুরূপ মৈন্দ ও দ্বিবিদ নামক দুই কপিকে জন্মাইলেন; বরুণ সুষেণ-

নামক বানরকে উৎপাদন করিলেন; মহাবল পর্জ্জন্য শরভ-নামক বানরকে উৎপন্ন করিলেন, বায়ুর ঔরসে শ্রীসম্পন্ন হনুমান্ নামে বানর উৎপন্ন হইল, সে সমস্ত মুখ্য বানরদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট-বুদ্ধিমান্ ও অতিবলবান্, তাহার শরীর বজ্রের ন্যায় অভেদ্য, এবং সে বিনতানন্দন গরুড়ের ন্যায় শীঘ্রগামী; এইরূপে দেবগণ-কর্ত্তৃক, যাহারা দশগ্রীবের বধে উদ্যত হইবে, তাদৃশ কামরূপী বীর্য্যসম্পন্ন অপ্রমেয়বলশালী ও সুবিক্রান্ত বহুসহস্র বানর সৃষ্ট হইল। সেই মহাবলশালী গিরি ও করির ন্যায় বৃহদাকার-সম্পন্ন ঋক্ষ ও গোলাঙ্গূলাভিধেয় বানরেরা অবিলম্বে উৎপন্ন হইল। যে যে দেবতার যেমন যেমন রূপ, অবয়ব-সংস্থান ও পরাক্রম, সেই সেই দেবতার পৃথক্ পৃথক্ তাদৃশ রূপ, অবয়ব-সংস্থান ও পরাক্রম-সম্পন্ন পুত্র জন্মিল। গোলাঙ্গূল-জাতীয় বানরী ও কিন্নরীতে যে সকল বানর এবং ঋক্ষীতে যে সকল ভল্লুক উৎপন্ন হইল, তাহারা স্ব স্ব জনক হইতে কিঞ্চিদধিক-বলসম্পন্ন হইল। সেই সময়ে যশস্বী দেব, সিদ্ধ, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর, নাগ, তার্ক্ষ্য, ভুজঙ্গ ও যক্ষ-প্রভৃতি অনেকে হৃষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। তখন চারণেরাও মুখ্য মুখ্য অপ্সরা, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা ও গন্ধর্ব্বীতে বৃহৎকায় বনচারী বীর্য্যশালী বানররূপী পুত্র সকল জন্মাইলেন।

সেই সময়ে, যাহারা ইচ্ছানুরূপ-বলশালী, যথেচ্ছাচারী, কামনানুরূপ-দেহধারী, শিলা-প্রহারী, পর্ব্বত-দ্বারা যুদ্ধকারী ও সর্ব্বাস্ত্র-নিবারী; যাহারা দর্পে ও বলে সিংহ ও শার্দ্দূলের সদৃশ; যাহাদিগের নখ ও দংষ্ট্রই আয়ুধ; এবং যাহারা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতকে সঞ্চালিত করিতে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিতে, বেগদ্বারা নদীপতি সমুদ্রকে ক্ষোভিত করিতে, চরণ দ্বারা পৃথিবী বিদারণ করিতে, লম্ফদ্বারা মহাসমুদ্র সকল উত্তরণ করিতে, আকাশে প্রবেশ করিতে, তোয়দগণ ও বনে ধাবমান মত্ত মাতঙ্গদিগকে গ্রহণ করিতে এবং নাদ দ্বারা বিহঙ্গম বিহঙ্গমদিগকে ভূতলে পাতিত করিতে সমর্থ; তাদৃশ যূথপতি কামরূপী মহাত্মা এককোটি বানব উৎপন্ন হইল। সেই বানর-যূথপতি বানরেরা প্রধান প্রধান বানর-দিগের যূথের অধিপতি হইল, এবং অনেক যূথপতি বীর্য্যসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ বানরদিগকে জন্মাইল। তাহাদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র বানর ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের সানু আশ্রয় করিল। অপর বানর সকল নানাবিধ পর্ব্বত ও কাননে বাস করিল।

সেই সমস্ত বানরযূথপতি বানরেরা ইন্দ্র তনয় বালী ও সূর্য্যতনয় সুগ্রীব, এই দুই ভ্রাতার অধীন হইল; পরন্তু তন্মধ্যে অনেকে সাক্ষাৎ এবং অনেকে বানরযূথপতি হনুমান্, নল, নীল ও অপরাপর বানরদিগের অধীনে থাকিয়া সেই দুই ভ্রাতার অধীন হইল। সেই সমস্ত গরুড়ের ন্যায় বলসম্পন্ন যুদ্ধবিশারদ বানরেরা বিচরণ করিতে করিতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহাসর্পদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। মহাবাহু মহাবলী বিপুল-বিক্রমশালী বালী বাহুবীর্য্যে গোলাঙ্গূল-প্রভৃতি বানর ও ঋক্ষ-দিগকে রক্ষা করিত। সেই বিবিধাকার ইতর ব্যাবর্ত্তক-লক্ষণ-সম্পন্ন বানরগণ পর্ব্বত, বন ও সমুদ্রের সহিত ভূমণ্ডল ব্যাপিয়া ফেলিল,—রামের সাহায্যার্থ দেবগণ-কর্ত্তৃক উৎপাদিত এবং মেঘবৃন্দ ও পর্ব্বতশৃঙ্গ-সদৃশ ভয়াবহ শরীর ও রূপ-সম্পন্ন সেই মহাবলশালী বানরযূথপতি-পতি বানরগণে ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

মহাত্মা রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, দেবতারা স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিয়া, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। রাজা দশরথও সমাপ্ত-দীক্ষানিয়ম হইয়া পত্নী, ভৃত্য, সৈন্য ও বাহন-গণের সহিত পুরী প্রবেশিতে উদ্যত হইলেন। সেই সমস্ত মহীপালেরা রাজা দশরথ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মুনিবর বশিষ্ঠ ও ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রণাম করিয়া প্রমোদসহকারে স্ব স্ব দেশাভি-

মুখে গমন করিলেন। সেই শ্রীমান্ ভূপতিদিগের অযোধ্যা নগরী হইতে স্ব স্ব দেশে গমনকালে সৈন্যগণ দশরথদত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পরমহৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। সমস্ত মহীপালেরা গমন করিলে, শ্রীমান্ দশরথ রাজা বশিষ্ঠ-প্রভৃতি দ্বিজোত্তমদিগকে অগ্রে করিয়া পুরীতে প্রবেশ করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিও শান্তার সহিত সানুচর রাজা দশরথ কর্তৃক পূজিত ও অনুগম্যমান হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা দশরথ এইরূপে সকলকে বিসর্জ্জন করিয়া পূর্ণমানস ও সুখী হইয়া "কবে পুত্র হইবে," এ রূপ চিন্তা করত সময় অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞ সমাপনানন্তর ছয় ঋতু অতীত হইলে, চৈত্র মাসে নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে কৌশল্যা দেবী দিব্যলক্ষণ-সম্পন্ন লোহিতনয়ন রামাভিধেয় ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন নন্দন প্রসব করিলেন। সেই মহাভাগ রক্তৌষ্ঠ-সম্পন্ন দুন্দুভিতুল্য-গভীরনিস্বন মহাবাহু রাম সর্ব্বলোকনমস্কৃত জগন্নাথ; তিনি বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ; এবং তাঁহার জন্মকালে রবি মেষরাশিতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শনি তুলা রাশিতে, বৃহস্পতি ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে এবং শুক্র মীন রাশিতে ছিলেন। যেরূপ দেববর বজ্রধর ইন্দ্র-দ্বারা অদিতি শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই অমিত-তেজস্বী পুত্র-দ্বারা কৌশল্যা দেবী শোভা পাইলেন। কৈকেয়ী দেবী সত্যপরাক্রম সম্পন্ন ভরতাভিধেয় পুত্র প্রসব করিলেন। ভরত বিষ্ণুর চারি অংশের একাংশ ও তাঁহার সমস্ত গুণে ভূষিত। এবং সুমিত্রা দেবী লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন-নামক দুই পুত্র প্রসব করিলেন। সুমিত্রা দেবীর সেই দুই নন্দন অতিবীর্য্য-সম্পন্ন, সর্ব্বাস্ত্রদক্ষ এবং প্রত্যেকে বিষ্ণুর অষ্টাংশের একাংশ। প্রসন্নাত্মা ভরত মীন লগ্নে পুষ্যা নক্ষত্রে এবং সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন কর্কট লগ্নে অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম পরিগ্রহ করেন; লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্মকালে রবিও মেষ রাশিতে ছিলেন। মহাত্মা রাজা দশরথের প্রত্যেকে অনুরূপ-গুণসম্পন্ন চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে কান্তিতে পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের সদৃশ।

রাজা দশরথের পুত্রোৎপত্তি-কালে স্বর্গলোকে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইল; গন্ধর্ব্বেরা সুমধুর গান ও অপ্সরারা নৃত্য করিতে লাগিল; এবং অযোধ্যা নগরীতে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত ও মহাসমারোহ মহোৎসব হইল,—তাহার সুবিপুল ক্ষুদ্রপথ সকল নট ও নর্ত্তকগণে এরূপ পরিব্যাপ্ত হইল, যে, ঐ সকল পথে একেবারে মনুষ্যের গমাগম রুদ্ধ হইয়া পড়িল; এবং ঐ সকল পথ গায়ক ও বাদকগণের গানে ও বাদ্যে প্রতিধ্বনিত ও তাহাদিগের পুরস্কারার্থ প্রদত্ত নানাবিধ রত্ন-সমুদায়ে পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভান্বিত হইল। সেই সময়ে রাজা দশরথও ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র গোধন ও অনেক ধন এবং সূত, মাগধ ও বন্দীদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ দিবসে রাজা দশরথ পুত্রদিগের নামকরণ করিলেন। তখন বশিষ্ঠ পরম প্রীত হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাত্মা কৌশল্যানন্দনের রাম, কৈকেয়ীপুত্রের ভরত এবং সুমিত্রার জ্যেষ্ঠ তনয়ের লক্ষ্মণ ও কনিষ্ঠ তনয়ের শত্রুঘ্ন নাম রাখিলেন। তিনি রাজা দশরথের অনুজ্ঞানুসারে সমস্ত ব্রাহ্মণ, পৌর ও জানপদদিগকে ভোজন করাইলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে বহুবিধ বিমল রত্ন সকল দান করিলেন। বশিষ্ঠ ঋষি রামাদির জন্মক্রিয়া-প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াই যথাকালে রাজা দশরথের দ্বারা নির্ব্বাহিত করিলেন।

রাজা দশরথের সেই পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাম পিতার প্রীতিকর এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় সমস্ত প্রাণীরই সম্মত হইলেন। দশরথের সমস্ত নন্দনই বেদজ্ঞ, শৌর্য্যসম্পন্ন, লোকহিতানুষ্ঠাতা, বিজ্ঞ ও ক্ষত্রোচিত সমস্ত গুণে ভূষিত হইলেন। পরন্তু রাম সর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক মহাতেজস্বী, সত্যপরাক্রমী, নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায় সমস্ত লোকের ইষ্ট, ধনুর্ব্বেদনির[illegible] পিতৃশুশ্রূষা-তৎপর এবং গজ, অশ্ব ও র[illegible] আরোহণ-দক্ষ হইলেন। লক্ষ্মণ বাল্য-কালাব[illegible] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লোকাভিরাম রামের নিয়ত অ[illegible]

গত, শ্রীসম্পাদনে নিরত ও প্রিয়ানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন, এমন কি তিনি রামের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনার্থ শরীর পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত ছিলেন। রামেরও লক্ষ্মী-সম্পন্ন লক্ষ্মণ যেন বাহ্যসঞ্চারী অপর প্রাণ ছিলেন, যেহেতু পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণ-ব্যতি-রেকে স্বসমীপে আনীত সুবিশুদ্ধ অন্নও ভোজন করিতেন না, এবং নিদ্রাও যাইতেন না। যখন রাম হয়ারূঢ় হইয়া মৃগয়ার্থ গমন করিতেন, তখন লক্ষ্মণ ধনুর্ধারণ করিয়া রামকে রক্ষা করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই-তেন। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ভরতের প্রাণ হইতেও প্রিয়তম এবং ভরতও তাঁহার প্রাণ হইতেও সর্ব্বদা প্রিয় হইলেন। যেরূপ পিতামহ ব্রহ্মা দিক্‌পাল-চতুষ্টয়ে প্রীতি প্রাপ্ত হন, সেইরূপ সেই রাজা দশরথ প্রিয় মহাভাগ চারিটি তনয়ে প্রীত হইলেন। নৃপতি দশ-রথের সেই সকল শ্রীসম্পন্ন অনুদ্ধতস্বভাব দীপ্তানলতুল্য-তেজস্বী নন্দনেরা ক্ষত্রিয়ের অভিজ্ঞেয় সমস্ত বিষয় অবগত, তদুচিত সমু-দায় গুণে ভূষিত, দীর্ঘদর্শী বিখ্যাত-পৌরুষ এবং সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেন। তাঁহারা এরূপ প্রভাবসম্পন্ন হইলে, পিতা রাজা দশরথ, যেরূপ ব্রহ্মলোকের অধিপতি ব্রহ্মা নিয়ত আনন্দ ভোগ করেন, সেইরূপ আনন্দ লাভ করিলেন। সেই সকল ধনুর্ব্বেদবিজ্ঞ পুরুষ-বরেরাও বেদাধ্যয়নে ও পিতৃশুশ্রূষণে নিরত হইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বান্ধব-বর্গের সহিত সেই পুত্রদিগের বিবাহ দিতে চিন্তিত হইলেন। মহাত্মা রাজা দশরথ অমাত্যগণের সহিত সেই চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র সমাগত হইলেন। তিনি রাজা দশরথের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া দ্বারাধ্যক্ষদিগকে কহিলেন, "আমি কুশবংশীয় গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র; তোমরা শীঘ্র রাজসমীপে গিয়া আমার আগ-মনবার্ত্তা নিবেদন কর।"

সেই সকল দ্বারাধ্যক্ষেরা বিশ্বামিত্রের নিয়োগ-বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্ভ্রান্ত-মানস হইয়া রাজার গৃহাভিমুখে দ্রুত গমন করিল। তাহারা তখনই রাজভবনে উপস্থিত হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি দশরথকে নিবেদন করিল, "বিশ্বামিত্র ঋষি আগমন করিয়াছেন।"

রাজা দশরথ তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র অতীব হৃষ্ট হইলেন, এবং পুরো-হিতের সহিত সমাহিত হইয়া, যেরূপ বাসব বৃহস্পতির প্রত্যুদ্গমন করেন, সেইরূপ বিশ্বা-মিত্রের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে সেই সুতীক্ষ্ণনিয়মী তপস্বী অতিতেজস্বী বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিয়া, রাজা দশরথের বদন হর্ষপ্রফুল্ল হইল। তিনি তাঁহাকে অর্ঘ্য উপহার দিলেন। সুধার্ম্মিক কৌশিক বিশ্বামিত্রও শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে নরাধিপতি দশরথের অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া নগর, রাজ্য, কোষ, সুহৃৎ ও বান্ধব-বিষয়ক কুশল জিজ্ঞাসানন্তর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ত সামন্তেরা সম্যক্ অনু-গত ও রিপুসকল পরাজিত হইয়া রহিয়াছেন, এবং দৈব ও মানুষ সমস্ত কার্য্যই ত উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত হইতেছে?"

অনন্তর সেই মহাভাগ মুনিবর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক সেই সকল ঋষিদিগের সহিত যথান্যায়ে মিলিত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসিলেন। সেই সকল ঋষিরাও বিশ্বামিত্র কর্তৃক পূজিত হইয়া প্রহৃষ্ট মানসে তাঁহার সহিত রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন।

তদনন্তর পরমোদার-স্বভাব দশরথ হৃষ্ট-মানস হইয়া সেই মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভি-নন্দন করত হর্ষপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহা-মুনে! যেরূপ অমৃতের প্রাপ্তি, অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টি, অপুত্র ব্যক্তির সদৃশী ভার্য্যাতে পুত্র-জন্ম, ভ্রষ্ট দ্রব্যের লাভ ও পুত্রজন্মাদিনিবন্ধন-মহোৎ-সবজনিত হর্ষ অতিদুর্লভ, সেইরূপ আপনার আগমনও অতিদুর্লভ, ইহা আমি বিবেচনা করি। হে মানদ ব্রহ্মন্! আপনি আমার ভাগ্যবশতই এখানে আগমন করিয়াছেন, আপনার আগমন সফল হউক,—আপনি নির্দ্দেশ করুন, 'আমি হর্ষ-পূর্ব্বক কি উপায়ে

আপনার কোন্ পরম অভিলাষ সিদ্ধ করি,' আপনি সর্ব্বতোভাবেই আমার সেবনীয়। হে দ্বিজ-শার্দ্দূল! অদ্য আমারই রজনী সুপ্রভাতা হইয়াছে; অদ্য আমার জন্ম ও জীবন সফল হইল; যেহেতু আপনার সন্দর্শন লাভ করিলাম। আপনি প্রথমত তপস্যাদ্বারা রাজর্ষিত্ব লাভ করিয়া রাজর্ষি শব্দে বিখ্যাত-যশস্বী হন, পরে তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছেন, সুতরাং আপনি সর্ব্বপ্রকারেই আমার পূজনীয়। হে প্রভো! আপনার সন্দর্শনমাত্রেই আমার শরীর বিগত-পাপ হইয়াছে। হে দ্বিজবর! আপনার এ নগরীতে শুভাগমন অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার, সুতরাং আপনি যে অভিলাষে এখানে আগমন করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করুন্; আমি আপনার অভিলষিত বিষয় সাধন করিয়া অনুগৃহীত হইতে বাসনা করি। হে সুব্রত! আপনি আমার দেবতা; আপনার কার্য্যাকার্য্য বিবেচনার আবশ্যক নাই, আপনি আদেশ করুন্; আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি তাহাই করিব। হে দ্বিজবর! আপনার সমাগমে আমি সমস্ত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি, এবং আমার মহোৎসব-সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

তখন শমাদিগুণ-বিশিষ্ট বিখ্যাত-গুণশালী অতিযশস্বী পরমর্ষি বিশ্বামিত্র বিশুদ্ধাত্মা রাজা দশরথের কথিত হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন শ্রোত্রসুখ-সাধন এই সবিনয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ।

মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি রাজসিংহ দশরথের পরমাশ্চর্য্য সুবিস্তর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষপুলকিতাঙ্গ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে রাজশার্দ্দূল! আপনি মহাবংশে সম্ভূত হইয়াছেন, এবং বশিষ্ঠ ঋষির উপদেশানুসারে চলিয়া থাকেন; সুতরাং ইহা আপনারই সদৃশ, অন্যের পক্ষে সম্ভব নহে। হে রাজসিংহ! আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন,—আমার যে একটি মনোগত বক্তব্য বিষয় আছে, আপনি তৎসাধনে অঙ্গীকৃত হউন। হে পুরুষবর! আমি যাগ করণাভিলাষে দীক্ষিত হইয়াছি; পরন্তু মারীচ ও সুবাহু নামে ইচ্ছানুরূপ-রূপধারী দুই রাক্ষস সেই যাগের বিঘ্নকারী। হে রাজন্! অনেক বার নিয়ম সমাপ্তপ্রায় হইলে, যজ্ঞ-সমাপন-কালে সেই যজ্ঞ-বিঘ্নকর উভয় রাক্ষস আমার যজ্ঞীয় বেদি রুধিরে আপ্লাবিত করিয়াছে; ব্রত সঙ্কল্প ভগ্ন ও যজ্ঞ বিনষ্ট হইলে, আমি পণ্ডশ্রম ও নিরুদ্যম হইয়া অগত্যা সেই প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিয়াছি। হে রাজশার্দ্দূল! তাহাদিগকে শাপ প্রদান করিতে আমার অভিলাষ হয় না, যে হেতু সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, শাপ প্রদান করিতে নাই। অতএব আপনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ তনয় কাকপক্ষধর বীর্য্য-সম্পন্ন সত্যপরাক্রম রামকে আমারে প্রদান করুন্। ইনি মৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া স্বীয় অমানুষ তেজে, যে যে রাক্ষসেরা বিরুদ্ধাচারী হইবে, তৎসমুদায়কেই বিনাশ করিতে সমর্থ। আমি ইহাঁর নানাবিধ কল্যাণ বিধান করিব, যাহাতে ইনি অবশ্যই ত্রিলোক মধ্যে খ্যাতি লাভ করিবেন। সেই দুই রাক্ষস রামের যুদ্ধে কোন ক্রমেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। হে রাজশার্দ্দূল! তাহারা কাল-পাশে আবদ্ধ হওয়া-প্রযুক্ত মহাত্মা রামের বীর্য্য তুল্যও হইবে না; কিন্তু রাম-ব্যতীত কোন পুরুষ তাহাদিগকে হনন করিতে উৎসাহ করিতেও পারে না; যে হেতু সেই দুই পাপাচারী রাক্ষস অতি বীর্য্যশালী। হে রাজন্! 'আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, 'সেই দুই রাক্ষস অবশ্যই রাম-কর্ত্তৃক নিহত হইবে,' ইহা অবগত হইয়া, আপনি পুত্রের প্রতি স্নেহ করিয়া আমাকে পুত্র প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না; মহাত্মা সত্যপরাক্রম রাম যে কে, ইহা আমি জানি, এবং মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি ও এইসকল তপোনিরত ঋষিরাও জানেন। হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি ধর্ম্ম ও পৃথিবীতে স্থিরতর পরম যশ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে রামকে আমারে দান করুন্। হে কাকুৎস্থ! যদি আপনার বশিষ্ঠ-প্রভৃতি সমস্ত

মন্ত্রীরা অনুমতি দেন, তবে যজ্ঞীয় দশ দিবসের জন্য আপনি আমার অভিপ্রেত স্বীয় তনয় রাজীব-লোচন আসক্তিশূন্য রামকে আমারে প্রদান করুন্। হে রাঘব! আপনি শোক করিবেন না, আপনার মঙ্গল হইবে, আপনি এরূপ করুন্, যাহাতে আমার যজ্ঞের এই কাল অতীত না হয়।"

মহাতেজস্বী মহামতি ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র এই ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। যদ্যপি বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য কল্যাণকর, তথাপি তাহা শ্রবণ করিয়া, রাজেন্দ্র দশরথ অতীব শোকে আবিষ্ট হইয়া বিমুগ্ধ হইলেন, এবং বিচলিত হইলেন। পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া উত্থিত হইয়া পুত্র-বিরহ-ভয়ে কাতর হইলেন ও অতীব বিষণ্ণ হইলেন। সেই সম্রাট্ দশরথ নরপতি মহাত্মা হইয়াও বিশ্বামিত্র মুনির সেই স্বীয় হৃদয় ও মনের পীড়াজনক বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক অতীব ব্যথিত-মানস হওত আসন হইতে বিচলিত হইলেন।

একোনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

রাজশার্দ্দূল দশরথ বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল নিঃসজ্ঞভাবে থাকিয়া সংজ্ঞা লাভ করত বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "আমার রাজীবলোচন রামের বয়োমান পঞ্চদশ বর্ষ; আমি রাক্ষসদিগের সহিত তাহার যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য দেখিতেছি না। এই আমার অক্ষৌহিণী সেনা,—আমি ইহার অধিপতি; আমি ইহার সহিত তথায় যাইয়া সেই সকল রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিব; এই সমস্ত অস্ত্রবিশারদ শৌর্য্যসম্পন্ন বিক্রমশালী ভৃত্যেরা রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ; আপনার রামকে লইয়া যাওয়ার আবশ্যক কি? হে মুনিশার্দ্দূল! আমিই তথায় যাইয়া হস্তে ধনু লইয়া সমরক্ষেত্রে, যাবৎ জীবন ধারণ করিব, তাবৎ সেই নিশাচরদিগের সহিত যুদ্ধ করত আপনাকে রক্ষা করিব; আপনার সেই ব্রতানুষ্ঠানও মৎকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইবে; আপনার রামকে লইয়া যাইবার আবশ্যক কি? রাম অতিবালক; এক্ষণও কৃতবিদ্য হয় নাই; বলাবলও জানে না; অস্ত্রসামর্থ্যও অবগত নহে; এবং যুদ্ধ করিতেও সক্ষম নয়; সুতরাং সে কূটযোধী রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না; বিশেষত আমি রাম-ব্যতিরেকে একক্ষণও বাঁচিতে অভিলাষ করি না; অতএব আপনার রামকে লইয়া যাওয়া উচিত হয় না। হে সুব্রত ব্রহ্মন্! যদি আপনি রঘুকুলনন্দন রামকে লইয়া যাইতেই অভিলাষ করেন, তবে চতুরঙ্গ বলের সহিত আমাকেও তৎসমভিব্যাহারে লইয়া চলুন। হে কৌশিক মুনিপুঙ্গব! ষষ্টি সহস্র বর্ষ হইল, আমি জন্ম লাভ করিয়াছি, অতিকষ্টে এত কালে আমার পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে; বিশেষত চারিটি তনয়ের মধ্যে সেই ধর্ম্ম-প্রধান জ্যেষ্ঠ তনয় রামেতে আমার অতিশয় প্রীতি; অতএব আপনার কেবল রামকে লইয়া যাওয়া উচিত হয় না। হে ভর্গবিন্ ব্রহ্মন্! সেই রাক্ষসেরা কাহার পুত্র, তাহাদিগের নাম কি, তাহাদিগের শরীরের প্রমাণ কিরূপ ও বলই বা কত, কাহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, কিরূপেই বা আমার সৈন্য সকল, রাম এবং আমাকে সেই কূটযোধী রাক্ষসদিগের প্রতীকার করিতে হইবে, এবং সেই দুষ্টভাব-সম্পন্ন বীর্য্যোৎসিক্ত রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধকালে কিরূপেই বা আমাদিগকে থাকিতে হইবে, আপনি এই সমুদায় বিবরণ বর্ণন করুন্।"

বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে মহারাজ! পৌলস্ত্য-বংশ-সম্ভূত মহাবাহু মহাবীর্য্যবান্ রাবণ নামক রাক্ষস ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া অনেক রাক্ষসে পরিবৃত হইয়া তিন লোককেই অতি-পীড়িত করিতেছে। শুনিতে পাই, যে, সেই রাক্ষসাধিপতি রাবণ বিশ্রবা মুনির পুত্র ও কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা। যখন সেই মহাবল রাক্ষস অনাদর করিয়া যজ্ঞে বিঘ্ন করিতে স্বয়ং ক্ষান্ত হয়, তখন সে মারীচ ও সুবাহু-নামক

সেই দুই মহাবল রাক্ষসকে 'তোমরা যজ্ঞের বিঘ্ন কর,' ইহা বলিয়া উক্ত কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছে।"

তখন রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র-কর্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি সেই দুরাত্মা রাক্ষসের সংগ্রামে স্থির হইতে পারিব না; আপনি আমার দেবতা এবং গুরু, আপনি আমার ও আমার পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা অতি দুর্ভাগ্য। হে মুনিবর ব্রহ্মন্! সেই রাবণ যুদ্ধ-কালে অতিবীর্য্যবান্ ব্যক্তিদিগেরও বীর্য্য বিনাশ করে, সুতরাং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পক্ষী এবং পন্নগেরাও যুদ্ধকালে রাবণের বীর্য্য সহ্য করিতে পারেন না, মনুষ্যদিগের কথা আর কি বলিব! অতএব যখন আমি সৈন্য ও পুত্র-দিগের সহিতও সেই রাক্ষস বা তাহার সৈন্য গণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব না; তখন আমি সংগ্রামানভিজ্ঞ বালক অমরতুল্য-সুন্দর স্বীয় তনয়কে কোন ক্রমেই আপনারে প্রদান করিতে পারি না। যুদ্ধ-কালে কালোপম, সুন্দ ও উপসুন্দ-নন্দন সেই মারীচ ও সুবাহু আপনার যজ্ঞে বিঘ্ন করুক, তথাপি আমি পুত্র প্রদান করিব না। হয় ত, আমি বান্ধববর্গের সহিত আপনাকে অনুনয় করিয়াই প্রসন্ন করিব, অন্যথা সেই সুশিক্ষিত বীর্য্যবান্ মারীচ ও সুবাহু, এই দুই জনের মধ্যে, যাহার সঙ্গে হউক, যুদ্ধ করিতে আমিই বান্ধব-বর্গের সহিত তথায় যাইব।" ৪৭১৭৬

কুশবংশীয় দ্বিজেন্দ্র বিশ্বামিত্র নরপতির এই বাক্যে অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন; এমন কি, সেই অগ্নিতুল্য-তেজস্বী মহর্ষি, যেরূপ যজ্ঞে সুহুত বহ্নি আজ্যসিক্ত হইয়া জ্বলিত হয়, সেইরূপ ক্রোধে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিলেন।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

কৌশিক বিশ্বামিত্র মহীপতি দশরথের সেই স্নেহগদ্গদাক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, "হে কাকুৎস্থ রাজন্! আপনি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিতেছেন, ইহা এই রঘুকুলের অতীব অযুক্ত ব্যবহার; যদি ইহাই আপনার উপযুক্ত হয়, তবে আমি যেস্থান হইতে আসিয়াছি, সেই স্থানে প্রস্থান করি, আপনিও বৃথা-প্রতিজ্ঞ হইয়া বান্ধববর্গের সহিত সুখে থাকুন।"

এই কথা বলিতে বলিতে ধীমান্ বিশ্বামিত্র ঋষি এতাদৃশ ক্রুদ্ধ হইলেন, যে, সমস্ত ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও দেবতাদিগেরও সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইল। তখন ধৈর্য্যসম্পন্ন সুব্রতানুষ্ঠায়ী মহর্ষি বশিষ্ঠ সমস্ত জগৎ বিত্রস্ত দেখিয়া নরপতিকে এই কথা বলিলেন, "হে রাঘব! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে সম্ভূত হইয়াছেন, এবং শ্রীমান্, বীর্য্যবান্, অতিধৈর্য্যশালী ও সুব্রতানুষ্ঠায়ী; অধিক কি, আপনি এতাদৃশ সদাচারী, যে, আপনাকে সাক্ষাৎ অপর ধর্ম্ম বোধ হয়; সুতরাং আপনার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। আপনি ত্রিলোকমধ্যে 'ধর্ম্মাত্মা' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, অতএব স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন্, অধর্ম্ম বহন করা আপনার উচিত নয়। প্রতিজ্ঞা করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম না করিলে, ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হয়, অতএব আপনি রামকে বিশ্বামিত্রেরে প্রদান করুন্। রাম কৃতাস্ত্রই হউন, বা অকৃতাস্ত্রই হউন, ইহাঁর বীর্য্য রাক্ষসেরা সহ্য করিতে পারিবে না; বিশেষত যেরূপ অনল-কর্তৃক অমৃত সুরক্ষিত আছে, সেইরূপ কৌশিক বিশ্বামিত্র কর্তৃক ইনি সুরক্ষিত হইবেন। হে রাঘব! বিশ্বামিত্র ঋষি সাক্ষাৎ বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম; পৃথিবীমধ্যে ইহাঁর তুল্য বিদ্যাবান্ বা বীর্য্যবান্ কোন ব্যক্তিই নাই; ইনি তপস্যার আশ্রয়; এবং ইনি যে সমস্ত নানাবিধ অস্ত্র বিজ্ঞাত আছেন, তৎসমুদায় সচরাচর ত্রিলোকমধ্যে অন্য কোন ব্যক্তি বিজ্ঞাত নহেন; অধিক কি, দেব, ঋষি, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, অমর কিন্নর ও মহোরগ-প্রভৃতিরাও জানেন না, এবং কোন ব্যক্তিও তৎসমুদায় বিজ্ঞাত হইবেন না।

"হে রঘুনন্দন দশরথ! যখন এই কুশনন্দন বিশ্বামিত্র রাজ্য শাসন করিতেম, তখন

মহাদেব ইহাঁকে কৃশাশ্ব প্রজাপতির পরম-ধার্ম্মিক পুত্ররূপ সমুদায় অস্ত্রই প্রদান করিয়াছিলেন। যে সকল বিবিধাকার মহাবীর্য্যবান্ দীপ্তিমান্ জয়াবহ অস্ত্র কৃশাশ্ব প্রজাপতির ঔরসে প্রজাপতিদক্ষ-নন্দিনীর গর্ব্ভে জন্ম লাভ করিয়াছে,—দক্ষ প্রজাপতির জয়া ও সুপ্রভা নামে সুমধ্যমা দুই নন্দিনী শত শত পরম-ভাস্বর অস্ত্র ও শস্ত্র প্রসব করেন,—জয়া বর লাভ করিয়া অসুরসৈন্য বধার্থ অপ্রমেয় প্রভাব-সম্পন্ন অদৃশ্যমান-রূপ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র রূপ পঞ্চাশৎ পুত্র লাভ করেন, এবং সুপ্রভাও বলসম্পন্ন দুরাধর্ষ সংহার-নামক পঞ্চ শত অমোঘ অস্ত্র প্রসব করেন; এই ধর্ম্মজ্ঞ কৌশিক বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্রই বিজ্ঞাত আছেন, এবং অভূতপূর্ব্ব অস্ত্র সকলেরও উৎপাদনে সমর্থ; অতএব এই ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মুনিবরের, ভূত বা ভবিষ্যৎ, কোন একটি অস্ত্রও অবিদিত নাই।

"হে রাজন্! এই মহাতেজস্বী মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি এরূপ প্রভাব-সম্পন্ন, অতএব আপনি ইহাঁর সঙ্গে রামকে যাইতে দিতে সংশয় করিবেন না। অধিক আর কি বলিব, এই কৌশিক বিশ্বামিত্র স্বয়ংই সেই সমুদায় রাক্ষসদিগকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ; তবে কেবল ইনি আপনার পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াই আপনার নিকট আসিয়া যাচ্ঞা করিতেছেন।"

রঘুবর বিখ্যাত-যশস্বী রাজা দশরথ মুনিবর বশিষ্ঠের এই বাক্যে মুদিত হইয়া বুদ্ধি-দ্বারা "বিশ্বামিত্রেরে রামকে প্রদান করা উচিত," এরূপ স্থির করিয়া প্রসন্ন চিত্তে রামকে বিশ্বামিত্রের সহিত যাইতে দিতে অভিলাষ করিলেন।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ঋষির সেই উপদেশ-বাক্যে হৃষ্টবদন হইয়া স্বয়ংই রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর রাম মাতা ও পিতা দশরথ-কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক মাঙ্গল্য-মন্ত্র-দ্বারা অভিমন্ত্রিত হইলেন। তৎপরে রাজা দশরথ পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ-পূর্ব্বক সুপ্রীত মানসে কুশনন্দন বিশ্বামিত্রকে পুত্র প্রদান করিলেন। তখন রাজীব-লোচন রামকে বিশ্বামিত্রের অনুগত দেখিয়া, আরাম-সাধন সুখস্পর্শশালী বায়ু বহিতে লাগিল। মহাত্মা রাম প্রয়াণোন্মুখ হইলে, স্বর্গ লোকে দেবদুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল; এবং অযোধ্যা নগরীতে শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হইতে লাগিল, ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। পরে বিশ্বামিত্র ঋষি অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন, রাম তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, এবং কাকপক্ষধারী লক্ষ্মণও ধনুর্দ্ধারী হইয়া রামের পশ্চাদ্গামী হইলেন। যেরূপ অশ্বিনীকুমার দ্বয় দিক্ সকল শোভিত করত পিতামহ ব্রহ্মার অনুগমন করেন, সেইরূপ দশ দিক্ শোভিত করত ত্রিমস্তক সর্পের ন্যায় কলাপধারী সধনুষ্ক অক্ষুদ্র-স্বভাব সেই দুই রাজ-নন্দন মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিলেন। তখন সেই শোভনালঙ্কারে ভূষিত অনিন্দিত কান্তিপ্রদীপ্ত ধনুর্দ্ধারী রাজকুমার-দ্বয় কুশনন্দন বিশ্বামিত্রকে শোভিত করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন,—যে রূপ অগ্নিনন্দন স্কন্দ ও বিশাখ-নামক কুমারদ্বয় অচিন্ত্য দেব রুদ্রকে শোভিত করত তাঁহার অনুগমন করেন, সেই রূপ সেই মনোহর-শরীর-সম্পন্ন কান্তি-প্রদীপ্ত অনিন্দিত মহাদ্যুতিশালী রাম ও লক্ষ্মণাভিধেয় রাজকুমার ভ্রাতৃদ্বয় বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণ ও খড়্গবান্ হইয়া বিশ্বামিত্রকে শোভিত করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

অনন্তর বিশ্বামিত্র ঋষি ছয় ক্রোশ পথ চলিয়া সরযূনদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে বৎস! সময় অতিক্রম করিবার আবশ্যক নাই, তুমি শীঘ্র আচমন পূর্ব্বক মন্ত্র সকল গ্রহণ কর,—তুমি বলা ও অতিবলা-নাম্নী দুই বিদ্যা গ্রহণ কর। হে তাত রাঘব! তুমি বলা ও অতিবলা-নাম্নী এই দুই বিদ্যা পাঠ করিলে, তোমার পরিশ্রম, জ্বর

বা রূপবিকার হইবে না; তুমি প্রমত্ত বা প্রসুপ্তই থাক, তোমাকে রাক্ষসেরা ধর্ষণ করিতে পারিবে না; এবং ত্রিলোক মধ্যে তোমার বাহুবলে কেহ সদৃশ হইবে না। হে অনঘ! বলা ও অতিবলা-নাম্নী এই দুই বিদ্যা সমস্ত জ্ঞানের জননী; তুমি এই দুই বিদ্যা লাভ করিলে, লোকমধ্যে কেহ সৌভাগ্যে, ইতি কর্ত্তব্যতা নিশ্চয়ে, দাক্ষিণ্যে, প্রত্যুত্তর প্রদানে, জ্ঞানে বা অন্যান্য কোন গুণে তোমার তুল্য রহিবে না। হে তাত রঘুকুল-নন্দন নরোত্তম রাম! তুমি বলা ও অতিবলা পাঠ করিলে, তোমার ক্ষুধা ও পিপাসা হইবে না। এবং তুমি এই দুই বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, পৃথিবী মধ্যে তোমার পরম যশ হইবে। হে কাকুৎস্থ রাজন্! যদ্যপি তোমার এই সকল ও অন্যান্য অনেক গুণ আছে, তথাপি আমি তোমাকে এই দুই তেজস্বিনী প্রজাপতি-নন্দিনী বিদ্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি; যে হেতু তুমি এই দুই বিদ্যা গ্রহণের যোগ্য পাত্র। হে রাম! এই দুই বিদ্যা জপ করিলে, ইহারা নানাবিধ কার্য্য সিদ্ধ করিবে।"

তদনন্তর রাম হৃষ্টবদন হইয়া আচমন পূর্ব্বক শুচি হওত সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষির নিকট সেই দুই বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তখন ভীমবিক্রম রাম সেই দুই বিদ্যায় অন্বিত হইয়া, যে রূপ শরৎকালে ভগবান্ সহস্ররশ্মি দিবাকর শোভিত হন, সেইরূপ শোভিত হইলেন। রাম, কুশনন্দন বিশ্বামিত্রের প্রতি, যে রূপ গুরুর প্রতি কার্য্য করিতে হয়, সেই রূপ সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। তাঁহারা তিন জনে সেই রজনী সরযূ নদীর দক্ষিণ তীরে অতিবাহন করিলেন। তখন নরপতি দশরথের সেই দুই শ্রেষ্ঠ নন্দন অনুচিত তৃণশয্যাতে শয়ন করিয়াও কৌশিক বিশ্বামিত্রের বাক্যে লালিত হইয়া পরম সুখে সেই রজনী অতিবাহন করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

শর্ব্বরী প্রভাতা হইল; মহামুনি বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যাতে শয়ান কাকুৎস্থনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে নরশার্দ্দূল রাম! কৌশল্যা দেবী তোমার দ্বারা সৎপুত্রবতী হউন, -এই প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, এ সময়ে আহ্নিক ও দৈবকর্ম্ম নির্ব্বাহ করা উচিত, সুতরাং তুমি গাত্রোত্থান কর।"

বিশ্বামিত্র ঋষির এই পরমোদার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর্য্যবান্ বীর নরোত্তম রাম ও লক্ষ্মণ অবগাহন-পূর্ব্বক অপরাপর কর্ত্তব্য ক্রিয়া সমাধানান্তে সাবিত্রী জপ করিলেন। তাঁহারা আহ্নিক ক্রিয়া সমাধান-পূর্ব্বক তপোধন বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন করত যাইতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর মহাবীর্য্যবান্ রঘুকুল-নন্দন রাম ও লক্ষ্মণ, যে স্থানে সরযূ নদীর গঙ্গার সহিত সঙ্গম হয়, সেস্থানে উপস্থিত হইয়া ত্রিপথগামিনী দিব্যনদী গঙ্গাকে দর্শন করিলেন এবং সেই প্রদেশে বহুসহস্র বৎসরাবধি পরম-তপস্যাকারী বিশুদ্ধাত্মা ঋষিদিগের পুণ্য আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই পুণ্য আশ্রম সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "হে ভগবন্! এই পুণ্য আশ্রম কাঁহার,—ইহাতে কোন্ ঋষি নিবসতি করেন, ইহা আমরা শুনিতে বাসনা করি, ইহা শ্রবণ করিতে আমাদিগের অতিশয় কৌতূহল হইতেছে; আপনি ইহা নির্দ্দেশ করুন্।"

মুনিবর বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে রামকে বলিলেন, "হে রাম! পূর্ব্বে এই আশ্রম যাঁহার ছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে রঘুকুল-নন্দন! পূর্ব্বে মদন মূর্ত্তিমান্ ছিল; সে বুধগণকর্তৃক 'কাম-মনোহর' বলিয়া উক্ত হইত। বহু দিবস হইল, দেবদেব রুদ্র এই স্থানে যথানিয়মে তপস্যা করত সমাহিত হইয়াছিলেন। সমাধি-ভঙ্গ হইলে, তিনি মরুদ্গণের সহিত রমণীয় প্রদেশে বিচরণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে দুর্ব্বুদ্ধি মদন

তাঁহাকে ধর্ষণ করিয়াছিল। তখন মহাত্মা রুদ্র তাঁহাকে হুঙ্কার-সহকারে রৌদ্র নয়নে অবলোকন করিয়াছিলেন। সেই দুর্ম্মতি মদন রুদ্রকর্ত্তৃক রৌদ্র নয়নে অবলোকিত হইবামাত্র, তাহার শরীর হইতে সমস্ত অবয়ব বিশীর্ণ হইয়াছিল। এই স্থানে মহাত্মা রুদ্র মদনকে দগ্ধ করিয়া তাহার অঙ্গ বিনষ্ট করিয়াছিলেন, ক্রোধবশত দেব-দেব মহাদেব কর্ত্তৃক কাম অশরীরীকৃত হইয়াছিল; অতএব এই প্রদেশ তৎকালাবধি অনঙ্গ নামে বিখ্যাত হয়। মদন মহাদেবের ভয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইয়া, যে প্রদেশে গিয়া অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই প্রদেশ 'অঙ্গরাজ্য' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। হে বীর! এই পুণ্য আশ্রম পূর্ব্বে মহাদেবের ছিল; এবং এই সকল ধর্ম্মপর মহর্ষিরাও তাঁহার শিষ্য ছিলেন, ইহাঁদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও পাপ নাই। হে শুভদর্শন রাম! অদ্য আমরা এই দুই পুণ্যনদীর মধ্য প্রদেশে থাকিয়া রজনী অতিবাহন করিয়া কল্য নদী উত্তীর্ণ হইব। হে নরোত্তম! অদ্য এই স্থানেই আমাদিগের বাস করা শ্রেষ্ঠ কল্প, এস্থানে থাকিয়া আমরা সুখে রজনী অতিবাহন করিতে পারিব; চল, আমরা স্নান, জপ ও হোম সমাধান পূর্ব্বক শুচি হইয়া এই পুণ্য আশ্রমে গমন করি।"

সেই প্রদেশে তাঁহারা এরূপ জল্পন করিতেছেন, এমত সময়ে উক্ত আশ্রমবাসী মুনিরা তপোলব্ধ দূরদৃষ্টি-দ্বারা তাঁহাদিগকে আগত জানিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং হর্ষসহকারে প্রথমত কুশনন্দন বিশ্বামিত্রকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আতিথ্য দ্রব্য নিবেদন-পূর্ব্বক পশ্চাৎ রাম ও লক্ষ্মণের আতিথ্য ক্রিয়া সমাধান করিলেন। সেই ঋষিরা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সৎকার পূর্ব্বক অভিরঞ্জন করিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই নদীতীরে গিয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন। বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণ সেই আশ্রমবাসী সুব্রতানুষ্ঠায়ী মুনিগণ কর্ত্তৃক অনঙ্গ আশ্রমে আনীত হইয়া সুখে বাস করিলেন। তখন কুশনন্দন ধর্ম্মাত্মা মুনিবর বিশ্বামিত্র অভিরাম নৃপনন্দন-দ্বয়কে রমণীয় বাক্য-সমূহে সন্তুষ্ট করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর বিমল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে, অরিদমন রাম ও লক্ষ্মণ কৃতাহ্নিক বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া গমন করত গঙ্গা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে সেই সকল সংশিত-ব্রত মহাত্মা মুনিরা নৌকা আনয়ন করাইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "আপনি বৃথা কাল অতিক্রম করিবেন না, শীঘ্র রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত নৌকায় আরোহণ করুন; আপনার গমনকালে পথ সকল মঙ্গলপ্রদ হউক।"

বিশ্বামিত্র ঋষি তাঁহাদিগের বাক্য 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সৎকৃত করিয়া সেই দুই রাজনন্দনের সহিত সাগর-গামিনী গঙ্গা নদী উত্তরণ করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর মহাতেজা রাম লক্ষ্মণের সহিত নদীর মধ্যস্থানে গিয়া তরঙ্গসঙ্ক্ষোভ-বর্দ্ধিত তোয়ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। তিনি নদী মধ্যেই মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, "জল সমুদায় কিজন্য ভিদ্যমান হইয়া এরূপ তুমুল ধ্বনি করিতেছে?"

ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র রঘুকুলনন্দন রামের এই কৌতূহলান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ বলিতে লাগিলেন, "হে নরশার্দ্দূল রাম! ব্রহ্মা কৈলাস পর্ব্বতে মানস দ্বারা একটি সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই সরোবর মানস-দ্বারা নির্ম্মিত হওয়াপ্রযুক্ত 'মানস' বলিয়া বিখ্যাত হয়। সেই সরোবর হইতে একটি নদী নির্গতা হইয়াছে, সেই নদী ব্রাহ্ম সরোবর হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত অতি পুণ্যতমা এবং সরোবর হইতে উৎপত্তি হওয়া নিবন্ধন তাহার সরযূ নাম হইয়াছে। হে রাম! সরযূ নদী অযোধ্যা নগরী আবরণ করিয়া রহিয়াছে; সেই নদীর জলসঙ্ক্ষোভ-জনিত এই অনুপমেয় ধ্বনি জাহ্নবীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তুমি যতচিত্ত হইয়া এই দুই নদীকে প্রণাম কর!"

অনন্তর অতিধার্ম্মিক রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে সেই দুই নদীকে প্রণাম করিলেন। পরে সেই

লঘুগামী রাজনন্দনদ্বয় জাহ্নবীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজনন্দন রাম যাইতে যাইতে মনুষ্যগমাগমচিহ্ন-বিহীন ভয়ঙ্করদর্শন বন অবলোকন করিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অগো! এই বন কি দুর্গম!—এই বন সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ ও মাতঙ্গ প্রভৃতি ভয়ানক শ্বাপদগণে পরিব্যাপ্ত, ঝিল্লিকা সমূহে সমন্বিত, শব্দায়মান ভয়ঙ্করস্বন শকুনগণে ব্যাপ্ত এবং ধব, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, পাটলী, বদরী, তিন্দুক ও বিল্ব-প্রভৃতি বৃক্ষগণে সমাকীর্ণ! কিরূপে এরূপ দারুণ বন হইয়াছে?"

মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে কহিলেন, "হে বৎস কাকুৎস্থ! যেরূপে এই নিদারুণ বন হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে নরোত্তম! পূর্ব্বে এই স্থানে দেব-প্রযত্ন-নির্ম্মিত উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান মলদ ও করূষ নামে দুই জনপদ ছিল।—হে রাম! পূর্ব্বে মহেন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাগ্রস্ত এবং মল ও ক্ষুধায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তখন দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ মলসমন্বিত মহেন্দ্রকে গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে স্নান করাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মল বিমোচন করিয়াছিলেন। এই স্থানে দেবতারা মহেন্দ্রের শরীরজাত মল ও করূষ পরিত্যাগ করিয়া হর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তখন মহেন্দ্রও নির্ম্মল এবং নিষ্করূষ হইয়া বিশুদ্ধ ও এই দেশের প্রতি প্রীত হওত এই দেশকে এই অত্যুত্তম বর দান করিলেন, 'যেহেতু এই প্রদেশ আমার অঙ্গের মল ধারণ করিল' অতএব এই প্রদেশে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান দুই জনপদ হইয়া লোকে মলদ ও করূষ, নামে খ্যাতি লাভ করিবে।'

"ধীমান্ মহেন্দ্র দেশের এইরূপ সৎকার করিলে, তদ্দর্শনে দেবতারা তাঁহাকে 'সাধু সাধু' বলিলেন। হে অরিন্দম! এই প্রদেশে বহু কাল মলদ ও করূষ নামে ধনধান্যশালী উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান প্রমুদিত দুই জনপদ ছিল।

"হে রাম! কিছু কাল-পরে ধীমান্ সুন্দের সহস্রমাতঙ্গবলধারিণী কামরূপিণী তাড়কানাম্নী যক্ষিণী ভার্য্যা হইল। তাহার বৃত্তবাহুশালী বৃহৎকায়-সম্পন্ন ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমী মহামস্তক-সমন্বিত বিপুল-বদন মহান্ মারীচ-নামক রাক্ষস পুত্র হয়; সেই ভয়ঙ্করাকার রাক্ষস নিয়ত প্রজাদিগকে বিত্রস্ত করিয়া থাকে। হে রাঘব! সেই দুষ্টচারিণী তাড়কা এই দুই মলদ ও করূষ নামক জনপদ নিয়ত উৎসাদন করিতেছে। সে এস্থান হইতে অর্দ্ধযোজনান্তরে পথ আবরণ করিয়া রহিয়াছে; অতঃপর আমাদিগকেও, যে বনে তাড়কা বাস করে, সেই বনে যাইতে হইবে। হে রাম! অসহ্যবীর্য্যশালিনী ঘোররূপিণী যক্ষিণী এই প্রদেশ উৎসন্ন করিয়াছে; সম্প্রতি এই প্রদেশ এতাদৃশ ভয়াবহ হইয়াছে যে, এস্থানে আগমন করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই।

"হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমার আদেশে এই প্রদেশ নিষ্কণ্টক কর,—তুমি স্বীয় বাহুবল অবলম্বন করিয়া সেই দুষ্টচারিণী যক্ষিণীকে বিনাশ কর। হে রাম! এই প্রদেশ সেই যক্ষিণীকর্তৃক উৎসাদিত হইয়া অদ্যাপি স্বস্থতা লাভ করে নাই। এই প্রদেশ যেরূপে বন হইয়াছে, তৎসমুদয় তোমার নিকট এই আমি বর্ণন করিলাম।"

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর সেই অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র মুনির সেই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুরুষশার্দ্দূল রাম তাঁহাকে এই শুভ বাক্য বলিলেন, "হে মুনিপুঙ্গব! একে ত শ্রবণ করা যায়, যে, যক্ষজাতি অল্পবলা হইয়া থাকে; তাহে আবার তাড়কা অবলা; সুতরাং সে কিরূপে সহস্র নাগের বল ধারণ করে?"

বিশ্বামিত্র অমিততেজস্বী রঘুকুল-নন্দন রামের কথিত সেই কথা শ্রবণ করিয়া অরিদমন রাম ও লক্ষ্মণকে মনোহর বাক্যে কুতূহলান্বিত করত এই কথা বলিলেন, "তাড়কা যেরূপে তাদৃশ বল ধারণ করে, তাহা বলি-

ছি, শ্রবণ কর। তাড়কা অবলা হইয়াও বলাভপ্রভাবে তাদৃশ বল ধারণ করে।—র্ব্বে সুকেতু নামে সদাচারী বীর্য্যবান্ মহান্ ক যক্ষ ছিল; তাহার অপত্য ছিল না, জন্য সে সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিল। হে াম! তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই যক্ষপতির তি প্রীত হইয়া তাহাকে তাড়কা নাম্নী কটি রত্নস্বরূপ কন্যা প্রদান করিলেন। সেই া যশস্বী পিতামহ সেই কন্যাকে সহস্র নাগের া প্রদান করিলেন, তথাপি সেই যক্ষকে কটি পুত্র দান করিলেন না। যখন সেই শস্বিনী কন্যা বর্দ্ধমানা হইয়া ষোড়শবর্ষীয়া রূপযৌবনশালিনী হইল, তখন যক্ষপতি ম্ভপুত্র সুন্দের সেই কন্যাকে ভার্য্যা করিয়া দলেন। কিছু কাল পরে সেই যক্ষী মারীচ ামে দুরাধর্ষ এক পুত্র জন্মাইল, সেই পুত্র াপ-প্রযুক্ত রাক্ষসত্ব লাভ করে।—হে রাম! ন্দ নিহত হইলে, সেই তাড়কা পুত্র-সমভি-াহারে ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে ধর্ষণ করিতে চ্ছা করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যতা ইয়া গর্জ্জন করত তাঁহার প্রতি ধাবমানা ইল। ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি মহাযক্ষী তাড়-াকে অভিমুখে ধাবমানা দেখিয়া পরম ক্রুদ্ধ ইয়া তাহাকে 'শীঘ্র তোর দারুণ রূপ হউক, — ুই এই রূপ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতরূপা ও বিকৃতাননা হইয়া রাক্ষসী হ,' এরূপ অভি-শাপ দিয়া মারীচকে 'তুই রাক্ষসত্ব লাভ কর্' এই কথা বলিলেন। সেই তাড়কা অভি-শাপগ্রস্তা হইয়া পরম ক্রোধ-সহকারে অগস্ত্য-চরিত এইশুভ প্রদেশ উৎসাদন করিয়াছে।

"হে রঘুনন্দন রাম! তুমি সেই দুর্বৃত্তা পরমদারুণা দুষ্টপরাক্রমশালিনী যক্ষিণীকে গো ও ব্রাহ্মণগণের হিত নিমিত্ত বধ কর। হে রঘুনন্দন! এই ত্রিলোক-মধ্যে তোমাব্যতি-রেকে এমন কোন্ ব্যক্তি নাই, যে সেই শাপ-গ্রস্তা যক্ষিণীকে হনন করিতে উৎসাহী হইতে পারে। হে নরোত্তম! তুমি স্ত্রীহত্যাপ্রযুক্ত তাড়কাকে বধ করিতে ঘৃণা করিও না, কেন না রাজনন্দনকে প্রজা সংরক্ষণ ও চাতুর্ব্বর্ণ্য-হিতানুষ্ঠান-নিমিত্ত নৃশংস ও অনৃশংস উভয় কর্ম্মই করিতে হয়; যেহেতু রাজ্যভার নিযুক্ত রাজাদিগের সর্ব্বদা প্রজা সংরক্ষণার্থ দোষ-সমন্বিত ও পাতক সাধন কর্ম্ম করাও সনাতন ধর্ম্ম। বিশেষত সেই যক্ষিণীর ধর্ম্ম নাই, অতএব তুমি সেই অধার্ম্মিকী যক্ষিণীকে বিনাশ কর।—হে নরপালক রাম! শ্রবণ করা যায়, যে, বিরোচননন্দিনী মন্থরা পৃথিবী বিনা-শিতে উদ্যতা হইলে, মহেন্দ্র তাহাকে বধ করেন, এবং শুক্র জননী পতিব্রতা ভৃগুপত্নী ইন্দ্রশূন্য লোক ইচ্ছা করিলে, বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। হে নরপালক! ইহাঁরা এবং অনেক পুরুষসত্তম মহাত্মা রাজনন্দনেরা অধা-র্ম্মিকী রমণীদিগকে বিনাশ করিয়াছেন; অতএব তুমি আমার নিয়োগানুসারে ঘৃণা পরি-ত্যাগপূর্ব্বক এই যক্ষিণীকে বিনাশ কর।"

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত।

ষড়্বিংশ সর্গ।

দৃঢ়ব্রত রঘুবংশীয় রাজনন্দন রাম বিশ্বামিত্র মুনির সেই প্রাগল্ভ্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "সকলেরই পিতৃবাক্য পালন অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব যখন অযোধ্যা নগরীতে গুরুগণ-মধ্যে মহাত্মা পিতা দশরথ আমাকে 'তুমি কৌশিক বিশ্বামিত্রের বাক্যে বিচার না করিয়াই তদনু-রূপ কার্য্য করিবে, তাঁহার বাক্যে কখন অনা-দর করিবে না,' এরূপ অনুশাসন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহার শাসনানুসারে আপনার নিদেশে আমি এই তাড়কাবধরূপ শুভ কর্ম্ম করিব; বিশেষত একে ত আপনি অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন-ব্রহ্মবাদী, আপনি কখন অযথার্থ উপদেশ করেন নাই, তাহে আবার এই কর্ম্মে গো, ব্রাহ্মণ ও এই প্রদেশের হিত হইবে।"

অরিন্দম রাম বিশ্বামিত্রকে ঐ কথা বলিয়া ধনু ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করত ঘোরতর জ্যাশব্দ করিলেন। সেই শব্দে সমস্ত তাড়কাবন-বাসীরা অতীব ত্রাসযুক্ত হইল, এবং তাড়কাও সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া মোহিতা হইয়া অতীব ক্রোধ-সহকারে সেই শব্দানুসারে,

যে প্রদেশ হইতে সেই শব্দ নিঃসৃত হইল, সেই প্রদেশাভিমুখে ধাবমানা হইল। রঘুকুলনন্দন রাম সেই বিকৃতাকারা বৃহৎকায়-সম্পন্না বিকৃতাননা ক্রোধপরায়ণা রাক্ষসীকে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে লক্ষ্মণ! দেখ, এই যক্ষিণীর শরীর কি দারুণ ভয়াবহ! ইহাকে অবলোকন করিবামাত্রই ভীরু কি অভীরু, সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। দেখ, এই মায়াবল-সমন্বিতা দুরাধর্ষণীয়া রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণ ছেদনপূর্ব্বক ইহাকে পলায়মানা করি; আমি ইহাকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু এ স্ত্রীস্বভাবে রক্ষিতা হইয়াছে; তবে আমার এইমাত্র অভিলাষ যে, ইহার পরাক্রম ও গতিশক্তি বিনাশ করি।"

রাম এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে তাড়কা রাক্ষসী ক্রোধমোহিতা হইয়া বাহু উত্তোলন-পূর্ব্বক গর্জন করত রামেরই অভিমুখে ধাবমানা হইল। তখন ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র হুঙ্কার-দ্বারা তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া "রাম এবং লক্ষ্মণের মঙ্গল ও জয় হউক," ইহা বলিলেন। অনন্তর তাড়কা ঘোরতর ধূলি বিক্ষেপ করত মুহূর্ত্ত কাল-মধ্যে রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে রজঃসম্ভূত অন্ধকার-দ্বারা বিমুগ্ধ করিয়া মায়া সমালম্বন-পূর্ব্বক সুমহৎ শিলাবর্ষণ-দ্বারা আকীর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন রঘুকুলনন্দন রাম অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাহার সেই সুমহৎ শিলাবর্ষণ শরবর্ষ-দ্বারা নিবারণপূর্ব্বক অভিমুখে ধাবমানা সেই রাক্ষসীর দুই হস্ত বাণে ছেদন করিলেন। পরে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অভিমুখে গর্জ্জনপরায়ণা ছিন্নকরাগ্রসম্পন্না রাক্ষসীর নাসিকা ও কর্ণের অগ্র ভাগ ছেদন করিলেন। তখন সেই কামরূপধারিণী যক্ষিণী বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে আত্মমায়া-দ্বারা বিমোহিত করিল, এবং অন্তর্হিতা হইয়া ভয়ানক শিলাবর্ষ বিমোচন করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীমান্ গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে শিলাবর্ষ-দ্বারা আকীর্য্যমাণ দেখিয়া এই কথা বলিলেন, "হে রাম! সন্ধ্যাকাল উপস্থিতপ্রায়, সন্ধ্যা হইলে এ সমধিক বল লাভ করিবে; যেহেতু সন্ধ্যাসময়ে রাক্ষসেরা দুরাবর্ষণীয় হইয়া থাকে; অতএব তুমি ঘৃণা করিও না, শীঘ্র ইহাকে বধ কর; এই পাপীয়সী রাক্ষসী যজ্ঞের বিঘ্ন-কারিণী ও অতীব দুষ্টচারিণী।"

বিশ্বামিত্র রামকে এরূপ বলিলে, তিনি স্বীয় শব্দবেধিতারূপ গুণ সন্দর্শন করত সেই শিলাবর্ষণ কারিণী যক্ষিণীকে বাণজালে অবরোধ করিলেন। সে রামকর্ত্তৃকবাণজালে অবরুদ্ধা হইয়া মায়াবল ধারণ-পূর্ব্বক কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবমানা হইল। রাম অশনির ন্যায় অতিবেগে অভিমুখে আগমন-পরায়ণা সেই বিক্রমসম্পন্না রাক্ষসীর হৃদয়ে শর বেধ করিলেন; সেও ভূতলে পতিতা হইল, এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

তখন দেবাধিপতি শক্র ও সমস্ত দেবতারা সেই ভীমরূপিণী যক্ষিণীকে নিহতা দেখিয়া ককুৎস্থবংশীয় রামকে "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন করিলেন। অনন্তর সহস্রাক্ষ পুরন্দর ও সমস্ত দেবতারা পরমপ্রীতি-সহকারে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে কুশবংশীয় ব্রহ্মর্ষে! ইন্দ্র ও মরুদ্গণ প্রভৃতি আমরা সকলেই রঘুকুলনন্দন রামের এই কর্ম্মে সন্তোষ লাভ করিয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি ইহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর,—তুমি ইহাকে কৃশাশ্ব প্রজাপতির সত্যপরাক্রম-সম্পন্ন তপোবলসম্ভূত অস্ত্ররূপ পুত্র সকল প্রদান কর। হে ব্রহ্মন্! এই রাজনন্দন তোমার অস্ত্র প্রদানের যোগ্য পাত্র, যেহেতু ইনি তোমার শুশ্রূষায় নিরত হইয়াছেন; বিশেষত ইহাঁকে দেবতাদিগের সুমহৎ হিতকর কার্য্য করিতে হইবে।"

দেবতারা হর্ষ-পূর্ব্বক বিশ্বামিত্রকে ঐ কথা বলিয়া অভিনন্দন করত আকাশে গমন করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে, সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন মুনিবর বিশ্বামিত্র তাড়কা বধ হওয়া-প্রযুক্ত সন্তুষ্ট হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক রামের মস্তকে আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "হে শুভদর্শন রাম! অদ্য আমরা এই স্থানেই রজনী অতিবাহন করি; কল্য প্রাতেই মদীয়আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইব"

দশরথতনয় রাম বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইয়া তাড়কার বনে সেই রাত্রি সুখে বাস করিলেন। সেই দিনেই উক্ত বন নিরুপদ্রব হইয়া চৈত্ররথ বনের ন্যায় রমণীয়-রূপে প্রকাশমান হইল। রাম যক্ষতনয়া তাড়কাকে বধ করিয়া দেব ও সিদ্ধগণ-কর্ত্তৃক প্রশস্যমান হইয়া সেই বনে বিশ্বামিত্র মুনির সহিত রজনী যাপনপূর্ব্বক প্রভাত কালে তৎকর্ত্তৃক প্রবোধ্যমান হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র সেই রজনী অতিবাহন করিয়া প্রভাতকালে হাসিতে হাসিতে মধুর স্বরে রামকে এই কথা বলিলেন, "হে মহাযশস্বি-রাজপুত্র! তোমার মঙ্গল হউক। আমি অতীব তুষ্ট হইয়া পরমপ্রীতি-সহকারে তোমাকে সমুদয় অস্ত্র প্রদান করিতেছি,-যে সকল অস্ত্রে তোমার মঙ্গল হইবে,—যে সকল অস্ত্রে তুমি, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব বা উরগগণও যদি শত্রুতা আচরণ করেন, তবে তাঁহাদিগকেও বল-পূর্ব্বক যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বশীকৃত করিবে,সেই সমুদায় দিব্য অস্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি,—হে রঘুবংশীয় মহাবাহু-সম্পন্ন মহাবল মহাবীর নিষ্পাপ রাজনন্দন! আমি তোমাকে সুমহৎ দিব্য দণ্ডচক্র, কালচক্র, ধর্ম্মচক্র, অত্যুগ্র বিষ্ণুচক্র, অসহ্যবিক্রম-সম্পন্ন ইন্দ্রচক্র, বজ্র অস্ত্র, শূলবত-নামক শৈব অস্ত্র, ব্রহ্মশিরা অস্ত্র, ঐষিক বাণ, অত্যুত্তম ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নাম্নী শুভদায়িনী জাজ্বল্যমানা দুই গদা, ধর্ম্মপাশ, কালপাশ; অত্যুত্তম বারুণ পাশাস্ত্র, শুষ্ক ও আর্দ্র এই দুই প্রকার অশনি, পাশুপত অস্ত্র, অতিপ্রিয় শিখর-নামক আগ্নেয় বাণ, নারায়ণ অস্ত্র, হয়শিরা নামে প্রসিদ্ধ বাণ, শ্রেষ্ঠ বায়ব্যাস্ত্র, ক্রৌঞ্চ বাণ, দুইটি শক্তি, কঙ্কাল-নামক ভয়ানক মুষল, কাপাল ও কিঙ্কিনী অস্ত্র, নন্দন-নামক বিদ্যাধর-সম্বন্ধীয় মহাস্ত্র, শ্রেষ্ঠ অসি, মোহন-নামক অতিপ্রিয় গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, প্রস্বাপন ও প্রশমন-নামক অস্ত্র, চান্দ্রবাণ, বর্ষণ অস্ত্র, শোষণ অস্ত্র, সন্তাপন অস্ত্র, বিলাপন অস্ত্র, কন্দর্পপ্রিয় দুরাধর্ষণীয় মদন-নামক বাণ, মানব-নামক দয়িত গান্ধর্ব্ব বাণ, মোহন-নামক দয়িত পৈশাচ অস্ত্র, তামস অস্ত্র, মহাবল-সম্পন্ন সৌমন-নামক বাণ, দুরাধর্ষ সম্বর্ত্তক অস্ত্র, দুরাধর্ষণীয় মৌষল অস্ত্র, সত্য অস্ত্র, মায়াময় বাণ, পরবীর্য্যাপকর্ষক তেজঃপ্রভ-নামক সৌর অস্ত্র, শিশিরনামক চান্দ্র বাণ, সুদারুণ ত্বাষ্ট্র অস্ত্র, ভগুদেব-সম্বন্ধীয় সম্মানপ্রদ শীতেষু-নামক দারুণ বাণ এবং যে সকল অস্ত্রে অনায়াসে রাক্ষসদিগকে বিনাশ করা যায়, সেই সমুদায় অস্ত্র, এই সকল পরমোদার কামরূপী মহাবল-সম্পন্ন অস্ত্র ও শস্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি, তুমি শীঘ্র গ্রহণ কর।"

ঐ কথা বলিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্র শুচি হইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন-পূর্ব্বক রামকে সেই সকল শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ও তৎসমুদায়ের মন্ত্র সকল প্রদান করিলেন; সেই সমুদায় অস্ত্র দেবতাদিগেরও সংগ্রহ করা দুর্ল্লভ। সেই ধীমান্ বিশ্বামিত্র মুনি পূর্ব্বোক্ত অস্ত্র সকলকে ধ্যান করিলে, সেই সমুদয় মহার্হ অস্ত্র বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিয়োগানুসারে প্রমোদ-সহকারে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিল,"হে পরমোদার-চরিত রঘুকুল-নন্দন রাম! আপনার মঙ্গল হউক, আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনি যাহা যাহা আদেশ করিবেন,আমরা তৎসমুদায়ই করিব।"

তখন রাম সেই সকল বাণ কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া প্রসন্নাত্মা হইলেন, এবং তৎসমুদায়কে গ্রহণ পূর্ব্বক হস্তদ্বারা সমালম্ভন করত "তোমরা আমার মানসবর্ত্তী হইয়া থাক," এরূপ নিয়োগ করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী রাম প্রীতমানস হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন-পূর্ব্বক যাইতে উদ্যত হইলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টবিংশ সর্গ।

অনন্তর পবিত্রাচরণ ককুৎস্থনন্দন রাম সেই সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট বদনে, পথে যাইতে যাইতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে মুনিপুঙ্গব ভগবন্! আমি গৃহীতাস্ত্র হইয়া দেবগণেরও দুরাধর্ষণীয় হইয়াছি; পরন্তু আমার বাসনা যে, সেই সমুদায় অস্ত্রের সংহার অবগত হই।"

কাকুৎস্থ রাম ইহা বলিলে, সুব্রতানুষ্ঠায়ী ধৃতিশালী মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি পবিত্র হইয়া সেই সমস্ত অস্ত্রের সংহার উপদেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে রঘুকুলনন্দন রাম! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমার নিকট সত্যবান্, সত্যকীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়নাভ, সুনাভক, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, দশশীর্ষ, শতোদর পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, সুনাভক, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, দৈত্যপ্রমথন, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চ্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃতিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান এবং বরুণ, এই সমস্ত নামে প্রসিদ্ধ ভাস্কর-তুল্য তেজস্বী কামরূপী কৃশাশ্বপুত্র অস্ত্র সকল গ্রহণ কর; তুমি এই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র।"

তখন কাকুৎস্থ রাম বিশ্বামিত্রকে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই সকল উজ্জ্বল-দিব্য-দেহ-সম্পন্ন সুখপ্রদ অস্ত্র, কেহ কেহ অঙ্গারবর্ণ-দেহ-সম্পন্ন, কেহ কেহ ধূমবর্ণ-দেহশালী এবং কেহ কেহ সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলগৌরবর্ণ-দেহধারী হইয়া নম্র ও বদ্ধাঞ্জলি হওত মধুর স্বরে রামকে "হে নরশার্দ্দূল! এই আমরা উপস্থিত হইয়াছি; আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন," এইরূপ বলিল। তখন রঘুনন্দন রাম সেই সকল অস্ত্রকে "এক্ষণে তোমরা, যে স্থানে বাসনা হয়, সেই স্থানে গমন কর, কার্য্যকালে আমার মনে সন্নিহিত হইয়া আমার সাহায্য করিও," এরূপ বলিলেন। তৎপরে সেই সকল অস্ত্র কাকুৎস্থ রামকে "যে আজ্ঞা" বলিয়া আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া, যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল, সেই স্থানে গমন করিল। অনন্তর রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত অস্ত্র অবগত হইয়া পথে যাইতে যাইতে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে এই সুকোমল মধুর বাক্য বলিলেন, "হে মহামুনে! ঐ পর্ব্বতের সন্নিহিত স্থান এরূপ নিবিড় বৃক্ষ-সমূহে সঙ্কুল যে, আপাতত মেঘসমূহের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, ঐ প্রদেশ কি এই বনবর্ত্তী অথবা কোন আশ্রম? হে ভগবন্ ব্রহ্মন্! ঐ মৃগগণ-পরিব্যাপ্ত প্রদেশ নানাবিধ মধুরভাব-সম্পন্ন শকুন-গণে অলঙ্কৃত, সুতরাং অতীব মনোহর ও শুভদর্শন; ঐ প্রদেশের রমণীয়তা সন্দর্শনে অনুভূত হইতেছে যে, আমরা সেই রোমহর্ষণ কান্তার হইতে নির্গত হইলাম; বোধ হয় ঐ প্রদেশ কোন আশ্রম হইবে, উহা কাহার আশ্রম? হে মুনিবর! যে প্রদেশে সেই ব্রহ্মহত্যাকারী পাপাচারী দুষ্টস্বভাব নিশাচরেরা আপনার যজ্ঞে বিঘ্ন বিধানার্থ সমাগত হয়, এবং আমাকে আপনার সেই যজ্ঞক্রিয়া রক্ষা করিতে হইবে,—সেই সকল রাক্ষসদিগকে হনন করিতে হইবে; সে প্রদেশ কোথায়? এই প্রদেশই কি সেই প্রদেশ? হে প্রভো! আমি এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আমার এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে অতীব কুতূহল হইতেছে; আপনি এই সকল বিবরণ বিবরণ করুন্।"

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥২৮॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষি সেই অপ্রমেয়প্রভাব-সম্পন্ন জিজ্ঞাসা-তৎপর রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহু-সম্পন্ন রাম! এই আশ্রম মহাত্মা বামনের উৎপত্তির পূর্ব্বে 'সিদ্ধাশ্রম' বলিয়া বিখ্যাত হয়, যেহেতু এস্থানে মহা-

তপস্বী বিষ্ণু তপস্যাদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই আশ্রমে সর্ব্বদেব নমস্কৃত মহাতপস্বী বিষ্ণু বহু বর্ষ—যুগশত-পরিমিত কাল তপস্যা আচরণার্থ বাস করিয়াছিলেন। তৎকালে সুমহান্ অসুরেন্দ্র বিরোচনতনয় মহাবলী বলি রাজা ইন্দ্র ও মরুদ্গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়া সেই ত্রিলোকবিখ্যাত দেবরাজ্যে রাজত্ব করত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিল। বলির সেই যজ্ঞ হইতে লাগিলে, অগ্নি-প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা স্বয়ং এই আশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক বিষ্ণুকে কহিলেন, 'হে বিষ্ণো বৈরোচনি বলি উত্তম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছে; সেই যজ্ঞোপলক্ষে ইতস্তত হইতে আগত যাজকেরা বলিকে যখন যাহা প্রার্থনা করিতেছে, সে যথানিয়মে তখনই তাহাদিগকে তাহা প্রদান করিতেছে; অতএব সেই যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতে হইতেই আপনি কার্য্য সম্পাদন করুন,—আপনি আমাদিগের হিত নিমিত্ত মায়া আশ্রয়-পূর্ব্বক বামনরূপী হইয়া বলির নিকট যাচ্ঞা করিয়া আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন।'

"হে রাম! এই সময়ে অগ্নিতুল্য-প্রভাশালী তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান ভগবান্ কশ্যপ মুনিও অদিতি দেবীর সহিত সহস্র-দিব্যবর্ষানুষ্ঠেয় ব্রত সমাধান-পূর্ব্বক বরপ্রদ মধুসূদনকে এইরূপ স্তব করিলেন, "হে প্রভো! আমি সন্তপ্ত তপোদ্বারা দেখিতে পাইতেছি যে, আপনি তপোময়, তপোরাশি, তপোমূর্ত্তি, তপঃস্বরূপ, অনাদি, অনির্দ্দেশ্য ও পুরুষোত্তম; এবং আপনার শরীরে এই সমস্ত জগৎ অবলোকন করিতেছি; অতএব আপনার শরণাগত হইলাম।"

হরি নিষ্কল্মষ কশ্যপের স্তবে প্রীত হইয়া তাহাকে কহিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি বর প্রার্থনা কর; আমি তোমাকে বর প্রদানের যোগ্য পাত্র বোধ করিতেছি।"

মরীচিতনয় কশ্যপ বিষ্ণুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হে অসুরসূদন সুব্রত বরদ ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অদিতি, দেবতাগণ ও আমার প্রার্থিত এই বর প্রদান করুন,—আপনি অদিতি ও আমার পুত্র এবং শক্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হউন, এবং শোকার্ত্ত দেবগণের সাহায্য করুন। হে দেবেশ ভগবন্! আপনি এখান হইতে উত্থান করুন, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়াছে; এই আশ্রম আপনাদের প্রসাদে "সিদ্ধাশ্রম" বলিয়া বিখ্যাত হইবে।"

"অনন্তর মহাতেজস্বী বিষ্ণু বামনরূপ অবলম্বন করিয়া অদিতিগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই লোকহিতনিরত মহাতেজস্বী বামনরূপী বিষ্ণু লোকার্থী হইয়া বৈরোচনি বলির নিকট গমন করিলেন। পরে তিনি তথায় যাইয়া বলির নিকট ত্রিপদ-পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিয়া পদদ্বারা সমস্ত লোক আক্রমণ-পূর্ব্বক গ্রহণ করত বল-পূর্ব্বক বলিকে বন্ধন করিয়া মহেন্দ্রকে তাহা পুন প্রদান করিলেন,—তিনি আবার ত্রৈলোক্যকে শক্রের অধীন করিয়া দিলেন।"

"হে পুরুষব্যাঘ্র! যিনি বামনরূপে অবতীর্ণ হন, সেই বিষ্ণু পূর্ব্বে এই শ্রমবিনাশন আশ্রমে নিবসতি করিয়াছিলেন; সম্প্রতি আমি তাঁহার প্রতি ভক্তি করিয়া এই আশ্রম উপভোগ করিতেছি। এই আশ্রমেই সেই যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা আসিয়া থাকে; এই স্থানেই তোমাকে সেই দুষ্টাচারীদিগকে হনন করিতে হইবে। হে রাম! অদ্য আমরা সিদ্ধাশ্রম নামে বিখ্যাত সেই বিষ্ণুর অত্যুত্তম আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইব। হে তাত! এই আশ্রম যেমন আমার, তোমারও তেমন।"

মহামুনি বিশ্বামিত্র রামকে এই কথা কহিয়া পরম প্রীত হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে গ্রহণ-পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করত, যেরূপ চন্দ্র গতনীহার ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে সমন্বিত হইয়া প্রকাশমান হন, সেইরূপ প্রকাশিত হইলেন। সিদ্ধাশ্রমনিবাসী মুনি সকল বিশ্বামিত্রকে আগত দেখিয়া সহসা উত্থান-পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন। তাঁহারা যেরূপ ধীমান্ বিশ্বামিত্রকে যথাযোগ্য পূজা করিলেন, সেইরূপ সেই দুই রাজনন্দনেরও যথাযোগ্য অতিথিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

অনন্তর সেই দুই রঘুনন্দন অরিদমন রাজতনয় মুহূর্ত্ত কাল বিশ্রাম করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে "হে মুনিপুঙ্গব! আপনি অদ্যই যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হউন; আপনার মঙ্গল হউক,—আপনার বাক্য সফল হউক, এবং এই সিদ্ধাশ্রম-নামক আশ্রমও সত্যনামা হউক, অর্থাৎ আমাদিগের বীর্য্য বলে আপনার যজ্ঞনির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হউক," ইহা বলিলেন। মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রও রাম-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া নিয়তেন্দ্রিয় ও নিয়তান্তঃকরণ হওত তখনই যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইলেন।

অনন্তর সেই স্কন্দ ও বিশাখের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ সেই রজনী অতিবাহনপূর্ব্বক প্রভাত কালে গাত্রোত্থান করিয়া শুচি ও সুসমাহিত হওত প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনান্তে যথানিয়মে গায়ত্রী জপ করিলেন। পরে তাঁহারা, অগ্নিহোত্র সমাধান-পূর্ব্বক সমাসীন বিশ্বামিত্রকে বন্দনা করিলেন।

একোনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সেই দুই দেশকালাভিজ্ঞ দেশকালোচিত-বক্তৃতা-সম্পন্ন অরিদমন রাজনন্দন কৌশিক বিশ্বামিত্রকে এই কথা কহিলেন, "হে ভগবন্! কোন্ সময়ে সেই দুই রাক্ষস হইতে যজ্ঞ রক্ষা করিতে হইবে, ইহা আমরা জানিতে বাসনা করি, আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন; যেন আমাদিগের অজ্ঞাননিবন্ধন অনবধানতা-বশত সেই সময় অতিক্রান্ত না হয়।"

সেই দুই কাকুৎস্থ রাজনন্দন যুদ্ধার্থ সত্বর হইয়া এরূপ বলিলে, সেই সমস্ত মুনিরা প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা-পূর্ব্বক কহিলেন, "হে রঘুনন্দনদ্বয়! এই মুনি যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়াছেন, ইনি অদ্যপ্রভৃতি ছয় দিবস মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন; তোমরা এই কয়েক দিবস ইঁহাকে রক্ষা কর।"

সেই দুই বীর্য্যশালী যশস্বী মহাধনুর্দ্ধারী রাজনন্দন তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্নদ্ধ হইয়া নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ছয় দিবসই তপোবন রক্ষা করেন,—তাঁহারা শত্রুদমন মুনিবর বিশ্বামিত্রের নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন।

ক্রমে পাঁচ দিবস বিগত এবং ষষ্ঠ দিবস আগত হইলে, রাম লক্ষ্মণকে, "তুমি সসজ্জ হওত একাগ্রচিত্ত হইয়া থাক," ইহা বলিলেন। রাম যুদ্ধাভিলাষে সত্বর হইয়া এরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে সেই যজ্ঞে ঋত্বিকেরা অগ্নি জ্বালিলেন। তখন দর্ভ, চমস, স্রুক্, সমিৎ ও কুসুমসমুচ্চয়ে পরিব্যাপ্তা সেই বেদি উপাধ্যায়, পুরোহিত, ঋত্বিক্ এবং বিশ্বামিত্রের সহিত জাজ্বল্যমানা হইয়া উঠিল। তৎকালে সেই যজ্ঞও কল্পসূত্রোক্ত বিধানানুসারে বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল, এবং সেই অগ্নির ঘোরতর ভয়ানক শব্দ আকাশ-মণ্ডলে উত্থিত হইল।

অনন্তর যেরূপ বর্ষাকালে মেঘ গগন আচ্ছাদনপূর্ব্বক ধাবমান হয়, সেইরূপ মারীচ ও সুবাহু, এই দুই রাক্ষস মায়া বিস্তার করত গগনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া সেই প্রদেশাভিমুখে ধাবমান হইল। পরে তাহারা ও তাহাদিগের ভয়ানকদর্শন অনুচরগণ তথায় আসিয়া রুধিরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাম সহসা সেই বেদির নিকট রুধিরসমূহ পতিত হইতে দেখিয়া তদভিমুখে ধাবনপূর্ব্বক আকাশে সেই নিশাচরদিগকে দেখিতে পাইলেন। রাজীবলোচন রাম মারীচ ও সুবাহুকে সহসা অভিমুখে ধাবমান দেখিয়া লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে "লক্ষ্মণ! তুমি দেখ, আমি নিঃসংশয় এই দুর্ব্বৃত্ত পিশিতাশন রাক্ষসদিগকে, যেরূপ অনিলদ্বারা ঘনগণ কম্পিত হয়, সেইরূপ মানবাস্ত্রদ্বারা প্রকম্পিত করি, আমি ঈদৃশ রাক্ষসদিগকে হনন করিতে বাসনা করি না," এই কথা বলিলেন। রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ইহা বলিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া চাপে সন্ধানপূর্ব্বক মারিচের হৃদয়ে অতিবেগে অতিশ্রেষ্ঠ পরম ভাস্বর মানব শর ক্ষেপণ করিলেন। মারীচ সেই

মানব পরমাস্ত্র-দ্বারা সমাহত হইয়া শতযোজন-বর্ত্তী সমুদ্রের মধ্যে পতিত হইল। তখন রাম শীতেষুনামক অস্ত্রে পীড়িত মারীচকে ঘূর্ণায়মান, অচেতন ও যুদ্ধনিরস্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "তুমি দেখ ঐ মানব—মনুপ্রযুক্ত শীতেষুনামক অস্ত্র মারীচকে বিমোহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহাকে প্রাণবিমুক্ত করিতেছে না। আমি এই সকল পাপকর্ম্মানুষ্ঠায়ী রুধিরপায়ী দুষ্টাচারী যজ্ঞবিঘ্নকারী নির্দ্দয় রাক্ষস দিগকে ও বধ করিব।"

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া শীঘ্রকারিতা প্রদর্শন করত শীঘ্র সুমহৎ আগ্নেয় অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সুবাহুর হৃদয়ে ক্ষেপণ করিলেন। সে বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর পরমোদারস্বভাব মহাযশস্বান্ রঘুনন্দন রাম মুনিদিগের সন্তোষ সম্পাদন করত অবশিষ্ট রাক্ষসদিগকে বায়ব্য অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক হনন করিলেন। তিনি সেই সমস্ত যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে হনন করিয়া ঋষিগণ-কর্ত্তৃক, যেরূপ পূর্ব্বে মহেন্দ্র বিজয় লাভ করিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ পূজিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, মহাযশস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র সমস্ত দিক্ নির্ব্বাধা দেখিয়া কাকুৎস্থ রামকে "হে মহাবাহু সম্পন্ন বীর! তুমি গুরুবাক্য প্রতিপালন করিলে,—তুমি এই সিদ্ধাশ্রমের নাম সফল করিলে, অর্থাৎ আমি কৃতার্থ হইলাম," ইহা বলিয়া প্রশংসা করিলেন। পরে তিনি রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সন্ধ্যা উপাসনা করিলেন।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর বীর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ কৃতার্থতা লাভ করিয়া মুদিত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই রজনী যাপন করিলেন। শবরী প্রভাতা হইলে, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া মিলিত হইয়া বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য ঋষিদিগের নিকট গমন করিলেন। মধুরভাষী রাম ও লক্ষ্মণ পাবকের ন্যায় তেজঃপ্রদীপ্ত মুনি শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে এই সুমধুর সরল বাক্য বলিলেন, "হে মুনিশার্দ্দূল! আপনার এই দুই কিঙ্কর উপস্থিত; আপনার শাসনানুসারে আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আপনি অনুজ্ঞা করুন্।"

তাঁহারা এরূপ বলিলে, সেই সমস্ত মহর্ষিরা বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া রামকে এই কথা বলিলেন, "হে নরবর! মিথিলাধিপতি জনক রাজার পরমধর্ম্ম-সম্পাদক যজ্ঞ হইবে; আমরা সেই স্থানে যাইব, এবং তুমিও আমাদিগের সঙ্গে তথায় যাইবে; যেহেতু সেস্থানে একটি পরম অদ্ভুত রত্নস্বরূপ ধনু আছে, তাহা তোমার দেখা উচিত। হে নরশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে যজ্ঞকালে সভাতে দেবতারা জনককে সেই ধনু প্রদান করিয়াছিলেন; সেই অপ্রমেয়-বলসম্পন্ন, পরমভাস্বর ও অতিভয়ানক; দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস বা মানব, কেহই তাহাতে জ্যা রোপণ করিতে সমর্থ নন; অনেক মহীপতি মহাবলসম্পন্ন রাজনন্দনেরা সেই ধনুর বীর্য্য জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও সেই ধনুতে জ্যা রোপণ করিতে সামর্থ্য হয় নাই। হে কাকুৎস্থ রাজনন্দন! তুমি সেই স্থানে মিথিলাধিপতি মহাত্মা জনকের সেই পরমাদ্ভুত যজ্ঞ ও সেই ধনু দেখিতে পাইবে। হে নরশার্দ্দূল! সেই মৈথিল জনক সমস্ত দেবতার নিকট সেই সুনাভ-নামক ধনু যজ্ঞফল চাহিয়া লন। হে রাঘব! সেই নরপতির গৃহে যজনীয় দেবতাস্বরূপ সেই ধনু ধূপ, অগুরু ও অন্যান্য বিবিধ সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য-দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া আছে।"

মুনিবর কৌশিক বিশ্বামিত্র ঐরূপ বলিয়া তখন ঋষিগণ, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বনদেবতাদিগকে "আমি এই সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধ হইয়া এস্থান হইতে হিমালয়-পর্ব্বত-বর্ত্তিনী জাহ্নবী নদীর উত্তর তীরে যাইতে উদ্যত হইয়াছি; তোমাদিগের মঙ্গল হউক," ইহা বলিয়া আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক তপোধন-গণের সহিত উত্তরদিক্ উদ্দেশে যাইতে লাগিলেন। তৎ-

কালে গমনোদ্যত মুনিবর বিশ্বামিত্রের অনুসারী ব্রহ্মবাদী এত মহর্ষি অনুগমন করিলেন যে, তাঁহাদিগের অগ্নিহোত্র প্রভৃতি সম্ভার-সমস্ত শত শকটে বাহিত হয়। এবং সিদ্ধাশ্রম নিবাসী সমস্ত বৃহদাকার-সম্পন্ন মৃগ ও পক্ষীরাও তপোধন, বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ গমন করিল। পরে বিশ্বামিত্র ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে সেই মৃগ ও পক্ষীদিগকে নিবর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর সেই সকল অমিত-তেজস্বী মুনিরা সমাহিত হইয়া বহু দূর গমন করিয়া, দিবাকর অবনত হইলে, শোণা নদীর তীরে বাস করিলেন। দিনকর অস্তগত-প্রায় হইলে, তাঁহারা অবগাহন-পূর্ব্বক হুতাশনে হবন করিয়া বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করত উপবেশন করিলেন, এবং রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই মুনিদিগকে অভিবাদন করিয়া ধীমান্ বিশ্বামিত্রের অগ্রে উপবেশন করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী রাম কৌতূহলসমন্বিত হইয়া তপোনিধি মুনিবর বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! আপনার মঙ্গল হউক, —এই দেশ সমৃদ্ধ বনে শোভিত হইয়া রহিয়াছে, ইহা কোন্ প্রদেশ, তাহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি যথাতত্ত্ব নির্দ্দেশ করুন্।"

মহাতপস্বী সুব্রতানুষ্ঠায়ী বিশ্বামিত্র রামবাক্যে নিযোজিত হইয়া ঋষিদিগের মধ্যে সেই প্রদেশের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

সদ্ব্রতানুষ্ঠায়ী মহাতপস্বী মহাত্মা সজ্জনপূজক কুশ-নামক একজন প্রধান ব্রহ্মনন্দন ছিলেন। তিনি সদৃশী কুলীনা ভার্য্যা বৈদর্ভীতে কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজস ও বসুনামক আত্মতুল্য মহাবল-সম্পন্ন চারিটি পুত্র জন্মাইলেন। কুশ সেই দীপ্তিশালী সত্যবাদী মহোৎসাহ-সম্পন্ন ধর্ম্মিষ্ঠ পুত্রদিগকে ক্ষাত্র ধর্ম্মের বৃদ্ধি করণাভিলাষে কহিলেন, 'তোমরা প্রজা পালন কর, তাহা করিলে, তোমাদিগের বিপুল ধর্ম্ম হইবে।'

তৎকালে সেই চারি জন লোকসত্তম নরপালেরা কুশের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই নগর সন্নিবেশ করিলেন,—মহাতেজস্বী কুশাম্ব কৌশাম্বী-নাম্নী নগরী সন্নিবেশ করিলেন; ধর্ম্মাত্মা কুশনাভ মহোদয়-নামক নগর নির্ম্মাণ করিলেন; মহামতি অমূর্ত্তরজস ধর্ম্মারণ্য নামে নগর সন্নিবেশ করিলেন; এবং বসু রাজা গিরিব্রজ নামে শ্রেষ্ঠ পুর নির্ম্মাণ করিলেন। হে রাম! সেই গিরিব্রজ নগর মহাত্মা বসুকর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, অতএব তাহার আর একটি 'বসুমতী' এই নাম হয়; এই প্রদেশ বসুমতীর অন্তর্বর্ত্তী। হে রাম! ঐ যে চতুর্দ্দিকে পাঁচটি পর্ব্বত প্রকাশমান হইতেছে; এই শোণা নদী ঐ পাঁচটি মুখ্য শৈলের মধ্য দেশ দিয়া রমণীয় মালার ন্যায় শোভমানা হইয়া প্রবাহমাণা হওত মগধ প্রদেশ দিয়া যাইতেছে, এজন্য ইহার আর একটি 'মাগধী' এই নাম বিখ্যাত হয়। হে রাম! এই মাগধী নদী মহাত্মা বসুর নগরের পূর্ব্বদিক দিয়া বাহিতা হইতেছে, এবং ইহার উভয় পার্শ্বে শস্যশালী উত্তম উত্তম ক্ষেত্র-সকল মালার ন্যায় শোভমান রহিয়াছে।

হে রঘুনন্দন! ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি কুশনাভ ঘৃতাচী অপ্সরাতে এক শত শ্রেষ্ঠ-কন্যা জন্মাইলেন। হে রাঘব! ক্রমে সেই সমস্ত রূপবতী কন্যারা যৌবনশালিনী হইয়া একদা উত্তমাভরণে ভূষিতা হওত উদ্যানে গমন-পূর্ব্বক যেরূপ বর্ষাকালে বিদ্যুৎ তিমিরাচ্ছন্ন জগৎ বিদ্যোতিত করে, সেইরূপ সেই উদ্যান বিদ্যোতিত করত বাদ্য, নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পৃথিবীতে যে রূপের তুলনা নাই, তাদৃশরূপ-সম্পন্না সেই সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গুণশালিনী নবযৌবনা কন্যারা পরম-প্রমুদিতা হইয়া, যেরূপ মেঘমধ্যে তারারা বিরাজমানা হয়, সেইরূপ সেই উদ্যানে বিরাজমানা রহিয়াছেন, ইহা দেখিয়া সর্ব্বাত্মা বায়ু তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, 'আমি তোমাদিগের সকলকে ভার্য্যা করিতে অভিলাষ করিতেছি; তোমরা মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও, দীর্ঘ আয়ু লাভ

করিবে,—তোমাদিগের মৃত্যু হইবে না; বিশেষত মনুষ্যদিগের যৌবন নিয়ত চঞ্চল, তোমরা অক্ষয় যৌবন লাভ করিবে।”

সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা বায়ুর উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই শত কন্যারা তাঁহাকে উপহাস করত এই কথা বলিলেন, “হে সুরসত্তম দেব! আমরা সকলেই তোমার প্রভাব অবগত আছি। তোমার ত এইমাত্র প্রভাব যে, তুমি সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিয়া থাক। তবে কেন তুমি আমাদিগের অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছ? আমরা সকলে রাজর্ষি কুশনাভের তনয়া, আমরা এক্ষণই তোমাকে স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত করিতে পারি; তবে কেবল আমরা তপস্যা সংরক্ষণার্থ তোমাকে স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত করিতেছি না। রে দুর্ব্বুদ্ধে! পিতাই আমাদিগের প্রভু ও পরম-দেবতা; তিনি যাঁহারে আমাদিগকে প্রদান করিবেন, তিনিই আমাদিগের ভর্ত্তা হইবেন। আমাদিগের এমত কাল উপস্থিত না হউক, যে কালে আমাদিগের কামবশত সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বয়ম্বরা হইতে প্রবৃত্তি হয়।”

ভগবান্ প্রভু বায়ু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের শরীরে প্রবেশ-পূর্ব্বক সমস্ত অবয়ব ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই সমস্ত কন্যারা বায়ুকর্ত্তৃক ভগ্না হইয়া নরপতি কুশনাভের গৃহে সম্ভ্রম-পূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা তথায় প্রবেশ করিয়া সলজ্জা ও সাশ্রুলোচনা হইয়া রহিলেন। তখন রাজা কুশনাভও সেই পরম-শোভনা দয়িতা কন্যাদিগকে ভগ্না ও দীনা দেখিয়া সম্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাদিগকে,“ হে পুত্রী-গণ! তোমরা যে চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারিতেছ না। এ কি ব্যাপার,—কে ধর্ম্মকে অবমানিনা করত তোমাদিগকে কুব্জা করিয়াছে তাহা তোমরা বল, এই কথা বলিলেন। তিনি এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ-পূর্ব্বক তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন।”

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

ধীমান্ কুশনাভের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই শত কন্যারা মস্তক-দ্বারা চরণ স্পর্শ-পূর্ব্বক বলিলেন, “হে রাজন্! সর্ব্বাত্মা বায়ু ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অশুভ মার্গ অবলম্বন-পূর্ব্বক আমাদিগকে ধর্ষণা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আমরাও তাহাকে ‘আমাদিগের পিতা আছেন, সুতরাং আমরা স্বাধীনা নহি; যদি, পিতা তোমারে আমাদিগকে প্রদান করেন, তবে আমরা তোমারই হইব; তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি পিতার নিকট আমাদিগকে প্রার্থনা কর,’ এই কথা বলিয়াছিলাম। সেই পাপানুবন্ধী বায়ু আমাদিগের উক্ত বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া সকলকেই ভগ্ন করিয়াছে।”

মহাতেজস্বী পরম ধার্ম্মিক রাজা কুশনাভ সেই শত শ্রেষ্ঠ-কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, “হে পুত্রীগণ! তোমরা যে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া আমার কুল অবেক্ষা করিয়াছ, এবং দুর্নিবার্য্য রোষবেগ সহ্য করিয়াছ, ইহাতে তোমাদিগের সুমহৎ কার্য্য করা হইয়াছে। হে পুত্রীগণ! ক্ষমাবান্ ব্যক্তিদিগের ক্ষমা অবশ্যই কর্ত্তব্য; যেহেতু ক্ষমা, স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই অলঙ্কারী; ক্ষমাই দান; ক্ষমাই সত্য; ক্ষামই যজ্ঞ; ক্ষমাই যশস্কর; ক্ষমাই ধর্ম্ম; এবং ক্ষমাতেই জগৎ অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে কন্যাগণ! তোমাদিগের সকলের যেরূপ নির্ব্বিশেষ ক্ষমা, এরূপ ক্ষমা দেবগণেও দেখা যায় না।”

“হে কাকুৎস্থ! দেবতুল্য-বিক্রম-সম্পন্ন রাজা কুশনাভ ঐরূপ বলিয়া কন্যাদিগকে বিদায় দিলেন। পরে মন্ত্রণাভিজ্ঞ রাজা কুশ-ন্যভ মন্ত্রীদিগের সহিত কন্যা-দান-বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; যেহেতু পিতার দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত পাত্রে কন্যা প্রদান করা উচিত।

হে রাম! ঐ কালে ব্রহ্মদত্ত নামে রাজা কাম্পিল্যা পুরীতে, যেরূপ স্বর্গে দেব-

রাজ মহেন্দ্র পরম শোভান্বিত হইয়া অধিবসতি করেন, সেইরূপ পরম শোভান্বিত হইয়া বাস করিতেন। ইনি মহর্ষি চূলীর পুত্র।—যেকালে ঊর্দ্ধরেতা শুভাচারী মহাদ্যুতিশালী মহর্ষি চূলী ব্রহ্মবিষয়ক তপস্যা করিতেছিলেন, সেইকালে সোমদা নামে উর্ম্মিলানন্দিনী গন্ধর্ব্বী তাঁহার সেবা করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মিষ্ঠা গন্ধর্ব্বী প্রণতা হইয়া সেই ঋষির শুশ্রূষা করত বহুকাল, তথায় বাস করিয়াছিল। হে রঘুনন্দন! কাল-ক্রমে সেই গৌরব-সম্পন্ন মহর্ষি তাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে 'আমি তোমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক,—আমি তোমার কি প্রিয়ানুষ্ঠান করি, তাহা তুমি নির্দ্দেশ কর,' এই সময়োচিত বাক্য বলিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা-সম্পন্না গন্ধর্ব্বী বাগ্মিবর মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট জানিয়া পরম-প্রীতি লাভ করিয়াছিল, এবং 'আপনি মহাতপস্বী, ব্রহ্মভূত ও ব্রহ্মসম্বন্ধিনী-লক্ষ্মীসমন্বিত; আমি আপনার নিকট ব্রাহ্মতপোযুক্ত সুধার্ম্মিক পুত্র লাভ করিতে বাসনা করি, আপনি ব্রাহ্ম্য নিয়মে আমাকে তাদৃশ পুত্র প্রদান করুন্; ইহাতে আপনার অমঙ্গল হইবে না, প্রত্যুত মঙ্গলই হইবে, যেহেতু আমার পতি নাই,—আমি কাহারও ভার্য্যা নহি, বিশেষত আপনার অনুগতা হইয়াছি,' এই কথা তাঁহাকে বলিয়াছিল। ব্রহ্মর্ষি চূলী তাহার বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মতপঃসমন্বিত অতিশ্রেষ্ঠ মানস পুত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

হে কাকুৎস্থ! তৎকালে সেই সুধার্ম্মিক রাজা কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকেই শত কন্যা দান করিতে নিশ্চয় করিলেন। মহাতেজস্বী মহীপতি কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকে আহ্বান করিয়া সুপ্রীত মানসে তাঁহাকে সেই শত কন্যা দান করিলেন। হে রঘুনন্দন! সেই দেবপতি-তুল্য-প্রভাব-সম্পন্ন মহীপাল ব্রহ্মদত্তও যথাক্রমে তাঁহাদিগের পাণি গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মদত্ত সেই কন্যাদিগের পাণি স্পর্শ করিবামাত্র, তখনই তাঁহারা বিকুব্জা, বিগতজ্বরা ও পরমশোভা-সম্পন্না হইয়া প্রকাশমানা হইলেন। মহীপতি কুশনাভ কন্যাদিগকে বায়ুকৃত দোষ-বিমুক্তা দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন, এমন কি! তাঁহার অন্তরে পুনঃ পুন প্রীতিবৃত্তি উদিতা হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি কৃতোদ্বাহ মহীপতি সপত্নীক ব্রহ্মদত্ত রাজাকে উপাধ্যায়গণের সহিত বিদায় করিলেন। সোমদা গন্ধর্ব্বী পুত্রকে এবং পুত্রের উপযুক্ত-দারক্রিয়া অবলোকন করিয়া আনন্দসহকারে কুশনাভ রাজাকে প্রশংসা-পূর্ব্বক যথাক্রমে সেই সকল স্নুষাদিগকে স্পর্শ করত অভিনন্দন করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

হে রঘুনন্দন! সেই রাজা ব্রহ্মদত্ত কৃতোদ্বাহ হইয়া গমন করিলে, অপুত্রক রাজা কুশনাভ পুত্র লাভার্থ পুত্রেষ্টি যাগ করিলেন। তখন সেই পুত্রেষ্টি যাগ প্রবর্ত্তিত হইলে, পরমোদার-চরিত্র ব্রহ্মনন্দন কুশ তথায় আসিয়া মহীপতি কুশনাভকে 'হে পুত্র! তোমার সদৃশ সুধার্ম্মিক পুত্র হইবে,—তুমি গাধি নামে পুত্র প্রাপ্ত হইবে. এবং সেই পুত্রদ্বারা লোকে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিবে,' এই কথা বলিয়া আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

অনন্তর কিছুকাল বিগত হইলে, ধীমান্ কুশনাভের গাধি নামে পরম ধার্ম্মিক পুত্র হইল। হে রঘুনন্দন! সেই পরম ধার্ম্মিক গাধি আমার পিতা; আমি কুশবংশে সম্ভূত হইয়াছি, অতএব আমি 'কৌশিক' বলিয়া বিখ্যাত। হে রাঘব! সুব্রতানুষ্ঠায়িনী সত্যবতী-নাম্নী আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঋচীকের পত্নী; সেই পরমোদারা কৌশিকী স্বামীর অনুগামিনী হইয়া স্বর্গ লোকে যাইয়া মহানদীরূপে পরিণতা হয়েন,—সেই আমার ভগিনী, লোকের হিত-নিমিত্ত রমণীয়া পুষ্পান্বিত-জলসম্পন্না দিব্যা নদী হইয়া হিমালয় পর্ব্বত

আশ্রয় করিয়া প্রবহমাণা হয়েন। সেই আমার ভগিনী নদী-প্রবরা মহাভাগা পতিব্রতা কৌশিকী সত্যবতী অতিপুণ্যজননী ও সত্যধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাকারিণী; অতএব আমি তাঁহার প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে নিয়ত সুখে বাস করিয়া থাকি। হে রঘুনন্দন রাম! আমি নিয়ম-বশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া তোমার প্রভাবে সিদ্ধ হইয়াছি।

"হে মহাবাহু-সম্পন্ন রাম! তোমার জিজ্ঞাসানুসারে এই দেশের এবং প্রসঙ্গ-ক্রমে আমার ও আমার বংশের উৎপত্তি-বিবরণ এই আমি কীর্ত্তন করিলাম। হে কাকুৎস্থ! আমার এই কথা বলিতে বলিতে অর্দ্ধরাত্র সময় প্রায় বিগত হইল,—সার্দ্ধৈক প্রহর কাল অতীত হইয়াছে,—তরু সকল নিস্পন্দ, মৃগ ও পক্ষীরা নিস্তব্ধ, দিক্ সকল নিশাসম্ভূত-তমোব্যাপ্ত এবং ব্যোমমণ্ডল নক্ষত্র ও তারাগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া সহস্রাক্ষের ন্যায় নেত্র-পরিবৃত ও জ্যোতিতে অবভাসিত হইয়াছে; লোকতমো-নিবারণ শীত-কিরণ চন্দ্র স্বকীয় প্রভাতে লোকস্থ প্রাণীদিগের মন প্রসন্ন করত উদিত হইতেছেন; এবং যক্ষ ও রাক্ষস-প্রভৃতি পিশিতাশী রাত্রিঞ্চর রৌদ্র প্রাণীরা ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। হে রঘুনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি নিদ্রা যাও, যেন আমাদিগের কল্য পথে অনিদ্রানিবন্ধন ব্যাঘাত না ঘটে।"

মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই কথা বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। তখন সেই সমস্ত মুনিরা তাঁহাকে "সাধু সাধু" বলিয়া অভিনন্দন করিলেন, এবং "হে মহাযশস্বি-বিশ্বামিত্র! এই কৌশিক-বংশ নিয়ত অতীব ধর্ম্ম-নিরত,—যাঁহারা এই বংশে সম্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মহাত্মা, নরোত্তম ও সদাচারে ব্রহ্মোপম; বিশেষত নদীপ্রবরা কৌশিকী সত্যবতী এবং আপনি আপনাদিগের কুলের অতীব খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিলেন। শ্রীমান্ কুশনন্দন বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত মুনিবর-কর্ত্তৃক প্রশস্ত হইয়া অস্তগত আদিত্যের ন্যায় নিদ্রিত হইলেন। এবং রাম ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও কিঞ্চিদ্বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মুনিশার্দ্দূল বিশ্বামিত্রকে প্রশংসা করিয়া নিদ্রা লাভ করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত মহর্ষিদিগের সহিত শোণা নদীর তীরে অবশিষ্ট-রজনী অতিবাহন করিয়া নিশাবসানে রামকে বলিলেন, "হে রাম! রজনী প্রভাতা ও প্রাতঃসন্ধ্যা-সময় উপস্থিত হইয়াছে; তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি গাত্রোত্থান কর, এবং যাইতে উদ্যত হও।"

রাম বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাহ্নিকী ক্রিয়া সমাধানান্তে যাইতে উদ্যত হইয়া বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "এই পুলিন-মণ্ডিতা শুভজলা শোণা নদী অতীব অগাধ-জল-শালিনী; সুতরাং কোন্ পথ দিয়া আমাদিগকে ইহার পারে যাইতে হইবে?"

বিশ্বামিত্র রাম-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "ঐ যে পথ দিয়া মহর্ষিরা যাইতেছেন, উহাই আমার নির্দ্দিষ্ট পথ।"

অনন্তর তাঁহারা বহু দূর গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কালে সরিদ্বরা মুনিসেবিতা জাহ্নবী নদী দেখিতে পাইলেন। সেই সমস্ত মুনিরা রাঘবের সহিত সেই হংস-সারস-সেবিতা পুণ্য-জলা জাহ্নবী নদী অবলোকন করিয়া মুদিত হইলেন। তাঁহারা সকলে সেই নদীর তীরে বাস পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত শুভাচারী মহর্ষিরা মুদিত-মানস হইয়া অবগাহন-পূর্ব্বক যথান্যায়ে অগ্নিহোত্র হবন, দেব ও পিতৃগণ সন্তর্পণ এবং অমৃততুল্য হবি ভক্ষণ করিয়া উপবেশন করিলেন,—তাঁহারা মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে পরিবৃত করিয়া চতুর্দ্দিকে যথান্যায়ে উপবিষ্ট হইলেন। এবং রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণও যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাম প্রহৃষ্ট-মানস হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে ভগবন্! ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা-নদী কি প্রকারে ত্রৈলোক্য

আক্রমণ করিয়া সমুদ্রে গমন করিয়াছেন, ইহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আপনি তাহা নির্দ্দেশ করুন্।”

মহামুনি বিশ্বামিত্র রামবাক্যে নিযোজিত হইয়া গঙ্গার জন্ম ও ত্রৈলোক্য ব্যাপিয়া গমন-বিবরণ বর্ণন করিতে লাগিলেন, “হে রাম! সমস্ত ধাতুর আকর হিমবান্ নামে এক মহান্ পর্ব্বতরাজ আছেন; তিনি সুমধ্যমা মেরু-দুহিতা মেনানাম্নী মনোজ্ঞা প্রেয়সী পত্নীতে দুইটি কন্যা লাভ করেন, ভূমণ্ডলে তাঁহাদিগের রূপের তুলনার স্থান নাই। হে রাঘব! সেই হিমবান্ পর্ব্বতের সেই পত্নীতে এই গঙ্গা জ্যেষ্ঠা ও উমা নামে আর একটি কনিষ্ঠা তনয়া উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন।

“অনন্তর সমস্ত দেবতারা দেব-কার্য্য- সাধনেচ্ছু হইয়া শৈলশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের নিকট তাঁহার জ্যেষ্ঠা নন্দিনী ত্রিপথগামিনী নদী গঙ্গাকে প্রার্থনা করিলেন! হিমবান্ পর্ব্বতও ত্রৈলোক্যের হিতাভিলাষী হইয়া লোকপাবনী স্বচ্ছন্দ-গামিনী স্বীয় তনয়া গঙ্গাকে যথাধর্ম্মে তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন। সেই সমস্ত ত্রিলোক হিতাকাঙ্ক্ষী দেবেরা ত্রৈলোক্য হিতনিমিত্ত গঙ্গাকে প্রতিগ্রহ করিয়া কৃতার্থান্তরাত্মা হইলেন, এবং গঙ্গাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

হে রঘুনন্দন! সেই হিমালয় পর্ব্বতের উমানামে যে আর একটি কন্যা ছিলেন, তিনি তপোধনা হইয়া অত্যুগ্র শোভনব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক কিছুকাল তপস্যা করেন। অনন্তর শৈলরাজ হিমালয় অপ্রতিম-রূপসম্পন্ন রুদ্র দেবকে সেই উগ্রতপোযুক্তা সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

হে রাঘব! এই শ্রেষ্ঠা সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা সরিৎ প্রবরা গঙ্গা ও সেই উমা দেবী সেই শৈলরাজের তনয়া। হে গতিমৎ-প্রবর তাত! যেরূপে সেই ত্রিপথগামিনী পাপবিনাশনজল-শালিনী গঙ্গা নদী প্রথমত আকাশ-মার্গ অবলম্বন করিয়া সুরলোকে সমারোহণ করেন, তৎসমুদায় বিবরণ এই আমি বর্ণন করিলাম।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র সেইরূপ বলিলে, রঘুনন্দন বীর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ, উভয়েই তাঁহার সেই কথা অভিনন্দন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “হে ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মন্! আপনি এই ধর্ম্মযুক্ত পরমাদ্ভুত আখ্যান কীর্ত্তন করিলেন; পরন্তু সেই হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা নন্দিনী লোকপাবনী সরিদ্বরা গঙ্গা কিহেতু তিন পথ প্লাবিত করেন, এবং কি কি প্রকারে তিন-লোক দিয়া প্রবহমাণা হওত ‘ত্রিপথগামিনী’ বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন, ইহা আপনি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করুন্; আপনি দৈব ও মানুষ-সম্ভূত সমস্ত বিবরণই সবিস্তারিত অবগত আছেন।”

তাঁহারা ঐরূপ বলিলে, তপোধন বিশ্বামিত্র ঋষিগণমধ্যে সেই কথা আদ্যন্ত সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন, “হে রাম! পূর্ব্বে মহাতেজস্বী ভগবান্ শিতিকণ্ঠ বিবাহান্তে একদা দেবীকে দেখিয়া রমণ করিতে উপক্রম করিলেন। হে পরন্তপ রাম! সেই ধীমান্ মহাদেব শিতিকণ্ঠ দেবের রতিক্রীড়া করিতে করিতে দেব-পরিমিত শত বর্ষ বিগত হইল, তথাপি তাঁহার সেই দেবীতে পুত্রোৎপত্তি হইল না, অর্থাৎ তাঁহার বীর্য্য-পাত হইল না।

হে পরন্তপ! তৎকালে পিতামহ-প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা ‘এই বীর্য্যে যে প্রাণী উৎপন্ন হইবে, কে তাহাকে ধারণ করিবে?’ এরূপ বিচার করিয়া অত্যুদ্যুক্ত হইয়া মহাদেবের নিকট অভিগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণামানন্তর এই কথা বলিলেন, “হে লোক-হিত-নিরত দেবদেব মহাদেব! আপনি দেবতাদিগের প্রণিপাতে প্রসন্ন হউন। হে সুরসত্তম! এই সমস্ত লোক আপনার তেজ ধারণ করিতে পারিবে না, সুতরাং আপনার তেজে সমুদায় লোকের বিনাশ-সম্ভাবনা; সম্প্রতি আপনারও এই সমস্ত লোক বিনাশ করা উচিত নয়; অতএব আপনি ব্রাহ্ম-তপোযুক্ত হইয়া দেবীর সহিত তপস্যা আচরণ করুন্,—আপনি ত্রৈলোক্যের হিত-নিমিত্ত স্বীয় তেজে তেজ ধারণ করুন্, এবং সমস্ত লোক রক্ষা করুন্।”

সর্ব্বলোক-মহেশ্বর মহাদেব দেবতাদিগের

বাক্য শ্রবণ করিয়া 'তাহাই করিব,' বলিয়া পুনশ্চ তাঁহাদিগকে এই বাক্য বলিলেন, "হে সুরসত্তম দেবগণ! আমি উমার সহিত স্বীয় তেজেই তেজ ধারণ করিব, তোমরা নির্ব্বাণ লাভ কর, এবং পৃথিবীও নির্ব্বৃতি লাভ করুক; কিন্তু আমার যে এই অনুত্তম তেজ স্বস্থান হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কে ধারণ করিবে, ইহা তোমরা নির্দ্দেশ কর।"

তখন দেবতারা বৃষভধ্বজ-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে 'এক্ষণ আপনার যে তেজ ক্ষুব্ধ হইয়াছে, তাহা পৃথিবী ধারণ করিবে,' এই কথা বলিলেন। মহাবল সুরপতি মহাদেবও দেবগণ-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া বীর্য্য পরিত্যাগ করিলেন। সেই তেজে পৃথিবী গিরি ও কাননের সহিত পরিব্যাপ্তা হইয়া পড়িল। তখন দেবতারা হুতাশনকে 'তুমি বায়ুর সহ মিলিত হইয়া ঐ রৌদ্র সুমহৎ তেজে প্রবিষ্ট হও' এই কথা বলিলেন। অগ্নিও দেবগণ-কর্ত্তৃক এরূপ উক্ত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন সেই বীর্য্য অগ্নি-কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া শ্বেত পর্ব্বত-রূপে পরিণত হইল, এবং সেই পর্ব্বতে পাবক ও আদিত্য-তুল্য জাজ্বল্যমান দিব্য শরবণ উৎপন্ন হইল; সেই শরবণে মহাতেজস্বী অগ্নিনন্দন কার্ত্তিকেয় জন্ম লাভ করেন। পরে দেবতারা ঋষিগণের সহিত অতীব প্রীতমানস হইয়া শিব ও উমাকে পূজা করিলেন।

হে রাম! অনন্তর শৈলনন্দিনী উমা সমন্যু হইয়া ক্রোধসংরক্ত লোচনে 'যেহেতু, আমি পুত্র কামনা করিয়া স্বামীর সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলাম, তোমরা আমার সেই অভিলাষ বিফল করিলে; অতএব অদ্য-প্রভৃতি তোমরা স্বীয় পত্নীতে পুত্র উৎপাদন করিতে পারিবে না,—তোমাদিগের পত্নীরা অপত্য লাভ করিবে না,' এই কথা বলিয়া দেবতাদিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তিনি দেবতা সকলকে ঐরূপ শাপ দিয়া পৃথিবীকেও অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'হে দুর্ব্বুদ্ধি-পৃথিবি! যে হেতু তুমি আমার পুত্র হওয়া ইচ্ছা করিলে না, অতএব তুমি আমার ক্রোধে কলুষীকৃতা হইয়া বহুভার্য্যা ও বহুরূপা হইবে, এবং কখন পুত্র-নিবন্ধন সুখ লাভ করিবে না।'

অনন্তর সুরপতি মহাদেব সেই দেবতা সকলকে পীড়িত দেখিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিলেন। তিনি হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বস্থ শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া উমার সহিত তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে রাম! কনিষ্ঠা শৈলনন্দিনীর প্রভাব বিস্তারিতরূপে এই আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণ গঙ্গার প্রভাব বলিতেছি, তুমি লক্ষ্মণের সহিত শ্রবণ কর।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

হে রাম! দেবদেব মহাদেব তপস্যা করিতে লাগিলে, ইন্দ্র ও অগ্নি-প্রভৃতি সমস্ত দেবতারা সেনাপতি ঈপ্সা করিয়া ভগবান্ পিতামহের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক বলিলেন, "হে বিধানজ্ঞ দেব! ইতঃপূর্ব্বে যে ভগবান্ দেব আমাদিগকে সেনাপতি প্রদান করিয়াছেন, সেই দেব এক্ষণে মৌনী হইয়া তপস্যা করিতেছেন; সম্প্রতি আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আপনি সমস্ত লোকের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া বিধান করুন, আপনিই আমাদিগের পরম-গতি।

সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ব্রহ্মা দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করত কহিলেন, 'শৈলনন্দিনী তোমাদিগকে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা সত্য, কখন অমোঘ হইবে না, ইহাতে সংশয় নাই; এই আকাশ-গঙ্গা, ইহাতে হুতাশন অরিদমনকারী দেবসেনাপতি পুত্র উৎপন্ন করিবেন। শৈলেন্দ্রের জ্যেষ্ঠা নন্দিনী গঙ্গা সেই পুত্রকে সম্মানে রাখিবেন; এই ব্যাপার উমা দেবীরও বহুমত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

হে রঘুনন্দন রাম! সমস্ত দেবেরা পিতামহের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক পূজা করিলেন।

অনন্তর সেই সমস্ত দেবতারা ধাতুমণ্ডিত কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া অগ্নিকে 'হে মহাতেজস্বি-হুতাশন দেব! তুমি দেবগণের এই কার্য্য সমাধান কর,—তুমি শৈলনন্দিনী গঙ্গাতে বীর্য্য পরিত্যাগ কর,' এই কথা বলিয়া পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগ করিলেন। পাবকও দেবতাদিগের নিকট তৎসম্পাদনে প্রতিজ্ঞা করিয়া গঙ্গার নিকট যাইয়া তাঁহাকে 'হে দেবি! তুমি দেবতাদিগের প্রিয় এই গর্ভ ধারণ কর', এই কথা বলিলেন। গঙ্গা দেবী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য রূপ ধারণ করিলেন। হে রঘুনন্দন! পাবক দেব তাঁহার সেই মহিমা অবলোকন করিয়া বীর্য্য পরিত্যাগ করিলেন, এবং সেই বীর্য্যে গঙ্গা দেবীকে সর্ব্বতোভাবে অভিষিক্তা করিলেন; সেই বীর্য্যে গঙ্গার সমস্ত নাড়ী পরিব্যাপ্তা হইয়া পড়িল। অনন্তর গঙ্গা সমস্ত দেবের পুরোগামী হুতাশনকে, 'হে দেব! আমি তোমার সেই অগ্নিময় তেজে দহ্যমানা হইয়া ব্যথিতচেতনা হইয়াছি; তোমার সেই অত্যুগ্র তেজ ধারণ করিতে আমার শক্তি নাই,' এই কথা বলিলেন। পরে, লোকেরা দেবগণের উদ্দেশে যে যে দ্রব্য হবন করিয়া থাকেন, তৎসমস্তভক্ষণকারী অগ্নি গঙ্গাকে 'হিমালয়ের এই পার্শ্বেই এই গর্ভ সন্নিবেশ কর,' এই কথা বলিলেন। হে অনঘ! গঙ্গা দেবী অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া তখনই সমস্ত নাড়ী হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক সেই মহাতেজস্বী অতিভাস্বর গর্ভ পরিত্যাগ করিলেন।

হে রঘুনন্দন পুরুষব্যাঘ্র! সেই গর্ভ গঙ্গা-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, তাহার তেজে সেই পর্ব্বতের সেই প্রদেশস্থ সমস্ত বন অভিরঞ্জিত হইয়া সুবর্ণবর্ণ হইয়া পড়িল; এইজন্যই তৎকালাবধি হুতাশন-তুল্য প্রভাশালী সুবর্ণ 'জাতরূপ' বলিয়া বিখ্যাত হয়। গঙ্গার উদর হইতে নির্গত সেই গর্ভের সুতপ্ত-জাম্বুনদতুল্যপ্রভাসম্পন্ন অতিরিক্ত তেজ ধরণীতে পতিত হইয়া তত্রত্য দ্রব্য-সহযোগে নানাবিধ ধাতুরূপে পরিণত হইল,—তাহা কোন বস্তু-সহযোগে কাঞ্চন-রূপে, কোন বস্তু-সহযোগে অতুল্যপ্রভ রজত-রূপে এবং কোন কোন কঠিন বস্তু-সহযোগে লৌহ ও তাম্র-রূপে এবং তাহার মল ত্রপু ও সীসকরূপে পরিণত হইল।

অনন্তর ক্রমে সেই গর্ভ হইতে কুমার উৎপন্ন হইলে, ইন্দ্র ও মরুদ্গণ-প্রভৃতি দেবতারা সেই কুমারকে ক্ষীর পান করাইবার নিমিত্ত কৃত্তিকাদিগকে নিয়োগ করিলেন। কৃত্তিকারাও 'এইটি আমাদিগের সকলেরই পুত্র,' এরূপ অবধারণ করিয়া সেই কুমারের উৎপত্তির অব্যবহিত কালের পরই তাঁহাকে দুগ্ধ প্রদান করেন। পরে সমস্ত দেবতারা তাঁহাদিগকে 'তোমাদিগের এই পুত্র কার্ত্তিকেয় নামে ত্রিলোক-মধ্যে বিখ্যাত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই,' এই কথা বলিলেন। কৃত্তিকারা দেবতাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া উমা ও মহেশ্বরের প্রচ্যুত বীর্য্যে গঙ্গার উৎসৃষ্ট গর্ভে উৎপন্ন এবং অনলের ন্যায় পরম তেজস্বী সেই দুঃস্পর্শনীয় কুমারকে স্নান করাইলেন। হে কাকুৎস্থ! তখন দেবেরা, যেহেতু সেই অনলতুল্য-তেজস্বী মহাবাহু কার্ত্তিকেয় উমা ও মহেশ্বরের স্কন্ন (স্খলিত) বীর্য্যে গঙ্গার উৎসৃষ্ট গর্ভে জন্ম লাভ করেন, অতএব তাঁহাকে 'স্কন্দ' এই নামেও কীর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর সেই ছয় কৃত্তিকারই স্তনে অত্যুত্তম দুগ্ধ উৎপন্ন হইল, তখন কার্ত্তিকেয় ষড়ানন হইয়া তাঁহাদিগের সকলেরই স্তন্য-দুগ্ধ পান করিলেন। সেই মহাদ্যুতিশালী বিভু কার্ত্তিকেয় এক দিন দুগ্ধ পান করিয়াই, তৎকালে সুকুমার-শরীর হইয়াও, স্বীয় বীর্য্যে দৈত্যসৈন্যগণকে পরাজিত করিলেন; অতএব অগ্নিপ্রভৃতি সমস্ত দেবেরা মিলিত হইয়া তাঁহাকে দেবসেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন।

হে রাম! গঙ্গার বিস্তারিত আকাশগমন-বিবরণ এবং যশস্য ও পুণ্য কুমারোৎপত্তিবিবরণ এই আমি কীর্ত্তন করিলাম। হে কাকুৎস্থ! পৃথিবীতে যে মানব কার্ত্তিকেয়ের ভক্ত হন, তিনি ইহ-লোকে আয়ুষ্মান্ হন, এবং দেহ ত্যাগ করিয়া স্কন্দ-লোকে গমন করেন।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

কৌশিক বিশ্বামিত্র কাকুৎস্থ রামকে মধু-রাক্ষর-সমন্বিত সেই বাক্য বলিয়া পুনশ্চ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে রাম! পূর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা বীর সগর নামে নরপতি অযোধ্যার অধিপতি ছিলেন, তাঁহার সত্যবাদিনী বৈদর্ভনন্দিনী কেশিনী নামে ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা পত্নী এবং সুপর্ণ-ভগিনী কশ্যপনন্দিনী সুমতি নামে কনিষ্ঠা পত্নী ছিলেন। সেই মহারাজ সগরের পুত্র ছিল না, এজন্য তিনি সেই দুই পত্নীর সহিত হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া ভৃগুর অধিষ্ঠিত তত্রত্য প্রস্রবণ-সমীপে তপস্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শত বর্ষ পূর্ণ হইলে, সত্যানুষ্ঠায়িপ্রবর ভৃগু মুনি সগর-কর্তৃক তপো-দ্বারা সম্যক্ আরাধিত হইয়া তাঁহাকে এরূপ বর প্রদান করিলেন, "হে অনঘ পুরুষশার্দ্দূল! তুমি অনেক অপত্য লাভ করিবে, এবং সেই সকল পুত্রের দ্বারা তোমার লোকে অপ্রতিমা কীর্ত্তি হইবে; হে তাত! তোমার এক পত্নী একটী বংশকর পুত্র লাভ করিবেন, এবং আর একটী পত্নী ষষ্টি সহস্র পুত্র জন্মাইবেন।"

তখন সেই নরব্যাঘ্র ভৃগু ঐরূপ বর প্রদান করিলে, সেই দুই রাজমহিষী পরমপ্রীতি-সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রসাদন করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য সত্য হউক; পরন্তু কাহার এক পুত্র হইবে, এবং কে বহু পুত্র জন্মাইবে, ইহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।"

পরম ধার্ম্মিক ভৃগু তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে এই পরম শোভন বাক্য বলিলেন, "এবিষয়ে তোমাদিগের স্বেচ্ছাই মূল, —তোমাদিগের ইচ্ছানুসারেই একের বংশকর এক পুত্র ও অপরের মহাবল মহোৎসাহসম্পন্ন কীর্ত্তিমান্ বহু পুত্র হইবে; তোমরা কে কি বর প্রার্থনা কর?"

হে রঘুনন্দন রাম! ভৃগু মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি সগরের সন্নিধানেই তাঁহার নিকট কেশিনী বংশকর এক পুত্র গ্রহণ করিলেন; এবং সুপর্ণভগিনী সুমতি ষষ্টি সহস্র মহোৎসাহ-সম্পন্ন কীর্ত্তিশালী পুত্র গ্রহণ করিলেন। হে রঘুনন্দন! সগর রাজা ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত সেই ভৃগু ঋষিকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক ভূমিষ্ঠমস্তকে প্রণাম করিয়া স্বীয় পুরে গমন করিলেন।

অনন্তর কিছুকাল বিগত হইলে, সেই নরপতি সগরের জ্যেষ্ঠা পত্নী কেশিনী তাঁহার ঔরসে অসমঞ্জ নামে বিখ্যাত পুত্র জন্মাইলেন। হে নরব্যাঘ্র! সুমতিও তুম্বাকার গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন; সেই তুম্ব ভেদ করিয়া ষষ্টি সহস্র পুত্র নিঃসৃত হইল। তখন ধাত্রীরা সেই পুত্রদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভে রাখিয়া সম্বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে দীর্ঘ কালে সেই সকল পুত্রেরা যৌবন লাভ করিল,—সগরের সেই ষষ্টি সহস্র পুত্রই দীর্ঘকালে যৌবনসম্পন্ন ও প্রশস্তরূপশালী হইল।

হে রঘুনন্দন! সেই নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সগরনন্দন অসমঞ্জ বালকদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক সরযূ নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া হাস্য করিত। সেই পুত্র এতাদৃশ পাপাচারী সজ্জনবাধক ও পৌরবর্গের অহিতনিরত হইলে, পিতা সগর তাহাকে পুর হইতে নির্ব্বাসন করিলেন। সেই অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্ সমস্ত লোকেরই সম্মত ও সমস্ত লোকের নিকটেই প্রিয়বাদী হইলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! ক্রমে বহুকাল বিগত হইলে, সগরের 'আমি যাগ করিব,' এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইল। পরে সেই বেদজ্ঞ রাজা উপাধ্যায়গণের সহিত যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করিয়া যাগ করিতে উপক্রম করিলেন।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

যজ্ঞোপক্রম-কথাবসানে রঘুনন্দন রাম প্রদীপ্তানল-তুল্যতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনার মঙ্গল হউক,—

আমার পূর্ব্ব পুরুষ সগর কিরূপে যজ্ঞ আহরণ করেন, তাহা আমরা বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আপনি নির্দ্দেশ করুন্।"

বিশ্বামিত্র সেই কাকুৎস্থ রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতূহল-সমন্বিত হইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন, "হে রাম! আমি মহাত্মা সগরের যজ্ঞ-বিবরণ বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে নরবর! শঙ্করের শ্বশুর হিমবান্ নামে বিখ্যাত পর্ব্বত-রাজ এবং বিন্ধ্য পর্ব্বত, ইহাঁরা পরস্পর উচ্চতায় সাম্য লাভ করিয়া পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে নরব্যাঘ্র! সেই দুই পর্ব্বতের মধ্য প্রদেশে নরপতি সগরের যজ্ঞ হইয়াছিল, যেহেতু সেই প্রদেশ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রশস্ত। হে তাত কাকুৎস্থ! দৃঢ়ধন্বা মহারথ অংশুমান্ সগরের মতানুসারে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব সংরক্ষণার্থ তাহার অনুসরণ করিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞে অশ্বালম্ভনের দিবস উপস্থিত হইল। সেই দিনে বাসব যজমান সগরের সেই যজ্ঞ বিঘাতার্থ রাক্ষস-তনু অবলম্বন করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিলেন। হে কাকুৎস্থ! সেই মহাত্মা যজমান সগরের সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ইন্দ্র-কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, সমস্ত উপাধ্যায়েরা তাঁহাকে কহিলেন, "হে কাকুৎস্থ! অদ্য অশ্বালম্ভনের দিবস! অদ্য এই যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইল! হে রাজন্! এই যজ্ঞচ্ছিদ্র আমাদিগের সকলেরই অশিবদায়ক হইবে, সুতরাং এরূপ বিধান করুন, যাহাতে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়,—আপনি অশ্বহর্ত্তাকে শীঘ্র বধ করিয়া যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করুন্।"

সেই ভূপতি সগর উপাধ্যায়গণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সভাতেই ষষ্টি সহস্র পুত্রকে এই বাক্য বলিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্রগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, এই মহাক্রতু অশ্বমেধ মন্ত্রশুদ্ধ মহাভাগ মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক নির্বাহিত হইতেছে, সুতরাং এই যজ্ঞে রাক্ষসদিগের সঞ্চার হইতে পারে, এরূপ বোধ হয় না; অতএব বোধ হইতেছে যে, কোন দেবই সেই অশ্ব অপহরণ করিয়াছেন; তোমরা যাও, এবং সেই অশ্বহর্ত্তাকে অনুসন্ধান কর,—তোমরা আমার অনুজ্ঞানুসারে সেই অশ্বহর্ত্তাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে, যে পর্য্যন্ত সেই অশ্ব দেখিতে না পাও, সে পর্য্যন্ত সমুদ্রমালিনী সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ কর, এবং সমগ্র পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া যদি সেই অশ্বহর্ত্তাকে না পাও, তবে রসাতল অন্বেষণার্থ প্রত্যেকে এক এক যোজন বিস্তীর্ণ ভূভাগ খনন করিও। আমি দীক্ষিত হইয়াছি, সুতরাং যে পর্য্যন্ত সেই অশ্ব দেখিতে না পাই, সে পর্য্যন্ত আমি উপাধ্যায়বর্গ ও পৌত্রের সহিত এই স্থানেই থাকিব। তোমাদিগের মঙ্গল হউক।"

হে রাম! সেই সমস্ত মহাবলশালী পুরুষব্যাঘ্র রাজনন্দনেরা পিতার নিদেশ-বাক্যে প্রহৃষ্ট মানসে ভূমণ্ডল অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। তাঁহারা পৃথিবীতে সেই অশ্বহর্ত্তাকে দেখিতে না পাইয়া রসাতল অন্বেষণার্থ প্রত্যেকে এক এক যোজন-বিস্তীর্ণ ভূভাগ বজ্রতুল্য-কঠিন-স্পর্শ-সমন্বিত বিবিধায়ুধ-যুক্ত হস্তদ্বারা খনন করিতে লাগিলেন। হে দুরাধর্ষ রঘুনন্দন! তখন বসুমতী অশনিকল্প সুদারুণ হল ও শূল-দ্বারা ভিদ্যমানা হইয়া নাদ করিতে আরম্ভ করিলেন,—নাগ, অসুর, রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণীরা সগরনন্দন-গণ-কর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হে রঘুনন্দন রাম! সেই সমস্ত সগরনন্দনেরা অত্যুত্তম রসাতল অন্বেষণার্থ এক বারে ষষ্টিসহস্র-যোজন-পরিমিত ভূভাগ খনন করিলেন। হে নৃপশার্দ্দূল! সেই নৃপ-নন্দনেরা নিবিড়পর্ব্বতাচ্ছন্ন সমগ্র জম্বুদ্বীপ এইরূপে খনন করিতে করিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সমস্ত দেবতারা গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগ-গণের সহিত সম্ভ্রান্ত-মানস হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। সেই সমস্ত পরম ত্রস্ত দেবেরা বিষণ্ণ-বদন হইয়া মহাত্মা পিতামহের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রসাদন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "হে ভগবন্! আমাদিগের মধ্যে ইনি সগরের

যজ্ঞে বিঘ্ন বিধান করিয়াছেন,—যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছেন; অতএব সেই সগর-নন্দনেরা সমস্ত ভূতকে হিংসা করিতেছে,—সমগ্র ভূমণ্ডল খনন করত অনেক মহাকায়-সম্পন্ন স্থলচারী ও জলচারী জীবকে বধ করিতেছে।"

একোনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর সমস্ত লোকের উচ্ছেদকারী সগর-নন্দনগণের ব্যাপার দেখিয়া বিমুগ্ধ সেই দেব-দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ সুমন্ত্রণা-কারী পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "যাঁহার এই সমগ্র বসুমতী,—যিনি এই বসুমতীর স্বামী, সেই ভগবান্ ধীমান্ প্রভু বাসুদেব মাধব কপিলরূপ ধারণ করিয়া নির ন্তর যোগবলে ধরা ধারণ করিতেছেন; তাঁহার কোপ-রূপ অগ্নিতেই সেই সকল রাজনন্দন দগ্ধ হইবে। দীর্ঘদর্শী ব্যক্তিরা পূর্ব্বেই সগর-নন্দনদিগের এইরূপে বিনাশ হওয়া স্থির করিয়াছেন, এবং এই পৃথিবী খননও সনাতন—প্রতিকল্পেই অবশ্যম্ভাবী, ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে।"

সেই অরিদমনকারী ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতারা পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম হৃষ্ট হইয়া, যেস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে সগরনন্দনগণ-কর্ত্তৃক ভিদ্যমানা পৃথিবীর সুতুমুল নির্ঘাতশব্দ-তুল্য নিস্বন হইতে-ছিল। সগরনন্দনেরা ক্রমে সমগ্র পৃথিবী-মণ্ডল খনন করিয়া পরিভ্রমণ করিলেন, তথাপি অশ্বহর্ত্তাকে লাভ করিলেন না, সুতরাং অগত্যা মিলিত হইয়া সগরের নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমরা সমগ্র ভূমণ্ডল পরিক্রম করিলাম, এবং দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও পন্নগ প্রভৃতি অনেক বলবান্ প্রাণীকে বধ করিলাম, তথাপি সেই অশ্ব বা অশ্বহর্ত্তাকে দেখিতে পাইলাম না; আপনার মঙ্গল হউক,—সম্প্রতি আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আপনি স্থির করিয়া বলুন।"

হে রঘুনন্দন! রাজসত্তম সগর সেই পুত্র-দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সহকারে তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, "তোমরা এখনই যাইয়া পুনর্ব্বার ভূমণ্ডল খনন করিতে আরম্ভ কর। তোমরা পৃথিবী খননপূর্ব্বক সেই অশ্বহর্ত্তাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াই প্রত্যা-গমন করিও, তাহা হইলেই তোমাদিগের মঙ্গল হইবে।"

হে রঘুনন্দন! মহাত্মা সগরের সেই ষষ্টি-সহস্র পুত্রেরা পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া রসা-তল অন্বেষণার্থ দ্রুত গমন করিলেন। তাঁহারা পৃথিবী খনন করিতে করিতে ধরাধারণকারী পর্ব্বততুল্য-দেহশালী বিরূপাক্ষ-নামক দিগ্-গজকে দেখিতে পাইলেন। হে কাকুৎস্থ! সেই মহাগজ বিরূপাক্ষ মস্তক-দ্বারা পর্ব্বত ও বনের সহিত সমগ্র ভূমণ্ডল ধারণ করেন; যে-সময়ে সেই মহাগজ ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ মস্তক চালন করেন, সেই সময়ে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। হে রাম! সেই সমস্ত সগরনন্দনেরা সেই দিক্‌পাল মহাগজকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক সম্মানিত করত পৃথিবী খনন করিয়া রসাতলে গমন করিতে উদ্যত হইলেন,—তাঁহারা পূর্ব্ব দিক্ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দিক্ খনন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে দক্ষিণ দিকেও মহা-গজকে দেখিতে পাইলেন, এবং মস্তক-দ্বারা ধরা-ধারণ-কারী মহাপর্ব্বত-তুল্য-শরীর-শালী মহাপদ্ম-নামক মহাগজকে দর্শন করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। পরে মহাত্মা সগরের সেই ষষ্টিসহস্র পুত্রেরা সেই গজকে প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম দিক্ খনন করিতে লাগিলেন। সেই মহাবলসম্পন্ন সগর-নন্দনেরা ক্রমে পশ্চিম দিকেও পর্ব্বততুল্য সৌমন-নামক মহাগজকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই গজকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর দিক্ খনন করিতে করিতে তাহার শেষ সীমায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। হে রঘুবর! সেই ষষ্টিসহস্র সগর-নন্দনেরা উত্তর দিকেও তুষারতুল্য-পাণ্ডরবর্ণসম্পন্ন ভদ্র শরীর-দ্বারা ধরা-ধারণ-কারী ভদ্রনামক গজকে দেখিতে পাইয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া

পৃথিবী খনন করিতে আরম্ভ করিলেন,—তাহারা সেই দিক্ পরিত্যাগ করিয়া "সর্ব্ব কর্ম্মে প্রশস্তা" বলিয়া বিখ্যাতা ঐশানী দিকে যাইয়া সকলেই ক্রোধ সহকারে পৃথিবী খনন করিতে লাগিলেন। হে রঘুনন্দন! ক্রমে সেই সমস্ত ভীমবেগ-সম্পন্ন মহাবলশালী মহাত্মা সগরনন্দনেরা রসাতলে যাইয়া সেই স্থানে কপিলরূপধারী সনাতন দেব বাসুদেবকে ও তাঁহার নিকটে বিচরণ-পরায়ণ সেই অশ্বকে দেখিতে পাইয়া অতুল হর্ষ লাভ করিলেন। তাঁহারা সেই কপিল দেবকে যজ্ঞ-বিঘ্নকারী বোধ করিয়া ক্রোধ-ব্যাকুল-লোচন হইয়া খনিত্র, লাঙ্গল, নানাবিধ বৃক্ষ ও শিলা ধারণপূর্ব্বক ক্রোধসহকারে তদভিমুখে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে 'থাক্ থাক্' বলিয়া "রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই আমাদিগের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিস্! আমরা সগরের পুত্র, এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, ইহা তুই অবগত হ!" এই কথা বলিলেন। হে রঘুনন্দন! তখন কপিল দেব তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাকোপাবিষ্ট হইয়া হুঙ্কার করিলেন। হে কাকুৎস্থ! সেই অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মা কপিল দেব সেই হুঙ্কার-দ্বারা সমস্ত সগর-তনয়কেই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥৪০॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

হে রঘুনন্দন! এদিকে সগর রাজা পুত্রদিগের আগমনের কাল-বিলম্ব দেখিয়া স্বীয় তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান পৌত্রকে বলিলেন, "তুমি কৃতবিদ্য, শৌর্য্যসম্পন্ন ও পিতৃগণের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছ; তুমি রসাতলস্থ বীর্য্যবান্ মহান্ প্রাণীদিগের প্রতিঘাতার্থ কার্ম্মুক ও অসি গ্রহণপূর্ব্বক পিতৃব্যগণের গতি এবং যে ব্যক্তি অশ্ব অপহরণ করিয়াছে, তাহাকে অনুসন্ধান কর, এবং অভিবাদ্য ব্যক্তিদিগকে অভিবাদন ও বিঘ্নকারী ব্যক্তিদিগকে হনন করিয়া প্রয়োজন নিষ্পাদনপূর্ব্বক এখানে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর।"

হে নরশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বান্ অংশুমান্ মহাত্মা সগরকর্ত্তৃক ঐরূপে সম্যক্ আদিষ্ট হইয়া ধনু ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। তিনি সেই সগর রাজার আদেশানুসারে মহাত্মা পিতৃব্যগণ-কৃত পথ অবলম্বন করিয়া ক্রমে রসাতলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ ও পতগগণ-কর্ত্তৃক অভিপূজ্যমান্ দিগ্‌গজকে দেখিতে পাইয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাঁহাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া পিতৃব্যগণের ও সেই অশ্বহর্ত্তার সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। অংশুমানের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই মহামতি দিক্‌পতি গজও তাহাকে "হে অসমঞ্জ-নন্দন! তুমি শীঘ্রই কৃতার্থ হইয়া অশ্বের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইবে," এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন। অংশুমান্ তাহার সেই বাক্য শ্রবণানন্তর যাইতে যাইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দিগ্‌গজকেই যথান্যায়ে পিতৃব্যগণের ও সেই অশ্বহর্ত্তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সমস্ত বক্তৃতাপটু দেশ-কালোচিত-বক্তব্যতাভিজ্ঞ দিক্‌পালেরাও ক্রমে ক্রমে সকলেই অসমঞ্জ-নন্দন-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, 'তুমি অশ্বের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইবে।'

তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অসমঞ্জনন্দন অংশুমান্ ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে, যে প্রদেশে তাঁহার পিতৃব্য সগরনন্দনগণ ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, সেই প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর অংশুমান্ পিতৃব্যগণকে ভস্মীভূত দেখিয়া দুঃখের বশীভূত হইলেন,—অতীব দুঃখিত ও পরম আর্ত্ত হইয়া পিতৃব্যদিগের উদ্দেশে কিয়ৎকাল রোদন করিলেন। তৎপরে সেই শোক-সমন্বিত সুদুঃখিত মহাতেজস্বী পুরুষব্যাঘ্র অংশুমান্ অনতিদূরে বিচরণ-তৎপর সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর অংশুমান্ সেই রাজ-নন্দনদিগের তর্পণ করিতে মানস করিয়া জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও জলাশয় দেখিতে পাইলেন না। হে রাম! পরে

তিনি দূরদৃষ্টি-দ্বারা চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে পিতৃব্য-গণের মাতুল অনিল-তুল্য-বেগ-সম্পন্ন খগাধিপতি সুপর্ণকে দেখিতে পাইলেন। সেই মহাবল বৈনতেয় তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে প্রাজ্ঞ! তুমি শোক করিও না, যেহেতু এই মহাবল-সম্পন্ন রাজনন্দনদিগের এরূপ বধ সমস্ত লোকেরই হিতকর; হে পুরুষব্যাঘ্র! ইহাঁরা অপ্রমেয়-প্রভাব-সম্পন্ন কপিল দেবের প্রভাবে দগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং তোমার লৌকিক সলিল-দ্বারা ইহাঁদিগের তর্পণ করা উচিত নয়, পরন্তু হিমালয় পর্ব্বতের জ্যেষ্ঠ-নন্দিনী গঙ্গার জলে ইহাঁদিগের তর্পণ করা উচিত। হে মহাবাহু সম্পন্ন পুরুষ-শার্দ্দূল! সেই লোকপাবনী লোককান্তা গঙ্গা যদি এই ষষ্টিসহস্র ভস্মীভূত সগরপুত্রকে স্বীয় জলে আপ্লাবিত করেন, তবে এই ভস্ম গঙ্গা-কর্ত্তৃক আপ্লাবিত হইয়া ইহাঁদিগকে স্বর্গপ্রাপ্ত করিবে। হে বীর্য্য সম্পন্ন মহাভাগ পুরুষব্যাঘ্র! তুমি অশ্ব গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও, এবং তথায় যাইয়া পিতামহের যজ্ঞ সমাপন কর।

হে রঘুনন্দন! মহাতপস্বী অতিবীর্য্যবান্ অংশুমান্ সুপর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর তিনি যজ্ঞার্থ দীক্ষিত সগর রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া যথাবৎ পিতৃব্য-বৃত্তান্ত ও সুপর্ণ-বাক্য নিবেদন করিলেন। নরপতি সগর অংশুমানের সেই সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইলেন, পরিশেষে কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবেদবিধি যজ্ঞ সমাপন করিলেন। শ্রীসম্পন্ন মহীপতি সগর যজ্ঞ সমাপন করিয়া স্বনগরে গমন করিলেন। তিনি গঙ্গাকে ভূমণ্ডলে আনয়নের উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। মহারাজ সগর বহুকালেও ভূমণ্ডলে গঙ্গা আনয়নের উপায় স্থির করিতে না পারিয়াই স্বর্গ লোকে গমন করিলেন; ইনি ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করেন।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

হে রাম! সগরের মৃত্যু হইলে, প্রকৃতি-বর্গ সুধার্ম্মিক অংশুমান্‌কে রাজা করিতে ইচ্ছা করিলেন। হে রঘুনন্দন! সেই অংশুমান্ মহারাজ হইলেন। পরে তাঁহার দিলীপ নামে বিখ্যাত মহাত্মা পুত্র হইল। হে রাঘব! অংশুমান সেই দিলীপের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় শিখরে যাইয়া সুদারুণ তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই মহাযশস্বী রাজা অংশুমান্ তপোবনে থাকিয়া দ্বাত্রিংশৎ লক্ষ বর্ষ তপস্যা করিয়া দেবলোকে গমন করিলেন।

এদিকে মহাতেজস্বী দিলীপ রাজা পিতামহদিগের সেইরূপ বধ শ্রবণ করিয়া দুঃখপরীত-বুদ্ধি-দ্বারা অনবরত "আমি কিরূপে পিতামহদিগের পরিত্রাণ করিব?—কিরূপে ভূমণ্ডলে গঙ্গার অবতরণ হইবে, এবং কিরূপেইবা আমি সেই জলে তাঁহাদিগের তর্পণ করিব?" এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার উপায় স্থির করিতে পারিলেন না; তথাপি নিয়ত সেই চিন্তানিরত রহিলেন। অনন্তর কালক্রমে সেই মহীপতি দিলীপের ভগীরথ নামে পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিল। হে নরশার্দ্দূল! সেই মহাতেজস্বী নরপতি দিলীপ নানাবিধ যজ্ঞ করত ত্রিংশৎ সহস্র বর্ষ রাজত্ব করিলেন। সেই পুরুষবর রাজা দিলীপ পিতামহদিগের উদ্ধারের উপায় স্থির করিতে না পারিয়াই ব্যাধি-দ্বারা কাল-ধর্ম্ম লাভ করিলেন,—তিনি পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় অর্জিত কর্ম্ম-দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন। ইনি ভূমণ্ডলে 'অতি-ধার্ম্মিক' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর পরম ধার্ম্মিক রাজর্ষি ভগীরথ সেই সুমহৎ রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বহুকালেও তাঁহার পুত্র হইল না, এজন্য তিনি পুত্রকাম ও ভূমণ্ডলে গঙ্গার অবতারণ করিতে অভিলাষী হইয়া অমাত্যদিগের প্রতি সেই রাজ্য ও প্রজাপালন-ভার অর্পণ করিয়া গোকর্ণে যাইয়া ইন্দ্রিয়

জয়পূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু হওত মাসান্তে আহার করত পঞ্চাগ্নি-মধ্যে থাকিয়া বহুকালানুষ্ঠেয় তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে মহাবাহো! সেই মহাত্মা রাজা ভগীরথের সুদারুণ তপস্যা করিতে করিতে সহস্র বর্ষ বিগত হইল। তখন সমস্ত প্রজার ঈশ্বর প্রভু ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা ভগীরথের প্রতি অতিপ্রীত হইলেন। পরে তিনি সুরগণের সহিত তথায় আসিয়া তপস্যাতৎপর মহাত্মা ভগীরথকে এই কথা বলিলেন, "হে সুব্রত নরপাল মহারাজ ভগীরথ! আমি তোমার সুতপ্ত তপোদ্বারা প্রীত হইয়াছি; তুমি বর প্রর্থনা কর।"

মহাবাহুশালী মহাতেজস্বী ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া সেই সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, "হে ভগবন্ দেব! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, এবং যদি আমার তপস্যার ফল থাকে, তবে "আমার প্রপিতামহ সেই সমস্ত সগর-নন্দনেরা আমা হইতে সলিল লাভ করুন,—তাঁহাদিগের ভস্ম গঙ্গাসলিলে আপ্লাবিত হউক, ও তাঁহারা স্বর্গ লোকে গমন করুন্; এই বর আমি আপনার নিকট যাচ্ঞা করি, এবং 'আমি ইক্ষ্বাকুকুলে সম্ভূত হইয়াছি, যেন আমাদিগের সেই কুল সন্তানাভাবে উৎসন্ন না হয়,' ইহাও আমার প্রার্থনীয় বর; আপনি আমাকে এই দুই বর প্রদান করুন্।"

'রাজা ভগীরথ ঐরূপ বলিলে' সর্ব্ব-লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে এই হিতকর-মধুরাক্ষরসম্পন্ন মধুর বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন মহারথ ভগীরথ! তোমার এই মনোরথ অতিপ্রশস্ত, সুতরাং তোমার মঙ্গল হউক,—তোমার ঐ মনোরথ সিদ্ধ হউক। হে মহারাজ ভগীরথ! ইনি হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা নন্দিনী গঙ্গা! ইহাঁকে ধারণ করিবার নিমিত্ত মহাদেবকে উক্ত কর্ম্মে নিয়োগ কর, যেহেতু ইহাঁর পতনবেগ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিবে না, এবং ত্রিশূল-ধারী মহাদেব-ব্যতীত আর কাহারও ইহাঁকে ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, ইহা আমার অনুভব হইতেছে।"

লোককর্ত্তা ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে ঐ কথা বলিয়া গঙ্গার সহিত "তুমি সময়ানুসারে এই রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিও," এরূপ সম্ভাষা করিয়া মরুদ্গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥৪২॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

হে রাম! সেই দেবদেব ব্রহ্মা গমন করিলে, ভগীরথ কেবল অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা পৃথিবীতে নির্ভর রাখিয়া সংবৎসর কাল মহাদেবের উপাসনা করেন। ক্রমে সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সর্ব্বলোক নমস্কৃত উমাপতি পশুপতি মহাদেব তথায় আসিয়া রাজা ভগীরথকে এই কথা বলিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি; আমি তোমার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিব, আমি মস্তক-দ্বারা শৈলরাজ হিমালয়ের নন্দিনী গঙ্গাকে ধারণ করিব।"

হে রাম! অনন্তর হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা নন্দিনী সেই সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা পরম-দুর্দ্ধরা গঙ্গা দেবী "আমি স্রোতোদ্বারা শঙ্করকে গ্রহণ করিয়া পাতালে প্রবেশ করি," এরূপ চিন্তা করিয়া অতিমহৎরূপ ও দুঃসহ বেগ ধারণপূর্ব্বক আকাশ হইতে মহাদেবের শোভন মস্তকে পড়িতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ ত্রিলোচন হরগঙ্গার সেই অভিভবেচ্ছা জানিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরোভূতা করিতে অভিপ্রায় করিলেন। হে রাম! সেই পুণ্যা গঙ্গা দেবী মহাদেবের সেই হিমালয়-তুল্য বৃহৎ জটামণ্ডল-রূপ গহ্বরসম্পন্ন পুণ্য মস্তকে পতিতা হইয়া বিবিধ যত্ন করিয়াও কোন প্রকারেই তাঁহার মস্তক হইতে ভূতলে যাইতে সমর্থা হইলেন না, এমন কি, তিনি জটামণ্ডলের প্রান্তভাগে আসিয়াও নির্গতা হইতে পারিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাকে বহু সংবৎসর কাল তথায় ভ্রমণ করিতে হইল।

হে রঘুনন্দন! এদিকে ভগীরথ গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া পুনশ্চ তপস্যা করিয়া মহাদেবকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিলেন। তখন মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দু সরোবরে ক্ষেপণ করি-

লেন। গঙ্গা দেবী মহাদেব-কর্ত্তৃক বিসৃজ্যমানা হইলে, তাঁহার সাতটি স্রোত জন্মিল। তখন গঙ্গা দেবীর হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিনটি শিবজলা শুভ-ধারা পূর্ব্বদিক্ দিয়া বাহিতা হইল; তাঁহার সুচক্ষু, সীতা ও মহা-নদী সিন্ধু নামে তিনটি শুভ-জলা ধারা পশ্চিম-দিক্ দিয়া বাহিতা হইল; এবং তাঁহার সপ্তমী ধারা ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিতা হইল,—মহাতেজস্বী রাজর্ষি ভগীরথ দিব্য স্যন্দনে আরূঢ় হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, গঙ্গা দেবী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। গঙ্গা দেবী প্রথমত গগন হইতে মহাদেবের মস্তকে পতিতা হন, পরে তথা হইতে ভূতলে পতিতা হইয়া বাহিতা হন; এজন্য তৎকালে তাঁহার জল-সমস্ত পরস্পর প্রতিহত হইয়া তুমুল ধ্বনি করিতে করিতে বাহিত হইতেছিল। তখন পতনোদ্যত ও পতিত মৎস্য, কচ্ছপ এবং শিশুমারসমূহে বসুন্ধরা পরম-শোভান্বিতা হইল।

সেই সময়ে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও সিদ্ধ-গণ সম্ভ্রান্ত হইয়া, কেহ কেহ নগরের ন্যায় বৃহৎ বিমানে, কেহ কেহ হয়ে, এবং কেহ কেহ গজে আরোহণ করিয়া সেই প্রদেশে আসিয়া বিমানে অধিষ্ঠান-পূর্ব্বক গগন হইতে পৃথিবীতে পতিতা গঙ্গাকে দেখিতে লাগিলেন। অমিত-তেজস্বী দেবেরা ইহলোকে গঙ্গার এই লোক-হিতকর অবতরণ সন্দর্শনাভিলাষী হইয়া তথায় সমাগত হইলে, এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়া উঠিল,—তখন মেঘশূন্য গগনমণ্ডল, যেরূপ উদিত শত আদিত্য-দ্বারা প্রকাশমান হয়, সেইরূপ আপতিত দেবগণ ও তাঁহাদিগের আভরণ-প্রভা-দ্বারা প্রকাশমান ও যেরূপ নিঃসৃত-সৌদামিনী-দ্বারা শোভান্বিত হয়, সেইরূপ চঞ্চল শিশুমার, উরগ ও মীনগণ-দ্বারা শোভা-সম্পন্ন হইল, এবং যেরূপ শরৎকালীন মেঘ-গণে আকীর্ণ হইয়া শোভা লাভ করে, সেইরূপ তরঙ্গ-কর্ত্তৃক বিকীর্য্যমান ইতস্তত পাণ্ডুবর্ণ ফেন-সমুদায়ে ও হংসসমূহে আকীর্ণ হইয়া শোভা লাভ করিল। তৎকালে মহা-দেবের মস্তকে পতনান্তর ভূতলে পতিত সেই পাপনাশন নির্ম্মল গঙ্গাজলও কোন স্থানে দ্রুতগামী, কোন স্থানে লঘুগামী ও কোন স্থানে বক্রগামী হইয়া, কোন স্থানে বিস্তৃত ভাবে ও কোন স্থানে সঙ্কুচিত ভাবে গমন করত এবং কোন স্থানে পরস্পর অভ্যাহত হইয়া বারংবার ঊর্দ্ধ পথে যাইয়া পুনশ্চ ভূতলে নিপতিত হওত মনোহর-শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণ এবং অন্যান্য যে যে ব্যক্তি সকল অভিশাপ-বশত স্বর্গ লোক হইতে বসুধাতলে পতিত হইয়া অধিবসতি করিতেছিলেন, তাঁহারা পবিত্র বোধে সেই মহাদেব-মস্তক-ভ্রষ্ট জল স্পর্শ করিলেন, এবং সেই জলে অভিষেক করিয়া বিমুক্তশাপ হইলেন, এমন কি! তাঁহারা সেই জল-দ্বারা নিষ্পাপ ও পুণ্যসমন্বিত হইয়া তখনই আকাশ-মার্গ অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় লোকে গমন করিলেন। মানবেরা সেই গঙ্গাজল নির্ম্মল দেখিয়া প্রমোদ-সহকারেই তাহাতে অভিষেক করিয়া নিষ্পাপ হইল, এবং চরমে পরম প্রমোদ লাভ করিবার উপযুক্ত হইল।

হে রাম! এদিকে মহারাজ রাজর্ষি ভগী-রথ দিব্য স্যন্দনে আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন, গঙ্গা দেবীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন, এবং সমস্ত দেব, ঋষি, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ ও অপ্সরা প্রীতিপূর্ব্বক ভগীরথের রথের অনুগামী হইয়া গঙ্গার অনুগমন করিতে-ছিলেন, ও জলচরেরাও তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। ঐরূপে রাজা ভগীরথ যে দিকে যাইতেছিলেন, সর্ব্বপাপনাশিনী যশস্বিনী সরিদ্বরা গঙ্গা দেবীও সেই দিকেই যাইতে-ছিলেন।

হে রাঘব! অনন্তর গঙ্গা দেবী অদ্ভুত-কর্ম্মা মহাত্মা যজমান জহ্নুর যজ্ঞস্থানে আসিয়া তাহা আপ্লাবিত করিলেন। তখন মহর্ষি জহ্নু গঙ্গা-কৃত সেই স্বীয় অপমান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সমস্ত জল পান করিয়া ফেলি-

লেন। ইহা এক পরমাদ্ভুত ব্যাপার হইয়া পড়িল। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিরা পরম বিস্মিত হইয়া পুরুষসত্তম মহাত্মা জহ্নুকে পূজা করিলেন, এবং গঙ্গাকে তাঁহার 'কন্যা' বলিয়া স্বীকার করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী প্রভু জহ্নু তুষ্ট হইয়া গঙ্গাকে শ্রোত্র-দ্বারা বাহির করিলেন, এই জন্যই গঙ্গা দেবী জহ্নুর নন্দিনী হইলেন, অতএব তাঁহাকে 'জাহ্নবী' বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।

হে রঘুবর! অনন্তর গঙ্গা দেবী আবার ভগীরথের রথের অনুগামিনী হইয়া যাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই সরিদ্বরা গঙ্গা দেবী সগর-নন্দন-গণ-কৃত গর্ত্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত রসাতলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি ভগীরথ নানাবিধ যত্ন করিয়া গঙ্গাকে লইয়া তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়া প্রপিতামহদিগকে ভস্মীভূত দেখিয়া অচেতনবৎ হইলেন। অনন্তর গঙ্গা দেবী স্বীয় সলিল-দ্বারা সগরনন্দনদিগের সেই ভস্মরাশি প্লাবিত করিলেন, তাঁহারাও স্বর্গ লাভ করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

হে রাম! তখন সেই রাজা ভগীরথ গঙ্গার সহিত সাগরে যাইয়া, রসাতলের যে প্রদেশে সেই সগর-নন্দনেরা কপিল-কর্ত্তৃক ভস্মীকৃত হইয়াছিলেন, সেই প্রদেশে প্রবেশ করিলে, এবং গঙ্গা-কর্ত্তৃক সলিল-দ্বারা সেই ভস্ম আপ্লাবিত হইলে, সর্ব্বলোক-প্রভু ব্রহ্মা ভগীরথ রাজাকে এই কথা বলিলেন, "হে নরশার্দ্দূল! তুমি মহাত্মা সগরের ষষ্ঠিসহস্র পুত্রকে উদ্ধার করিলে; সগরনন্দনেরা দেবের ন্যায় স্বর্গ লোকে গমন করিল। হে পার্থিব! যেকাল-পর্য্যন্ত লোকে সাগরের জল থাকিবে, সেকাল-পর্য্যন্ত সমস্ত সগর-নন্দনেরাই দেবের ন্যায় দেবলোকে অধিবসতি করিবে। এই গঙ্গা দেবী তোমার জ্যেষ্ঠা নন্দিনী হইবেন, এবং তোমার কৃত নাম-দ্বারা লোকে খ্যাতি লাভ করিবেন,—তোমার তনয়া এই দিব্য-নদী গঙ্গা "ত্রিপথগা" এই নামে লোকে বিখ্যাতা হইবেন,—যেহেতু ইনি তিন পথ দিয়া বাহিতা হইলেন, এইজন্য ইহাঁর "ত্রিপথগা" এই নাম লোকে প্রচারিত হইবে। হে জনপালক রাজন্! তুমি মনোরথ পূর্ণ কর,—তুমি এই জলে সমস্ত প্রপিতামহদিগের তর্পণ কর। হে বৎস মহাভাগ নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে তোমার পূর্ব্ব পুরুষ সেই অতিযশস্বী ধার্ম্মিক-বর সগর এই মনোরথ সম্পাদনে সমর্থ হয় নাই; সেইরূপ ভূমণ্ডলে যাহার প্রভাবের তুলনার স্থান ছিল না, সেই ক্ষাত্রধর্ম্মানুষ্ঠায়ী, গুণশালী, মহর্ষি-তুল্য-তেজস্বী ও আমার তুল্য তপস্বী মহাপ্রভাব সম্পন্ন রাজর্ষি অংশুমান্ ইহলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে প্রার্থনাবান্ হইয়াও প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারেন নাই, এবং তোমার পিতা অতিতেজস্বী দিলীপও ইহলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে প্রার্থনা করিয়া আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিলে, এবং লোকে সর্ব্বসম্মত পরম যশ লাভ করিলে। হে অরিন্দম! তুমি ইহলোকে গঙ্গার অবতারণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাপ্য অতিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোকে যাইবার অধিকারী হইলে। হে নরোত্তম! তুমি সদাস্নানোচিত এই গঙ্গাজলে আত্মাকে প্লাবিত করিয়া শুচি ও লব্ধপুণ্য হও, এবং সমস্ত প্রপিতামহদিগের তর্পণ কর। হে নরপতে! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি স্বীয় কার্য্য সমাধা করিয়া স্বরাজ্যে গমন কর; আমিও স্বীয় লোকে গমন করি।"

মহাযশস্বী সর্ব্বলোক-পিতামহ দেবেশ্বর ব্রহ্মা ভগীরথকে ঐরূপ বলিয়া, দেবলোকের যে প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, সেই প্রদেশে গমন করিলেন। অনন্তর নরবর মহাযশস্বী রাজর্ষি ভগীরথও প্রপিতামহ সগর-নন্দনদিগের জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠক্রমে যথান্যায়ে সেই উত্তম জলে তর্পণ করিয়া কৃতকৃত্য ও শুচি হইয়া স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। হে রাঘব! সমস্ত প্রজারা সেই নরপতিকে লাভ করিয়া বিগত-শোক, নিশ্চিন্ত,

ও পূর্ণাভিলাষ হইয়া অতীব প্রমোদান্বিত হইল।

হে রাম! এই আমি তোমার নিকট বিস্তারিতরূপে গঙ্গার ত্রিপথ-গমন বিবরণ বর্ণন করিলাম। তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি কল্যাণ লাভ কর, সন্ধ্যাকাল অতিক্রান্ত হইতেছে। হে কাকুৎস্থ! যিনি এই যশস্য আয়ুষ্য পুত্রফলপ্রদ স্বর্গজনক ধর্ম্ম্য-আখ্যান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ব অন্যান্য ব্যক্তি সকলকে শ্রবণ করান, তাঁহার প্রতি দেবগণ ও তাঁহার পিতৃগণ প্রীত হয়, এবং যিনি এই গঙ্গাবতরণ-রূপ আয়ুষ্য শুভ-আখ্যান শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত অভিলষিত বিষয় লাভ করেন, এবং তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট ও কীর্ত্তি বর্দ্ধমানা হয়।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনি যে ভূমণ্ডলে গঙ্গার পুণ্যজনক অবতরণ ও গঙ্গা-দ্বারা সাগরের পূরণ-বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা অতীব অদ্ভুত। হে পরন্তপ! আমাদিগের উভয়েরই আপনার সেই সমস্ত কথা আদ্যন্ত চিন্তা করিতে করিতে এই রজনী এক ক্ষণের ন্যায় অতিবাহিতা হইবে, বোধ হইতেছে।

তখন বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া, রাম ও লক্ষ্মণের সেই শুভ-কথা চিন্তা করিতে করিতে সেই সমগ্র রজনীই অতিবাহিতা হইল। অনন্তর বিমল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে, তপোধন বিশ্বামিত্র আহ্নিক-ক্রিয়া সমাধান-পূর্ব্বক উপবেশন করিলে, রঘুনন্দন অরিদমন রাম তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "আমরা পরম শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিয়াছি; আমাদিগের সেই কল্যাণদায়িনী রজনী অতিবাহিতা হইয়াছে; সম্প্রতি চলুন, আমরা সকলে ঐ নৌকা-দ্বারা সরিদ্বরা ত্রিপথ-গামিনী পুণ্য-নদী গঙ্গার পরপারবর্ত্তী হই। হে ভগবন্! আপনি এখানে আসিয়াছেন, ইহা জানিয়া, পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিদিগের ঐ শুভশয্যাশালিনী নৌকা শীঘ্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।"

কৌশিক বিশ্বামিত্র, মহাত্মা রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম লক্ষ্মণ ও ঋষিসমুদায়ের সহিত গঙ্গার পরপারে গমন করিলেন। তাঁহারা গঙ্গার উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য ঋষিদিগকে পূজা করিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন, এবং বিশালা নগরী দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র সত্বর হইয়া রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সেই স্বর্গতুল্য-রমণীয়া দিব্যনগরী বিশালার অভিমুখে গমন করিলেন। পরে মহা-প্রজ্ঞাশালী রাম প্রাঞ্জলি হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সেই শ্রেষ্ঠ-নগরী বিশালার বিষয়ে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—সম্প্রতি বিশালা নগরীতে কোন্ রাজবংশীয় রাজত্ব করিতেছেন, ইহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কুতূহল হইতেছে; সুতরাং আমি ঐ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বর্ণন করুন।"

মুনিবর বিশ্বামিত্র রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশালা নগরীসন্নিবেশের পূর্ব্বতন বিবরণ অবধি বর্ণন করিতে লাগিলেন, "হে রাঘব! এই নগরীসন্নিবেশের পূর্ব্বে এই প্রদেশে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি শক্রের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি; তোমার নিকট যথা-তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাম! পূর্ব্বে সত্য যুগে অদিতি ও দিতির অনেক মহাবলসম্পন্ন, মহাভাগ্যশালী, অতিধার্ম্মিক ও বীর্য্যবান্ পুত্র ছিলেন। একদা সেই সমস্ত বিজ্ঞ অমিত-তেজস্বী মহাত্মা আদিতেয় ও দৈতেয়দিগের 'আমরা কিরূপে নিরাময়, নির্জ্জর ও অমর হইতে পারি,' এরূপ চিন্তা হইল। হে নরব্যাঘ্র! অনন্তর তাঁহাদিগের 'আমরা ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহাতে রস (অমৃত) লাভ করিব,' এরূপ বুদ্ধি হইল। পরে, তাঁহারা ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে

নিশ্চয় করিয়া বাসুকিকে মন্থনরজ্জু ও মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করত ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"অনন্তর সহস্র সংবৎসর পূর্ণ হইলে, মন্থনরজ্জুভূত বাসুকির ফণা সকল অত্যন্ত বিষ বমন করিতে করিতে সেই পর্ব্বতের শিলাতে দংশন করিল। তখন অগ্নিতুল্য হলাহল মহাবিষ উত্থিত হইল, এবং সেই বিষে দেব, অসুর ও মানবের সহিত সমগ্র জগৎ ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। পরে দেবগণ শরণার্থী হইয়া পশুপতি মহাদেব শঙ্কর রুদ্রের শরণ লইয়া তাঁহাকে স্তব করিয়া 'রক্ষা করুন, রক্ষা করুন,' এই কথা বলিলেন।' দেবদেবেশ্বর প্রভু হরও দেবগণ কর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অনন্তর সুরবর শঙ্খচক্রধারী হরিও সেই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইলেন, এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া শূলধর হরকে 'হে প্রভো! যেহেতু আপনি দেবগণের অগ্রগণ্য, সুতরাং দেবতারা অগ্রে যাহা লাভ করেন, তাহা আপনারই; অতএব দেবতারা ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া অগ্রে যে এই বিষ লাভ করিয়াছেন, আপনি এখানে থাকিয়া অগ্রপূজা-স্বরূপ তাহা গ্রহণ করুন,' এই কথা বলিলেন। তিনি ঐরূপ বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। পরে দেবেশ্বর ভগবান্ হর শার্ঙ্গধারী বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং দেবতাদিগের ভয় দেখিয়া সেই ঘোরতর হালাহল বিষ অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করিলেন, এবং দেবতাদিগকে বিসর্জ্জন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর সমস্ত দেব ও অসুরেরা পুনশ্চ মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে সেই মন্থনদণ্ড পর্ব্বতোত্তম মন্দর পাতালে প্রবেশ করিল। তখন দেব ও গন্ধর্ব্বেরা মধুসূদনকে 'হে মহাবাহো! আপনি সকল প্রাণীরই গতি; পরন্তু দেবগণের পরম-গতি; সুতরাং আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন,—আমাদিগের এই পর্ব্বতকে উত্তোলন করুন,' এরূপ স্তব করিলেন। অনন্তর সর্ব্বলোকাত্মা পুরুষোত্তম হৃষীকেশ হরি দেবতাদিগের সেই স্তব-বাক্য শ্রবণ করিয়া, এক অংশে কচ্ছপরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া পৃষ্ঠ-দ্বারা সেই পর্ব্বত ধারণ করত অবস্থিতি করিলেন, এবং স্বয়ং দেবগণের মধ্যে থাকিয়া হস্ত-দ্বারা সেই পর্ব্বতের অগ্রভাগ ধারণ করিয়া মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সহস্র সংবৎসর পূর্ণ হইলে, সেই সমুদ্র হইতে সুধার্ম্মিক আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞ ধন্বন্তরি নামে এক পুরুষ দণ্ড ও কমণ্ডলু গ্রহণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন, এবং অনেক উত্তম-দ্যুতিশালিনী বরাঙ্গনারা উত্থিত হইল। হে নরবর! তাহারা সেই ক্ষীররূপ অপ (উদক) মন্থন দ্বারা পরিণত রস হইতে উত্থিত হইল, এজন্য তাহাদিগের 'অপ্সরা' এই নাম হইল। হে কাকুৎস্থ! সেই সমস্ত উত্তম-দ্যুতিশালিনী কামিনীদিগের সংখ্যা ষষ্টি কোটি, তাহাদিগের পরিচারিকাদিগের সংখ্যা করা যায় না। সেই সমস্ত দেব ও দানবদিগের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে প্রতিগ্রহ করিলেন না, সেইজন্য তাহারা সাধারণী হইল। হে রঘুনন্দন! তৎপরে সেই সমুদ্র হইতে বরুণের বারুণী নামে মহাভাগা কন্যা পরিগ্রহাভিলাষিণী হইয়া উত্থিত হইলেন। হে বীর্য্যসম্পন্ন রাম! দিতির পুত্রেরা সেই বরুণনন্দিনীকে গ্রহণ করিল না; পরন্তু অদিতির নন্দনেরা সেই অনিন্দিতা বারুণীকে গ্রহণ করিলেন, এইজন্য তাহারা সুর হইলেন, এবং দৈতেয়েরা অসুর হইল। সুরেরা বারুণী গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্ট ও প্রমুদিত হইলেন। হে নরবর! পরে সেই সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা নামে শ্রেষ্ঠ অশ্ব, কৌস্তুভ নামে শ্রেষ্ঠ মণি ও উত্তম অমৃত উত্থিত হইল।

হে রাম! অনন্তর সেই অমৃত গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহান্ কুলক্ষয়-কারক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তখন আদিতেয়েরা দৈতেয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সমস্ত অসুরেরাও রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হে বীর! তৎকালে সেই মহাঘোর যুদ্ধ ত্রৈলোক্য-মোহ-কারী হইয়া

ঠিল। যখন উভয় পক্ষেই অনেকে ক্ষয় াভ করিল, তখন সেই মহাবল বিষ্ণু াহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া শীঘ্র সই অমৃত হরণ করিলেন। যাহারা তখন সই অক্ষর পুরুষোত্তম প্রভবিষ্ণু বিষ্ণুর াভিমুখবর্ত্তী হইল, তাহারা সকলেই তাঁহার দ্ধে বিনষ্ট হইল। আদিতেয় ও দৈতেয়-র্গের এই ঘোরতর মহাযুদ্ধে বীর্য্য-সম্পন্ন াদিতেয়েরা বহুতর দৈতেয়দিগকে হনন রিয়া ফেলিলেন, এমন কি! পুরন্দর সেই কল দৈতেয়দিগকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত ইলেন, এবং প্রমোদ-সহকারে ঋষি ও চারণ-ণ এবং সমস্ত লোক শাসন করিতে াগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

সেই সমস্ত পুত্র নিহত হইলে, দিতি পরম-ঃখিতা হইয়া স্বীয় ভর্ত্তা মারীচ কশ্যপকে এই কথা বলিলেন, "হে ভগবন্! আমি আপনার মহাত্মা পুত্রগণ-কর্ত্তৃক হতপুত্রা হই-াছি; অতএব দীর্ঘতপস্যা-দ্বারা শক্রহন্তা ুত্র লাভ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, তরাং আমি তপস্যা করিব, আপনি আমাকে শক্রহন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ পুত্র প্রদান করুন,"—

তখন মহাতেজস্বী মারীচ কশ্যপ সেই পরম-দুঃখিতা দিতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে তপোধন! তোমার মঙ্গল হউক,—তোমার প্রার্থনা ফলবতী হউক। তুমি শুচি হইয়া থাক, তাহা হইলেই যুদ্ধে শক্রনিহন্তা পুত্র জন্মাইবে, —যদি তুমি সম্পূর্ণ সহস্র সংবৎসর কাল শুচি হইয়া থাকিতে পার, তবে তুমি আমার ঔরসে—ত্রৈলোক্যের অধিপতি শক্রের নিধন-কারী পুত্র জন্মাইবে।

হে নরশ্রেষ্ঠ! মহাতেজস্বী কশ্যপ দিতিকে ঐরূপ বলিয়া হস্ত-দ্বারা সম্মার্জ্জন করিলেন। পরে তিনি তাঁহাকে স্পর্শপূর্ব্বক "তোমার মঙ্গল হউক," এই কথা বলিয়া তপস্যা করিতে গমন করিলেন। তিনি গমন করিলে, দিতিও পরম হর্ষ-সহকারে কুশপ্লব নামক তপোবনে যাইয়া সুদারুণ তপ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। দিতি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে, সহস্রাক্ষ শক্র তাঁহার পরিচর্য্যোপযোগী উপায়-দ্বারা পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—তিনি প্রয়োজনানুসারে তাঁহাকে জল, কুশ, কাষ্ঠ, অগ্নি, মূল, ফল ও যাহা যাহা তিনি অভি-লাষ করিতেন, তৎসমস্ত নিবেদন এবং গাত্র-মর্দ্দন-প্রভৃতি উপায়-দ্বারা তাঁহার শ্রম অপ-নয়ন করিতে লাগিলেন,—অধিক কি! সকল সময়েই তাঁহার পরিচর্য্যাতে উদ্যত রহিলেন।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর ক্রমে সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইতে দশ বর্ষ কাল অবশিষ্ট থাকিলে, দিতি পরম হর্ষ সহকারে সহস্রাক্ষকে কহিলেন, "হে বীরাগ্রগণ্য পুত্র! আমার তপস্যার নিয়মিত সহস্র বর্ষ কাল পূর্ণ হইবার আর দশ বর্ষ কাল অবশিষ্ট আছে, সেই দশবর্ষ কাল অতীত হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে,—তুমি ভ্রাতাকে দেখিতে পাইবে। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার বিনাশার্থ তোমার মহাত্মা পিতার নিকট একটি পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও আমাকে, 'তোমার সহস্র সংবৎসরান্তে তাদৃশ পুত্র হইবে,' এরূপ বর দিয়াছিলেন। হে ত্রিলোকপাল! পরন্তু আমি তোমার নিধনকারী সেই পুত্রকে তোমার জয়া-কাঙ্ক্ষী করিয়া দিব, তুমিও তাহার সহিত নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য ভোগ করিবে।"

হে রাম! দিতি দেবী সহস্রাক্ষকে ঐরূপ বলিয়া, মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, মস্তক-স্থাপনের স্থানে পদদ্বয় রাখিয়া নিদ্রাক্রান্তা হইলেন। দিতি মস্তক স্থাপনের স্থানে পদদ্বয় ও পদদ্বয় স্থাপনের স্থানে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিতা হইলে, শক্র তাঁহাকে অশুচি দেখিয়া প্রমুদিত হইলেন, এবং হাস্য করিলেন। অনন্তর পুরন্দর সাবধান হইয়া তাঁহার যোনি-বিবরে প্রবেশ করিয়া সেই গর্ভকে সপ্তধা ছেদন করেন। তৎকালে সেই গর্ভ ইন্দ্র-কর্ত্তৃক শতপর্ব্ব-সমন্বিত বজ্র-দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া উচ্চ স্বরে রোদন করিতে লাগিল।

মহাতেজস্বী বাসবও সেই রোদনকারী গর্ত্তকে 'রোদন করিও না,' 'রোদন করিও না,' এই কথা বলিতে বলিতে ছেদন করিলেন। দিতি সেই শব্দে সংজ্ঞা লাভ করিয়া শক্রকে 'গর্ত্ত হনন করিও না,' 'গর্ত্ত হনন করিও না,' বলিলেন। অনন্তর বজ্রধারী শক্র মাতৃবাক্য-গৌরববশত তথা হইতে নির্গত হইলেন, এবং প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে দেবি! আপনি পদদ্বয় স্থাপনের স্থানে মস্তক রাখিয়া, অশুচি হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছিলেন, আমি সেই অবকাশ লাভ করিয়া যুদ্ধে আমার নিধন-কারী সেই গর্ত্তকে সপ্তধা ছেদন করিয়াছি, আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।"

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

ইন্দ্র-কর্ত্তৃক গর্ত্ত সপ্তধা ছিন্ন হইলে, দিতি পরম-দুঃখিতা হইয়া অনুনয়-সহকারে দুরাধর্ষ সহস্রাক্ষকে এই বাক্য বলিলেন, "হে বলসূদন দেবেশ! আমারই অপরাধে এই গর্ত্ত সপ্তধা ছিন্ন হইয়াছে, ইহাতে তোমার অপরাধ নাই; পরন্তু আমি বাসনা করি যে, তুমি এই বিপর্য্যস্ত গর্ত্তের প্রিয় সম্পাদন কর,—আমার নন্দনেরা দিব্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া তোমার কৃত "মারুত" এই নামে খ্যাতি লাভ করিয়া, তোমার অধীনে থাকিয়া সপ্ত মরুল্লোকের অধীশ্বর হউক, এবং বাতস্কন্ধাভিধেয় সপ্তধা-বিভক্ত আকাশ-মণ্ডলে বিচরণ করুক।—হে সুরশ্রেষ্ঠ! তোমার মঙ্গল হউক,—কাল-ক্রমে আমার নন্দনেরা মারুত নামে বিখ্যাত হইয়া, তোমার শাসনানুসারে এক পুত্র ব্রহ্ম-লোকে, আর এক পুত্র ইন্দ্রলোকে, অন্য এক পুত্র "দিব্য বায়ু" বলিয়া বিখ্যাত হওত আকাশে এবং অপর চারিটি পুত্র চারিদিকে বিচরণ করুক।"

বলসূদন সহস্রাক্ষ পুরন্দর তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "আপনার মঙ্গল হইবে,—আপনি যাহা যাহা বলিলেন, তৎসমুদয়ই হইবে, ইহাতে সংশয় নাই,—আপনার পুত্রেরা অবশ্যই দিব্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া সেই সকল লোকে বিচরণ করিবে।"

হে রাম! সেই তপোবনে সেই মাতা ও পুত্র উভয়ে সেইরূপ নিশ্চয় করিয়া, কৃতার্থ হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। হে কাকুৎস্থ! এই প্রদে-শেই পূর্ব্বে সেই তপোবন ছিল, যাহাতে অধিবসতি করিয়া মহেন্দ্র তপঃসিদ্ধা দিতিকে সেইরূপে পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

হে নরব্যাঘ্র! অনন্তর কিছু কালের পর ইক্ষ্বাকু নরপতির অলম্বুষা-নাম্নী ভার্য্যাতে 'বিশাল' এই নামে বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক পুত্র হন। তিনি এই স্থানে বিশালা নামে নগরী সন্নিবেশ করেন। হে রাম! সেই বিশালের পুত্র মহাবলসম্পন্ন হেমচন্দ্র; তাঁহার পুত্র সুচন্দ্র নামে বিখ্যাত হন; তাঁহার পুত্র ধূম্রাশ্ব নামে খ্যাতি লাভ করেন; তাঁহার পুত্র সৃঞ্জয়; তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ ও প্রতাপ-বান্ সহদেব; তাঁহার পুত্র পরম ধার্ম্মিক কুশাশ্ব; তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী ও প্রতাপ-বান্ সোমদত্ত; এবং তাঁহার পুত্র কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। সম্প্রতি সেই নরপতি কাকুৎস্থের অমর-তুল্য মহাতেজস্বী সুমতি নামে দুর্জয় তনয় এই পুরীতে অধিবসতি করিতেছেন। ইক্ষ্বাকু নরপতির প্রসাদে বিশাল দেশের সমস্ত নরপালেরাই দীর্ঘায়ু, পরম ধার্ম্মিক, মহাত্মা ও বীর্য্যবান্ হইয়া থাকেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমরা এস্থানে সুখে রজনী যাপন করিব; কল্য প্রভাতে তুমি জনক রাজাকে দেখিতে পাইবে।

এদিকে, বিশ্বামিত্র আসিতেছেন, শুনিয়া, মহাযশস্বী মহাতেজস্বী নরবরাগ্রগণ্য সুমতি উপাধ্যায় ও বান্ধব-বর্গের সহিত প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে পরম-পূজা করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক বলিলেন, "হে মুনে! আমি ধন্য হই-লাম, যেহেতু আপনি আমার রাজ্যে সমাগত এবং দর্শন-পথের পথিক হইয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অতএব আমার

াধ হইতেছে যে, আমা হইতে আর কেহই ত্ততর নহে!"

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

— —

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সুমতি মহামুনি বিশ্বামিত্রকে সমাগম-নিবন্ধন অবশ্যকর্ত্তব্য কুশল-প্রশ্ন করিয়া, কথার অবসর পাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—এই দুই কুমার গজ ও সিংহ সমগামী, দেবতুল্য-পরাক্রমী, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল-নয়ন-শালী, ধনুর্ধারী, বদ্ধ তূণ, খড়্গ-সম্পন্ন, নিত্য-যৌবন-সম্পন্ন অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের ন্যায় রূপশালী এবং শার্দ্দূল ও বৃষভ-সদৃশ শৌর্য্যসম্পন্ন; যেরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র আকাশের শোভা সম্পাদন করেন, সেইরূপ ইহাঁরা সমগত হইয়া এই প্রদেশের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন; ইহাঁরা পদব্রজে কিপ্রকারে এথানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিজন্যইবা আসিয়াছেন এবং কাহারইবা পুত্র? হে মুনে! ইহাঁদিগকে দেখিলে, বোধ হয় যে, যেন দুইটি অমর স্বর্গ লোক হইতে যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছেন; এই দুই বরায়ুধধর নরবর বীর কুমার পরস্পর চেষ্টিত, ইঙ্গিত ও প্রমাণে সমতুল্য; ইহাঁরা কিজন্য এই দুর্গম পথে আসিয়াছেন? আমার এই সমস্ত বিবরণ যথাতত্ত্ব শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে, আপনি নির্দ্দেশ করুন।"

বিশ্বামিত্র তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিলেন। রাজা সুমতি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বিস্মিত হইয়া সেই দুই সমুপস্থিত পরম অতিথি মহাবল-সম্পন্ন সংকারার্হ দশরথনন্দনকে যথাবিধি উত্তমরূপে পূজা করিলেন। অনন্তর সেই দুই রঘুনন্দন সুমতির নিকট পরম সৎকার লাভ করিয়া সেই স্থানে রজনী অতিবাহন করিলেন। পরে তাঁহারা মিথিলাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর সমস্ত মুনিরা জনকের সেই মিথিলা-নাম্নী শুভ-পুরী দেখিতে পাইয়া "সাধু সাধু" বলিয়া তাহার প্রশংসা করত সংকার করিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম তৎপ্রদেশীয় মিথিলার উপবনে একটি পুরাতন নিজন রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! ঐ স্থান আশ্রমের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; কিন্তু সম্প্রতি উহাতে কোন ঋষি নাই; পূর্ব্বে ঐ আশ্রম কাহার ছিল, তাহা শ্রবণ করিতে আমার বাসনা হইতেছে, আপনি বলুন।

বাক্য-বিশারদ মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে রাঘব! যে মহাত্মা মহর্ষি কোপবশত এই আশ্রমের প্রতি শাপ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে নরবর! পূর্ব্বে এই দিব্য আশ্রম মহাত্মা গৌতমের ছিল; দেবতারাও ইহার সংকার করিতেন। হে রাজনন্দন! মহাযশস্বী গৌতম বহু বর্ষ এই আশ্রমে অহল্যার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন।

হে রঘুনন্দন! একদা গৌতমের অবর্ত্তমানে সময় বোধ করিয়া শচীপতি সহস্রাক্ষ মহেন্দ্র তাঁহার বেশ ধারণ-পূর্ব্বক অহল্যার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে সুমধ্যমে! তুমি সঙ্গমোচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া রহিয়াছ, সুতরাং তোমার সহিত সঙ্গম করিতে আমার বাসনা হইতেছে; তুমি শীঘ্র আমার অভিলাষ পূরণ কর, অবিহিত কাল বোধ করিয়া কাল বিলম্ব করা বিধেয় নহে, যেহেতু রমণার্থী ব্যক্তি রতিবিষয়ে বিহিত কালের প্রতীক্ষা করিতে পারে না।"

অহল্যা তাঁহাকে গৌতম-বেশ-ধারী সহস্রাক্ষ জানিতে পারিয়াও দুর্ব্বুদ্ধি-বশত দিব্য-রমণ-জনিত কুতূহল লাভ করিতে অভিলাষিণী হইয়া, তাদৃশ কর্ম্ম করিতে অভিপ্রায় করিলেন। অনন্তর তিনি পূর্ণ-মনোরথা হইয়া সুরশ্রেষ্ঠকে "হে সর্ব্ব-শক্তি-সম্পন্ন দেবনাথ! তুমি পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছ, সম্প্রতি শীঘ্র এস্থান হইতে প্রস্থান কর, এবং সর্ব্ব প্রকারে আমার ও আপনার গৌরব রক্ষা কর." এই কথা বলিলেন।

মহেন্দ্রও হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে সুশ্রোণি! আমি তোমার প্রতি অতীব পরিতুষ্ট হইয়াছি; যেস্থান হইতে আসিয়াছি, এই আমি সেই স্থানে চলিলাম।"

হে রাম! তখন মহেন্দ্র এইরূপে অহল্যার সহিত সঙ্গম করিয়া গৌতমের প্রতি শঙ্কিত হইয়া সম্ভ্রম-পূর্ব্বক সত্বর সেই পর্ণশালা হইতে নির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইয়াই দেব ও দানব-গণের দুরাধর্ষণীয়, তপোবল-সমন্বিত এবং অনলের ন্যায় দেদীপ্যমান মুনিবর গৌতমকে তীর্থোদকে স্নান করিয়া সমিৎ ও কুশ গ্রহণ-পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইলেন। সুরপতি তাঁহাকে দেখিয়াই ত্রস্ত ও বিষণ্ণ-বদন হইলেন। অনন্তর সেই সদাচারী মুনি দুর্ব্বৃত্ত সহস্রাক্ষকে আত্ম-বেশ-ধারী দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রে দুর্ম্মতে! যেহেতু তুই আমার রূপ ধারণ করিয়া এই অকর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়াছিস, অতএব তুই অণ্ডকোষবিহীন হইবি।"

মহাত্মা গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ বলিলে, সহস্রাক্ষের তখনই অণ্ডদ্বয় পতিত হইল। মহর্ষি গৌতম শক্রের তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া ভার্য্যাকেও এরূপ অভিশাপ দিলেন, "রে দুর্ব্বৃত্তে! তুই এই আশ্রমে বহুসহস্র বর্ষ নিরাহারা, বাতভক্ষ্যা, ভস্মশায়িনী ও সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া অনুতাপ করত অধিবসতি করিবি। যখন এই ঘোর বনে দশরথ-নন্দন দুরাধর্ষণীয় রাম আসিবেন, তখন তুই পবিত্রা হইবি,—তুই তাঁহার আতিথ্য করিয়া লোভ-রহিতা ও মোহ-বর্জ্জিতা হইয়া স্বীয় রূপ লাভ-পূর্ব্বক আমার সন্নিহিতা হওত প্রমোদ লাভ করিবি।"

মহাতেজস্বী মহাতপস্বী গৌতম দুষ্টচারিণী অহল্যাকে ঐরূপ বলিয়া এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধচারণসেবিত রমণীয় হিমালয়-শৃঙ্গে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর অণ্ডবিহীন শক্র অগ্নি প্রভৃতি দেব, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণকে বিত্রস্ত-নয়ন হইয়া বলিলেন, "হে সুরবরগণ! আমি মহাত্মা গৌতমের তপস্যার বিঘ্ন সম্পাদনার্থ ক্রোধ উৎপাদন-পূর্ব্বক সুরকার্য্য সাধন করিয়াছি,—গৌতম ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অণ্ডহীন ও অহল্যাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ঐরূপ কঠিন অভিশাপ প্রদান করাইয়া তাঁহার তপস্যা অপহরণ করিয়াছি; অতএব তোমরা সকলে ঋষি ও চারণগণের সহিত আমাকে সমুষ্ক কর।"

পুরোগামী অগ্নি-প্রভৃতি সমস্ত দেবেরা মরুদ্গণের সহিত শতক্রতু মহেন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃদেবগণের নিকট যাইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, "সম্প্রতি শক্র অণ্ডহীন হইয়াছেন; এই মেষের মুষ্ক আছে, তোমরা শীঘ্র ইহার মুষ্ক গ্রহণ করিয়া মহেন্দ্রে যোগ কর। তোমরা এই মেষকে মুষ্কহীন করিলে, এ তোমাদিগের সন্তোষ বিধান করিবে; পরন্তু যে সকল মানবেরা তোমাদিগের সন্তোষ সম্পাদনার্থ তোমাদিগকে মেষ প্রদান করিবে, তোমরা তাহাদিগকে অক্ষয় উত্তম ফল প্রদান করিও।"

হে কাকুৎস্থ! পিতৃদেবেরা অগ্নির বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মেষের মুষ্ক-দ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক সহস্রাক্ষে সন্নিবেশ করিলেন। হে রঘুনন্দন! তাঁহারা মেষের মুষ্ক মহেন্দ্রে যোগ করিয়া তৎকালাবধি মিলিত হইয়া মুষ্কহনন মেষ সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, মহেন্দ্রও মহাত্মা গৌতমের তপস্যাপ্রভাবে তৎকালাবধি মেষবৃষণ হইলেন। হে মহাপ্রভাব সম্পন্ন রাম! তুমি পুণ্য-কর্ম্মা গৌতমের আশ্রমে চল, এবং সেই মহাভাগা দেবরূপিণী অহল্যাকে উদ্ধার কর।

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অগ্রে করিয়া সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, এবং যাঁহাকে বিধাতা এরূপ প্রযত্ন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিলেন যে, দেখিলে, আপাততঃ "মায়াময়ী" বলিয়া বোধ হইত, এবং যাঁহাকে এত কাল সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত ত্রিলোক-বাসী প্রাণীরা মিলিত হইয়াও দেখিতে পাইতেন না, সেই মনোহরাঙ্গী অহল্যাকে ধূমপরীতা প্রদীপ্তা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রতীয়মানা, মেঘ ও তুষারাবৃতা পূর্ণ-চন্দ্র-প্রভার ন্যায় প্রকাশমানা ও জলের মধ্যে পতিতা দুর্দর্শনীয়া প্রদীপ্ত-সূর্য্য প্রভার ন্যায় প্রতীয়মানা দেখিতে পাইলেন। অহল্যা গৌতমের অভিশাপে রাম সন্দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যের দুর্নিরীক্ষ্যা হইয়াছিলেন; তৎকালে শাপের অবসান হওয়ায় সমস্ত প্রাণীরই প্রত্যক্ষ-গোচরা হইলেন। তখন রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ প্রমোদ-সহকারে তাঁহার পাদ বন্দনা করিলেন। পরে অহল্যা গৌতমের বাক্য স্মরণ করিয়া সুসমাহিতা হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও আতিথ্য দ্রব্য প্রদান করিলেন। কাকুৎস্থনন্দন রামও তাহা যথানিয়মে প্রতিগ্রহ করিলেন। সেই সময়ে দেবলোকে দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল, এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের মহান্ মহোৎসব ও দেবলোক হইতে সেই আশ্রমে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। দেবতারা সেই তপোবল-বিশুদ্ধাঙ্গী গৌতমের বশীভূতা ও অনুগামিনী অহল্যাকে "সাধু সাধু" বলিয়া পূজা করিলেন। অনন্তর মহাতেজস্বী গৌতম অহল্যার সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন, ও রামকে যথাবিধি পূজা করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, এবং রামও মহামুনি গৌতমের নিকট যথাবিধি পরম পূজা লাভ করিয়া মিথিলা পুরীর অভিমুখে গমন করিলেন।

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ সর্গ।

রাম লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া সেই আশ্রমের ঐশানী দিক্ দিয়া যাইয়া জনকের যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন, এবং মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "হে মহাভাগ! আমি দেখিতেছি, ঋষিগণের সকল আবাসস্থলই শত শত অগ্নিহোত্রাদি-সম্ভার-বাহক শকটে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সুতরাং আমার বোধ হইতেছে যে, মহাত্মা জনকের এই যজ্ঞে নানাদেশ-নিবাসী বেদাধ্যায়ী বহু-সহস্র ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছেন; অতএব তাঁহার যজ্ঞ-সমৃদ্ধি অতীব সাধু। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমাদিগের বাস-স্থান অবধারণ করুন।"

মহামুনি বিশ্বামিত্র রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সলিলান্বিত নির্জন প্রদেশে আবাস স্থির করিলেন।

এদিকে বিশ্বামিত্র আসিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, আনন্দিত নৃপবর জনক বিনয়ান্বিত ও সত্বর হইয়া তখনই পুরোহিত শতানন্দ ও মহাত্মা ঋত্বিগ্‌দিগকে অগ্রে করিয়া যথান্যায়ে অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন, এবং ধর্ম্মানুসারে তাঁহাকে সেই অর্ঘ্য দিলেন। বিশ্বামিত্রও মহাত্মা জনক রাজার সেই পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ও যজ্ঞের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং হর্ষ-সহকারে কুশল জিজ্ঞাসা করত যথান্যায়ে সেই সমস্ত পুরোহিত ও ঋত্বিক্-প্রভৃতি ঋষিদিগের সহিত মিলিত হইলেন। পরে জনক রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে "হে ভগবন্! আপনি সমভিব্যাহারী মুনিদিগের সহিত আসনে উপবেশন করুন," ইহা বলিলেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র জনকের বাক্যশ্রবণ করিয়া উপবেশন করিলেন। পরে নরপতি জনক পুরোহিত, ঋত্বিক্ ও অমাত্য-গণের সহিত তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর তিনি বিশ্বামিত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনার সন্দর্শন লাভ হওয়ায় অদ্য আমি ধন্য হইলাম! হে মুনিবর! আমার এই যজ্ঞও দেবগণ-কর্ত্তৃক সফলীকৃত হইল!—আমি যজ্ঞফল লাভ করিলাম! যেহেতু আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিলেন!—মুনিগণের সহিত যজ্ঞভূমিতে সমাগত হইলেন! হে মহর্ষে! মনস্বী উপাধ্যায়েরা আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার দীক্ষার নিয়মিত

কালের আর দ্বাদশ দিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে, তৎপরে দেবতারা স্ব স্ব হবির ভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিবেন। আপনার তাঁহাদিগকে দর্শন করা উচিত।”

নরপতি জনক মুনিবর বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া প্রহৃষ্ট-বদন হইলেন, এবং তখনই আবার প্রযত ও প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—এই দুই কুমার শার্দ্দূল ও বৃষভের ন্যায় শৌর্য্য-সম্পন্ন, বীর্য্যশালী, কাকপক্ষধারী, গজসদৃশগামী, দেবতুল্য-পরাক্রমী, নিত্য-যৌবন-সম্পন্ন অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের ন্যায় রূপবান্ এবং পরস্পর শরীর-পরিমাণ, চেষ্টিত ও ইঙ্গিত বিষয়ে সমতুল্য; সুতরাং ইহাঁদিগকে দেখিয়া বোধ হয় যে, দেবলোক হইতে যেন দুই অমর যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে আসিয়াছেন; ইহাঁরা কে? কাঁহার পুত্র? যেরূপ আদিত্য ও চন্দ্র আকাশের শোভা সম্পাদন করেন, সেইরূপ ইহাঁরা এই প্রদেশের শোভা সম্পাদন করিয়াছেন; ইহাঁরা কিনিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন, এবং কিপ্রকারেই বা পদব্রজে আসিয়াছেন? হে মুনে! আমি এ সমস্ত বিবরণ যথাতত্ত্ব শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আপনি বর্ণন করুন্।

অপ্রমেয়াত্মা বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, “ইহাঁরা দশরথের পুত্র। ইহাঁরা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া কয়েক দিবস অধিবসতি করিয়া অনেক রাক্ষস বধ করিয়াছেন। তৎপরে বিশালা নগরী ও অহল্যাকে সন্দর্শন করিয়া এবং গৌতমের সহিত সমাগত হইয়া আপনার সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন।”

মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনক রাজাকে ঐ সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

সেই ধীমান্ বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাতেজস্বী, মহাতপস্বী ও তপস্যাদ্বারা জাজ্বল্যমান-প্রভাশালী জ্যেষ্ঠ গৌতমনন্দন শতানন্দ প্রহৃষ্টরোমা হইলেন, এবং রামকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময় লাভ করিলেন। পরে তিনি সেই দুই নৃপনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে সুখাসীন দেখিয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, “হে মহাতেজস্বি-মুনিশার্দ্দূল! আপনি ত এই রাজনন্দন রামকে আমার সেই যশস্বিনী দীর্ঘ-তপো-নিরতা মাতারে সন্দর্শন করাইয়াছেন? আমার যশস্বিনী মাতা ত সমস্ত প্রাণীরই পূজার্হ এই রামকে বন্য ফল-মূলাদিদ্বারা পূজা করিয়াছেন? হে কৌশিক মহাতেজস্বি-মুনিশার্দ্দূল! পূর্ব্বে আমার মাতার ইন্দ্র-নিবন্ধন যে অসদাচরণ হইয়াছিল, তাহা ত আপনি রামকে কহিয়াছেন? রাম সন্দর্শনান্তে অভিশাপের অবসান হইলে, আমার মাতা ত আমার পিতার সহিত মিলিতা হইয়াছেন? এই মহাতেজস্বী রাম ত আমার মহাত্মা জনককর্তৃক পূজিতা হইয়া প্রশান্ত মনে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া এখানে আসিয়াছেন? হে গাধেয়! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি এ সমস্ত বিবরণ বর্ণন করুন্।”

মহামুনি বাগ্মী বিশ্বামিত্র বক্তৃতা-সম্পন্ন শতানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, “হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হই নাই; পরন্তু তাহা সম্পাদন করিয়াছি,—যেরূপ ভৃগু-নন্দন যমদগ্নির পত্নী রেণুকা, তাঁহার সহিত সঙ্গতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমার মাতা তোমার পিতার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন।”

ধীমান্ বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাতেজস্বী শতানন্দ রামকে এই কথা বলিলেন, “হে রঘুনন্দন নরবর! আপনি আমার ভাগ্যক্রমেই অপরাজিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া এখানে আসিয়াছেন, আপনার পথে ত বিঘ্ন ঘটে নাই? হে রাম! ভূমণ্ডলে আপনা হইতে ধন্যতর আর কেহই

নাই! যেহেতু এই মহাতেজস্বী অমিত-প্রভাশালী গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র আপনার রক্ষক হইয়াছেন! ইনি অচিন্ত্যকর্ম্মা,—ইনি এতাদৃশ সুমহৎ তপ করিয়াছিলেন যে, ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেন, অধিক কি! আমি জানি, ইনি সকলেরই পরমগতি-স্বরূপ। এই মহাত্মা কৌশিক বিশ্বামিত্রের যেরূপ সামর্থ্য, তাহা আমি শক্তি-অনুসারে যথাতত্ত্ব বর্ণন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন্। পূর্ব্বে এই ধর্ম্মাত্মা অরিদমন বিশ্বামিত্র বহু কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। হে রাম! ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ ধর্ম্মজ্ঞ কৃতবিদ্য প্রজাহিত-নিরত প্রজাপতি-নন্দন কুশ রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র বলবান্ সুধার্ম্মিক কুশনাভ; এবং তাঁহার পুত্র গাধি-নামে বিখ্যাত হন। এই মহামুনি অতিতেজস্বী বিশ্বামিত্র সেই গাধির পুত্র। ইনি রাজা হইয়া বহুসহস্র বর্ষ পৃথিবী পালন করত রাজ্য করিয়াছিলেন।

একদা রাজত্ব-সময়ে এই মহাবল-সম্পন্ন বীরাগ্রগণ্য মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র সৈন্য-উদ্যোগ করিয়া অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইনি বিচরণ করিতে করিতে নানা নগর, রাষ্ট্র, সরিৎ, মহাগিরি ও আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বসিষ্ঠের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন যে, সেই আশ্রম যেন দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক,—তাহা বিবিধ পুষ্প, লতা ও বৃক্ষ-সমন্বিত, সিদ্ধচারণ-সেবিত, বিবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ, প্রশান্ত হরিণগণে পরিব্যাপ্ত, ব্রাহ্মণগণ-শোভিত, দেবর্ষিগণ-সেবিত, ব্রহ্মর্ষি-সমূহে পরিব্যাপ্ত, শ্রীসম্পন্ন, তপঃসিদ্ধ অগ্নিতুল্য-তেজস্বী ব্রহ্মকল্প মহাত্মা মহর্ষিগণে সর্ব্বদা সমাকীর্ণ এবং অব্ভক্ষ, বায়ুভক্ষ, শীর্ণপর্ণভোজী, রাগাদিদোষশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, ফলমূলাশী, জপ-হোমপরায়ণ বালখিল্য ও বৈখানস-প্রভৃতি ঋষিগণে চতুর্দ্দিকে উপশোভিত রহিয়াছে এবং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণেও শোভিত রহিয়াছে।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

মহাবল বিশ্বামিত্র সেই আশ্রম সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইয়া বিনয়-সহকারে মুনিবর বসিষ্ঠের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং মহাত্মা বসিষ্ঠ-কর্তৃক 'আপনি ত সুখে আসিয়াছেন?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হইলেন। পরে ভগবান্ বসিষ্ঠ তাঁহাকে শিষ্য-দ্বারা আসন প্রদান করিলেন। অনন্তর ধীমান্ বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলে, মুনিবর বসিষ্ঠ তাঁহাকে যথান্যায়ে ফল ও মূল উপহার দিলেন। মহাতেজস্বী রাজসত্তম বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের নিকট সেই পূজা লাভ করিয়া, তাঁহার তপস্যা, অগ্নিহোত্র ও শিষ্য-সকলের কুশল জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক তাঁহাকে তত্রত্য বৃক্ষ-সমুদায়েরও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহাতপস্বী মুনিবর ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠ তাঁহাকে 'সকল বিষয়েরই মঙ্গল,' এই কথা বলিলেন। অনন্তর তিনি সুখোপবিষ্ট রাজা বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, "হে পরন্তপ ধার্ম্মিক রাজসত্তম! আপনার মঙ্গল ত?—আপনি ত রাজধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিয়া ন্যায়ানুসারে তাহাদিগকে পালন করিতেছেন? আপনার ভৃত্যেরা বেতনাদি দ্বারা সম্যক্ সন্তুত হইয়া আপনার শাসনানুসারে চলিতেছে ত? হে রিপুসূদন! আপনি ত সমস্ত রিপুদিগকে পরাজয় করিয়াছেন? এবং আপনার পুত্র, পৌত্র, মিত্র, সৈন্য ও কোষের ত মঙ্গল?"

মহাতেজস্বী রাজা বিশ্বামিত্র বিনয়ান্বিত বসিষ্ঠকে, 'সকল বিষয়েই মঙ্গল,' ইহা বলিলেন। তখন সেই ধর্ম্মিষ্ঠ বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র পরস্পর পরম প্রমোদ-সহকারে অনেক ক্ষণ কথোপকথন করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন।' হে রঘুনন্দন! অনন্তর কথার অবসর পাইয়া ভগবান্ বসিষ্ঠ হাসিতে হাসিতে বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "হে অপ্রমেয়-প্রভাব মহাবল-সম্পন্ন রাজন্! আপনি অতিথিশ্রেষ্ঠ, সুতরাং প্রযত্ন-সহকারে পূজনীয়; অতএব আমি আপনার ও আপনার এই সমস্ত

সৈন্যের যথান্যায়ে আতিথ্য করিতে বাসনা করি; আপনি আমার কৃত এই সৎকার প্রতিগ্রহ করুন্।"

রাজা বিশ্বামিত্র মহামুনি বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে পূজনীয় মহাপ্রাজ্ঞ! আপনার ঐ সৎকারানুকূল বাক্য-দ্বারাই আমার সৎকার করা হইয়াছে; বিশেষত আমি আপনার সন্দর্শন, পাদ্য, আচমনীয়, ফল, মূল এবং আশ্রমস্থ অন্যান্য বস্তু-দ্বারা আপনা-কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রকারেই সম্যক্ পূজিত হইয়াছি। হে ভগবন্! আমি যাইব, আপনাকে নমস্কার করি; আপনি সকরুণ নয়নে আমাকে অবলোকন করুন।"

বিশ্বামিত্র সেইরূপ বলিলে, উদারবুদ্ধি ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ আবার বারংবার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র 'ভাল!' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মুনিপুঙ্গব ভগবন্! আপনার যাহা প্রিয়, তাহাই হউক।"

অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া প্রীতি-সহকারে নিষ্পাপা চিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, "হে কামধুক্ শবলে! এস, শীঘ্র এস, এবং আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে দেবি! আমি এই সসৈন্য রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের মহার্হ ভোজন-দ্বারা সৎকার করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি; তুমি আমার সেই অধ্যবসায় সফল কর,—তুমি আমার নিমিত্ত, ইঁহার সৈন্যগণের মধ্যে যাহার যাহার ছয় রসের মধ্যে যে যে রস প্রিয়, তাহার তাহার জন্য সেই সেই রস সৃষ্টি কর,—শীঘ্র সরস অন্ন, লেহ্য, চোষ্য ও পেয়-সম্বলিত সর্ব্বপ্রকার খাদ্য সৃজন কর।"

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

হে শত্রুসূদন রাম! বসিষ্ঠ সেইরূপ বলিলে, কামধুক্ শবলা সকলেরই ইচ্ছানুরূপ কমনীয় বস্তু সকল উৎপাদন করিলেন,—তিনি অনেক ইক্ষু, মধু, লাজ, মৈরেয় মদ, উত্তম উত্তম মদ্য সকল, বিবিধ বহুমূল্য পেয় ও নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য উৎপন্ন করিলেন। তখন উষ্ণ অন্নের অনেক পর্ব্বততুল্য রাশি, নানাবিধ বিশুদ্ধ পায়স, বিবিধ সূপ, অনেক দধিকুল্যা এবং নানাবিধ সুস্বাদু সরস খাণ্ডব-নামক খাদ্যবিশেষে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র রজতনির্ম্মিত ভোজন-পাত্র হইল।

হে রাম! অনন্তর বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যই বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক সম্যক্ তর্পিত হইয়া প্রহৃষ্ট হইল, এবং পুষ্টিলাভ করিল। তখন রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ও পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, অন্তঃপুরবাসী প্রবর জন, মন্ত্রী, অমাত্য এবং ভৃত্য-বর্গের সহিত বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া প্রহৃষ্ট হইলেন, ও পুষ্টি লাভ করিলেন, এবং পরম হর্ষ-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে পূজনীয় ব্রহ্মন্! আমি আপনা-কর্ত্তৃক পূজিত ও সম্যক্ সৎকৃত হইয়াছি। হে বাক্যবিশারদ! আমি আপনাকে একটি কথা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। "হে ভগবন্! আপনি এক লক্ষ গবীর বিনিময়ে আমাকে শবলা প্রদান করুন। হে দ্বিজবর! এই শবলানাম্নী গবীটি রত্নস্বরূপ; পার্থিবেরাও রত্নের অধিকারী, সুতরাং তাঁহারা বল-পূর্ব্বকও রত্ন হরণ করিয়া থাকেন; অতএব ঐ গবীটি ন্যায়ানুসারে আমারই হইতেছে, আপনি আমাকে প্রদান করুন।"

ধর্ম্মাত্মা ভগবান্ মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ, মহীপতি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া, তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে অরিদমন রাজর্ষে! আমি শত সহস্র বা শত শত কোটি গো অথবা অনেক রজত-রাশির বিনিময়েও শবলাকে প্রদান করিব না, যেহেতু এই শবলা, আত্মবান্ ব্যক্তির কীর্ত্তির ন্যায়, আমার চিরসহচরী, সুতরাং ইহাঁকে পরিত্যাগ করা আমার উচিত নয়; বিশেষত আমার হব্য, কব্য, জীবন, অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহাকার, বষট্‌কার ও বিবিধবিদ্যা, এসমস্তই ইহার আয়ত্ত; ইহাতে সংশয় নাই, অধিক কি! আমি সত্য

দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই শবলাই আমার সর্ব্বস্ব ও সন্তোষের নিদান। হে রাজন্! আমি এই সকল কারণে তোমাকে শবলা প্রদান করিব না।"

বাক্য-বিশারদ বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "হে সুব্রত! আমি আপনাকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত-কণ্ঠ-ভূষণসম্পন্ন সৌবর্ণকক্ষ্যা-সমন্বিত স্বর্ণাঙ্কুশ-বিভূষিত চতুর্দ্দশ সহস্র হস্তী, শ্বেতাশ্ব-চতুষ্টয়-বহনীয় কিঙ্কিণী-জালভূষিত অষ্ট শত রথ, সুদেশোৎপন্ন সৎকুলীন মহাতেজস্বী এক সহস্র দশটি অশ্ব এবং এক কোটি বিবিধ-বর্ণ-বিভক্তা প্রাপ্ত-বয়স্কা গবী প্রদান করিতেছি,আপনি আমাকে শবলা প্রদান করুন। হে দ্বিজোত্তম! আপনি ইহা-ব্যতীত আর যত রত্ন ও হিরণ্য অভিলাষ করেন, আমি আপনাকে ততই রত্ন ও হিরণ্য প্রদান করিব; আপনি আমাকে শবলা প্রদান করুন্।"

ভগবান্ বসিষ্ঠ ধীমান্ বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে রাজন্! আমি কোন ক্রমেই শবলা প্রদান করিব না; যেহেতু এই শবলাই আমার রত্ন ও হিরণ্য এবং সর্ব্বস্ব, অধিক কি! উহাই আমার জীবন; উহাই দর্শ, পৌর্ণমাস ও আমার সমস্ত যজ্ঞ লাভের হেতু; এবং উহাই আমার নানাবিধ-ক্রিয়া,—উহার দ্বারাই আমি সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন করি, ইহাতে সংশয় নাই। হে রাজন্! আর অধিক বলিবার আবশ্যক কি! আমি এই কামদোহিনী শবলাকে প্রদান করিবই না!"

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

হে রাম! যখন বসিষ্ঠ মুনি কোন ক্রমেই কামধেনু শবলাকে প্রদান করিলেন না, তখন বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক সৈনিক পুরুষ-দ্বারা শবলাকে লইয়া চলিলেন। হে রাম! শবলা মহাত্মা নরপতি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সৈনিক দ্বারা নীয়মানা হইয়া শোক-সন্তপ্তা ও দুঃখিতা হইলেন, এবং ক্রন্দন করিতে করিতে চিন্তা করিলেন যে, "ধার্ম্মিক বিশুদ্ধাত্মা মহাত্মা মহর্ষি বসিষ্ঠ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন যে, রাজভৃত্য-কর্ত্তৃক আমি দীনা হইয়া পরম দুঃখে নীয়মানা হইতেছি? আমি তাঁহার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি আমাকে নিষ্পাপা এবং ভক্তা দেখিয়াও পরিত্যাগ করিলেন?" হে শত্রুসূদন! তখন শবলা ঐরূপ চিন্তা-পূর্ব্বক বারংবার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মহাতেজস্বী মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট বেগ-সহকারে গমন করিলেন,—তিনি সেই শত শত রাজভৃত্য-দিগকে অপসারিত করিয়া রোদন ও চীৎকার করিতে করিতে অনিল-তুল্য বেগে তাঁহার সমীপে গমন করিলেন, এবং তাঁহার অগ্রে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মেঘ-তুল্য গম্ভীর নিস্বনে তাঁহাকে কহিলেন, "হে ব্রহ্ম-নন্দন ভগবন্! আপনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন যে, আপনার নিকট হইতে রাজভৃত্যেরা আমাকে লইয়া যাইতেছে?"

ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ শবলা-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া সেই শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়া শবলাকে, দুঃখিতা কন্যার ন্যায়, এই কথা বলিলেন, "হে শবলে! তুমি আমার কিছু অপকার কর নাই, এবং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই; এই মহাবল-সম্পন্ন রাজা বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে তোমাকে লইয়া যাইতেছেন। আমি উহাঁর বলে তুল্য নহি, উনি বল-সম্পন্ন ক্ষত্রিয় রাজা—পৃথিবীর পতি; বিশেষত গজ,বাজি ও রথে সমাকীর্ণ এবং হস্তীর উপরিস্থিত ধ্বজ-সমূহে পরিব্যাপ্ত এই অক্ষৌহিণী-পরিমিত সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সমধিক বল-সম্পন্ন হইয়াছেন।"

বাক্যবিশারদা শবলা অতুল-প্রভাশালী ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া বিনয়-সহকারে এই বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষত্রিয়েরা বলবান্ নহেন, ব্রাহ্মণেরাই বলবত্তর,—ব্রাহ্মণ-দিগের দিব্য বল ক্ষত্রিয়-বল হইতে অত্যন্ত

অধিক, ইহা পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, সুতরাং আপনি অপ্রমেয়-বল-সম্পন্ন,—আপনার বীর্য্য অসহ; অতএব এই বিশ্বামিত্র মহাবীর্য্য-সম্পন্ন হইয়াও আপনা হইতে বলাধিক নহেন। হে মহাতেজস্বিন্! আমি ব্রহ্মবল-সমন্বিতা, আপনি আমাকে নিয়োগ করুন; আমি এক্ষণই এই দুরাত্মা বিশ্বামিত্রের দর্প ও সমস্ত বল বিনাশ করিতেছি।"

হে রাম! তখন মহাযশস্বী বসিষ্ঠ শবলা-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে 'তুমি পর-সৈন্য-বিনাশক সৈন্য সৃষ্টি কর,' এই কথা বলিলেন। শবলা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তখনই সৈন্য সৃষ্টি করিলেন। হে নৃপ! তাঁহার হম্বা রবে শত শত পহ্লবেরা উৎপন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রের সমক্ষেই সৈন্য সকল বিনাশিতে লাগিল। তখন রাজা বিশ্বামিত্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধ-বিস্ফারিত নয়নে বিবিধ শস্ত্র-দ্বারা সেই সমস্ত পহ্লবদিগকে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর শবলা পহ্লবদিগকে বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক অর্দ্দিত দেখিয়া পুনশ্চ শত শত ভয়ানক শক ও যবনদিগকে সৃষ্টি করিলেন। সেই সমস্ত মহাবীর্য্য-সমন্বিত হেমকিঞ্জল্ক-সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন শক ও যবন সমুদায়ে এই ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেই সমস্ত সুতীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশ-ধারী হেমবর্ণ-বস্ত্রপরিধায়ী শক ও যবনেরা প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিশ্বামিত্রের সৈন্য সকল দগ্ধ করিয়া ফেলিল। পরে মহা-তেজস্বী বিশ্বামিত্র অনেক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। সেই সকল অস্ত্রে সেই সমস্ত যবন, কাম্বোজ ও বর্ব্বরেরা আহত হইয়া ব্যাকুল হইল।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর বসিষ্ঠ সেই সমস্ত শক-প্রভৃতিকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে মোহিত হইয়া পলায়মান হইতে দেখিয়া শবলাকে, "হে কামদোহিনি! তুমি যোগ-দ্বারা সৈন্য সৃষ্টি কর," বলিয়া নিয়োগ করিলেন। পরে শবলার হুঙ্কারে রবিতুল্য-তেজস্বী অনেক কাম্বোজ, স্তন হইতে শস্ত্রধারী অনেক বর্ব্বর, যোনিদেশ হইতে অনেক যবন, গুহ্যদেশ হইতে অনেক শক এবং রোমকূপ হইতে অনেক হারীত ও কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছেরা উৎপন্ন হইল। হে রঘুনন্দন! তাহারা তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি-সমন্বিত সমস্ত সৈন্য বিনাশিয়া ফেলিল।

তখন তপস্বিপ্রবর মহাত্মা বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সৈন্য-বিনাশ দেখিয়া, বিশ্বামিত্রের এক শত তনয় পরম ক্রুদ্ধ হইয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহর্ষি বসিষ্ঠ তাঁহাদিগকে হুঙ্কার-দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন,—সেই সমস্ত বিশ্বামিত্র-নন্দনেরা অশ্ব, রথ ও পদাতি-বর্গের সহিত মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে মহাত্মা বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক ভস্মীকৃত হইলেন।

অনন্তর মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র পুত্র সকল ও সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া লজ্জিত ও চিন্তান্বিত হইলেন, অধিক কি! তিনি সদ্যই নির্ব্বেগ সমুদ্রের ন্যায় বেগশূন্য এবং ভগ্নদংষ্ট্র উরগ ও রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। বিশ্বামিত্র হতপুত্র ও হতসৈন্য হইয়া, হতযজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায়, হতবল ও হতোৎসাহ হওত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং এক পুত্রকে "তুমি ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন কর," বলিয়া রাজ্য করিতে নিয়োগ করিয়া বনে গমন করিলেন। তিনি কিন্নর ও উরগগণ-সেবিত হিমালয়ের পার্শ্বে যাইয়া মহাদেবের প্রসাদার্থ সুমহৎ তপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিছু কালের পর দেবদেব বৃষধ্বজ মহাদেব বরপ্রদ হইয়া মহামুনি বিশ্বামিত্রের নয়নগোচর হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, "হে রাজন্! আমি তোমাকে বর দান করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি; তুমি কিজন্য তপস্যা করিতেছ,—তুমি তপস্যা-দ্বারা কি বর লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা নির্দ্দেশ কর।"

মহাতপস্যাকারী বিশ্বামিত্র মহাদেব-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণতি-পূর্ব্বক এই

কথা বলিলেন, "হে অনঘ দেবদেব মহাদেব! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার এই অভিলাষ সফল হউক,—আপনি আমাকে মন্ত্র ও রহস্যের সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ প্রদান করুন,—আপনার প্রসাদে আমার অন্তরে, দেব, গন্ধর্ব্ব, মহর্ষি, যক্ষ দানব ও রাক্ষস-প্রভৃতিদিগের যে সকল অস্ত্র আছে, তৎসমুদয় অস্ত্রই প্রতিভা লাভ করুক।"

হে রাম! দেবদেব মহাদেব বিশ্বামিত্রকে 'ঐরূপই হউক,' এই বাক্য বলিয়া তখনই চলিয়া গেলেন। তখন মহাবল-সম্পন্ন বিশ্বামিত্র রাজাও মহাদেবের নিকট অস্ত্র সকল লাভ করিয়া অতীব দর্পিত হইলেন, এমন কি! তিনি দর্পপূর্ণ হইয়া উঠিলেন,—তিনি পর্ব্বকালে সমুদ্রের ন্যায় বীর্য্যে বর্দ্ধমান হইলেন, এবং ঋষিসত্তম বসিষ্ঠকে নিহতই বোধ করিলেন।

অনন্তর তিনি বসিষ্ঠের আশ্রমে যাইয়া অনেক অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। হে রাম! সেই সমস্ত অস্ত্রের তেজে সেই তপোবন দগ্ধপ্রায় হইয়া পড়িল। তখন ধীমান্ বিশ্বামিত্রের নিক্ষিপ্ত সেই অস্ত্র সকল দেখিয়া, শত শত মুনি ও বসিষ্ঠের শিষ্য এবং সহস্র সহস্র মৃগ ও পক্ষী, বসিষ্ঠ বারংবার "ভয় নাই ভয় নাই," এরূপ বলিতে লাগিলেও, সেই সকল অস্ত্রের ভয়ে ভীত হইয়া নানা দিকে পলায়ন করিলেন। এমন কি! মহাত্মা বসিষ্ঠের আশ্রম মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে শূন্য ও নিঃশব্দ হইয়া উষরভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তখন মহাতেজস্বী মহাতপস্বী বসিষ্ঠ পলায়মান ব্যক্তিদিগকে যে রূপ ভাস্কর নীহার বিনাশ করেন, সেইরূপ গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্রকে, "অদ্য আমি বিনাশ করিব," এরূপ বলিয়া রোষ-সহকারে বিশ্বামিত্রকে "রে দুরাচার মূঢ়! যেহেতু তুই আমার এই চিরসংবৃদ্ধ আশ্রম নষ্ট করিলি, অতএব তুই জীবিত থাকিবি না," এইবাক্য বলিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া, পরম ক্রুদ্ধ হইয়া, শীঘ্র যমদণ্ডেরন্যায় দণ্ড উত্তোলন করিয়া নির্ধূম কালানলের ন্যায় প্রকাশমান হইলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

মহাবল বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া, আগ্নেয় অস্ত্র উদ্দেশ করিয়া তাঁহাকে 'থাক্, থাক্' বলিলেন। ভগবান্ বসিষ্ঠও সেই বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া, কালদণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মদণ্ড ধারণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, "রে ক্ষত্রিয়াধম গাধিপুত্র! এই আমি দাঁড়াইয়া আছি! তোর যত সামর্থ্য আছে, তাহা দেখা! অদ্য আমি তোর ও তোর অস্ত্রগণের দর্প নাশ করিব! রে ক্ষত্রিয়াধম! কোথায় আমার সুমহৎ দিব্য ব্রহ্মবল, আর কোথায় তোর ক্ষত্রবল! তুই আমার ব্রহ্মবল দেখ্।"

বসিষ্ঠ সেইরূপ বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার ব্রহ্মদণ্ড-প্রভাবে বিশ্বামিত্রের সেই মহাঘোর আগ্নেয় অস্ত্র, যেরূপ জল-দ্বারা অগ্নির বেগ প্রশান্ত হয়, সেইরূপ প্রশান্ত হইল। তখন বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বারুণ, ভয়ানক ঐন্দ্র, পাশুপত, ঐষিক, মানব, মোহন-নামক গন্ধর্ব্ব, স্বাপন, সন্তাপন, বিলাপন, জৃম্ভন, মোহন, দারুণ শোষণ, সুদুর্জ্জয় বজ্র, অতিপ্রিয় পৈনাক, পৈশাচ, ক্রৌঞ্চ, বায়ব্য, মথন, হয়শির, দারুণ কালসম্বন্ধীয়, ভয়ানক কাপাল, কিঙ্কিণী এবং বিদ্যাধর-সম্বন্ধীয় সুমহৎ বাণ এবং শুষ্ক ও আর্দ্র দুই প্রকার অশনি, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, দণ্ড, ধর্ম্মচক্র, বিষ্ণুচক্র কালচক্র, দুইটি শক্তি, কঙ্কাল-নামক মুষল ও ভয়ানক ত্রিশূল, এই সমস্ত অস্ত্র ক্রমে ক্রমে তপস্বিপ্রবর বসিষ্ঠের উপর ক্ষেপণ করিলেন। ব্রহ্মনন্দন বসিষ্ঠও দণ্ড-দ্বারা সেই সমস্ত অস্ত্রই নিবারণ করিলেন, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল!

হে রঘুনন্দন! অনন্তর সেই সমস্ত অস্ত্রই নিবারিত হইলে, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করিতে উদ্যম করিলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র উদ্যত দেখিয়া, অগ্নি-প্রভৃতি দেব, দেবর্ষি, গন্ধর্ব্ব ও শ্রেষ্ঠ উরগেরা সম্ভ্রান্ত হইলেন, অধিক কি! সেই অস্ত্র ক্ষেপণের উদ্যমে ত্রিলোকস্থ সকলেই সম্যক্ ত্রাসযুক্ত হইল। বসিষ্ঠ স্বীয়

ব্রাহ্মতেজে ব্রহ্মদণ্ডদ্বারাই সেই মহাঘোর ব্রহ্মাস্ত্রও সমগ্রগ্রাস করিয়া ফেলিলেন। সেই অস্ত্র গ্রাস-কালে মহাত্মা বসিষ্ঠের সুদারুণ ভয়াবহ ত্রিলোক মোহকারী রূপ হইল,—তাঁহার সমস্ত রোমকূপ হইতে অগ্নির ধূমপরীতা শিখার ন্যায় শিখা নির্গতা হইতে লাগিল, এবং তাঁহার হস্তস্থিত কালদণ্ড-তুল্য ব্রহ্মদণ্ডও নির্ধূম কালাগ্নির ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিল। তৎকালে মুনিগণ মহর্ষি বসিষ্ঠকে এইরূপ স্তব করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আপনার বল অমোঘ, পরন্তু আপনি স্বীয় তেজে তেজ ধারণ করুন, এবং ত্রিলোকও নির্ব্বৃতি লাভ করুক। হে ব্রহ্মন্। এই বিশ্বামিত্র মহাবল-সম্পন্ন হইয়াও আপনা-কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলেন, সুতরাং আপনার বলই অতিশ্রেষ্ঠ ও অব্যর্থ।"

মহাতেজস্বী মহাতপস্বী বসিষ্ঠ মুনিগণ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া প্রশান্ত হইলেন। বিশ্বামিত্রও বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া, নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে এরূপ বলিলেন, "ক্ষত্রিয়ের বলে ধিক্! ব্রহ্মবলই পরম বল! কেননা এক ব্রহ্মদণ্ড-দ্বারাই আমার সমস্ত অস্ত্র বিনাশিত হইল! আমি এই ব্যাপার দেখিয়া প্রসন্নেন্দ্রিয় ও প্রহৃষ্টমানস হইলাম; সম্প্রতি যে তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, আমি তাদৃশ সুমহৎ তপ করিব।"

ষট্পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

হে রঘুনন্দন রাম! অনন্তর বসিষ্ঠবৈরী মহা-তপস্বী বিশ্বামিত্র মহাত্মা বসিষ্ঠ-কৃত সেই আত্ম-নিগ্রহ স্মরণ করত সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে দক্ষিণদিকে যাইয়া মহিষীর সহিত ফল-মূল-ভোজী ও দান্ত হওত পরম ঘোর তপ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ ও দৃঢ়নেত্র নামে তিনটি মহারথ সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ পুত্র জন্মিল।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া তপোধন বিশ্বামিত্রকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে গাধেয়! এই তপস্যার ফলে আমরা তোমাকে 'রাজর্ষি' বলিয়া বোধ করিলাম,—তুমি এই তপস্যা-দ্বারা রাজর্ষি-লোক সকল লাভ করিলে।"

হে কাকুৎস্থ! মহাতেজস্বী-সর্ব্ব-লোক-প্রভু ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে ঐরূপ বলিয়া দেবগণের সহিত স্বর্গে স্বীয় লোকে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্রও সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া পরম দুঃখিত হইলেন, এবং ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে "আমি সুমহৎ তপ করিয়াছি! ইহাতে আমাকে সমস্ত দেব ও ঋষিগণ 'রাজর্ষি' বলিয়া বোধ করিলেন! বোধ করি, তপস্যার ফল নাই!" এই কথা বলিলেন। মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র মনে মনে ঐরূপ নিশ্চয় করিয়া আবার পরম যত্ন-সহকারে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

হে রঘুনন্দন! এই সময়ে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ত্রিশঙ্কু-নামক নর-পতির "আমি সশরীরে দেবলোকে গমন করি," এই অভিলাষে যাগ করিতে মন হইল। তিনি বসিষ্ঠকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট আত্ম-বাসনা প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা বসিষ্ঠ তাঁহাকে "ইহা হইবার নহে," বলিলেন। নর-পতি ত্রিশঙ্কুও বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া দক্ষিণ-দিকে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি সেই কর্ম্মের সিদ্ধির নিমিত্ত বসিষ্ঠের দীর্ঘ-তপস্যাকারী পুত্রদিগের উদ্দেশে, যে স্থানে তাঁহারা তপস্যা করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। পরে মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কু মনস্বী বসিষ্ঠ-পুত্রদিগকে তপস্যা-তৎপর দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই সমস্ত মহাত্মা গুরুপুত্রদিগের নিকটে যাইয়া, আনুপূর্ব্বিক ক্রমে অভিবাদন করিয়া, লজ্জায় অধোবদন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, "হে তপস্যাতৎপর গুরুনন্দনগণ! আমি আপনাদিগের শরণাগত হইলাম। হে শরণ্যগণ! আমি মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে মানস করিয়া মহাত্মা বসিষ্ঠের নিকট যাইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি। সম্প্রতি আপনা-

দিগের শরণাগত হইয়া, ভূমিষ্ঠ মস্তকে প্রণাম করিয়া প্রসাদন-পূর্ব্বক আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা আমাকে সেই যজ্ঞ করিতে অনুজ্ঞা করুন।—হে দ্বিজবর-গণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক,—হে তপোধন গুরুপুত্রগণ! আমি বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আপনাদিগকে ছাড়িয়া আর কোন গতি দেখিতেছি না, যেহেতু ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সকলেরই পুরোহিত বসিষ্ঠই পরম-গতি, আপনারা তাঁহার পুত্র, সুতরাং আমার ইষ্ট-দেবতাস্বরূপ; অতএব আপনারা সমাহিত হইয়া, যে যজ্ঞ-দ্বারা আমি সশরীরে দেবলোকে যাইতে পারি, সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন।"

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

হে রাম! ত্রিশঙ্কু রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া, বসিষ্ঠ ঋষির শত পুত্রই ক্রোধ-সমন্বিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "রে দুর্বুদ্ধে! সত্যবাদী পুরোহিত বসিষ্ঠ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, এইনিমিত্ত তুমি তাহাকে অতিক্রম করিয়া কি প্রকারে অন্য জনের শরণাগত হইলে! যেহেতু তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকলেরই পরম-গতি। হে পার্থিব! ভগবান্ বসিষ্ঠের বাক্য অমোঘ—তাহা অতিক্রম করা যায় না, সুতরাং যখন 'ইহা হইবার নহে,'" এরূপ বলিয়াছেন, তখন আমরা কোন প্রকারেই সেই যজ্ঞ আহরণ করিতে সমর্থ নহি। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি হতবুদ্ধি হইয়াছ, তুমি স্বীয় পুরে প্রতিগমন কর; ভগবান্ বসিষ্ঠ ত্রৈলোক্য যাজন করিতে সমর্থ, আমরা কি প্রকারে তাঁহার অপমান করিতে পারি?"

নরপতি ত্রিশঙ্কু তাঁহাদিগের সেই ক্রোধ-পর্য্যাকুলাক্ষর-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনশ্চ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, "হে তপোধনগণ! আপনাদিগের মঙ্গল হউক। আমি ভগবান্ বসিষ্ঠ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, এবং আপনারা তাঁহার পুত্র, আপনারাও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, সুতরাং আমাকে গত্যন্তর অবলম্বন করিতে হইল।"

মহর্ষি বসিষ্ঠের সেই মহাত্মা পুত্রেরা তাঁহার সেই সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে "তুই চণ্ডালত্ব লাভ করিবি!' বলিয়া অভিশাপ দিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর রজনী অতিবাহিতা হইলে, ত্রিশঙ্কু রাজা চণ্ডালত্ব লাভ করিলেন,—তিনি নীলবর্ণ, নীলবর্ণবস্ত্র-পরিধায়ী, বিধ্বস্ত-কেশপাশ, শ্মশানোৎপন্নপুষ্পমালাধারী, চিতা-ভস্ম-বিভূষিত-দেহ ও লৌহ-নির্ম্মিত-ভূষণ-সমন্বিত হইলেন। হে রাম! তখন সমস্ত মন্ত্রী ও যে সকল পৌর ব্যক্তিরা তাঁহার অনুগামী ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে চণ্ডালরূপী দেখিয়া ঐকমত্য অবলম্বন-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

হে কাকুৎস্থ! অনন্তর পরমাত্মবান্ রাজা ত্রিশঙ্কু একক হইয়া সেই দুঃখে দিবারাত্র দহ্যমান হওত তপোধন বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন। হে রাম! মহা-তেজস্বী পরম ধার্ম্মিক বিশ্বামিত্র মুনি সেই রাজাকে চণ্ডালরূপী ও বিফলকর্ম্মা দেখিয়া করুণান্বিত হইলেন। তিনি কারুণ্যবশত সেই ঘোরদর্শন রাজাকে এই কথা বলিলেন, "হে বীর্য্য-সম্পন্ন রাজনন্দন! আমি দিব্য নয়নে অবলোকন করিতেছি যে, তুমি মহা-বল-সম্পন্ন অযোধ্যাপতি, তুমি অভিশাপ-বশত চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ; অতএব তুমি যে কার্য্য উদ্দেশ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, তাহা নির্দ্দেশ কর, তোমার মঙ্গল হইবে।"

অনন্তর বাক্যবিশারদ চণ্ডালরূপী ত্রিশঙ্কু রাজা বক্তৃতাসম্পন্ন বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে শুভদর্শন! 'আমি যজ্ঞ করিয়া সশরীরে স্বর্গে যাই,' এই আমার অভিলাষ; পরন্তু আমি গুরু ও গুরুপুত্রগণ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছি, অধিক কি! সেই অভিলষিত বিষয় লাভ করিতে না পারিয়া এতাদৃশ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত

হইয়াছি। হে সৌম্য! আমি শত শত ক্রতু অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং ক্ষাত্র ধর্ম্ম-দ্বারা শপথ করিয়া আপনার নিকট বলিতেছি যে, কখন আমি আপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও মিথ্যা বাক্য বলি নাই ও বলিবও না, তথাপি আমার সেই অভিলাষ সফল হইতেছে না। হে মুনিবর! আমি ধর্ম্মে প্রযত্নমান্ হইয়া বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ধর্ম্মানুসারে প্রজাদিগের পালন এবং শীল ও চরিত্র-দ্বারা মহাত্মা গুরুদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়াছি এবং এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে বাসনা করিতেছি, তথাপি আমার প্রতি গুরুগণ সন্তুষ্ট হইতেছেন না; অতএব আমি বিবেচনা করি যে, পৌরুষ নিরর্থক, দৈবই শ্রেষ্ঠ,—সকল বিষয়ই দৈব-কর্ত্তৃক আক্রান্ত রহিয়াছে, সুতরাং দৈবই পরম-গতি। হে মহামুনে! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনা-ব্যতীত আমার আর কেহই শরণ্য নাই, সুতরাং আমি আর অন্য কোন গতি প্রাপ্ত হইব না; অতএব আমি দৈব-কর্ত্তৃক বিফলকর্ম্মা হইয়া পরম আর্ত্ত হওত আপনারই আশ্রয় লইয়া প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন,—পুরুষকার-দ্বারা দৈবকে নিবর্ত্তিত করুন।"

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্ট সর্গ।

সেই সাক্ষাৎ চণ্ডালত্ব-প্রাপ্ত ত্রিশঙ্কু রাজা সেইরূপ বলিলে, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র করুণা-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে বৎস! আমি জানি, তুমি অতীব ধার্ম্মিক এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতিদিগের অগ্রগণ্য, সুতরাং আমি তোমাকে আশ্রয় প্রদান করিব, তুমি ভয় করিও না। হে নরাধিপ! যখন তুমি শরণ্য কৌশিকের শরণাগত হইয়াছ, তখন স্বর্গ তোমার হস্তগত হইয়াছে, ইহা অনুভূত হইতেছে; গুরুর অভিশাপে তোমার এই যেরূপ হইয়াছে, তুমি এইরূপেই সশরীরে স্বর্গে গমন করিবে। হে রাজন্! সম্প্রতি আমি যজ্ঞ-সাহায্য-কারী পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি সকলকে আমন্ত্রণ করি, পরে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যজ্ঞ করিও।"

মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে সেইরূপ বলিয়া পরম ধার্ম্মিক মহাপ্রাজ্ঞ পুত্রদিগকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন, এবং সমস্ত শিষ্যদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, 'তোমরা আমার আজ্ঞাতে ঋত্বিক্ ও বসিষ্ঠ-নন্দনগণ প্রভৃতি সমস্ত বহুশ্রুত ঋষিদিগকে সুহৃৎ ও শিষ্যবর্গের সহিত আনয়ন কর। আহূত বা অনাহূত, যে যে ব্যক্তি যে যে বাক্য বলিবে, তোমরা আমার নিকট তৎসমুদায় নিঃশেষরূপে কীর্ত্তন করিও, ইহাতে অনাদর করিও না।"

"সেই সমস্ত শিষ্যেরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকল দিকে গমন করিলেন। অনন্তর নানা দেশ হইতে ব্রহ্মবাদী মহর্ষিরা আগমন করিতে লাগিলেন, এবং সেই সমস্ত শিষ্যেরাও আগমন করিয়া তেজো-দ্বারা জাজ্বল্যমান বিশ্বামিত্র মুনিকে সমুদায় ব্রহ্মবাদীদিগের কথাই নিবেদন করিলেন,—"হে মুনিপুঙ্গব! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদেশীয় ব্রাহ্মণেরাই আগমন করিতেছেন; অনেকে আসিয়া উপস্থিতও হইয়াছেন; কেবল মহোদয়-নামা ঋষি ও বসিষ্ঠ-নন্দনেরা আইসেন নাই। তাঁহারা সকলে রোষ-সহকারে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মুনিশার্দ্দূল! সমস্ত বসিষ্ঠনন্দন ও মহোদয় ক্রোধ-সংরক্ত-নয়ন হইয়া আপনাকে উদ্দেশ করিয়া 'যাহার যাজক ক্ষত্রিয়! বিশেষত যে স্বয়ং চণ্ডাল! তাহার যজ্ঞ-সভায় সুর ও ঋষিরা কি প্রকারে হবিঃ ভোজন করিতে পারেন? মহাত্মা ব্রাহ্মণেরাই বা চণ্ডালান্ন ভোজন করিয়া কিপ্রকারে স্বর্গে যাইবেন! তাঁহারা কি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক পালিত হইয়া স্বর্গে যাইবেন?' এই নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন।

মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগের সকলের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন হইয়া রোষ-সহকারে এই কথা বলিলেন, "আমি

উগ্র-তপস্যার সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়াছি, সুতরাং আমি নির্দ্দোষ; অতএব যখন সেই দুরাত্মা বসিষ্ঠপুত্রেরা বিনা দোষে আমাকে দূষিত করিতেছে, তখন তাহারা আর জীবিত থাকিবে না, ইহাতে সংশয় নাই,—অদ্যই তাহারা কালপাশে আবদ্ধ হইয়া যমদূত-কর্ত্তৃক যমলোকে নীত হইবে, এবং বিকৃতাকার, বিরূপ, ঘৃণাবিধুর, কুক্কুর-মাংসাহারী ও শব-বস্ত্রাদিহারী মুষ্টিক (ডোম্) হইয়া সপ্তশত জন্ম-লাভ করত এই সকল লোকে বিচরণ করিবে; এবং দুর্ব্বুদ্ধি মহোদয়ও বিনা দোষে আমাকে দূষিত করিয়া আমার ক্রোধে সমস্ত লোকের দূষিত হইয়া নিষাদত্ব প্রাপ্ত হইবে,—নির্দ্দয় হইয়া প্রাণীদিগের প্রাণ বিনাশ করত বহুকাল দুর্গতি ভোগ করিবে।"

মহাতেজস্বী মহাতপস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিগণ-মধ্যে সেইরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন।

ঊনষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র যোগবলে মহোদয় ও বসিষ্ঠপুত্রদিগকে তপোবন-নিহত জানিয়া ঋষিগণ-মধ্যে এই কথা বলিলেন, "এই ত্রিশঙ্কুনামে বিশ্রুতবদান্য ধার্ম্মিক ইক্ষ্বাকুনন্দন স্বীয় এই শরীরের সহিত দেবলোকে যাইতে অভিলাষী হইয়া আমার শরণাগত হইয়াছেন; অতএব ইনি যে যজ্ঞদ্বারা সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন, আপনারা আমার সহিত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন।"

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই সমস্ত ধার্ম্মিক মহর্ষিরা সহসা সমবেত হইয়া পরস্পর এই ধর্ম্মসমন্বিত বাক্য বলিলেন, "এই অগ্নিকল্প গাধিনন্দন ভগবান্ বিশ্বামিত্র পরম কোপন-স্বভাব, সুতরাং ইনি যাহা বলিলেন, তাহা সম্যক্ অনুষ্ঠান করাই উচিত, ইহাতে সংশয় নাই, যেহেতু না করিলে, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে শাপ প্রদান করিবেন; অতএব যজ্ঞ আরব্ধ করা যাউক,—যে যজ্ঞদ্বারা বিশ্বামিত্রের তেজে এই ইক্ষ্বাকুদায়াদ সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন, সেই যজ্ঞ অস্মদাদি-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হউক,—আমরা সকলে স্ব স্ব ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করি।"

তখন সেই সমস্ত ঋষিরা পরস্পর সেইরূপ বলাবলি করিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র অধ্বর্য্যু হইলেন। সেই সমস্ত মন্ত্রকোবিদ ঋত্বিকেরা কল্পশাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবেদমন্ত্র সমস্ত কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক ক্রমে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বহুকালের পর মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র সমস্ত দেবতাদিগকে সেই যজ্ঞীয় হবির্ভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আবাহন করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন না। তখন মহামুনি বিশ্বামিত্র রোষাবিষ্ট হইয়া রোষ-সহকারে স্রুব উত্তোলন করিয়া ত্রিশঙ্কুকে এই কথা বলিলেন, "হে নরেশ্বর! তুমি আমার অর্জ্জিত তপস্যার বীর্য্য দেখ! এই আমি স্বীয় তেজে তোমাকে সশরীরে স্বর্গ-লোকে প্রেরণ করি!—হে রাজন্! কেহই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারে না, তুমি গমন কর! আমি তপস্যাদ্বারা যে ফল লাভ করিয়াছি, তুমি তাহার প্রভাবে সশরীরে স্বর্গ-লাভ কর!"

হে কাকুৎস্থ! বিশ্বামিত্র মুনি সেইরূপ বলিলে, নরপতি ত্রিশঙ্কু সেই সমস্ত মুনিদিগের সমক্ষে তখনই সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন। পাকশাসন সমস্ত দেবগণের সহিত ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গ-প্রাপ্ত দেখিয়া এই কথা বলিলেন "রে মূঢ় ত্রিশঙ্কো! তোর স্বর্গে স্থান নাই, যেহেতু তুই গুরুশাপে অভিহত হইয়াছিস্; অতএব তুই আবার মর্ত্ত্যলোকে গমন কর,—তুই অবাক্‌শিরা হইয়া পড়্।"

ত্রিশঙ্কু মহেন্দ্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া বিশ্বামিত্রকে উদ্দেশ করিয়া "ত্রাণ করুন," "ত্রাণ করুন," এই কথা বলিতে বলিতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন। প্রজাপতির ন্যায় তেজস্বী ঋষিগণ মধ্যবর্ত্তী মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং

তাঁহাকে "থাক," "থাক," এই কথা বলিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া দ্বিতীয়-সৃষ্টি করিতে অধ্যবসায় করিয়া দক্ষিণ-দিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক দক্ষিণ মার্গস্থ অপর সাতটি ঋষি ও অপর নক্ষত্রগণ সৃজন করিলেন। সেই ঋষিগণ-মধ্যবর্ত্তী ক্রোধপরীত বিশ্বামিত্র নক্ষত্রগণ সৃজন করিয়া "এই লোকে অপর একটি ইন্দ্র সৃজন করি, না, এই লোকে ইন্দ্রবিহীন হউক," এরূপ চিন্তা করত শেষ পক্ষ স্থির করিলেন, এবং ক্রোধ-সহকারে দেবগণেরও সৃষ্টি করিতে উপক্রম করিলেন।

অনন্তর সুর ও অসুরেরা ঋষিগণের সহিত অতীব সম্ভ্রান্ত হইলেন, এবং মহাত্মা বিশ্বামিত্রের নিকট আসিয়া অনুনয়-সহকারে এই কথা বলিলেন, "হে মহাভাগ তপোধন! এই রাজা গুরুশাপে অভিহত হইয়াছে. সুতরাং এ স্বশরীরে স্বর্গে যাইবার অধিকারী নহে।"

কৌশিক মুনিবর বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে এই সুমহৎ বাক্য বলিলেন, "হে সুরগণ। আপনাদিগের মঙ্গল হউক! আমি এই ত্রিশঙ্কু ভূপতির সশরীরে স্বর্গারোহণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা মিথ্যা করিতে বাসনা করি না; এই রাজা সশরীরে চির-কাল স্বর্গসুখ অনুভব করুন, এবং যে পর্য্যন্ত সমস্ত লোক বর্ত্তমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত আমার সৃষ্ট ধ্রুব ও নক্ষত্র সমস্ত ইঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করুক, আপনারা এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।"

সেই দেবগণ মুনিবর বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে মুনিবর! আপনার মঙ্গল হউক—আপনার অভিলাষ সফল হউক,—এই সকল নক্ষত্রেরা আকাশমণ্ডলে জ্যোতিশ্চক্র-মার্গের বহির্ভাগে অবস্থিতি করুক; ত্রিশঙ্কুও অধোমস্তক হইয়া সেই সকল উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে দেবের ন্যায় অবস্থিতি করুক; এবং যেরূপ স্বর্গগত ব্যক্তির নক্ষত্রেরা অনুগমন করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সকল নক্ষত্রেরা এই কৃতকৃত্য ও কীর্ত্তিমান্ নৃপসত্তম ত্রিশঙ্কুর নিয়ত অনুগমন করুক।"

ঋষিগণ-মধ্যবর্ত্তী মহাতেজস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র দেবগণ-কর্ত্তৃক সেইরূপ স্তুত হইয়া "ভাল!" বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। হে নরোত্তম! পরে সেই যজ্ঞের অবসান হইলে, সমস্ত দেব ও মহাত্মা তপোধন ঋষিরা, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬০॥

একষষ্ট সর্গ।

হে নরশার্দ্দূল! মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত বনবাসী ঋষিদিগকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাদিগকে "হে মহাত্মাগণ! এই দক্ষিণ-দিকে আমার তপস্যার মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হইল, সুতরাং আমি অন্যদিকে যাইয়া তপস্যা করিব,—আমি পশ্চিমদিকে যাইয়া সুখজনক পুষ্কর-তীরবর্ত্তী বিশাল তপোবনে সুখে তপস্যা আচরণ করিব," এই কথা বলিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এরূপ বলিয়া পুষ্কর-তীরবর্ত্তী তপোবনে যাইয়া ফলমূল-ভোজী হইয়া দুরাধর্ষণীয় উগ্র তপ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অম্বরীষ নামে বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ অযোধ্যাধিপতি যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র সেই যজমান অম্বরীষের যজ্ঞীয় পশু অপহরণ করিলেন। পশু অপহৃত হইলে, পুরোহিত সেই রাজাকে বলিলেন, "হে নরপাল! যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইয়াছে, সুতরাং আপনার দুর্নীতিতে এই যজ্ঞ বিনষ্ট হইল। হে পুরুষশার্দ্দূল! যে রাজা যজ্ঞ রক্ষা না করেন, তাঁহাকে সেই যজ্ঞ-বিঘ্ন-জনিত দোষসকল বিনষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং দোষের প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। হে রাজন্! একটি মনুষ্যবলি প্রদান করাই ইহার সুমহৎ প্রায়শ্চিত্ত, অতএব এই যজ্ঞ বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে, আপনি শীঘ্র একটি নরবলি আনয়ন করুন।"

হে পুরুষশার্দ্দূল রাম! সেই মহাবুদ্ধি নরপতি অম্বরীষ উপাধ্যায়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র গবী-দ্বারাও একটি নর ক্রয় করিতে

অভিলাষী হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হে তাত রঘুনন্দন! সেই মহীপতি অতুল্য-প্রভাশালী রাজর্ষি অম্বরীষ নানাবিধ জনপদ, দেশ, নগর, বন ও পুণ্য আশ্রম সকল অন্বেষণ করিতে করিতে ভৃগুতুঙ্গ নামক স্থানে আসিয়া পত্নী ও পুত্রগণের সহিত সমাসীন তপো-দ্বারা প্রজ্বল্যমান ব্রহ্মর্ষি ঋচীককে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক প্রসাদন ও সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে মহাভাগ ভৃগুনন্দন! আমি যজ্ঞার্থ একটি মনুষ্য বলি ক্রয় করিবার নিমিত্ত সকল দেশ পরিক্রম করিয়াছি, কিন্তু তাদৃশ যজ্ঞীয় বলি লাভ করি নাই; যদি আপনি শতসহস্র গবী-দ্বারা একটি পুত্র বিক্রয় করেন, তবে আমি কৃতার্থ হই; আপনার এই তিনটি পুত্র আছে, আপনি মূল্য লইয়া আমাকে একটি পুত্র প্রদান করিতে পারেন।"

মহাতেজস্বী ঋচীক নরপতি-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে "হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন প্রকারেই বিক্রয় করিব না," এই কথা বলিলেন, এবং সেই সমস্ত মহাত্মা পুত্রদিগের মাতাও তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নরশার্দ্দূল অম্বরীষকে এই কথা বলিলেন, "হে প্রভো! ভগবান্ ভৃগুনন্দন 'আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না,' এই কথা বলিলেন, আমারও এই কনিষ্ঠ পুত্র শুনক অতিপ্রিয়, ইহা আপনি অবগত হউন, সেই-জন্য আমি আপনাকে এই কনিষ্ঠ পুত্রটি প্রদান করিব না। হে নরশার্দ্দূল নরপাল! প্রায় জগতে জ্যেষ্ঠ নন্দনেরা জনকের এবং কনিষ্ঠ নন্দনেরা জননীর প্রিয় হইয়া থাকে; অতএব আমি কনিষ্ঠ পুত্রটিকে রাখিব।"

হে রাম! সেই ঋচীক মুনি ও তাঁহার ভার্য্যা সেইরূপ বলিলে, মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ স্বয়ং রাজাকে এই কথা বলিলেন, "হে রাজ-পুত্র! আমার পিতা বলিলেন, 'জ্যেষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না,' এবং মাতা বলিলেন, 'কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রদান করিব না,' সুতরাং বোধ হইতেছে, 'আমি মধ্যম আমিই, বিক্রেয়,' আপনি আমাকে গ্রহণ করুন্।"

হে মহাবাহু-সম্পন্ন রঘুনন্দন! সেই ব্রহ্ম-বাদী শুনঃশেফের বাক্যের অবসান হইলে, নরপাল মহাতেজস্বী মহাযশস্বী রাজর্ষি অম্ব-রীষ বহুকোটি সুবর্ণ, অনেক রত্নরাশি ও শত-সহস্র গবী দিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন—তিনি শুনঃ-শেফকে রথে আরোপণ করিয়া শীঘ্র নগরাভি-মুখে গমন করিলেন।

একষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্ট সর্গ।

হে রঘুনন্দন! মহাযশস্বী রাজা অম্বরীষ নরশ্রেষ্ঠ শুনঃশেফকে গ্রহণ করিয়া যাইতে যাইতে মধ্যাহ্ন কালে পুষ্করতীরস্থ তপোবনে আসিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। হে রাম! তিনি তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলে, পরিশ্রম ও পিপাসাতে বিষণ্ণবদন এবং পরমাতুর সেই দীনভাবাপন্ন মহাযশস্বী শুনঃশেফ অতিশ্রেষ্ঠ মাতুল বিশ্বামিত্র মুনিকে ঋষিগণের সহিত তপস্যা-পরায়ণ দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার সমীপে যাইয়া অঙ্কে পতিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে শুভদর্শন মুনিপুঙ্গব! আমার মাতা, পিতা কি জ্ঞাতি, কেহই আমার পক্ষে নাই! বান্ধবেরা আর কি প্রকারে থাকিতে পারেন! সুতরাং আমি অনাথ, আপনার শরণাগত হইয়াছি; আপনি আমার জনক-স্বরূপ, আপনি করুণার্দ্রচিত্তে আমার নাথ হইয়া ধর্ম্মবলে আমাকে পরিত্রাণ করুন্, যেহেতু আপনি শরণাগত ব্যক্তিদিগের পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনার আমাকে এই পাপ হইতে পরিত্রাণ করা উচিত। হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি এরূপ বিধান করুন্, যাহাতে আমিও আপনার প্রসাদে দীর্ঘায়ু ও অক্ষয় হইয়া, অত্যুত্তম তপ করিয়া স্বর্গ লোকের সুখ ভোগ করিতে পারি, এবং এই রাজাও কৃতকার্য্য হন।"

মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা

করিলেন, এবং পুত্রদিগকে এই কথা বলিলেন, "হে পুত্রগণ! মঙ্গলার্থী পিতারা পরলোকহিত-নিমিত্তই পুত্র সকল উৎপাদন করিয়া থাকেন; তোমাদিগেরও সম্প্রতি আমার পরলোকের মঙ্গল সম্পাদন করিবার সময় উপস্থিত হই-য়াছে; অতএব এই যে বালক মুনিপুত্র আমার শরণাগত হইয়াছে, তোমরা ইহার প্রাণ দান করিয়া আমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন কর। তোমরা সকলেই সুকৃত-কারী ও ধর্ম্মপরায়ণ, তোমরা এই নরেন্দ্রের বলি হইয়া অগ্নির তৃপ্তি সম্পাদন কর, তাহা হইলে, এই রাজার যজ্ঞও নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয়, দেবগণও পরিতৃপ্ত হন, এবং এই শুনঃশেফ সনাথ হয়, ও আমার বাক্যেরও সম্যক্ অনুষ্ঠান কর হয়।"

হে নরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বামিত্র মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মধুচ্ছন্দপ্রভৃতি পুত্রেরা অভিমান-সহকারে পরিহাসপূর্ব্বক তাঁহাকে "হে বিভো! আপনি কিপ্রকারে আত্মপুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের পুত্রকে পরিত্রাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! আমরা দেখিতেছি যে, উহা আত্মমাংসভক্ষণের ন্যায় অতীব অকর্ত্তব্য কর্ম্ম!" এই কথা বলিলেন। মুনি-পুঙ্গব বিশ্বামিত্র পুত্রদিগের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-সংরক্ত-লোচন হইয়া তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, "যেহেতু তোরা ভীতিশূন্য হইয়া আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া দারুণ রোমহর্ষণ এই ধর্ম্মবিগর্হিত বাক্য বলিলি! অতএব তোরা বসিষ্ঠ-পুত্রদিগের ন্যায় মুষ্টিকা জাতিতে অনেক বার জন্ম লাভ করিয়া কুক্কুর-মাংস-ভোজী হইয়া সম্পূর্ণ সহস্র বর্ষ পৃথিবীতে বিচরণ কর্।"

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র পুত্রদিগকে সেইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া পরমার্ত্ত শুনঃশেফের বিঘ্ন নিবারণার্থ রক্ষা বিধান করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মুনি-পুত্র! অম্বরীষের যজ্ঞে বৈষ্ণব যূপে পবিত্র পাশে আবদ্ধ, রক্তমাল্যধারী ও রক্তানুলেপন হইয়া অগ্নিকে আগ্নেয় মন্ত্র-দ্বারা স্তব করিও, এবং এই দুই দিব্য-গাথা গান করিও, তাহা হইলেই তুমি সিদ্ধি লাভ করিবে।"

শুনঃশেফ সমাহিত হইয়া সেই দুই গাথা গ্রহণ করিলেন, এবং সত্বর রাজসিংহ অম্বরীষের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে "হে মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজসিংহ! চলুন, আমরা শীঘ্র গমন করি। হে রাজেন্দ্র! আপনি তথায় যাইয়া যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক দীক্ষার নিবৃত্তি করুন," ইহা বলিলেন। নরপতি অম্বরীষ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষসমন্বিত হইয়া আলস্য-পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র যজ্ঞভূমিতে গমন করি-লেন। অনন্তর সেই রাজা সদস্যদিগের মতা-নুসারে শুনঃশেফকে রক্তাম্বর পরিধান করাইয়া পবিত্র কুশ-রজ্জুতে বন্ধনপূর্ব্বক পশু-স্বরূপ করিয়া যূপে বন্ধন করিলেন। সেই মুনিনন্দন যূপে আবদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠ আগ্নেয় মন্ত্রদ্বারা অগ্নিকে স্তব করিয়া, ইন্দ্র ও ইন্দ্রানুজ বিষ্ণু, এই দুই দেবকে সেই দুই গাথা দ্বারা যথাবৎ স্তব করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! অনন্তর বিষ্ণু ও সহস্রাক্ষ বাসব শুনঃশেফ-কর্তৃক রহস্য-স্তুতি দ্বারা তোষিত হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘ-আয়ু প্রদান করিলেন। সেই রাজাও তাঁহাদিগের প্রসাদে সেই যজ্ঞের বহুগুণ ফল লাভ করিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! এদিকে মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র পুষ্করতীরস্থ তপোবনে পুনশ্চ তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যা করিতে করিতে সহস্র বর্ষ বিগত হইল।

দ্বিষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্ট সর্গ।

সহস্র বর্ষ পূর্ণ হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রত-স্নান করিলেন। পরে ব্রহ্মা-প্রভৃতি দেব-গণ বিশ্বামিত্রকে তপস্যার ফল প্রদান করিবার মানসে আগমন করিলেন। অনন্তর দেবদেব মহাতেজস্বী ব্রহ্মা তাঁহাকে "তোমার মঙ্গল হইল,—তুমি স্বীয় অর্জ্জিত শুভ কর্ম্ম-দ্বারা ঋষিত্ব লাভ করিলে," এই রুচির বাক্য বলি-লেন। তিনি তাঁহাকে সেইরূপ বলিয়া ত্রিদিবে প্রতিগমন করিলেন। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রও পুনশ্চ সুমহৎ তপ করিতে লাগিলেন।

হে নরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর বহুকালের 'পর মেনকা নামে শ্রেষ্ঠা অপ্সরা পুষ্কর তীর্থে আসিয়া স্নান করিতে উপক্রম করিল। তখন গাধিনন্দন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র মুনি সেই অপ্রতিমরূপ-সম্পন্না মেনকা অপ্সরাকে, যেরূপ মেঘ-মধ্যে বিদ্যুৎ বিরাজমানা হয়, সেইরূপ সেই সরোবরে বিরাজমানা দেখিয়া কন্দর্পের দর্পের আয়ত্ত হইলেন, এবং তাহাকে এই কথা বলিলেন, "হে অপ্সরে! তোমার মঙ্গল হউক,—তোমার আগমন শুভ হউক,—তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর, এবং আমি মদন-বিমোহিত হইয়াছি, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর।"

সেই বরারোহা মেনকা বিশ্বামিত্র-কর্তৃক সেইরূপ কথিত হইয়া তথায় বাস করিল, তাহাতে বিশ্বামিত্রের তপস্যার মহান্ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। হে রঘুনন্দন! বিশ্বামিত্রের সেই শুভদর্শন আশ্রমে মেনকা অপ্সরার সুখে বাস করিতে করিতে দশ বর্ষ কাল অতীত হইল।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর সেই দশ বর্ষ কাল অতীত হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র লজ্জান্বিতের ন্যায় চিন্তাযুক্ত ও শোকপরায়ণ হইলেন, এবং তাঁহার এতাদৃশী অমর্ষ-সমন্বিতা বুদ্ধি হইল, "এসমস্তই দেবতাদিগের কার্য্য!—তাঁহারাই এইরূপে আমার সুমহৎ তপ অপহরণ করিয়াছেন! অন্যথা কি প্রকারে অহোরাত্রের অপদেশে দশ বর্ষ কাল বিগত হইতে পারে?" সেই মুনিবর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে 'আমি কাম ও মোহে অভিভূত হওয়াপ্রযুক্তই আমার এই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে।' এরূপ পশ্চাত্তাপ করত দুঃখিত হইলেন। হে রাম! তৎকালে মেনকা অপ্সরাকে ভীতা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মানা দেখিয়া, মহাযশস্বী গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র তাঁহাকে মধুর বাক্য-দ্বারা সান্ত্বনা করত বিসর্জ্জন করিলেন। পরে তিনি কামকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া উৎকটব্রহ্মচর্য্যা-বিষয়িনী বুদ্ধি করিয়া উত্তর-দিকে হিমালয় পর্ব্বতে যাইয়া কৌশিকী নদীর তীরে অতি-কঠিন তপ করিতে লাগিলেন।

হে রাম! উত্তর-দিকের পর্ব্বতে সেই বিশ্বামিত্র মুনির মহাঘোর তপ করিতে করিতে সহস্র সহস্র বর্ষ অতীত হইল। তখন দেবেরা ঋষিগণের সহিত ভীত হইলেন। তাঁহারা সকলে সম্যক্ মন্ত্রণা করিয়া, ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন "এই গাধিনন্দন মঙ্গলে মঙ্গলে মহর্ষিত্ব লাভ করুন।"

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে বৎস! তোমার এই প্রদেশে আগমন শুভ হউক,—হে কৌশিক মহর্ষে! আমি তোমার এই উগ্র তপে সন্তুষ্ট হইয়াছি, সুতরাং আমি তোমাকে মহত্ত্ব—ঋষিমুখ্যত্ব প্রদান করিতেছি।"

তপোধন বিশ্বামিত্র পিতামহ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ভগবন্! যখন আপনি বলিলেন, 'আমি স্বীয় অর্জ্জিত শুভ কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিলাম,' তখন বোধ হইতেছে, 'আমি জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিব!' আমার ইন্দ্রিয়গণ কি পরাজিত হইয়াছে?"

অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে "হে মুনিশার্দ্দূল! তুমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হও নাই, জিতেন্দ্রিয় হইতে যত্ন কর," এই কথা বলিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবতারা প্রস্থান করিলে, মহামুনি তপোধন বিশ্বামিত্রও ঊর্দ্ধবাহু, নিরবলম্বন ও বায়ুভক্ষ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন,—তিনি অহোরাত্র গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা ও শিশির কালে সলিলশায়ী হইয়া এবং বর্ষাকালে অনাবৃত প্রদেশে থাকিয়া সহস্রবর্ষানুষ্ঠেয় মহাঘোর তপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বামিত্র মুনি সেইরূপ তপস্যা করিতে লাগিলে, বাসব ও দেবগণের মহাসন্তাপ হইল। তখন শক্র মরুদ্গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবের সহিত রম্ভাকে স্বীয় হিত-জনক ও কৌশিক বিশ্বামিত্রের অহিত-জনক বাক্য বলিলেন।

ত্রিষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্ট সর্গ।

হে রাম! ধীসম্পন্ন সুরেশ্বর সহস্রাক্ষ রম্ভাকে "রম্ভে! তুমি এই সুমহৎ সুরকার্য্য সম্পাদন কর,—তুমি কৌশিক বিশ্বামিত্রের কাম-জনক চিত্তবিকার সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে প্রতারণা কর" এরূপ বলিলে, সেই অপ্সরা লজ্জিতা হইয়া, অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিল, "হে সুরেশ্বর! এই মহাভয়ানক মহামুনি বিশ্বামিত্র আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে মহাঘোর অভিশাপ প্রদান করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই; হে দেব! এইজন্য আমার অতিশয় ভয় হইতেছে, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।"

হে রাম! সেই অপ্সরা ভীতা হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সহস্রাক্ষকে সেই ভীতিসমন্বিত বাক্য বলিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, "রম্ভে! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমার শাসন রক্ষা কর, ভয় করিও'না, যেহেতু আমি হৃদয়াকর্ষী কোকিল হইয়া কন্দর্পের সহিত তোমার পার্শ্বে রুচির মধক বৃক্ষে অবস্থিতি করিব। ভদ্রে! তুমি পরম ভাস্বর হাব-ভাব-প্রভৃতি গুণসমন্বিত রূপ করিয়া সেই তপস্যাকারী কৌশিক বিশ্বামিত্র ঋষির চিত্ত-বিকার সম্পাদন কর।"

সেই অপ্সরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যুত্তম রূপ করত কমনীয়া হইয়া মনোহর ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে প্রলোভিত করিতে উদ্যতা হইল। সেই মুনি-পুঙ্গব গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র সেই মনোহর রব-কারী কোকিলের শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট-মানসে রম্ভাকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর তিনি রম্ভাকে দেখিয়া এবং তাহার অপ্রতিম গান ও সেই কোকিলের শব্দ শ্রবণ করিয়া সন্দেহান্বিত হইলেন, এবং 'এসমস্ত সহস্রাক্ষের কর্ম্ম,' ইহা জানিতে পারিয়া রোষাবিষ্ট হইয়া রম্ভাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, "রে রম্ভে! সম্প্রতি আমি কাম ও ক্রোধকে জয় করিতে চেষ্টা করিতেছি, এসময়ে তুই আমাকে প্রলো-ভিত করিতে উদ্যতা হইয়াছিস্! অতএব তুই দশ সহস্র বর্ষ শৈলীভূতা হইয়া থাকিবি! রে দুর্ভাগ্যে! কোন্ মহাতেজস্বী তপোবল-সমন্বিত ব্রাহ্মণ তোরে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিবেন?"

মহাতেজস্বী মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র স্বীয় ক্রোধ ধারণ করিতে না পারিয়া সেইরূপ বলিয়া সন্তাপ লাভ করিলেন। মহেন্দ্র ও কন্দর্প মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং রম্ভাও বিশ্বামিত্রের সেই অব্যর্থ অভিশাপে তখনই শৈলীভূতা হইল।

হে রাম! অনন্তর কোপ-কর্তৃক তপ অপহৃত হইলে, মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়-পরাজিত না হওয়াতে মনের শান্তিলাভ করি-লেন না; পরন্তু তপ অপহৃত হওয়া-প্রযুক্ত তাঁহার মনে এতাদৃশী চিন্তা হইল, "আর আমি কখন এরূপ ক্রুদ্ধ হইব না, এবং কোন প্রকারেই এরূপ শাপবাক্যেও বলিব না; অথবা আমি শত শত বর্ষ নিশ্বাস বদ্ধ করিয়াই থাকিব,—আমি ইন্দ্রিয় জয় করিবার নিমিত্ত অনাহারী ও অনুচ্ছ্বাস হইয়া বহু বর্ষ,—যেকাল-পর্য্যন্ত আমি তপস্যা-দ্বারা ব্রাহ্মণ্যলাভ করিতে না পারিব, তাবৎকাল তপস্যা-দ্বারা শরীর শোষণ করিব। তাদৃশ-তপস্যা-প্রভা-বেই আমার অবয়ব সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে না।" হে রাঘব! অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র তাদৃশী সহস্র-বর্ষব্যাপিনী অপ্রতিমা দীক্ষা অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

চতুঃষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্ট সর্গ।

হে রাম! অনন্তর মহামুনি বিশ্বামিত্র উত্তর দিক্ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-দিকে যাইয়া সুদারুণ তপ করিতে লাগিলেন। তিনি সহস্রবর্ষ-ব্যাপী অত্যুত্তম মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়া অপ্রতিম পরম দুষ্কর তপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই মহামুনি বিশ্বামিত্র এরূপ অধ্যবসায় করিয়া কাষ্ঠভূত (ইষ্টানিষ্ট-বিবেক-জ্ঞান-বিহীনের ন্যায়) হইয়া অক্ষয়

তপ করিলেন যে, সম্পূর্ণ সহস্র বর্ষের মধ্যে বহুবিধ বিঘ্নে আক্রান্ত হইলেও তাঁহার অন্তরে ক্রোধ অবকাশ লাভ করিতে পারিল না।

হে রঘুনন্দন! অনন্তর সেই সহস্র-বর্ষানুষ্ঠেয় ব্রত পূর্ণ হইলে, মহাব্রতানুষ্ঠায়ী বিশ্বামিত্র অন্ন ভোজন করিতে উদ্যত হইলেন! তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণরূপী হইয়া তাঁহার নিকট সেই সিদ্ধ অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। মহাতপস্বী ভগবান্ বিশ্বামিত্র সেই সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিতে নিশ্চয় করিয়া তখনই তাঁহাকে সমস্ত অন্ন প্রদান করিলেন, কিন্তু মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, বলিয়া সেই বিপ্রকে কিছুই বলিলেন না; প্রত্যুত অন্ন নিঃশেষিত হওয়া-প্রযুক্ত ভোজন না করিয়া সেই অবস্থাতেই পুনরায় নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র সেইরূপে নিশ্বাস বদ্ধ করিয়া সহস্র বর্ষই অতিবাহন করিলেন। পরে সেই বদ্ধনিশ্বাস বিশ্বামিত্রের মস্তক হইতে সধূম অগ্নি নিঃসৃত হইল। সেই অগ্নিতে ত্রৈলোক্য অগ্নিসন্তাপিত ব্যক্তির ন্যায় সম্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, উরগ, এবং রাক্ষসেরাও তাঁহার তপস্যার তেজে মোহিত ও মন্দপ্রভ হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে বিমুগ্ধমানস হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে দেব! মহামুনি বিশ্বামিত্র নানা প্রকারে লোভিত ও ক্রোধিত হইয়াছেন, তথাপি ইনি ক্রমশ তপস্যা-দ্বারা অভিবর্দ্ধিতই হইতেছেন, ইহাঁর অতিসূক্ষ্ম কিঞ্চিন্মাত্র পাপও পরিদৃশ্যমান হইতেছে না; অতএব যদি ইহাঁকে অভিলষিত বর প্রদান করা না যায়, তবে ইনি তপস্যা-দ্বারা, সচরাচর ত্রৈলোক্যই বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। হে ব্রহ্মন্! দেখুন! এখনই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যা-প্রভাবে দিক্ সকল তমোব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,—কিছুই প্রকাশমান হইতেছে না; সাগর সকল ক্ষুভিত ও পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হইতেছে, এমন কি সমগ্র-পৃথিবীই প্রকম্পিতা হইতেছে; এবং ত্রিলোকবর্ত্তী সমস্ত প্রাণীই সম্যক্ ক্ষুব্ধমানস হইয়াছে,—বিমুগ্ধের ন্যায় স্বকর্ম্মানুষ্ঠান-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, অধিক্ কি! ভাস্কর নিষ্প্রভ এবং বায়ুও সঙ্কুলগামী হইয়াছেন। হে দেব! এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিকারোপায় আমাদিগের বুদ্ধিগম্য হইতেছে না, সুতরাং আমরা প্রতিকার করিতে অসমর্থ; অতএব যেপর্য্যন্ত এই মহামুনি অগ্নিতুল্য-প্রভাবশালী ভগবান্ বিশ্বামিত্র, যেরূপ পূর্ব্বে কালাগ্নি অখিল জগৎ দগ্ধ করিয়াছিল, সেইরূপ জগৎ দগ্ধ করিতে অভিপ্রায় না করেন, তন্মধ্যেই ইহাঁকে প্রসন্ন করা উচিত; সুতরাং ইনি দেবরাজ্য বা আর যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই আপনি ইহাঁকে প্রদান করুন।"

অনন্তর সমস্ত দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া, মহাত্মা বিশ্বমিত্রের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে ব্রহ্মর্ষে! তোমার এই প্রদেশে আগমন শুভ হউক। হে কৌশিক ব্রহ্মন্! তুমি এই উগ্র তপো-দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিলে; পরন্তু আমরা তোমার তপস্যাতে সম্যক্ সন্তোষ লাভ করিয়াছি, এজন্য আমরা মরুদ্গণের সহিত তোমাকে দীর্ঘ আয়ুও প্রদান করিলাম। হে শুভদর্শন! তোমার অভিলাষ সফল হইয়াছে; সম্প্রতি তুমি যথাসুখে বিচরণ কর, এবং কল্যাণ প্রাপ্ত হও।"

মহামুনি বিশ্বামিত্র পিতামহ-প্রভৃতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রমুদিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করত কহিলেন, "হে সুরবরগণ! যদি আমি ব্রাহ্মণ্য ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করিলাম, তবে চতুর্বেদ, ওঁকার ও বষট্কার আমাকে বরণ করুন, এবং ক্ষত্রবেদবিৎ ও ব্রহ্মবেদজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বসিষ্ঠ আমাকে 'ব্রহ্মর্ষি' বলিয়া সম্ভাষা করুন। হে দেবগণ! যদি এরূপ হয়, তবে আপনাদিগের আমার পরম অভিলাষ সফল করা হয়, এবং আপনারাও নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতে পারেন।"

অনন্তর দেবতারা তপস্বি-প্রবর ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলে, তিনি বিশ্বামিত্রের সহিত সখ্য করিলেন, এবং তাঁহাকে 'তোমার অভিপ্রায় সফল হউক,' এই কথা বলিলেন।

পরে দেবতারাও তাঁহাকে "তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ; তোমার সকলই সম্পন্ন হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই," ইহা বলিয়া, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া তপস্বিপ্রবর বসিষ্ঠকে পূজা করিলেন। পরে তিনি কৃতকাম হইয়া তদ্গতচিত্তৎপর থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

হে রাম! এই মহাত্মা বিশ্বামিত্র এইরূপে ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন। ইনি মুনিদিগের অগ্রগণ্য; ইনি শরীর-সম্পন্ন তপঃস্বরূপ; এবং ইনি নিয়ত ধর্ম্মনিরত ও বীর্য্যশালীদিগের পরাকাষ্ঠা।

মহাতেজস্বী দ্বিজবর শতানন্দ সেইরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। রাজা জনক রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিধানে শতানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া গাধিপুত্র বিশ্বামিত্রকে এই কথা বলিলেন, "হে ব্রহ্মন্! যেহেতু আপনি এই দুই কাকুৎস্থের সহিত আমার যজ্ঞভূমিতে আগমন করিয়াছেন, অতএব আমি ধন্য ও আপনার অনুগৃহীত হইলাম,—হে কৌশিক মুনিবর! আপনি আমাকে দর্শন দিয়া পবিত্র করিলেন,—আমি আপনার সন্দর্শন লাভ করিয়া বিবিধ গুণ লাভ করিলাম। হে মহাতেজঃ-সম্পন্ন মহামুনে! আমি শতানন্দ-কর্ত্তৃক বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তিত আপনার সুমহৎ তপ ও বহুবিধ গুণ সকল শ্রবণ করিলাম, এবং এই মহাত্মা রাম ও এই সকল সদঃস্থিত সদস্যেরাও শ্রবণ করিলেন। হে গাধিনন্দন! কেহই আপনার তপস্যার, বলের কি আপনাতে যে সকল গুণ নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তৎসমুদায়ের ইয়ত্তা জ্ঞান করিতে পারে না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ বিভো! আপনার পরমাশ্চর্য্য আখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না; পরন্তু দিবাকর অবনত হইতেছেন, সুতরাং আমার যজ্ঞক্রিয়ার সময় অতিক্রান্ত হইতেছে; আপনি আমাকে ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন্। হে মহাতেজঃসম্পন্ন তপস্বিপ্রবর! কল্য প্রভাতে আসিয়া আমাকে দর্শন দিবেন। আপনার আগমন শুভ হউক"

মিথিলাধিপতি বৈদেহ জনক মুনিবর বিশ্বামিত্রকে সেইরূপ বলিয়া উপাধ্যায় ও বান্ধববর্গের সহিত শীঘ্র তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে মুনিশার্দ্দূল ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র প্রীতি-সম্পন্ন পুরুষবর জনক-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া প্রীতমানস হওত তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর তিনি মহাত্মা ঋষিগণ-কর্ত্তৃক অভিপূজ্যমান হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত স্বীয় আবাস-স্থলে গমন করিলেন।

পঞ্চষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ট সর্গ।

অনন্তর বিমল প্রভাত কাল উপস্থিত হইলে, নরাধিপ জনক নিত্য কার্য্য সমাধান করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের সহিত আহ্বান করিলেন। পরে ধর্ম্মাত্মা জনক বিশ্বামিত্র ও সেই দুই মহাত্মা রাঘবকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে পূজা করিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনার আগমন শুভ হউক,—হে অনঘ! আমি আপনার আজ্ঞাকারী, আমাকে আপনার যে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহা আপনি অনুজ্ঞা করুন্।"

বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনক-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "ইহাঁরা লোকবিশ্রুত ক্ষত্রিয় দশরথ রাজার পুত্র; আপনার নিকট যে শ্রেষ্ঠ ধনু আছে, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত, ইহাঁরা এখানে আগমন করিয়াছেন; আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি ইহাঁদিগকে সেই ধনু প্রদর্শন করুন, ইহাঁরাও সেই ধনু দর্শন করিয়া পূর্ণ-মনোরথ হউন, এবং ইহাঁদিগের যাহা অভিলাষ হয়, তাহা করুন।"

জনক মহামুনি বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ভগবন্! যে প্রকারে আমি সেই ধনু প্রাপ্ত

হইয়াছি, এবং যেনিমিত্ত তাহা আমার নিকট আছে, আমি সেই বিবরণ কীর্ত্তন করিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাত্মা দেবরাত নামে বিখ্যাত নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র নরপতি ছিলেন; তাঁহার হস্তে ঐ ধনু ন্যাস-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল।—পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশকালে বীর্য্যবান্ মহাদেব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক লীলা-সহকারে দেবতাদিগকে কহিয়াছিলেন, "হে সুরগণ! যেহেতু, আমি হবির্ভাগার্থী, তোমরা আমার ভাগ কল্পনা কর নাই, অতএব আমি তোমাদিগের সর্ব্বলোকপূজনীয় মস্তক সকল এই ধনুর্দ্বারাই ছেদন করিব।"

হে মুনিপুঙ্গব! অনন্তর দেবগণ বিমনা হইয়া দেবেশ্বর হরকে প্রসাদন করিয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহাদিগকে সেই ধনু প্রদান করিয়াছিলেন। হে বিভো! সেই মহাত্মা দেবদেব মহাদেবের সেই ধনু তৎকালে দেবগণ কর্ত্তৃক ন্যাস-স্বরূপ আমার পূর্ব্বজাত দেবরাতের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, উহাই সেই ধনু।

হে মুনিপুঙ্গব! একদা আমি ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমার লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে একটি কন্যা উত্থিতা হইল। আমি ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে করিতে সীতা (লাঙ্গলপদ্ধতি) হইতে সেই কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এজন্য সেই কন্যা "সীতা" বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছে। ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই নন্দিনী ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। আমি সেই অযোনিজা কন্যাকে বীর্য্যশুল্কা (যিনি স্বীয় বীর্য্যবলে সেই হরধনুর আকর্ষণাদি করিতে পারিবেন, তিনি এই কন্যা লাভ করিবেন, এরূপ পণে আবদ্ধা) করিয়া রাখিলাম।

হে ভগবন্! অনন্তর ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই কন্যা যৌবনসম্পন্না হইলে, অনেক রাজা আসিয়া তাহাকে বরণ করিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে "আমার এই কন্যা বীর্য্যশুল্কা, অতএব তোমাদিগের বীর্য্য না দেখিয়া আমি তোমাদিগকে কন্যা প্রদান করিতে পারি না," ইহা বলিলাম। হে মুনিশার্দ্দূল! অনন্তর সেই নরপতি সকল মিলিত হইয়া, মিথিলাতে প্রবেশ করিয়া পণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন আমি সেই সকল জিজ্ঞাসাতৎপর নরপতিদিগকে সেই শৈব ধনু প্রদর্শন করিলাম। তাঁহারা সেই ধনু উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না, এমন কি! তাহা পরিচালিত করিতেও পারিলেন না। হে মহামুনে! আমি সেই সকল বীর্য্যশালী নরপতিদিগের বীর্য্য অল্প দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম।

হে তপোধন! পরে যাহা হইল, তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মুনিপুঙ্গব! অনন্তর সেই সকল শ্রেষ্ঠনরপালেরা মৎকর্ত্তৃক আত্মাকে অবমানিত বোধ করিয়া অতীব কোপাবিষ্ট হইলেন এবং বীর্য্যবিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া পরম ক্রোধসহকারে মিথিলাপুরী প্রপীড়ন করত অবরোধ করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে, আমার সমস্ত সাধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তখন আমি অতীব দুঃখিত হইয়া তপস্যাদ্বারা সমস্ত দেবগণকে প্রসন্ন করিলাম। তাঁহারাও পরম প্রীত হইয়া আমাকে চতুরঙ্গ সৈন্য প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই সকল পাপাচারী বীর্য্যহীন অথচ বীর্য্য-সন্দিগ্ধ নৃপতিরা অমাত্যগণের সহিত সেই চতুরঙ্গ সৈন্যকর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া নানা দিকে গমন করিলেন।

হে সুব্রতানুষ্ঠায়ি-মুনিশার্দ্দূল! আমি সেই পরম ভাস্বরধনু রাম ও লক্ষ্মণকে প্রদর্শন করিতেছি। হে মুনে! যদি এই দাশরথি রাম সেই ধনু আকর্ষণ করিতে পারেন, তবে ইহাঁকে আমি সীতানাম্নী অযোনিজা কন্যা প্রদান করিব।

ষট্‌ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্ট সর্গ।

মহামুনি বিশ্বামিত্র জনক রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে "আপনি রামকে সেই ধনু প্রদর্শন করুন," এই কথা বলিলেন। পরে, জনক রাজা সচিবদিগকে "তোমরা সেই মাল্য-বিভূষিত গন্ধানুলেপিত ধনু আনয়ন কর," এরূপ আদেশ করিলেন। সেই সকল অমিত-তেজস্বী সচিবেরা পুরীতে প্রবেশ করিয়া সেই ধনু অগ্রে করত নির্গত হইলেন। অতিদীর্ঘ মহাবলশালী পঞ্চ সহস্র নর অতিকষ্টে, যে অষ্ট-চক্র-সমন্বিতা মঞ্জুষাতে সেই ধনু ছিল, সেই মঞ্জুষা বহন করিল। দেবতুল্য জনক নরপতির সেই সকল মন্ত্রীরা সেই মঞ্জুষা গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে "হে নরপাল! এই সেই সমস্ত রাজগণ-কর্ত্তৃক পূজিত শ্রেষ্ঠ ধনু! হে মিথিলাপাল রাজেন্দ্র! যদি আপনি এই ধনু ইহাঁদিগকে প্রর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রদর্শন করুন," ইহা বলিলেন। নরপতি জনক তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! এই শ্রেষ্ঠ ধনু জনক-বংশীয় সকলেরই অভিপূজিত, এবং তৎকালে যে সকল মহাবীর্য্য-সম্পন্ন সীতা-পরিণয়াভিলাষী রাজারা ইহা উত্তোলন করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগেরও পূজিত। হে মহাভাগ মুনিবর! এই শ্রেষ্ঠ ধনু কাঁপাইতে কি উত্তোলন করিতে, অথবা ইহাতে জ্যা আরোপণ করিতে, টঙ্কার দিতে, কি বাণ যোগ করিতে, সমস্ত দেব, দানব, রাক্ষস, কিন্নর, মহোরগ এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগেরও সামর্থ্য নাই, সুতরাং মনুষ্যদিগের ইহার আকর্ষণাদি করিবার শক্তি না থাকিলেও, আপনার অনুজ্ঞানুসারেই ইহা আনীত হইয়াছে, আপনি এই দুই রাজনন্দনকে প্রদর্শন করুন।"

বিশ্বামিত্র রঘুনন্দন রামের সহিত জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে "হে বৎস রাম! তুমি এই ধনু দর্শন কর," এই কথা বলিলেন। রামও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে, যে মঞ্জুষাতে সেই ধনু ছিল, সেই মঞ্জুষা উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক তাহা সন্দর্শন করিয়া সকলের সমক্ষেই "আমি এই দিব্য শ্রেষ্ঠ ধনু হস্ত-দ্বারা গ্রহণ করি, এবং ইহা উত্তোলন করিতে ও ইহাতে টঙ্কার দিতেও যত্ন করিব," এই কথা বলিলেন। তখন বিদেহরাজ জনক ও বিশ্বামিত্র মুনি তাঁহাকে "ভাল! ভাল!" ইহা বলিলেন। সেই নরশ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম বিশ্বামিত্র মুনির বাক্যানুসারে বহুসহস্র দর্শন-কারী মানবের সমক্ষে অবলীলাক্রমে সেই ধনুর মধ্য-ভাগ গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যা আরোপণ করিলেন। তিনি তাহাতে জ্যা আবোপণ করিয়া টঙ্কার দিলেন, এবং সেই ধনু ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে সেই ধনুর নির্ঘাত-তুল্য তুমুল শব্দ হইল; যেরূপ পর্ব্বত বিদীর্ণ হইবার সময়ে তত্রত্য প্রদেশে ভূমিকম্প হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই প্রদেশে ভূমিকম্প হইল; এবং মুনিবর বিশ্বামিত্র, রাজা জনক ও সেই দুই রঘুনন্দন-ব্যতিরেকে তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিই সেই শব্দে মোহ প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর সেই সকল ব্যক্তি আশ্বাস প্রাপ্ত হইলে, বাক্যবিশারদ রাজা জনক নিশ্চিন্ত হইয়া মুনিবর বিশ্বামিত্রকে এই বাক্য বলিলেন, "হে ভগবন্! ঐ ধনুতে জ্যা আরোপণ করা অচিন্তনীয় ও পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার,—আমি কখন এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কেহ উহাতে জ্যা আরোপণ করিতে পারিবে; সুতরাং দশরথতনয় রামের যাদৃশ বীর্য্য, তাহা আমি সম্যক্ অবগত হইলাম, অতএব আমার নন্দিনী সীতা যে ইহাঁকে ভর্ত্তা লাভ করিয়া জনক-কুলের কীর্ত্তি বৃদ্ধি করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই। হে কৌশিক ব্রহ্মন্! 'আমার তনয়া সীতা বীর্য্যশুল্কা,' আমি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সত্য হইল; আমি রামেরে আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা নন্দিনী সীতাকে প্রদান করিব; অতএব আমার মন্ত্রীরা সত্বর হইয়া রথ-দ্বারা শীঘ্র অযোধ্যাতে যাইয়া বিনয়ান্বিত বাক্যে দশরথ রাজাকে আনয়ন করুন,—তাঁহারা অতীব

শীঘ্রগামী হইয়া তথায় যাইয়া আমার নন্দিনী বীর্য্যশুল্কা সীতার বিবাহবিষয়ক বৃত্তান্ত এবং রাম ও লক্ষ্মণ আপনা-কর্তৃক সম্যক্ রক্ষিত হইয়াছেন, ইহা নিবেদনপূর্ব্বক প্রীতি-সমন্বিত রাজা দশরথকে শীঘ্র আমার নগরীতে আনয়ন করুন! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি এবিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।"

কৌশিক বিশ্বামিত্র ধর্ম্মাত্মা জনক রাজাকে "তাহাই হউক," ইহা বলিলেন। তখন জনক মন্ত্রীদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক, রাজা দশরথকে যাহা যাহা বলিতে হইবে, তৎসমস্ত নির্দ্দেশ করিলেন, এবং নরপতি দশরথকে যথাভূত বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক আনয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।

সপ্তষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্ট সর্গ।

জনক-কর্ত্তৃক দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত সেই মন্ত্রী ক্লান্তবাহন হইয়া পথিমধ্যে তিন রাত্রি বাস করিয়া অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। পরে তাঁহারা রাজদ্বারে যাইয়া "জনক রাজা আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন," বলিয়া, দ্বারপালগণ-কর্ত্তৃক রাজভবনে প্রবেশিত হইয়া দেবতুল্য নরপতি বৃদ্ধ দশরথ রাজাকে দেখিতে পাইলেন, এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নির্ভয়ে বিনয়-সহকারে তাঁহাকে মধুরাক্ষরসমন্বিত এই বাক্য বলিলেন, "হে মহারাজ! মিথিলাধিপতি বৈদেহ রাজা জনক ঋত্বিগ্দিগের সহিত বারংবার স্নেহান্বিত বাক্যে আপনার এবং আপনার পুরোহিত, উপাধ্যায় ও ভৃত্য বর্গের অনাময় ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি আপনার অক্ষয় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কৌশিক বিশ্বামিত্রের মতানুসারে আপনাকে এই কথা বলিয়াছেন,' "হে রাজন্! আপনি পূর্ব্বেই বিদিত হইয়াছেন, যে, 'যিনি হরধনুর আকর্ষণাদি করিতে পারিবেন, তাঁহাকে আমি স্বীয় তনয়া প্রদান করিব,' এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এবং তৎপরে অনেক রাজা সীতার অভিলাষে এখানে আসিয়া অল্পবীর্য্য-প্রযুক্ত মৎ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া বৈর নির্য্যতনে উদ্যত হইলে, আমি তাহাদিগকে পরাঙ্মুখ করিয়াছি। হে মহাবাহো! সম্প্রতি আপনার পুত্র মহাত্মা রাম বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে এখানে আসিয়া বহুজন-সমাজে সেই দিব্য রত্ন-স্বরূপ ধনুর মধ্য ভাগ ভগ্ন করিয়া আমার সেই নন্দিনীকে জয় করিয়াছেন, সুতরাং আমার ঐ মহাত্মাকে বীর্য্যশুল্কা সীতা দান করা বিধেয় হইয়াছে। হে মহারাজ! আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে অভিলাষ করিতেছি, আপনি তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন,—হে রাজেন্দ্র! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত শীঘ্র এখানে আসিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করুন, এবং আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করুন, তাহা হইলে, আপনার মঙ্গল হইবে,—আপনি উভয় পুত্রেরই বিবাহনিবন্ধন-প্রীতি উপলব্ধি করিবেন।" বিদেহরাজ জনক বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শতানন্দের মতানুসারে আপনাকে এরূপ মধুর বাক্য বলিয়াছেন।"

দশরথ রাজা সেই দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া অতিহৃষ্ট হইয়া বসিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, "সেই রঘুনন্দন কৌশল্যানন্দ-বর্দ্ধন রাম গাধিপুত্র-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত বিদেহ দেশে বাস করিতেছেন। মহাত্মা জনক বীর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি আপনারা মহাত্মা জনকের চরিত্র আমাদিগের যৌন সম্বন্ধের উপযুক্ত বোধ করেন, তবে আমরা শীঘ্র তাঁহার নগরীতে গমন করি, মিথ্যা কালাতিক্রম না হউক।"

মন্ত্রীরা সমস্ত মহর্ষিদিগের সহিত তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন। রাজাও অত্যন্ত প্রীত হইয়া মন্ত্রীদিগকে "কল্য যাত্রা করা যাইবে," ইহা বলিলেন। জনক রাজার সেই সমস্ত গুণসমন্বিত মন্ত্রীরা নরেন্দ্র দশরথ-কর্ত্তৃক পরম সৎকৃত হইয়া প্রমোদ-সহকারে সেই রজনী যাপন করিলেন।

অষ্টষষ্ট সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্তত সর্গ।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে, রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বান্ধব-বর্গের সহিত হর্ষ সহকারে সুমন্ত্রকে এই কথা বলিলেন, "অদ্য সমস্ত ধনাধ্যক্ষেরা বহু ধন ও নানাবিধ রত্ন গ্রহণ করিয়া সৈনিকবর্গে সম্যক্ রক্ষিত হইয়া অগ্রে গমন করুন; চতুরঙ্গ সৈন্য শীঘ্র নির্গত হউক; এখনই অত্যুত্তম যান ও অশ্বাদি বাহন বসিষ্ঠ-প্রভৃতিকে বহনার্থ গমন করুক; বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি, এই সকল ব্রাহ্মণেরা অগ্রে গমন করুন; এবং তুমি আমার রথ যোজনা কর। জনক-দূতেরা আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে, সুতরাং তুমি এই সমস্ত অতিশীঘ্র নির্ব্বাহ কর, যাহাতে কালবিলম্ব না হয়।"

দশরথ রাজার বাক্যানুসারে চতুরঙ্গিণী সেনা ঋষিগণের সহিত সেই গমনকারী নরেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। দশরথ রাজা পথিমধ্যে চারি দিবস বাস করিয়া বিদেহ দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ জনক রাজাও দশরথ রাজার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার পূজার আয়োজন করিলেন। অনন্তর পার্থিবশ্রেষ্ঠ জনক প্রমোদ-সহকারে নরপাল বৃদ্ধ দশরথ রাজার নিকটে যাইয়া পরম হর্ষ লাভ করিলেন, এবং নরশ্রেষ্ঠ দশরথকে এই প্রমোদ-সমন্বিত বাক্য বলিলেন, "হে রঘুনন্দন! আপনি আমার ভাগ্যানুসারেই এখানে আসিয়াছেন; আপনার পথে ত ক্লেশ হয় নাই? আপনি উভয় পুত্রকেই বীর্য্যলব্ধ-প্রীতি লাভ করিতে উপলব্ধি করিবেন। যেরূপ শতক্রতু ইন্দ্র দেবগণের সহিত আগমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান্ মহাতেজস্বী বসিষ্ঠ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ সকলের সহিত আমার ভাগ্যানুসারেই এখানে আসিয়াছেন। আমার ভাগ্যানুসারেই আমার কন্যা দানের প্রতিবন্ধক সকল পরাভূত হইল, এবং আমার ভাগ্যানুসারেই মহাবল-সম্পন্ন বীরাগ্রগণ্য রাঘবদিগের সহিত কন্যার সম্বন্ধ হওয়ায় আমার কুল অভিপূজিত হইল। হে নরেন্দ্র! কল্য প্রভাতে এই যজ্ঞের অবসানে আপনি ঋষিগণের সহিত বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করুন।"

বাক্যবিশারদ রাজা দশরথ মহীপতি জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি, 'প্রতিগ্রহ দাতার আয়ত্ত,' সুতরাং আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব।"

বিদেহাধিপতি জনক সত্যবাদী দশরথের সেই ধর্ম্ম্য যশস্য বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর পরস্পর-সমাগমে সমস্ত মুনিগণ মহাহর্ষ-সমন্বিত হইয়া সুখে সেই রাত্রি যাপন করিলেন। দশরথ রাজাও জনক-কর্তৃক অভিপূজিত হইয়া এবং পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া পরম হৃষ্ট হওত পরম-প্রীতি-সহকারে সেই রজনী যাপন করিলেন। মহাতেজস্বী তত্ত্বজ্ঞ জনক রাজাও ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞের অবশিষ্ট-ক্রিয়া সকল ও সেই দুই দুহিতার বিবাহোপলক্ষে যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমস্ত নির্ব্বাহ করিয়া রজনী অতিবাহন করিলেন।

একোনসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্তত সর্গ।

অনন্তর প্রভাত হইলে, বাক্যবিশারদ জনক মহর্ষিগণের সহিত আহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে এই কথা বলিলেন, "আমার মহাতেজস্বী বীর্য্যবান অতিধার্ম্মিক কুশধ্বজ নামে বিখ্যাত ভ্রাতা স্বর্গোপমা শুভা সাঙ্কাশ্যা নগরীতে ইক্ষুমতী নদীর জল পান করত অধিবসতি করিতেছেন; সেই পুরী পুষ্পক-বিমানের সদৃশী এবং তাহার প্রাচীর-পরিসর পরসৈন্য নিবারণার্থ যন্ত্রফলকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই আমার মহাতেজস্বী ভ্রাতা আমার যজ্ঞ রক্ষা করিয়া থাকেন; আমি এক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করি, কেননা, তাঁহারও আমার সহ এই সীতাবিবাহ-নিবন্ধন প্রীতি ভোগ করা উচিত।"

জনক শতানন্দের সন্নিধানে ঐরূপ বলিলে, কয়েকজন সমর্থ পুরুষ সমাগত হইল। তিনি তাহাদিগকে কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সেই সকল পুরুষ নরেন্দ্র জনকের শাসনানুসারে, যেরূপ ইন্দ্রানুচরেরা ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিষ্ণুকে আনয়নার্থ গমন করে, সেইরূপ সেই নরব্যাঘ্র কুশধ্বজকে আনয়ন করিতে শীঘ্রগামী অশ্বদ্বারা গমন করিল, এবং সাঙ্কাশ্যা নগরীতে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল, ও তাঁহাকে সেইসকল বিবরণ ও জনকের অভিলাষ নিবেদন করিল। সেই শীঘ্রগামী শ্রেষ্ঠ দূতদিগের প্রমুখাৎ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নরপতি কুশধ্বজ নরেন্দ্র জনকের আজ্ঞানুসারে মিথিলা নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মহাত্মা ধর্ম্মবৎসল জনককে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ও অতিধার্ম্মিক শতানন্দকে অভিবাদন করিয়া রাজযোগ্য পরম দিব্য আসনে উপবেশন করিলেন। সেই দুই বীর্য্য সম্পন্ন অমিত-প্রভাশালী ভ্রাতা উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুদামকে "হে মন্ত্রিপতে! তুমি দুর্দ্ধর্ষ ইক্ষ্বাকুনন্দন অমিত-প্রভাশালী দশরথের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে পুত্র ও মন্ত্রীদিগের সহিত এখানে আনয়ন কর," এই কথা বলিয়া প্রেরণ করিলেন। সেই মন্ত্রী রঘুকুল-বর্দ্ধন দশরথের শিবিরে যাইয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া "হে বীর্য্যসম্পন্ন অযোধ্যাধিপতে! মিথিলাধিপতি বৈদেহ জনক আপনাকে উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহ দেখিতে বাসনা করিতেছেন," এই কথা বলিলেন। রাজা দশরথ জনকের সেই শ্রেষ্ঠ মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষি ও বন্ধুগণের সহিত তখনই, যে স্থানে জনক ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর বাগ্মিপ্রবর রাজা দশরথ উপাধ্যায়, বান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত বৈদেহকে এই কথা বলিলেন, "হে মহারাজ! আপনি অবগত আছেন, 'ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের কুলদেবতা-স্বরূপ; ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সকল বিষয়েই বক্তা হইয়া থাকেন,' সুতরাং এই ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের মতানুসারে মহর্ষি সকলের সহিত আমার বংশাবলি যথাক্রমে কীর্ত্তন করিবেন।" রাজা দশরথ ঐরূপ বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলে, বাক্যবিশারদ ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি বৈদেহ জনককে পুরোহিতের সহিত এই কথা বলিলেন, "নিত্য শাশ্বত ক্ষয়রহিত ব্রহ্মা মায়াসমন্বিত পর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই ব্রহ্মা হইতে মরীচি জন্মলাভ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ হইতে সূর্য্য উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার "মনু" বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়; তিনি পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু; তিনি অযোধ্যার পূর্ব্বতন রাজা, ইহা আপনি অবগত হউন। তাঁহার "কুক্ষি" এই নামে বিখ্যাত পুত্র হয়; তিনি অতীব শ্রীসমন্বিত ছিলেন। তাঁহার শ্রীসম্পন্ন বিকুক্ষি-নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপবান্ বাণ। তাঁহার পুত্র মহাতেজস্বী প্রতাপ-সম্পন্ন অনরণ্য! অনরণ্য হইতে পৃথু উৎপত্তি লাভ করেন। পৃথু হইতে ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র মহাযশস্বী ধুন্ধুমার। ধুন্ধুমার হইতে মহাতেজস্বী মহারথ যুবনাশ্ব উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র পৃথিবীপতি মান্ধাতা। মান্ধাতা হইতে শ্রীসম্পন্ন সুসন্ধি উৎপন্ন হন। তাঁহার ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ, এই দুই নামে দুই পুত্র হয়। ধ্রুবসন্ধি হইতে মহাযশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরত হইতে মহাতেজস্বী অসিত জন্ম লাভ করেন।

সেই অসিত রাজার শৌর্য্য-সম্পন্ন তালজঙ্ঘ, হৈহয় ও শশবিন্দু-দেশীয় নরপতি সকল বিপক্ষ ছিলেন। একদা তাঁহারা তাঁহার শত্রুতা আচরণ করিতে উদ্যত হন। তখন সেই অসিত রাজা তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু অল্পবল-প্রযুক্ত সেই সকল নরপতি-কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। অনন্তর তিনি দুই ভার্য্যার সহিত হিমালয়ে যাইয়া অধিবসতি করেন, এবং কালক্রমে কাল-কবলে পতিত হন। ইহা শ্রবণ করা গিয়াছে যে, তৎকালে তাঁহার সেই দুই ভার্য্যাই গর্ভবতী ছিলেন। সেই অসিত রাজার এক পত্নী গর্ভ বিনাশ করিবার মানসে

সপত্নীকে গরল-মিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য প্রদান করেন।

সেই সময়ে ভার্গব চ্যবন মুনি রমণীয় শৈলবর হিমালয়ে তপস্যা-নিরত ছিলেন। যে মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশাক্ষী অসিতপত্নীদ্বয় গরল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই দেব-তুল্য-তেজ-সম্পন্ন ভৃগুনন্দন চ্যবন ঋষিকে বন্দনা করেন,—সেই কালিন্দী দেবী অত্যুত্তম পুত্র লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া তাঁহার শরণাগতা হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন। তখন সেই বিপ্রেন্দ্র ভৃগুনন্দন চ্যবন পুত্রার্থিনী কালিন্দীকে পুত্রোৎপত্তি-বিষয়ে এই কথা বলেন, "হে মহাভাগে! তোমার উদরে মহা-তেজস্বী মহাবলশালী মহাবীর্য-সম্পন্ন শ্রীমান্ পুত্র আছে, অচির কালেই তোমার সেই পুত্র গরলের সহিত উৎপন্ন হইবে; হে কমলেক্ষণে! তুমি তজ্জন্য শোক করিও না।"

অনন্তর সেই পতিব্রতা পতিরহিতা রাজ-পুত্রী কালিন্দী দেবী চ্যবন ঋষিকে নমস্কার করেন, এবং তাঁহার প্রসাদে পুত্র প্রসব করেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভ বিনাশ করিবার মানসে তাঁহাকে যে গর (গরল) প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র সেই গরের সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল, এজন্য সে "সগর" এই নামে বিখ্যাত হয়।

সেই সগর রাজার পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান্ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র দিলীপ। তাঁহার ভগীরথ নামে পুত্র হয়। ভগীরথ হইতে ককুৎস্থ উৎপত্তি লাভ করেন। ককুৎস্থ হইতে রঘু উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র তেজস্বী কল্মাষপাদ; তিনি অভিশাপ-বশত প্রবৃদ্ধ-নামক রাক্ষস হইয়াছিলেন। কল্মাষপাদ হইতে শঙ্খণ উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র সুদর্শন। সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ উৎপন্ন হন। তাঁহার পুত্র শীঘ্রগ। তাঁহার পুত্র মরু। তাঁহার পুত্র প্রশুশ্রুক। প্রশুশ্রুক হইতে অম্ব-রীষ উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র মহীপতি নহুষ। তাঁহার পুত্র যযাতি। তাঁহার পুত্র নাভাগ। তাঁহার পুত্র অজ। অজ হইতে দশরথ উৎপন্ন হন। এবং এই দশরথ হইতে রাম ও লক্ষ্মণ, এই দুই ভ্রাতা উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। হে নরপাল! যাঁহাদিগের বংশ প্রথমাবধি অতিবিশুদ্ধ, সেই ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সত্যবাদী বীর্য্যশালী অতিধার্ম্মিক রাজাদিগের বংশে উৎপন্ন এই রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত আপনার দুই কন্যাকে বরণ করিতেছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি এই দুই সদৃশ পাত্রে সদৃশী কন্যাদ্বয় প্রদান করুন।"

সপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্তত সর্গ।

বসিষ্ঠ ঋষি সেইরূপ বলিলে, জনক রাজা তাঁহাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার মঙ্গল হউক,—আমি স্বীয় বংশ কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মহামতে! কন্যাদান-বিষয়ে সদ্বংশজাত ব্যক্তির কুল আদ্যন্ত কীর্ত্তন করা উচিত, সুতরাং আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবধান করুন। নিমি নামে স্বকর্ম্ম দ্বারা ত্রিলোক-বিখ্যাত পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তিনি সমস্ত প্রাণী হইতেই শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মিথি। তাঁহার পুত্র জনক; তিনিই প্রথম জনক রাজা,—আমাদিগের সকলের "জনক" বলিয়া খ্যাত হইবার মূল। জনক হইতে উদাবসু উৎপন্ন হন। উদাবসু হইতে নন্দিবর্দ্ধন জন্ম লাভ করেন। তাঁহার শৌর্য্য-সম্পন্ন সুকেতু নামে পুত্র হয়। সুকেতু হইতে ধর্ম্মাত্মা মহাবল-সম্পন্ন রাজর্ষি দেবরাত উৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার "বৃহদ্রথ" বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়। বৃহদ্রথ হইতে শৌর্য্য-সম্পন্ন প্রতাপ-শালী মহাবীর উৎপন্ন হন। তাঁহার অব্যর্থ-বিক্রমশালী ধৈর্য্য-সম্পন্ন সুধৃতি নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা ধৃষ্টকেতু। তাঁহার "হর্য্যশ্ব" বলিয়া বিখ্যাত সুধার্ম্মিক পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র মরু। তাঁহার প্রতীন্ধক নামে পুত্র হয়। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা কীর্ত্তিরথ। তাঁহার "দেবমীঢ়" বলিয়া বিখ্যাত পুত্র হয়। দেবমীঢ় হইতে বিবুধ জন্ম লাভ

হবেন। তাঁহার পুত্র মহীধ্রক। তাঁহার পুত্র রাজর্ষি কীর্ত্তিরাত; তিনি মহাবল-সম্পন্ন রাজা ছিলেন। তাঁহার মহারোমা নামে পুত্র হয়। তাহার পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি স্বর্ণরোমা। তাঁহার হ্রস্বরোমা নামে পুত্র হয়। এবং সেই মহাত্মা ধর্মজ্ঞ রাজা হ্রস্বরোমার দুই পুত্র হয়; আমি জ্যেষ্ঠ, এবং এই বীর্য্যসম্পন্ন কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমার পিতা "জ্যেষ্ঠ" বলিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত এবং কুশধ্বজের ভার আমাতে সন্নিবেশিত করিয়া বনে গমন করেন। বৃদ্ধ পিতা পরলোকে গমন করিলে, আমি এই দেবতুল্য অপাপ ভ্রাতা কুশধ্বজকে সস্নেহ নয়নে অবলোকন করত রাজ্যধুর বহন করিতে লাগিলাম।

হে ব্রহ্মর্ষে! অনন্তর কিছু কালের পর সাঙ্কাশ্যা নগরী হইতে সুধন্বা নামে বীর্য্যবান্ রাজা আসিয়া এই মিথিলাপুরী অবরোধ করিলেন, এবং 'অত্যুত্তম শৈব ধনু ও তোমার কন্যা পদ্মনয়নী সীতাকে আমারে প্রদান কর,' ইহা বলিয়া আমার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পরে তাঁহার প্রার্থিত বিষয় প্রদান না করায়, আমার তাঁহার সহিত যুদ্ধ হইল। তখন আমি সেই নরপতি সুধন্বাকে যুদ্ধে বিমুখ করিয়া নিহত করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি তাঁহাকে হনন করিয়া সাঙ্কাশ্যা নগরীতে এই শৌর্য্য-সম্পন্ন কুশধ্বজ ভ্রাতাকে অভিষেক করিলাম।

হে মহামুনে! আমি জ্যেষ্ঠ, এবং এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। হে মুনি-শার্দ্দূল! আপনার মঙ্গল হউক। আমি পরম প্রীতি-সহকারে আপনাকে দুইটি বধূ প্রদান করিব,—আমি রামেরে সীতাকে এবং লক্ষ্মণেরে উর্ম্মিলাকে প্রদান করিব। হে মুনি-পুঙ্গব! আমি তিন বার সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আপনাকে পরম-প্রীতি-সহকারে দুইটি বধূ প্রদান করিব,—দেবকন্যার ন্যায় রূপবতী আমার নন্দিনী বীর্য্যশুল্কা সীতাকে রামেরে এবং আমার উর্ম্মিলা-নাম্নী দ্বিতীয়া তনয়াকে লক্ষ্মণেরে প্রদান করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

অনন্তর জনক রাজা দশরথ রাজাকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত গো দান ও বিবাহনিবন্ধন নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করুন। হে মহাবল-সম্পন্ন পার্থিব! আপনি প্রভু; অদ্য মঘা নক্ষত্র, তৃতীয় দিবসে উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্রে আপনি বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করুন। আপনার রাম ও লক্ষ্মণের অভ্যুদয়-নিমিত্ত গো-ভূমি-প্রভৃতি দান করা উচিত।"

একসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্তত সর্গ।

বীর্য্য-সম্পন্ন বৈদেহ নরপতি সেইরূপ বলিলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠের সহিত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে নরপুঙ্গব! ইক্ষ্বাকুদিগের ও বৈদেহদিগের বংশ অচিন্ত-নীয় ও অপ্রমেয়; এই দুই বংশের তুল্য আর কোন বংশই নাই; হে রাজন্! অতএব আপনাদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ পরস্পর সদৃশ; বিশেষত রামের সীতা এবং লক্ষ্মণের উর্ম্মিলা রূপেতেও সদৃশী হইয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি আমি যাহা বলিতে মানস করিয়াছি, তাহা বলিতেছি; আপনি আমার বাক্য শ্রবণ করুন। হে নরবর বিদেহরাজ! আপনার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মজ্ঞ পুণ্যকর্ম্মা কুশধ্বজের দুইটি কন্যা আছে, তাহাদিগের রূপের তুলনার স্থান পৃথিবীতে নাই। হে রাজন্! যেরূপ মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের নিমিত্ত সীতা ও উর্ম্মিলাকে বরণ করিয়াছি, সেইরূপ আমি সেই দুই কুশধ্বজ-কন্যাকে ভরত ও শত্রুঘ্ন, এই দুই ধীসম্পন্ন কুমারের ভার্য্যার্থে বরণ করিতেছি। দশরথ রাজার সকল পুত্রই লোকপালের ন্যায় প্রশস্তরূপশালী ও যৌবনসম্পন্ন এবং দেবতুল্য-পরাক্রমী। হে রাজেন্দ্র! আপনারাও পুণ্য-কর্ম্মা এবং ইক্ষ্বাকুবংশও নির্দ্দোষ, সুতরাং এই উভয় ভ্রাতার সহিত সম্বন্ধ করিয়া ইক্ষ্বাকুকুলের সহিত আরও সম্বন্ধ বৃদ্ধি করুন।"

তখন জনক বসিষ্ঠের মতানুযায়ী বিশ্বা-

মিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই দুই মুনিবরকে এই কথা বলিলেন, "হে মুনিপুঙ্গবদ্বয়! আমাদিগের কুল ধন্য, ইহা আমি বিবেচনা করি, কেননা, আপনারা স্বয়ং আমাকে সদৃশ কুলসম্বন্ধ করিতে অনুজ্ঞা করিতেছেন। আপনাদিগের মঙ্গল হউক,—ঐরূপই হউক,—কুশধ্বজের দুই তনয়া ভরত ও শত্রুঘ্নের পত্নী হইয়া উহাঁদিগকে ভজনা করুক। হে মহামুনিদ্বয়! এক দিবসেই এই মহাবল-সম্পন্ন রাজপুত্র-চতুষ্টয় এই চারিটি রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করুন। হে ব্রহ্মর্ষিদ্বয়! পরশ্ব দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র হইবে, সুতরাং ঐ দিবস বিবাহে অতিপ্রশস্ত; যেহেতু মনীষীরা বিবাহ-বিষয়ে ভগদৈবত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

রাজা জনক ঐরূপ মধুর বাক্য বলিয়া, উত্থান করিয়া প্রাঞ্জলি হইয়া সেই দুই মুনিবরকে আবার এই কথা বলিলেন, "হে মুনিবরদ্বয়! আপনারা আমার পরম ধর্ম্ম সম্পাদন করিলেন, সুতরাং আমি আপনদিগের শিষ্য হইলাম; আপনারা এই মুখ্য আসনে উপবেশন করুন। যেমন আমার অযোধ্যা নগরীতে প্রভুত্ব হইয়াছে, সেইরূপ দশরথ রাজারও এই মিথিলা পুরীতে প্রভুত্ব হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই; অতএব অপনারা যাহা উপযুক্ত বোধ করেন, তাহা বিধান করুন।"

বৈদেহমহীপতি জনক সেইরূপ বলিলে, রঘুনন্দন রাজা দশরথ হর্ষ-সহকারে তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "আপনারা উভয়ে মিথিলার পতি; আপনাদিগের গুণ অসঙ্খ্যেয়; আপনারা ঋষি ও রাজগণেরও সম্যক্ পূজা করিয়া থাকেন; আপনাদিগের মঙ্গল হউক, —আপনারা কল্যাণ লাভ করুন।" এবং ইহাও বলিলেন, "অদ্য আমাকে যথাবিধি শ্রাদ্ধক্রিয়া নিষ্পাদন করিতে হইবে, সুতরাং এক্ষণে আমি স্বীয় আবাসে গমন করি।"

মহাযশস্বী রাজা দশরথ সেই নরপতিকে আমন্ত্রণ করিয়া, তখনই শীঘ্র সেই দুই মুনিবরকে অগ্রে করিয়া স্বীয় আবাসে গমন করিলেন। সেই রাজা আবাসে যাইয়া যথাবিধি 'শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদন' করিয়া রজনী যাপনপূর্ব্বক প্রভাত কালে উত্থিত হইয়া, প্রভাত-কাল-কর্ত্তব্য গোদান-রূপ অত্যুত্তম কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন,—সেই পুত্রবৎসল নর-পাল রঘুনন্দন দশরথ রাজা পুত্রদিগের উদ্দেশে ধর্ম্মানুসারে চারি ব্রাহ্মণকে প্রত্যেককে একলক্ষ সুবর্ণশৃঙ্গসম্পন্ন কাংস্য-দোহন-সমন্বিতা সবৎসা বহুদুগ্ধ-শালিনী গবী প্রদান করিলেন, এবং পুত্রদিগের মঙ্গলার্থী হইয়া গোদানরূপ কার্য্য উদ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্য অনেক ধন দান করিলেন। অনন্তর সেই নরপতি গো দান করিয়া নন্দনগণে পরিবৃত হইয়া লোকপাল-পরিবৃত শুভদর্শন প্রজাপতির ন্যায় শোভা লাভ করিলেন।

দ্বিসপ্তত সর্গ সমাপ্ত।

ত্রিসপ্তত সর্গ।

যে দিবসে রাজা দশরথ গোদানরূপ উত্তম কর্ম্ম নিষ্পাদন করিলেন, সেই দিবসে ভরতের সাক্ষাৎ মাতুল কেকয়-রাজপুত্র বীর্য্য-সম্পন্ন যুধাজিৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাজা দশরথকে অবলোকনপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে রাজেন্দ্র! কেকয়রাজ স্নেহ-সহকারে আপনাকে স্বীয় কুশল বলিয়াছেন, এবং আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও সম্প্রতি কুশল। হে রঘুনন্দন মহীপতে! সেই নরপতি আমার ভাগিনেয় ভরতকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, সেইনিমিত্ত আমি অযোধ্যায় গিয়াছিলাম। পরে আমি সেখানে "আপনি পুত্রদিগের বিবাহ দিবার নিমিত্ত মিথিলাতে আসিয়াছেন," ইহা শ্রবণ করিয়া ভাগিনেয়কে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া সত্বর এখানে আগমন করিয়াছি।"

অনন্তর রাজা দশরথ পূজার্হ প্রিয় অতিথি যুধাজিৎকে দর্শন করিয়া পরম সৎকার-দ্বারা পূজা করিলেন। পরে ক্রিয়া-তত্ত্বজ্ঞ রাজা দশরথ মহাত্মা পুত্র সকলের সহিত রজনী যাপন করিয়া প্রভাত কালে উত্থিত হইয়া

কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল সমাধান পূর্ব্বক ঋষিদিগকে অগ্রে করিয়া জনকের যজ্ঞ-ভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রামও কৃত-মঙ্গলাচার হইয়া, সর্ব্বাভরণ ভূষিত ভ্রাতৃগণের সহিত শুভলগ্নাদিযুক্ত বিজয়াখ্য মুহূর্ত্তে বসিষ্ঠ ও অপরাপর মহর্ষিদিগকে অগ্রে করিয়া জনকের যজ্ঞ-ভূমিতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবান্ বসিষ্ঠ বিদেহ জনকের নিকট যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে রাজন্! নরবর রাজা দশরথ কৃত-মঙ্গলাচার পুত্রগণের সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, দাতার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন। দাতা ও প্রতিগৃহীতার সংযোগ হইলেই সমস্ত দানধর্ম্ম লাভ করা যায়; অতএব আপনি বিবাহোপযোগী শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করুন, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে এখানে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া দাতার ধর্ম্ম রক্ষা করুন।"

মহাতেজস্বী পরমোদার-স্বভাব পরম ধর্ম্মাত্মা জনকরাজা, মহাত্মা বসিষ্ঠ কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "আমার দ্বারে এমন দ্বারপাল কে আছে যে, তাঁহাকে প্রবেশিতে বাধা দিতে পারে? তিনি কার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন? স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিতে আবার বিচার কি! তাঁহার যেমন স্বরাজ্য, এই রাজ্যও তেমনই! হে মুনিশ্রেষ্ঠ! দেখুন! সম্প্রতি তাঁহারই প্রতীক্ষা করিয়া আমি এই বেদিমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছি, এবং অগ্নির প্রদীপ্ত শিখার ন্যায় জাজ্বল্যমান-রূপবতী আমার কন্যারাও কৃতমঙ্গলাচারা হইয়া, বেদিমধ্যে উপস্থিতা রহিয়াছে। তিনি আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত কার্য্য সমাধা করুন; তিনি কি জন্য বিলম্ব করিতেছেন?"

অনন্তর রাজা দশরথ বসিষ্ঠের প্রমুখাৎ জনকের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত ঋষিগণ ও পুত্রদিগকে তথায় প্রবেশিত করিলেন। পরে বিদেহরাজ জনক বশিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন, "হে ধার্ম্মিক সর্ব্ব-কার্য্য-দক্ষ মহর্ষে! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বৈবাহিক কার্য্য সকল নিষ্পাদন করুন।

মহাতপস্বী ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষি জনক রাজাকে "তাহাই হউক," বলিয়া ধার্ম্মিক বিশ্বামিত্র ও শতানন্দকে অগ্রে করিয়া মণ্ডপমধ্যে যথাবিধি বেদি নির্ম্মাণ করিয়া সেই বেদির চতুর্দ্দিক্ গন্ধ, পুষ্প ও সুবর্ণনির্ম্মিত কোণ-দ্বারা অলঙ্কৃতা করিলেন, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে অঙ্কুর-সমন্বিত অনেক চিত্রকুম্ভ, অঙ্কুর-প্রভৃতি-সমন্বিত অনেক শরাব, ধূপ-সমন্বিত বহু ধূপপাত্র, শঙ্খযুক্ত অনেক শঙ্খপাত্র, স্রুব, স্রুক্, অর্ঘ্যাদিসমন্বিত বহু পাত্র, অনেক লাজাপূর্ণ পাত্র, সংস্কৃত অক্ষত ও অনেক সমপরিমাণ কুশ রাখিলেন। পরে মহাতেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ সেই বেদিতে কল্পসূত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবেদমন্ত্র অগ্নি আধান করিয়া সেই অগ্নিতে বিধিমন্ত্রানুসারে হবন করিলেন।

অনন্তর জনক রাজা সর্ব্বাভরণভূষিতা সীতাকে আনয়ন করিয়া অগ্নির সমীপে রঘুনন্দন কৌসল্যানন্দ-বর্দ্ধন রামের অভিমুখে স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহাকে "তোমার মঙ্গল হউক, —এই আমার মহাভাগ্যবতী নন্দিনী সীতা তোমার ধর্ম্মের অর্দ্ধভাগিনী হউক,—তুমি ইহার হস্ত হস্তদ্বারা গ্রহণ কর; এই সীতা অতি পতিব্রতা হইবে,—ছায়ার ন্যায় তোমার সর্ব্বদা অনুগতা হইয়া থাকিবে," ইহা বলিলেন। তিনি এইরূপ বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল পরিত্যাগ করিলেন। তখন অন্তরীক্ষে দেব ঋষিদিগের মুখ হইতে "সাধু, সাধু," এই শব্দ নির্গত হইল; দেবদুন্দুভি সকল বাজিতে লাগিল, এবং সেই প্রদেশে অতি মহতী পুষ্পবৃষ্টি হইল।

অনন্তর জনক রাজা সেইরূপে মন্ত্রপূত জলদ্বারা স্বীয়-তনয়া সীতাকে, রামকে প্রদান করিয়া হর্ষপরিপ্লুত হইয়া লক্ষ্মণকে "লক্ষ্মণ আইস! তোমার মঙ্গল হউক,—আমি এই উর্ম্মিলাকে তোমারে প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর,—শীঘ্র ইহার পাণি গ্রহণ কর, কাল অতিক্রান্ত না হউক," ইহা বলিলেন। মিথিলাপতি ধর্ম্মাত্মা জনক লক্ষ্মণকে সেইরূপ বলিয়া ভরতকে "রঘুনন্দন! হস্তদ্বারা মাণ্ডবীর হস্ত গ্রহণ কর;" ইহা বলিয়া শত্রুঘ্নকে "মহা-

বাহো! শ্রুতকীর্ত্তির হস্ত হস্তদ্বারা গ্রহণ কর,” ইহা বলিলেন, এবং পরিশেষে সকলকেই, “হে কাকুৎস্থগণ! তোমরা সকলেই শুভদর্শন, এবং সকলেই ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত সম্যক্ আচরণ করিয়াছ; অধুনা সত্বর হইয়া পত্নীদিগের সহিত মিলিত হও, অর্থাৎ শীঘ্র অগ্ন্যাধানাদি বৈবাহিক কার্য্য সমাধা কর,” এই কথা বলিলেন। জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই চারি মহাত্মা রঘুনন্দন বসিষ্ঠের মতানুসারে সেই চারি রাজকুমারীর হস্ত হস্তদ্বারা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ভার্য্যাদিগের সহিত অগ্নি, বেদি, জনক রাজা ও ঋষিদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে যথাবিধি বৈবাহিক কার্য্য সমাধা করিলেন।

অনন্তর সেই চারি রঘুবর রাজকুমারের বিবাহোদ্দেশে স্বর্গে গন্ধর্ব্বেরা মনোহর গান ও অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল; এবং মিথিলা নগরীতে অন্তরীক্ষ হইতে অতীব ভাস্বরা মহতী পুষ্পবৃষ্টি পতিতা হইল; দেবদুন্দুভি নির্ঘোষ ও স্বর্গীয় গীত-বাদ্য-শব্দ তত্রত্য জনগণের শ্রুতিগোচর হইল, ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপারের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। ঈদৃশ উৎকৃষ্ট তূরীশব্দ হইতে লাগিলে, সেই মহাতেজস্বী রাজনন্দনেরা তিন বার অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভার্য্যা লাভ করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত রঘুনন্দন ভার্য্যাদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। রাজা দশরথও ঋষি ও বান্ধবগণের সহিত অবলোকন করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন।

ত্রিসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত সর্গ।

অনন্তর রজনী অতীতা হইলে, মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই দুই রাজা দশরথ ও জনককে আমন্ত্রণ করিয়া, হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র গমন করিলে, রাজা দশরথও মিথিলাধিপতি বৈদেহ জনককে আমন্ত্রণ করিয়া সত্বর হইয়া অযোধ্যা-নগরীতে যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন মিথিলাধিপতি বিদেহরাজ জনক হর্ষসহকারে কন্যাদিগকে এক লক্ষ গো, অনেক মুখ্য কম্বল, অনেক ক্ষৌম বস্ত্র, এক কোটি সামান্য বস্ত্র, উত্তম উত্তম বহু দাস, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দাসীগণ, হিরণ্যনিচয়, বহু সুবর্ণ, অনেক মুক্তা, বহু বিদ্রুম এবং সম্যক্ অলঙ্কৃত হস্তী, অশ্ব ও পদাতি-সমন্বিত দিব্য সৈন্য যৌতুক প্রদান করিলেন, এবং সেই কন্যাদিগকে প্রত্যেককে এক শত সখী-স্বরূপা কন্যা যৌতুক দিলেন। তিনি কন্যাদিগকে নানাবিধ যৌতুক প্রদান করিয়া, রাজা দশরথের অনুমতি লইয়া মিথিলাতে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ মহাত্মা পুত্র, সহচর ও সৈন্যগণের সহিত ঋষি সকলকে অগ্রে করিয়া অযোধ্যার অভিমুখে গমন করিলেন।

সেই রাজা দশরথের ঋষি ও পুত্রগণের সহিত গমনকালে চারিদিক্ হইতে পক্ষী সকল তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল, এবং ভয়ানক মৃগ সকল তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। তাহা অবলোকন করিয়া, রাজা দশরথ বসিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পক্ষী সকল ভয়ানক শব্দ করিতেছে, এবং মৃগ সকল আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া আমার মন অবসন্ন হইতেছে; এ কি হৃদয়-ভয়াবহ ব্যাপার?”

মহর্ষি বসিষ্ঠ রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, “হে রাজন্! ইহার যাহা ফল, তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। পক্ষীদিগের মুখচ্যুত শব্দ “উৎকট ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইবে,” ইহাই জানাইতেছে, এবং মৃগ সকল প্রদক্ষিণ করিয়া সেই ভয় অপনয়ন করিতেছে; অতএব আপনি এজন্য সন্তাপ পরিত্যাগ করুন।”

তাঁহারা সেইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহাদিগের অগ্রে প্রচণ্ড বায়ু ভূমণ্ডল প্রকম্পিত ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল ভগ্ন করত বহিতে লাগিল; সূর্য্য অন্ধকারাবৃত হইলেন; সকলেরই দিগ্‌ভ্রম হইল;

এবং দশরথের সমস্ত সৈনিক পুরুষও ভস্মাবৃত হওত অজ্ঞানের ন্যায় হইয়া পড়িল। তৎকালে বসিষ্ঠ, অন্যান্য ঋষি ও সপুত্র রাজা দশরথ, ইহাঁরাই সজ্ঞান ছিলেন, অপর সকলেই অচেতন হইয়াছিল। অধিক কি! সেই ঘোরতর অন্ধকারের সময়ে রাজা দশরথের সেই সৈন্যদল ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় হীনপ্রভা হইয়া পড়িয়াছিল।

অনন্তর রাজা দশরথ কৈলাসের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষণীয়, কালাগ্নির ন্যায় দুঃসহ, স্বীয় তেজের দ্বারা জাজ্বল্যমান, সামান্য জনের দুর্নিরীক্ষ্য, ক্ষত্রিয়ান্তকারী, জটামণ্ডল-ধারী ও ভয়ঙ্করাকার ভৃগুনন্দন জামদগ্ন্য পরশুরামকে স্কন্ধে পরশু রাখিয়া এবং বিদ্যুৎ-সদৃশ-সমুজ্জ্বল গুণসমন্বিত ধনু ও একটি ভয়ঙ্কর শর ধারণ করিয়া, ত্রিপুরান্তকর শঙ্করের ন্যায় অভিমুখে আগমন-তৎপর দেখিতে পাইলেন। জপহোম-পরায়ণ বসিষ্ঠ-প্রভৃতি সমস্ত মুনিরা সেই পাবকের ন্যায় জাজ্বল্যমান ভয়ঙ্করাকার পরশুরামকে দেখিয়া পরস্পর "ইনি পিতৃবধ জনিত ক্রোধ-প্রযুক্ত আবার সমস্ত ক্ষত্রিয় উৎসন্ন করিবেন না কি? ইনি ত পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় বধ করিয়া বিগতরোষ ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন! আবার কি ইহাঁর ক্ষত্রিয় উৎসাদন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে?" এরূপ বলাবলি করিয়া অর্ঘ্য গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই ভীমদর্শন ভার্গবকে "রাম! রাম!" বলিয়া সম্বোধনান্তে তাহা অর্পণ করিলেন। প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য রাম, সেই ঋষিদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া দাশরথি রামকে কহিলেন।

চতুঃসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্তত সর্গ।

অনন্তর "হে বীর দশরথনন্দন রাম! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমার বীর্য্য অতীব অদ্ভুত,—তুমি যেরূপে হরধনু ভগ্ন করিয়াছ, তাহা আমার শ্রবণ-গোচর হইয়াছে। সেইরূপে সেই ধনু ভগ্ন করা অদ্ভুত ও অচিন্ত্য ব্যাপার, সুতরাং আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অপর, একটি ধনু ও পরশু গ্রহণপূর্ব্বক এখানে আসিয়াছি; তুমি এই ভয়ঙ্করাকার সুপ্রসিদ্ধ ধনু আকর্ষণ-পূর্ব্বক ইহাতে শর সংযোগ করিয়া স্বীয় বল প্রদর্শন কর। আমি এই ধনু জমদগ্নির নিকট লাভ করিয়াছি; তুমি এই ধনু আকর্ষণ করিতে পারিলে, আমি তোমার বল অবগত হইয়া তোমার সহিত বীরশ্লাঘ্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিব।" রামের প্রতি উক্ত পরশুরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ বিষণ্ণবদন ও দীন হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মহামুনে! আপনি স্বাধ্যায়ব্রত-সমন্বিত ভার্গবদিগের কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং স্বয়ংও মহাতপস্বী ব্রহ্মজ্ঞানী; বিশেষত আপনার ক্ষত্রিয়ের প্রতি যে রোষ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আপনি পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব আমার বালক-পুত্রদিগকে অভয় প্রদান করুন। আপনি মহেন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়া, তপস্যার জন্য বনে যাইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে অধিবসতি করিতেছেন; অতএব আপনি ধর্ম্মাত্মা হইয়া কি প্রকারে আমার সর্ব্বস্ব বিনাশ করিবার মানসে এখানে আগমন করিয়াছেন? রামের বিনাশে আমরা যে কেহই জীবিত থাকিব না।"

রাজা দশরথ সেইরূপ বলিলেন, কিন্তু প্রতাপবান্ জামদগ্ন্য পরশুরাম তাঁহার বাক্য অনাদর করিয়া রামকেই আবার এই কথা বলিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! বিশ্বকর্ম্মা প্রযত্ন-সহকারে সর্ব্বলোকাভিপূজিত বলসমন্বিত দৃঢ়-মুখ্য দিব্য দুইটি ধনু নির্ম্মাণ করেন। হে কাকুৎস্থ! সুরগণ তন্মধ্যে একটি ধনু ত্রিপুর-বিনাশার্থ যুদ্ধোদ্যত ত্র্যম্বক মহাদেবকে দিয়াছিলেন; সেই ধনু তুমি ভগ্ন করিয়াছ। এবং সেই সুরোত্তমেরা দ্বিতীয় ধনুটি বিষ্ণুকে দিয়াছিলেন; তাহা এই। হে রাম! এই পরপুরবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু শৈব ধনুর তুল্য বল-সম্পন্ন।

হে কাকুৎস্থ! সেই সময়ে দেবতারা বিষ্ণু ও শিতিকণ্ঠ মহাদেবের বলাবল অবগত হইবার মানসে পিতামহকে তাঁহাদিগের বলাবল

জিজ্ঞাসা করেন। সত্য-সঙ্কল্প পিতামহ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিষ্ণু ও মহাদেবের বিরোধ জন্মাইয়া দেন। তাঁহাদিগের বিরোধ হইলে, তাঁহারা পরস্পরকে পরাজয় করিবার অভিলাষে রোমহর্ষণ মহাযুদ্ধ করেন। তখন বিষ্ণুর হুঙ্কারে ত্রিলোচন মহাদেব স্তব্ধ হইয়া পড়েন, এবং তাঁহার সেই ভীমপরাক্রম ধনুটিও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। পরে দেবতারা ঋষি ও চারণগণের সহিত নিকটে যাইয়া সেই দুই সুরোত্তমকে প্রার্থনা করিয়া প্রশান্ত করেন, এবং বিষ্ণুর পরাক্রমে সেই শৈব ধনুকে স্তব্ধ হইতে দেখিয়া তাঁহাকে সমধিক বলবান্ বোধ করেন।

হে রাম! অনন্তর মহাযশস্বী রুদ্র সেই ধনুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা বাণের সহিত বৈদেহ রাজর্ষি দেবরাতের হস্তে সমর্পণ করেন, এবং বিষ্ণুও সেই স্বীয় ধনু ন্যাস-স্বরূপ ভার্গব ঋচীককে দেন; ইহা সেই পরপুরবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু। মহাতেজস্বী ঋচীক সেই দিব্য ধনু স্বীয় পুত্র মহাত্মা জমদগ্নিকে প্রদান করেন; তিনি আমার পিতা, তিনি কখন উহা ব্যবহার করেন নাই।

আমার পিতা শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অনবরত তপস্যানিরত থাকিতেন। একদা কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন নীচবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বধ করে। আমি তাদৃশ সুদারুণ অসঙ্গত পিতৃবধ শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক বার ক্ষত্রিয় উৎসন্ন করিয়াছি। এমন কি! সদ্যোজাত ও গর্ভস্থ ক্ষত্রিয় বালক-পর্য্যন্ত বিনাশ করিয়াছি। অপিচ আমি সবলে অখিল ভূমণ্ডল অর্জন পূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া তদবসানে মহাত্মা কশ্যপকে সেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা-নিমিত্ত সমগ্র-পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান করিয়াছি।

অনন্তর আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইয়া তপোবল-সমন্বিত হইয়া রহিয়াছি, সম্প্রতি তুমি হরধনু ভগ্ন করিয়াছ, ইহা শ্রবণ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। হে রাম! ইহা সেই সুমহৎ বৈষ্ণব ধনু, আমি "পৈতৃক" বলিয়া লাভ করিয়াছি; তুমি এই শ্রেষ্ঠ ধনু ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে গ্রহণ কর, এবং ইহাতে এই পরপুর-বিনাশ-সমর্থ বাণ যোজনা কর। হে কাকুৎস্থ! যদি তাহা করিতে পার, তবে তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।"

পঞ্চসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্তত সর্গ।

দাশরথি রাম জামদগ্ন্য পরশুরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিতাকে মান্য করিয়া যতবাক্ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে ভার্গব; তুমি পিতার নিকট অঋণী হইবার নিমিত্ত যে কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা শ্রবণ করিয়াছি! তুমি ব্রাহ্মণ! এজন্য তুমি আমাকে হীনবীর্য্যের ন্যায় "ক্ষাত্র ধর্ম্মে অশক্ত" বলিয়া অবজ্ঞা করিলেও, তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম! এক্ষণ তুমি আমার পরাক্রম অবলোকন কর!"

রঘুনন্দন রাম তাহা বলিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃগুনন্দন পরশুরামের হস্ত হইতে সেই শ্রেষ্ঠ ধনু ও শর অল্প বলেই গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাতে জ্যা আরোপণ-পূর্ব্বক সেই শর সন্ধান করিয়া ক্রোধ-সহকারে জামদগ্ন্য রামকে ইহা বলিলেন, "হে রাম! একে ত তুমি ব্রাহ্মণ, তাহে আবার বিশ্বামিত্রের ভগিনীর পৌত্র, সুতরাং আমার পূজনীয়; অতএব তোমার প্রাণবিনাশকর শর মোচন করিতে পারিলাম না! এবং বীর্য্য-দ্বারা পরবল-দর্প-বিনাশকারী ও পরপুর-বিজয়ী এই দিব্য বৈষ্ণব শরও কখন ব্যর্থ নিপতিত হয় না; অতএব আমার এতাদৃশী বাসনা হইতেছে যে, তোমার গতিশক্তি কিংবা তোমার স্বকর্ম্মার্জ্জিত অপ্রতিম লোক সকল বিনাশ করি।

সেই সময়ে দেবতারা ঋষিগণের সহিত পিতামহ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেই বরায়ুধধারী দশরথ-নন্দন রামকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন, এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগেরাও সেই পরাদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে তথায় আগমন করিলেন।

অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠধনুর্দ্ধারী দাশরথি রাম

পরশুরামের তেজ হরণ করিয়া তাঁহাকে জড়ীভূত করিলেন। তখন তেজ ও বীর্য্য বিগত হওয়ায়, সেই জড়ীভূত জামদগ্ন্য রাম নির্বীর্য্য হইয়া কিয়ৎকাল কেবল সেই কমলপত্রাক্ষ দাশরথি রামকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাকে ধীরে ধীরে কহিলেন, "হে কাকুৎস্থ! যখন আমি কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলাম, তখন সেই আমার গুরু কশ্যপ আমাকে "আমার রাজ্যে বাস করিও না," ইহা বলিয়াছিলেন। হে কাকুৎস্থ-নন্দন! আমি যে অবধি গুরু কশ্যপকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছি, তদবধি তাঁহার বাক্যানুসারে কখন এই পৃথিবীতে রজনী অতিবাহন করি না; সুতরাং আমাকে মনের ন্যায় দ্রুতগমনে মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইতে হইবে; অতএব আমার গতিশক্তি বিনাশ করিবেন না। হে শৌর্য্যসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম! আমি তপস্যাদ্বারা যে সকল অপ্রতিম লোক অর্জন করিয়াছি, তৎসমুদায় ঐ মুখ্য বাণ-দ্বারা শীঘ্র নিহত করুন, যেন কাল অতিক্রান্ত না হয়। হে পরন্তপ! আপনি এই ধনু গ্রহণ ও আকর্ষণ করাতে আমি অবগত হইলাম যে, আপনি অক্ষয় মধুহন্তা সুরেশ্বর বিষ্ণু; আপনার মঙ্গল হউক। হে কাকুৎস্থ। আপনি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর, এবং যুদ্ধে অপ্রতিমকর্ম্মা,—কেহই আপনার সহ স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না; ঐ দেখুন, ঐ সুরসমূহ আপনাকে দর্শন করিতে সমাগত হইয়াছেন; অতএব আপনা কর্তৃক বিমুখীকৃত হওয়ায় আমার লজ্জা হইতে পারে না। হে সুব্রত রাম! সম্প্রতি আপনি ঐ অপ্রতিম শর মোচন করুন; আপনি ঐ শর মোচন করিলে, আমি মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইব।"

জামদগ্ন্য রাম সেইরূপ বলিলে, শ্রীমান্ প্রতাপবান্ দশরথনন্দন রাম সেই শ্রেষ্ঠ শর ক্ষেপণ করিলেন। তখন প্রভু জামদগ্ন্য রামও স্বীয় তপোর্জ্জিত স্বর্গলোক সকল দাশরথি রাম-কর্তৃক নিহত দেখিয়া শীঘ্র মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন,—তিনি দাশরথি রাম কর্তৃক নমস্কৃত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া আত্মগতি সম্পাদনার্থ গমন করিলেন। অনন্তর দিক্ ও বিদিক্ সকল অন্ধকার-বিহীন হইল, এবং সুর-সকল ঋষিগণের সহিত সেই ধনুর্দ্ধারী দাশরথি রামকে প্রশংসা করিলেন।

ষট্‌সপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্তত সর্গ।

জামদগ্ন্য রাম গমন করিলে, মহাযশস্বী দাশরথি রাম প্রশান্তচিত্ত হইয়া অপ্রমেয় বরুণ দেবকে সেই ধনু প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই রঘুনন্দন রাম, বশিষ্ঠ-প্রভৃতি ঋষিদিগকে অভিবাদন করিয়া, পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে বিকল দেখিয়া "হে পিতঃ! জামদগ্ন্য রাম গমন করিয়াছেন; সম্প্রতি আপনার এই চতুরঙ্গিণী সেনা আপনাকর্ত্তৃক পালিতা হইয়া অযোধ্যার অভিমুখে গমন করুক," ইহা বলিলেন। রাজা দশরথ স্বীয় পুত্র রঘুনন্দন রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হস্ত-দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, এবং জামদগ্ন্য রাম গিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট ও প্রমুদিত হইলেন, ও তৎকালে আত্মা ও পুত্রকে পুনর্জাত বোধ করিলেন। পরে তিনি সেই সেনাকে যাইতে আদেশ দিলেন। সেই সৈন্যগণও শীঘ্র অযোধ্যাতে যাইয়া উপস্থিত হইল।

সেই সময়ে সেই অতিরম্যা নগরী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ পতাকা-সমূহে রমণীয়া, হস্তদ্বারা মাঙ্গল্য-দ্রব্যধারী রাজদর্শনাকাঙ্ক্ষী পৌর ব্যক্তি-ব্যূহে পরিব্যাপ্তা এবং স্থানান্তর হইতে সমাগত জন-সমূহে সম্যক্ অলঙ্কৃতা ছিল; তাহার রাজপথ সকল জলসিক্ত ও রাশি রাশি কুসুমে পরিব্যাপ্ত ছিল; এবং সেই নগরীর সর্ব্ব স্থানেই তূর্য্যপ্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাদিত হইতেছিল।

শ্রীমান্ মহাযশস্বী রাজা দশরথ অনুগামী শ্রীসম্পন্ন পুত্রদিগের সহিত সেই পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পুরবাসী দ্বিজগণ ও অন্যান্য পৌর ব্যক্তিরা বহু দূর হইতে তাঁহার

প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ হিমালয়সদৃশ উচ্চ স্বীয় প্রিয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় স্বজনগণ-কর্ত্তৃক বিবিধ কাম্য বস্তু-দ্বারা সুপূজিত হইয়া আনন্দিত হইলেন। তখন কৌসল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য-রাজপত্নীরা ক্ষৌমবাস পরিধান করিয়া, হোমচিহ্নে ভূষিতা হইয়া মহাভাগা যশস্বিনী সীতা, ঊর্ম্মিলা ও সেই দুই কুশধ্বজ-তনয়াকে মঙ্গল আলাপন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। সেই সকল রাজকুমারীরাও অভিবাদ্য-দিগকে অভিবাদন করিয়া শীঘ্র সমস্ত দেবালয় পূজা করিলেন, এবং ভর্ত্তাদিগের সহিত প্রমোদ-সহকারে একান্তে রমণ করিতে লাগিলেন। এবং সেই সকল কৃতজ্ঞ কৃতদার নরবর রাজনন্দনেরাও পিতার শুশ্রূষা করত সুহৃদ্গণের সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

কিছুকালের পর রঘুনন্দন রাজা দশরথ কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে কহিলেন, "পুত্র! এই তোমার মাতুল কেকয়রাজপুত্র বীর্য্যসম্পন্ন যুধাজিৎ তোমাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, অতএব তুমি ইহাঁর নগরে গমন কর।"

কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজা দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তখনই শত্রুঘ্নের সহিত তথায় যাইতে উদ্যত হইলেন। সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন ভরত নরশ্রেষ্ঠ পিতা দশরথ, মাতৃগণ ও অক্লিষ্টকর্ম্মা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আমন্ত্রণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিলেন। বীর্য্য-সম্পন্ন যুধাজিৎ ভরত ও শত্রুঘ্নকে পাইয়া, পরম হৃষ্ট হইয়া স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার পিতাও সন্তুষ্ট হইলেন।

এদিকে ভরত গমন করিলে, মহাবল রাম ও লক্ষ্মণ দেবতুল্য পিতা দশরথকে পূজা করিতে লাগিলেন। রাম অতীব নিয়ত হইয়া পিতার আজ্ঞানুসারে পৌরদিগের প্রিয় ও হিতজনক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করত সময়ে সময়ে মাতৃকার্য্য ও গুরুকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রামের সেইরূপ স্বভাব ও চরিত্রে রাজা দশরথ ও নৈগম ব্রাহ্মণগণ অতীব প্রীতি লাভ করিলেন, অধিক কি! রাম তদ্দেশ-নিবাসী সকলেরই প্রীতিভাজন হইলেন। সেই অতিযশস্বী সত্যপরাক্রম-শালী রাম, যেমন ব্রহ্মা সমস্ত প্রাণী হইতে সমধিক গুণসম্পন্ন, সেইরূপ সকল ভ্রাতা হইতেই সমধিক গুণবান্ হইলেন! সেই মনস্বী রাম সীতাকর্ত্তৃক মানসে ধৃত ও তদ্গতমনা হইয়া তাঁহার সহিত বহু ঋতু বিহার করিলেন। একে ত সীতা "পিতৃকৃত-পত্নী" বলিয়াই রামের প্রিয়া ছিলেন, তাহে আবার তাঁহার রূপ ও গুণে রামের তাঁহার প্রতি দিন দিন প্রীতি বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। প্রশস্ত-রূপবতী লক্ষ্মীর ন্যায় রূপসম্পন্না দেব-কন্যা-সদৃশী মৈথিলী জনকনন্দিনী সীতা বিশেষরূপে জানিতেন যে, আমার স্বামীর প্রতি যাদৃশ প্রণয়, তাঁহার আমার প্রতি তদ-পেক্ষায় অধিক প্রণয়, সুতরাং তাঁহার মনে যেরূপ সদ্গুণ সকল বিরাজমান ছিল, তদ-পেক্ষায় দ্বিগুণ-ভাবে রাম বিরাজমান হইলেন। রাজর্ষি দশরথের পুত্র রাম সেই অভিকামা শ্রেষ্ঠরাজকন্যা সীতার সহিত মিলিত হইয়া অতীব প্রমোদান্বিত হইলেন, এবং লক্ষ্মীর সহিত মিলিত অমরেশ্বর বিভু বিষ্ণুর ন্যায় শোভা লাভ করিলেন।

সপ্তসপ্তত সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ।

রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

অনঘ শত্রুঘ্ন ভরতের অপকারীকে নিয়ত বিনাশ করিতেন, এজন্য মাতুলালয়ে যাইবার সময়ে ভরত তাঁহাকে প্রীতি-সহকারে সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য করিয়া সমভিব্যাহারে লই-লেন। পরে তিনি মাতুলালয়ে যাইয়া মাতুল অশ্বপতি-কর্ত্তৃক ভ্রাতার সহিত তুল্য সৎকারে সৎকৃত ও পুত্রবৎ স্নেহ-সহকারে লালিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মাতুলালয়ে অভীষ্ট বিষয় সকল লাভ করিয়া সম্যক্ সন্তোষে থাকিয়াও অনবরত বৃদ্ধ পিতা দশরথ ও সেই দুই বীর্য্য-সম্পন্ন ভ্রাতাকে স্মরণ করিতেন। মহাতেজস্বী রাজা দশরথও অনবরত মহেন্দ্র ও বরুণসদৃশ সেই দুই বিদেশস্থ পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্নকে স্মরণ করিতেন; কেননা, যেরূপ চতুর্ভুজ পুরুষের স্বীয় শরীর হইতে বহির্গত চারিটী বাহুই প্রিয় হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার সেই চারিটি পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্র, সকলেই প্রিয় ছিলেন; পরন্তু রাম তাঁহার সকল পুত্র অপেক্ষায় সর্ব্বাধিক প্রীতিসম্পাদক ছিলেন। যেহেতু একে ত সেই রাম সনাতন বিষ্ণু, দর্পোদ্ধত রাবণের বিনাশার্থী দেবগণের প্রার্থনানুসারে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহে আবার স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার ন্যায় সমস্ত প্রাণী হইতেই সমধিক গুণ-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। অতএব কৌসল্যা দেবীও সেই অমিততেজস্বী পুত্রের দ্বারা, যেমন অদিতি দেবী স্বীয় পুত্র বজ্রপাণি দেবরাজের দ্বারা শোভা লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ শোভা লাভ করেন।

সেই বীর্য্যবান্ দশরথনন্দন রূপসম্পন্ন রাম, গুণে দশরথের তুল্য ছিলেন; তিনি কখন কাহারও অসূয়া করিতেন না; ভূমণ্ডলে তাঁহার উপমার স্থান ছিল না; তিনি নিয়ত প্রশান্ত-চিত্ত ছিলেন,—সর্ব্বদা অনুনয়-সহকারে কথা কহিতেন; এমন কি, কেহ তাঁহাকে পরুষ বাক্য বলিলে, তাহার প্রত্যুত্তর দিতেন না। তিনি এতাদৃশ বিশুদ্ধাত্মা ছিলেন যে, কেহ যদি কদাচিৎ তাঁহার কিঞ্চিৎ উপকার করিত, তাহাতেই পরম সন্তোষ লাভ করিতেন; কিন্তু শত শত অপকার করিলেও, তাহা স্মরণ করিতেন না। তিনি অস্ত্রশিক্ষার সময়েও বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ সৎস্বভাব-সম্পন্ন সজ্জনগণের সহিত আলাপ করিতেন; তিনি বুদ্ধিমান্ ও প্রিয়ংবদ ছিলেন; তিনি অগ্রেই মধুর বাক্যে সম্ভাষা করিতেন; তিনি অতিবীর্য্যবান্ ছিলেন, তথাপি স্বীয় বীর্য্যে গর্ব্বিত ছিলেন না; তিনি অতীব বিদ্বান্ ছিলেন; তিনি বৃদ্ধদিগের সম্মান করিতেন; তিনি প্রজাদিগের অনুরক্ত ছিলেন, প্রজাগণও তাঁহার অনুরক্ত

ছিল; তিনি মিথ্যা কথা বলিতেন না; তিনি সকলের প্রতিই দয়া করিতেন, বিশেষত দীনের প্রতি সমধিক দয়াবান্ ছিলেন; তিনি জিতেন্দ্রিয় ও অতি ধার্ম্মিক ছিলেন; তিনি সর্ব্বদাই শুচি থাকিতেন; তিনি ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করিতেন; তিনি কুলোচিত-মতি অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্র ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বোধ করিতেন; সুতরাং শত্রু-পরাজয় ও প্রজাপালন-জনিত যশ হইতেই সুমহৎ স্বর্গ-ফল লাভ করা যায়, ইহা বোধ করিতেন; তিনি শাস্ত্রনিষিদ্ধ অমঙ্গলকর কর্ম্ম করিতেন না, অধিক কি! শাস্ত্র-বিরুদ্ধ-কথাও শ্রবণ করিতেন না; তিনি বৃহস্পতির ন্যায় স্বপক্ষ সংরক্ষণ-নিমিত্ত উত্তরোত্তর হেতুবাদ করিতে সমর্থ ছিলেন। সেই সবক্তা দেশ-কাল-তত্ত্বজ্ঞ নীরোগ প্রশস্ত-দেহসম্পন্ন তরুণবয়স্ক রাম এতাদৃশ সারজ্ঞ ছিলেন যে, বিধাতা যেন অদ্বিতীয় সাধুরূপে তাঁহাকে সৃজন করিয়াছেন, ইহা সকলেই বোধ করিত। সেই শ্রেষ্ঠগুণ-যুক্ত রাজকুমার স্বীয় গুণে প্রজাদিগের বাহ্যসঞ্চারী অপর প্রাণের ন্যায় হইয়া প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি যথানিয়মে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অধিক কি, সকল বিদ্যারই অপেক্ষিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সমাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; সেই ভরতাগ্রজ রাম সমন্ত্র ও নির্ম্মন্ত্র অস্ত্র-জ্ঞান-বিষয়ে পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন; সেই ক্ষণজন্মা সরল-স্বভাব সত্যবাদী সাধু-চরিত্র অদীন-চিত্ত রাম ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সম্যক্ শিক্ষিত হইয়াছিলেন; তাঁহার অতীব স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধির প্রতিভা ছিল; তিনি ধর্ম্মকামার্থতত্ত্বজ্ঞ, লৌকিক-ব্যবহারদক্ষ, সময়োচিত আচারে কুশল, গূঢ়াভিপ্রায়, বিনীত-স্বভাব, দৃঢ়ভক্তি-সম্পন্ন, স্থিরপ্রজ্ঞ, নানাশাস্ত্রাভিজ্ঞ, প্রমাদবিহীন, আলস্য-শূন্য, কৃতজ্ঞ ও পরচিত্ত-জ্ঞান বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহার অনেক মন্ত্রজ্ঞ গুপ্তচর সহায় ছিল, তিনি অসদ্গ্রাহী ছিলেন না; তিনি কখন দুর্ব্বাক্য বলিতেন না। তাঁহার ক্রোধ কখন ব্যর্থ হইত না; তাঁহার বৃথা হর্ষও হইত না; তিনি অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করিবার সময় অবগত ছিলেন; তিনি কেবল পরকীয় দোষমাত্রই জানিতে পারিতেন এমত নহে, স্বীয় দোষও জানিতে পারিতেন, তিনি যথান্যায়ে অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতেন; তিনি সাধুদিগকে সংগ্রহপূর্ব্বক পালন করিতেন এবং অসাধুদিগকে নিগ্রহ করিতেন; তিনি অর্থ-উপার্জ্জনের উপায়সকল অবগত ও শাস্ত্রানুসারে অর্থ ব্যয় করিবারও সময়জ্ঞ ছিলেন; তিনি নানা শাস্ত্র পরিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, প্রাকৃতাদি-নানাভাষা-সমন্বিত নাটক প্রভৃতি গ্রন্থ পরিজ্ঞানেও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন; সেই আলস্য-বিহীন রাজনন্দন ধর্ম্ম ও অর্থ সঞ্চয় করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন; তিনি বিহারোপযুক্ত শিল্পকার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ ছিলেন; তিনি ধর্ম্মাদি উদ্দেশে অর্থ বিভাগ করিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন; সেই ধনুর্ব্বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ রাজপুত্র লোকে "অতিরথ" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন; তিনি সেনাপরিচালনে দক্ষ, শত্রুর অভিমুখে গমন করিয়া প্রহার করিতে পটু এবং গজ ও অশ্ব আরোহণ ও পরিচালন করিতে সমর্থ ছিলেন; ক্রোধসমন্বিত সুর কি অসুর, কাহারও তাঁহাকে সংগ্রামে ধর্ষণা করিতে সামর্থ্য ছিল না; সেই অকুটিল-স্বভাব জিতরোষ অসূয়া-বিহীন রাজনন্দন কোন প্রাণীরই অবজ্ঞা-ভাজন ছিলেন না, তিনি ত্রিলোকবাসী সমস্ত প্রাণীরই অভিমত ছিলেন; তিনি কখন দর্প করিতেন না; তিনি কালের বশীভূত ছিলেন না; এবং এতাদৃশ শ্রেষ্ঠ-গুণ-সম্পন্ন সেই রাজনন্দন ক্ষমা-প্রভৃতি গুণে পৃথিবীর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ও বীর্য্যে শচীপতির তুল্য ছিলেন। সেই রাজনন্দন পিতার প্রীতিদায়ক ও প্রজাদিগের কমনীয় সেই সকল গুণে, যেরূপ সূর্য্য অংশু দ্বারা শোভা লাভ করেন, সেইরূপ শোভা লাভ করিয়াছিলেন; অতএব পৃথিবী দেবী তাঁহাকে তাদৃশ চরিত্রসম্পন্ন, অপ্রধৃষ্য-পরাক্রম ও লোকনাথ-সদৃশ দেখিয়া নাথ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছিলেন।

শত্রুতাপন রাজা দশরথ সেই পুত্রকে সেই

সকল অনুপম নানাবিধ গুণে ভূষিত দেখিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও আমাকে বহুকাল জীবিত থাকিতে হইবে; অতএব আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে কি প্রকারে রাম রাজা হইতে পারে; কি প্রকারেই বা আমি তজ্জন্য প্রীতি-লাভ করিতে পারি"; তাঁহার এরূপ চিন্তা হইল। "আমি কবে প্রিয়পুত্র রামকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব; আমার রাম সকল লোকেরই বৃদ্ধি কামনা করিয়া থাকে; এমন কি, সে মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিকে করুণা বর্ষণ করিয়া আমা হইতেও লোকের প্রিয়তম হইয়াছে; এবং সে, বীর্য্যে শক্র ও যমের, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ও ধৈর্য্যে পর্ব্বতের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে ও আমা হইতেও সমধিক গুণসম্পন্ন হইয়াছে; অতএব আমি এই বৃদ্ধাবস্থায় সেই পুত্রকে এই ভূমণ্ডল শাসন করিতে দেখিয়া কি প্রকারে যথাকালে স্বর্গ লাভ করিব"; রাজা দশরথের এরূপ অভিলাষ হৃদয়ে জাগরুক হইল।

অনন্তর রাজা দশরথ সেই পুত্রকে সেই সকল অন্যরাজদুর্লভ গুণে এবং অন্যান্য যে সকল গুণ লোকে "উত্তম" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল নানাবিধ সমুদিত অনুপম গুণে উপলক্ষিত দেখিয়া, সচিব বর্গের সহিত অবধারণ করিয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভি-ষেক করিতে নিশ্চয় করিলেন। পরে সেই বুদ্ধি-সম্পন্ন রাজা দশরথ সেই মন্ত্রিদিগকে "দেখ! স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে ঘোর-তর ভয়ঙ্কর উৎপাত পরিদৃশ্যমান হইতেছে, আমারও শরীর জরা-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে আর বিলম্ব করা বিধেয় বোধ হইতেছে না," ইহা বলিলেন এবং তাঁহাদিগের বাক্যে ইহা অবগত হইলেন যে, মহাত্মা পূর্ণচন্দ্রানন রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের বিষয়ে সকলে-রই প্রীতি আছে।

কিয়ৎকালের পর উপযুক্ত সময় দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ আপনার ও প্রজাদিগের কল্যাণ ও আনন্দের নিমিত্ত প্রীতি-সহকারে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে সত্বর হইলেন,—সেই পৃথিবীপতি রাজা দশরথ স্বাধিকার-ভুক্ত নানা-নগর-নিবাসী ও অন্যান্য জনপদ-বাসী পৃথিবীমান্য মহীপালদিগকে মন্ত্রীদিগের দ্বারা আনয়ন করিলেন; পরন্তু তিনি ত্বরা-প্রযুক্ত "জনক ও কেকয়রাজ এই প্রিয় সংবাদ পরে শ্রবণ করিবেন," ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন করি-লেন না। অনন্তর রাজা দশরথ, যেরূপ প্রজা-পতি ব্রহ্মা প্রজাদিগকে অবলোকন করেন, সেই রূপ সেই সকল নরপতিকে যথাযোগ্য আবাস ও নানাবিধ আভরণ-দ্বারা অমাত্য-গণ-কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত দেখিলেন। পরে সেই পরপুর-বিনাশী নরপতি দশরথ উপবেশন করিলে, অপ-রাপর লোকমান্য নরপতিসকল উপবেশন করি-লেন,—তাঁহারা নিয়ত হইয়া, তাঁহার অভিমুখে তৎপ্রদর্শিত বিবিধ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন সেই নরপতি দশরথ সেই সকল বিনয়া-ন্বিত প্রাপ্ত-সম্মান নরপতি এবং নগর-নিবাসী ও জনপদবাসী মানব-সমূহে পরিবৃত হইয়া, যেরূপ ভগবান্ শতক্রতু অমরগণে পরিবৃত হইয়া প্রকাশমান হন, সেইরূপ প্রকাশমান হইলেন।

ইতি প্রথম সর্গ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

অনন্তর নরপতি দশরথ সেই সভান্বিত সমস্ত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করিয়া দুন্দুভি-স্বর-তুল্য মহাগম্ভীর অথচ রাজোপযুক্ত অনুপম কমনীয় সরস স্বরে মেঘের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করত আত্ম-হিত-জনক ও সকলেরই প্রীতি-দায়ক এই বাক্য বলিলেন, "আমার এই উত্তম রাজ্য মদীয় পূর্ব্ব-পুরুষ রাজেন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক যে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। অধুনা আমি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া, সেই ইক্ষ্বাকু-বংশীয় সমস্ত নরেন্দ্রের প্রতিপালিত সুখ-ভাজন অখিল জগতের কল্যাণ বিধান করিতে বাসনা করিয়াছি।

আমিও আমার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের আচরিত পথ অবলম্বন করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিরন্তর যথাশক্তি প্রজাদিগকে পালন করিয়াছি, এবং দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিয়া বহুসহস্র সংবৎসর কাল পাণ্ডুর-বর্ণ ছত্রের ছায়াতে থাকিয়া অখিল লোকের হিত অনুষ্ঠান করিতে করিতে এই শরীর জীর্ণ করিয়াছি; অতএব অধুনা এই জীর্ণ শরীরের বিশ্রাম করিতে বাসনা করিতেছি; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যে ভার বহন করিতে পারে না, এবং যে ভার বহন করিতে শৌর্য্য-প্রভৃতি রাজপ্রভাবের আবশ্যকতা আছে, আমি সেই লোক-হিতানুষ্ঠান রূপ গুরুতর ধর্ম্মভার বহন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছি; এজন্য আমি এই সকল সন্নিহিত দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের অনুমতিক্রমে পুত্রকে প্রজা-হিত-নিরত করিয়া বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আমার ইন্দ্রতুল্য-বীর্য্যসম্পন্ন পরপুর-বিজয়ী পুত্র রাম স্বীয় গুণ-সমুদায়ে আমা হইতেও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে; আমি সেই পুষ্যানক্ষত্র-সমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্ব-কার্য্য-সিদ্ধি-দাতা ধর্ম্মাত্মা পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্রকে কল্য যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। সেই লক্ষ্মীসম্পন্ন লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তোমাদিগের অনুরূপ নাথ হইবে, কেননা, সেই রাম নাথ হইলে ত্রৈলোক্য আপনাকে 'প্রকৃষ্ট-নাথবান্' বলিয়া বোধ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই; অতএব আমি তাহাকে সদ্যই যৌবরাজ্যে অভিষেক-পূর্ব্বক তাহাতে রাজ্য-ভার সন্নিবেশিত করিয়া এই পৃথিবীর কল্যাণ বিধান করিব এবং আপনিও ক্লেশবিহীন হইব। যদি আমার এই মন্ত্রণা সাধু হয়, এবং আপনাদিগেরও হিতসাধিনী হয়, তবে আপনারা আমাকে এবিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। যদি এই মন্ত্রণা কেবল আমারই প্রীতিদায়িনী হয়, তবে আমাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আপনারা নির্দ্দেশ করুন, - যাহাতে সকলের হিত হয়, তাহা বিচার করিয়া আমাকে বলুন; যেহেতু মধ্যস্থেরা নিরপেক্ষ হইয়া পূর্ব্ব ও পর পক্ষ বিচার-পূর্ব্বক প্রকৃত হিত অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, এই জন্য তাঁহাদের বিবেচনা সমধিক উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।"

নরপতি দশরথ সেইরূপ বলিলে, নরপতি-গণ প্রমোদ-সহকারে তাঁহাকে, যেরূপ ময়ূরেরা শব্দ করত বর্ষণকারী মেঘকে অভিনন্দন করিয়া থাকে, সেইরূপ অভিনন্দন করিলেন। তখন জনসমূহে হর্ষপরিপ্লুত সুস্নিগ্ধ শব্দ, পৃথিবী প্রকম্পিত করত প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর সেই ধর্ম্মার্থ-তত্ত্বজ্ঞ রাজা দশরথের অভিপ্রায় জানিয়া, সেই সকল নরপতি, ব্রাহ্মণ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা পৌর ও জানপদদিগের সহিত মিলিত হইয়া ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া মন্ত্রণা করিলেন এবং মন্ত্রণা-পূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া, বৃদ্ধ নরপতি দশরথকে কহিলেন, "হে পার্থিব! আপনার বয়োমান বহুসহস্র বর্ষ হইয়াছে, সুতরাং আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, অতএব আপনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। হে রাজন্! মহাবাহুশালী মহাবল-সম্পন্ন রঘুবীর রাম মহাগজে আরোহণ করিয়া, ছত্রে পরিবৃত হইয়া গমন করেন, ইহা অবলোকন করিতে আমাদিগেরও অভিলাষ হইতেছে।"

তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ, রামের অভিষেক সকলেরই মনোগত প্রিয়, ইহা জানিয়াও স্পষ্ট জানিবার মানসে উদারের ন্যায় হইয়া তাঁহাদিগকে এই বাক্য বলিলেন, "হে রাজগণ! আপনাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার বোধ হইতেছে যে, আপনারা রঘু-নন্দন রামকে নাথ করিতে বাসনা করিতেছেন; কিন্তু এবিষয়ে আমার এই এক সংশয় জন্মিয়াছে যে, আমি ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন করিতেছি, তথাপি আপনারা কেন মহাবল-সম্পন্ন রামকে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত দেখিতে বাসনা করিতেছেন? আপনারা ইহার প্রকৃত উত্তর প্রদান করুন।

অনন্তর সেই মহাত্মা নরপতিসকল পৌর ও জানপদদিগের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, "হে নৃপ! আপনার পুত্রের প্রজাহিতকর অনেক গুণ আছে। হে দেব! এখন সেই দেবকল্প গুণশালী ধীসম্পন্ন রামের যে সকল গুণ সকলকে আনন্দিত করিয়া সকলেরই প্রিয় হইয়াছে, আমরা তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিতেছি আপনি শ্রবণ করুন। হে নরপাল! সত্যপরা-

ক্রমে রাম স্বীয় অমানুষ গুণসমুদায়ে মহেন্দ্রের তুল্যতা লাভ করিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয় সমুদয় নরপতি হইতেই শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন; সেই সত্যপরায়ণ রাম সত্য ব্যবহারে লোকে 'সাধু পুরুষ' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, অধিক কি, বোধ হয় যে, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও অর্থের নিদান-স্বরূপ; যেরূপ চন্দ্র প্রাণীদিগকে আনন্দিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনি প্রজাদিগকে আনন্দিত করেন। তিনি ক্ষমাতে পৃথিবীর, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ও বীর্য্যে শচীপতির তুল্য; সেই ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ, সচ্চরিত্র, ক্ষমাশালী, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও প্রিয়বাদী রাম সকলকেই সান্ত্বনা করিয়া থাকেন; তিনি কখন কাহারও অসূয়া করেন না; তাঁহার বুদ্ধি কখন ব্যাকুল হয় না; সেই মৃদুস্বভাব শান্তি-সম্পন্ন রঘুনন্দন রাম সকল প্রাণীকেই সত্য বাক্য বলিয়া থাকেন, অথচ কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলেন না; তিনি বহুশ্রুত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-দিগের উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার ইহলোকে তেজ, কীর্ত্তি ও যশ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতেছে; তিনি দৈব, আসুর ও মানুষ সমস্ত অস্ত্রই অবগত হইয়াছেন; তিনি যথানিয়মে বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছেন; তাঁহার সমস্ত বিদ্যারই নিয়মিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সম্যক্ অনুষ্ঠান করা হইয়াছে; এমন কি, তিনি গান্ধর্ব্ব-বিদ্যাতেও ভূমণ্ডলে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন; সেই মহামতি অদীন-মানস সাধুস্বভাব ভরতাগ্রজ রাম অতি শুভ লগ্নে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; তিনি ধর্ম্মার্থনিপুণ দ্বিজবরগণ-কর্ত্তৃক সম্যক্ সুশিক্ষিত হইয়াছেন; যখন সেই পুরুষ-শার্দ্দূল রাম নগর বা গ্রামের নিমিত্ত সংগ্রাম করিতে গমন করেন, তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া যান, সংগ্রাম জয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন না, তিনি কুঞ্জর বা রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বজনের ন্যায় পৌরদিগের দারা, পুত্র, অগ্নি, শিষ্য ও ভৃত্যবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন; যেরূপ পিতা পুত্রদিগের প্রতি কুশল প্রশ্ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণদিগের সহিত, "আপনাদিগের শিষ্যেরা ত সম্যক্ শুশ্রূষা করিয়া থাকে?" ও ক্ষত্রিয়দিগের সহিত "তোমাদিগের ভৃত্যেরা ত শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত সম্যক্ উদ্যুক্ত হইয়া থাকে?" এ রূপ সম্ভাষা করিয়া থাকেন, এবং ঐ রূপে সকল জাতিরই সহিত যথাযোগ্য প্রিয়-সম্ভাষা করেন; সেই অতিধর্ম্মাত্মা বৃদ্ধ-সেবী সত্যবাদী মহাধনুর্দ্ধারী জিতেন্দ্রিয় রাম মানবদিগের বিপৎকালে অতীব দুঃখিত হন এবং সম্পৎকালে, যেরূপ পিতা সন্তোষ লাভ করেন, সেইরূপ সন্তুষ্ট হন; তিনি সকল কথাই ঈষৎ হাস্য-সহকারে বলিয়া থাকেন; তিনি বৃহস্পতির ন্যায় স্বীয় মত সংস্থাপনার্থ উত্তরোত্তর হেতুবাদ করিতে সমর্থ, অথচ তাঁহার বৃথা কলহ করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপনে অভিরুচি নাই; তিনি সকলকেই কল্যাণ-পথে নিয়োগ করিয়া থাকেন; সেই আয়ত-লোহিত-লোচন উত্তম-ভ্রূ-সম্পন্ন লোকাভিরাম রাম শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমে সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ; এবং তিনি প্রজাপালন-রীতি সম্যক্ অবগত হইয়াছেন, বিশেষত তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ও বিষয়ানুরাগে আবদ্ধ নহে,—তাঁহার কখন নিরর্থক ক্রোধ বা চিত্তপ্রসাদ হয় না,—তিনি বধ্যদিগকে নিয়মানুসারে বধ করিয়া থাকেন, এবং অবধ্যদিগের প্রতিও ক্রোধ করেন না, প্রত্যুত তাহারা যে বিষয়ে সন্তোষ লাভ করে, সেই বিষয়ে নিয়োগ করেন; অতএব তিনি ত্রৈলোক্যের রাজা হইবার উপযুক্ত, সুতরাং তাঁহার এই পৃথিবীর রাজত্ব করা অতি সহজ কর্ম্ম। সেই রাম আত্মমনোদমন এবং সমস্ত মানবের প্রীতিদায়ক ও কমনীয় গুণে, যেরূপ সূর্য্য স্বীয় প্রদীপ্ত অংশু-দ্বারা শোভা লাভ করেন, সেই রূপ শোভা লাভ করিয়াছেন; এবং সেই সত্যপরাক্রম-সম্পন্ন লোকনাথোপম রামকে এতাদৃশ গুণ-সম্পন্ন দেখিয়া, পৃথিবীও তাঁহাকে নাথ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন।

হে রঘুনন্দন! আপনার ভাগ্যানুসারেই আপনার সেই পুত্র কল্যাণ-পথের পথিক হইয়াছেন,—আপনার ভাগ্যানুসারেই আপনার সেই পুত্র মরীচিনন্দন কশ্যপের ন্যায়

সমস্ত পুত্রোচিত গুণে ভূষিত হইয়াছেন। হে দেব! সেই রামের সৎস্বভাব মনুষ্য-লোকে সম্যক্ বিখ্যাত হইয়াছে; এমন কি! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব এবং উরগ-লোকেও খ্যাতি লাভ করিয়াছে, সুতরাং পুরবাসী ও রাষ্ট্রবাসী সকল ব্যক্তিই তাঁহার অক্ষয় বল, পরমায়ু ও আরোগ্য কামনা করিয়া থাকে; অপিচ অন্তরঙ্গ কি বহিরঙ্গ, সকলেই তাঁহার যৌবরাজ্যে অভিষেকার্থ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া থাকে; অধিক কি! বৃদ্ধা ও তরুণী কামিনীরাও সমাহিত হইয়া তাঁহার যৌবরাজ্যে অভিষেক কামনা করিয়া প্রত্যহ প্রভাতকালে ও সায়ংকালে দেবতাদিগকে নমস্কার করে; আপনার প্রসাদে তাহাদিগের সেই প্রার্থনা ফলবতী হউক,—হে নৃপশার্দ্দূল! আপনার পুত্র শত্রু-নিধনকারী ইন্দীবর-তুল্য-শ্যাম-বর্ণ-সম্পন্ন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত অবলোকন করিতে আমাদিগের সকলেরই অভিলাষ হইয়াছে; আপনি সকলেরই অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং সত্বর হইয়া দেবতুল্য সর্ব্বলোক-হিত-নিরত উদার-গুণ-সমন্বিত স্বীয় তনয় রামকে প্রমোদ-সহকারে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া আমাদিগের সেই অভিলাষ পূর্ণ করুন।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

রাজা দশরথ সেই সকল ব্যক্তির কৃত সৎকার যথান্যায়ে স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে "তোমরা আমার প্রিয় জ্যেষ্ঠ তনয় রামের যৌবরাজ্যাভিষেক বাসনা করিতেছ, ইহাতে আমি পরম প্রীত হইলাম, এবং আমার প্রভাবের তুলনা নাই, ইহা বোধ করিলাম," এই প্রিয় ও হিতকর বাক্য বলিলেন। তিনি ঐরূপে তাঁহাদিগকে সৎকৃত করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই বসিষ্ঠ ও বামদেব-প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে "এই চৈত্র মাস অতিকমনীয়, যেহেতু এ সময়ে প্রায় সকল পুষ্পবৃক্ষই পুষ্পিত হইয়া থাকে; বিশেষত এই সময়, পুণ্যকর্মানুষ্ঠানে অতিপ্রশস্ত; অতএব এই সময়েই রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা উচিত, সুতরাং আপনারা, তদ্বিষয়ে যাহা যাহা আয়োজন করিতে হয়, তৎসমুদয় আয়োজন করুন," এই কথা বলিলেন। তাঁহার বাক্যের অবসানে শ্রোতৃবর্গের আনন্দ-ধ্বনিতে সুতুমুল কোলাহল হইল।

অনন্তর ক্রমে সেই কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, নরপতি দশরথ আবার মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ ও বামদেবকে "হে মহাভাগদ্বয়! রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত যে যে উপকরণ আহরণ করিতে হইবে, অদ্যই আপনারা ইহাঁদিগকে তৎসমুদায় আহরণ করিতে আদেশ করুন," এই বাক্য বলিলেন। মহীপালের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুনিশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ ও বামদেব, তাঁহার অভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত সাবহিত অমাত্যদিগকে আদেশ করিলেন, "আপনারা কল্য প্রাতেই মহীপতির অগ্নিহোত্র-গেহে সুবর্ণ-প্রভৃতি ধাতু সকল, বিবিধ রত্ন, আবশ্যকীয় বলি-সমস্ত, সর্ব্বৌষধ, অনেক শ্বেত মাল্য, ঘৃত, মধু, লাজা, অনেক সদ্যোজাত বস্ত্র, রথ, সমস্ত আয়ুধ, চতুরঙ্গ সৈন্য, শুভ-লক্ষণাক্রান্ত একটি হস্তী, দুইটি চামর, দুইটি ব্যজন, ধ্বজা, পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র, এক শত অগ্নিতুল্য-প্রভাবশালী সুবর্ণ-নির্ম্মিত ঘট, সৌবর্ণ-শৃঙ্গ-সম্পন্ন একটি বৃষ ও অখণ্ড ব্যাঘ্র-চর্ম্ম যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করিয়া রাখিবেন, এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যও আহরণ করিয়া স্থাপন করিবেন। আপনারা অন্তঃপুর ও নগর-দ্বারসকল চন্দন-চর্চ্চিত-মাল্যদাম দ্বারা শোভিত ও ঘ্রাণ-মনোহর-ধূপ-দ্বারা সুবাসিত করিবেন, এবং এত প্রচুর সম্যক্ সংস্কৃত সুপ্রশস্ত অন্ন, ক্ষীর ও দধি প্রস্তুত রাখিবেন যে, তাহাতে লক্ষ ব্রাহ্মণ পর্য্যাপ্ত রূপে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। আপনারা কল্য প্রভাতে মুখ্য ব্রাহ্মণদিগকে সৎকারপূর্ব্বক প্রচুর-দক্ষিণার সহিত ঘৃত, দধি ও লাজা প্রদান করিবেন। কল্য সূর্য্য উদিত হইবামাত্র স্বস্তিবাচন করিতে হইবে, সুতরাং

আপনারা অদ্যই ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করুন এবং আসন সকল প্রস্তুত করিয়া রাখুন। আপনারা রাজপথ সকল জলসিক্ত ও পতাকা-সকল উড্ডীয়মান করুন, এবং অদ্য নর্ত্তকী বেশ্যাদিগকে শোভন অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অন্তঃপুরের দ্বিতীয়-কক্ষ্যাতে অবস্থান করিতে ও শৌর্য্য-সম্পন্ন যোধদিগকে পরিষ্কৃত বসন-পরিধানপূর্ব্বক সন্নদ্ধ হইয়া, কটিদেশে দীর্ঘ অসি বন্ধন করিয়া, মহারাজের অন্তঃপুরের মহোৎসব-বিশিষ্ট অঙ্গন-মধ্যে অবস্থিত হইতে আদেশ করুন এবং অযোধ্যা নগরীতে যে সকল দেবালয় ও চৈত্য বৃক্ষ আছে, তাহার প্রত্যেক স্থানে আপনারা উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে কল্য দক্ষিণার সহিত গন্ধ ও পুষ্প-প্রভৃতি পূজাদ্রব্য এবং অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য সকল গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করুন।

সেই কার্য্যকুশল দ্বিজসত্তম বশিষ্ঠ ও বামদেব সেইরূপে তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য আদেশ করিয়া, অপর যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমস্ত সমাধা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরম প্রীত হইয়া, নরপতি দশরথের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে "যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা করা হইয়াছে," ইহা বলিলেন। পরে দ্যুতিশালী রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে "তুমি বিশুদ্ধাত্মা রামকে এখানে শীঘ্র আনয়ন কর," এই কথা বলিলেন। সুমন্ত্রও "যে আজ্ঞা" বলিয়া রাজ-শাসনানুসারে শীঘ্র রথিবর রামকে রথ-দ্বারা আনয়ন করিতে গমন করিলেন।

অনন্তর পূর্ব্বদেশীয়, পাশ্চাত্য, উত্তর-দেশীয় ও দাক্ষিণাত্য আর্য্যজাতীয় ও ম্লেচ্ছ-জাতীয় মহীপাল সকল এবং পার্ব্বতীয় রাজারা দশরথের সন্নিধানে আসীন হইয়া, যেরূপ দেবতারা মহেন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। সেই প্রাসাদোপরি সেই নরপতিদিগের মধ্যে রাজর্ষি দশরথ, যেরূপ বাসব দেবগণের মধ্যে বিরাজমান হন, সেইরূপ বিরাজমান হইলেন। পরে তিনি সৌন্দর্য্য ও গুণে গন্ধর্ব্বরাজ-সদৃশ, লোক-বিখ্যাত-পৌরুষ, দীর্ঘবাহুশালী, মত্ত-মাতঙ্গ-সদৃশ-গমনকারী, মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন, চন্দ্র-তুল্য-কমনীয়-বদন, অতীব প্রিয়দর্শন এবং গ্রীষ্মাভিতপ্ত ব্যক্তিব্যূহের আহ্লাদকারী মেঘের ন্যায় প্রজাবর্গের আনন্দকর স্বীয় তনয় রামকে অভিমুখে আগমন-পরায়ণ দেখিতে পাইলেন; কিন্তু তাঁহাকে অবলোকন করিয়া, তাঁহার পরিতৃপ্তি হইল না।

এদিকে সুমন্ত্র রঘুনন্দন রামকে সেই শ্রেষ্ঠ রথ হইতে অবতারণ করিলেন। পরে রাম পিতার সমীপে যাইতে লাগিলে, তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অনন্তর পিতৃদর্শনাকাঙ্ক্ষী রঘুনন্দন রাম সুমন্ত্রের সহিত সেই কৈলাসশৃঙ্গ-সদৃশ-প্রভাসমন্বিত প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন। পরে তিনি অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, পিতার নিকট যাইয়া, স্বীয় নাম কীর্ত্তন-পূর্ব্বক ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পার্শ্ব দেশে দণ্ডায়মান হইলে, নরপতি দশরথ সেই প্রিয় পুত্র রামের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে স্বাভিমুখে আনয়ন-পূর্ব্বক ভৃত্য-কর্ত্তৃক আনীত স্বচ্ছ মনোহর পরম আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। ঐ আসন যথান্যায়ে মণি ও কাঞ্চনে ভূষিত ছিল। সেই আসন তাদৃশ উৎকৃষ্ট হইলেও, রঘুনন্দন রাম তাহাতে উপবেশন করিয়া স্বীয় প্রভা দ্বারা, যেরূপ উদয়-কালে নির্ম্মল রবি স্বীয় প্রভাতে স্বর্ণময় মেরুপর্ব্বতের শোভা বৃদ্ধি করেন, সেইরূপ, তাহার শোভা বৃদ্ধি করিলেন এবং যেরূপ চন্দ্র শরৎকালীন গ্রহ ও নক্ষত্র-শোভিত বিমল আকাশ-মণ্ডল শোভিত করেন, সেইরূপ সেই সভাকেও সমধিক-শোভা-সমন্বিতা করিলেন। যেরূপ মানব সকল সম্যক্ অলঙ্কৃত হইয়া দর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করত সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ নরপতি দশরথ সেই প্রিয় পুত্র রামকে অবলোকন করত সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর রাম সুস্থিতচিত্ত হইলে, সৎপুত্রশালী রাজা দশরথ তাঁহাকে সম্ভাষা করিয়া, যেরূপে কশ্যপ দেবরাজকে বলিয়া থাকেন, সেইরূপে এই বাক্য বলিলেন, "রাম! তুমি আমার জ্যেষ্ঠা সদৃশী পত্নীতে জন্ম লাভ করিয়াছ, আমারও

সদৃশ হইয়াছ এবং আমার সকল পুত্র হইতেই সমধিক গুণ-সম্পন্ন হইয়া আমার প্রীতিভাজন হইয়াছ; বিশেষত স্বীয় গুণ সমুদায়ে প্রজা সকলকেও অনুরক্ত করিয়াছ; অতএব তুমি পুষ্যযোগে যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হও। পুত্র! তুমি স্বভাবতই অতীব গুণবান্ হইয়াছ, তথাপি আমি স্নেহ-বশত, যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, তাহা বলিতেছি, "তুমি আরও বিনয় অবলম্বন কর ও জিতেন্দ্রিয় হও, তুমি কাম-ক্রোধ-জনিত ব্যসন সকল পরিত্যাগ কর; এবং স্বয়ং ও দূত-দ্বারা প্রকৃত বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া অমাত্য-প্রভৃতি প্রজাবর্গকে অনুরক্ত কর; কেননা, যে মহীপতি বহুতর ধান্যাগার, রত্নাগার ও শস্ত্রাগার পরিপূরিত করিয়া প্রকৃতি-বর্গকে স্বীয় প্রিয় ও অনুরক্ত করত যথান্যায়ে পৃথিবী পালন করেন, তাঁহার মিত্রগণ (যে সকল ভদ্র-প্রজা শাসনানুসারে চলিয়া থাকেন, তাঁহারা) যেরূপ অমরগণ অমৃত লাভ করিয়া আনন্দিত রহিয়াছেন, সেইরূপ আনন্দিত হন, অর্থাৎ যেরূপ অমৃত লাভ করিয়া, দেবগণ অসংশয়িত-জীবন হইয়া আনন্দ ভোগ করেন, সেইরূপ সেই দুষ্ট-দমন শিষ্ট-পালন রাজার রাজ্যে থাকিয়া, প্রজাগণ অসংশয়িত-জীবন হইয়া সুখ ভোগ করে। পুত্র! অতএব তুমি নিয়তচিত্ত হইয়া ঐরূপ আচরণ কর।"

সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী বন্ধু সকল অতিসত্বর হইয়া, কৌসল্যার নিকট যাইয়া, তাঁহাকে সেই বিবরণ নিবেদন করিলেন। সেই প্রমদাবরা কৌসল্যা দেবী সেই সকল প্রিয়-সংবাদ-দাতা ব্যক্তিকে বিবিধ রত্ন এবং হিরণ্য ও বহু গবী প্রদান করিলেন।

এদিকে রঘুনন্দন রাম দশরথ রাজাকে প্রণাম করিয়া রথে আরোহণ-পূর্ব্বক সেই জন-সমূহ-কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া স্বীয় দ্যুতি-সমন্বিত আবাস-গৃহে গমন করিলেন। সেই সকল পৌর ব্যক্তিরাও নরপতি দশরথের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইষ্টলাভ বোধ করত অতীব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক শীঘ্র স্বীয় স্বীয় গৃহে যাইয়া সেই কার্য্যের সিদ্ধি নিমিত্ত ইষ্ট দেব পূজা করিতে লাগিলেন।

ইতি তৃতীয় সর্গ॥ ৩॥

চতুর্থ সর্গ।

অনন্তর পৌরবর্গ গমন করিলে, নিশ্চয়জ্ঞ রাজা দশরথ আবার মন্ত্রিগণের সহিত এরূপ নিশ্চয় করিলেন যে, কল্য পুষ্যা নক্ষত্র হইবে, কল্যই যুবরাজোপযুক্ত রাজীবলোচন রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা বিধেয়। অনন্তর রাজা দশরথ অন্তঃপুরে যাইয়া সুমন্ত্র সারথিকে পুনর্ব্বার রামকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সুমন্ত্র সারথি মহীপালের সেই আদেশ-বাক্য স্বীকার করিয়া আবার রামকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার ভবনে শীঘ্র গমন করিলেন। পরে দ্বারপালগণ রামকে সুমন্ত্রের আগমন বিবরণ নিবেদন করিল। সারথি আসিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, রাম শঙ্কান্বিত হইলেন এবং সত্বর হইয়া তাঁহাকে প্রবেশিত করিয়া, "তোমার আবার আসিবার কারণ বিশেষরূপে বল," এই কথা বলি-লেন। অনন্তর সুমন্ত্র সারথি তাঁহাকে "মহারাজ আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া, এক্ষণে তথায় যাওয়া এবং না যাওয়া বিষয়ে আপনিই প্রমাণ," ইহা বলিলেন। সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া রামও পুনশ্চ মহীপালকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্বর হইয়া রাজ-ভবনে গমন করিলেন। দৌবারিকপ্রমুখাৎ রাম আসিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া, নরপতি দশ-রথ তাঁহার নিকট স্বীয় অতিপ্রিয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার মানসে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশিত করিলেন। শ্রীসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম পিতৃভবনে প্রবিষ্ট হইয়া দূর হইতে তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র বদ্ধাঞ্জলি হওত প্রণিপাত করি-লেন। রাম প্রণাম করিলে, মহীপাল দশরথ তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান

রত কহিলেন, "পুরুষাগ্রগণ্য রাম! এক্ষণ মামি বৃদ্ধ হইয়াছি, বিশেষত আমার পরমায়ু তিদীর্ঘ, এজন্য আমি ক্রমে নানা বিদ্যা পার্জ্জন করিয়াছি; স্বেচ্ছানুসারে নানাবিধ ষয় ভোগ করিয়াছি,—আমার অভিলষিত থসমুদয় অনুভব করা হইয়াছে; যে সকল জ্ঞে বিপুল অন্নব্যয় হইয়া থাকে, তাদৃশ শত ত ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের যথান্যায়ে অনুষ্ঠান ও র্থীদিগকে অভিলষিত বিষয় প্রদান করিয়াছি; এবং আমার ভূমণ্ডলে অনুম-গুণ-সমন্বিত পুত্র জন্মিয়াছে; এনিমিত্ত মামি দেব, ঋষি, বিপ্র, পিতৃবর্গ ও আত্মার ণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছি, সুতরাং তামাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করা ব্যতীত মামার আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই; অতএব মামি তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা তামার করা উচিত। পুত্র! এক্ষণ তুমি প্রজা পালন কর, ইহা প্রজাবর্গের অভিলাষ; অতএব আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব; কিন্তু রাম! আমার জন্মনক্ষত্র দারুণ গ্রহ সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, ইহা দৈবজ্ঞেরা বলিয়াছেন; এবং আমিও অদ্য নানাবিধ অশুভ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি, তাহে আবার আকাশ হইতে মহাশব্দ-কারিণী উল্কা সকল পতিত হইতেছে, এবং নির্ঘাত শব্দ হইতেছে, প্রায় ঈদৃশ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইলে, মহীপতি ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়া কাল-কবলিত হইয়া থাকেন, এ নিমিত্ত আমার জীবনের প্রতি সংশয় হইয়াছে; বিশেষত প্রাণীদিগের মনোবৃত্তি সর্ব্বদা সমভাবে থাকে না; অতএব যে কোন প্রকারে হউক, আমার চিত্ত বিমুগ্ধ না হইতে হইতেই, তুমি শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও। রঘুনন্দন! দৈবজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, চন্দ্র পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করেন, সুতরাং যখন অদ্য চন্দ্র পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে গমন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই কল্য পুষ্যা নক্ষত্রে যাইবেন; আমি সেই পুষ্য-যোগে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব,—কল্যই তুমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও; কেননা, আমার মন আমাকে এবিষয়ে অতীব ত্বরান্বিত করিতেছে। শত্রুতাপন রাম! অতএব তোমার এক্ষণ অবধি নিয়তচিত্ত হইয়া, রজনীতে পত্নীর সহিত উপবাস করিয়া, কুশ শয্যাতে শয়ন করা বিধেয় এবং তোমার বন্ধুবর্গের অদ্য তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত, যেহেতু ঈদৃশ কার্য্য-সমুদায়ে নানাবিধ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, এই জন্যই, যদিও তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা ভরত সাধুদিগের মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছে,—সে, ইন্দ্রিয় পরাজয় করিয়াছে, এবং সদয়-স্বভাব ও জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী হইয়াছে, তথাপি তাহার অবর্ত্তমানেই তোমার যৌবরাজ্যে অভিষেক হওয়া উচিত, ইহা আমি বিবেচনা করি, কেননা; আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, মনুষ্যদিগের চিত্ত সর্ব্বদা সমভাবে থাকে না, যেহেতু ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগেরও চিত্ত রাগ ও দ্বেষে আক্রান্ত হইয়া থাকে।"

কল্য যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবার বিষয়ে জনক কর্তৃক সেইরূপ উক্ত এবং "এক্ষণ গমন কর"; এই বাক্যে গমনার্থ অনুজ্ঞাত হইয়া, রাম তাঁহাকে সম্ভাষা করিয়া সীতাকে উক্ত বিষয় বলিবার নিমিত্ত স্বীয় গৃহে গমন করিলেন; এবং স্বীয় গৃহে প্রবেশিয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া, তৎক্ষণমাত্র গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তিনি তথায় যাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতা তাঁহার রাজ্যলক্ষ্মী কামনা করিয়া, ক্ষৌম বাস পরিধানপূর্ব্বক দেবালয়ে বাক্য নিয়ম করত দেবতার আরাধনা করিতেছেন। পূর্ব্বেই তথায় সুমিত্রা দেবী ও লক্ষ্মণ আসিয়া কৌসল্যাকে সেই প্রিয় সংবাদ প্রদান করেন। কৌসল্যা দেবীও অতিপ্রিয় রামাভিষেক-বিবরণ শ্রবণ করিয়া তথায় সীতাকে আনয়ন করেন। কল্য পুষ্য-যোগে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে শ্রবণ করিয়া, কৌসল্যা প্রাণায়াম দ্বারা পরম পুরুষ জনার্দ্দনকে ধ্যান করিতে প্রবৃত্তা হন। রাম আগমন করিলেও, কৌসল্যা দেবী সুমিত্রা, সীতা ও লক্ষ্মণকর্তৃক উপাস্যমানা হইয়া, নয়ন নিমীলন করিয়া, জনার্দ্দনকে ধ্যান

করিতেছিলেন। রাম তাদৃশ-নিয়মবতী মাতার নিকটে যাইয়া, তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক আহ্লাদিতা করত এই উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন,—"জননি! পিতা আমাকে প্রজাপালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন,—তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, কল্য তোমার যৌবরাজ্যে অভিষেক হইবে। উপাধ্যায়গণ পিতাকে 'অদ্য রামকে সীতার সহিত উপবাস করিয়া রজনী যাপন করিতে হইবে," ইহা বলিয়াছেন, সুতরাং পিতা আমাকে সেইরূপ আদেশ করিয়াছেন। মাতঃ! অভিষেকের পূর্ব্ব দিনে যে সকল মাঙ্গল্য কার্য্য করিতে হয়, আপনি আমার ও জানকীর নিমিত্ত সেই সকল মাঙ্গল্য কার্য্য সমাধান করুন।"

রামের মুখে চিরকাঙ্ক্ষিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌসল্যা দেবী তাঁহাকে হর্ষজনিত-বাষ্পব্যাকুল এই বাক্য বলিলেন, "বৎস রাম! তুমি চিরকাল জীবিত থাক, তোমার শত্রু-সকল নিহত হউক এবং তুমি রাজলক্ষ্মীসম্পন্ন হইয়া আমার ও সুমিত্রা দেবীর বান্ধব-সমুদায়কে আনন্দিত কর। পুত্র! আমি তোমাকে অতি শুভ নক্ষত্রে প্রসব করিয়াছি, যেহেতু তুমি স্বীয় গুণে পিতা দশরথকে সন্তোষিত করিয়াছ। পুত্র! আমি নিষ্কামা হইয়া পদ্মনয়ন পরম পুরুষ বিষ্ণুর উদ্দেশে যে সকল ব্রত করিয়াছি, তাহা মোঘ হয় নাই; কেননা, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজলক্ষ্মী কল্য তোমাকে আশ্রয় করিবেন।"

রাম জননীকর্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া, বদ্ধাঞ্জলি হওত অভিমুখে অবস্থিত ভ্রাতাকে অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে "সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ! তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা,—আমি তোমার নিমিত্তই জীবন ও রাজ্য কামনা করি, সুতরাং তোমাকেও এই রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিবেন; তুমি আমার সহিত এই পৃথিবী শাসন ও অভিলষিত বিষয় সকল ভোগ কর এবং ধর্ম্ম ও অর্থ প্রাপ্ত হও," ইহা বলিলেন। রাম, লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া, সীতার সহিত স্বীয় গৃহে গমন করিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

নরপতি দশরথ রামকে অভিষেক-বিষয়ক কর্ত্তব্য কার্য্য আদেশ করিয়া পুরোহিত বসিষ্ঠকে আহ্বানপূর্ব্বক "হে নিয়তব্রত তপোধন! অদ্য আপনি রামকে নির্ব্বিঘ্ন রাজ্য-লাভার্থ পত্নীর সহিত উপবাসে প্রবৃত্ত করুন" এই বাক্য বলিলেন। বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ আচরিতব্রত ভগবান্ বসিষ্ঠ নরপতিকে "তথাস্তু," বলিয়া স্বয়ং মন্ত্রজ্ঞ বীর্য্যসম্পন্ন রামকে উপবাসে প্রবৃত্ত করিতে ব্রাহ্মণারোহণীয় অশ্বযুক্ত শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকেতনে গমন করিলেন। মুনিসত্তম বসিষ্ঠ পাণ্ডুরবর্ণ-মেঘ-তুল্য-নিবিড়-প্রভাশালী রামভবনে উপস্থিত হইয়া রথ দ্বারাই তাহার তৃতীয় কক্ষ্যাতে প্রবেশ করিলেন। রাম সেই সম্মানার্হ মহর্ষি বসিষ্ঠকে সম্মানিত করিবার নিমিত্ত সম্ভ্রম-পূর্ব্বক সত্বর গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। পরে তিনি সত্বর হইয়া, সেই মনীষী বসিষ্ঠের রথের সমীপে যাইয়া, স্বয়ং হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে রথ হইতে অবতারিত করিলেন। অনন্তর পুরোহিত বসিষ্ঠ সেই প্রিয়বাক্যার্হ রামকে তাদৃশ বিনয়াবলম্বী দেখিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, সম্ভাষাপূর্ব্বক স্তুতিদ্বারা প্রসাদন করিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করত এই কথা বলিলেন; "রাম! তোমার পিতা নরপতি দশরথ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, এজন্য তিনি কল্য প্রাতে, যেরূপ মহীপতি নহুষ প্রীতি-সহকারে যযাতিকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রীতি-সহকারে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন,—তুমি কল্য যৌবরাজ্য লাভ করিবে; অতএব অদ্য তুমি পত্নীর সহিত উপবাসী হইয়া থাক।"

নিয়তব্রত পরম পবিত্র বসিষ্ঠ সেইরূপ বলিয়া মন্ত্রানুসারে রামকে পত্নীর সহিত উপবাসে প্রবৃত্ত করিলেন। অনন্তর রাজগুরু বসিষ্ঠ কাকুৎস্থ রামকর্ত্তৃক যথানিয়মে অর্চ্চিত হইয়া, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তৎকালে প্রিয়বাদী বন্ধুবর্গের সহিত সমাসীন রাম সেই সকল বন্ধুকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া তাঁহাদিগকে যাই

অনুমতি প্রদান করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন রাজভবন প্রহৃষ্ট নর ও নারী-সমন্বিত হইয়া, যেরূপ বিকসিত পদ্ম-সমন্বিত সরোবর ভ্রমরকুলে আকুল হইয়া শোভিত হয়, সেইরূপ শোভিত হইল।

এদিকে বসিষ্ঠ রাজ-ভবন-তুল্য রামভবন হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন যে, পথ সকল জনগণে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এমন কি! অযোধ্যায় সমুদায় রাজমার্গই অভিষেক-সন্দর্শন-কৌতূহলসমন্বিত মানবসমূহে পরিবৃত জনগণের গমনাগমনের বাধা দিতেছে; যেরূপ সাগরে উর্ম্মিসমুদায়ের পরস্পর প্রতিঘাত-নিবন্ধন তুমুল শব্দ হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই সমস্ত রাজমার্গে মানববর্গের সুতুমুল আনন্দধ্বনি হইতেছে; অযোধ্যা নগরীর সমুদয় গৃহেই ধ্বজা সকল উচ্ছ্রিত এবং সেই সমস্ত ভবনেরই বহির্দ্বার সকল বনমালা-দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে; তাহার ক্ষুদ্র পথ সকলও সম্যক্ শোধিত ও জল-সংসিক্ত হইয়াছে; এবং অযোধ্যা-নিবাসী স্ত্রী ও বালক-প্রভৃতি সমুদয় ব্যক্তিই রামের অভিষেক কামনা করিয়া সূর্য্যোদয়ের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে এবং আপনাদিগের শোভা-সম্পাদক ও আনন্দবর্দ্ধন সেই মহোৎসব দর্শন করিতে উৎসুক হইয়াছে। পুরোহিত বসিষ্ঠ রাজমার্গে সেই জনগণের গমনাগমনের বাধাদায়ক জনসমূহকে ব্যূহিত করত ধীরে ধীরে রাজভবনাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি হিমালয়-শিখর-সদৃশ রাজভবনে অধিরোহণ করিয়া, যেরূপ বৃহস্পতি মহেন্দ্রের সহিত সমাগত হন, সেইরূপ মহীন্দ্র দশরথের সহিত সমাগত হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া নরপতি দশরথ আসন হইতে উত্থিত হইলেন; এবং তৎকালে যে সকল সভ্য তাঁহার সহিত সমাসীন ছিলেন, তাঁহারাও পুরোহিত বসিষ্ঠকে পূজা করত আসন হইতে উত্থিত হইলেন। পরে রাজা পুরোহিতকে "সেই কার্য্য ত করা হইয়াছে?" ইহা জিজ্ঞাসিলেন এবং বসিষ্ঠও তাঁহাকে "সেই কার্য্য করা হইয়াছে," ইহা নিবেদন করিলেন। অনন্তর রাজা দশরথ পুরোহিত-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, সেই জনসমুদায়কে বিসর্জ্জন করিয়া, যেরূপ সিংহ গিরিগুহাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। যেরূপ চন্দ্র তারাগণ-সমাকুল আকাশমণ্ডল উদ্দীপিত করেন, সেইরূপ তিনি মহেন্দ্র-গেহ-সদৃশ উত্তম-বেশ-সমন্বিত প্রমদাগণে পরিব্যাপ্ত মনোহর অন্তঃপুর উদ্দীপিত করত প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি পঞ্চম সর্গ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

এদিকে পুরোহিত গমন করিলে, রাম স্নান করিয়া নিয়তমানস হইয়া, পত্নীর সহিত নারায়ণ দেবের উপাসনা করিলেন। অনন্তর সেই রাজনন্দন আত্মপ্রিয় কামনা করিয়া বিধিপূর্ব্বক মস্তকদ্বারা আজ্যপাত্র গ্রহণ করত মহাদেব নারায়ণের উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আজ্য হবন করিলেন, এবং অবশিষ্ট আজ্য ভক্ষণ করিয়া বৈদেহীর সহিত নিয়তমানস ও যতবাক্ হইয়া নারায়ণ দেবকে ধ্যান করত, অন্তঃপুরবর্ত্তী শোভাসম্পন্ন বিষ্ণুনিলয়ে সম্যক্ পাতিত কুশশয্যাতে শয়ন করিলেন। রজনী প্রভাতের এক যামমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, তিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়া সূত, মাগধ ও বন্দীদিগের সুখজনক বাক্য সকল শ্রবণ করত ভৃত্যদ্বারা গৃহের সম্যক্ শোভা সম্পাদন করিলেন। পরে প্রভাত হইলে, তিনি সুসমাহিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করত গায়ত্রী জপ করিয়া, ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া, মধুসূদনকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিলেন এবং নির্ম্মল ক্ষৌম বাস পরিধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করিলেন। তখন সেই সকল ব্রাহ্মণের গম্ভীর ও মধুর পুণ্যাহ-শব্দ তূর্য্যশব্দ-সহকারে অযোধ্যা নগরী প্রপূরিত করিল। তৎকালে অযোধ্যাবাসী সমস্ত ব্যক্তিই, রাম বৈদেহীর সহিত উপবাস করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া প্রমোদলাভ করিল। রজনী প্রভাতা দেখিয়া এবং রামের অভিষেকের আয়োজন হইতেছে, ইহা শ্রবণ করিয়া সমস্ত পৌরজনই পুরী শোভিত করিল।

তখন অযোধ্যা নগরীর হিমালয়-সদৃশ প্রভা-সমন্বিত দেবালয়, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্যবৃক্ষ, অট্টালক, সভা, অত্যুচ্চ বৃক্ষ, নানাবিধ পণ্য-দ্রব্য-সমন্বিত বিপণি এবং সুসমৃদ্ধ শোভাসম্পন্ন গৃহস্থ-ভবন-সমুদায়ে ধ্বজা ও পতাকাসকল সম্যক্ উত্থাপিত হইল। অযোধ্যামার্গস্থিত জনসমুদায় নট, নর্ত্তক ও গায়কগণের মন ও কর্ণসুখ-সাধন গানশব্দ শ্রবণ করিতে লাগিল। রামের অভিষেক সময় উপস্থিত হওয়াতে, পৌরবর্গ গৃহ ও চত্বরমধ্যে পরস্পর মিলিত হইয়া তদ্বিষয়ক কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইল; অধিক কি! বালকগণও গৃহদ্বারে যূথে যূথে ক্রীড়া করত তদ্বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিল। তৎকালে রামাভিষেকের উদ্দেশে পৌরগণ রাজমার্গসকল পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা অলঙ্কৃত ও ধূপগন্ধদ্বারা অধিবাসিত করিয়া শোভিত করিল এবং নিশাগমে অন্ধকার প্রকারের আশঙ্কায় সমুদয় স্থান আলোকময় করণার্থ রথ্যাসমুদায়েরও উভয় পার্শ্বে দীপবৃক্ষ সকল স্থাপিত করিল।

এইরূপে অযোধ্যা নগরীর শোভা সম্পাদন করিয়া, পৌরবর্গ রামের যৌবরাজ্যাভিষেক আকাঙ্ক্ষা করিয়া সভা ও চত্বরমধ্যে যূথে যূথে সমবেত হইয়া পরস্পর কথোপকথন করত নরপতি দশরথের এরূপ প্রশংসা করিতে লাগিল, "আহা! আমাদিগের এই মহারাজ ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন দশরথ কি মহাত্মা! ইনি আপনাকে বৃদ্ধ জানিয়া রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। সেই অনুদ্ধতচিত্ত ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসল বিদ্বান্ রঘুনন্দন রাম যথাবৎ প্রাণীদিগের স্বভাব অবগত হইয়াছেন এবং যেরূপ ভ্রাতৃগণের প্রতি স্নেহ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমাদিগের প্রতিও স্নেহ করেন; অতএব যখন তিনি আমাদিগের রাজা হইয়া চিরকাল আমাদিগেকে রক্ষা করিবেন, তখন আমরা সকলে ঈশ্বর-কর্তৃক সম্যক্ অনুগৃহীত হইয়াছি, ইহাতে সন্দেহ নাই। নিষ্পাপ ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ দীর্ঘজীবী হউন, যাঁহার প্রসাদে আমরা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব।"

রামের যৌবরাজ্যাভিষেক-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, যে সকল জানপদ ব্যক্তিরা তদ্দর্শনাভিলাষে নানা দিক্ হইতে তথায় আগমন করিল, তাহারা সেই সকল কথোপকথনকারী পৌরবর্গের সেই সকল কথা শ্রবণ করিল। তৎকালে এত জানপদ ব্যক্তি তথায় সমাগত হইল যে, তৎসমুদায়ে অযোধ্যা নগরী একেবারে পরিপূরিতা হইয়া উঠিল। যেরূপ পর্ব্বকালে ঘোরতরঙ্গশালী সাগরের শব্দ হয়, সেইরূপ তখন সেই সকল জানপদদিগের ইতস্তত গমনাগমনে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল। যেরূপ সমুদ্র-জল জলচরগণে সমাকুল হইয়া শব্দায়মান হওত শোভিত হয়, সেই রূপ সেই ইন্দ্রপুরী-সদৃশী অযোধ্যাপুরী রামাভিষেক-দর্শনার্থ সমাগত জানপদগণে সমাকুলা হইয়া শব্দায়মানা হওত শোভিতা হইল।

ইতি ষষ্ঠ সর্গ ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

এ দিকে মহীপতি দশরথের অন্তঃপুরে যাইবার পূর্ব্বে কৈকেয়ীর পিতৃদত্ত-দাসী মন্থরা যদৃচ্ছাক্রমে চন্দ্রতুল্য কমনীয় প্রাসাদের উপরে আরোহণ করিল; সেই দাসী সর্ব্বদা কৈকেয়ীর সহবাসে থাকিত; এবং কেহই তাহার মাতা, পিতা ও জন্মভূমির বিবরণ অবগত ছিল না। অনন্তর মন্থরা সেই প্রাসাদ হইতে দেখিতে পাইল, "অযোধ্যা নগরীর সমুদায় রাজপথই জলসিক্ত এবং শ্বেত ও নীল-বর্ণ কমলদলে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; সেই পুরী ধ্বজা ও শ্রেষ্ঠ পতাকা-সমূহে সুশোভিতা, চন্দন-মিশ্রিত জলে সংসিক্তা ও শিরঃস্নাত (ধৌত-সর্ব্বাঙ্গ) জন-গণে পরিব্যাপ্তা হইয়াছে; তাহাতে হস্ত-দ্বারা মাল্য ও মোদকধারী ব্রাহ্মণগণের শব্দ এবং সমস্ত বাদ্য-শব্দ সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সেই নগরীতে যত দেবালয় ছিল, তৎসমুদায়েই দ্বারদেশে সুধা-চন্দনাদি-দ্বারা লিপ্ত হইয়া ধবলিত হইয়াছে; সেই নগরী পরম হৃষ্ট মানবগণে পরিব্যাপ্তা হইয়াছে; অধিক কি! তাহাতে শ্রেষ্ঠ হস্তী

ও অশ্ব সকল হৃষ্ট হইয়াছে এবং গবী ও বৃষগণ আনন্দধ্বনি করিতেছে; তাহাতে সর্ব্বত্র সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; এবং সেই নগরীতে প্রমুদিত ও হর্ষ-পুলকিতাঙ্গ পৌরবর্গ-কর্ত্তৃক ধ্বজ-সমূহ উত্থাপিত হইয়াছে।"

মন্থরা অযোধ্যা নগরীকে তাদৃশ-শোভিতা দেখিয়া অতীব বিস্মিতা হইল। পরে সেই মন্থরা পাণ্ডুর-বর্ণ ক্ষৌমবস্ত্র পরিধায়িনী হর্ষ-প্রফুল্ল-নয়না রামধাত্রেয়ীকে কিঞ্চিৎ দূরে অপর প্রাসাদের উপরি অবস্থিতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রামের মাতা অতীব হৃষ্টা হইয়া কি প্রয়োজন-সিদ্ধির উদ্দেশে লোকদিগকে ধন প্রদান করিতেছেন, মহীপতি হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কোন বিশেষ কার্য্য করাইবেন না কি এবং ঐ সকল ব্যক্তিরাই বা কি কারণে অতীব হৃষ্ট হইয়াছে, এ সমস্ত তুমি আমাকে বল।"

অনন্তর রামের ধাত্রী পরম হর্ষে বিদীর্য্যমাণা হইয়া কুব্জাকে "নিষ্পাপ রঘুনন্দন ক্রোধ-বিহীন রামের মহতী রাজলক্ষ্মী হইবে,—মহারাজ দশরথ কল্য পুষ্যযোগে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন," ইহা বলিল। ধাত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, কুব্জা অতীব ক্রোধ-সমন্বিতা হইয়া সেই কৈলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদ হইতে শীঘ্র অবরোহণ করিল। সেই পাপদর্শিনী মন্থরা ক্রোধে দহ্যমানা হইয়া শয়ন-পরায়ণা কৈকেয়ীকে এই কথা বলিল, 'হে বিমুগ্ধচিত্তে! তুমি এখনও কি প্রকারে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? শীঘ্র গাত্র উত্তোলন কর; তোমার ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ইষ্টকারীর ন্যায় প্রতীয়মান বাস্তবিক অনিষ্টকারী ভর্ত্তাকে প্রিয়কারী বোধ করিয়া, তুমি সৌভাগ্যের গর্ব্ব করিয়া থাক, সুতরাং তোমার সৌভাগ্য গ্রীষ্মকালীন নদী-স্রোতের ন্যায় চঞ্চল; কিন্তু তুমি আত্মাকে দুঃখ-সমূহে আক্রান্ত জানিতে পারিতেছ না।"

পাপদর্শিনী ক্রোধসমন্বিতা কুব্জা-কর্ত্তৃক ঐরূপ পরুষ বাক্যে আভাষিতা হইয়া, কৈকেয়ী অতীব বিস্ময়ান্বিতা হইলেন এবং তাহাকে "মন্থরে! তোমাকে অতীব দুঃখিতা ও বিষণ্ণবদনা দেখিতেছি; আমার অমঙ্গল ত ঘটে নাই?" ইহা বলিলেন। কৈকেয়ীর মধুরাক্ষর-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার হিতৈষিণী বাক্য-বিশারদা মন্থরা রামের প্রতি তাঁহার স্নেহ অপনয়ন করিবার নিমিত্ত আরও বিষণ্ণা হইয়া তাঁহাকে বিষাদিতা করত রোষ-সহকারে এই কথা বলিল, "হে দেবি! তোমার অক্ষয় সৌভাগ্য-বিনাশকর ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে,—রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন; অতএব আমি দুঃখ ও শোক-সমন্বিতা হইয়া অগাধ ভয়ে নিমগ্না হইয়াছি; কেননা, তোমার দুঃখে আমার অতীব দুঃখ হয় এবং তোমার সুখে আমার সুখ হয়, ইহাতে সংশয় নাই, সুতরাং আমি অনলে দহ্যমানার ন্যায় হইয়া তোমাকে হিত উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। হে দেবি কৈকেয়ি! তুমি রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ এবং মহীপতির মহিষী হইয়াছ, তথাপি কেন রাজধর্ম্মের উগ্রত্ব জানিতে পারিতেছ না! তোমার ভর্ত্তা কথাতেই ধার্ম্মিক, ফলে তিনি শঠ এবং তিনি মৌখিকে মধুর বাক্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি দারুণ-স্বভাব; তথাপি তুমি তাঁহাকে বিশুদ্ধভাবাক্রান্ত জানিয়া থাক, তাহাতেই তুমি বঞ্চিতা হইলে। তোমার স্বামী তোমাকে কেবল তত্তৎকালোচিত নিরর্থক প্রিয় বচনই বলিয়া থাকেন; কেননা, এক্ষণ তিনি কৌসল্যাকেই রাজ্যরূপ অর্থ-দ্বারা যোজন করিবেন। সেই দুষ্টাত্মা ত্বদীয় স্বামী তোমার বান্ধববর্গের নিকট ভরতকে প্রেরণ করিয়া কল্য রামকে নিষ্কণ্টক রাজ্যে অভিষেক করিবেন। হে বালে! তুমি সর্পের-ন্যায় ক্রূর-স্বভাব শত্রুকে পতিবোধে অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। হে বালে! শত্রু ও সর্প উপেক্ষিত হইয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, রাজা দশরথ এক্ষণ তোমার ও তোমার পুত্রের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন,—হে নিয়ত-সুখ-সম্ভোগ-যোগ্যে! সেই নিরর্থক-প্রিয়বাদী পাপানুবন্ধী দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে স্থাপন করিয়া তোমাকে ও তোমার পরিবারদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। হে

বিস্ময়াম্বিতে কৈকেয়ি! এক্ষণ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র স্বীয় কল্যাণ সম্পাদন কর, —তুমি আপনাকে, ভরতকে ও আমাকে রক্ষা কর।”

মন্থরার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই বিস্ময়াম্বিতা শুভবদনা কৈকেয়ী অতীব হৃষ্টা হইয়া শরৎকালীন চন্দ্রলেখার ন্যায় প্রকাশমানা হওত তখনই শয্যা হইতে গাত্র উত্তোলন করিয়া পরম প্রমোদ-সহকারে সেই কুব্জাকে দিব্য উত্তম আভরণ প্রদান করিলেন। সেই প্রমদাবরা কৈকেয়ী সেই কুব্জাকে আভরণ প্রদান করিয়া আবার হর্ষ-সহকারে তাহাকে ইহা কহিলেন, “হে মন্থরে! তুমি আমাকে এই প্রিয় বিবরণ বলিলে,—এই পরম প্রিয় বিবরণ আখ্যান করিলে, সুতরাং আমি তোমার আরও উপকার করিতে বাসনা করি; তোমাকে আর কি পুরস্কার প্রদান করিব? আমি রাম ও ভরতের কিছুমাত্র বিশেষ দেখি না; অতএব রাজা দশরথ যে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন, তাহাতে আমি সন্তোষ লাভ করিলাম। তুমি যে অমৃতস্বরূপ প্রিয় বাক্য বলিলে, আমার ততোধিক প্রিয় আর কিছুই নাই, সুতরাং তোমাকে আমার প্রিয় পুরস্কার প্রদান করা উচিত; অতএব তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব।”

ইতি সপ্তম সর্গ ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

মন্থরা দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইয়া সেই আভরণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে অসূয়া করত এই বাক্য বলিল, “হে বুদ্ধিহীনে! তুমি অযোগ্য বিষয়ে কি প্রকারে হর্ষলাভ করিলে? তুমি যে শোক-সাগরে নিমগ্না হইয়াছ, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? হে দেবি! আমি দুঃখিতা হইয়া মনে মনে তোমাকে উদ্দেশ করিয়া হাস্য করিতেছি, কেননা, তুমি মহৎ ব্যসন প্রাপ্তা হইয়াছ, সুতরাং তোমার শোক করা উচিত, কিন্তু তুমি হর্ষ লাভ করিলে কোন্ বুদ্ধিমতী কামিনী মৃত্যু-স্বরূপ শত্রু সপত্নী পুত্রের বৃদ্ধি দেখিয়া হর্ষ লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ কেহই করে না, সুতরাং তোমার দুর্ম্মি হইয়াছে, সন্দেহ নাই; অতএব আমার শো হইতেছে। রাজ্যে তুল্যাধিকার থাকা-প্রযু ভরত হইতেই রামের ভয় আছে; ইহা বিবে চনা করিয়া আমি বিষণ্ণা হইয়াছি; কেনন ভীত ব্যক্তি হইতে ভয় হইয়া থাকে, অর্থ যে ব্যক্তি যাহা হইতে ভীত হয়, সে, তাহা সামর্থ্যানুসারে বিনাশিতে যত্নবান্ হই থাকে। হে ভামিনি! মহাবাহু লক্ষ রামের সর্ব্বতোভাবেই অনুগত হইয়াছে সুতরাং লক্ষ্মণ হইতে রামের ভয় নাই; এ শত্রুঘ্নও, যেরূপ লক্ষ্মণ রামের অনুগত সেইর ভরতের অনুগত হইয়াছেন, এ নিমিত্ত শত্রু হইতেও তাঁহার পৃথক্ ভয় নাই, কেননা, ভ তের বিনাশেই সেই ভয় উচ্ছিন্ন হইতে পারে বিশেষত লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের কনিষ্ঠতা-প্রয় রাজ্যে অধিকারই নাই, ভরতের মধ্যম প্রযুক্ত ক্রমানুসারে রাজ্যে অধিকার আছে অতএব ভরত-ব্যতীত রামের অপর কে ভ্রাতা হইতেই ভয় নাই। একে ত রাম বিদ্বা তাহে আবার ক্ষত্রিয়দিগের আচারে প্রাজ্ঞ লাভ করিয়াছেন; বিশেষত কর্ত্তব্য কার্যে অগ্রেই সমাধান করিতে দক্ষ হইয়াছেন; অ এব তিনি নির্ভয় হইবার নিমিত্ত অবশ্যই ভ তের অনিষ্ট করিবেন, ইহা চিন্তা করি আমি ভয়ে কম্পিতা হইতেছি। কৌস অতিসৌভাগ্যবতী; যাঁহার পুত্র কল্য পু যোগে দ্বিজবরগণ-কর্ত্তৃক মহৎ যৌবরা অভিষিক্ত হইবেন। কৌসল্যা দেবী রাজা প্রীতি লাভ করিয়া সম্যক্ বিখ্যাতা হইবে এবং তাঁহার আর কোন সপত্নীই সাপত্ন্য ব হার করিতে পারিবে না, এমন কি! তো কেও দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহ উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপে তু আমাদিগের সহিত তাঁহার দাসী হইবে তোমার পুত্র, রামের দাসত্ব লাভ করি রামের পত্নী পরিচারিকাবর্গের সহিত পরম

প্রমোদ লাভ করিবেন; এবং ভরত হীনপ্রভাব হওয়া-প্রযুক্ত তাঁহার পত্নী পরিচারিকাবর্গের সহিত দুঃখিতা হইবেন।"

মন্থরা পরম-দুঃখিতা হইয়া সেইরূপ বলিলে কৈকেয়ী দেবী রামেরই গুণের প্রশংসা করত তাহাকে কহিলেন, "হে কুব্জে! জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাম কৃতজ্ঞ, গুণবান্, দান্ত, সত্যব্যবহারী পবিত্র-স্বভাব ও ধর্ম্মবিৎ হইয়াছেন, সুতরাং তিনিই যুবরাজ হইবার উপযুক্ত; বিশেষত তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া পিতার ন্যায়, ভ্রাতা ও পুত্রদিগকে প্রতিপালন করিবেন; অতএব রামাভিষেক-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, কেন তুমি সন্তাপ লাভ করিতেছ? নরশ্রেষ্ঠ ভরতও শত বর্ষ-পরে পিতৃ-পৈতামহ (বংশ-পরম্পরাগত) রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন; অতএব ভাবী কল্যাণের নিদান-স্বরূপ এই আনন্দকর ব্যাপার উপস্থিত হওয়াতে, কেন তুমি অনলে দহ্যমানার ন্যায় হইয়া পরিতাপ করিতেছ! হে মন্থরে! তুমি ভরতকে যেরূপ প্রিয় বোধ করিয়া থাক, রঘুনন্দন রামকে ততোধিক প্রিয় বোধ করিবে; যেহেতু সেই রাম কৌসল্যা হইতেও আমার অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। রামের যদি রাজ্য হয়, তবে ভরতেরও হইবে; কেননা, সেই রঘুনন্দন রাম, যেরূপ আত্মাকে প্রিয় বোধ করেন, সেইরূপ ভ্রাতাদিগকেও প্রিয় বোধ করিয়া থাকেন।"

কৈকেয়ীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, মন্থরা অতীব দুঃখিতা হইয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত তাঁহাকে এই কথা বলিল, হে কৈকেয়ি! তুমি শোক ও ব্যসন-পরিব্যাপ্ত দুঃখসাগরে নিমগ্না হইয়াও অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত অনর্থকে অর্থ বোধ করিয়া আত্মাকে তাদৃশ অবস্থ জানিতে পারিতেছ না। রাম রাজা হইবেন, তাঁহার যিনি পুত্র হইবেন, তিনিই তৎপরে রাজা হইবেন, সুতরাং ভরত একেবারে রাজবংশ হইতে হীন হইবেন। হে ভামিনি! কোন রাজাই সকল পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করেন না; কেন না, সকলে রাজ্যে স্থাপিত হইলে অতী দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব হয়; হে মনোহারিণি কৈকেয়ি! এই জন্যই রাজগণ, অপর পুত্র সকল গুণবান্ হইলেও, নির্গুণ জ্যেষ্ঠ নন্দনকেই রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। হে পুত্রবৎসলে! অতএব তোমার সেই পুত্র রাজ্য-বিহীন হইয়া সমস্ত সুখ হইতেই ভ্রষ্ট হইবেন, এই জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিবার জন্য এখানে আসিয়াছি; কিন্তু তুমি আমাকে হিতকারিণী বোধ করিলে না, কেননা, সপত্নীর বৃদ্ধি শ্রবণ করিয়া, তুমি আমাকে পারিতোষিক প্রদান করিলে! রাম নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়া নিশ্চয়ই ভরতকে নিহত বা নির্ব্বাসিত করিবেন। নিয়ত সন্নিহিত হইলে, স্থাবর বস্তু-সকলের প্রতিও মানববর্গের সৌহার্দ্দ জন্মিয়া থাকে, সুতরাং ভরত এখানে থাকিলে, বোধ হয় যে, এরূপ ঘটিত না; কিন্তু তুমি বাল্যাবস্থাতেই ভরতকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়াছ, এবং যেরূপ লক্ষ্মণ রামের অনুগত, সেইরূপ শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগত, এজন্য তিনি থাকিলেও বোধ হয় যে, এরূপ ঘটনা হইত না; কেননা একপ শ্রবণ করা যায় যে, কাষ্ঠাজীব-কর্ত্তৃক কোন বৃক্ষ ছেদনীয় হইলেও, যদি সেই বৃক্ষ কণ্টক-বহুল ক্ষুদ্র বৃক্ষ-সমূহে পরিব্যাপ্ত থাকে, তবে উহা ছেদন-ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে; কিন্তু তিনিও ভরতের আনুগত্য-প্রযুক্ত তৎসমভিব্যাহারে গিয়াছেন। রাম লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবেন এবং লক্ষ্মণও রামকে রক্ষা করিবেন; কেন না, তাঁহাদিগের সৌভ্রাত্র অশ্বিনী-কুমার-দ্বয়ের সদৃশ, ইহা লোক-মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে; এজন্য লক্ষ্মণের প্রতি রামের পাপাচরণ করিবার সম্ভাবনা নাই; পরন্তু তিনি ভরতের প্রতি পাপাচরণ করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই; অতএব রঘুনন্দন রাম রাজ-গৃহ হইতে বনে গমন করুন, তাহা হইলেই, তোমার সমস্ত মঙ্গল হইতে পারে, ইহা আমি বিবেচনা করি; যেহেতু, যদি ভরত পিতৃ-নিদেশানুসারে রাজ্য লাভ করেন, তবেই তোমার বান্ধববর্গের কল্যাণ হইবে; অন্যথা তোমার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই; কেননা, তোমার পুত্র বালক ভরত রামের স্বাভাবিক রিপু, সুতরাং রাম সমৃদ্ধার্থ হইলে

ভরত সুখার্হ হইয়া হীনার্থ হওত কি প্রকারে তাঁহার বশে থাকিয়া জীবন যাপন করিবেন; অতএব অরণ্যে সিংহ-কর্ত্তৃক অভিভূয়মান গজ-যূথপতির ন্যায় রাম-কর্ত্তৃক অভিভূয়মান ভরতকে তোমার রক্ষা করা উচিত। হে ভামিনি! তুমি পূর্ব্বে সৌভাগ্যের গর্ব্বে স্বীয় সপত্নী রাম-জননী কৌসল্যাকে পরাভব করিয়াছ, সুতরাং তিনি অবশ্যই এক্ষণ বৈর-শোধন করিবেন; অতএব রাম নানারত্নাকর-পর্ব্বত-সমন্বিতা পৃথিবী লাভ করিলে, তুমি দীনা হইয়া পুত্রের সহিত অকল্যাণকর পরাভব লাভ করিবে। যখন রাম রাজ্য লাভ করিবেন, তখন ভরত একেবারেই বিনষ্ট হইবেন; অতএব তুমি পুত্রের রাজ্য-লাভের ও রামের বন-গমনের উপায় চিন্তা কর।"

ইতি অষ্টম সর্গ ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

মন্থরা কৈকেয়ীকে সেইরূপ বলিলে, তাঁহার বদন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মন্থরাকে এই কথা বলিলেন; "অদ্য আমি সত্বর রামকে এখান হইতে বনে প্রেরণ করিব এবং অদ্যই ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব; কিন্তু যে উপায়ে রাম কোন প্রকারেই রাজ্য লাভ না করেন এবং ভরত রাজ্য লাভ করে, এক্ষণ তুমি সেই উপায় অবধারণ কর।"

পাপদর্শিনী মন্থরা কৈকেয়ী-কর্ত্তৃক ঐরূপ আভাষিতা হইয়া রামের অনিষ্টাচরণে সমুৎসুকা হওত তাঁহাকে এই কথা বলিল, "হে কৈকেয়ি! এক্ষণ যাহাতে তোমার পুত্র ভরতই সমস্ত রাজ্য লাভ করিবেন, সেই উপায় আমি কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর এবং বিবেচনা কর। হে কৈকেয়ি! তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, আমার নিকট আত্ম-হিতসাধন উপায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ! না, স্মরণ থাকিতেও, আমার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসু হইয়া গোপন করিতেছ। হে বিলাসিনি! সে যাহা হউক, যদি তোমার আমার নিকট হইতেই শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং শ্রবণ করিয়া সেইরূপ বিধান কর।"

মন্থরার সেইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৈকেয়ী শোভমানাস্তরণ-সম্পন্ন-শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিতা হইয়া তাহাকে "হে মন্থরে! যে উপায়ে রাম কোন প্রকারেই রাজ্য লাভ করিতে না পারেন এবং ভরতই রাজ্য লাভ করেন, সেই উপায় তুমি কীর্ত্তন কর," এই কথা বলিলেন। পাপদর্শিনী মন্থরা কৈকেয়ী দেবী-কর্ত্তৃক এরূপ কথিতা হইয়া রামের অনিষ্টাচরণে সমুৎসুক হওত তাঁহাকে এই কথা বলিল, "হে কৈকেয়ি! পূর্ব্বে দক্ষিণ-দিকে দণ্ডক-নামক জনপদ-মধ্যে বৈজয়ন্ত নামে বিখ্যাত এক নগর ছিল। সেই নগরে তিমিধ্বজ-নামা এক বহুমায়া-বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ দৈত্য রাজা ছিল; সেই দৈত্য শম্বর নামেও খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সেই দৈত্য বাসব ও দেবগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল। তোমার স্বামী তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া দেবরাজ বাসবের সাহায্যার্থ অপরাপর রাজর্ষিদিগের সহিত সেই দেবাসুর-সম্বন্ধীয় যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। সেই মহাসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হওয়া প্রসুপ্ত রজনীতে অতিপ্রসুপ্ত পুরুষদিগকে রাক্ষসেরা বেগ-পূর্ব্বক শয্যা হইতে আকর্ষণ করিয়া বিনাশিতে প্রবৃত্ত হয়। তৎকালে মহাবাহু-সম্পন্ন রাজা দশরথ সেই অসুরদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করেন এবং সেই অসুরগণ-কর্ত্তৃক বিক্ষত-সর্ব্বাঙ্গ হইয়া অচেতন হন। হে দেবি! তখন তুমি তাহাকে যুদ্ধস্থল হইতে কিয়ৎ দূরে অপবাহিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলে; এবং সেই প্রদেশেও তোমার স্বামী অসুরগণ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শস্ত্র-সমূহে আহত হইলে, তুমি তাঁহাকে আরও দূরে অপবাহিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলে। হে শুভদর্শনে! তৎকালে তোমার মহাত্মা স্বামী তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিয়াছিলেন। হে দেবি! তুমি তখন তাঁহাকে "হে স্বামিন্!

াসি যখন ইচ্ছা করিব; তখন ঐ দুইটি বর হণ করিব," ইহা বলিয়াছিলেন, এবং তিনিও তামাকে 'তাহাই হউক,' ইহা বলিয়াছিলে। ঃ দেবি! আমি এ সকল বিবরণ জানিতাম না, মিই আমাকে বলিয়াছিলে; আমি তদবধি তামার প্রতি স্নেহবশত এই কথা অন্তরে ধারণ রিয়া রাখিয়াছি।

হে অশ্বপতিনন্দিনি! এখন তুমি সেই রর প্রভাবে স্বামীকে নিগ্রহ করিয়া রামের ভিষেক নিবারণ কর। তুমি স্বামীর নিকট ক বরে রামের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস এবং তীয় বরে ভরতের যৌবরাজ্যাভিষেক প্রার্থনা র। রাম চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত বনে গমন রিলে, তোমার পুত্র প্রজাগণের প্রীতিভাজন ইয়া রাজ্যে স্থির থাকিবেন। এক্ষণ মি ক্রোধ সমম্বিতা হইয়া, মলিন বাস রিধানপূর্ব্বক ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া, য্যারহিত ভূতলে শয়ন কর; এবং নরপতি শরথকে দেখিয়াও দেখিও না ও সম্ভাষা রিও না; প্রত্যুত শোকপরায়ণা হইয়া রোদন রত ভূতলে লুণ্ঠিতা হইও। হে ভীরু! ম আত্মসৌভাগ্যের প্রতি দৃষ্টি কর; আমি নি যে, মহীপতি দশরথ তোমার নিমিত্ত গ্নিতেও প্রবেশ করিতে পারেন, অথবা যে ান প্রকারে হউক, তোমার প্রিয় কার্য্য ধনার্থ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন; ন্তু তিনি কোন কারণেই তোমাকে াধিতা করিতে পারেন না, তোমাকে াধিতা করা দূরে থাকুক, তোমাকে ক্রোধ-ায়ণা দেখিতেও পারেন না; সুতরাং তুমি তাঁহার সর্ব্বদাই প্রিয়তমা, এ বিষয়ে মার কিছুমাত্র সংশয় নাই; অতএব নি কখন তোমার বাক্য অতিক্রম করিতে রিবেন না। রাজা দশরথ তোমাকে বিবিধ , মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ দিতে চাহিবেন; ন্তু তুমি তাহা লইতে অভিপ্রায় করিও না। মহাভাগে! দেবাসুরসম্বন্ধীয় যুদ্ধে রাজা রথ তোমাকে যে দুইটি বর দিতে স্বীকার য়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে সেই দুইটি বর ণ করাইবে, দেখ! যেন স্বীয় প্রয়োজন ভুলিয়া যাইও না। যখন রঘুনন্দন মহারাজ দশরথ স্বয়ং তোমাকে উত্তোলন করিয়া বর প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, তখন তুমি তাঁহাকে শপথ করাইয়া তাঁহার নিকট 'হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! আপনি রামকে চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনে প্রেরণ করুন এবং ভরতকে পৃথিবীর রাজা করুন,' এই বর প্রার্থনা করিও। হে দেবি! রাম চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনে গমন করিলে, তোমার পুত্র অমাত্য-সৈন্য-সামন্ত-প্রভৃতি সকলকে বশীভূত করিয়া অটলরাজ্য হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন; অতএব তুমি দশরথের নিকট রামের বনবাস বর প্রার্থনা করিও, তাহা হইলেই তোমার পুত্রের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। রাম এইরূপে প্রব্রাজিত হইয়া আরাম-বিহীন হইবেন এবং তোমার ভরতও শত্রুবিহীন হইয়া রাজত্ব করিবেন। যত দিনে রাম বন হইতে প্রত্যাগমন করিবে, তত দিনে ভরত প্রকৃতিবর্গের বাহ্য ও আন্তরিক স্নেহের ভাজন হইয়া এবং প্রজাবর্গকে সুপালন দ্বারা বশীভূত করিয়া বন্ধুবর্গের সহিত রাজ্যে বদ্ধমূল হইবেন। এক্ষণ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া রাজা দশরথকে নিগ্রহপূর্ব্বক রামাভিষেক বাসনা হইতে নিবৃত্ত কর।"

অনন্তর বিস্ময়ান্বিতা কৈকেয়ী কুব্জা-কর্ত্তৃক অনর্থকে অর্থরূপে বোধিতা হইয়া, তদ্বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া, হর্ষ লাভ করিলেন, এবং প্রাজ্ঞা হইয়াও কুব্জার বাক্যে তরুণীর ন্যায় উৎপথগামিনী হওত তাহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মন্থরে! পৃথিবীতে যত কুব্জা আছে, তুমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নিশ্চয়-বিষয়ে সেই সকল কুব্জা হইতেই শ্রেষ্ঠা; কেননা, তুমি যাহা বলিলে, তাহা মঙ্গলকর; সুতরাং আমি তোমার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করিতে পারি না। হে কুব্জে! তুমি আমার হিতৈষিণী হইয়া সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সাবধানা রহিয়াছ, তাহাতেই আমি রাজার চিকীর্ষিত বিষয় জানিতে পারিলাম, অন্যথা তাহা আমি জানিতে পারিতাম না। পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ-সম্পন্না অতভ্র-দর্শনা অনেক কুব্জা আছে; কিন্তু তুমি বায়ু-

কর্ত্তৃক সম্নতা কমলিনীর ন্যায় সম্নতা হইয়াও অতিপ্রিয়-দর্শনা। হে মন্থরে! তোমার বদন বিমল চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদকর; তোমার বক্ষঃস্থল স্কন্ধ হইতে উন্নত হইয়া ক্রমশ অবনত হইয়াছে, তোমার স্তন দুটি অতি পীন; তোমার উত্তমনাভিবিশিষ্ট উদর লজ্জিতের ন্যায় সম্নত হইয়াছে; তোমার জঘন একে ত অতিবিস্তীর্ণ ও নির্দ্দোষ, তাহে আবার রশনাদামে বিভূষিত হইয়া আরও মনোহর হইয়াছে; তোমার জঙ্ঘা দুটি অতি প্রশংসনীয়; এবং তোমার উভয় পদতলই সম্যক্ আয়ত; আহা তোমার কি শোভা! মন্থরে! তোমার জঙ্ঘা দুটি সম্যক্ আয়তা, এজন্য যখন তুমি ক্ষৌম বাস পরিধান করিয়া আমার অগ্রে অগ্রে গমন কর, তখন তোমার অতীব শোভা হয়। অসুরাধিপতি শম্বরের যে সকল মায়া ছিল, তোমার হৃদয়ে সেই সকল ও অন্য অন্য সহস্র সহস্র মায়া নিবিষ্টা রহিয়াছে। হে কুব্জে! তোমার ঐ যে রথচক্র-দণ্ড-সদৃশ আয়ত স্থগু (কুঁজ), উহাতে নানাবিধ মতি, ক্ষত্রবিদ্যা সকল ও সেই সমস্ত মায়া রহিয়াছে; অতএব, রঘুনন্দন রাম বনে গমন করিলে এবং ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, আমি তোমার ঐ স্থগুতে হিরণ্ময়ী মালা দিব। সুন্দরি! আমার মনোরথ সফল হইলে, আমি সন্তুষ্টা হইয়া তোমার ঐ স্থগু উত্তম সুবর্ণ-দ্বারা আচ্ছাদিত করিব এবং তোমার জন্য নানাবিধ উত্তম আভরণ সকল ও তোমার মুখের শোভানিমিত্ত একটি বিচিত্র শুভ স্বর্ণময় তিলক প্রস্তুত করাইব; তুমি সেই সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া শুভ্র বসন পরিধানপূর্ব্বক দেবতার ন্যায় বিচরণ করিবে। হে অনুপমবদনে! তুমি বদন দ্বারা চন্দ্রকে স্পর্দ্ধা করত মদগর্ব্বিত-গতি অবলম্বনপূর্ব্বক শত্রুগণের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিতে করিতে বিচরণ করিবে। কুব্জে! তুমি যেমন আমার চরণ সেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অনেক কুব্জা, সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সর্ব্বদা তোমার চরণ সেবা করিবে।"

কৈকেয়ী মন্থরাকে সেইরূপ প্রশংসা করিলে সে বেদিমধ্যগতা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রকাশমানা হইয়া শুভ্র শয্যাতে শয়নপরায়ণা কৈকেয়ীকে "জল বহির্গত হইয়া গেলে, সেতুবন্ধন যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ এই সময় বিগত হইলে সকল যত্নই ব্যর্থ হইবে; অতএব তুমি শীঘ্র গাত্র উত্তোলন কর এবং ক্রোধাগারে যাইয়া রাজা দশরথকে আত্মভাব বিজ্ঞাপন করিয়া স্বীয় কল্যাণ সম্পাদন কর" ইহা বলিল। সৌভাগ্যমদ-গর্ব্বিতা হেমবর্ণা বিশাল-নয়না বরাঙ্গনা কৈকেয়ী মন্থরাকর্ত্তৃক এরূপ উৎসাহিতা হইয়া তাহার বাক্যের বশবর্ত্তিনী হইলেন,—তিনি কুব্জার সহিত ক্রোধাগারে যাইয়া বহুলক্ষ-টঙ্ক-মূল্য মুক্তাহার ও বহুমূল্য শুভ আভরণ সকল পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিলেন; এবং তাহাকে বলিলেন, "হে কুব্জে! আমার আর সুবর্ণ, রত্ন, কি উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য সকল কিছুতেই প্রয়োজন নাই; যদি রাম রাজ্য লাভ করেন, তবে আমার মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই; সুতরাং হয় ত রাম বনে গমন করিলে, ভরত পৃথিবী লাভ করিবেন, তুমি আসিয়া ইহা আমাকে বিজ্ঞাপন করিবে, অথবা তোমাকে মহীপতির নিকট আমার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিতে হইবে।"

অনন্তর কুব্জা পুনশ্চ রাজমহিষী ভরতজননী কেকয়ীকে "হে কল্যাণি! যদি রঘুনন্দন রাম রাজ্য লাভ করেন, তবে তুমি পুত্রের সহিত সন্তাপ লাভ করিবে, সন্দেহ নাই; সুতরাং তুমি এরূপ যত্ন কর, যাহাতে তোমার পুত্র ভরতই অভিষিক্ত হন" এই ভরতের হিতকর ও রামের অহিতকর অতিক্রূর বাক্য বলিল। রাজমহিষী কেকয়ী কুব্জাকর্ত্তৃক সেই সকল বাক্যরূপ বাণদ্বারা সমাহতা হইয়া হৃদয়ে হস্ত ধারণপূর্ব্বক, 'মহীপতি আমাকে এতাদৃশী প্রতারণা করিয়াছেন?' এরূপ বিস্ময় লাভ করিয়া ক্রমে অতীব ক্রোধসমন্বিতা হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন "হে কুব্জে! হয় ত রঘুনন্দন রাম বহুকালের জন্য বনে গমন করিলে, তুমি আসিয়া ভরত সফলমনোরথ হইবেন, ইহা আমাকে জানাইবে, অথবা তুমি

তাঁহাকে ইহলোক হইতে যমলোকগতা দেখিয়া মহীপতিকে তাহা জ্ঞাপন করিবে। কেন না, যদি রাম এখান হইতে বনে গমন না করেন, তবে আমি শোভন আস্তরণ, মালা, চন্দন, অঞ্জন, পান বা ভোজন, কিছুতেই বাসনা করি না! অধিক কি! আমি বাঁচিতেও অভিলাষ করি না!"

ভামিনী কেকয়ী কুব্জাকে সেইরূপ সুদারুণ বাক্য বলিয়া সমস্ত আভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক আস্তরণ-বিহীন ভূতলে পতিত-কিন্নরীর ন্যায় শয়ন করিলেন। তৎকালে সেই ক্রুদ্ধমানসা নরেন্দ্রপত্নী কেকয়ী উৎকট ক্রোধরূপ তমোদ্বারা আচ্ছাদিতবদনা হইয়া এবং উত্তম মাল্য ও আভরণ সকল পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকারাবৃত নক্ষত্রবিহীন আকাশমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশমানা হইলেন।০

ইতি নবম সর্গ ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

কৈকেয়ী দেবী পাপদর্শিনী কুব্জাকর্ত্তৃক অনর্থকে অর্থরূপে সম্যক্ বোধিতা হইয়া, বিষলিপ্ত বাণদ্বারা আহতা কিন্নরীর ন্যায় ভূমিতে শয়ন করিলেন। বিচক্ষণা ভামিনী কেকয়ী মন্থরার বাক্যে মোহিতা হইয়া দীনা হওত নাগকন্যার ন্যায় দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তকাল আত্মসুখাবহ পথ চিন্তাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিলেন। তিনি মনে মনে সম্যক্ ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করিয়া মন্থরাকে ধীরে ধীরে তৎসমস্ত বলিলেন। কৈকেয়ীর হিতাভিলাষিণী মন্থরা তাঁহার সেই অধ্যবসায় শ্রবণ করিয়া, সিদ্ধি লাভ করিলে যেরূপ আনন্দ হয়, সেইরূপ পরম প্রমোদ লাভ করিল। অনন্তর কৈকেয়ী দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া, সম্যক্ ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করিয়া, ভ্রূকুটি-ভঙ্গী করত ভূমিতে শয়ন করিলেন। পরে তাঁহার পরিত্যক্ত বিচিত্র মাল্য ও দিব্য আভরণ সকল ভূমিতে পতিত হইল। যেরূপ নক্ষত্র সকল আকাশের শোভা সম্পাদন করে, সেইরূপ কৈকেয়ীর পরিত্যক্ত মাল্য ও আভরণ সকল পৃথিবীর শোভা সম্পাদন করিল। তখন কৈকেয়ী দেবী মলিন বসন পরিধানপূর্ব্বক দৃঢ়বদ্ধ এক-বেণী ধারণ করত ক্রোধাগারে পতিতা হইয়া চেতন-বিহীনা কিন্নরীর ন্যায় প্রকাশমানা হইলেন।

এ দিকে মহারাজ দশরথ অমাত্য-প্রভৃতি সকলকে রামের অভিষেকের আয়োজন করিতে আদেশ করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব গৃহে যাইতে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিলেন,—অদ্যই রামের অভিষেকবার্ত্তা লোকে প্রচারিতা হইবে, ইহা বোধ করিয়া বশীকৃতেন্দ্রিয় রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে সেই প্রিয় বিবরণ আখ্যান করিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে গমন করিলেন। যেরূপ নিশাকর পাণ্ডুরবর্ণ-মেঘাচ্ছন্ন রাহুযুক্ত আকাশমণ্ডলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ সেই মহাযশা রাজা দশরথ কৈকেয়ীর সেই উৎকৃষ্ট অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেই অন্তঃপুরে অনেক লতা-নির্ম্মিত গৃহ এবং অশোক ও চম্পকবৃক্ষে শোভিত চিত্রিত সৌধ ছিল; তাহাতে অনেক গজদন্তনির্ম্মিত ও সুবর্ণরচিত বেদি এবং গজদন্ত-নির্ম্মিত ও সুবর্ণরচিত উৎকৃষ্ট আসন ছিল; সেই অন্তঃপুর ক্রৌঞ্চ ও হংসরবে প্রতিধ্বনিত সরোবরসমূহে উপশোভিত ছিল। উহাতে অনেক নিত্য পুষ্প ও ফল-সমন্বিত বৃক্ষ এবং শুক ও ময়ূর পক্ষী ছিল; সেই অন্তঃপুর বিবিধ বাদ্যরবে প্রতিধ্বনিত ছিল; উহাতে অনেক কুব্জা ও খর্ব্বাকারা দাসী ছিল; এবং সেই অন্তঃপুরে নানাবিধ অন্ন, পেয় ও মোদক-প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য এবং অনেক মহামূল্য অলঙ্কার ছিল; অধিক কি! সেই অন্তঃপুর সকল বিষয়ে স্বর্গের তুল্য ছিল। মহারাজ দশরথ সেই সুসমৃদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া উৎকৃষ্ট-শয্যাতে কেকয়ীকে দেখিতে পাইলেন না। সেই মন্মথমত্ত রমণার্থী রাজা দশরথ প্রিয়-ভার্য্যাকে দেখিতে না পাইয়া বিষাদযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার বৃত্তান্ত জানিতে বাসনা করিলেন। কৈকেয়ী দেবী পূর্ব্বে প্রায় কখন অন্য স্থানে থাকিয়া সেই সময় অতিক্রম করিতেন না; সুতরাং নরপতি দশরথকে প্রায়

কখন সে সময়ে কেকয়ী-রহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয় নাই; অতএব কদাচিৎ এরূপ ঘটনা ঘটিলে, যেরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন, সেইরূপ মহীপতি দশরথ শূন্যগৃহে প্রবেশিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকজ্ঞান-বিহীনা কৈকেয়ীকে নিতান্ত স্বার্থতৎপরা জানিতে না পারিয়া, দৌবারিকীকে তাঁহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে দৌবারিকী ভীতা হওত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে "হে দেব! দেবী অতীব ক্রোধসমন্বিতা হইয়া ক্রোধাগারে অতীব দ্রুতবেগে গমন করিয়াছেন," ইহা বলিল। দৌবারিকীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ ক্ষুব্ধেন্দ্রিয় ও ব্যাকুল-মানস হইয়া আরও বিষাদযুক্ত হইলেন। পরে তিনি দুঃখে অতীব উত্তপ্ত হইয়া সেই ক্রোধাগারে যাইয়া উত্তম-শয্যা-শয়ন-যোগ্যা কেকয়ীকে ভূমিতে শয়ন-পরায়ণা দেখিলেন,—সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ মহীপতি দশরথ প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা তরুণী ভার্য্যা ভূমি-শয়না পাপ-মনোরথা কেকয়ীকে ছিন্না লতা, স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিতা দেবতা, পুণ্য-ক্ষয়ে স্বীয় লোক হইতে পতিতা কিন্নরী, স্বর্গ-পরিভ্রষ্টা অপ্সরা, আবদ্ধা হরিণী এবং স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্টা মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় দেখিলেন। পরে সেই মদন-বিমোহিত রাজা দশরথ অতীব দুঃখিত ও ত্রাসযুক্ত-চিত্ত হইয়া যেরূপ অরণ্যে হস্তী ব্যাধ-কর্ত্তৃক বিষলিপ্ত বাণদ্বারা সমাহতা করেণুকে স্নেহসহকারে হস্ত-দ্বারা মার্জ্জনা করে, সেইরূপ স্নেহ-সহকারে কমলনয়না কেকয়ীকে হস্ত-দ্বারা মার্জ্জনা করিলেন, এবং কহিলেন, "হে দেবি! যাহাতে তোমার ক্রোধ হইতে পারে, আমি এমন কোন কার্য্যই করি নাই; সুতরাং বোধ হইতেছে যে, কেহ তোমাকে পরাভব করিয়াছে, অথবা কেহ তোমার নিন্দা করিয়াছে; তজ্জন্যই তুমি আমাকে দুঃখ দিবার অভিলাষে ধূলিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। হে কল্যাণি! আমি তোমার প্রিয়-সাধনে যত্নবান্ রহিয়াছি, তথাপি কেন তুমি ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমার চিত্ত [illegible] ভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? হে ভামিনি! যদি তোমার কোন ব্যাধি হইয়া থাকে, তবে তাহা ব্যক্ত কর; আমার সৎকারে সন্তুষ্ট সর্ব্ব-ব্যাধি-নিবারণ-দক্ষ অনেক বৈদ্য আছেন, তাঁহারা এখনই রোগ নিবারণ-পূর্ব্বক তোমার স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করিবেন। হে দেবি! আমি এবং আমার অনুগত, সকলেই তোমার বশবর্ত্তী, কেহই তোমার মতের বহির্ভূত নহে; আমি স্বীয় জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্তও তোমার কোন অভিপ্রায়ের ব্যাঘাত করিতে বাসনা করি না; অতএব তুমি রোদন করিও না, এবং অনশন-দ্বারা শরীরও শোষণ করিও না, প্রত্যুত স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত কর,—কে তোমার প্রিয় কার্য্য করিয়াছে—আমি কাহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব এবং কেই বা তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে,—আমাকে কাহারই বা অতীব অপ্রিয় কার্য্য করিতে হইবে,—আমার কোন্ বধ্য ব্যক্তিকে প্রাণ দান করিতে হইবে, বা কোন্ দরিদ্র ব্যক্তিকে ধনবান্ করিতে হইবে, এবং আমাকে কোন্ অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে, বা কোন্ ধনবান্ ব্যক্তিকে নির্দ্ধন করিতে হইবে, তাহা তুমি বল। হে ভীরু! একে ত আমাকে নিতান্ত প্রণয়াধীন জানিয়া, তোমার আমার প্রতি শঙ্কা করাই উচিত নয়, তাহে আবার আমি সৎকর্ম্ম-দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব; অতএব হে শোভনে কেকয়ি! তোমার এরূপ আয়াস করিবার আবশ্যক নাই, তুমি শীঘ্র গাত্র উত্তোলন কর; সূর্য্য যত দূর প্রকাশ করিয়া থাকেন, তত দূর পর্য্যন্ত আমার পৃথিবীতে অধিকার আছে,—সুসমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ এবং দক্ষিণ রাজ্য-প্রভৃতি সমুদয় রাষ্ট্রই আমার অধীন এবং ঐ সকল জনপদে অজাবিক, ধন ও ধান্য-প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে; তুমি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে যে দ্রব্য লইতে বাসনা কর, তৎসমুদায় আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে প্রদান করিব। হে কেকয়ি!

যদি তোমার কোন ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে যে কারণে তোমার ভয় জন্মিয়াছে, তাহা প্রকৃতরূপে বল; যেরূপ সূর্য্যদেব অন্ধকার বিনাশিয়া থাকেন, সেইরূপ আমি সেই কারণের উচ্ছেদ করিব।"

সেই কেকয়ী স্বামিকর্ত্তৃক সেইরূপ আভাষিতা হইয়া আশ্বাস লাভ করিলেন এবং তাঁহার অপ্রিয় সেই বিষয় বলিতে অভিলাষিণী হইয়া তাঁহাকে আরও পীড়িত করিতে উপক্রম করিলেন।

ইতি দশম সর্গ ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

কৈকেয়ী দেবী সেই মদনবাণ-বিদ্ধ কামাতুর মহীপতি দশরথকে এই সুদারুণ বাক্য বলিলেন, "হে দেব! কেহ আমাকে পরাভব করে নাই এবং কেহ আমাকে নিন্দাও করে নাই; তবে আমার একটি অভিপ্রায় আছে, আপনি আমার সেই অভিপ্রায়টি সফল করেন, ইহা আমার বাসনা। যদি আপনি আমার সেই অভিপ্রায়টি সফল করিতে বাসনা করেন, তবে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করুন; পরে আমি স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।"

অনন্তর কামাতুর মহারাজ দশরথ ঈষৎ হাস্য করিয়া সেই ভূতলশায়িনী কেকয়ীর মস্তক হস্ত-দ্বারা উত্তোলন করত, তাঁহাকে এই কথা কহিলেন, "হে বুদ্ধিহীনে! তুমি কি জান না যে, তোমা হইতে রাম ব্যতীত আমার আর অধিক প্রিয় কেহই নাই; আমি সেই জীবন-স্বরূপ রঘুবর মহাত্মা অপরাজিত রামের দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার বাক্য রক্ষা করিব,—হে কেকয়ি! আমি যাঁহাকে, অপর পুত্র সকল ও আপনা হইতেও অধিক প্রিয় বোধ করি, এমন কি! যাঁহাকে মুহূর্ত্ত কাল দেখিতে না পাইলে, জীবিত থাকি না, আমি সেই রামের দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার বাক্য রক্ষা করিব। হে ভদ্রে! রাম আমার অত্যন্ত প্রিয়; সুতরাং যখন আমি তাহার দ্বারা শপথ করিলাম, তখন জানিবে যে আমার মন তোমার প্রিয়কার্য্য-সাধনে উদ্যত হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া, তুমি আমাকে এই দুঃখ হইতে উদ্ধার কর,—যাহা ইষ্ট বোধ করিতেছ, তাহা বল। হে কেকয়ি! আমাকে নিতান্ত প্রণয়াধীন জানিয়া, তোমার আমার প্রতি শঙ্কা করাই উচিত নয়, তথাপি আমি ধর্ম্ম-দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব; তুমি অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।"

স্বার্থ-সাধন-তৎপরা কেকয়ী দেবী স্বীয় অভিপ্রায়সাধনে রাজা দশরথের আগ্রহ জানিয়া নিতান্ত-স্বার্থ-পরতা-প্রযুক্ত হর্ষসহকারে তাঁহাকে বলিবার অযোগ্য বাক্য বলিলেন। তিনি রাজা দশরথের সেই বাক্যে অতীব হৃষ্টা হইয়া, তাঁহার উপস্থিত মৃত-স্বরূপ সেই মহাঘোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, "আপনি যে আমার অভিপ্রায় সাধন করিবার নিমিত্ত পুত্রাদি-দ্বারা শপথ করিলেন, ইহা ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি দেবতারা শ্রবণ করুন এবং চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, আকাশমণ্ডল, দিবা, রজনী, দিক্, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৃথিবী, জগৎ, গৃহদেবতা, রজনী-বিহারী প্রাণী ও অন্যান্য জীব সকল আপনার সেই প্রতিজ্ঞা-বাক্য অবগত হউক।" এবং দেবগণকে উদ্দেশ করিয়া এই কথা বলিলেন "হে দেবগণ! এই সত্যসন্ধ সত্যবাদী ধর্ম্মজ্ঞ পবিত্র-স্বভাব মহাতেজস্বী মহীপতি দশরথ আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা আপনারা সকলে অবগত হউন।"

কেকয়ী দেবী সেইরূপে কাম-বিমোহিত বরপ্রদানোদ্যত মহাগুণসম্পন্ন মহীপতি দশরথকে প্রশংসাপূর্ব্বক আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করাইয়া এই কথা বলিলেন, "হে রাজন্! পূর্ব্বে দেবাসুর সম্বন্ধীয় যুদ্ধে রজনীতে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করুন। হে দেব! সেই যুদ্ধে শম্বর অসুর আপনাকে এরূপ আহত করিয়াছিল যে, কেবল আপনার প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল। হে মহীপতে! ... আমি ... করিয়া

আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আপনি আমাকে দুইটী বর প্রদান করিয়াছিলেন। হে রঘুনন্দন। তৎকালে আমি আপনার প্রদত্ত সেই দুই বর আপনার নিকটই ন্যাসস্বরূপ রাখিয়াছিলাম। হে দেব! পূর্ব্বে আপনি আমাকে সেই দুই বর প্রদান করিতে ধর্ম্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণ যদি তাহা প্রদান না করেন, তবে আমি আপনাকর্ত্তৃক অপমানিতা হইয়া এখনই জীবন পরিত্যাগ করিব।"

মহীপতি দশরথ কৈকেয়ীর সেই বাক্যদ্বারাই বশীভূত হইয়া, যেরূপ মৃগ ব্যাধের গানশব্দে বশীভূত হইয়া আত্মবিনাশার্থ পাশাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ আত্মবিনাশার্থ তাহার প্রিয়কার্য্যসাধনে উদ্যম করিলেন। অনন্তর কেকয়ী দেবী সেই কামমোহিত বরদানোদ্যত রাজা দশরথকে এই কথা বলিলেন "হে দেব! আপনি পূর্ব্বে আমাকে যে দুইটী বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, এখন আমি সেই দুইটী বর প্রার্থনা করিতেছি; সুতরাং এক্ষণ আপনার আমাকে সেই দুইটী বর দেয় হইয়াছে; আপনি আমার প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণ করুন। রঘুনন্দন রামের অভিষেকার্থ যে আয়োজন করা হইয়াছে, তাহার দ্বারাই ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করুন। অপিচ সেই দেবাসুর সম্বন্ধীয় যুদ্ধে আপনি আমার প্রতি প্রীতি হইয়া আমাকে যে আর একটী বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণ উপযুক্ত সময় বোধে তাহাও প্রার্থনা করিতেছি যে, ধৈর্য্যসম্পন্ন রাম চীর ও অজিনধারী হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য দণ্ডকারণ্যে বাস করত তাপস-সদৃশ হউন। অদ্যই আমি রামকে বনগমন-তৎপর দেখি; এবং অদ্যই ভরত নিষ্কণ্টক যৌবরাজ্য লাভ করেন, ইহা আমার পরম অভিলাষ। আপনি পূর্ব্বে আমাকে বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই প্রার্থনা করিলাম। হে মহারাজ! সত্যকথা মানবগণের পরকালে অতীব হিতকর হয়, তপোধনেরা ইহা বলিয়া থাকেন; অতএব আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন, এবং তদ্দ্বারা কুল, শীল ও জন্ম রক্ষা করুন।"

ইতি একাদশ সর্গ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্তকাল অত্যন্ত সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন। পরে তিনি সেই সন্তাপে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া, তাহা ভ্রম বোধ করিয়া তাহার হেতু নিশ্চয়ার্থ "আমার কি চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছে,—আমার কি ভূতাবেশপ্রযুক্ত চিত্তের বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে। না, আমি দিবসে স্বপ্ন দেখিতেছি!" এরূপ চিন্তা করিলেন; কিন্তু চিন্তা করত সেই দুই ভ্রমহেতুরই অসদ্ভাব দেখিয়া অতীব দুঃখ-হেতু মূর্চ্ছাবিস্থা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া, কৈকেয়ী-বাক্য-তাপিত রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, এমন কি! মৃগ যেমন ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া বিকল-চিত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিকল-চিত্ত হইয়া পড়িলেন। পরে যেরূপ মন্ত্র-দ্বারা মণ্ডল-মধ্যে আবদ্ধ মহাবিষ-সম্পন্ন সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া কেবল তর্জ্জন-গর্জ্জনমাত্র করে, সেইরূপ আস্তরণ-বিহীন ভূতলে উপবিষ্ট নরপতি দশরথ ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাসমাত্র পরিত্যাগ করিয়া, "হা! আমাকে ধিক্!" এইমাত্র বলিয়াই আবার শোক-সঙ্কুল-চিত্ত হওত মোহ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সেই অতীব দুঃখিত নরপতি দশরথ বহুক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধ-সহকারে যেন কেকয়ীকে তেজো-দ্বারা দগ্ধ করত এই কথা বলিলেন, "রে দুরাচারে! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছে, আমিই বা তোমার কি অপকার করিয়াছি, যে, তুমি আমাদের বংশ বিনাশিতে উদ্যতা হইয়াছ! রঘুনন্দন রাম স্বীয় জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তোমার প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করে, তথাপি তুমি তাহার অনর্থ নিমিত্ত কি জন্য এরূপ উদ্যম করিয়াছ! হে ক্রূর-স্বভাবে! তুমি মহাবিষ-সম্পন্না সর্পিণী

মনুষী, ইহা জানিয়া, আমি আত্ম-বিনাশ-নিমিত্তই তোমাকে নৃপনন্দিনী বোধে গৃহে প্রবেশ করাইয়াছি। যখন সমুদয় জীবলোকই রামের গুণের প্রশংসা করিয়া থাকে, তখন আমি কি অপরাধ উদ্দেশিয়া সেই প্রিয় তনয় রামকে পরিত্যাগ করি! আমি কৌসল্যা, সুমিত্রা এবং রাজলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, অধিক কি! আমি স্বয়ংই স্বীয় জীবন বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু পিতৃবৎসল রামকে পরিত্যাগ করিতে পারি না; যেহেতু তাঁহাকে দেখিলে, আমার অতিশয় প্রীতি হয় এবং না দেখিলে, আমার চৈতন্য লুপ্ত হইয়া পড়ে। সূর্য্য-ব্যতিরেকে লোক থাকিতে পারে এবং জল-ব্যতিরেকে ধান্যাদি বৃক্ষও জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু রাম-ব্যতিরেকে আমার দেহে জীবন একক্ষণও থাকিতে পারে না; অতএব হে পাপমনোরথে! আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও,—তুমি এই মন্দ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর। হে পাপ-স্বভাবে! তুমি কি জন্য এরূপ পরম দারুণ অধ্যবসায় করিয়াছ? রঘুনন্দন ভরত আমার প্রিয় বটেন, কি না, যদি ইহাই আমার প্রতি তোমার জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে, তবে তুমি ভরতের প্রতি যাহা বলিলে, তাহাই হউক। তুমি যে আমাকে "সেই ধর্ম্ম-শ্রেষ্ঠ শ্রীসম্পন্ন রাম আমার জ্যেষ্ঠ তনয়," এই আমার প্রিয় বাক্য বলিতে, এক্ষণ বোধ হইতেছে যে, তাহা কেবল আমার দ্বারা সেবা করাইয়া লইবার অভিপ্রায়েই বলিতে; যেহেতু রামের অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তুমি শোকে সন্তপ্তা হইয়া আমাকে অতীব সন্তাপিত করিতেছ। হে দেবি! তুমি নীতিতে অভিজ্ঞা হইয়াও যে, ইক্ষ্বাকুকুলে এই মহতী অনীতি-ঘটনার হেতু হইতেছ, ইহার কারণ তোমার চিত্ত-বিকার-ব্যতীত আর কি হইতে পারে! কেন না, ইতঃপূর্ব্বে তুমি কখন আমার অপ্রিয় বা যাহা করিবার অযোগ্য, এরূপ কোন কার্য্যই কর নাই; সুতরাং স্বাভাবিক-দশাতে তোমার যে এরূপ অভিপ্রায় হইয়াছে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না; অতএব হে বিশাল-নয়নে! আমার বোধ হইতেছে যে, শূন্য গৃহে থাকা প্রযুক্ত তুমি ভূত-কর্ত্তৃক আবিষ্টা হইয়া পরাধীনা হইয়াছ, অর্থাৎ ভূতাবেশপ্রযুক্ত তোমার চিত্ত আর তোমার অধীনে নাই। হে বালে! তুমি আমাকে অনেক বার 'আমার যেমন মহাত্মা ভরত, তেমনই রঘুনন্দন রাম,' এই কথা বলিয়াছ; অতএব হে ভীরু! সেই ধর্ম্মাত্মা যশস্বী রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস তোমার কিরূপে অভিলষিত হইল? হে দেবি! সেই ধর্ম্মাত্মা রাম অত্যন্ত সুকুমার, সুতরাং তুমি কিরূপে তাঁহার অতিদারুণ বনবাস অভিলাষ করিলে? হে দেবি! আমি রাম হইতে ভরতের তোমার প্রতি ভক্তিভাবের কিছুমাত্র আধিক্য অনুভব করি না; কেননা, ভরত তোমার যেরূপ শুশ্রূষা করেন, রাম তোমার সর্ব্বদাই ততোধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকেন; অতএব হে শুভলোচনে! তুমি কি প্রকারে সেই নিয়ত শুশ্রূষাতৎপর অভিরাম রামের বনবাস কামনা করিতেছ? এই ভূমণ্ডলে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি অধিক শুশ্রূষা, গৌরব-রক্ষা, অঙ্গীকৃত-নির্ব্বাহ এবং লোকে প্রতিপত্তি করিতে সমর্থ হয়? সহস্র সহস্র রমণী আছে; কিন্তু কোন রমণীই রামের প্রতি পরিবাদ দেয় না এবং আমার অনেক ভৃত্য আছে, তন্মধ্যে কোন একটী ভৃত্যও অসূয়াপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি বৃথা অপবাদও দেয় না; সেই পুরুষবর বীর্য্যসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম জনপদবাসী সকল প্রাণীকেই বিশুদ্ধ-চিত্তে সান্ত্বনা করিয়া প্রিয়সম্পাদন দ্বারা বশীভূত করিয়া থাকেন,—তিনি দান দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে, শুশ্রূষা দ্বারা গুরুগণকে, যুদ্ধ দ্বারা শত্রুদিগকে এবং সত্ত্বগুণ দ্বারা সমুদয় লোককে আয়ত্ত করেন; এবং সেই রঘুনন্দন রামেতে সত্য, দান, তপস্যা, বাসনা পরিত্যাগ, মিত্রতা, শৌচ, ঋজুতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা, এই সমস্তই নিত্য; অতএব তুমি কিপ্রকারে সেই মহর্ষিতুল্য তেজস্বী ঋজুতাসম্পন্ন দেবতুল্য রামের প্রতি পাপাচরণ করিতে বাসনা করিতেছ? সেই রাম সকল প্রাণীকেই প্রিয় বাক্য

বলিয়া থাকেন; তিনি কখন কাহাকে অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছেন, আমার এরূপ স্মরণ হয় না; সুতরাং আমি তোমার নিমিত্ত কি প্রকারে সেই প্রিয় তনয় রামকে অপ্রিয় বাক্য বলিব! যে রামেতে ক্ষমা, দান, তপস্যা, সত্যব্যবহার ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা এবং প্রাণীদিগের প্রতি হিংসা-রাহিত্য, এই সকল গুণ নিয়ত বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই রাম-ব্যতিরেকে, আমার কি গতি হইবে? হে কেকয়ি! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি,—আমার শোচনীয়-চরম-দশা উপস্থিত হইয়াছে এবং আমি দীনভাবাপন্ন হইয়া বিলাপ করিতেছি; সুতরাং আমার প্রতি তোমার করুণা প্রকাশ করা উচিত। সাগর-মেখলা পৃথিবীতে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, আমি তৎসমুদায়ই তোমাকে প্রদান করিব; তুমি আমার মৃত্যুস্বরূপ এই পাপাভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। হে কেকয়ি! আমি তোমার নিকট অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি এবং তোমার চরণদ্বয় স্পর্শ করিতেছি; তুমি রামের আশ্রয় হও, যেন আমাকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিতে না পারে; অর্থাৎ তুমি এই পাপ মনোরথ পরিত্যাগ কর; তাহা হইলে, আমাকে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্মের ভাগী হইতে হইবে না।"

সেই শোকদুঃখ সমন্বিত মহারাজ দশরথ ঘূর্ণায়মান শরীর ও বিমুগ্ধ-চিত্ত হইয়া বিলাপ করত বারংবার সেই শোক-সাগর হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলে, রৌদ্র-স্বভাবা কেকয়ী তাঁহাকে এই অতিদারুণ বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে রাজন্! যখন তুমি বর দিতে স্বীকার করিয়া প্রদানকালে অনুতপ্ত হইতেছ, তখন কি প্রকারে পৃথিবী-মধ্যে 'ধার্ম্মিক' বলিয়া আপনাকে প্রচারিত করিবে? যখন অনেক রাজর্ষি সমবেত হইয়া তোমাকে মৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন করিবেন, তখন তুমি কি প্রত্যুত্তর করিবে? তখন কি তুমি, 'যিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন,—যাঁহার প্রসাদে আমি জীবিত রহিয়াছি, সেই কেকয়ীর নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা করি নাই,' এরূপ প্রত্যুত্তর করিবে? শ্যেন-কপোতীয় উপাখ্যানে কথিত আছে যে, শৈব্য রাজা প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ শ্যেন পক্ষীকে স্বীয় মাংস প্রদান করিয়াছেন; অলর্ক রাজা প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ কোন ব্রাহ্মণকে স্বীয় নয়ন-দ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য উত্তম-গতিলাভ করিয়াছেন; এবং সাগর পূর্ব্বে "আমি বেলা লঙ্ঘন করিব না," এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই অধুনাও বেলা অতিক্রম করেন না; হে রাজন্! তুমি এই সকল পুরাতন বিবরণ স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না। হে দুর্ম্মতে! তুমি সত্য ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রামকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া কৌসল্যার সহিত রমণ করিতে বাসনা করিতেছ! তুমি যাহা আমাকে প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, অর্থাৎ তোমার প্রতিজ্ঞানুসারে আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা ধর্ম্মই হউক, বা অধর্ম্মই হউক এবং সত্যই হউক, বা অসত্যই হউক, তাহার অন্যথা হইবে না। যদি রাম, রাজ্যে অভিষিক্ত হন, তবে আমি তোমার সমক্ষেই অধিক বিষ পান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। যদি আমি এক দিনও রামের জননীকে সকল লোকের নমস্কার প্রতিগ্রহণ করিতে দেখি, তবে আমি কোন কার্য্যই করিব না, অর্থাৎ আমি জীবন পরিত্যাগ করিব। হে নরপতে! আমি তোমার নিকট প্রাণ-স্বরূপ ভরতের দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, রামের বনবাসব্যতীত আর কিছুতেই আমার সন্তোষ হইবে না।"

কৈকেয়ী দেবী সেই বাক্য বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। মহীপতি দশরথ বিলাপ করিতে লাগিলেও, তিনি তাঁহাকে কিছুই প্রত্যুক্তি করিলেন না। নরপতি দশরথ কৈকেয়ীর সেই রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভ-প্রার্থনা-বিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না; পরন্তু ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া অনিমিষ লোচনে কেবল সেই অপ্রিয়-বাদিনী প্রিয়তমা কেকয়ী দেবীকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই দুঃখ ও শোকজনক বজ্র-সদৃশ অতীব অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা

দশরথ সুখী হইলেন না; প্রত্যুত তিনি কৈকেয়ী দেবীর সেই ঘোরতর অভিপ্রায় এবং আপনার শপথ করা চিন্তা করত "হা রাম!" এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ছিন্ন তরুর ন্যায় পতিত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় জ্ঞানবিহীন, রোগীর ন্যায় বিপরীত-স্বভাব ও মন্ত্রদ্বারা আবদ্ধ সর্পের ন্যায় হীন-সামর্থ্য হইয়া পড়িলেন। পরে সেই পৃথিবীপতি দশরথ দীন ও আতুর বাক্যে কেকয়ীকে ইহা বলিলেন, "কে তোমাকে এই অর্থবৎ প্রতীয়মান বাস্তবিক অনর্থ বিষয়ের উপদেশ দিয়াছে? যাহাতে তুমি ভূতাবেশিত-চিত্তার ন্যায় হইয়া আমার নিকট ঐরূপ বাক্য বলিয়াও লজ্জিতা হইতেছ না! তোমার স্বভাব যে এরূপ মন্দ, তাহা আমি পূর্ব্বে তোমার যৌবনাবস্থাতে জানিতে পারি নাই; এক্ষণ তোমার প্রৌঢ়াবস্থাতে স্বভাবের বৈপরীত্য দেখিতেছি। তোমার কি কারণে রাম হইতে ভয় জন্মিয়াছে যে, তুমি রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেকরূপ বর প্রার্থনা করিতেছ! হে পাপমনোরথে! যদি তুমি আমার, ভরতের ও সমুদয় লোকের প্রিয় কার্য্য করিতে বাসনা কর, তবে এই মন্দ অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর। হে নৃশংসে! হে ক্ষুদ্রস্বভাবে! আমি তোমার কি দুঃখজনক কার্য্য করিয়াছি বা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি, এবং রামই বা তোমার কি দুঃখজনক কার্য্য করিয়াছেন, অথবা তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছেন; যাহা তুমি দেখিয়াছ! অর্থাৎ যাহা দেখিয়া, তুমি এরূপ মন্দ অভিপ্রায় করিয়াছ! হে দুষ্কর্ম্মকারিণি! রাম ব্যতিরেকে ভরত কোন ক্রমেই রাজা হইবেন না; কেন না, আমি জানি যে, ভরত রাম হইতেও অধিক ধার্ম্মিক। আমি রামকে 'বনে গমন কর' ইহা বলিলে, যখন তাঁহার মুখ, যেরূপ চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়া বিবর্ণ হয়, সেইরূপ বিবর্ণ হইবে, তখন তাহা আমি কিরূপে অবলোকন করিব! আমি বন্ধুবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া যে অভিপ্রায় দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা, শত্রুকর্ত্তৃক পরাহত সৈন্যের ন্যায়, কিপ্রকারে ত্বৎকর্ত্তৃক প্রতিনিবর্ত্তিত দেখিব! হা! নানা দিক্ হইতে সমাগত মহীপতিগণ আমাকে উদ্দেশিয়া 'এই বালক (ইষ্টানিষ্ট-বিবেকবিহীন) ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ কিপ্রকারে বহুকাল রাজ্যপালন করিয়াছে!' ইহা বলিবেন! যখন বহুশ্রুত গুণবান্ বৃদ্ধগণ আমাকে 'রাম কাকুৎস্থ কোথায়,' ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি প্রত্যুত্তর দিব! তখন যদিও তাঁহাদিগকে 'আমি কেকয়ী কর্ত্তৃক পরিক্লেশিত হইয়া তাঁহাকে বনে প্রেরণ করিয়াছি,' এই সত্য বাক্য বলি; কিন্তু তাহা অসত্য হইবে, অর্থাৎ তাহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস-যোগ্য হইবে না। রঘুনন্দন রাম বনে গমন করিলে, কৌসল্যা আমাকে কি বলিবেন এবং ঈদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া, আমিই বা তাঁহাকে কি প্রত্যুক্তি করিব? সেই প্রিয়-বাদিনী পুত্রপ্রণয়িনী কৌসল্যা দেবী সর্ব্বদাই আমার প্রিয় কামনা করিয়া থাকেন,—তিনি সময়ানুসারে মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা, সখী ও দাসীর ন্যায় আমার সেবা করেন, সুতরাং আমার তাঁহাকে সৎকার করা উচিত; কিন্তু আমি তোমার জন্য তাঁহাকে কখন সৎকার করি নাই! যেরূপ বিবিধ-ব্যঞ্জনযুক্ত অপথ্য অন্ন ভুক্ত হইয়া আতুর ব্যক্তিকে ক্লেশ দেয়, সেইরূপ, আমি পূর্ব্বে তোমার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা এক্ষণ আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। আমার রামের প্রতি বনপ্রেরণরূপ অত্যাচার করা দেখিয়া, সুমিত্রা দেবী ভীতা হইয়া আর আমার প্রতি বিশ্বাস করিবেন না। হা! বৈদেহী সীতা একেবারে, আমার মৃত্যু ও রামের বনবাস, এই দুই অতি কষ্টদায়ক বিবরণ শ্রবণ করিবেন! হিমালয়ের পার্শ্বে কিন্নর-বিহীনা কিন্নরী যেরূপ অবস্থাপন্না হয়, বৈদেহী সীতা রাম ব্যতিরেকে সেইরূপ অবস্থাপন্না হইয়া শোক করত আমার জীবন বিনাশ করিবেন; কেননা, আমি রামকে মহারণ্যবাসী এবং সীতাকে রোদন-পরায়ণা দেখিয়া অধিক কাল বাঁচিতে অভিলাষ করি না! হে দেবি! রাম বনে গমন করিলে, আমি কোন ক্রমেই জীবন ধারণ করিব না;

অতএব নিশ্চয়ই তোমাকে বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজত্ব করিতে হইবে। যেরূপ মনুষ্য বিষযুক্ত মদ্য প্রিয়দর্শন দেখিয়া পান করিয়া পশ্চাৎ তাহার পরিণামে তাহাকে বিষ-সংযুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করে, সেইরূপ তুমি অসতী হইলেও পূর্ব্বে তোমাকে সতী বলিয়া বোধ করত এক্ষণ আচরণ দ্বারা তোমাকে অতীব অসতী বলিয়া আমার নিশ্চয় হইল। হা! যেরূপ ব্যাধ, গান-শব্দ দ্বারা মৃগকে আবদ্ধ করিয়া বধ করে, সেইরূপ তুমি আমাকে বৃথা সান্ত্বনা-বাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক প্রিয়-সম্ভাষা দ্বারা বশীভূত করিয়া বধ করিলে! আমি তোমার অনুরোধে রামকে বনে প্রেরণ করিলে, আর্য্যগণ রথ্যা-সকলে সমবেত হইয়া আমাকে সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের ন্যায় 'অনার্য্য' বলিয়া নিন্দা করিবেন। হা কি দুঃখ! হা কি দুঃখ! যে, তোমার এই সকল বাক্যও আমাকে ক্ষমা করিতে হইতেছে! আমি পূর্ব্বজন্মে অত্যন্ত অশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, তজ্জন্যই ইহজন্মে এই অপরিহার্য্য দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি! হে পাপমনোরথে! যেরূপ মানবেরা কণ্টক-সংলগ্না রজ্জুকে ক্লেশদায়িনী বোধ না করিয়া রক্ষা করে, সেইরূপ আমি তোমাকে ক্লেশ-দায়িনী জানিতে না পারিয়া চির কাল রক্ষা করিয়াছি। যেরূপ বালক অজ্ঞানতা-বশত ক্রীড়া করিবার মানসে নির্জ্জন প্রদেশে হস্ত দ্বারা কৃষ্ণ সর্পকে স্পর্শ করিয়া থাকে, সেইরূপ তোমাকে স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ জানিতে না পারিয়াই আমি রমণার্থী হইয়া তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি, অর্থাৎ বালক যেমন সর্পকে স্পর্শ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, সেইরূপ তোমার সহিত প্রণয় করিয়া, আমি মৃত্যুর আয়ত্ত হইয়াছি। হা! আমি কি দুরাচার! যে, জীবিত থাকিয়াও সেই মহাত্মা পুত্র রামকে পিতৃবিহীন করিলাম! সুতরাং সকল লোকেই অবশ্য আমার 'রাজা দশরথ অত্যন্ত বুদ্ধিহীন ও কামতৎপর; কেননা, তিনি রমণীর জন্য প্রিয় তনয় রামকে বনে প্রেরণ করিলেন,' এরূপ নিন্দা করিতে পারে। হা! কোথায় রাম এখন নানাবিধ বিষয় উপভোগ করিবেন না, তাঁহাকে এখন গুরুতর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা কৃশ হইয়া বনবাসজনিত মহৎ ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে! আমি রামকে 'বনে গমন কর,' ইহা বলিলে, তিনি কখনই তৎ-প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; প্রত্যুত 'যে আজ্ঞা,' ইহাই বলিবেন। আমি রঘুনন্দন রামকে 'বনে গমন কর,' ইহা বলিলে, যদি তিনি তৎপ্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করেন, তবে তাহা আমার প্রীতিজনক হয়; কিন্তু তাহা তিনি করিবেন না। সেই বিশুদ্ধস্বভাব রাম আমার অভিপ্রায় জানিতে পারিবেন না; সুতরাং আমি তাঁহাকে "হে পুত্র! তুমি বনে গমন কর," ইহা বলিলে, তিনি আর কিছুই প্রত্যুক্তি করিবেন না। রঘুনন্দন রাম বনে গমন করিলে, সকল লোকেই আমাকে নিন্দা করিবে, আমিও তাহা সহ্য করিতে পারিব না; সুতরাং মৃত্যু (যমদূত) আমাকে যমালয়ে লইয়া যাইবে। মানবশ্রেষ্ঠ রাম বনে গমন করিলে এবং আমি মরিলে, তুমি আমার অপরাপর প্রিয় জনের প্রতি কি পাপাচরণ করিবে? কৌসল্যা দেবী আমার ও রামের বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার অনুগামিনী হইবেন এবং সুমিত্রা দেবীও আমার ও পুত্র-দ্বয়ের বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার অনুগমন করিবেন; অতএব হে কেকয়ি! তুমি আমাকে এবং কৌসল্যা, সুমিত্রা, রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে অত্যন্ত দুঃখে নিক্ষেপ করিয়া সুখ অনুভব কর। এই ইক্ষ্বাকুকুল সামদানাদি গুণে ভূষিত হইয়া চিরকাল অক্ষোভ্য ছিল, এক্ষণ মৎ-কর্তৃক ও রাম-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তোমার পালনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িবে। যদি ভরতের রামকে বনে প্রেরণ করা অভিলষিত হয়, তবে আমি মরিলে, সে যেন আমার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য না করে। হে অনার্য্যে! তুমি আমার অনিষ্ট করিয়া সকল-মনোরথা হও। হে কেকয়ি! পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম বনে গমন করিলে, আমি মরিব, সুতরাং তোমাকে বিধবা হইয়া পুত্রের সহিত রাজত্ব করিতে হইবে হে রাজনন্দিনি! তুমি আমার দুরদৃষ্ট-বশতই

আমার গৃহে বাস করিয়াছ; কেন না, তোমার দ্বারা পাপীর ন্যায়, আমার ইহলোকে অতুল অযশ ও অক্ষয়নিন্দা হইল এবং আমাকে সকল লোকেরই অবজ্ঞাভাজন হইতে হইল। আহা! আমার প্রিয় তনয় সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন রাম সর্ব্বদা রথ, গজ বা অশ্বে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিয়াছেন, এখন কি প্রকারে মহাবিজন মধ্যে পদব্রজে বিচরণ করিবেন! হা! কুণ্ডলধারী সূদগণ যাঁহার আহার নিমিত্ত "আমি রাঁধিব, আমি রাঁধিব" এই বলিয়া আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক প্রশস্ত ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য রন্ধন করিত, এক্ষণ আমার সেই তনয় রাম কি প্রকারে কটু, তিক্ত বা কষায়রসযুক্ত বন্য ভোজ্য ভোজন করিয়া সময় অতিবাহিত করিবেন! হা! রাম চিরকাল মহামূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং সুখজনক শয্যাতে শয়ন করিয়াছেন; সুতরাং তিনি এখন কি প্রকারে কাষায় বসন পরিধান করিবেন এবং ভূমিতে শয়ন করিবেন! রামের বনগমন এবং ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা-বিষয়ক এই অতিদারুণ বাক্য কাহার বাক্য? এ কি কেকয়ীর বাক্য? ধিক্! ধিক্! রমণীগণ অতিস্বার্থপরায়ণ ও শঠ! আমি সকল রমণীকে এরূপ বলিতেছি না, কেবল ভরতের জননীকেই বলিতেছি। হে নৃশংসে! হে স্বার্থতৎপরে! আমিই বা তোমার কি অপ্রিয়কার্য্য করিয়াছি এবং সেই সর্ব্বলোকহিতকারী রামই বা তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছেন? যাহা দেখিয়া, তুমি এই অনর্থজনক অভিপ্রায় করিয়া আমাকে অনুতাপিত করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ! রামকে ঈদৃশ ব্যসনে নিমগ্ন দেখিয়া, পিতারাও পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, অনুরাগিণী ভার্য্যারাও পতিদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারে এবং সমুদায় জগৎও তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারে। আমি দেবকুমার-সদৃশ-রূপ-সম্পন্ন রামকে অলঙ্কৃত হইয়া অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া এরূপ আনন্দলাভ করি যে, আমার বোধ হইল যে, যেন আমার পুনরায় যৌবনদশা উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাকে না দেখিয়া আমি কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব। কেবল আমিই নহি, আমার এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে, সূর্য্য উদিত না হইলেও যদি লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে এবং ইন্দ্র বৃষ্টি না করিলেও যদি লোকসকল বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তথাপি রামকে বিজনাভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া, কেহই জীবিত থাকিতে পারে না। হা! তুমি আমার অহিতাভিলাষিণী, এমন কি! মরণাকাঙ্ক্ষিণী সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপিণী শত্রু হইলেও আমি তোমাকে স্বীয় গৃহে বাস করাইয়াছি! হা! আমি মোহ-প্রযুক্ত চির কাল মহাবিষ-সম্পন্না সর্পিণীকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছি! তাহাতেই এক্ষণ নিহত হইলাম। আমি, রাম ও লক্ষ্মণ, এই তিনে পরিহীন হইয়া, ভরত কেবল তোমার সহিত রাজ্য পালন করুক; এবং তুমিও আমার বান্ধব সকলকে, এমন কি! পৌর ও জানপদ ব্যক্তিদিগকেও হনন করিয়া আমার শত্রুবর্গের সহিত সম্ভাষা কর। হে নৃশংস-চরিতে! তুমি এই বৃদ্ধাবস্থাতে আমাকে প্রহার করত গর্ব্বিত ভাবে যে ঈদৃশ বাক্য বলিতেছ, তাহাতেও কেন তোমার দন্ত সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া মুখ হইতে ভূতলে পতিত হইতেছে না! প্রিয়বাদী রাম তোমাকে কোন অহিতকর বা অপ্রিয় বাক্য বলেন নাই; কেননা, তিনি কখন কাহাকে পরুষ বাক্য বলেন না; বিশেষত গুণদ্বারা তিনি সকলেরই অভিমত; অতএব তুমি কিপ্রকারে তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করিতেছ? হে কেকয়রাজ-কুলকলঙ্কিনি! তুমি দুঃখিতাই হও, বা অগ্নিতে প্রবেশিয়াই প্রাণ পরিত্যাগ কর, অথবা বিষ পান করিয়াই মর, কিংবা ভূগর্ত্তেই প্রবেশ কর; আমি তোমার সেই সুদারুণ বাক্যের অনুরূপ কার্য্য করিব না; কেননা, তাহা আমার অত্যন্ত অহিতকর। হে নিয়ত-মিথ্যা-প্রিয়বাদিনি! তুমি দেব-কন্যার সদৃশী হইয়া আমার মনোমোহিনী হইলেও এক্ষণ আমি আর তোমার জীবিত থাকা অভিলাষ করি না; যেহেতু, তোমার অভিপ্রায় অতি মন্দ, —তুমি আমার প্রাণ ও মন দাহন করিতে অভিপ্রায় করিয়াছ, এমন কি! আমার বংশ

পর্য্যন্ত বিনাশিতে উদ্যতা হইয়াছ। হে দেবি! সেই বিশুদ্ধাত্মা রাম-ব্যতিরেকে আমি জীবিতই থাকিব না; সুতরাং আমার আর সুখ বা রতির সম্ভাবনা কি! তোমার আমার অহিত করা উচিতই নয়, তথাপি আমি তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও।"

সেই মর্য্যাদাতিক্রমকারিণী মর্ম্মঘাতিনী পত্নী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ মহীপতি দশরথ, অনাথের ন্যায়, সেইরূপ বিলাপ করিয়া তাঁহার প্রসারিত উভয় চরণ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়া, আতুরের ন্যায়, তাহা স্পর্শ করিতে না পারিয়াই মূর্চ্ছিত হওত ভূতলে পতিত হইলেন।

ইতি দ্বাদশ সর্গ॥ ১২॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

রাম হইতে ভরতের অনিষ্টাশঙ্কাকারিণী এবং ইক্ষ্বাকুকুলের সাক্ষাৎ অনর্থরূপিণী জনাপবাদ-ভয়-বিহীনা কেকয়ী স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ না হওয়া-প্রযুক্ত সেই বর উদ্দেশ করিয়া অনুচিত ভূশয়নে শয়ান, পুণ্য ভোগান্তে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট যযাতির সদৃশ, তাদৃশ-বিলাপ-করণাযোগ্য মহারাজ দশরথকে সম্বোধন করত কহিলেন, "হে মহারাজ! তুমি আপনাকে 'সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত' বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক, তবে এখনই আমাকে বর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়া কেন প্রদান করিতে বিরত হইতেছ?"

রাজা দশরথ কেকয়ী-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিহ্বল হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধ-সহকারে তাঁহাকে এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে অনার্য্যে! হে অমিত্রে! পুরুষবর রাম বনে গমন করিলে এবং আমি মরিলে, তুমি সফল-মনোরথা হইয়া সুখ লাভ কর। হা! স্বর্গে যখন দেবগণ আমাকে রামের কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি বলিব, যাহা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত হইবে না? তখন যদি আমি 'কেকয়ীকে আমার স্নেহ তাঁহার প্রিয় বর প্রদান করিবার নিমিত্ত আমার রামকে বনে প্রেরণ করিতে হইয়াছে,' এই সত্য বাক্য বলি, তবে উহা অসত্য হইবে, অর্থাৎ তাঁহাদিগের বিশ্বাসযোগ্য হইবে না। হা! আমি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অপুত্রক থাকিয়া পরে সেই বিশুদ্ধ-স্বভাব মহাবাহু-সম্পন্ন রামকে পুত্র লাভ করিয়াছি; সুতরাং আমি তাঁহাকে কিপ্রকারে পরিত্যাগ করিব! বিশেষত সেই কমল-লোচন রাম শৌর্য্যসম্পন্ন, বিদ্যাপারদর্শী, পরাজিত-কোপ ও ক্ষমা-তৎপর; অতএব আমি কি প্রকারে সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্রকে বিবাসিত করিব! হা! আমি কিপ্রকারে সেই ইন্দীবর-তুল্য-শ্যামবর্ণ-সম্পন্ন মহাবলশালী দীর্ঘবাহু-সমন্বিত অভিরাম রামকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিব! হা! যিনি নিয়ত সুখ-সম্ভোগের যোগ্য এবং যাঁহার অণুমাত্রও দুঃখ হওয়া উচিত নয়, আমি সেই ধী-সম্পন্ন রামের দুঃখজনক বনবাস কিপ্রকারে অবলোকন করিব? সেই রামের অণুমাত্রও দুঃখ হওয়া অনুচিত: সুতরাং যদি আমি তাঁহার দুঃখজনক বনবাসের হেতু না হইয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হই, তবে আমি সুখ লাভ করি। হে কেকয়ি! রাম বনে গমন করিলে, লোকে আমার অতুল অযশ ও অক্ষয় অপবাদ হইবে; অতএব হে পাপমনোরথে! হে নৃশংসচরিতে! কেন তুমি আমার প্রিয় সেই সত্যপরাক্রম রামকে বনগমনরূপ অপ্রিয় বিষয়ে নিয়োগ করিতেছ!"

সেই বিভ্রান্তচিত্ত রাজা দশরথের সেইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, সূর্য্য অস্তগত হইলেন এবং রজনী হইল। সেই ত্রিযামা রজনী চন্দ্রমণ্ডলে ভূষিতা হইয়াও সেই বিলাপকারী রাজা দশরথের সুখদায়িনী হইল না। তখন বৃদ্ধ নরপতি দশরথ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, আর্ত্তের ন্যায়, গগনাভিমুখে দৃষ্টি প্রদানপূর্ব্বক রজনীকে উদ্দেশিয়া দুঃখসহকারে বিলাপ করত কহিলেন, "হে নক্ষত্রভূষিতে রজনি! আমি তোমার অবসান বাসনা করিতেছি না, তজ্জন্য এই আমি তোমার নিকট অঞ্জলি বদ্ধ করিতেছি; অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি দয়া কর, অর্থাৎ তুমি চিরকাল বর্ত্তমানা থাক, যেন তোমার

অবসান না হয়; অথবা তুমি শীঘ্র গমন কর, আমি আর নৃশংস-স্বভাবা দয়াবিহীনা কেকয়ীকে অবলোকন করিতে বাসনা করি না; কেমনা, তাঁহার জন্য আমার মহৎ ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে।”

রাজা দশরথ রজনীকে ঐরূপ বলিয়া, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আবার কেকয়ীকে প্রসাদন করত কহিলেন, “হে দেবি! আমি তোমার নিতান্ত অনুগত এবং তোমার প্রতি কিছুমাত্র অন্যায় আচরণও করি নাই; অপিচ আমার আর পরমায়ুও অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে; বিশেষত আমি মহীপতি, অর্থাৎ আমার প্রতিজ্ঞা হানি হওয়া উচিত নয়; অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমার প্রতি দয়া কর, অর্থাৎ এই অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর। হে সুশ্রোণি! আমি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কিছু নির্জ্জন প্রদেশে করি নাই; প্রত্যুত রাজসভায় করিয়াছি, সুতরাং তাহার অন্যথা হইলে, সকল সভ্যই আমাকে উপহাস করিবেন; অতএব হে বালে! সহৃদয়ত্বপ্রযুক্ত আমার প্রতি তোমার প্রসন্না হওয়া উচিত। হে দেবি! তুমি প্রসন্না হও এবং রামও তোমার প্রদত্ত অক্ষয় রাজ্য লাভ করুন; হে অসিতাপাঙ্গি! তাহা হইলে, তুমি পরম যশ প্রাপ্ত হইবে। হে চারুবদনে! হে চারুনয়নে! রাম রাজ্য লাভ করেন, ইহা বসিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুগণের, আমার, রামের ও ভরতের, অধিক কি! সকল লোকেরই প্রিয়; অতএব হে পৃথুশ্রোণি! তুমি ইহা কর।”

সেই অশ্রুপূর্ণ-লোহিত-লোচন বিশুদ্ধ-ভাব-সমন্বিত রাজা দশরথের সেই সকরুণ বিচিত্র বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দুষ্টভাব-সমন্বিতা নৃশংসচরিতা কেকয়ী স্বামীর বাক্যানুরূপ কার্য্য করিলেন না। অনন্তর রাজা দশরথ সেই প্রেয়সী কেকয়ীকে তাদৃশ বিনয় করাতেও অসন্তুষ্টা ও প্রতিকূলভাষিণী দেখিয়া রামবিবাসনের অমপনেয়তা ভাবিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং সংজ্ঞা-বিহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। সেই নরপতিপূজিত [illegible] দশরথের [illegible] হইয়া উষ্ণানক নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সেই রজনীর অবসান হইল। পরে সূত-মাগধ প্রভৃতি স্তুতি-পাঠকবর্গ স্তুতি দ্বারা রাজা দশরথকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিলে, তিনি তাহাদিগকে স্তুতি পাঠ করিতে নিবারণ করিলেন।

ইতি ত্রয়োদশ সর্গ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

সেই পুত্রশোক-কাতর ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথকে সংজ্ঞাবিহীন ও ভূতলে নিপতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়াও, সেই পাপ-মনোরথা কেকয়ী তাঁহাকে ইহা বলিলেন, “তুমি আমাকে বর দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা না করিয়াই যে অবসন্ন হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছ, ইহা উচিত নহে; এক্ষণে তোমার ধৈর্য্য অবলম্বন করা বিধেয়, অর্থাৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করা উচিত; যেহেতু ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা সত্যব্যবহারকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন, তজ্জন্যই আমি তোমাকে সত্যব্যবহার-রূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বলিতেছি। দেখ! সত্য-ব্যবহার রক্ষা করিবার নিমিত্তই, মহীপতি শৈব্য শ্যেন পক্ষীকে স্বীয় শরীর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য উত্তম-গতি লাভ করিয়াছিলেন; তেজস্বী অলর্ক কোন বেদ-পারগ যাচমান ব্রাহ্মণকে স্বীয় নেত্র-দ্বয় প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়া অব্যাকুলচিত্তে স্বীয় নয়ন-দ্বয় উৎপাটন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন; এবং নদীপতি সমুদ্রও ‘সীমা অতিক্রম করিব না,’ এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তদনুরোধে অদ্যাবধি পর্ব্বকালেও অত্যল্প মাত্র স্বীয় সীমা বেলা-ভূমি অতিক্রম করেন না। সত্যই প্রণব-স্বরূপ ব্রহ্ম, অর্থাৎ সত্য-ব্যবহার দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সত্যেতেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অর্থাৎ সত্য-ব্যবহার দ্বারাই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়; সত্যই অক্ষয় বেদ-স্বরূপ, অর্থাৎ সত্য-ব্যবহারই সমুদায়

বেদের প্রতিপাদ্য; এবং সত্য-দ্বারাই পরম পদ লাভ হয়; অর্থাৎ সত্য-ব্যবহার দ্বারাই মানবগণের সংসার হইতে মুক্তি হয়; অতএব হে সত্তম! যদি তোমার ধর্ম্মে আস্থা থাকে, তবে তুমি সত্য-ব্যবহারী হও,—তুমি সকলেরই প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাক, সুতরাং আমার সেই বর সফল কর। হে আর্য্য! তুমি ধর্ম্ম-পালনার্থ আমার নিয়োগানুসারে স্বীয় তনয় রামকে বিবাসিত কর; আমি তিন বার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তুমি আমার নিকট অঙ্গীকৃত ঐ বিষয় সম্পাদন না কর, তবে আমি ত্বৎকর্তৃক অপমানিতা হওয়া-প্রযুক্ত জীবন পরিত্যাগ করিব।" ৪৪৯৪৬

শঙ্কা-বিহীনা কৈকেয়ী-কর্তৃক সেই বাক্যে নিয়োজিত হইয়া, রাজা দশরথ, যেরূপ বলি রাজা ইন্দ্র-কৃত পাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন নাই, সেইরূপ সেই সত্যপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেন না; প্রত্যুত তিনি, ধাবনকারী রথ-যোজিত অশ্বের ন্যায়, উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় ও বিবর্ণ-বদন হইয়া পড়িলেন এবং নয়ন-দ্বয়ের ব্যাকুলতা-প্রযুক্ত অন্ধবৎ হইলেন। পরে তিনি অতিকষ্টে ধৈর্য্য-দ্বারা বিহ্বল চিত্তকে স্তম্ভিত করিয়া কৈকেয়ীকে ইহা বলিলেন, "রে পাপাচারে! আমি অগ্নির সমক্ষে মন্ত্র পাঠ করিয়া তোর যে হস্ত ধারণ করিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিলাম এবং তোতে আমার যে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকেও তোর সহিত পরিত্যাগ করিলাম। রজনী দেবীর অবসান হইয়াছে, এখনই সূর্য্যোদয় হইবে, তখন বসিষ্ঠ-প্রভৃতি গুরু-জনেরা আসিয়া আমাকে অবশ্যই রামের অভিষেকার্থ সত্বর করিবেন; তৎকালে যদি তুই তাঁহার অভিষেকের ব্যাঘাত করিস্, তবে আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে; যেহেতু আমি পূর্ব্বে সমুদায় পৌর ব্যক্তিকেই, রামের অভিষেক-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইতে দেখিয়া, এক্ষণ আর তাহাদিগকে তাহার অন্যথা দর্শনে নিরানন্দ ও অধোবদন হইতে দেখিতে পারিব না; অতএব হে অশুভাচারে; আমার মৃত্যু হইলে, বসিষ্ঠ-প্রভৃতি গুরু-জনেরাই রামকে তাঁহার অভিষেকার্থ উপকল্পিত উপকরণ-দ্বারা আমার উদক-কার্য্য সম্পাদন করাইবেন। তুই আমার উদক-ক্রিয়া করিস্ না; এবং তোর পুত্রকেও করিতে দিস্ না।"

সেই ভূপতি মহাত্মা দশরথের কেকয়ীকে সেইরূপ বলিতে বলিতে, চন্দ্রনক্ষত্রমালিনী পুণ্যা রজনী বিগতা হইল এবং প্রভাত কাল উপস্থিত হইল। অনন্তর পাপাচারা বাক্য-কৌশল-বিজ্ঞা কেকয়ী ক্রোধ-ব্যাকুলা হইয়া মহীপতি দশরথকে আবার এই পরুষ বাক্য বলিলেন, "হে রাজন্! তুমি বিষ-জর্জ্জরিত ব্যক্তির ন্যায়, এ কি বলিতেছ? এক্ষণ তোমার অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকে এখানে আনয়ন করা উচিত; তুমি আমার পুত্র ভরতকে রাজ্যে স্থাপিত এবং রামকে বিজনবাসী করিয়া আমাকে শত্রু-বিহীনা করত কৃতকৃত্যা হইবে; অন্যথা তোমার নিষ্কৃতি নাই।"

রাজা দশরথ, যেরূপ অশ্ব প্রতোদাহত হইয়া অশ্বারোহের আয়ত্ত হয়, সেইরূপ কৈকেয়ীর সেই বাক্য-রূপ তীক্ষ্ণ প্রতোদে সমাহত হওত আয়ত্ত হইয়া তাঁহাকে এইমাত্র বলিলেন, "আমি ধর্ম্ম-পাশে আবদ্ধ হইয়াছি এবং আমার চেতনা-শক্তিও বিনষ্টা হইয়াছে, আমি আর অধিক বলিতে পারি না। এক্ষণ আমি সেই প্রিয় জ্যেষ্ঠ তনয় ধার্ম্মিক রামকে দেখিতে বাসনা করি।"

অনন্তর সূর্য্য উদিত হইলেন এবং পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত পুণ্য মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। তখন রজনীকে প্রভাতা দেখিয়া গুণশালী বসিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া শীঘ্র কুশপ্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যাতে প্রবেশ করিলেন।' তৎকালে সেই নগরীর সমস্ত পথই সম্মার্জ্জিত ও জলসিক্ত ছিল, তাহাতে সমুদায় বিপণিই সুসমৃদ্ধ ছিল; ঐ নগরী রামের অভিষেকার্থ সমুৎসুক জনগণে পরিব্যাপ্তা ও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ধ্বজসমূহে ভূষিতা ছিল; তাহাতে সেই মহোৎসবকাঙ্ক্ষী আনন্দযুক্ত প্রাণী সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে ছিল; এবং সেই নগরীর সর্ব্বত্র প্রদেশই

চন্দন, অগুরু ও ধূপগন্ধে সুবাসিত ছিল। সেই ইন্দ্রপুরীসদৃশী পুরী অতিক্রম করিয়া, মহর্ষি বসিষ্ঠ মহারাজের নানাবিধ ধ্বজগণে সমাকীর্ণ শোভাসম্পন্ন অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন। তখন সেই অন্তঃপুর পৌর ও জানপদ ব্যক্তি-ব্যূহে সমাকীর্ণ, পরম পূজিত বেদজ্ঞ সদস্যবর্গে ব্যাপ্ত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণে উপশোভিত ছিল। পরমর্ষিগণে পরিবৃত মহর্ষি বসিষ্ঠ অন্তঃপুরের দ্বিতীয় কক্ষ্যায় প্রবেশিয়া সেই সকল ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া তাহার তৃতীয় কক্ষ্যার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং মানবপ্রবর দশরথের অমাত্য সুমন্ত্র সারথিকে তৃতীয় কক্ষ্যা হইতে বহির্গত হইতে দেখিলেন। পরে মহাতেজা বসিষ্ঠ সেই সর্ব্বকার্য্যদক্ষ সূতপুত্র সুমন্ত্রকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র মহীপতি দশরথকে আমার আগমনবার্ত্তা প্রদান কর। রামের অভিষেকের নিমিত্ত এই সকল গঙ্গোদকপূর্ণ ও সাগরজল-পূরিত কাঞ্চননির্ম্মিত ঘট, ঔদুম্বরকাষ্ঠরচিত উত্তম পীঠ, যব-সর্ষপাদি আবশ্যকীয় বীজ সকল, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, লাজা, পুষ্প, কুশ, মদমত্ত হস্তী, অশ্ব-চতুষ্টয়-যোজিত রথ, শ্রীসম্পন্ন খড়্গ, উত্তম ধনু, শিবিকা, চন্দ্রসদৃশ কমনীয় ছত্র, শ্বেতবর্ণ দুইটি চামর, হেমনির্ম্মিত ভৃঙ্গার, হেমদাম-ভূষিত প্রশস্ত-ককুৎসম্পন্ন পাণ্ডুরবর্ণ বৃষ, দংষ্ট্রাচতুষ্টয়সম্পন্ন সিংহ, মহাবলশালী শ্রেষ্ঠ অশ্ব, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিৎ এবং অগ্নি এই সকল দ্রব্য আহরণ করা হইয়াছে এবং আটটি মনোহরাঙ্গী কন্যা, কতকগুলি অলঙ্কৃতা সধবা স্ত্রী ও নৃত্যগীত-পরায়ণা অনেক বেশ্যাকে আনয়ন করা হইয়াছে। অপিচ আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, গো, পবিত্র মৃগ, পবিত্র পক্ষী, মুখ্য মুখ্য পৌর, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জানপদ, নরপতি ও স্বজনগণ-পরিবৃত বণিক্, ইঁহারা এবং অপরাপর প্রিয়বাদী অনেক ব্যক্তিই রামের অভিষেক সন্দর্শনার্থ প্রীতিসহকারে অবস্থান করিতেছেন। অদ্য রামাভিষেকের নির্দ্ধারিত দিন, সুতরাং এই পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে যাহাতে রাম রাজ্য লাভ করেন, তদ্বিষয়ে মহারাজ দশরথকে তুমি সত্বর কর।"

সেই মহাত্মা বসিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সূতপুত্র সুমন্ত্র নরপতিশার্দ্দূল দশরথকে স্তব করত তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা দশরথের সম্মত ও প্রিয়-চিকীর্ষু দ্বারপালেরা সেই বৃদ্ধ সুমন্ত্রকে প্রবেশিতে বাধা দিল না; কেননা, তাঁহাকে প্রবেশিতে বাধা দিতে দশরথের নিষেধ ছিল। পরে সুমন্ত্র সারথি গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া রাজা দশরথের সমীপস্থ হইয়া তাঁহার সেই অবস্থার হেতু জানিতে না পারিয়া তাঁহাকে সন্তোষজনক বাক্যে স্তব করিতে উপক্রম করিলেন। তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মহীপতি দশরথকে তৎকালোচিত স্তব-বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন, "যেরূপ সূর্য্য উদিত হইলে, সাগর প্রফুল্লিত হইয়া জলচর জন্তুদিগকে আনন্দযুক্ত করেন, সেইরূপ সূর্য্য উদিত হইয়াছেন, এক্ষণ আপনি প্রীত হইয়া প্রীতিযুক্ত মনে আমাদিগকে আনন্দিত করুন। যেরূপ এই প্রভাতকালে মাতলি ইন্দ্রকে বোধিত করিবার জন্য স্তব করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্র তাঁহার স্তবে উদ্বুদ্ধ হইয়া দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে বোধিত করিবার নিমিত্ত স্তব করিতেছি, আপনি উদ্বুদ্ধ হইয়া বিজয়ী হউন। যেরূপ বেদ, বেদাঙ্গ ও সমুদয় বিদ্যা স্বয়ম্ভু প্রভু ব্রহ্মাকে সৃষ্টি-সময়ে উদ্বোধিত করেন, সেইরূপ অদ্য আমি আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছি। যেরূপ চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীস্থ সমুদায় লোককে উদ্বোধিত করেন, সেইরূপ অদ্য আমি আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছি। হে মহারাজ! যেরূপ সূর্য্য মেরু হইতে উত্থিত হইয়া বিরাজমান হন, সেইরূপ আপনি শয্যা হইতে উত্থিত হউন এবং কৃতমঙ্গলাচার হইয়া বিরাজমান হউন। হে কাকুৎস্থ! মহাদেব, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, কুবের, সূর্য্য ও চন্দ্র আপনাকে বিজয়ী করুন। হে রাজর্ষে! ভগবতী রজনীর অবসান হইয়াছে, এবং কল্যাণজনক দিন উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণ, রামাভিষেক-রূপ মহৎ কার্য্য সমাধান

করা উচিত; অতএব আপনি প্রতিবুদ্ধ হউন। হে রাজন্! রামের অভিষেকার্থ সমস্ত আভিষেচনিক দ্রব্যই আহৃত হইয়াছে, এবং ভগবান্ বসিষ্ঠও ব্রাহ্মণগণের এবং বিশুদ্ধাত্মা বণিক্, পৌর ও জানপদ ব্যক্তি-ব্যূহের সহিত দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন; অতএব আপনি শীঘ্র রামাভিষেকের আদেশ করুন। বিশেষত পালক-ব্যতিরেকে পশুগণ, সেনাপতি ব্যতিরেকে সৈনিকবর্গ, চন্দ্রব্যতিরেকে রজনী এবং বৃষ-ব্যতিরেকে গবীগণ যেরূপ হইয়া থাকে, নরপতি-অদর্শনে রাজ্যও সেইরূপ হইয়া থাকে; অতএব আপনিও তথায় চলুন।"

সুমন্ত্র সারথির ঐ অর্থযুক্ত বিনয়োপেত বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহীপতি দশরথ আরও শোকে আকুল হইলেন। অনন্তর সেই পুত্রশোককাতর ধার্ম্মিক লোহিতলোচন শ্রীমান্ রাজা দশরথ সুমন্ত্র সারথিকে অবলোকন করিয়া ইহা বলিলেন, "তুমি বাক্যদ্বারা আমার আরও মর্ম্ম সকল ভেদ করিতেছ।"

মহীপতি দশরথের ঐ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে অতিদীনভাবাপন্ন দেখিয়া, সুমন্ত্র সারথি অঞ্জলি বদ্ধ করত সেই প্রদেশ হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। অনন্তর যখন রাজা দশরথ দীনতাপ্রযুক্ত স্বয়ং সুমন্ত্রকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন মন্ত্রণাভিজ্ঞা কেকয়ী সুমন্ত্রকে এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন, "সুমন্ত্র! রাজা দশরথ রামাভিষেকজনিত হর্ষে সমুৎসুক হইয়া জাগিয়া থাকিয়াই রজনী অতিবাহন করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণ পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রার আয়ত্ত হইয়াছেন; অতএব হে সূত! তোমার বিচার করিবার আবশ্যক নাই, তুমি শীঘ্র গমন কর এবং যশস্বী রাজনন্দন রামকে এখানে আনয়ন কর; তোমার মঙ্গল হউক।"

অনন্তর সুমন্ত্র মন্ত্রী কেকয়ীকে "হে ভামিনি! আমি রাজার বাক্য শ্রবণ না করিয়া কিপ্রকারে গমন করি?" এরূপ বলিলে, রাজা দশরথ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে "সুমন্ত্র! আমি সেই সুন্দর রামকে দর্শন করিতে বাসনা করিতেছি, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর," ইহা বলিলেন। সুমন্ত্র, মহীপতির বাক্যে কল্যাণ বোধ করিয়া প্রীতচিত্ত হইলেন এবং রাজশাসনানুসারে প্রীতি-সহকারে শীঘ্র নির্গত হইলেন। মহাতেজা সুমন্ত্র সারথি কৈকেয়ীকর্ত্তৃক শীঘ্র রামকে আনয়ন করিতে নিয়োজিত হইয়া "কেন ইনি শীঘ্র রামকে আনয়ন করিতে বলিতেছেন?" এরূপ চিন্তা করত "ধার্ম্মিক দশরথ রামের অভিষেকার্থ অত্যন্ত প্রয়াসী আছেন, তজ্জন্যই ইনি আমায় রামকে শীঘ্র এখানে আনয়ন করিতে বলিতেছেন," এরূপ নিশ্চয় করিয়া, অতীব হৃষ্ট হইয়া রঘুনন্দন রামের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হওত সেই সাগরহ্রদতুল্য শুভ অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিলেন। তিনি মহীপতির সেই অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া দ্বারপালদিগকে অবলোকন করত অনেক শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পৌর ব্যক্তিকে দ্বারদেশে অবস্থিত দেখিলেন।

ইতি চতুর্দ্দশ সর্গ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

সেই সকল রাজাদিষ্ট বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা রজনী যাপন করিয়া রাজপুরোহিত বসিষ্ঠের সহিত রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। অমাত্য, মুখ্য মুখ্য সৈনিক ও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বণিক্ সকল রঘুনন্দন রামের অভিষেক সন্দর্শনার্থ প্রীতিসহকারে রাজদ্বারে সমাগত হইলেন। বিমল সূর্য্য উদিত এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ও রামের জন্মকালস্থ কর্কটলগ্নসমন্বিত মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, বসিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজবরগণ, সমস্ত উপকরণ আহরণ করিলেন। তখন, সেই অন্তঃপুরের দ্বিতীয় কক্ষ্যাতে রামের অভিষেকার্থ কাঞ্চননির্ম্মিত অনেক সজল কুম্ভ, সম্যক্ অলঙ্কৃত একটি উত্তম পীঠ এবং একটি রথ স্থাপিত হইয়াছিল, সেই রথের উপবেশনস্থানে সমুজ্জ্বল ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতিত ছিল; অতিপুণ্যজনক গঙ্গাযমুনাসঙ্গম, পূর্ব্ববাহিনী [illegible] [illegible] তরঙ্গশালিনী পুণ্য[illegible] বৃহৎ বৃহৎ [illegible] সমস্ত এবং পৃথিবীমণ্ডলে

পুণ্যজনক যে সকল হ্রদ, কূপ ও সরোবর আছে, তৎসমুদায় ও সমস্ত সমুদ্র হইতে জল আনাইয়া সেই সকল উৎকৃষ্ট জলে কাঞ্চন-নির্ম্মিত ও রজতরচিত অনেক ঘট পরিপূরিত করিয়া ক্ষীরী বৃক্ষের পল্লবে আচ্ছাদিত করত স্থাপন করা হইয়াছিল, সেই সকল ঘটের উপরি পদ্ম ও নীলপদ্ম স্থাপিত থাকা প্রযুক্ত তাহারা অতীব শোভমান হইয়াছিল। ঘৃত, মধু, দধি, দুগ্ধ, লাজা, কুশ ও পুষ্প যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল; একটী মদমত্ত উত্তম হস্তী এবং আটটী মনোহরাঙ্গী কন্যা আনীত হইয়াছিল; চন্দ্রকিরণসদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন রত্নভূষিত কাঞ্চননির্ম্মিত গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত দণ্ড, রামকে বীজন করিবার জন্য একটী উত্তম চামর, চন্দ্রমণ্ডলসদৃশ দ্যুতিসমন্বিত পাণ্ডুরবর্ণ-সম্পন্ন গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অলঙ্কৃত একটি সুশোভিত ছত্র, মদমত্ত শ্রীসম্পন্ন রাজবহনকারী হস্তী, গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অলঙ্কৃত একটি পাণ্ডুরবর্ণ অশ্ব এবং গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা শোভিত পাণ্ডুরবর্ণ বৃষ যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল; এবং আটটি মঙ্গলাচারকারিণী সর্ব্বাভরণভূষিতা কন্যা, সমুদয় বাদ্যব্যবসায়ী ও বন্দী সকল আনীত হইয়াছিল। অপিচ তৎকালে ইক্ষ্বাকুবংশীয়-দিগের রাজ্যাভিষেক-সময়ে যেরূপ দ্রব্য সকল উপহার প্রদান করা উচিত, রাজনন্দন রামের অভিষেকের উদ্দেশে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত সেইরূপ দ্রব্য সকল গ্রহণ করিয়া, মহীপতিগণ রাজা দশরথের আদেশানুসারে সেই প্রদেশে সমাগত হইয়া, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, এরূপ বলাবলি করিতেছিলেন, "দিবাকর উদিত হইয়াছেন এবং ধীসম্পন্ন রামের সমুদয় আভিষেচনিক দ্রব্যও আহৃত হইয়াছে; কিন্তু রাজা দশরথকে দেখিতেছি না, সম্প্রতি আমাদিগের আগমনবার্ত্তা কে তাঁহাকে প্রদান করে?"

সেই সকল সার্ব্বভৌম মহীপতিরা সেইরূপ বলাবলি করিতেছেন, এমন সময়ে রাজসৎকৃত সুমন্ত্র তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হে দীর্ঘজীবিগণ! যদ্যপি আমি রাজা দশরথের আজ্ঞানুসারে রামকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, তথাপি আপনারা রাজা দশরথের ও রামের বিশেষরূপে পূজনীয়; সুতরাং আপনাদিগের আদেশানুসারে এই আমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, মহীপতি দশরথ প্রতিবুদ্ধ হইয়াও যে এখানে আগমন করিলেন না, তাহার হেতু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি।"

অতিবৃদ্ধ সুমন্ত্র সেই সকল মহীপতিকে সেইরূপ বলিয়া অন্তঃপুরের তৃতীয় কক্ষ্যার দ্বারদেশে যাইয়া প্রবেশিতে নিবারণ না থাকা প্রযুক্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি মহীপতি দশরথের শয়নাগারে যাইয়া অবস্থিত হইলেন এবং তাঁহার বংশের স্তব করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র সেই শয়নাগারের অতিসন্নিহিত হইয়া যবনিকার বহির্ভাগে থাকিয়া রঘুনন্দন দশরথকে গুণযুক্ত আশীর্ব্বচন-সহকারে এরূপ স্তব করিলেন, "হে কাকুৎস্থ! মহাদেব, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, কুবের, সূর্য্য ও চন্দ্র আপনাকে বিজয়ী করুন। হে ধৈর্য্যসম্পন্ন পুরুষ-প্রবর! যেরূপ বেদ ও বেদাঙ্গ ব্রহ্মাকে উদ্বোধিত করেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে উদ্বোধিত করিতেছি; আপনি গাত্র উত্তোলন করুন,—ভগবতী রজনী বিগতা হইয়াছেন এবং কল্যাণজনক দিনও উপস্থিত হইয়াছে, অতএব হে নরশার্দ্দূল! আপনি প্রতিবুদ্ধ হউন এবং আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধান করুন। হে রঘুনন্দন! ব্রাহ্মণ, নরপতি, মুখ্য মুখ্য সৈনিক ও বণিক্ সকল দ্বারদেশে সমাগত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; অতএব আপনি প্রতিবুদ্ধ হউন।"

মন্ত্রকোবিদ সূতপুত্র সুমন্ত্র, রাজা দশরথকে সেইরূপ স্তব করিলে, তিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে "কেকয়ী দেবী আমার আদেশানুসারে তোমাকে 'হে সূত! তুমি শীঘ্র রামকে এখানে আনয়ন কর,' এরূপ বলিয়াছিলেন; কিন্তু কি কারণে তুমি আমার সেই আজ্ঞা পালন করিলে না?" এই বাক্য বলিয়া আবার এরূপ [illegible]

তুমি শীঘ্র যাইয়া রামকে এখানে আনয়ন কর।”

রাজা দশরথের সেই আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া সূতপুত্র সুমন্ত্র নতমস্তক হইয়া তাঁহাকে “এই চলিলাম,” বলিয়া রামাভিষেকরূপ প্রিয় বিষয়ের অবশ্যম্ভাবিতা বোধ করত সেই শয়নাগার হইতে নির্গত হইলেন এবং রাজমার্গে উপস্থিত হইয়া তাহা ধ্বজ ও পতাকায় উপশোভিত দেখিয়া প্রমোদান্বিত ও পুলকিতাঙ্গ হওত চতুর্দ্দিক্ দেখিতে দেখিতে শীঘ্র গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যাইতে যাইতে সকল লোকেরই প্রমুখাৎ রামাভিষেকবিষয়ক আনন্দপ্রকাশক বাক্য সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রমে কৈলাসসদৃশ দ্যুতিসমন্বিত মনোহর রামাগার সন্নিহিত হইলে, সুমন্ত্র দেখিলেন যে, সেই ইন্দ্রালয়সদৃশ বৃহৎকপাটযুক্ত দ্যুতিসমন্বিত ভবনের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের উপরিভাগ শত শত বেদিকায় শোভিত এবং তাহাতে অনেক কাঞ্চননির্ম্মিত প্রতিমা স্থাপিত রহিয়াছে; তাহার বহির্দ্বার মণি ও বিদ্রুমে খচিত; সেই শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নিবিড় প্রভাবশালী প্রদীপ্ত ভবন মণি ও মুক্তাসমূহে সমাকীর্ণ এবং স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্পমাল্যদাম ও তদন্তর্বর্ত্তী মহাদীপ্তিসমন্বিত মণিগণে অলঙ্কৃত হইয়া মেরুগুহার সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে; তাহা চন্দন ও অগরু-গন্ধে সুবাসিত হইয়া, মলয় গিরির ন্যায় মনোহর গন্ধ বিসর্জ্জন করিতেছে; তাহা শব্দকারী সারস ও ময়ূরগণে বিরাজিত, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত বৃকসমূহে সমাকীর্ণ এবং সূত্রধর-খোদিত-সূক্ষ্মসূক্ষ্মচিত্রযুক্ত কাষ্ঠফলকে শোভিত রহিয়াছে; এবং সেই কুবেরভবনসদৃশ রামালয় দীপ্তিতে সূর্য্য ও চন্দ্রের সাদৃশ্য লাভ করিয়া স্বীয় প্রভাদ্বারা সকল প্রাণীরই মন ও চক্ষুকে আকর্ষণ করিতেছে। অনন্তর সুমন্ত্র সারথি প্রশস্তঘোটকযোজিত বরূথী (শস্ত্র-প্রহার-নিবারণ-ক্ষম-প্রাবরণ-সমন্বিত) রথদ্বারা জনাকীর্ণ রাজপথ বিরাজিত ও তত্রত্য পৌরবর্গকে আনন্দিত করত রামালয়ের অভিমুখে যাইতে যাইতে ক্রমে দেখিতে পাইলেন যে, ইন্দ্রালয়ের ন্যায় নানাবিধ পক্ষিগণে সমাকুল, শরৎকালীন নিবিড় মেঘের ন্যায় প্রতাপশালী এবং মেরুশৃঙ্গের ন্যায়, বিবিধ রত্নে সমাকীর্ণ, উচ্চ ও বিরাজমান সেই কুব্জ দাসগণে পরিব্যাপ্ত রামভবনে রামাভিষেক-দর্শনার্থ সমুৎসুক ও প্রফুল্লিতবদন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন জানপদ ব্যক্তিগণ উপঢৌকন-দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক সমাগত হইয়া তাহার আরও শোভা বৃদ্ধি করিতেছেন; এবং অপরাপর অনেক ব্যক্তি অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া, যথারীতি দণ্ডায়মান হইয়া, তাহাকে শোভিত করিতেছে। পরে তিনি, ইন্দ্রালয়ের ন্যায়, ইতস্তত বিচরণকারী ময়ূর ও মৃগগণে সমধিক শোভাসম্পন্ন এবং বহু-ধন-সমন্বিত সেই বৃহৎ আলয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার শোভায় রোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন। অনন্তর সুমন্ত্র সারথি রথদ্বারাই সেই ভবনে প্রবেশিয়া তাহার, ইন্দ্রালয়ের ন্যায়, সম্যক্ অলঙ্কৃত ও দ্যুতি-সমন্বিত কক্ষ্যা সকল এবং রামের মতানুবর্ত্তী ও প্রিয় সেই সেই কক্ষ্যাস্থিত অনেক ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন; এবং সেই প্রদেশে রাজনন্দন রামের অভিষেকের সামগ্রী-সংগ্রহকারী ও অপরাপর সমস্ত ব্যক্তির প্রমুখাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন-মঙ্গল-প্রার্থনা-বিষয়ক আনন্দনির্গত বাক্য সকল শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অপিচ তিনি দেখিলেন যে, ইন্দ্রালয়ের ন্যায়, মনোহর মৃগ ও পক্ষিগণে সমাকুল সেই রমণীয় অন্তঃপুর, প্রান্তে সমধিক-শোভাসম্পন্ন মেরুশৃঙ্গের সদৃশ এবং তাহার দ্বারদেশ কোটি-পরিমিত-পরার্দ্ধ-সংখ্যক উপঢৌকনদ্রব্যধারী যানাবতীর্ণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন জানপদ এবং শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান অপরাপর জনগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। সুমন্ত্র সারথি সেই প্রদেশে আরও অত্যুচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় অত্যুচ্চ-দেহসম্পন্ন, অসহ্য-পরাক্রমশালী, শত্রুবিজয়ী, গলিতমদ ও নিরঙ্কুশ একটি দুর্নিবার অথচ মনোহর রামবাহী হস্তী এবং অপরাপর সম্যক্ সুসজ্জিত অনেক হস্তী, অশ্ব ও রথ দর্শন করিলেন; এবং রামের প্রিয় অনেক মুখ্য মুখ্য অমাত্য তাঁহার নয়ন-গোচর হইলেন। অনন্তর সুমন্ত্র সারথি

সেই সকল ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সুসমৃদ্ধ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। যেরূপ কেহ মকরকে বহুরত্ন-সমন্বিত সাগরে প্রবেশিতে বাধা দেয় না, সেইরূপ কেহ তাঁহাকে সেই অন্তঃপুরে প্রবেশিতে বাধা দিল না। সেই অন্তঃপুর পর্ব্বতশৃঙ্গ ও অচল মেঘের সদৃশ, এবং তাহাতে শ্রেষ্ঠ বিমান হইতেও উৎকৃষ্ট গৃহ সকল ছিল।

ইতি পঞ্চদশ সর্গ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

সেই অতিবৃদ্ধ সুমন্ত্র সারথি অন্তঃপুরের জনতাসমন্বিত দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া জনতাবিহীন-কক্ষ্যায় উপস্থিত হইলেন। সেই কক্ষ্যাতে রামের অত্যন্ত অনুরক্ত, প্রমাদবিহীন, স্থিরচিত্ত এবং প্রাস ও কার্ম্মুকপ্রভৃতি শস্ত্র-ধারী অনেক স্বচ্ছ-কুণ্ডল-সম্পন্ন যুবা রক্ষক ছিল। পরে সুমন্ত্র শুদ্ধান্তঃপুরের দ্বারদেশে রামের প্রিয়চিকীর্ষু, সম্যক্ অলঙ্কৃত, সুসমাহিত, কাষায়-বসন-পরিধায়ী ও বেত্রধারী অনেক বৃদ্ধ অন্তঃপুররক্ষককে দেখিতে পাইলেন। তাহারাও সকলে তাঁহাকে অভিমুখে আগমন-পরায়ণ দেখিয়া সম্ভ্রম-পূর্ব্বক স্ব স্ব আসন হইতে সহসা উত্থিত হইল। সর্ব্বকার্য্য-দক্ষ বিনীতস্বভাব সূতপুত্র সুমন্ত্র তাহাদিগকে "তোমরা শীঘ্র রামকে 'সুমন্ত্র দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন,' ইহা নিবেদন কর," এই কথা বলিলেন। সেই সকল স্বামিহিতৈষী রক্ষকেরাও তখনই ভার্য্যার সহিত সমাসীন রামের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে তাহা নিবেদন করিল। রঘুনন্দন রাম তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতার অত্যন্ত আত্মীয় সূতপুত্র সুমন্ত্রের প্রিয়ানুষ্ঠান মানসে তাঁহাকে সেইখানেই আনাইলেন। সূতপুত্র সুমন্ত্র তথায় প্রবিষ্ট হইয়া সেই কুবের-সদৃশ সম্যক্ অলঙ্কৃত রামকে উৎকৃষ্ট আস্তরণে আচ্ছাদিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে সমাসীন দেখিলেন। তৎকালে শত্রুবিজয়ী রামের সর্ব্বাঙ্গ শূকররুধিরসদৃশরক্ত, সুগন্ধি ও [illegible] ছিল এবং তাঁহার পার্শ্বে সীতা দেবী চামর বীজন করত উপবিষ্টা ছিলেন; সুতরাং সুমন্ত্রের তাঁহাকে চিত্রানক্ষত্রের সহিত মিলিত চন্দ্রের সদৃশ বোধ হইল। অনন্তর দশরথ-সংকৃত সুবিনীত সুমন্ত্র বন্দনাবাক্য পাঠ করত বিনয়-সহকারে, উত্তপ্তকারী আদিত্যের ন্যায় তেজোদ্বারা জাজ্বল্যমান-শরীরবান্ সেই সর্ব্বকামপ্রদ রাজনন্দন রামের চরণবন্দনা করিলেন এবং তাঁহাকে ক্রীড়াপর্য্যঙ্কে সমাসীন ও প্রসন্নবদন দেখিয়া, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন, "হে রাম! কৌসল্যা সৎপুত্রবতী হউন; আপনার পিতা স্বীয়-মহিষী কেকয়ীর সহিত আপনাকে দর্শন করিতে বাসনা করিতেছেন, সুতরাং আপনি তথায় গমন করুন, বিলম্ব করিবেন না।"

সুমন্ত্রকর্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া, মহাদ্যুতি-সম্পন্ন নরসিংহ রাম, সীতাকে সম্মানিতা করিলেন এবং এই বাক্য বলিলেন, "হে দেবি! আমার বোধ হইতেছে যে, রাজা দশরথ ও কেকয়ী দেবী, ইঁহারা নিশ্চয়ই আমার জন্য পরস্পর মিলিত হইয়া আমার অভিষেকবিষয়ে কোন মঙ্গলচিন্তা করিয়াছেন। হে মদিরেক্ষণে! আমার ভাগ্যানুসারেই সেই আমার অর্থসাধন-কামা জননী, কেকয়াধিপতিনন্দিনী এবং মহারাজ দশরথের অনুবর্ত্তিনী ও প্রিয়-হিতাভিলাষিণী সর্ব্বকার্য্যকুশলা কেকয়ী দেবী তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে আমার জন্য কোন বিষয়ে নিয়োগ করিয়াছেন; এবং মহারাজ দশরথও সেই প্রিয়মহিষী কেকয়ীর মতানুসারে আমার অভিলষিত-বিষয়-সাধন-তৎপর সুমন্ত্রকে আমার নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। যেরূপ সেই সমাজও আমার অর্থসাধন-তৎপর, সেইরূপ অর্থসাধনতৎপর দূতও তথা হইতে এখানে সমাগত হইয়াছে; সুতরাং আমার বোধ হইতেছে যে, মহীপতি দশরথ নিশ্চয়ই অদ্য আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন; অতএব আমি এখনই তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এখান হইতে গমন করিতেছি; তুমি পরিবারের সহিত সুখে [illegible]

স্বামিকর্ত্তৃক সেইরূপে সম্মানিতা হইয়া, অসিত-নয়না সীতা দেবী "যেরূপ লোককর্ত্তা ব্রহ্মা বাসবকে রাজসূয়-সমুচিত অভিষেক করিয়াছেন, সেইরূপ রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণ-নিষেবিত রাজ্যে তোমাকে রাজসূয়সমুচিত অভিষেক করুন। আমি তোমাকে দীক্ষিত, নিয়ম-সম্পন্ন, শুচি, কুরঙ্গ-শৃঙ্গধারী ও উৎকৃষ্ট-মৃগচর্ম্ম-পরিধারী দর্শন করত ভজনা করিব। সম্প্রতি তোমার পূর্ব্বদিক্ ইন্দ্র, পশ্চিমদিক্ বরুণ, উত্তরদিক্ কুবের এবং দক্ষিণদিক্ যম রক্ষা করুন," এই সকল সুসঙ্গত বাক্য বলিতে বলিতে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর কৃতমঙ্গলাচার রাম সীতার অনুমতি লইয়া সুমন্ত্রের সহিত অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। যেরূপ গিরিগুহাশায়ী সিংহ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, তিনি দ্বারদেশে দেখিলেন যে, লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। পরে সেই নরব্যাঘ্র রাজনন্দন মধ্যম-কক্ষ্যাতে আসিয়া বান্ধববর্গের সহিত মিলিত হইলেন এবং দর্শন ও অভিনন্দন করত সমুদায় দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিত সমাগম করিলেন। পরে তিনি রজতনির্ম্মিত, ব্যাঘ্র-চর্ম্মে আচ্ছাদিত, অগ্নিসদৃশদ্যুতিসমন্বিত ও হস্তিশিশুতুল্য উৎকৃষ্ট হয়যোজিত রথে আরোহণ করিলেন। মণি ও হেমবিভূষিত, প্রভাতে সূর্য্যসদৃশ এবং শব্দে মেঘতুল্য সেই সুপ্রশস্ত রথ, প্রভাদ্বারা সকলেরই চক্ষুকে হরণ করিতেছিল। যেরূপ সহস্রলোচন মহেন্দ্র দিব্যঘোটক-যোজিত সত্বরগামী রথে আরোহণ করিয়া গমন করেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম সেই রথে আরোহণ করিয়া শীঘ্র গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। যেরূপ শব্দায়মান মেঘ আকাশ-মণ্ডল অভিনাদিত করত গমন করে, সেইরূপ শ্রীসম্পন্ন রাম সেই ভবন অভিনাদিত করত, মেঘমণ্ডলী হইতে চন্দ্রের ন্যায়, তথা হইতে নির্গত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ বিচিত্র চামর ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগামী হওত পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামের নির্গমনকালে তত্রত্য জন-মণ্ডলীর তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। চন্দন ও অগুরুভূষিত এবং খড়্গ ও চাপধারী রামহিতাকাঙ্ক্ষী শূরেরা বদ্ধসন্নাহ হইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল এবং শত শত ও সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ পর্ব্বততুল্য হস্তী এবং মুখ্য হয় তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। পথিমধ্যে বাদিত্রশব্দ, বন্দীদিগের স্তুতিশব্দ এবং শূরদিগের সিংহনাদসকল রামের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অরিন্দম রাম গবাক্ষদ্বারস্থিত বিবিধালঙ্কারভূষিত স্ত্রীগণ-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন। তখন হর্ম্ম্যস্থিত ও ভূতলস্থ মনোহরাঙ্গী মহিলাসকল রামকে প্রীত করিবার অভিলাষে "হে জননীহর্ষ-বর্দ্ধন! তোমার জননী কৌসল্যা তোমাকে সফলগমন—পৈতৃকরাজ্যপ্রাপ্ত দেখিয়া অবশ্যই আনন্দ লাভ করিবেন," এই উৎকৃষ্ট বাক্য বলিয়া বন্দনা করিল। সেই সকল নারী রামের অতীব প্রেয়সী সীতাকে সকল রমণী হইতেই শ্রেষ্ঠ বোধ করিল এবং পরস্পর "সীতা দেবী পূর্ব্বে অবশ্যই সুমহৎ তপ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য, যেরূপ রোহিণী চন্দ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছে, তদ্রূপ রামের সহিত মিলিতা হইয়াছেন," এরূপ বলাবলি করিতে লাগিল। নরোত্তম রাম রাজপথে যাইতে যাইতে প্রাসাদস্থিত মহিলাগণকর্ত্তৃক কথিত ঐরূপ প্রীতিজনক বাক্য সকল এবং "এই রঘুনন্দন রাম এক্ষণ দশরথের প্রসাদে রাজ্য লাভ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছেন; আমরা সকলে সফল-মনোরথ হইলাম, যেহেতু ইনি আমাদিগের শাসনকর্ত্তা হইবেন। ইনি যে চিরকালের জন্য এই সমগ্র রাজ্য লাভ করিবেন, তাহাতে সকলেরই সম্পূর্ণ লাভ হইবে; কেননা, ইনি রাজা হইলে কাহারও অপ্রীতি-জনক কি দুঃখ-জনক ব্যাপার ঘটিবে না;" রাজপথে সমাগত পুলকিতাঙ্গ পৌরবর্গের ইত্যাদি প্রকার আত্মবিষয়ক নানাবিধ কথা-বার্ত্তা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি, সুবে-

রের ন্যায়, সূত, মাগধ, বন্দী ও শ্রেষ্ঠ-বাদক-গণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান এবং অগ্রগামী শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হস্তী ও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বগণ-কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া যাইতে যাইতে মাতঙ্গ, করেণু, রথ ও অশ্বগণে সমাকুল, জন-সমূহে পরিব্যাপ্ত, নানা-রত্নসমন্বিত এবং বিবিধ পণ্য দ্রব্যে সমাকুল বিমল রাজপথ দর্শন করিতে লাগিলেন।

ইতি ষোড়শ সর্গ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

সেই শ্রীসম্পন্ন রাম রথে আরোহণ করিয়া সুহৃদ্বর্গকে আনন্দিত করত পতাকা ও ধ্বজগণে শোভিত, বহুমূল্য অগুরুগন্ধে সুবাসিত এবং বহুজন-সমাকুল নগর দর্শন করিতে করিতে মেঘসদৃশ পাণ্ডুর-বর্ণ-সম্পন্ন পার্শ্বস্থিত প্রাসাদ-সমূহে শোভিত রাজপথের মধ্য ভাগ দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন যে, সেই রাজপথ স্বর্গীয় পথের তুল্য,—তাহা উৎকৃষ্ট চন্দন, উৎকৃষ্ট অগুরু ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যসমুদায়ে সুবাসিত, বহুবিধ পণ্য দ্রব্যে সমাকুল, নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যে পরি-ব্যাপ্ত এবং নিশ্ছিদ্র মুক্তা, উত্তম স্ফটিক, পট্ট-বস্ত্র ও কৌশাম্বর-সমূহে শোভিত রহিয়াছে। অপিচ সেই রাজপথ সর্ব্বদা দধি, অক্ষত, হবি, লাজা, ধূপ, অগুরু, চন্দন, অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য ও মাল্যসমূহে শোভিত থাকিত। রাম, সুহৃদ্গণ-কর্ত্তৃক কথিত "আপনি অভিষিক্ত হইয়া পিতামহ ও প্রপিতামহের আচরিত পথ অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করুন," ইত্যাদি নানাপ্রকার আশীর্ব্বাদযুক্ত বাক্যসকল শ্রবণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথা-নিয়মে পূজা করত, সেই রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। "আমরা রামের পিতা ও পিতা-মহ-প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া যেরূপ সুখে ছিলাম, রাম রাজা হইলে, ততোধিক থাকিব। অদ্য আমরা রামকে বহুমূল্য অল-ঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার জন্য গমন করিতে দেখিতেছি; সুতরাং আমা-দিগের আর ভোজনের আবশ্যক কি? যেহেতু অমিততেজা রামের রাজ্যাভিষেক হইতে আমাদিগের আর প্রিয়তম ব্যাপার কিছুই হইবে না;" বন্ধুবর্গ-কর্ত্তৃক কথিত আত্ম-প্রশংসা-সমন্বিত এই সকল ও অপরাপর মনো-হর বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিতে করিতে, রাম সেই রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। নর-শ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রাম দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেও কেহই তাঁহা হইতে মন বা দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না। রাম চাতুর্ব্বর্ণিক সমস্ত ব্যক্তির প্রতিই অবস্থানুরূপ দয়া করেন, এজন্য সকলেই তাঁহার অনুগত; সুতরাং তৎকালে তিনি যে ব্যক্তিকে অবলোকন করেন নাই এবং যে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখে নাই, সে, সকল লোকেরই নিন্দাভাজন; এমন কি, তাহার অন্তরাত্মাও তাহাকে নিন্দা করে। নৃপতি-নন্দন রাম চতুষ্পথ, দেবপথ, চৈত্য বৃক্ষ ও দেবালয়-সমস্ত প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে লাগি-লেন। অনন্তর তিনি ক্রমে রাজালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই রাজভবন শরৎ-কালীন নিবিড় মেঘ-সদৃশ ও কৈলাসশৃঙ্গ-তুল্য নানাপ্রকার মনোহর প্রাসাদশিখর এবং গগন-স্পর্শী, বিমান-তুল্য, পাণ্ডুর-বর্ণ-সম্পন্ন ও রত্ন-সমূহ-শোভিত ক্রীড়াগৃহে শোভিত ছিল; এবং পৃথিবীতে তাহার উপমার স্থান ছিল না। রাজনন্দন জাজ্বল্যমান-তেজস্বী রাম সেই ইন্দ্রা-লয়-সদৃশ পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি রথ-দ্বারা ধানুষ্কিগণ-রক্ষিত কক্ষ্যাত্রয় অতিক্রম করিয়া অপর দুই কক্ষ্যা পদব্রজে অতিক্রম করিলেন। সেই নরশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন রাম কক্ষ্যা সকল অতিক্রম করিয়া অনুগামী ব্যক্তি-দিগকে নিবর্ত্তিত করত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। যেরূপ চন্দ্র অস্ত হইলে, নদীপতি সমুদ্র তাঁহার উদয় আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ রাজনন্দন রাম জনক-সন্নিধানে গমন করিলে, সকল লোকই প্রমোদসহকারে তাঁহার নির্গমন আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল।

ইতি সপ্তদশ সর্গ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

রাম পিতাকে উৎকৃষ্ট আসনে কৈকেয়ী দেবীর সহিত উপবিষ্ট, দীনভাবাপন্ন ও শুষ্ক-বদন দেখিলেন। তিনি সম্যক্ সমাহিত হইয়া বিনয়সহকারে অগ্রে পিতার চরণ বন্দনা করিয়া পশ্চাৎ কৈকেয়ী দেবীর চরণ বন্দনা করিলেন। তখন দীনভাবাপন্ন নরপতি দশরথ, রামকে কেবল "রাম!" এতাবন্মাত্র বলিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না; এমন কি, তিনি অশ্রু-পূর্ণ-লোচন হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতেও পারিলেন না। রাম, মহারাজ দশরথকে শোক-সন্তাপ-সমন্বিত, ব্যথিতচিত্ত, সন্ত্রান্তহৃদয়, রাহুগ্রস্ত আদিত্য-সদৃশ, মিথ্যা কথনান্তে হতপ্রভ ঋষিতুল্য এবং ঊর্ম্মিমালা-সম্পন্ন অক্ষুব্ধ সাগর ক্ষুব্ধ হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে অবলোকন করি-লেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকেও অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখিলেন। যেরূপ মানব পদ-দ্বারা সর্পকে স্পর্শ করিয়া ভয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তিনি নরপতি দশরথের সেই ভয়াবহ অপূর্ব্ব স্বরূপ অবলোকন করিয়া ভীত হইলেন। রাম পিতার সেই অচিন্তনীয় শোকের কারণ চিন্তা করিতে করিতে, যেরূপ পর্ব্বকালে সমুদ্র ক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ ক্ষুব্ধ হইলেন। পরে পিতৃহিত-নিরত রাম এরূপ চিন্তা করিলেন যে, অদ্য রাজা দশরথ কেন আমাকে অভিনন্দন করি-লেন না? পিতা অন্য সময়ে ক্রুদ্ধ থাকিলেও, আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হইতেন; অদ্য আমাকে দেখিয়া উহাঁর কি খেদ উপস্থিত হইল? অনন্তর রাম শোকার্ত্ত, দীনভাবাপন্ন ও বিষণ্ণবদন হইয়া কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিয়া এই কথা বলিলেন, "আমি অজ্ঞা-নতা-বশত ত পিতার নিকট কিছু অপরাধ করি নাই যে, উনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, ইহা আপনি আমাকে বলুন এবং যদি উহাঁর আমার প্রতি ক্রোধ হইয়া থাকে, তবে আপনিই উহাঁকে প্রসন্ন করুন। উনি সর্ব্বদাই আমাকে অত্যন্ত প্রিয় বোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু এক্ষণ অপ্রসন্নমানস, বিষণ্ণ-বদন ও দীন হইয়া আমার সহিত সম্ভাষা করিতেছেন না, এ কি ব্যাপার? সকলেরই সর্ব্বদা সুখ হওয়া অতি দুর্লভ, এনিমিত্ত উহাঁর শরীর-সম্বন্ধীয় বা মানস সন্তাপ উপস্থিত হয় নাই? আমার মাতৃগণ, প্রিয়দর্শন কুমার ভরত বা মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন শত্রুঘ্নের ত কিছু অনিষ্ট ঘটে নাই? আমি পিতৃবাক্য পালন করিতে, কি পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে, অথবা অন্য কোন কারণে পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, আমি মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে অভি-লাষ করি না; যেহেতু যাঁহা হইতে উৎপন্ন হওয়া যায়, সেই প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ পিতার প্রতি কোন্ ব্যক্তি সদ্ব্যবহার না করিয়া থাকে? আপনি ত অভিমানিনী হইয়া কোপবশত পিতাকে কিছু পরুষ বাক্য বলেন নাই, যাহাতে উহাঁর মন অবসন্ন হইয়াছে! হে দেবি! নরপতি দশরথের এই অপূর্ব্ব বিকার কিজন্য হইয়াছে, ইহা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি; আপনি যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।"

মহাত্মা রঘুনন্দন রাম-কর্ত্তৃক সেইরূপ কথিতা হইয়া লজ্জাবিহীনা কেকয়ী দেবী তাঁহাকে প্রাগল্ভ্য-সহকারে এই আত্মহিত-জনক বাক্য কহিলেন, "রাম! রাজা দশরথের কোন ব্যসন উপস্থিত হয় নাই এবং উনি ক্রুদ্ধও হন নাই; তবে উহাঁর একটি মনোগত অভিপ্রায় আছে, তাহা তোমার ভয়ে ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না,—তুমি উহাঁর অত্যন্ত প্রিয়, এজন্য উনি তোমাকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারিতেছেন না; কিন্তু উনি আমার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাম! এই রাজা দশরথ পূর্ব্বে আমাকে সৎকার করিয়া বর দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণ প্রদান-কালে সামান্য ব্যক্তির ন্যায় পশ্চাত্তাপ করি-তেছেন। যেরূপ জল বহির্গত হইয়া গেলে, সেতু বন্ধ করা নিষ্ফল, সেইরূপ আমাকে বর দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণ রাজা দশরথ যে তাহার অন্যথা করিতে চেষ্টা করিতেছেন

ইহাও নিষ্ফল। রাম! সত্যই ধর্ম্মের মূল কারণ, ইহা সাধুমাত্রেই অবগত আছেন; অতএব আমি তোমাকে বলিতেছি যে, তুমি এরূপ কর, যাহাতে রাজা দশরথ তোমার নিমিত্ত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সত্য পরিত্যাগ না করেন। রাজা দশরথ তোমাকে যাহা বলিবেন, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক, যদি তুমি কর, তবে পরে আমি তোমাকে সবিশেষ বলিব,—যদি তুমি রাজা দশরথের কথিত বিষয়ের অন্যথা না কর, তবে আমিই তোমাকে উহাঁর বক্তব্য বিষয় বলিব, উনি কখনই তোমাকে বলিতে পারিবেন না।"

কেকয়ী দেবী-কর্ত্তৃক কথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম ব্যথিত হইয়া নরপতি দশরথের সন্নিধানে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হা ধিক্! হে দেবি! আপনার আমাকে এরূপ বাক্য বলা উচিত হয় না; কেননা, রাজা দশরথ আমার পিতা ও গুরু; বিশেষত উনি নরপতি, সুতরাং উহাঁর আদেশে আমি অগ্নিতে পড়িতে পারি; হলাহল বিষ ভক্ষণ করিতে পারি এবং সমুদ্রেও নিমগ্ন হইতে পারি; অতএব হে দেবি! আপনি আমাকে রাজার অভিপ্রেত বাক্য বলুন; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অবশ্যই তাহা করিব; আমি এক বার যাহা বলি, কোন মতেই তাহার অন্যথা করি না।"

অনন্তর অনার্য্যা কেকয়ী দেবী সেই ঋজুতা-সম্পন্ন সত্যবাদী রামকে এই অতিদারুণ বাক্য বলিলেন, "হে রাঘব! পূর্ব্বে দেবাসুর-সম্বন্ধীয় মহাযুদ্ধে তোমার পিতা অসুরগণকর্ত্তৃক শল্য দ্বারা বিদ্ধ হন, তখন আমি উহাঁকে রক্ষা করিয়াছিলাম; তজ্জন্য উনি আমাকে দুইটী বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। হে রঘুনন্দন! এক্ষণ আমি মহীপতি দশরথের সন্নিধানে সেই দুই বরের মধ্যে এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে তোমার দণ্ডকারণ্যগমন প্রার্থনা করিয়াছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি পিতাকে ও আপনাকে সত্য-প্রতিজ্ঞ করিতে অভিলাষ কর, তবে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর। হে রাঘব! 'তোমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিতে হইবে; এবং তোমার অভিষেকের জন্য যে সকল দ্রব্য আহরণ করা হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য দ্বারা ভরতকে অভিষেক করিতে হইবে।' ইহা তোমার পিতা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তুমি পিতার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ কর,—তুমি এই অভিষেক পরিত্যাগ করিয়া জটাধারী ও চীর-পরিধায়ী হইয়া দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস কর; এবং ভরত কোশলপুরে অভিষিক্ত হইয়া অশ্ব, হস্তী ও রথ-সমূহে সমাকুল এই নানারত্ন-সমাকীর্ণ ভূমণ্ডল শাসন করুক। নরেন্দ্র দশরথ এই কারণেই শোক-মলিন-বদন ও করুণান্বিত হইয়া তোমাকে অবলোকন করিতে পারিতেছেন না। হে রঘুনন্দন রাম! তুমি নরেন্দ্র দশরথের ঐ বাক্য পালন কর,—গুরুতর-সত্য-পালন দ্বারা নরপতি দশরথকে পরিত্রাণ কর।"

কেকয়ী দেবী সেইরূপ পরুষ বাক্য বলিলে, রামের কিছুমাত্র শোক বা ব্যথা হইল না; কিন্তু মহাপ্রভাব-সম্পন্ন রাজা দশরথ ভাবি-পুত্র-বিয়োগ-জনিত ব্যসনে কাতর হইলেন।

ইতি অষ্টাদশ সর্গ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ।

রিপুদমন রাম কেকয়ী দেবীর সেই অপ্রিয়, এমন কি, মৃত্যুতুল্য-যাতনা-দায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্রও ব্যথিত না হইয়া, তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "তাহাই হউক।—আমি রাজা দশরথের প্রতিজ্ঞা পালন করিবার নিমিত্ত জটাধারী ও চীর-পরিধায়ী হইয়া বনবাসী হইবার জন্য এখান হইতে গমন করিব; কিন্তু অরিদমন দুরাধর্ষণীয় মহীপতি দশরথ যে আমাকে কিজন্য পূর্ব্বের ন্যায়, অভিনন্দন করিতেছেন না, ইহা জানিতে আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে। হে দেবি! আপনি আমার এই জিজ্ঞাসায় অন্য ভাব আশঙ্কা করিয়া আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না; আমি আপনার নিকটে বলিতেছি যে, অবশ্যই আমি জটাধারী ও চীর-পরিধায়ী হইয়া

বনে যাইব; সুতরাং আপনি বিশ্বস্ত হউন। রাজা দশরথ আমার পিতা, গুরু ও হিতকারী; সুতরাং তিনি অন্যকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করণার্থ আমাকে আদেশ করিলে, এমত কোন কার্য্যই নাই, যাহা আমি শঙ্কা-বিহীন হইয়া প্রীতি-সহকারে করিতে না পারি; অতএব রাজা দশরথ যে স্বয়ং আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা বলিতেছেন না, এই অলীক মনোদুঃখ আমার অন্তর দাহন করিতেছে। ভরত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং আমি স্বয়ংই হর্ষসহকারে তাহাকে রাজ্য ও ধন-সমস্ত প্রদান করিতে পারি; এমন কি, সীতা ও অতিপ্রিয় প্রাণপর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারি; অতএব আমি আত্মপ্রতিজ্ঞা ও পিতৃনিয়োগ-রক্ষার্থ এবং আপনার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত ভরতকে যে রাজ্য দিতে পারি, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব আপনি রাজা দশরথকে আশ্বাসিত করুন; উনি কেন মিথ্যা লজ্জাবিত হইয়া পৃথিবী-মাত্র অবলোকন করত মন্দ মন্দ অশ্রুমোচন করিতেছেন! অপিচ এক্ষণই রাজশাসনানু-সারে দূতগণ সত্বরগামী হয়ে আরোহণ করিয়া ভরতকে মাতুলালয় হইতে এখানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করুক এবং আমিও পিতৃবাক্যের অপেক্ষা না করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিবার জন্য সত্বর এখান হইতে দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছি।”

রঘুনন্দন রামের সেই কথা শ্রবণ করিয়া, কেকয়ী দেবী তাঁহার বনগমনবিষয়ে বিশ্বাস লাভ করত তাঁহাকে সত্বর করিবার অভি-প্রায়ে এই কথা বলিলেন, “হে রাম! তাহাই হউক।—দূতেরা শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ভরতকে মাতুলালয় হইতে এখানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিবে; কিন্তু সম্প্রতি তোমার বনে যাইতে ঔৎসুক্য হইয়াছে, সুতরাং আমার মতে তোমার আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে; অতএব তুমি শীঘ্র এখান হইতে বনে গমন কর। হে নরবর! রাজা দশরথ যে স্বয়ং লজ্জাবিত হইয়া তোমাকে কিছু বলিতেছেন না, ইহা কোন কার্য্যকারক নহে; সুতরাং তুমি তজ্জন্য খেদ করিও না। রাম! তুমি ত্বরান্বিত হইয়া যে পর্য্যন্ত এখান হইতে বনে গমন না করিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত তোমার পিতা স্নান বা ভোজন করিবেন না।”

কেকয়ীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া “হা কষ্ট!” বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হওত সেই স্বর্ণ-ভূষিত পর্য্যঙ্কে পতিত হইলেন। অনার্য্যা কেকয়ী দেবীর এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামের কিছুমাত্রই ব্যথা হইল না; পরন্তু যেরূপ অশ্ব কশা দ্বারা আহত হইয়া যাইতে সত্বর হয়, সেইরূপ কেকয়ীর সেই দারুণ অপ্রিয়বাক্যে নিয়োজিত হইয়া, তিনি বনগমনে সত্বর হইলেন এবং রাজা দশরথকে উত্থাপন করিয়া কেকয়ী দেবীকে এই কথা বলিলেন, “হে দেবি! আমি স্বার্থ-পরায়ণ হইয়া একক্ষণও লোকে বাস করিতে অভিলাষ করি না; পরন্তু আমি ঋষিদিগের ন্যায় কেবল ধর্ম্ম-নিরত, ইহা আপনি অবগত হউন। পিতৃ-শুশ্রূষা ও পিতৃ-বাক্য পালন করা হইতে মহত্তম ধর্ম্মাচরণ আর কিছুই নাই; অতএব আমি প্রাণ-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াও পরম পূজনীয় পিতার যে কোন প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারি, তাহা অবশ্যই করিয়া থাকি। পূজনীয় পিতা আমাকে স্বয়ং না বলিলেও, আমি আপনারই বাক্যানুসারে চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল নির্জ্জন বনে বাস করিব। হে কেকয়ি! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, আপনি আমাকে নিতান্ত নির্গুণ বোধ করেন; যেহেতু আপনি আমার প্রভু হইয়াও স্বয়ং আমাকে তাহা আদেশ না করিয়া পিতাকে আমারে আদেশ করিতে বলিয়াছেন। অদ্যই আমি মাতার অনুমতি লইয়া এবং সীতাকে অনুনয় করিয়া দণ্ডক নামক মহারণ্যে গমন করিব। অধুনা ভরত যাহাতে রাজ্যপালন করেন এবং পিতাকে শুশ্রূষা করেন, ইহাই আপনার কর্ত্তব্য; কেননা, উহাই সনাতন ধর্ম্ম।”

রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা

দশরথ অতীব দুঃখান্বিত হইয়া, বাষ্প ধারণ করিতে না পারিয়া, একেবারে চীৎকারসহকারে কাঁদিয়া উঠিলেন। তৎকালে মহাদ্যুতিসম্পন্ন রাম সংজ্ঞাবিহীন পিতা রাজা দশরথের এবং অনার্য্যা কেকয়ী দেবীর চরণ বন্দনা করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন। তিনি পিতাকে ও মাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সেই অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া বান্ধবদিগকে দর্শন করিলেন। তখন সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ অতীব ক্রোধান্বিত ও বাষ্প-পূর্ণ-লোচন হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। অপিচ তিনি "আমি রাম-ব্যতিরেকে বাঁচিতেও অভিলাষ করি না," এরূপ চিন্তা করিয়া রামের সহিত বনে বাস করিবার জন্য গমন করিতে নিশ্চয় করিলেন। বনবাস-গমনোদ্যত রাম আভিষেচনিক দ্রব্য সমুদায়কে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সেই সকল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। যেরূপ চন্দ্রের ক্ষয়, তাহার কমনীয়তা-প্রযুক্ত শোভা বিনাশিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ লোক-কমনীয় রামের কমনীয়তা-প্রযুক্ত রাজ্যনাশ তাঁহার মহতী শোভা বিনাশিতে পারিল না। রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন-গমনোদ্যত রামের, প্রিয় ও অপ্রিয়-বস্তু-বিহীন যোগীর ন্যায়, কিছুমাত্রই চিত্ত-বিকার লক্ষিত হইল না। বিশুদ্ধাত্মা রাম ইন্দ্রিয়-নিগ্রহপূর্ব্বক অন্তরে দুঃখ ধারণ করত অনুচরদিগকে শুভ ছত্র ও সম্যক্ অলঙ্কৃত চামরদ্বয় ধারণ করিতে নিষেধিয়া এবং বান্ধব ও পৌরবর্গকে বিসর্জ্জন করিয়া মাতাকে সেই অপ্রিয় বাক্য বলিবার নিমিত্ত পদব্রজে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। যেরূপ শরৎকালীন সমুদিত চন্দ্র স্বাভাবিক আত্ম-শোভা পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ মহাবাহু-সম্পন্ন সত্যবাদী বিশুদ্ধাত্মা রাম স্বাভাবিক হর্ষ পরিত্যাগ করেন নাই; অতএব তখন তত্রত্য কোন শ্রীসম্পন্ন ব্যক্তিই তাঁহার অণুমাত্র বদন-বিকার দেখিতে পাইল না। ধর্ম্মাত্মা মহাযশস্বী রাম তত্রত্য সমুদায় ব্যক্তিকে মধুর বাক্যে সম্মানিত করিয়া মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। মহাপরাক্রম-সম্পন্ন সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ রামের গুণে তুল্য ছিলেন, সুতরাং তিনিও তখন স্বীয় দুঃখ গোপন করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। সেই আগতপ্রায় আত্ম-বিপৎ দর্শন করিয়া, রামের কিছুমাত্রই চিত্তবিকার হয় নাই; কিন্তু সেই অতীব আমোদান্বিত গৃহে প্রবেশিয়া বান্ধববর্গের প্রাণনাশের সংশয়ে, তাঁহার চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইল।

ইতি উনবিংশ সর্গ ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

রাম বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কেকয়ীর অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইতেছেন, এমত সময়ে তত্রত্য অপরাপর রাজমহিলাদিগের মহান্ ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। "হায়! যে রাম, পিতার আদেশ ব্যতিরেকেও আমাদিগের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং যিনি আমাদিগের গতি ও আশ্রয়স্থান ছিলেন, সেই রাম অদ্য প্রবাসে গমন করিবেন! রঘুনন্দন রাম, কেহ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেও, তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না; প্রত্যুত লোকের ক্রোধ-সময়ে, যাহাতে ক্রোধ হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই প্রসন্ন করেন; বিশেষত তিনি সর্ব্বদা যেরূপ স্বীয় জননী কৌসল্যার প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমাদিগের প্রতিও জন্মাবধি সেইরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন! হা! আমাদিগের সেই তনয় অদ্য প্রবাসী হইবেন! হায়! আমাদিগের দুর্ব্বুদ্ধি স্বামী রাজা দশরথ সকল লোকের গতি-স্বরূপ রঘু-নন্দন রামকে পরিত্যাগ করিয়া জীবলোক বিনাশিতে উদ্যত হইয়াছেন।" এই প্রকারে সেই সকল রাজমহিষীরা পতিকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং ধেনু বৎসবিহীনা হইলে, যেরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে, সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহিষীদিগের সেই ঘোরতর ক্রন্দন-শব্দ শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ আরও পুত্রশোকে কাতর হইয়া একেবারে আসনে বিলীন হইয়া পড়িলেন। জিতেন্দ্রিয়

রামও স্বজন-দুঃখে খিন্ন হইয়া, কুঞ্জরের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভ্রাতার সহিত মাতার অন্তঃপুরে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দ্বার-দেশে একজন বৃদ্ধ পরমসৎকৃত দ্বারাধ্যক্ষকে ও অপরাপর অনেক দৌবারিককে অবস্থিত দেখিলেন। তাঁহারাও সকলে জয়িশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া "আপনার জয় হউক" বলিয়া তাঁহাকে বর্দ্ধিত করিল। রাম প্রথম-কক্ষ্যা অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয়-কক্ষ্যাতে প্রবেশিয়া তথায় রাজ-সৎকৃত বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে অবস্থিত দেখিলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। পরে তিনি তৃতীয় কক্ষ্যাতে প্রবেশিয়া বালা ও বৃদ্ধা মহিলাদিগকে দ্বার রক্ষা করিতে দর্শন করিলেন। সেই সকল মহিলারাও রামকে "আপনার জয় হউক," বলিয়া বর্দ্ধিত করিয়া সত্বর তাঁহার জননীর সন্নিধানে যাইয়া তাঁহাকে রামের আগমন-রূপ প্রিয় বিবরণ নিবেদন করিল। নিয়ত-ব্রত-পরায়ণা বরবর্ণিনী কৌসল্যা দেবী রজনী যাপনপূর্ব্বক প্রত্যূষে শুক্লবর্ণ ক্ষৌম বসন পরিধান করত পুত্রের হিতাভিলাষে কৃত-মঙ্গলাচারা ও সম্যক্ সমাহিতা হইয়া বিষ্ণুপূজা ঋত্বিক্ দ্বারা মন্ত্রানুসারে তখন অগ্নিহোত্র হবন করিতেছিলেন। রঘুনন্দন রাম মাতার সেই মনোহর অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া তাঁহাকে স্বয়ং জলদ্বারা দেবতা তর্পণ ও ঋত্বিক্ দ্বারা অগ্নিহোত্র হবন করিতে দেখিলেন; এবং ইহাও দর্শন করিলেন যে, তাঁহার মন কেবল ব্রতানুষ্ঠানেই নিমগ্ন রহিয়াছে। অপিচ তথায় দেবকার্য্যের উদ্দেশে রক্ষিত ঘৃত, অক্ষত মোদক, দধি, হবি, লাজা, শুক্ল-বর্ণ মাল্য, সমিৎ, পূর্ণকুম্ভ, কৃশর (তিল, তণ্ডুল ও মুদ্গ-নিষ্পন্ন অন্ন) ও পায়স তাঁহার নয়নগোচর হইল। কৌসল্যা দেবী স্বীয় আনন্দবর্দ্ধন নন্দনকে বহুকালের পর সমাগত দেখিয়া, যেরূপ ঘোটকী হর্ষ-সহকারে স্বীয় তনয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সেইরূপ হর্ষ-সমন্বিতা হইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। রঘুনন্দন রাম অভিমুখে আগমন-পরায়ণা মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। কৌসল্যা দেবীও পুত্র-বাৎসল্যপ্রযুক্ত সেই স্বীয় তনয় রঘুনন্দন দুরাধর্ষণীয় রামকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং তাঁহাকে এই প্রিয় ও হিতজনক বাক্য বলিলেন, "হে রঘুনন্দন! তুমি মহাত্মা ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ রাজর্ষিদিগের আয়ু ও কীর্ত্তি লাভ কর এবং কুলোচিত ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হও। তোমার পিতা ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ যে কেমন সত্য প্রতিজ্ঞ, তাহা তুমি অবলোকন কর; তিনি অদ্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন।"

কৌসল্যা দেবী রামকে সেইরূপ বলিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তখন স্বভাবতই অতিবিনয়ী রঘুনন্দন রাম দণ্ডকারণ্যে গমনজন্য তাঁহার অনুমতি লইতে উদ্যত হইয়া সেই আসন স্পর্শমাত্র করিয়া মাতৃগৌরববশত আরও অবনত হওত কিঞ্চিৎ অঞ্জলি প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "হে দেবি! আপনার ব্যবহারে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আপনার, বৈদেহীর ও লক্ষ্মণের দুঃখজনক যে এই অতিভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি জানেন না। জননি আমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল, মুনির ন্যায় আমিষ পরিত্যাগ করিয়া ফল, মূল ও মধু দ্বারা জীবন ধারণ করত নির্জ্জন বনে বাস করিতে হইবে; একারণে এখনই আমি দণ্ডকারণ্যে যাইব; সুতরাং আমার কুশনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; আমার আর এ আসনে প্রয়োজন কি? মহারাজ দশরথ ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদানপূর্ব্বক আমাকে তপস্বিতুল্য করিয়া দণ্ডকারণ্যে বিবাসিত করিতেছেন; অতএব আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বল্কল পরিধান করিয়া ফল ও মূল ভক্ষণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করত নির্জ্জন বনে বাস করিব।"

যেরূপ বনে শালযষ্টি পরশুদ্বারা ছিন্ন হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ কৌসল্যা দেবী সেই রামবাক্যদ্বারা আহতা হইয়া ভূত

পতিতা হইলেন। তৎকালে স্বর্গ হইতে পতিতা দেবতার ন্যায় তাঁহার শোভা হইল। যাঁহার কখন দুঃখ হওয়া উচিত নয়, সেই মাতাকে কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিতা দেখিয়া, রাম তাঁহাকে উত্থাপন করিলেন এবং তাঁহার ধূলি মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে কৌসল্যা দেবীর, যেরূপ ভার-বহনান্তে ঘোটকীর ভূমি লুণ্ঠন করিয়া অবস্থা হয়, সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। অনন্তর সেই নিয়তসুখোচিতা, অথচ তখন অতিদুঃখার্ত্তা কৌসল্যা দেবী সমীপে উপবিষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে লক্ষ্মণের সমক্ষেই এই কথা বলিলেন, "পুত্র! বন্ধ্যাদিগের 'আমাদের পুত্র হয় নাই,' এই একই মানসশোক হইয়া থাকে, আর কোন সন্তাপ হয় না; অতএব পুত্র! যদি তুমি আমাকে কেবল দুঃখ দিবার জন্য আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করিতে, তবে অপ্রজা হইয়া, আমাকে সেই দুঃখ হইতে সমধিক যাতনাদায়ক এই দুঃখ সহ্য করিতে হইত না। রাম! আমি স্বামীর রাজত্বে কল্যাণ বা সুখ লাভ করি নাই; পুত্রের পৌরুষে সুখ লাভ করিব, এই মনে করিয়া এত দিন জীবন ধারণ করিয়াছি; কিন্তু তোমার পৌরুষ প্রকাশের সময় উপস্থিত হইলেও প্রধানা হইয়া আমাকে অপ্রধানা হৃদয়বিদারিণী সপত্নীদিগের উক্ত অমনোজ্ঞ বাক্য সমস্ত শ্রবণ করিতে হইবে! হা! আমার যেরূপ অসীম দুঃখ, মহিলাদিগের ইহা হইতে অধিকতর আর কি দুঃখ হইতে পারে? হে তাত! তুমি সন্নিহিত থাকিতেই আমি রাজা দশরথকর্ত্তৃক এইরূপে নিরাকৃত হইলাম! তুমি বিদেশস্থ হইলে, আমার আর কি ঘটিবে? নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, বোধ হয়। আমি চিরকালই স্বামীর অপ্রিয়, তিনি আমাকে অত্যন্ত নিগ্রহ করিয়াছেন,—তিনি আমাকে কেকয়ীর দাসীর সমান—কি তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট করিয়াছেন! হা! যে সকল ব্যক্তি আমার সেবা বা অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহারাও কেকয়ীর পুত্রকে অবলোকন করিয়া আমার সহিত সম্ভাষা করে না। হা পুত্র! তোমার বিরহে দুর্দ্দশাপন্না হইয়া, আমি কিপ্রকারে সেই নিয়ত-কোপনা কটুভাষিণী কেকয়ীর বদন দর্শন করিব! হে রঘুনন্দন! তোমার অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হয়, তদবধি আমি দুঃখের অবসান আকাঙ্ক্ষা করিয়া সপ্তদশ বর্ষ-কাল অতিক্রম করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণ আমি এতাদৃশী জীর্ণা হইয়া আর বহুকাল সেই অসীম-দুঃখ-জনক সপত্নীদিগের কুব্যবহার সহ্য করণে অধ্যবসায়ও করিতে পারি না। হা! আমি তোমার পূর্ণচন্দ্র-তুল্য বদন না দেখিয়া দীনা হইয়া কি প্রকারে দীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিব! পুত্র! আমি তোমাকে উপবাস, যোগ ও নানাবিধ পরিশ্রম-দ্বারা অতিদুঃখে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ সকলই বৃথা হইল! যেরূপ বর্ষাকালে মহানদীর কূল নবজল-স্পর্শে বিদীর্ণ হয়, সেইরূপ যে তোমার বিয়োগ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, ইহাতে আমি এরূপ বিবেচনা করি যে, আমার হৃদয় অতিকঠিন! পুত্র! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমার মরণ নাই,—যমালয়ে আমার অবস্থানের স্থান নাই! অন্যথা যম এখনও কেন আমাকে, যেরূপ সিংহ বলপূর্ব্বক রোদন-পরায়ণা মৃগীকে হরণ করে, সেইরূপ হরণ করিতে অভিলাষী হইতেছেন না! হা! আমার হৃদয় অবিনাশী ও শরীর লৌহনির্ম্মিত; যেহেতু এই দুঃখেও আমার হৃদয় বিভিন্ন হইল না এবং শরীরও ভূতলে পতিত হইয়া বিদীর্ণ হইল না! ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, যে, অকালে কখনই মৃত্যু হয় না! আমি পুত্রের হিতাভিলাষে যে সকল ব্রত, নিয়ম, দান ও তপস্যা করিয়াছি, তৎসমস্ত যে, ঊষর ভূমিতে উপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হইল, ইহাই আমার পরম দুঃখ! পুত্র! যদি কোন ব্যক্তি গুরুতর দুঃখে পীড়িত হইয়া অকালে স্বেচ্ছাক্রমে মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে পারিত, তাহা হইলে তোমার বিরহে আমি বৎস-বিহীনা ধেনুর ন্যায়, অদ্যই মৃত্যুলোকে যাইতাম; কিন্তু তাহা হইবার নহে; অতএব হে চন্দ্রতুল্য-

কমনীয়-বদন! যেরূপ ধেনু অত্যন্ত দুর্ব্বলা হইয়াও বনে বৎসের অনুগামিনী হইয়া থাকে, সেইরূপ সামর্থ্য না থাকিলেও আমি বনে তোমার অনুগমন করিব; কেননা, তোমার বিরহে আমার জীবনে প্রয়োজন কি? তাহা নিতান্ত নিষ্ফল!"

কৌসল্যা দেবী সেই মহৎ ব্যসন শ্রবণ করিয়া তজ্জনিত অতিমাত্র দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া, যেরূপ কিন্নরী বদ্ধ পুত্রকে অবলোকন করত বিলাপ করে, সেইরূপ রঘুনন্দন রামকে দর্শন করত নানাবিধ বিলাপ করিলেন।

ইতি বিংশ সর্গ ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

তখন লক্ষ্মণ সেই বিলাপকারিণী রাম-জননী কৌসল্যা দেবীকে দীনভাবে তৎকালোচিত এই বাক্য বলিলেন, "হে আর্য্যে! ইহাতে আমারও অভিরুচি হয় না যে, রঘুনন্দন রাম স্ত্রীলোকের বাক্যানুসারে রাজ্য-শ্রী পরিত্যাগ করিয়া বিপিনে গমন করেন। রাজা দশরথ বিপরীত-বুদ্ধি ও বিষয়াকৃষ্ট-চিত্ত; বিশেষত উনি বৃদ্ধ হইয়া নিতান্ত কামুক হইয়াছেন; সুতরাং উনি স্ত্রীলোকের অনুরোধে কি না বলিতে পারেন? আমি রঘুনন্দন রামের এরূপ কোন অপরাধ বা দোষ দেখিতেছি না, যাহাতে উনি রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বিপিন-বাসী হইতে পারেন। লোক মধ্যে এমত কোন ব্যক্তিই আমার নয়নগোচর হয় না, যে, পরোক্ষেও রামকে নিন্দা করে; এমন কি! তিনি যাহাদিগকে অপরাধ জন্য তিরস্কার করেন, অথবা যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সহিত সর্ব্বদা শত্রুতা আচরণ করে, তাহাদিগকেও তাঁহার নিন্দা করিতে দেখা যায় না। কোন্ ধার্ম্মিক পুরুষ ধর্ম্মের প্রতি অবেক্ষা করিয়া, রিপুদিগের প্রতিও স্নেহযুক্ত, দেব-তুল্য ঋজুতা-সম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় তনয়কে অকারণে পরি-ত্যাগ করিতে পারেন? সুতরাং মহীপতি দশরথ বাল্যভাবাপন্ন হইয়াই সেই বাক্য বলি-য়াছেন; কোন্ পুত্র মহীপতিদিগের আচরণ স্মরণ করত সেই বাক্য প্রতিপালনে অভিলাষ করিতে পারে?—অতএব হে রঘুনন্দন রাম! যে পর্য্যন্ত এই বিষয় কোন ব্যক্তি জানিতে না পারে, তাহার পূর্ব্বেই আপনি আমার সহিত এই রাজ্য আয়ত্ত করুন। আমি ধনু-র্ধারণপূর্ব্বক আপনার পার্শ্বদেশে থাকিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলে, সহায়তা-কারী কৃতান্তের সমীপস্থিত ব্যক্তির ন্যায়, আপ-নার কেহই কিছু করিতে পারিবে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মৃদু ব্যক্তিকে সকলেই অভিভব করিয়া থাকে; অতএব যদি অযোধ্যাবাসী প্রাণীরা আপনার অনিষ্টাচরণে অধ্যবসায় করে, তবে আমি তীক্ষ্ণ-শরসমূহ দ্বারা অযো-ধ্যাকে মানববিহীনা করিব। যাহারা ভর-তের পক্ষাবলম্বী বা যাহারা তাহার হিত অভিলাষ করে, আমি তাহাদিগের সকলকেই বধ করিব; অধিক কি! গুরু কার্য্যাকার্য্য-বিবেকবিহীন হইয়া অহঙ্কারবশত কদাচারী হইলে, তাঁহারও দণ্ড করা উচিত; অতএব যদি আমাদিগের পিতা রাজা দশরথ ভরতকে রাজ্যদানবিষয়ে কেকয়ীকর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া সন্তুষ্ট হওত আমাদিগের সহিত, শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করেন, তবে তিনিও আমাদিগের বধার্হ বা বন্ধনার্হ হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই! হে পুরুষোত্তম! রাজা দশরথ কি বল বা হেতু আশ্রয় করিয়া আপনার ন্যায্য প্রাপ্য বিষয় কেকয়ীকে প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন? হে অরিন্দম! আপনার ও আমার সহিত শত্রুতা করিয়া, ভরতকে রাজ্য প্রদান করিতে উঁহার কি শক্তি আছে?—হে দেবি! আমি সত্য, দান, ধনু ও ইষ্টবিষয় দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণ দ্বারা ভ্রাতা রামের প্রকৃতরূপে অনুরক্ত। হে দেবি! যদি তিনি প্রদীপ্ত অনলে বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, তবে আমি তাঁহার অগ্রেই তাহাতে প্রবেশ করিব, ইহা আপনি অবধারণ করুন। হে দেবি! এক্ষণ আপনি ও রঘুনন্দন রাম আমার পরাক্রম অবলোকন করুন; যেরূপ সূর্য্য প্রাদুর্ভূত তম বিনাশ করেন, সেইরূপ আমি আপনার দুঃখ

বিনাশ করিব,—আমি বৃদ্ধ অথচ বাল্যভাবানুবর্ত্তী, কুৎসিত-স্বভাব, কেকয়ীতে আসক্ত-মনা ও আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত কৃপণ রাজা দশরথকে হনন করিব।"

মহাত্মা লক্ষ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, শোকাকুলা কৌসল্যা দেবী রোদন করিতে করিতে রামকে বলিলেন, "পুত্র! তুমি লক্ষ্মণের বাক্য ত শ্রবণ করিলে; ইহাতে তোমার রাজত্ব করাই উপযুক্ত বোধ হইতেছে, যদি তোমার তাহাতে অভিরুচি হয়, তবে কর। পুত্র! আমি শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছি; আমার সপত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, তোমার এখান হইতে গমন করা উচিত নয়। হে ধর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর! তুমি সমস্ত ধর্ম্মই অবগত আছ; যদি তোমার ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে এখানে থাকিয়াই আমার শুশ্রূষা করত তুমি অনুত্তম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। দেখ! সুপুত্র কাশ্যপ গৃহে থাকিয়া নিয়ত হইয়া মাতৃশুশ্রূষা-রূপ পরম তপস্যা করিয়াই স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। রাজা দশরথ তোমার যেরূপ পূজনীয়, আমি তোমার ততোধিক পূজ্যতমা; আমি তোমাকে বনে যাইতে অনুমতি প্রদান করিতেছি না, সুতরাং তোমার বিপিনে যাওয়া উচিত নয়। পুত্র! তোমার সহিত তৃণ ভক্ষণ করাও আমার শ্রেয়; কিন্তু তোমার বিরহে, সুখে,—এমন কি, জীবনেও প্রয়োজন নাই; অতএব আমি শোকে আকুলা হইলেও, যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন কর, তবে আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না; আমাকে অগত্যা অনশন ব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। পুত্র! তাহা হইলে, যেরূপ নদীপতি সমুদ্র মাতাকে দুঃখ দেওয়া-প্রযুক্ত ব্রহ্মহত্যা-নিবন্ধন দুঃখ প্রাপ্ত হন, সেইরূপ তুমি লোকবিখ্যাত মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।"

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাম, দীনভাবাপন্না হইয়া বিলাপকারিণী জননী কৌসল্যা দেবীকে এই ধর্ম্ম্য বাক্য বলিলেন, "জননি! আমার পিতৃবাক্য অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং বনে গমন করিতেই আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব নত-মস্তক দ্বারা আপনাকে প্রসাদন করিতেছি। বিশুদ্ধব্রতানুষ্ঠায়ী অতি-বিজ্ঞ কণ্ডু ঋষি ধর্ম্ম জ্ঞাত থাকিয়াও পিতৃবাক্য প্রতিপালনার্থ গো বধ করিয়াছিলেন; আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ সগর রাজার পুত্রেরা তাঁহার আদেশে পৃথিবী খনন করত প্রশস্ত বধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং জমদগ্নি-নন্দন রাম পিতার আদেশবর্ত্তী হইয়া অরণ্যে স্বীয় জননী রেণুকাকে স্বয়ং পরশুদ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন। হে দেবি! ঐ সকল ও অপরাপর অনেক দেব-তুল্য সদাচারী ব্যক্তিরা অকাতরে পিতৃবাক্য পালন করিয়াছেন; অতএব আমি অবশ্যই পিতার হিতকর বাক্য প্রতিপালন করিব। হে দেবি! আমি কিছু এককই পিতৃশাসন পালন করিতেছি, এরূপ নয়; পূর্ব্বে আমি যাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, তাঁহারাও করিয়াছেন,—পূর্ব্বতন প্রাণিগণের পিতৃবাক্য পালনরূপ ধর্ম্ম অভিমত ছিল, তাঁহারা এই ধর্ম্মপথে গমন করিয়াছেন, সুতরাং আমিও যাইতেছি; আমি কিছু পূর্ব্বতন প্রাণীদিগের অনাচরিত ও আপনার অনভিপ্রেত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতেছি না। জননি! পিতৃবাক্য পালন করিয়া কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মপরিচ্যুত হয় না, সুতরাং ভূমণ্ডলে সকলেরই পিতৃবাক্য পালন করা বিধেয়; এই জন্যই আমি তাহা করিতেছি, আমি কিছু অকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছি না।"

ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ বাগ্মিপ্রবর রাম জননীকে সেইরূপ বলিয়া লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিলেন, "লক্ষ্মণ! তোমার, আমার প্রতি যেরূপ দৃঢ় প্রীতি, তাহা এবং তোমার বল, বিক্রম ও অক্ষোভণীয় তেজ, আমি সকলই অবগত আছি। হে শুভ-লক্ষণ! আমার সত্য ও শান্তি-বিষয়ক অভিপ্রায় না জানিয়াই, আমার মাতার অতুল মহৎ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত জানিয়াও, তোমার কেন এরূপ হইল? ইহলোকে ধর্ম্মই পরম পুরুষার্থ, ধর্ম্মেতেই সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং এই অনুত্তম পিতৃবাক্যও ধর্ম্মসমন্বিত; সুতরাং

তাহা অবশ্য অনুষ্ঠেয়। হে বীর! পিতা, মাতা ও ব্রাহ্মণের বাক্য এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের অন্যথা করা ধার্ম্মিকদিগের কর্ত্তব্য নয়; সুতরাং আমি পিতৃশাসন অতিক্রম করিতে পারিব না। কেকয়ী দেবী আমার পিতার বাক্যানুসারেই আমাকে সেইরূপ আদেশ করিয়াছেন; অতএব হে বীর! তুমি এই ক্ষাত্রধর্ম্মাশ্রিতা অনার্য্যা বুদ্ধি ও ক্রূরতা পরিত্যাগ কর; প্রকৃত ধর্ম্ম আশ্রয় কর এবং আমার বুদ্ধির অনুগামী হও।"

লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত ভ্রাতাকে সেইরূপ বলিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করত কৌসল্যা দেবীকে আবার কহিলেন, "হে দেবি! আমি এস্থান হইতে বনে গমন করিব; অতএব আমার প্রাণের দ্বারা আপনাকে শপথ করাইতেছি, আপনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান এবং আমার মাঙ্গল্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে রাজর্ষি যযাতি স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করেন, সেইরূপ আমিও প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আবার অযোধ্যাতে আগমন করিব। হে মাতঃ! আপনি শোক করিবেন না, হৃদয়ে শোক সংবরণ করুন; আমি বনে বাস করত পিতৃবাক্য পালন করিয়াই আবার এখানে আসিব। আপনি, সুমিত্রা দেবী, বিদেহনন্দিনী সীতা, লক্ষ্মণ ও আমি, আমাদের সকলেরই রাজা দশরথের আদেশ পালন করা সনাতন ধর্ম্ম; অতএব জননি! আপনি হৃদয়েই দুঃখ নিগ্রহ করিয়া আমার রাজ্যাভিষেকের আয়োজন [illegible]পূর্ব্বক আমার বনবাসাভিলাষিণী ধর্ম্ম্যবুদ্ধির অনুবর্ত্তন করুন।"

রামের সেই ধর্ম্ম্য ধৈর্য্যযুক্ত কাতরতাশূন্য বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার মাতা কৌসল্যা দেবী মূর্চ্ছিতা হইলেন। পরে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া রামকে অবলোকন করত আবার এই কথা বলিলেন, "পুত্র! যেরূপ তোমার পিতা তোমার পূজনীয়, সেইরূপ আমিও পালনাদি-রূপ ধর্ম্ম ও স্নেহবত্তাদ্বারা তোমার পূজনীয়; আমি তোমাকে যাইতে অনুমতি প্রদান করিতেছি না; বিশেষত তুমি গেলে, আমার অত্যন্ত দুঃখ হইবে; সুতরাং আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার গমন করা উচিত নয়। পুত্র! তোমার বিরহে আমার জীবনে, কি বন্ধু-বান্ধব জনে, কি পিতৃযজ্ঞে, কি অমৃতে, কিছুতেই প্রয়োজন নাই; তোমার সমীপে আমার এক মুহূর্ত্ত কাল অবস্থান সমগ্র জীব লোক লাভ হইতেও মঙ্গলকর।"

যেরূপ মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক উল্কাদ্বারা উৎসার্য্যমান হইয়া অন্ধকারে যাইয়া, হস্তীর ক্রোধানল প্রজ্বলিত হয়, জননীর সকরুণ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামের দুঃখানল ততোধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাদৃশ ভয়ানক অবস্থায় সেই ধর্ম্মতৎপর রামের, দুঃখ-সন্তপ্ত লক্ষ্মণ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকবিহীনা মাতাকে যেরূপ ধর্ম্ম্য বাক্য বলা উচিত, তিনি তাঁহাদিগকে সেইরূপই বাক্য বলিলেন, "লক্ষ্মণ! তোমার যেরূপ পরাক্রম ও আমার প্রতি চিরকাল যাদৃশী ভক্তি আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি; তুমি জননীর সহিত আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আমাকে নিতান্ত ব্যথিত করিতেছ। ভ্রাতঃ! যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ধর্ম্মফলভূত লৌকিক সুখ সকলের হেতু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই এক মাত্র ধর্ম্মের অন্তর্গত, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই,—যেরূপ ভার্য্যা বশীভূতা হইয়া ধর্ম্ম অভিমতা হইয়া কাম ও পুত্রবতী হইয়া অর্থ উৎপাদন করে, সেইরূপ ধর্ম্মও ধর্ম্ম, কাম ও অর্থ উৎপাদন করে। যে সকল কর্ম্মে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম, এই তিনের সমাবেশ নাই, সেই সকল কর্ম্মের মধ্যে যে যে কর্ম্মে কেবল ধর্ম্ম আছে, তৎসমস্তই কর্ত্তব্য; যেহেতু যে সকল কর্ম্মে কেবল অর্থ আছে, তৎসমস্ত অনুষ্ঠান করিলে লোকের প্রদ্বেষ-ভাজন হইতে হয় এবং যে সকল কর্ম্মে কেবল কাম আছে, তৎসমস্ত অনুষ্ঠান করিলে, লোকে প্রশংসা করে না। যিনি পিতা অথচ বৃদ্ধ, গুরু ও রাজা তিনি কাম, ক্রোধ বা হর্ষ বশতঃ যাহা করিতে আদেশ করেন, তাহা কোন্ সাধুচরিত ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি অবেক্ষা করত না করিয়া থাকিবে

ারেন? অতএব ভ্রাতঃ! আমি পিতার এই প্রতিজ্ঞা যথাচারে প্রতিপালন না করিয়া থাকিতে পারিব না; তিনি আমাদিগের আদেশকর্ত্তা গুরু এবং কৌসল্যা দেবীরও স্বামী, ধর্ম্ম ও গতি; অতএব সেই সত্যমার্গাবলম্বী ধর্ম্মরাজ জীবিত থাকিতে, কৌসল্যা দেবী আমার সহিত কিপ্রকারে, সামান্যা বিধবা নারীর ন্যায়, এখান হইতে যাইতে পারেন?—হে দেবি! আপনি আমাকে বন-গমনে অনুমতি প্রদান করুন এবং কার্য্য সমাধা হইলে, যাহাতে আমি, যযাতির সত্য-দ্বারা পুনর্ব্বার স্বর্গ গমনের ন্যায়, এখানে প্রত্যাগমন করিতে পারি, এরূপ মাঙ্গল্য কার্য্য সমস্ত অনুষ্ঠান করুন। হে দেবি! মনুষ্য-জীবন নিতান্ত অচিরস্থায়ী; সুতরাং কেবল রাজ্যের নিমিত্ত আমি মহাফল যশ পরিত্যাগ করিতে পারি না; অতএব আমি অধর্ম্মানুসারে তুচ্ছ পৃথিবী রাজ্য প্রার্থনা করি না।”

নরবর রাম সেইরূপে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অভিমত ধর্ম্ম-রহস্য উপদেশ ও জননীকে প্রসাদন করিয়া তাঁহারা অনভিমতেই দণ্ডক বনে যাইতে অভিলাষী হইয়া মনে মনে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

ইতি একবিংশ সর্গ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর রামের প্রিয় ও হিতকারী ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁহার রাজ্যহানি-জনিত দুঃখে দীন-ভাবাপন্ন হইলে এবং তাহা নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় ক্রোধে নয়ন বিস্ফারিত করত, নাগেন্দ্রের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলে, বিশুদ্ধাত্মা রাম ধৈর্য্য দ্বারা অবিকৃত-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে অভিমুখীন করত এই কথা কহিলেন,—লক্ষ্মণ! তুমি কেবল ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শোক ও রোষ পরিত্যাগ করত এই ব্যাপারকে অপমান-জনক বোধ না করিয়া অত্যন্ত হর্ষ-সহকারে নির্দ্দোষ কার্য্য কর,—আমার অভিষেকের নিমিত্ত যে সমস্ত উত্তম দ্রব্য আহরণ করা হইয়াছে, তুমি তৎসমস্ত শীঘ্র বিসর্জ্জন কর। হে সুমিত্রা-নন্দন! আমার অভিষেকের উদ্যোগ-নিমিত্ত তোমাদিগের যে উৎসাহ হইয়াছে, তাহা এক্ষণ আমার অভিষেক-নিবৃত্তির উদ্যোগার্থ পরিণত হউক। হে সৌমিত্রেয়! আমার অভিষেকের নিমিত্ত যাঁহার মন পরিতপ্ত হইতেছে, আমাদিগের সেই মাতা যাহাতে আমার বন-গমন-বিষয়ে শঙ্কা না করেন, তুমি এরূপ কর; যেহেতু আমি তাঁহার মুহূর্ত্তমাত্র-পরিমিত শঙ্কাজনিত আন্তরিক দুঃখও অবলোকন করিতে পারি না; আমার এরূপ স্মরণ হয় না যে, কখন আমি জ্ঞান বা অজ্ঞানপূর্ব্বক পিতা কি মাতৃগণের অপ্রীতি-কর অত্যল্পমাত্র কার্য্যও করিয়াছি। নিরন্তর সত্যবাদী, সত্য-প্রতিজ্ঞ ও সত্যপরাক্রম-সম্পন্ন মদীয় পিতা পরলোক-ভয়জনক অসত্য হইতে ভীত হইয়াছেন, তিনিও নির্ভয় হউন। এই অভিষেকের আয়োজন নিবর্ত্তিত না হইলে, পিতার ও আমার বাক্য সত্য হইবে কি না? এরূপ আশঙ্কা-জনিত মনস্তাপ হইতে পারে, তাঁহার সেই মনস্তাপও আমাকে সন্তপ্ত করিবে; অতএব লক্ষ্মণ! অভিষেকের আয়োজন নিবর্ত্তিত করিয়া, আমি শীঘ্রই এখান হইতে বিপিনে গমন করিতে অভিলাষ করি। নৃপনন্দিনী কেকয়ী দেবী আমাকে প্রব্রাজিত করিয়া কৃতকার্য্যা হইয়া অব্যাকুল-চিত্তে স্বীয় তনয় ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করুন। আমি চীরাজিন-পরিধায়ী ও জটাধারী হইয়া বনে গমন করিলেই, কেকয়ী দেবীর অন্তরে সুখ হইবে। যে বিধাতার প্রভাবে কৈকেয়ী দেবীর এরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে এবং মনও তদ্বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে, তাঁহাকে তোমার ক্লেশিত করা উচিত নয়; আমি অচিরেই বনে গমন করিব। হে সুমিত্রানন্দন! কৃতান্তই আমার প্রাপ্ত রাজ্যের নিবৃত্তি ও বন-গমনের হেতু, ইহা তুমি বোধ কর; যেহেতু কৈকেয়ীর এই ভাব যদি কৃতান্তবিহিত না হইত, তবে আমাকে পীড়া দিতে কি প্রকারে তাঁহার অভিপ্রায় হইতে পারিত? হে শুভদর্শন! তুমি ইহা অবগত আছ যে, যেরূপ আমার মাতৃ-

পণের প্রতি ভক্তির প্রভেদ নাই, সেইরূপ কেকয়ী দেবীরও স্বীয় তনয়ে ও আমাতে কিছুমাত্র স্নেহের তারতম্য ছিল না; অতএব তিনি রাজা দশরথকে আমার অভিষেক-নিবৃত্তি ও বনগমনের প্ররোচক যে দুর্বাক্যসকল বলিয়াছেন, আমি দৈব-ব্যতীত অপর কাহাকেও তৎসমুদায়ের প্রযোজক বলিয়া বিবেচনা করি না। কেকয়ী দেবী তাদৃশ গুণবতী রাজনন্দিনী হইয়া প্রকৃতিসম্পন্না থাকিয়া, কিপ্রকারে সামান্যা রমণীর ন্যায়, স্বামি-সন্নিধানে আমার পীড়াজনক বাক্য বলিতে পারেন? সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহাতে ও আমাতে দৈব-নিবন্ধন বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; যাহা অচিন্তনীয় এবং যাহার প্রভাব কোন প্রাণী হইতেই প্রতিহত হয় না, তাহাই দৈব। সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, লাভ, অলাভ, উৎপত্তি ও বিনাশ এবং সেইরূপ আর যাহা আছে, তৎসমস্তই দৈবের কার্য্য; ঐ সমস্ত কার্য্য ব্যতীত দৈবকে জানিবার আর কোন উপায়ই নাই; অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই অপরিজ্ঞাত দৈবের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? উগ্রতপা ঋষিগণও দৈব-পীড়িত হইয়া কাম ও ক্রোধাদির আয়ত্ত হওত তীব্র নিয়ম সকল পরিত্যাগ করিয়া ভ্রষ্ট হন। যে বিষয় সঙ্কল্পিত না হইয়াও আরদ্ধ কার্য্য নিবর্ত্তিত করিয়া অকস্মাৎ প্রবৃত্ত হয়, তাহা দৈবেরই কার্য্য। আমার অভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিলেও, ঐ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা চিত্তে চিত্ত নিয়মিত করাপ্রযুক্তই পরিতাপ হইতেছে না। তুমিও আমার অনুগমন করত সেই বুদ্ধিযোগবলে পরিতাপবিহীন হইয়া আমার অভিষেকের আয়োজন নিবর্ত্তন কর। লক্ষ্মণ! আমার অভিষেকের নিমিত্ত যে সকল সজল ঘট আহরণ করা হইয়াছে, ঐ সমস্ত ঘটের দ্বারাই আমার তাপস-ব্রত স্নান হইবে, অথবা আমার ঐ রাজ্যাভিষেক-বিষয়ক দ্রব্যে আবশ্যক কি? আমি স্বয়ং জল উত্তোলন করিয়া তাহাতে ব্রতস্নান করিব। লক্ষ্মণ! তুমি আমার রাজ্যনাশ হওয়াপ্রযুক্ত সন্তাপ করিও না; যেহেতু রাজত্ব ও বনে বাস করার মধ্যে আমার পক্ষে বনবাসই মহাফলজনক। লক্ষ্মণ! আমার রাজ্যনাশ-বিষয়ে কনিষ্ঠ-জননী কেকয়ী দেবীকে তোমার শঙ্কা করা উচিত নয়; যেহেতু তুমি ইহা বিলক্ষণ অবগত আছ যে, দৈব অপ্রতিহত-প্রভাব এবং তৎকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই লোক সকল পরের অনিষ্টাচরণ করে।"

ইতি দ্বাবিংশ সর্গ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

অধোমস্তক হইয়া রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণের অন্তরে একেবারে সুখ ও দুঃখ উদিত হইল। পরে সেই নরশ্রেষ্ঠ ভ্রূকুটি করিয়া, গর্ত্তস্থিত ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সেই ভ্রূকুটিযুক্ত দুর্দর্শনীয় বদন, ক্রুদ্ধ সিংহের বদনের ন্যায়, প্রকাশমান হইল। পরে তিনি সর্ব্বাঙ্গে গ্রীবাভঙ্গ করিয়া, যেরূপ হস্তী স্বীয় হস্ত পরিচালন করে, সেইরূপ হস্তের অগ্রভাগ পরিচালন-পূর্ব্বক ভ্রাতা রামকে তির্য্যগ্ভাবে নয়ন-কটাক্ষ-দ্বারা অবলোকন করত এই কথা বলিল, "ধর্ম্মহানি-সম্ভাবনায় এবং আমি পিতৃবাক্য পালন না করিলে, পাছে লোকসকলও তাহা না করে, তবে সমস্ত জগতই বিনষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় আপনার যে বন-গমন-বিষয়ে অত্যন্ত ব্যগ্রতা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আপনি যেরূপ বলিলেন, আপনার তুল্য দক্ষ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠেরা নিতান্ত ভ্রান্ত না হইয়া কি প্রকারে দক্ষতাবিহীন ব্যক্তির ন্যায় সেইরূপ বলিতে পারেন! যে দৈবের স্বয়ং কোন কার্য্যই সমাধান করিবার সামর্থ্য নাই, যে সকল কার্য্য সাধনেই পুরুষকারের অপেক্ষা করিয়া থাকে, সেই দৈবের আপনি কি মিথ্যা প্রসংশা করিতেছেন! হে ধর্ম্মাত্মন্! জগতে যে অনেকেই ছলধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকে, ইহা কেন আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না?—সেই পাপাত্মা দশরথ ও কেকয়ীর প্রতি কেন আপনার পাপাশঙ্কা হইতেছে না? দেখুন, তাহারা স্বকার্য্য-সাধনার্থ শঠতা করিয়া বিনা দোষে

আপনাকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছে। হে রঘুনন্দন! যদি তাহাদিগের পূর্ব্ব হইতেই ঐরূপ অভিপ্রায় না থাকিত, তবে পূর্ব্বেই অবশ্য ঐ বর প্রদত্ত হইত; তাহা হইলে, উপযুক্তও হইত। হে বীর! এক্ষণ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যে অপরকে অভিষেক করিবার উদ্যোগ হইতেছে, ইহাতে সকল লোকেরই প্রদ্বেষ হইতে পারে; অতএব আমি যে তাহা সহ্য করিতে অধ্যবসায় করিতেছি না, তদ্বিষয়ে আপনার আমাকে ক্ষমা করা উচিত। হে মহামতে! যে ধর্ম্ম হইতে আপনার বুদ্ধির দ্বৈধীভাব ঘটিয়াছে এবং যাহা হইতে আপনার মোহ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মও আমার দ্বেষ্য; যেহেতু আপনি সমস্ত কার্য্যসাধনে ক্ষমতাবান্ হইয়া কিপ্রকারে কেকয়ী-বশবর্ত্তী পিতা দশরথের লোক-নিন্দিত অধর্ম্ম্য বাক্য প্রতিপালন করিবেন? আপনি যে দশরথ ও কেকয়ীর কপট-কৃত এই অভিষেক-বিঘাত-রূপ ভেদ বুঝিতে পারিতেছেন না এবং তজ্জন্য আপনার যে এরূপ গর্হিত-ধর্ম্মাসক্তি হইয়াছে, ইহাতে আমার নিতান্ত দুঃখ হইতেছে। এই জগতে আপনা ব্যতিরেকে কেহই সেই নিয়ত অহিতকারী কামচারী পিতৃ-মাতৃ-নামধারী শত্রুদিগের অভিলাষ পূরণের কথা মনেও স্থান দেয় না; সুতরাং আপনার এরূপ ধর্ম্মাসক্তি সকল লোকেরই নিন্দিত। যদ্যপি আপনার, দৈব হইতেই সেই পিতা-মাতার তাদৃশী বুদ্ধি হইয়াছে, এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া থাকে, তথাপি আপনার সেই নিশ্চয়ের প্রতি উপেক্ষা করা উচিত; কারণ তাদৃশ বিরুদ্ধকারী দৈবের প্রতিই আমার অভিরুচি হইতেছে না। হীনবীর্য্য ও জ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিরাই দৈবের অনুগামী হইয়া থাকে; যাঁহাদের শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রভৃতি লোক-বিখ্যাত, তাদৃশ বীরেরা কখনই দৈবের উপাসনা করেন না। যে পুরুষের পৌরুষ-দ্বারা দৈবকে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে, তিনি দৈবনিবন্ধন বিপন্ন হইয়াও অবসন্ন হন না। অদ্য দৈব ও মানুষের ক্ষমতা প্রকাশ হইবে!—অদ্য সকলেই দৈব ও মানুষের ক্ষমতা দর্শন করিবে!—যে দৈব হইতে আপনার রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে,—অদ্য লোক-সকল সেই দৈবকে আমার পৌরুষ দ্বারা নিহত দর্শন করিবে!—অদ্য আমি পৌরুষ দ্বারা, নিরঙ্কুশ ও শৃঙ্খলাতিক্রমকারী মদোদ্ধত হস্তীর ন্যায় ধাবমান দৈবকে নিবর্ত্তিত করিব! হে রাম! পিতার কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোকপাল অথবা ত্রিলোক-বাসী সমুদায় প্রাণীরাও আপনার অভিষেকের ব্যাঘাত করিতে পারিবেন না। হে রাজন্! যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার বনবাস অবধারণ করিয়াছে, তাহাদিগকেই চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিতে হইবে। পিতার এবং যে আপনার অভিষেকের ব্যাঘাত করিয়া পুত্রের রাজ্য নিমিত্ত যত্ন করিতেছে, আমি সেই কেকয়ীর আশা বিফল করিব! আমি যাহার বিরোধী, আমার উগ্র পৌরুষ হইতে তাহার যেরূপ দুঃখ হইবে, সেইরূপ দৈববল হইতে তাহার সুখ হইবার সম্ভাবনা নাই। হে আর্য্য! এখনকার কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের আচারানুসারে পুত্রদিগের প্রতি প্রজাদিগকে, পুত্রের ন্যায়, পরিপালন করিবার ভার অর্পণ করিয়া বনে বাস করা বিধেয়; একারণ সহস্র বৎসরান্তে যখন আপনি বনে যাইয়া বাস করিবেন, তখনও আপনার পুত্রেরাই প্রজাপালন করিবেন, অপরের রাজ্যে অধিকার নাই। হে রাম! রাজা দশরথ অব্যবস্থিতচিত্ত হইলেও, যদি আপনার রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কাতেই রাজত্ব করিতে অভিলাষ না হয়, তবে আপনি ঐ আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন; আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, বেলা-ভূমি যেমন সমুদ্রকে রক্ষা করে, তদ্রূপ আপনার রাজ্য রক্ষা করিব; না করিলে, বীরলোক-ভাগী হইব না। আপনি মাঙ্গল্য দ্রব্য দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া রাজত্ব করিতে উদ্যত হউন, আমি একাকীই বল দ্বারা সমস্ত মহীপতিদিগকে নিবারণ করিব। আমার এই বাহুদ্বয় শোভার্থ, ধনু ভূষণার্থ, অসি কটিবন্ধনার্থ ও শর-সকল স্তম্ভনার্থ নহে, শত্রুনাশার্থই আমার

ঐ চতুর্ব্বিধ বস্তু আছে। যে শত্রু আমার তুল্য যোদ্ধা বলিয়া অভিমত হইবে, তাহার নিমিত্তও আমি অধিক কামনা করি না,—আমি কেবল বিদ্যুত্তুল্য প্রদীপ্ত সুতীক্ষধার-সমন্বিত অসি গ্রহণ করিয়া শত্রুতাকারী মহেন্দ্রকেও গ্রাহ্য করি না। অদ্য আমার খড়্গাঘাতে ছিন্ন হস্তী, অশ্ব, রথ এবং মানবগণের হস্ত, ঊরু ও মস্তকে সমাবৃত হইয়া, মহীমণ্ডল দুর্গম্য হইবে। অদ্য পর্ব্বততুল্য দীপ্তিসমন্বিত শত্রু সকল আমার খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইয়া, বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের ন্যায় পতিত হইবে। আমি গোধা ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অবস্থিত থাকিতে, ভূমণ্ডলে যত শূর আছে, তন্মধ্যে কাহারও শৌর্য্যাভিমান থাকিবে না। আমি কখন বহুবাণে একজনকে ও কখন একবাণে বহুজনকে পাতিত করত নর, করী ও অশ্বের মর্ম্মস্থান-সমুদায়ে বাণ সকল মোচন করিব। হে প্রভো! অদ্য আপনার প্রভুত্ব-স্থাপন ও রাজা দশরথের প্রভুত্ব-বিলোপনার্থ আমার অস্ত্র সকলের প্রভাব প্রকাশিত হইবে। হে রাম! আপনার অভিষেকের বিঘ্নকারীদিগের নিবারণবিষয়ে আমার এই চন্দনানুলেপন, কেয়ূরধারণ, ধনবিতরণ ও সুহৃদ্গণ-পালনের উপযুক্ত বাহুদ্বয় সমুচিত কার্য্য করিবে। অদ্য আমি আপনার কোন্ শত্রুকে প্রাণ, যশ ও বান্ধবগণে বিযোজিত করি, তাহা আপনি আমাকে বলুন। আমি আপনার কিঙ্কর; সুতরাং আপনি বিনা সঙ্কোচে, যাহা করিলে আপনার ভূমণ্ডল আয়ত্ত হয়, তাহা করিতে আমাকে আদেশ করুন।”

রঘুবংশবর্দ্ধন রাম লক্ষ্মণের অশ্রুমার্জ্জনাপূর্ব্বক তাঁহাকে বারংবার সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, “হে শুভদর্শন! পিতৃমাতৃ বাক্যে অবস্থিতি করা সাধুদিগের আচরিত পথ, একারণ আমি তাহাতেই অবস্থিত আছি, ইহা তুমি অবধারণ কর।”

ইতি ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

কৌসল্যা দেবী ধর্ম্মনিরত রামকে পিতৃনিদেশ-পালনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে সর্ব্বভূতপ্রিয়বাদিন্! তুমি রাজা দশরথ হইতে আমাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং কখন দুঃখের মুখও দর্শন কর নাই, তুমি কি প্রকারে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিবে? হা! যে রামের ভৃত্য ও দাসগণও বিশুদ্ধ অন্ন সমস্ত ভোজন করে, সেই এই রাম, বনে কি প্রকারে ফল ও মূল ভোজন করিবেন! গুণবান্ রঘুনন্দন সর্ব্বলোকপ্রিয় রাম বিবাসিত হইতেছেন, এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, কেই বা বিশ্বাস করিবে এবং বিশ্বাস হইলে, কাহারই বা ভয় না হইবে? হে রাম! আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, সর্ব্বনিয়ন্তা কৃতান্তই লোক-মধ্যে বলবান্; যেহেতু তুমি সমস্ত লোকের মনোহর হইয়াও তাহারই প্রভাবে বনে গমন করিবে। পুত্র! তোমার বিরহে, তোমার অদর্শন-নিবন্ধন চিন্তাজনিত এবং আমার বিলাপ ও দুঃখরূপ ইন্ধনে উপচিত ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা উদ্দীপিত এই তুলনাবিহীন মহান্ শোকাগ্নি আমার রোদনাশ্রুরূপ হব্য দ্বারা হুত ও তোমার অদর্শনরূপ বায়ু দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, যেরূপ শীতকালান্তে সূর্য্য তৃণসকল শোষণপূর্ব্বক দগ্ধ করে, সেইরূপ আমাকে অত্যন্ত শোষিত করিয়া দগ্ধ করিবে; অতএব বৎসের অনুগামিনী ধেনুর ন্যায়, আমি তোমার অনুগামিনী হইব।”

নিতান্ত দুঃখিতা মাতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “জননি! একে রাজা দশরথ কেকয়ী-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহে আবার যদি আপনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমি বনে গমন করিলে, আর তিনি নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবেন না; বিশেষত স্ত্রীলোকের স্বামীকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য; অতএব আপনার, সেই লোকগর্হিত কার্য্য করিতে অভিপ্রায় করা উচিত

নয়; সুতরাং যে পর্য্যন্ত মদীয় পিতা পৃথিবীপতি কাকুৎস্থ দশরথ জীবিত থাকেন, সেই কাল-পর্য্যন্ত আপনি তাঁহার শুশ্রূষা করুন; কেননা, মহিলাগণের স্বামি-শুশ্রূষাই সনাতন ধর্ম্ম।"

শুভদর্শনা কৌসল্যা দেবী অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম-কর্ত্তৃক সেইরূপ কথিতা হইয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাকে "তাহাই হইবে," ইহা বলিলেন। ধার্ম্মিকবর রাম সেই নিতান্ত দুঃখিতা জননী-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে আবার এই বাক্য বলিলেন, "জননি! সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ সকল লোকেরই নিয়ন্তা ও প্রভু; বিশেষত তিনি আপনার স্বামী গুরু এবং আমারও জন্মদাতা গুরু; অতএব তাঁহার বাক্য পালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি পরম-প্রীতি-সহকারে মহারণ্যে বিহার করত এই চতুর্দ্দশ বর্ষকাল অতিবাহন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপনার বাক্যানুসারে চলিব।"

পুত্রবৎসলা পরম-দুঃখিতা কৌসল্যা দেবী [illegible]য় তনয় রাম-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া [illegible]ষ্পপূর্ণ-লোচনা হওত তাঁহাকে বলিলেন, [illegible]াম! যদি তোমার পিতার অভিলাষানুসারে [illegible]ে গমন করিতেই অধ্যবসায় হইল, তবে [illegible]ামাকেও, বন্যা মৃগীর ন্যায় সমভিব্যাহারে [illegible]ইয়া চল; কেননা, আমি ঐ সকল সপত্নী-[illegible]দগের মধ্যে বাস করিতে পারিব না"!

কৌসল্যা দেবী সেইরূপ বলিয়া রোদন [illegible]রিতে লাগিলে, রাম তাঁহাকে রোদন করত [illegible]ই বাক্য বলিলেন, "মহিলাগণের জীবিতা-[illegible]স্থায় স্বামীই গুরু ও দেবতা, সুতরাং [illegible]ী-সম্পন্ন লোকনাথ রাজা দশরথই আপনার [illegible]এবং পিতৃত্বপ্রযুক্ত আমারও প্রভু, তিনি [illegible]ীবিত থাকিতে আমরা অনাথ নহি, -স্বেচ্ছা-[illegible]ত কার্য্য করিতে পারি না; বিশেষত ধর্ম্মাত্মা ভরতও সকল লোকেরই প্রীতিকর কার্য্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহার ধর্ম্মেও চিরকালই অত্যন্ত আস্থা আছে, সুতরাং তিনি অবশ্যই আপনার অনুবর্ত্তী হইবেন, তাহা হইলে, [illegible]দপত্নীগণ হইতে আপনার কোন অপকার হইবার সম্ভাবনাও নাই; অতএব যাহাতে আমি এস্থান হইতে গমন করিলে, আমার শোকে রাজা দশরথ কিছুমাত্রও ক্লান্ত না হন, আপনি প্রমাদবিহীনা হইয়া তাদৃশ যত্ন করুন, —আপনি সমাহিতা হইয়া, যাহাতে এই নিদারুণ শোক, বৃদ্ধ মহীপতি দশরথকে বিনষ্ট করিতে না পারে, তাঁহার তাদৃশ হিতসাধনে উদ্যতা হউন; কেননা, যে নারী সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ও ব্রতোপবাস-রতা হইয়াও স্বামীর অনুবর্ত্তিনী না হয়, সে পাপলোক লাভ করে'; এবং যে নারী দেবতা পূজা করেন না, এমন কি! যিনি দেবতাকে নমস্কারও করেন না; কিন্তু স্বামীর শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তিনি উত্তম-গতি লাভ করেন। মাতঃ! মহিলাদিগের স্বামীর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যসাধনে যত্ন-পরায়ণা হইয়া কেবল তাঁহার শুশ্রূষা করাই উচিত; যেহেতু অবলাদিগের উহাই শ্রুতি ও স্মৃতি-সিদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম; অতএব আপনি নিয়ত-চিত্তা ও নিয়তাহারা হইয়া স্বামীর শুশ্রূষা করুন এবং আমার মঙ্গলার্থে পুষ্পদ্বারা অগ্নিহোত্রে দেবতাগণ-তর্পণ ও সুব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করুন। জননি! আপনি আমার আগমনাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া ঐরূপে কালের প্রতীক্ষা করুন; যদি আমার আগমন-কালাবধি ধার্ম্মিকবর রাজা দশরথ জীবিত থাকেন, তবে আমি প্রত্যাগত হইলে, আপনি পরম অভীষ্ট লাভ করিবেন।"

রাম-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া, কৌসল্যা দেবী পুত্রশোকে কাতরা ও বাষ্প-পূর্ণ-নয়না হওত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "পুত্র! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, কৃতান্ত নিতান্ত দুরপনেয়; তজ্জন্যই আমি তোমার বনগমন-বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চিতা বুদ্ধির নিবৃত্তি করিতে পারিলাম না। পুত্র! তুমি বনগমনে অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছ, গমন কর, তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল হউক; তুমি প্রত্যাগত হইলে আমার সকল ক্লেশ দূর হইবে। হে চরিত-রত মহাভাগ! তুমি চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করত পিতাকে অঋণী করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তোমাকে দেখিয়া আমার পরম সুখ হইবে। হে রঘু-

নন্দন! কালের গতি চিরকালই ভূমণ্ডল-স্থিত প্রাণি-সমুদায়ের বুদ্ধির অগোচর; সেই কালই তোমাকে আমার বাক্য অতিক্রম করিয়া বিপিন-গমনে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। হে মহাবাহো! এক্ষণ তুমি গমন কর, কল্যাণে কল্যাণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নির্ম্মল চিত্ত ও মধুর বাক্যদ্বারা আমাকে আনন্দিত করিবে। পুত্র! যে কালে তুমি জটা ও বল্কলধারী হইয়া বিপিন হইতে প্রত্যাগত হওত আমার নয়ন-গোচর হইবে; প্রার্থনা করি, এক্ষণই সেই কাল উপস্থিত হউক।"

শুভলক্ষণ রামকে বন-গমনে দৃঢ়নিশ্চয় দেখিয়া, কৌসল্যা দেবী সাদর-চিত্তে তাঁহাকে সেই বাক্য বলিলেন এবং তাঁহার স্বস্ত্যয়ন করিতে উদ্যতা হইলেন।

ইতি চতুর্ব্বিংশ সর্গ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

রামের জননী মনস্বিনী কৌসল্যা দেবী সেই ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র জলে আচমনপূর্ব্বক তাঁহার মঙ্গল-জনক এই বাক্য বলিলেন, "হে রাঘবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নিবারণ করিতে পারিলাম না; এক্ষণ তুমি বনে গমন কর এবং সাধুদিগের মার্গাবলম্বী হও; কিন্তু শীঘ্র প্রত্যাগমন করিও। হে রাঘব-প্রবর! তুমি ধৈর্য্য-সহকারে যথানিয়মে যে ধর্ম্ম পালন করিতেছ, সেই ধর্ম্ম তোমাকে বনে রক্ষা করুন। হে পুত্র! তুমি চৈত্য বৃক্ষ ও দেবালয়-সমুদায়ে যে সকল দেবতাকে প্রণাম করিয়া থাক, সেই দেবতারা ও মহর্ষি-সকল তোমাকে বিপিনে রক্ষা করুন। হে বহুগুণালঙ্কৃত! ধীসম্পন্ন বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই সমস্ত অস্ত্র-কর্তৃক সর্ব্বদা তুমি রক্ষিত হও। হে মহাবাহু-সম্পন্ন পুত্র! তুমি জনক-জননী-শুশ্রূষা ও সত্য-ব্যবহার-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া চিরকাল জীবিত থাক। হে নরোত্তম! সমিৎ, কুশ, পবিত্র (প্রাদেশ-মাত্র-পরিমিত সাগ্র কুশপত্র-দ্বয়), বেদী, দেবালয়, ব্রাহ্মণদিগের স্থণ্ডিল, আবাস-স্থান, শৈল, বৃক্ষ, হ্রদ, পতঙ্গ, পন্নগ ও সিংহ-কর্তৃক তুমি রক্ষিত হও। মহেন্দ্র-প্রভৃতি লোকপালসকল, বিশ্বদেব, সাধ্যগণ, ধাতা, বিধাতা, মরুৎ, মহর্ষি, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, ছয় ঋতু, দ্বাদশ মাস, সংবৎসর, দিন, রজনী, মুহূর্ত্ত, নক্ষত্র সমস্ত এবং অধিষ্ঠাতা দেবগণের সহিত গ্রহগণ, ইঁহারা তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল করুন। পুত্র! শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্ম্ম, ভগবান্ স্কন্দদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি, নারদ, সপ্তঋষি এবং দিক্‌পালদিগের সহিত দিক্ ও সিদ্ধ সকল তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন! পুত্র! আমি চল ও অচল বায়ু, কুবের, বরুণ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং সমুদ্র ও পর্ব্বত সকলকে স্তব করিলাম, ইঁহারা তোমাকে নিয়ত বিপিনে রক্ষা করুন। দিবা, রজনী ও সন্ধ্যা তোমার রক্ষক হউন। কলা ও কাষ্ঠা তোমার কল্যাণ বিধান করুন। হে ধীমন্! তুমি মুনিবেষধারী হইয়া মহাবন-চারী হইলে, দেব ও দানবগণ তোমার নিয়ত সুখপ্রদ হউন; পুত্র! ক্রূরকর্ম্মা পিশাচ, ক্রব্যাদ, দৈত্য ও রাক্ষস-সমুদায় হইতে তোমার ভীতি না হউক। প্লবঙ্গ, বৃশ্চিক, মশক, দংশ, কীট ও সরীসৃপ সকল গহনবনে তোমার ক্লেশপ্রদ না হউক। পুত্র! সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ, বৃহৎ বৃহৎ হস্তী এবং মহিষ ও অপরাপর ভয়ানক শৃঙ্গী তোমার দ্রোহ না করুক। পুত্র! আমি নরমাংসভোজী ভয়ানক ক্রূরস্বভাব জন্তুদিগকে পূজা করি-লাম, তাঁহারা তোমার হিংসক না হউন। পুত্র! তোমার গমনকালে পথ সকল শুভ, পরাক্রম সকল ও ফল-মূলাদি বস্তুসম্পত্তি সমস্ত সুলভ হউক,—রাম! তুমি কুশলী হইয়া গমন কর। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষচারী প্রাণী, সমস্ত দেবতা এবং তোমার শত্রুবর্গ হইতে তোমার মঙ্গল হউক। রাম! শুক্র, সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের ও যম, আমি ইঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিলাম, ইঁহারা তোমার দণ্ডকারণ্য-বাস-কালে রক্ষক হউন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! অগ্নি, বায়ু, ধূম এবং মহর্ষিগণমুখনির্গত মন্ত্র সকল স্নান-কালে তোমাকে রক্ষা করুন। রাম! সর্ব্ব-

লোকপ্রভু সর্ব্বলোকস্রষ্টা ব্রহ্মা এবং অপরাপর দেব ও ঋষিসকল তোমার বনবাসকালে রক্ষক হউন।”

আয়তলোচনা যশস্বিনী কৌসল্যা দেবী রামকে সেইরূপ বলিয়া দেবগণকে মাল্যদ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাদিগের অনুরূপ স্তব করিলেন এবং রামের মঙ্গলনিমিত্ত মহাত্মা ব্রাহ্মণ দ্বারা অগ্নি আহরণ করিয়া তাহাতে হোম করিলেন। উত্তমাঙ্গনা কৌসল্যা দেবী স্বয়ং হোমের নিমিত্ত শ্বেত মাল্য, শ্বেত সর্ষপ, সমিৎ ও ঘৃত আহরণ করিলেন। পরে উপাধ্যায়, রামের বিঘ্নাভাব ও শান্তির উদ্দেশে যথাবিধি সেই সকল দ্রব্য অগ্নিতে বহন করিয়া হুতাবশিষ্ট দ্রব্যদ্বারা বাহ্য বলি প্রদান করিলেন এবং তিনি মধু, দধি ও ঘৃতমিশ্রিত অক্ষত ব্রাহ্মণদিগের হস্তে দিয়া তাঁহাদিগকে স্বস্তিবাচন ও রামের বনবাসের মঙ্গল নিমিত্ত মাঙ্গল্য স্তব পাঠ করাইলেন। অনন্তর যশস্বিনী রামজননী কৌসল্যা দেবী সেই দ্বিজবরকে তাঁহার অভিলাষানুরূপ দক্ষিণা প্রদান করিয়া রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিলেন, “পুত্র! বৃত্রনাশকালে সর্ব্বদেব-নমস্কৃত মহেন্দ্রের যে মঙ্গল হইয়াছিল, তোমার সেই মঙ্গল হউক। পূর্ব্বে অমৃতাহরণকালে বিনতা দেবী গরুড়ের যে মঙ্গল আশংসা করিয়াছিলেন, তোমার সেই মঙ্গল হউক। অমৃতমন্থনকালে অদিতি দেবী দৈত্যগণ-হননকারী বজ্রধারী মহেন্দ্রের যে মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন, তোমার সেই মঙ্গল হউক। এবং হে রাম! ত্রিপদদ্বারা ত্রিভুবন-আক্রমণকারী অনুপমতেজস্বী বামনরূপে অবতীর্ণ বিষ্ণু দেবের যে মঙ্গল হইয়াছিল, তোমার সেই মঙ্গল হউক। হে মহাবাহো! বেদ, ঋষি, সাগর, দিক্, লোক ও দ্বীপ সকল তোমার কল্যাণ বিধান করুন।”

আয়তলোচনা কৌসল্যা দেবী রামকে সেইরূপ বলিয়া তাঁহার মস্তকে সিদ্ধার্থা বিশল্যকরণী ওষধি ও অক্ষত রাখিয়া তাঁহাকে গন্ধদ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া তাঁহার রক্ষা বিধান করিলেন এবং তাঁহার মাঙ্গল্য মন্ত্র জপ করিলেন। পরে সেই দুঃখবশবর্ত্তিনী যশস্বিনী কৌসল্যা দেবী যেন প্রহৃষ্টা হইয়া রামকে এই অনতিপ্রেত মৌখিক বাক্য বলিলেন,—তিনি রামকে আনত করত তাঁহার মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “রাম! তুমি যথাসুখে গমন কর; তোমার মনোরথ সমুদয় সফল হউক। বৎস! কবে আমি তোমাকে নীরোগ হইয়া প্রয়োজন সমাধানান্তে অযোধ্যাতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজমার্গে অবস্থিত দেখিয়া সুখলাভ করিব?—কবে তুমি বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, উদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, আমার নয়নগোচর হইলে, আমার সমস্ত দুঃখ দূর ও বদন হর্ষপ্রফুল্ল হইবে? পুত্র! তুমি এখন বনে গমন কর, সত্বর এখানে প্রত্যাগত ও রাজোচিত ভূষণে ভূষিত হইয়া আমার বধূ জানকীর অভিলাষ সকল নিরন্তর পূরণ করিও। হে রাঘব! আমি মহাদেব প্রভৃতি দেব, মহর্ষি, দিক্, ভূত ও দেবনাগগণকে পূজা করিলাম; তাঁহারা তোমার দীর্ঘকাল বনবাস-সময়ে হিত আকাঙ্ক্ষা করুন।”

কৌসল্যা দেবী অশ্রুপরিপূর্ণ-নয়না হইয়া, রঘুনন্দন রামের স্বস্ত্যয়নকার্য্য যথাবিধি সমাপন করিয়া, তাঁহাকে বারংবার অবলোকন করত আলিঙ্গন করিলেন। মহাযশস্বী রঘুনন্দন রাম, জননীকর্ত্তৃক সেইরূপে প্রদক্ষিণীকৃত ও মাঙ্গল্য-দ্রব্যজনিত-শোভা-সমন্বিত হইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সীতার ভবনে গমন করিলেন।

ইতি পঞ্চবিংশ সর্গ ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

ধর্ম্মপথাবলম্বী বনগমনোদ্যত রাম, জননীকর্ত্তৃক কৃতমঙ্গলানুষ্ঠান হইয়া নরসঙ্কুল রাজপথ বিরাজিত করত যাইতে যাইতে স্বীয় গুণবত্তা দ্বারা তত্রত্য মানবদিগের চিত্ত ক্ষোভিত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজধর্ম্মাভিজ্ঞা ও পট্টমহিষীকর্ত্তব্য-কার্য্যজ্ঞানবতী ব্রতপরায়ণা বিদেহনন্দিনী সীতা দেবী সেই সকল বিবরণ শ্রবণ

করেন নাই; সুতরাং তাঁহার মনে, রামের যৌবরাজ্যাভিষেক হইবে, ইহাই জাগরূক ছিল; অতএব তিনি তখন দেবকার্য্য সমাধানান্তে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে রামের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাম লজ্জায় কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া সেই হৃষ্টজন-সমাকুল সম্যক্ ভূষিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সীতা দেবী আসন হইতে উত্থিতা হইয়া স্বামীকে শোকসন্তপ্ত ও চিন্তাকুলেন্দ্রিয় দেখিয়া কম্পিতা হইলেন। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রামও তাঁহাকে দেখিয়া আর সেই মনোগত শোক গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না; সুতরাং তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। স্বামীকে বিবর্ণবদন, স্বেদযুক্ত ও ব্যাকুল দেখিয়া, সীতা দেবী তাঁহাকে বলিলেন, "হে প্রভো! এই হর্ষের সময়ে তোমার এরূপ দুঃখিতভাব কেন হইল? হে রঘুনন্দন! অদ্য পুষ্যানক্ষত্র-সমন্বিত বৃহস্পতিবার; প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অদ্যই ত তোমার অভিষেক নির্দ্ধারিত হইয়াছে; তবে কেন তুমি দুঃখিত-মানস হইয়াছ? তোমার মনোহর বদনমণ্ডল কেন শত শলাকা-সমন্বিত জলফেণতুল্য স্বচ্ছ ছত্রে সমাবৃত হইয়া বিরাজিত হইতেছে না? তোমার পদ্মপত্র-তুল্য নয়ন-সমন্বিত মুখমণ্ডল কেন চন্দ্র ও হংস-সদৃশ দ্যুতিযুক্ত মুখ্য বালব্যজন-দ্বয়দ্বারা বীজিত হইতেছে না? হে নরশ্রেষ্ঠ! বক্তৃতা-পটু বন্দী, সূত ও মাগধদিগকে মাঙ্গল্য বাক্যদ্বারা কেন তোমার স্তব করিতে দেখা যাইতেছে না? বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি যথাবিধি প্রদান করিতেছেন না? মুখ্য মুখ্য সামাজিক, পৌর, জানপদ ও অমাত্য-সকল কেন তোমার অনুগমন করিতেছেন না? চারিটি বেগসম্পন্ন কাঞ্চনালঙ্কার-ভূষিত মুখ্য হয়ে যোজিত পুষ্পরচিত রথ কেন তোমার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে না? হে বীর! সমস্ত শুভলক্ষণ-লক্ষিত, শ্রীসমন্বিত এবং কৃষ্ণ মেঘ ও পর্ব্বততুল্য-প্রভাশালী হস্তীকে কেন তোমার অগ্রগামী দেখা যাইতেছে না? এবং হে বীর! কোন ভৃত্যকে কাঞ্চনচিত্রিত প্রিয়-দর্শন ভদ্রাসন গ্রহণ-পূর্ব্বক কেন তোমার অনুগমন করিতে দেখিতেছি না? তোমার অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে; সুতরাং তোমার আনন্দেরই সময় উপস্থিত; কিন্তু তোমার মুখবর্ণ, পূর্ব্বে কখন যেরূপ দেখা যায় নাই, এক্ষণ তাদৃশ অপ্রহৃষ্ট লক্ষিত হইতেছে, ইহার কারণ কি?"

রঘুনন্দন রাম সেইরূপ বিলাপকারিণী সীতা দেবীকে কহিলেন, "হে সীতে! পূজ্য-পাদ পিতা আমাকে বনে প্রব্রাজিত করিতেছেন। হে মহাকুল-সম্ভূতে সর্ব্বধর্ম্মাভিজ্ঞে ধর্ম্মচারিণি জানকি! অধুনা যেপ্রকারে আমার এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মদীয় পিতা সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ আমার বিমাতা কেকয়ী দেবীকে দুইটি বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণ রাজা দশরথের আদেশানুসারে আমার অভিষেকের আয়োজন হইলে, কেকয়ী দেবী সেই দুই বর স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে আয়ত্ত করিয়াছেন। আমার পিতা রাজা দশরথ চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিয়াছেন; আমাকে ঐ চতুর্দ্দশ বর্ষ-কাল দণ্ডক বনে বাস করিতে হইবে। অতএব আমি বনগমনে উদ্যত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি। তুমি ভরতের সমীপে আমার শ্লাঘা করিও না,—সমৃদ্ধিশালী পুরুষেরা পরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না; এজন্য তুমি ভরতের নিকট আমার গুণ-সকলের প্রশংসা করিও না। তোমাকে ভরণ করা ভরতের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য নহে; সুতরাং তোমাকে তাঁহার অনুকূল ব্যবহার করিয়া তাঁহার নিকট থাকিতে হইবে। হে সীতে! রাজা দশরথ ভরতকে সনাতন যৌবরাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং তিনি নরপতি হইয়াছেন; অতএব তোমার বিশেষরূপে তাঁহাকে প্রসাদন করা উচিত; হে মনস্বিনি আমি পরম গুরু পিতার প্রতিজ্ঞাপালনার্থ অদ্যই বিপিনে গমন করিব; তুমি তজ্জন্য ব্যাকুলা হইও না। হে কল্যাণি! আমি মুনিগণ-সেবিত বনে গমন করিলে, তুমি ব্র

উপবাস ও কৌলিক কার্য্যসমুদয় অনুষ্ঠান করত সময় অতিবাহন করিও। হে নিষ্পাপে! তুমি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক যথাবিধি দেবগণ পূজা করিয়া আমার পিতা নরপতি দশরথকে বন্দনা করিও। মদীয় শোকে কাতরা বৃদ্ধা জননী কৌসল্যা দেবীকে তোমার সম্মান করা উচিত, সুতরাং তাঁহাকেও প্রত্যহ বন্দনা করিও; এবং আমার অপরাপর যে সকল মাতা আছেন, তাঁহারাও তোমার বন্দনীয়া; কারণ তাঁহারা সকলেই স্নেহ, প্রীতি ও পরিপালন করা-প্রযুক্ত আমার তুল্য মাননীয়া। ভরত ও শত্রুঘ্ন, উভয়েই আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম; সুতরাং তোমার উহাদিগকে ভ্রাতা বা পুত্রের সমান অবলোকন করা উচিত। হে বৈদেহি! এক্ষণ ভরত এই দেশ ও আমাদিগের বংশের প্রভু হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অপ্রিয় আচরণ করা তোমার উচিত নহে; যেহেতু নরপতিগণ প্রযত্নপূর্ব্বক সেবা ও সচ্চরিত্র-দ্বারা আরাধিত হইয়াই প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং তাহার অন্যথা হইলে, কুপিত হন। হস্তী বধ করে, অথচ বোধ হয় যেন স্পর্শ করিতেছে; সর্প বিনাশ করে, অথচ বোধ হয় যেন ঘ্রাণ লইতেছে; এবং দুর্জ্জন ব্যক্তি বিনষ্ট করে, অথচ বোধ হয় যেন সম্মান করিতেছে; সেইরূপ নরপতিও বিনাশ করেন, অথচ বোধ হয় যেন ঈষৎ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন। নরপালেরা অহিতকারী ঔরস পুত্রদিগকেও পরিত্যাগ করেন এবং হিতকারী সম্পর্ক-বিহীন ব্যক্তিকেও গ্রহণ করিয়া থাকেন; অতএব হে কল্যাণি! তুমি ধর্ম্ম ও সত্যব্রত-নিরতা এবং ভরতের অনুবর্ত্তিনী হইয়া এখানে বাস কর। হে প্রিয়ে! আমি এখনই মহাবনে গমন করিব এবং তোমাকে এখানেই থাকিতে হইবে; অতএব হে ভামিনি! এক্ষণ তোমাকে আমার ইহাই বক্তব্য যে, যে সকল কার্য্যে কাহারও অনিষ্ট না হয়, তাদৃশ কার্য্যসকলই তুমি করিও।"

ইতি ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

সেই প্রিয়-বচনপাত্রী প্রিয়বাদিনী বিদেহনন্দিনী সীতা দেবী স্বামি-কর্ত্তৃক সেইরূপে আভাষিতা হইয়া প্রণয়-হেতু-কোপ-সমন্বিতা হওত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে নরবরোত্তম রাম! তুমি লঘুতা অবলম্বন করিয়া এ কি বলিলে! তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হাস্য উপস্থিত হইতেছে। হে নৃপ! তুমি যেরূপ বলিলে, অস্ত্র-শস্ত্রবিৎ বীর রাজপুত্রদিগের তাদৃশ বাক্য বলা নিতান্ত অযশস্কর ও অনুচিত; অতএব তাহা শ্রোতব্য নহে। হে আর্য্য-পুত্র! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও স্নুষা, ইহাঁরা স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কেবল নারীরাই ভর্ত্তার ভাগ্যানুসারে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করেন; অতএব আমিও বনবাসার্থ আদিষ্টা হইয়াছি। নারীর ইহকালে বা পরকালে সর্ব্বদা স্বামীই গতি; কোন কালেই তাহাদিগের আত্মা, পিতা, মাতা, পুত্র, কি সখীজন, কেহই আশ্রয় স্থান নহে। হে রঘুনন্দন! যদি তুমি এখনই দুর্গম কাননে গমন কর, তবে আমিও কুশ-কণ্টক সকল মর্দ্দন করত তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। হে বীর! আমাতে কিছুমাত্র পাপ নাই; তুমি ঈর্ষা ও রোষ পরিত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া, বৃহৎকান্তারগামী ব্যক্তির পানাবশিষ্ট জল গ্রহণের ন্যায় আমায় গ্রহণ কর। স্বামী সদবস্থ বা দুরবস্থ হউন, তাঁহার পদ-সমীপে অবস্থান করা নারীর পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখজনক বস্তু সমুদায় এবং অনিমাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি অপেক্ষাও সমধিক সুখ-জনক। আমার স্বামীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা মাতাপিতা আমাকে যথাশাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, এক্ষণ আমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে হইবে না। আমি অবশ্যই তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মনুষ্যগণবর্জ্জিত, মৃগকুল-সমাকুল ও শার্দ্দূলসমূহসেবিত দুর্গম বনে গমন করিব। আমি ত্রৈলোক্যবিষয়ক চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল পাতিব্রত্য-ব্রতচিন্তায় নিমগ্না হইয়া

বনেও, পূর্ব্বে পিতৃভবনে যেরূপ সুখে ছিলাম, সেইরূপ সুখে থাকিব। হে বীর! আমি নিয়তা হইয়া তপস্যা ও তোমার শুশ্রূষা করত তোমার সহিত মধুগন্ধে সুবাসিত বনসকলে বিহার করিব। হে সম্মানপ্রদ রাম! তুমি বনে থাকিয়াও সমুদয় জীবের পরিপালন করিতে পার; সুতরাং আমায় যে পরিপালন করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? হে মহাভাগ! আমি অবশ্যই অদ্য তোমার সহিত বনে গমন করিব; বনগমনে আমার নিতান্ত উদ্যম হইয়াছে, সুতরাং তুমি আমাকে তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত করিতে পারিবে না। আমি ফল ও মূল ভোজন করিয়াই তোমার সহিত বনে বাস করিব; আমার আহারাদির নিমিত্ত তোমাকে কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না; আমি তোমার অগ্রে অগ্রে গমন করিব এবং তোমার ভোজনের পর ভোজন করিব। হে ধীমন্! আমি তোমার সমীপে থাকিয়া ভয়-বিহীনা হইয়া শৈল, নদী, সরোবর ও পল্বল সমস্ত দর্শন করিব। হে বীর! আমি তোমার সহিত মিলিতা ও সুখসমন্বিতা হইয়া হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ এবং মনোহর পদ্মপুষ্প-সমূহে শোভিত সরোবর সকল দর্শন করিতে বাসনা করি। হে বিশাললোচন! আমি তোমার অনুবর্ত্তিনী হইয়া সেই সকল সরোবরে স্নান করিব এবং তোমার সহিত পরম আনন্দ-সহকারে বিহার করিব। হে রঘুনন্দন! আমি এইরূপে তোমার সহিত শত বা সহস্র বর্ষ কালও বনে বাস করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করিব না; কিন্তু তোমা-ব্যতিরেকে স্বর্গও আমার অভিমত হইবে না,—হে নর-ব্যাঘ্র! তোমার সঙ্গরহিত হইয়া স্বর্গেও যদি আমাকে বাস করিতে হয়, তথাপি তাহাতে আমার অভিরুচি হইবে না। আমি তোমার আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া বানর, বারণ ও মৃগগণ-পরিব্যাপ্ত দুর্গম বনে গমন করিব এবং তথায় তোমার চরণ সেবা করত, পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যেরূপ সুখে ছিলাম, সেইরূপ সুখে থাকিব। আমার চিত্ত তোমার প্রতি নিতান্ত আসক্ত, কখনই আমার হৃদয়ে অপর ভাব উদিত হয় না; একারণে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে, আমি অবশ্যই জীবন পরিত্যাগ করিব; অতএব তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ কর,—আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল; আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে তোমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না।"

ধর্ম্মবৎসলা সীতা দেবী সেইরূপ বলিলেও নরবর রাম তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন না; পরন্তু তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিবৃত্তা করিবার নিমিত্ত বনবাসের দুঃখ সকল বর্ণন করিলেন।

ইতি সপ্তবিংশ সর্গ। ২৭।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

সর্ব্বধর্ম্মাভিজ্ঞ ধর্ম্মবৎসল রাম বনবাস-বিষয়ক দুঃখ সকল চিন্তা করিয়া তাদৃশ বাক্য-বাদিনী সীতা দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন না; প্রত্যুত সেই বাষ্পপূর্ণলোচনা সীতা দেবীকে সান্ত্বনা করিয়া তদ্বিষয়ে নিবৃত্তা করিবার অভি-প্রায়ে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে সীতে! তুমি শ্রেষ্ঠ বংশে সম্ভূতা হইয়াছ এবং সর্ব্বদা ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠানেই ব্যাপৃতাও রহিয়াছ; অতএব হে সীতে! আমি তোমাকে যাহা বলি, তাহাই তোমার কর্ত্তব্য; তুমি এই খানে থাকিয়াই ধর্ম্ম আচরণ কর, তাহা হইলেই আমার মনে সুখ হইবে। হে অবলে! বনে নানাবিধ দোষ ঘটিয়া থাকে, আমি তৎসমস্ত বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে সীতে! গহন কানন বহু দোষের আকর বলিয়া মনীষিগণ-কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে; অতএব তুমি বনবাস-বিষয়ক বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। বন চিরকালই দুঃখপ্রদ, কোন কালেই সুখপ্রদ নহে, ইহা আমি অবগত আছি, এই জন্যই আমি তোমার হিত আকাঙ্ক্ষা করিয়া তোমাকে ঐ বাক্য বলিতেছি। কাননে গিরিকন্দরবাসী সিংহ-দিগের ধ্বনি নির্ঝরের শব্দে মিলিত হইয়া শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে, তাহাতে সকলেরই ক্লেশ বোধ হয়; অতএব উহা অতিদুঃখময়।

হে সীতে! নির্জ্জন বনে শঙ্কাবিহীন ও প্রমত্ত হইয়া ক্রীড়াপরায়ণ মৃগগণ মানবকে দর্শন করিয়াই হনন করিতে ধাবিত হয়; অতএব উহা অতি দুঃখপ্রদ। যে সকল নদী অত্যন্ত পঙ্কিলা ও গ্রাহগণে সমাকুলা এবং যে সকল নদীর পর-পার-গমনে প্রমত্ত গজ সমস্তও অসমর্থ, বনে ঈদৃশী বহু নদী আছে; অতএব উহা অতি-দুঃখপ্রদ। লতা ও কণ্টকে সমাকুল এবং বনকুক্কুট-শব্দে প্রতিধ্বনিত বন্য পথ-সকলে প্রায়ই জলাশয় দুর্লভ, সুতরাং ঐ সমস্ত পথ দিয়া গমন করিতে অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে; অতএব বন অতি দুঃখপ্রদ। বিপিনে রজনীতে মানবদিগকে শ্রমকাতর হইয়া বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত পত্ররূপ শয্যাতে শয়ন করিতে হয়; অতএব উহা অতিদুঃখপ্রদ। হে সীতে! কাননে মানবদিগকে নিয়তচিত্ত হইয়া, কি দিন, কি যামিনী, সর্ব্বদাই কেবল বৃক্ষ-পতিত ফল ভক্ষণ করিয়া সন্তোষ লাভ করিতে হয়; অতএব উহা অতিদুঃখপ্রদ। হে মৈথিলি! গার্হস্থ্য-নিয়মানুসারে সময়-যাপনকারী মানবদিগকে বনেতেও দেব ও পিতৃযজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং নিয়ত সমাগত অতিথি-দিগের পূজা করিতে হয়; বিশেষত তথায় নিয়ত জটাভার বহন, বল্কল পরিধান, সময়ে সময়ে তিন বার স্নান ও সাধ্যানুসারে উপবাস করিতে হয়; অতএব উহা অতিদুঃখপ্রদ। হে সীতে! বনে মানবদিগকে স্বয়ং কুসুম চয়ন করিয়া আর্ষ-বিধানানুসারে বেদিতে পূজা করিতে হয়; অতএব উহা অতিদুঃখ-প্রদ। হে মৈথিলি! বনবাসী ব্যক্তিদিগকে, বন্য ফলমূলাদি যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে হয়; অতএব বন অতিদুঃখপ্রদ। বনে প্রায় সর্ব্বদাই অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া থাকে, প্রবল বায়ু বহিয়া থাকে এবং অত্যন্ত ক্ষুধাও হইয়া থাকে; তৎসমস্ত অতীব ভয়জনক; অতএব উহা অতিদুঃখপ্রদ। হে ভামিনি! নানাবিধ-রূপসম্পন্ন সর্প সকল দর্পসহকারে বনে বিচরণ করিয়া থাকে; অতএব উহা অতি-দুঃখপ্রদ। নদীর ন্যায় কুটিলগামিনী নদী-মধ্যবর্ত্তী সর্পেরায় দুষ্ট-গমনাগমনের পথ সকল অবরোধ করিয়া অবস্থিতি করে; অতএব বন অতিদুঃখপ্রদ। হে ভামিনি! বনে কুশ, কাশ ও কণ্টক-যুক্ত বৃক্ষ সকল আছে এবং ঐ সকল বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগ প্রায়ই কম্পিত হইতে থাকে; অতএব উহা অতি-দুঃখপ্রদ। হে অবলে! বনে পতঙ্গ, বৃশ্চিক, মশক, দংশ ও কীট সকল নিয়ত মানবদিগকে ক্লেশ দিয়া থাকে; অতএব উহা অতি-দুঃখপ্রদ। অরণ্য-বাসী ব্যক্তিদিগের নানাবিধ শারীরিক ক্লেশ ও বিবিধ ভয় হইয়া থাকে; অতএব বন অতিদুঃখপ্রদ। বনবাসী ব্যক্তিদিগের ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল তপস্যাতেই দৃঢ় অধ্যবসায় কর্ত্তব্য এবং ভয়ের হেতু উপস্থিত হইলেও, ভয় কর্ত্তব্য নয়; অতএব উহা অতি-দুঃখপ্রদ। হে সীতে! আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, বন বহু দোষের আকর; সুতরাং তোমার হিতকর নহে; অতএব তোমার তথায় গমন করা উচিত নয়।

মহাত্মা রাম সীতাকে বনে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে অভিপ্রায় না করিয়া সেইরূপ বলিলেন; কিন্তু সীতা দেবী তাঁহার বাক্য-রক্ষা করিলেন না, প্রত্যুত দুঃখিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ সর্গ। ২৮।

ঊনত্রিংশ সর্গ।

রামের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা দেবী দুঃখিতা হইলেন এবং নয়ন-জলে বদনমণ্ডল আপ্লাবিত করত ধীরে ধীরে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে রঘুনন্দন! তুমি বনবাস-বিষয়ে যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিলে, আমার প্রতি তোমার স্নেহ থাকা-প্রযুক্ত, সেই সমুদায় দোষই আমার পক্ষে গুণবৎ হইবে, ইহা তুমি অবগত হও। সিংহ, শার্দ্দূল, হস্তী, মৃগ, চমর, শবর ও অপরাপর বনচারী জন্তু সকল তোমার অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়াই পলায়ন করিবে; কারণ সকল প্রাণীই তোমাকে ভয়

করিয়া থাকে। হে রাম! আমি তোমার বিরহে জীবন ধারণ করিতে পারিব না; বিশেষত গুরুজন আমাকে তোমার অনুগামিনী হইতে আদেশ করিয়াছেন; অতএব অবশ্যই আমাকে তোমার সহিত গমন করিতে হইবে। হে রাঘব! আমি তোমার নিকটে থাকিলে, দেবগণের ঈশ্বর মহেন্দ্রও বল প্রকাশ করিয়া আমাকে ধর্ষণা করিতে পারিবেন না। হে রাম! তুমি আমাকে তোমার বিরহ সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে উপদেশ প্রদান করিলে; কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী পতিবিহীনা হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন না; বিশেষত পূর্ব্বে পিতৃগৃহে বাসকালে আমি ব্রাহ্মণগণের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, আমাকে অবশ্যই বনে বাস করিতে হইবে; হে মহাবল! সেই সকল সামুদ্রিক-বিদ্যাপারদর্শী ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমারও তদবধি নিয়ত বনবাসে উৎসাহ আছে; এবং যখন ব্রাহ্মণগণ, আমাকে বনে বাস করিতে হইবে, এরূপ বলিয়াছেন, তখন অবশ্যই আমাকে বনে বাস করিতে হইবে; অতএব হে প্রিয়! আমি অবশ্যই তোমার সহিত বনে গমন করিব, ইহার অন্যথা হইবে না। ব্রাহ্মণগণের বাক্য সফল হইবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগের বাক্য সফল হউক,—আমি তোমার সহিত বনে গমন করিয়া তাহাদিগের বাক্য [সফল করি। হে বীর! ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে, অবিশুদ্ধ-চিত্ত মানবেরাই বনে নিয়ত নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কন্যাবস্থায় পিতৃ-গৃহে বাস-কালে আমি জননীর সমীপে বিশুদ্ধাচার-সম্পন্না ভিক্ষুকীর প্রমুখাৎ বনবাসের দোষ গুণ শ্রবণ করিয়াছি। হে প্রভো! তোমার সহিত বনে বাস করা আমার চির অভিলষিত; তজ্জন্য পূর্ব্বে অনেক বার আমি তোমাকে প্রসন্ন করিয়াছি এবং তোমার বনবাস-কালে পরিচর্য্যা করিতে অভিলাষিণী হইয়া নিরন্তই তোমার বন গমনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি; অতএব হে শৌর্য্যসম্পন্ন রঘুনন্দন! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি আমাকে তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। হে বিশুদ্ধাত্মন্ স্বামিন্! তুমিই আমার দেবতা; সুতরাং প্রণয়-প্রযুক্ত তোমার অনুগমন করিয়াই, আমি নিষ্পাপা হইব এবং পরলোকেও তোমার সহিত সুখ-জনক সমাগম লাভ করিব; যেহেতু হে মহাত্মন্! আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট এরূপ শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি যে, পিতৃ-মাতৃ প্রভৃতি প্রতিপালক-বর্গ-কর্ত্তৃক স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে যে স্ত্রী যে পুরুষে প্রদত্তা হন, সেই স্ত্রী ইহলোকে যেমন সেই পুরুষেরই থাকেন, সেইরূপ পরলোকেও তাঁহারই থাকেন। হে কাকুৎস্থ! আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী; তুমি কেন আমাকে সমভিব্যাহারে লইতে স্বীকার করিতেছ না? স্বামিন্! আমার চরিত্রে কিছুমাত্র দোষ নাই,—আমি তোমাকে ভজনা করত তোমারই সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করিয়া পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম পালন করিতেছি, সুতরাং আমাকে সমভিব্যাহারে লওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। নাথ! আমি নিতান্ত দুঃখিতা হইলেও, যদি তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে লইতে অভিলাষ নাই কর, তবে মৃত্যুর নিমিত্ত বিষ পান, অথবা অগ্নিতে, কি জলে প্রবেশ করিব।"

জনক-নন্দিনী সেইরূপ নানাপ্রকারে রামের নিকট তাঁহার সমভিব্যাহারে যাইতে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু মহাবাহু রাম তাঁহাকে বিজন বনে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন না, প্রত্যুত অরণ্য-গমনাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে কহিলেন। অনন্তর বৈদেহ-দুহিতা সীতা অতীব চিন্তাসমন্বিতা হইলেন এবং নয়ন-বিগলিত উষ্ণ অশ্রুধারা পৃথিবীকে যেন স্নাপন করিতে লাগিলেন। তখন বিশুদ্ধাত্মা কাকুৎস্থ রাম সেই চিন্তান্বিতা ক্রোধপরীতা জনক-দুহিতা সীতাকে বন গমনে নিবৃত্তা করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার সান্ত্বনা করিলেন।

ইতি একোনত্রিংশ সর্গ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

স্বামী রামকর্ত্তৃক সেইরূপে সান্ত্বমানা হইয়া, জনকনন্দিনী সীতা দেবী বনবাস বিষয়ে

অনুমতি প্রার্থনার্থ তাঁহাকে এরূপ বলিলেন,— তিনি অতীব ভীতা হইয়া প্রণয় ও অভিমান-হেতু বিপুলবক্ষঃস্থল রঘুনন্দন রামকে এরূপ আক্ষেপ-বাক্য বলিলেন, "মদীয় পিতা মিথিলাধিপতি বৈদেহ তোমাকে জামাতা করিয়া পরে, তুমি যে কেবল পুরুষচিহ্নমাত্র ধারণ করিয়াছ, কার্য্যে স্ত্রীর ন্যায় তাহা কি জানিতে পারিয়াছেন ? রাম ! যেমন সূর্য্যের প্রভা স্বাভাবিকী, সেইরূপ অনুত্তম প্রভাও তোমার স্বভাবসিদ্ধ ! তথাপি তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে না লইলে, যদি লোক অজ্ঞানতা-বশত "রামের পরাক্রম নাই !" এরূপ মিথ্যা অপবাদ করে, তাহা কি সামান্য খেদের বিষয় ! স্বামিন্ ! তোমার কাহা হইতে ভয় আছে ?—তুমি কি ভাবিয়া বিষণ্ণ হইয়াছ যে, এই অনন্যপরায়ণা ললনাকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছ ? হে নিষ্পাপ রঘুনন্দন ! তুমি ইহা অবগত হও যে, যেরূপ সাবিত্রী দ্যুমৎসেননন্দন বীর্য্যসম্পন্ন সত্যবানের বশবর্ত্তিনী ছিলেন, আমিও তোমার সেইরূপ বশবর্ত্তিনী ; আমি কুলনাশিনী কামিনীর ন্যায় মনেও অপর পুরুষকে সন্দর্শন করি না ; অতএব আমি তোমা ব্যতিরেকে এখানে থাকিতে পারিব না ; আমি অবশ্যই তোমার সহিত গমন করিব। রাম ! তুমি শৈলূষের (জায়া দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারীর) ন্যায় কুমারী অবস্থায় পরিণীতা ও বহুকাল সহোষিতা এই সতী পত্নীকে অপরকে প্রদান করিতে অভিলাষ করিতেছ ? হে অনঘ রাম ! যে ভরতের নিমিত্ত তোমার অভিষেক নিবারিত হইয়াছে এবং যাহার হিতসমাধান করিতে আমাকে উপদেশ প্রদান করিলে ; তুমিই তাহার বশবর্ত্তী হইয়া প্রিয়কার্য্য সমাধান কর ! স্বামিন্ ! তোমার সহিতই আমার তপোনুষ্ঠান বা স্বর্গে কি অরণ্যে বাস করা উচিত ; অতএব আমাকে সমভিব্যাহারে না লইয়া তোমার বন-গমন বিধেয় নহে। যেরূপ বিহারশয্যায় শয়ন করিতে আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় না, সেইরূপ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরণ্যপথ দিয়া গমন করিতেও আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম হইবে না ! তোমার সহিত গমনকালে পথিস্থ কুশ, কাশ, শর, ঈষিকা ও কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ সকল আমার পক্ষে, তুলা ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় কোমলস্পর্শ-সমন্বিত হইবে। হে মনোরমণ ! মহাবায়ু-পরিচালিত রেণু দ্বারা আমার অঙ্গ সমাকীর্ণ হইলে, আমি বোধ করিব যে, আমার শরীর উৎকৃষ্ট চন্দনে অনুলিপ্ত হইল। স্বামিন্ ! তোমার নয়নপথে থাকিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করা অপেক্ষায় তোমার বিরহে বিচিত্র কম্বলাস্তরণে শোভিত শয্যায় শয়ন করা কি সমধিক সুখজনক হইতে পারে ? অল্পই হউক, বা অধিকই হউক, তুমি স্বয়ং আহরণ করিয়া পত্র, মূল, কি ফল, যাহা প্রদান করিবে, তাহাই আমার অমৃততুল্য হইবে। আমি বনে থাকিয়া গ্রীষ্মাদি সময়ে তত্তৎকালীন পুষ্প ও ফল উপভোগ করতই মাতা, পিতা বা অযোধ্যা নগরী স্মরণ করিব না। আমি বনে আহারাদি-জন্য তোমার অপ্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিব না ; আমার নিমিত্ত তোমার শোক হইবে না,—আমাকে ভরণ পোষণ করিতে তুমি ক্লেশযুক্ত হইবে না। রাম ! তোমার সমীপে বাস করাই আমার স্বর্গবাস এবং তোমাব্যতিরেকে বাস করাই আমার নরকবাস, আমার এরূপ দৃঢ় প্রণয় অবগত হইয়া, তুমি আমার সহিত বন গমন কর। নাথ ! আমি বন-গমনে কৃতনিশ্চয়া হইয়াছি ; কিন্তু যদি তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে না লও, তবে শত্রুবর্গের বশীভূতা না হইবার নিমিত্ত বিষ পান করিব ; যেহেতু তুমি পরিত্যাগ করিবামাত্রই আমার মৃত্যু হওয়া উত্তম ; কেননা তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, যদিও তখনই আমার জীবন নষ্ট না হয়, তথাপি তোমার বিয়োগ দুঃখে বহুকাল থাকিবে না। রাম ! আমি মুহূর্ত্ত কালও তোমার বিয়োগ-জন্য শোক সহ্য করিতে পারি না ; সুতরাং চতুর্দ্দশ বর্ষ-কাল তাহা কি প্রকারে সহ্য করিব ?"

শোক-সন্তপ্তা খেদ-সমন্বিতা সীতা দেবী সেইরূপ নানাবিধ সকরুণ বিলাপ করিয়া স্বামীকে গাঢ়তর আলিঙ্গন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে

রোদন করিতে লাগিলেন,—তিনি রামের বহুতর বাক্যবাণে আহতা হইয়া বিষলিপ্ত বাণবিদ্ধা গজাঙ্গনার ন্যায়, অরণি-বিনির্গত অগ্নি-সদৃশ চিরনিরুদ্ধ বাষ্প-বারি মোচন করিতে লাগিলেন। যেরূপ জলোদ্ধৃত পদ্ম-দ্বয় হইতে বারি নির্গত হয়, তখন জানকী দেবীর নয়ন-দ্বয় হইতে সেইরূপ স্ফটিকতুল্য সন্তাপ-সমুদ্ভূত বাষ্পবারি বহির্গত হইতে লাগিল। ক্রমে বাষ্প নির্গত হইতে হইতে তাঁহার সেই নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ দ্যুতিশালী ও আয়ত-লোচন-সম্পন্ন বদন-মণ্ডল চির-জলোদ্ধৃত পদ্মের ন্যায় শুষ্ক হইয়া পড়িল। তখন রাম সেই নিতান্ত দুঃখিতা সংজ্ঞাবিহীনা সীতাদেবীকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, “হে দেবি! যদি তোমার দুঃখ হয়, তবে আমি স্বর্গও অভিলাষ করি না। হে শুভাননে। যেরূপ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার সমুদয় প্রাণীর মধ্যে কোন প্রাণী হইতেই ভয় নাই, সেইরূপ আমার কাহা হইতেও কিছুমাত্র ভয় নাই; আমি অরণ্যেও তোমাকে রক্ষা করিতে পারি; কিন্তু তোমার সমুদয় অভিপ্রায় অবগত না হইয়া তোমাকে অরণ্য-বাসিনী করিতে অভিলাষ করি নাই। অধুনা জানিলাম যে, বিধাতা তোমাকে আমার সহিত বনবাসিনী হইবার নিমিত্তই জনক-কুলে সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং আমি আর তোমাকে, যেমন আত্মবান্ ব্যক্তি স্বাভাবিকী প্রীতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ পরি-ত্যাগ করিতে পারি না; একারণে যেরূপ পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণ সপত্নীক হইয়া বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেইরূপ আমি সপত্নীক হইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব। অতএব হে করিকরোরু! যেরূপ সুব-র্চ্চলা দেবী অস্মদীয় পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যদেবের অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন, সেইরূপ তুমি আমার অনুবর্ত্তিনী হও। হে জনকনন্দিনি! আমি যে বনে গমন করিব না, এরূপ কখনই হইবে না; কারণ পিতার সেই প্রতিজ্ঞা-বিষয়ক বাক্য অবশ্যই আমাকে তথায় লইয়া যাইবে। হে সুনিতম্বে! পিতা ও মাতার বশীভূত হওয়া সনাতন ধর্ম্ম; সুতরাং তাঁহাদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমি জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না। সুলভ উপায়ে আরাধনীয় প্রত্যক্ষ দেবতা পরম গুরু পিতামাতাকে অতিক্রম করিয়া যমনিয়মাদি কষ্টকর উপায়ে আরাধনীয় পরোক্ষ দৈবের আরাধনাতেই বা কি প্রকারে প্রবৃত্ত হওয়া যায়? হে শুভাপাঙ্গে! পিতা ও মাতাকে আরাধনা করিলেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং ত্রিলোক লাভ করা যায়, সুতরাং তাঁহাদিগের তুল্য পবিত্র আর কেহই নাই; এই কারণেই আমি তাঁহাদিগের আরাধনা করিতেছি। হে সীতে! পিতৃসেবা যেরূপ পরলোক-সুখ-সাধিকা; সত্য, দান, মান বা দত্ত-দক্ষিণ যজ্ঞ সকলও তাদৃশ পরলোক সুখসাধক নহে। পিতার সেবা করিলে, স্বর্গ, ধন, ধান্য, বিদ্যা, পুত্র ও সুখ, কিছুই দুর্লভ হয় না। যে সকল মহাত্মা পিতা-মাতার সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেব-লোক, গন্ধর্ব্বলোক, গোলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। সত্যধর্ম্ম-নিরত পিতার আদেশা-নুবর্ত্তী হওয়া সনাতন ধর্ম্ম; সুতরাং সত্যধর্ম্ম-পথাবলম্বী পিতা আমাকে যেরূপ আদেশ করেন, আমি সেইরূপই চলিতে ইচ্ছা করি। হে সীতে! ‘আমি অরণ্যে বাস করিব’ বলিয়া তুমি আমার অনুগামিনী হইতে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছ; সুতরাং তোমাকে দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাইতে আমার অভিপ্রায় হইয়াছে। হে অনবদ্যাঙ্গি! আমি তোমাকে বনে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিতেছি; হে মত্তখঞ্জন-নয়নে। তুমি আমার অনুগামিনী হও এবং আমার সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আচরণ কর। হে প্রিয়ে সীতে! তুমি আমার ও তোমার বংশের উপযুক্ত অধ্যবসায় করিয়াছ; তোমার অভিপ্রায় অতি উত্তম। হে গুরু-নিতম্বে! তুমি এখনই বনবাসোদ্দেশে দানাদি কার্য্য সমাধানে যত্ন কর। হে সীতে! অধুনা তোমা ব্যতিরেকে আমার আর স্বর্গে গমন করিতেও অভিলাষ হইতেছে না; অতএব তুমি ত্বরান্বিতা হইয়া ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকদিগকে প্রার্থনানুরূপ রত্ন ও ভোজন প্রদান কর, বিলম্ব

করিও না। তুমি ব্রাহ্মণদিগকে ধন রত্ন প্রদান করিয়া, তোমার ও আমার যে সকল মহামূল্য ভূষণ, উত্তম উত্তম বস্ত্র, ক্রীড়ানিমিত্ত রমণীয় শিল্পদ্রব্য, শয্যা ও যান এবং যে সকল অপরাপর ব্যবহার্য্য বস্তু আছে, তৎসমুদায় স্বীয় ভৃত্যবর্গকে প্রদান কর।"

সীতাদেবী স্বীয় বনগমন-বিষয়ে স্বামীর অনুকূল অভিপ্রায় জানিয়া প্রমোদান্বিতা হইয়া তখনই প্রদান করিতে উপক্রম করিলেন। সেই মনস্বিনী যশস্বিনী সীতা দেবী স্বামীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সফল-মনোরথা ও প্রমোদান্বিতা হইয়া ধার্ম্মিকদিগকে ধন রত্ন প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন লক্ষ্মণ রাম ও সীতার কথোপকথনের পূর্ব্বেই তথায় সমাগত হইয়াছিলেন; সুতরাং সমস্ত কথাবার্ত্তাই তাঁহার শ্রবণগোচর হইল। পরে তিনি শোক সহ্য করিতে না পারিয়া নয়নজলে বদনমণ্ডল আপ্লাবিত করত মহাব্রতসম্পন্ন ভ্রাতা রামের চরণদ্বয় গাঢ়তর নিষ্পীড়নপূর্ব্বক তাঁহাকে ও যশস্বিনী সীতা দেবীকে কহিলেন, "যদি আপনাদিগের মৃগগণসমাকুল বনে গমন করিতেই অভিপ্রায় হইল, তবে আমি ধনুক ধারণপূর্ব্বক আপনাদিগের অগ্রে অগ্রে গমন করিব। আপনারা আমার সহিত মৃগ ও পক্ষিগণরবে প্রতিধ্বনিত রম্য অরণ্য সমুদায়ে বিচরণ করিবেন। আমি আপনাদিগের ব্যতিরেকে স্বর্গ-গমন, অমরত্ব বা সমুদায় লোকের ঐশ্বর্য্যও অভিলাষ করি না।"

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বনবাসে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেইরূপ বলিলে, রাম তাঁহাকে বহুতর সান্ত্ববাক্যে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে আবার বলিলেন, "হে অনঘ! আপনি পূর্ব্বে আমাকে সকল সময়েই স্বীয় অনুগামী হইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণ বনগমন-সময়ে কেন অনুগামী হইতে নিবারণ করিতেছেন? আমার এরূপ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং আপনি যে কারণে, আমি গমনাভিলাষী হইলেও, আমাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিতেছেন, তাহা আমি অবগত হইতে অভিলাষ করি; আপনি ব্যক্ত করুন।"

তদনন্তর মহাতেজস্বী রাম, কৃতাঞ্জলি হইয়া অনুগামী হইতে অনুমতি প্রার্থনা করত অগ্রভাগে অবস্থিত বীর্য্যসম্পন্ন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সৌমিত্রে! তুমি বীর্য্যসম্পন্ন স্নিগ্ধস্বভাব, নিয়ত সৎপথে স্থিত, ধর্ম্মনিরত এবং আমার প্রাণতুল্য প্রিয় ও বশীভূত ভ্রাতা ও সখা; ভ্রাতঃ! তুমি আমার সহিত বনে গমন করিলে, যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে কে প্রতিপালন করিবে? যেরূপ মেঘ পৃথিবীকে প্রচুর বারি প্রদান করে, সেইরূপ যে মহাতেজস্বী মহীপতি তাঁহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে কাম্যবস্তু সমুদায় প্রদান করিতেন, এক্ষণ তিনি কেকয়ীর অনুরাগেই আবদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং এরূপ বোধ হয় না যে, তিনি আর তাঁহাদিগকে ভরণ পোষণে যত্ন করিবেন। সেই নরপতি-প্রেয়সী অশ্বপতি-নন্দিনী কেকয়ী দেবীও এই সমগ্র রাজ্য লাভ করিয়া দুঃখিতা সপত্নীদিগের প্রতি উত্তম ব্যবহার করিবেন না; এবং ভরতও রাজ্য লাভ করিয়া ও কেকয়ীর মতানুবর্ত্তী হইয়া অতিদুঃখিতা কৌশল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে স্মরণ করিবেন না। অতএব হে সুমিত্রানন্দন! তুমি এখানে থাকিয়া, স্বয়ংই অথবা তাঁহাদিগের প্রতি রাজা দশরথের অনুগ্রহ সম্পাদন করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপালন কর। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি তাহাই কর; তাহা করিলেই, তোমার যে আমার প্রতি দৃঢ়ভক্তি আছে, তাহা প্রদর্শিত হইবে এবং গুরুদিগের পূজা করা প্রযুক্ত তুলনা-রহিত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হইবে। হে রঘুনন্দন! তুমি আমার নিমিত্তই সেইরূপ কর; হে সৌমিত্রে! তোমার ও আমার, উভয়ের বিরহে যেন আমাদিগের জননীকে কষ্ট পাইতে না হয়।"

বাক্যোপটু রাম-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া

বাক্যকৌশলাভিজ্ঞ লক্ষ্মণ এই মনোহর বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে বীর! আপনার পরাক্রম-প্রভাবে ভরতই প্রণত হইয়া কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে পূজা করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি সে এই উৎকৃষ্ট রাজ্য লাভ করিয়া মন্দমতি, গর্ব্বিত, ক্রূরতা-সম্পন্ন ও কুপথবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে রক্ষা না করে, তবে আমি তাহাকে ও তৎপক্ষীয় সকলকে বধ করিব; এমন কি, তাহার পক্ষতা অবলম্বন করিলে, ত্রৈলোক্যবাসী সমস্ত প্রাণীও মৎকর্ত্তৃক নিহত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু হে আর্য্য! কাহাকেও সেই কৌসল্যা দেবীর ভরণ পোষণ করিতে হইবে না; তিনিই মাদৃশ সহস্র ব্যক্তির প্রতিপালনে সমর্থা। মনস্বিনী কৌসল্যা দেবী আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের প্রতিপালনার্থ সহস্র গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি অনায়াসেই আপনার, মদীয় জননীর ও মাদৃশ সহস্র ব্যক্তির ভরণপোষণ করিতে পারেন; আপনি তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না, আমাকে সহচর করুন; তাহাতে কিছু আপনার ধর্ম্মহানি হইবে না, বরং আমা হইতে আপনার ফলমূলাহরণ-প্রভৃতি আবশ্যকীয় কার্য্য সকল নিষ্পাদিত হইবে এবং আমিও কৃতার্থ হইব। আমি সগুণ ধনুক ও খনিত্রধারী হইয়া পেটী গ্রহণপূর্ব্বক পথ প্রদর্শন করত আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব এবং নিয়ত আপনার নিমিত্ত ফল, মূল ও অপরাপর যে সকল বন্য বস্তু-দ্বারা তপস্বিগণ হোম করিয়া থাকেন, তৎসমুদায় আহরণ করিব, অধিক কি! আপনি কেবল পর্ব্বতসানু-সমুদায়ে বৈদেহীর সহিত রমণ করিবেন, আমি আপনার জাগরণ ও নিদ্রা, সকল সময়েরই আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন করিব।"

রাম, লক্ষ্মণের সেই বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে সুমিত্রানন্দন! তুমি বন্ধুবর্গের বনগমন-বিষয়ে সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক আমার অনুগামী হও। লক্ষ্মণ! মহাত্মা বরুণ দেব মহাযজ্ঞে সুপ্রীত হইয়া মহীপতি জনককে যে দুই দেখিতে অতি ভয়ানক দিব্য ধনু, দিব্য অভেদ্য কবচ, অক্ষয়-সায়ক তূণ ও আদিত্য-তুল্য প্রভান্বিত হৈমচিত্রিত খড়্গ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি আমাদিগকে বিবাহকালে যৌতুক দিয়াছিলেন, আমি সেই সমস্ত অস্ত্র পূজা করিয়া আচার্য্যগৃহে স্থাপন করিয়াছি; তুমি তৎসমুদায় গ্রহণ করিয়া সত্বর প্রত্যাগত হও।"

অনন্তর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ বনবাসে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুহৃদ্বর্গের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ইক্ষ্বাকুকুল-গুরু বসিষ্ঠের নিকট যাইয়া সেই উৎকৃষ্ট অস্ত্র সমুদায় গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি রামভবনে গমন করিয়া সেই মাল্যভূষিত ও চন্দনাদি দ্বারা পূজিত দিব্য অস্ত্র সকল রামকে প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে বিশুদ্ধাত্মা রাম সেই সমাগত লক্ষ্মণকে প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, "হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! তুমি আমার অভিলষিত সময়েই সমাগত হইয়াছ,—হে শত্রুতাপন! অধুনা আমি তোমার সহিত ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগকে এই মদীয় ধন সমস্ত প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছি,—যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা দৃঢ়ভক্তিসহকারে আমাদিগের গুরুগণের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ও অনুগত সকলকে সমধিক ধন দান করিতে অভিলাষী হইয়াছি। ভ্রাতঃ! তুমি সত্বর দ্বিজবর বসিষ্ঠনন্দন আর্য্য সুযজ্ঞকে এখানে আনয়ন কর; আমি তাঁহাকে ও অপরাপর সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ সকলকে অর্চ্চনা করিয়া বনে গমন করিব।"

ইতি একত্রিংশ সর্গ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ, ভ্রাতার সেই প্রীতি ও হিতকর শাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর হইয়া গমন করত সুযজ্ঞের আলয়ে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি সেই অগ্নিশালাস্থিত দ্বিজবর সুযজ্ঞের চরণবন্দনা করিয়া করিয়া তাঁহাকে "হে সখে! আপনি দুষ্করকার্য্যকারী রামের আলয়ে আগমন করুন এবং তাঁহার কার্য্য অবলোকন করুন" ইহা বলিলেন। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া,

সুযজ্ঞ সন্ধ্যার উপাসনা পূর্ব্বক সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত গমন করত সম্যক্ প্রভা-সমন্বিত রমণীয় রামালয়ে প্রবেশ করিলেন। যেরূপ যাজ্ঞিকেরা হোমকালে অর্চ্চিত অগ্নির অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম, সীতার সহিত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই সমাগত বেদজ্ঞ সুযজ্ঞের অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম, সুযজ্ঞকে স্বর্ণময় মুখ্য অঙ্গদ, মনোহর কুণ্ডল, হেমসূত্রে গ্রথিত মণিমালা, কেয়ূর, বলয় ও অনেক রত্ন-দ্বারা পূজা করিলেন এবং সীতার নিয়োগানুসারে তাঁহাকে কহিলেন, "হে শুভদর্শন! আপনার সখী সীতা দেবী বন-গমনে উদ্যতা হইয়া আপনার ভার্য্যাকে হার, হেমসূত্র, রশনা, বিচিত্র অঙ্গদ, মনোহর কেয়ূর ও নানারত্ন-বিভূষিত শ্রেষ্ঠ আস্তরণ-সমন্বিত পর্য্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন; আপনি ভৃত্য-দ্বারা তাঁহার নিকট তৎসমস্ত প্রেরণ করুন। হে দ্বিজবর! মদীয় মাতুল আমাকে এই শত্রুঞ্জয়-নামা হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন, আমি সহস্র নিষ্কের সহিত ইহা আপনাকে দান করিতেছি।"

রাম-কর্ত্তৃক সেইরূপ সমাভাষিত হইয়া, সুযজ্ঞ সেই সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে এবং লক্ষ্মণ ও সীতাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা যেরূপে ত্রিদশেশ্বর পুরন্দরকে উক্তি করেন, সেইরূপে রাম, স্বীয় প্রিয় ও প্রিয়ংবদ ভ্রাতা অব্যগ্র-চিত্ত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, "হে মহাবাহু-সম্পন্ন সুমিত্রানন্দন! আগস্ত্য ও কৌশিক, ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠ; তুমি উহাঁদিগকে আহ্বান করিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক যেরূপ লোকে জল-দ্বারা শস্যকে তর্পিত করে, সেইরূপ সহস্র গো, সুবর্ণ, রজত এবং বহুতর রত্ন ও মহামূল্য মণি-দ্বারা তর্পিত কর। হে রাঘব! শ্লাঘ্যগুণ-সম্পন্ন বেদজ্ঞ, তিত্তিরিশাখাধ্যয়নকারীদিগের আচার্য্য, ভক্তিসহকারে নিত্য কৌসল্যা দেবীর মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন; অতএব হে সুমিত্রানন্দন! তিনি যত যান, দাসী ও কৌশেয় বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হন, তুমি তাঁহাকে তত যান, দাসী ও কৌশেয় বস্ত্র প্রদান কর। চিত্ররথ বহুকাল হইতে আমার প্রীতি সম্পাদন করত মন্ত্রিত্ব ও সারথ্য কার্য্য করিতেছেন; সুতরাং তুমি তাঁহাকে ধন, মহামূল্য রত্ন, বহুমূল্য বস্ত্র, সহস্র গো ও ছাগ-মহিষ-প্রভৃতি অপরাপর বহুতর পশু প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট কর। হে সৌমিত্রে! যে মহাত্মাদিগের সম্মত উপনয়নাবধি-ব্রহ্মচারী দণ্ডধারী ভিক্ষামাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণেরা নিয়ত কঠশাখা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন; যাঁহারা বেদাধ্যয়ন-ব্যতীত সকল কার্য্যেই অলস,—যাঁহারা কেবল বেদাধ্যয়নই করিয়া থাকেন, অপর কোন কার্য্যই করেন না; তুমি তাঁহাদিগকে রত্নপূর্ণ অশীতি উষ্ট্র, শালীপূর্ণ সহস্র বৃষ, সমুচিত ভদ্রক (চণকমুদ্গ-প্রভৃতি উপকরণ) এবং দধিদুগ্ধাদি-নিমিত্ত সহস্র গবী প্রদান কর। হে সুমিত্রানন্দন! যে সকল ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বিবাহ করিবার নিমিত্ত অর্থাভিলাষী হইয়া জননী কৌসল্যা দেবীর উপাসনা করিতেছেন; লক্ষ্মণ! তুমি তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র গো প্রদান কর এবং জননী কৌসল্যা দেবী যাহাতে সন্তোষ লাভ করেন; তাদৃশ ভূরি পরিমাণে দক্ষিণা-স্বরূপ ধন প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের সকলকে অর্চ্চনা কর।"

অনন্তর পুরুষ-প্রধান লক্ষ্মণ, কুবেরের ন্যায়, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে ভ্রাতার কথিত সেই সমস্ত ধন স্বয়ং প্রদান করিলেন। তৎপরে রাম, বাষ্পরুদ্ধ-গল হইয়া অবস্থিত ভৃত্যবর্গকে, যাহাতে প্রত্যেকের উত্তমরূপে চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, এরূপ বহু দ্রব্য প্রদান করিয়া "যে পর্য্যন্ত আমরা প্রত্যাগমন না করি, তদবধি তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের গৃহে সর্ব্বদাই অবস্থান করিও," ইহা বলিলেন। সেই সমস্ত দুঃখী উপজীবীকে ঐরূপ বলিয়া, তিনি ধনাধ্যক্ষকে "ধন আনয়ন কর," এরূপ আদেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহার সমস্ত ভৃত্যেরা তথায় সমুদয় ধন আনয়ন করিলে, সেই ধনরাশি সম্যক্ শোভায়মান হইয়া পরিদৃশ্যমান হইল। পরে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, লক্ষ্মণের সহিত সেই সমস্ত ধন ব্রাহ্মণ এবং

দীন বালক ও বৃদ্ধদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে তত্রত্য সন্নিহিত প্রদেশে পিঙ্গল-বর্ণ-সম্পন্ন ত্রিজট নামা এক গর্গগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি খনন-লব্ধ কন্দমূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, সুতরাং নিয়তই কুঠার, কুদ্দাল ও হলাকার দণ্ডবিশেষ লইয়া বনে থাকিতেন। রামের প্রভূত অর্থ-দাতৃত্ব বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার দারিদ্র্য দুঃখে পীড়িতা তরুণী ভার্য্যা, শিশু সন্তান সকল গ্রহণপূর্ব্বক সমীপে যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—"আমার কথানুসারে কার্য্য কর,—সত্বর কুঠার ও কুদ্দাল পরিত্যাগ করিয়া রামের নিকট যাইয়া আপনার ও আমাদিগের অবস্থা নিবেদন কর, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ লাভ করিতে পারিবে।"

ভার্য্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই ত্রিজট-নামা ব্রাহ্মণ তখনই অতিজীর্ণা (যদ্দ্বারা কথঞ্চিৎও দেহ আবৃত হয় না, তাদৃশী) শাটী উত্তরীয় বসন করত, যে পথ দিয়া রামভবনে গমন করা যায়, সেই পথে প্রস্থিত হইলেন। তিনি জনসমাজে ভৃগু ও অঙ্গিরার ন্যায় তেজস্বী হইয়া প্রকাশমান হইতেন, সুতরাং কেহই তাঁহাকে পঞ্চম-কক্ষ্যা-পর্য্যন্ত গমনেও নিবারণ করিল না; তিনি অনায়াসেই রাজ-নন্দন রামের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মহাযশঃ-সম্পন্ন রাজপুত্র! আমি অতি নির্ধন,—আমি নিয়ত বনে থাকিয়া খনন-লব্ধ কন্দমূলাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি সুতরাং আমি অতি দুঃখী; এবং আমার অনেকগুলি পুত্রও আছে; আপনি আমার প্রতি কৃপা-কটাক্ষ বিতরণ করুন।"

অনন্তর রাম সেই ব্রাহ্মণকে এই পরিহাস-যুক্ত বাক্য বলিলেন,—"সরযূ নদীর পর পারে আমার বহু সহস্র গো আছে, তন্মধ্যে এক সহস্র গবীও আমি এখন পর্য্যন্ত কাহাকে প্রদান করি নাই; আপনি ঐ দণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তত্রত্য গোগৃহের যতদূর অতিক্রম করিতে পারিবেন, তন্মধ্যে যত গো থাকিবে, আপনি তৎসমস্ত লাভ করিবেন।"

তখন ত্রিজট অতি ব্যাকুলচিত্ত হইয়া সত্ব[illegible] সেই শাটী কটিদেশে বেষ্টন করিয়া সেই দণ্ড ভ্রামণ-পূর্ব্বক যথাশক্তি বেগসহকারে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার করবিমুক্ত সেই দণ্ড সর[illegible] নদীর পরপারে যাইয়া বহু সহস্র গোগৃহ অতি-ক্রম করিয়া বৃষদিগের আবাসসমীপে পতি[illegible] হইল। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাম সেই গর্গগোত্রী[illegible] ত্রিজটকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার আশ্র[illegible] সরযূপরপারবর্ত্তী সেই গোসমুদায় প্রেরণ করি-লেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করত এই ক[illegible] বলিলেন,—"আপনি কোপ করিবেন না; আ[illegible] আপনার সহিত পরিহাস করিয়াছি,—আপনা[illegible] এই যে দূরপাতিত্বরূপ সামর্থ্য, ইহাই জানিতে অভিলাষী হইয়া, আমি আপনাকে ঐরূ[illegible] করিতে বলিয়াছি। হে বিপ্র! আমি সত[illegible] দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমা[illegible] উপার্জ্জিত ধন সমুদায় আপনাদিগের কা[illegible] লাগিলেই, আমি সমধিক প্রীতি ও যশ লা[illegible] করি; সুতরাং আমার যে যে ধন আ[illegible] তৎসমস্ত আপনাদিগের নিমিত্তই র[illegible] রহিয়াছে; অতএব আপনি বিনা সঙ্কোচে, যদি আরও কিছু লইতে অভিলাষ করেন, তবে প্রার্থনা করুন।"

অনন্তর মহামুনি ত্রিজট সেই গোসমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া ভার্য্যার সহিত প্রমোদসহকারে মহাত্মা রামকে বল, যশ, প্রীতি ও সুখবৃদ্ধি-বিষয়ক আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। পরে অপ্রতিহত-পরাক্রম রাম ধর্ম্মানুসারে স্ববীর্য্যা-র্জ্জিত মহামূল্য ধন সমস্ত অচির কালমধ্যেই সুহৃদ্বর্গকে প্রদান করিলেন এবং সুহৃদ্বর্গ-কর্ত্তৃক যথোপযুক্ত সম্মানজনক বাক্যে সম্ভা-ভাবিত হইলেন। সেই সময়ে তথায় যে সকল ব্রাহ্মণ, ভিক্ষাজীবী দরিদ্র এবং রামের সুহৃৎ ও ভৃত্য ছিলেন, রাম তাঁহাদিগের সকলকেই যথাসম্ভ্রম সম্মানসহকারে ধন দান করিয়া তর্পিত করিলেন।

ইতি দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ বিদেহনন্দিনী সীতা দেবীর সহিত ব্রাহ্মণগণকে বহুধন বিতরণ করিয়া পিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার আলয়াভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাদিগের ভৃত্যদ্বয়কর্ত্তৃক গৃহীত, সীতা দেবীকর্ত্তৃক চন্দনাদি দ্বারা সম্যক্ অলঙ্কৃত এবং মাল্যদামে শোভিত আয়ুধ সমস্ত সম্যক্ শোভা-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন শ্রীসম্পন্ন নাগরিক ব্যক্তি সকল প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও সপ্ত-ভূমিক গৃহের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া, ঔদাস্যযুক্ত হইয়া রামকে অবলোকন করিতে লাগিলেন,—তৎকালে বহুজনে সমাকুলা হওয়ায়, রথ্যা সকলে গমন করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল; অতএব নগরবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা স্ব স্ব প্রাসাদে আরোহণ করিয়া দৈন্যসহকারে রঘুনন্দন রামকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে রামকে ছত্র-বিহীন হইয়া পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া অনেকে শোক-সমন্বিত-চিত্ত হইয়া নানাবিধ খেদযুক্ত বাক্য বিন্যাস করিলেন।

"হা! যে রামের পূর্ব্বে মহৎ চতুরঙ্গ সৈন্য অনুগমন করিত, অদ্য কেবল লক্ষ্মণ, সীতা দেবীর সহিত সেই রামের অনুগমন করিতেছেন! রাম ঐশ্বর্য্যরসিক ও অর্থীদিগের অভীষ্ট-ধনপ্রদ হইয়াও ধর্ম্মপালন-নিমিত্তই পিতৃবাক্য হেলন করিতে অভিলাষ করিতেছেন না। হা! পূর্ব্বে আকাশগামী প্রাণীরাও যে সীতা দেবীকে দর্শন করিতে পারিত না, অদ্য রাজপথস্থিত মানবেরাও তাঁহাকে অবলোকন করিতেছে! হা! এই নিয়ত অঙ্গরাগ-সমুচিতা ও রক্তচন্দন-তুল্য-বর্ণ-সমন্বিতা সীতা দেবীকে শীত, উষ্ণ ও বর্ষা সত্বর বিবর্ণা করিবে। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, রাজা দশরথ, ভূতাবিষ্ট হইয়াই এরূপ বলিয়াছেন; অন্যথা তিনি কিপ্রকারে প্রিয় তনয় রামকে বিবাসিত করিতে পারেন? কেননা, নির্গুণ পুত্রকেও বিবাসিত করা উচিত নয়; সুতরাং যে পুত্র কেবল স্বীয় সদ্ব্যবহার দ্বারা সমুদায় লোক বশীভূত করিয়াছেন, তিনি কি প্রকারে বিবাসনীয় হইতে পারেন? হিংসারাহিত্য, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, সচ্চরিত্র্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও শান্তি, এই ছয় শ্রেষ্ঠ গুণই পুরুষ-প্রবর রঘুনন্দন রামকে শোভিত করিতেছে; অতএব তাঁহার অভিষেক-ব্যাঘাতে, যেরূপ গ্রীষ্মকালে জলের ব্যাঘাতে জলচর প্রাণি-সমুদয় পীড়িত হয়, সেইরূপ সমস্ত প্রজাই পরম পীড়িত হইয়াছে। এই মহাদ্যুতি জগৎপতি ধর্ম্মাত্মা রাম, মনুষ্য-দিগের মূল-স্বরূপ; অপরাপর মনুষ্য সকল ইঁহার শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল-স্বরূপ; অতএব যেরূপ মূলের ব্যাঘাতে পুষ্প-ফল-সমন্বিত সমগ্র বৃক্ষই ব্যাহত হয়, সেইরূপ ইঁহার পীড়াতে পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবই পীড়িত হইয়াছে। এই রঘুনন্দন রাম, যে পথে গমন করিবেন, আমরা সকলে পত্নী ও বান্ধব-বর্গের সহিত, লক্ষ্মণের ন্যায় সত্বর সেই পথ দিয়া উঁহার অনুগমন করি,—আমরা রঘুনন্দন রামের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ জ্ঞান করিয়া উদ্যান, ক্ষেত্র ও গৃহ সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক উঁহার অনুগমন করি। আমরা রত্ন, ধন ও ধান্য-প্রভৃতি সারবস্তু-সমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে, যে সমস্ত গৃহ অমার্জ্জিত, রজঃ-পরিব্যাপ্ত, দেবগণপরিত্যক্ত, গর্ত্ত হইতে উত্থিত ইতস্তত ধাবমান মূষিক-সমূহে সমাবৃত, ধূমরহিত, জলবিহীন এবং যেরূপ রাষ্ট্র-বিপ্লব ও দৈবদুর্ঘটনার সময়ে গৃহসকল ভগ্ন ও ভগ্ন পাত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগ্ন ও ভিন্ন ভাজনে সমাকুল হইবে; এবং যে সমস্ত গৃহে বলিকর্ম্ম অনুষ্ঠান, দেবযজন, যথা মন্ত্র হবন ও ইষ্টমন্ত্র-জপ না হইবে; কেকয়ী দেবী সেই সমস্ত গৃহই প্রাপ্ত হউন। রঘুনন্দন রাম, যে বনে গমন করিবেন, তাহা নগর হউক এবং আমাদের পরিত্যাগ করা প্রযুক্ত এই নগরী বন হউক। আমাদিগের ভয়ে সর্পসকল, গর্ত্তসমুদয়, মৃগ ও পক্ষী সমুদায়, গিরি-সানু সকল এবং সিংহ ও গজ সমস্ত, বন-সকল পরিত্যাগ করুক। তাহারা আমাদিগের সেবিত বনস্থল পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের পরিত্যক্ত এই নগরী আশ্রয় করুক। আমরা সকলে নিরুদ্বেগ হইয়া রঘুনন্দন রামের সহিত

বনে বাস করি; এবং যে প্রদেশ মৃগ, পক্ষী ও সর্প-সমূহে সমাকুল এবং যথায় তৃণ, মাংস ও ফলমাত্র উপাদেয়, কেকয়ী দেবী, পুত্র ও বান্ধবদিগের সহিত সেই প্রদেশ লাভ করুন।" রঘুনন্দন রাম পথে যাইতে যাইতে বহুজন-কথিত ঐরূপ বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করিলেন; কিন্তু তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তবিকার হইল না। সেই মত্তমাতঙ্গসদৃশ-বিক্রমশালী ধর্ম্মাত্মা রাম, দূর হইতে কৈলাস-শিখরের ন্যায় প্রকাশমান পিতৃভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই বিনীত-বীরপুরুষ-সমূহে সমাকুল রাজ-ভবনে প্রবেশ করিয়া অনতি দূরে দীনভাবে অবস্থিত সুমন্ত্রকে অবলোকন করিলেন। সেই যথাবিধি পিতৃবাক্য-পালনোদ্যত রাম আত্মীয়বর্গকে দুঃখিত অবলোকন করিয়াও দুঃখিত না হইয়া যেন হাসিতে হাসিতে পিতাকে দর্শন করিবার অভিলাষে গমন করিতে লাগিলেন। পরে দুঃখ-সমন্বিত পিতা নরপতি দশরথের আদেশানুসারে বন-গমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া তৎসমীপে গমনাভিলাষী সেই ইক্ষ্বাকু-নন্দন মহাত্মা ধর্ম্মবৎসল রাম তাঁহার নিকট সংবাদ-প্রেরণ-মানসে সুমন্ত্রকে অতিসন্নিহিত দেখিয়া অবস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া "নরপতিকে মদীয় আগমন-বার্ত্তা প্রদান কর," ইহা বলিলেন।

ইতি ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর শ্যামবর্ণ-সম্পন্ন কমল-লোচন মহাত্মা রাম "পিতাকে মদীয় আগমন-বার্ত্তা প্রদান কর," বলিয়া সুমন্ত্র সারথিকে প্রেরণ করিলে, তিনি সত্বর প্রবেশিয়া নরপতি দশরথকে সন্তাপাকুলেন্দ্রিয় হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস-পরায়ণ এবং রাহুগ্রস্ত আদিত্য, ভস্মসমাচ্ছন্ন অনল ও নির্জ্জল তড়াগের ন্যায় অবস্থাপন্ন দেখিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ সুমন্ত্র সারথি, তাঁহাকে অতীব ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া রাম-নিমিত্ত শোক করিতে দেখিয়া, অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া আদর-সহকারে প্রথমে তাঁহাকে জয়-বাক্যে বর্দ্ধিত করিলেন, পরে ধীরে ধীরে এই ভয়ব্যাকুল মনোহর বাক্যে সম্ভাষা করিলেন, "হে নৃপ! আপনার তনয় পুরুষ-প্রবর সত্যপরাক্রম-সম্পন্ন বন-গমনোদ্যত রাম ব্রাহ্মণ ও উপজীবী-দিগকে সমস্ত ধন দান করিয়া দ্বারদেশে আসিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি সুহৃদগণের অনুমতি লইয়া অধুনা কেবল আপনাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; আপনার মঙ্গল হউক,—তিনি আপনাকে দর্শন করুন। রশ্মি-সমূহ-সমন্বিত সূর্য্যের ন্যায়, সমস্ত রাজগুণ-সম্পন্ন সেই রাম এখনই মহারণ্যে গমন করিবেন; সুতরাং এই সময়ে আপনি একবার তাঁহাকে অবলোকন করুন।"

অনন্তর সাগরের ন্যায় গম্ভীর ও আকাশের ন্যায় নির্ম্মল সেই সত্যবাদী ধর্ম্মাত্মা নরেন্দ্র দশরথ সুমন্ত্রকে "সুমন্ত্র! এখানে আমার যে সমস্ত ভার্য্যা আছেন, তুমি তাঁহাদিগকে আনয়ন কর; আমি ভার্য্যাবর্গে পরিবৃত হইয়া রঘুনন্দন রামকে অবলোকন করিতে বাসনা করি," এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন। তখন সুমন্ত্র অতিবেগে অন্তঃপুরে যাইয়া তাঁহাদিগকে "মান্যবর রাজা দশরথ আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, সুতরাং আপনারা তথায় চলুন; বিলম্ব করিবেন না," এই বাক্য বলিলেন। মহীপতির আদেশানুসারে সুমন্ত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ আভাষিতা হইয়া, সেই সমস্ত মহিলারা স্বামীর আদেশ অবগত হইয়া তাঁহার ভবনে যাইতে উপক্রম করিলেন। রাম-বিয়োগ-দুঃখে রোদন করা-প্রযুক্ত লোহিতবর্ণ-লোচন-সম্পন্না সেই সার্দ্ধ সপ্ত শত পতিব্রতা প্রমদারা কৌসল্যাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পৃথিবীপতি দশরথ, পত্নী সকলকে সমাগত দেখিয়া সেই সুমন্ত্র সারথিকে "সুমন্ত্র! তুমি আমার [illegible] আনয়ন কর," [illegible] বলিলেন। সুমন্ত্র সারথি মহীপতি-কর্ত্তৃক

সেইরূপ আদিষ্ট হইয়া বহির্দ্দেশে যাইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিলেন। ভার্য্যা-বর্গে পরিবৃত রাজা দশরথ দূর হইতে পুত্রকে কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিমুখে আসিতে দেখিয়া দুঃখিত হওত তখনই আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার দিকে অভিক্রত হইলেন, এবং কয়েক পদ যাইয়াই নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া মূর্চ্ছাবস্থা লাভ করত ভূতলে পতিত হইলেন। তখন মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ সত্বর হইয়া অত্যন্ত দুঃখ-প্রযুক্ত সংজ্ঞাবিহীনের ন্যায় অবস্থাপন্ন সেই শোক-সমন্বিত নরপতি দশরথের সমীপস্থ হইলেন। সেই সময়ে রাজভবনে সহসা মহিলাগণের অলঙ্কার-শব্দ-সম্বলিত "হা! রাম!" এই ধ্বনি উৎপন্ন হইল। পরে রাম ও লক্ষ্মণ, উভয়ে সীতা দেবীর সহিত রোদন করত তাঁহাকে বাহুদ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক অঙ্কে ধারণ করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকালপরে সেই শোক-সাগর-নিমগ্ন মহীপতি দশরথ সংজ্ঞাযুক্ত হইলে, রাম অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাদিগের সকলেরই প্রভু, সুতরাং আমি দণ্ডকারণ্যে যাইতে উদ্যত হইয়া আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি; আপনি করুণাকটাক্ষে আমাকে অবলোকন করুন। এই সীতা দেবী ও লক্ষ্মণকে আমি বহু-কারণ-সমন্বিত তথ্য বাক্য-দ্বারা বনগমনে নিবারণ করিয়াছি; কিন্তু উঁহারা কোন ক্রমেই এখানে থাকিতে অভিলাষ করেন না; অতএব উঁহাদিগকেও আমার অনুগমন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। হে সম্মানপ্রদ! যেরূপ প্রজাপতি ব্রহ্মা শোক না করিয়া সনকাদিকে বন গমনে অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও শোক পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ, সীতা ও আমি, আমাদিগের সকলকে বন গমনে অনুমতি প্রদান করুন।"

নরপতি দশরথ রঘুনন্দন রামকে বন-গমনোদ্যত হইয়া কেবল অনুমতির অপেক্ষা করিতে দেখিয়া বলিলেন, "রঘুনন্দন! আমি কেকয়ীর বর দান করা-প্রযুক্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি; অধুনা আমাকে নিগৃহীত করিয়া, তুমি স্বয়ংই অযোধ্যা নগরীতে রাজা হও।"

ধার্ম্মিকবর, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ রাম রাজা দশরথ-কর্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করত তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে নৃপ! আমি আপনাকে মিথ্যাবাদী করিতে পারি না, সুতরাং অরণ্যেই বাস করিব; আপনি সহস্র বর্ষপরিমিত পরমায়ু লাভ করিয়া পৃথিবীর পতি হইয়া থাকুন। হে নরাধিপ! আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালনান্তে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় আপনার চরণ বন্দনা করিব।"

অনন্তর সেই সত্যপাশে আবদ্ধ রাজা দশরথ অপরের অপরিজ্ঞাত-ভাবে কেকয়ী দেবী কর্তৃক "অদ্যই রামকে বনে প্রেরণ কর," এরূপ নিযোজিত হইয়া দুঃখিত হওত রোদন করিতে করিতে সেই প্রিয় তনয় রামকে বলিলেন, "হে রঘুনন্দন! তুমি ধর্ম্মাত্মা ও সত্যনিষ্ঠ, সুতরাং তোমার বুদ্ধি পরিবর্ত্তিত করা অসাধ্য; অতএব হে তাত! তুমি ইহলোক ও পরলোকের হিত এবং পুনরাগমন-নিমিত্ত ব্যগ্রতাবিহীন হইয়া মঙ্গলে মঙ্গলে, যে পথে কাহা হইতেও ভয় হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই পথ দিয়া গমন কর। কিন্তু পুত্র! অদ্য রজনীতে তুমি যাইও না; কারণ তোমাকে দর্শন করিয়া, আমি একদিনও সুখে থাকিব। পুত্র! তুমি আমাকে ও তোমার জননীকে অবলোকন করিয়া অদ্য এইখানেই রজনী অতিবাহিত কর; মৎকর্তৃক সমস্ত কাম্যবস্তু দ্বারা তর্পিত হইয়া কল্য প্রাতে স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইও। হে রঘুনন্দন! আমার প্রিয়-সম্পাদনার্থ স্বীয় প্রিয় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বিজন বনে যাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি অতীব সুদুষ্কর কার্য্য সাধনে উদ্যত হইয়াছ! পুত্র! এই ব্যাপার আমার প্রিয় নহে, ইহা আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি; কিন্তু কি করি! এই প্রচ্ছন্ন-ভাবা ভস্মাচ্ছাদিত-বহ্নিতুল্যা মহিলা কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি! আমি যে বঞ্চনা প্রাপ্ত

হইয়াছি, তুমি ঐ কুলোচিত-চারিত্র্য-নাশিনী কেকয়ী কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াই সেই বঞ্চনার নিকৃতিবিধানে অভিলাষী হইয়াছ! পুত্র! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র; সুতরাং তুমি যে আমাকে সত্যবাদী করিতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহা আশ্চর্য্য নহে।"

অনন্তর দুঃখার্ত্ত পিতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দৈন্ত-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "অদ্য আমি যে সমস্ত গুণ-সমন্বিত খাদ্য দ্রব্য লাভ করিব, কল্য তৎসমস্ত আমাকে কে প্রদান করিবে? অতএব আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অদ্যই এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে প্রার্থনা করি। রাজন্! কোন প্রকারেই আমার এই বনবাস-বিষয়িণী বুদ্ধির অন্যথা হইবে না; আপনি আমার পরিত্যক্ত রাষ্ট্র ও প্রজাবর্গের সহিত এই ধন-ধান্য-সমাকুল ভূমণ্ডল ভরতকে প্রদান করুন। হে বরপ্রদ! আপনি পূর্ব্বে সন্তুষ্ট হইয়া কেকয়ী দেবীকে যে বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়া সত্যবাদী হউন। আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার আদেশ প্রতিপালন করত চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনচরবর্গের সহিত বনে বাস করিব; আপনি বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভরতকে পৃথিবী প্রদান করুন। হে রঘুনন্দন! আমি আত্মসুখ বা আত্মীয়বর্গের প্রীতিসম্পাদন-মানসে রাজ্যকামনা করি নাই; আপনার আদেশ প্রতিপালনার্থই অভিলাষ করিয়াছিলাম; অতএব আপনার দুঃখ দূরীভূত হউক। আপনি নয়নজলে আপ্লাবিত হইবেন না; দুরাধর্ষণীয় নদীপতি সমুদ্র কখন ক্ষুব্ধ হন না; আপনি কেন হইতেছেন? হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও সুকৃত দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি কেবল আপনাকে অনৃতমুক্ত ও সত্যযুক্ত করিতে বাসনা করি,—রাজ্য, সুখ, সমস্ত কাম্যবস্তু, জনকনন্দিনী সীতা বা স্বর্গের অভিলাষ করি না; এমন কি! আমার জীবনেও বাসনা নাই; অতএব হে [illegible]! আমি আর ক্ষণমাত্রও এখানে অবস্থান করিতে পারি না, সুতরাং আপনি মদীয় গমন-জন্য শোক পরিত্যাগ করুন; আমার সঙ্কল্পিত বিষয়ের অন্যথা ভাব হইবে না। হে রঘুনন্দন! আমি কেকয়ী-কর্তৃক 'তুমি বনে গমন কর' এরূপ প্রার্থিত হইয়া তাঁহাকে 'গমন করিব' এরূপ বলিয়াছি; সেই প্রতিজ্ঞাও আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। হে দেব! আমরা বহুবিধ পক্ষিরবে প্রতিধ্বনিত, হরিণগণ-পরিব্যাপ্ত, প্রশান্ত বনে মনের সুখে বিহার করিব; আপনি আমাদিগের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না। হে তাত! দেবগণেরও পিতাই দেবতা, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে; সুতরাং জীবমাত্রের পিতাই দেবতা; অতএব আমি অবশ্যই আপনার বাক্য প্রতিপালন করিব। হে নরসত্তম! চতুর্দ্দশ বর্ষ বিগত হইলেই, আপনি আমাকে এখানে সমাগত দর্শন করিবেন; সুতরাং এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। হে পুরুষ-প্রবর! এক্ষণ আপনাকে এই সমস্ত রোদন-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের চিত্ত স্তম্ভিত করিতে হইবে; আপনি কেন বিকার প্রাপ্ত হইতেছেন? হে নরপাল! আপনি ভরতকে আমার পরিত্যক্ত পুর ও রাষ্ট্র-প্রভৃতি সমগ্র ভূমণ্ডল প্রদান করুন এবং আমিও এখনই আপনার আদেশ পালন করিবার নিমিত্ত বহুকাল বনে বাস করিতে গমন করি; যেহেতু কেবল ভরতই আমার পরিত্যক্ত মঙ্গলাকর পুর, কানন ও শৈলখণ্ড-প্রভৃতি সমগ্র পৃথিবী লাভ করুন, এরূপ না হউক; পরন্তু আপনার সকল বাক্যই সফল হউক। হে অনঘ! আপনার আদেশ পালন করা সাধুজন-সম্মত, সুতরাং তাহাতে আমার মন যেরূপ নিবিষ্ট হইয়াছে, অধুনা উত্তম উত্তম কাম্যবস্তু সমুদায় বা আত্ম-প্রিয় বিষয়ে তাদৃশ নিবিষ্ট নহে; অতএব আমার নিমিত্ত আপনার যে দুঃখ হইতেছে, তাহা দূরীভূত হউক। হে অনঘ! অধুনা আমি আপনাকে অনৃত-যুক্ত করিয়া অক্ষয় রাজ্য, সমস্ত কাম্যবস্তু, সমগ্র পৃথিবী, বিদেহ-নন্দিনী সীতা বা জীবন কামনা করি না; কেবল আপনার [illegible] হউক, ইহাই বাসনা করি। [illegible]

বিচিত্র-পাদপ-সমন্বিত বিপিনে প্রবেশ করিয়া গিরি, সরোবর ও নদী-সমস্ত দর্শন এবং ফল ও মূল ভক্ষণ করতই সুখী হইব; আপনি সুখী হউন।”

সেই ব্যসনপ্রাপ্ত রাজা দশরথ পুত্র-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া সন্তাপ ও দুঃখে পীড়িত হওত তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পৃথিবীতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন,—কিছুমাত্রই জ্ঞান-গোচর করিতে পারিলেন না। তখন কেকয়ী ব্যতীত তাঁহার অপরাপর পত্নীরা সকলে মিলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন; এবং সুমন্ত্রও রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। তৎকালে তত্রত্য সকল ব্যক্তিরই মুখ হইতে হাহারব নির্গত হইতে লাগিল।

ইতি চতুস্ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সুমন্ত্র সারথি, রাজা দশরথের মন জানিয়া সহসা অশুভ-সন্তাপ-সমন্বিত, ক্রোধাভিভূত ও ক্রোধ-রক্তলোচন হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বারংবার হস্তে-হস্তে নিষ্পেষপূর্ব্বক মস্তক ঘূর্ণিত ও দন্ত কটকটায়িত করত বাক্য-রূপ সুশাণিত বাণে কেকয়ীর হৃদয় কম্পিত করিতে লাগিলেন। যেরূপ বাণদ্বারা মর্ম্ম ভেদ করে, সেইরূপ তিনি বাক্যরূপ অনুপম বজ্র দ্বারা কেকয়ীর সমস্ত মর্ম্ম ভেদ করত তাঁহাকে বলিলেন, “হে দেবি! তুমি যখন স্বীয় স্বামী চরাচরাত্মক সমুদয় জগৎপ্রতিপালক রাজা দশরথকে পরিত্যাগ করিলে, তখন ইহলোকে তোমার আর অকর্ত্তব্য কিছুই নাই। আমি তোমাকে পতিনাশিনী ও কুলকলঙ্কিনী বিবেচনা করি; যেহেতু তুমি মহেন্দ্রের ন্যায় অপরাজেয়, পর্ব্বতের ন্যায় অকম্পনীয় ও সমুদ্রের ন্যায় অক্ষোভণীয় রাজা দশরথকে স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা সন্তাপিত করিতেছ। তুমি পোষণকর্ত্তা ও অভীষ্টবরদাতা পতি দশরথের অবমাননা করিও না; কেননা, নারীদিগের পুত্র-পরম্পরা-পাতিনী হওয়া অপেক্ষায় স্বামীর অভিপ্রায়ানুবর্ত্তিনী হওয়া উত্তম। এই ইক্ষ্বাকুবংশে এরূপ নিয়ম আছে যে, জ্যেষ্ঠেরাই রাজ্যলাভ করিয়া থাকেন; এই ইক্ষ্বাকু-কুলনাথ দশরথ জীবিত থাকিতেই, তুমি সেই নিয়ম বিলুপ্ত করিতে অভিলাষ করিতেছ! তোমার পুত্র রাজা হউক,—ভরত পৃথিবী শাসন করুক; কিন্তু রাম যেখানে গমন করিবেন, আমরা সেই খানেই গমন করিব! যেহেতু অধুনা তুমি এরূপ কার্য্য করিতে উদ্যতা হইয়াছ যে, তোমার রাজ্যে কোন্ ব্রাহ্মণই অধিবসতি করিতে পারেন না। তুমি ঈদৃশ অকার্য্য-সাধনে উদ্যতা হইলেও যে, তোমার নিমিত্ত পৃথিবী বিদীর্ণা হইতেছে না, ইহা আমি আশ্চর্য্য বোধ করি। তুমি রামকে প্রব্রাজিত করিতে উদ্যতা হইলেও তোমাকে যে, বিশুদ্ধ ব্রহ্মর্ষিগণ-সৃষ্ট ভয়ানক-দর্শন অগ্নি-তুল্য জাজ্বল্যমান বাগ্দণ্ড সমস্ত হিংসা করিতেছেন না; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধিক্!

“কোন্ ব্যক্তি কুঠার-দ্বারা আম্রবৃক্ষ ছেদন করিয়া তথায় নিম্ব বৃক্ষ রোপণপূর্ব্বক তাহার পরিচর্য্যা করেন? যে, নিম্ব বৃক্ষে জল সেচন করে, নিম্ব বৃক্ষ তাহার নিমিত্ত মধুরফলপ্রদ হয় না! আমি বিবেচনা করি, আভিজাত্য তোমার মাতারও যেরূপ, তোমারও সেইরূপ; কেন না, ইহা সকল লোকেই বলিয়া থাকে যে, নিম্ব হইতে কখনই মধু ক্ষরিত হয় না। আমরা তোমার মাতার এক ঘোরতর পাপাভিসন্ধির বিষয় অবগত আছি, যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি বলিতেছি, শ্রবণ কর। ‘কোন বরপ্রদ ব্রাহ্মণ তোমার পিতা কেকয়াধিপতিকে এক উৎকৃষ্ট বর প্রদান করিয়াছিলেন; তৎপ্রভাবে তিনি প্রাণিসমুদায়ের বাক্য বোধে সমর্থ হন; এমন কি, তির্য্যগ্‌যোনিগত ভূতবর্গেরও কথা পরিজ্ঞানে সক্ষম হন। কিছুদিন পরে তোমার পিতা শয্যায় শয়ন করিয়া সুবর্ণ-তুল্য-কান্তি-সম্পন্ন জৃম্ভ-নামা পক্ষীর বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাহার ভাব বোধ করত বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন তোমার জননীও সেই শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার সেই অকারণক হাস্য-

দর্শনে ক্রোধ-সমন্বিতা ও মৃত্যুপাশে আবদ্ধা হইতে অভিলাষিণী হইয়া তাঁহাকে "হে শুভ-দর্শন নরনাথ! আমি তোমার হাস্য-কারণ জানিতে অভিলাষ করি," ইহা বলিলেন। তখন কেকয়রাজও সেই দেবীকে "আমি যদি তোমাকে ইহার কারণ বলি, তবে এখনই আমার মৃত্যু হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই," এই কথা বলিলেন। অনন্তর তোমার জননী ত্বদীয় পিতা কেকয়রাজকে "আমাকে উপহাস করিতে হইবে না; তুমি জীবিতই থাক বা তোমার মৃত্যুই হউক, তদ্বিবরণ কীর্ত্তন কর;" এই কথা বলিলেন। কেকয়রাজ প্রেয়সী ভার্য্যা-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া সেই বরপ্রদাতা ব্রাহ্মণের নিকট উক্ত বিষয় বর্ণন করিলেন। অনন্তর সেই বরপ্রদ সাধু পুরুষ তাঁহাকে "রাজন্! তোমার ভার্য্যা মরিয়াই যাউক, বা স্থানান্তরেই গমন করুক; তুমি কদাচই তাহার বাক্যানুসারে কার্য্য করিও না," এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন। সেই প্রসন্ন-মানস ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া, কেকয়াধিপতি তোমার জননীকে নিগ্রহ করিয়া, কুবেরের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন।"

"হে পাপদর্শিনি! সেইরূপ তুমিও মোহ-প্রযুক্ত দুষ্টজনাচরিত মার্গ অবলম্বন করিয়া এই দশরথ রাজাকে অসৎকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছ। ইহলোকে পুরুষেরা পিতার ও রমণীরা জননীর স্বভাবানুসারে জন্মিয়া থাকে, এই যে এক প্রবাদ আছে, তাহা এত দিনে আমার নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হই-তেছে। সে যাহা হউক, অধুনা তুমি বিনীতা হও,—মহীপতি দশরথ যাহা বলেন, তাহাই কর। তুমি স্বামীর ইচ্ছার অনুবর্ত্তিনী হইয়া এই সকল ব্যক্তির আশ্রয় হও; পাপাচারিণী-কর্ত্তৃক উৎসাহিতা হইয়া এই লোক-প্রতি-পালক দেবরাজ-তুল্য-প্রভাশালী স্বামী দশ-রথকে অধর্ম্মে নিয়োগ করিও না। এই দিগ্দাপ শ্রীমান্ রাজীবলোচন দশরথ তোমার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা করিবেন না। হে দেবি! রাম একে জ্যেষ্ঠ, তাহে আবার কর্ম্মকুশল, বদান্য, ধর্ম্ম-প্রতি-পালক ও জীবলোক-রক্ষক; সুতরাং তিনিই অভিষিক্ত হউন। হে দেবি! যদি রঘুনন্দন রাম, পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করেন, তবে লোকে তোমার এক উৎকট অপবাদ প্রচারিত হইবে; বিশেষত তদ্ব্যতিরেকে নগর-বাসী অপর কেহ তোমার শুভানুধ্যায়ীও হইবে না; অতএব তিনি রাজ্য পালন করুন, তুমিও চিন্তাজ্বরবিমুক্তা হও। রাম যৌব-রাজ্যাভিষিক্ত হইলে, মহাধনুর্দ্ধর রাজা দশরথ পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণ স্মরণ করিয়া বনে প্রবেশ করিবেন। তখন ভরত অবশ্যই যুবরাজ হইবেন।"

সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজা দশরথের নিকটে কৈকেয়ী দেবীকে সেই সামযুক্ত অথচ তীক্ষ্ণ বাক্যে অত্যন্ত ক্ষোভিত করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুমাত্র ক্ষোভ বা সন্তাপ লাভ করি-লেন না; অধিক কি! তাঁহার মুখবর্ণ-বিকারও হইল না।

ইতি পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ প্রতিজ্ঞা-পীড়িত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সুমন্ত্রকে এই বাষ্পগদ্গদ বাক্যে বলিলেন, "হে সূত! তুমি সত্বর রঘুনন্দন রামের অনু-চর হইবার নিমিত্ত রথি-প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ সৈনিক পুরুষে সমাকুলা রত্নপরিপূরিতা সেনা নিয়োগ কর। মিষ্টবাদিনী গণিকা ও বহুধন-সম্পন্ন বণিক্ সকল স্ব স্ব পণ্যদ্রব্য সমস্ত বিস্তার করত সেই সেনা শোভিত করুক। কুমার রাম, যে মল্লদিগের বীর্য্যে সন্তুষ্ট আছেন এবং যাহারা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তুমি তাহা-দিগকেও বহুধন প্রদান করিয়া সেই সেনা-মধ্যে নিযুক্ত কর। এই নগরী-মধ্যে আরণ্য-পথিপ্রজ্ঞ যে সকল ব্যাধ আছে, তাহারাও মুখ্য মুখ্য আয়ুধ ও শকট সমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক কাকুৎস্থ রামের অনুগামী হউক। যা-

কুঞ্জর ও মৃগ-সমস্ত হনন, বিবিধ-নদী দর্শন ও আরণ্যক মধুপান করত রাজ্য স্মরণ করিবেন না। মদীয় ধন-কোষ ও ধান্যসঞ্চয় নির্জন-বনবাসী রামের অনুগামী হউক। তিনি বনেও ঋষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া পুণ্য-প্রদেশ সকলে যাগ অনুষ্ঠান করত ঋত্বিক্-দিগকে যথাশাস্ত্রোক্ত দক্ষিণা প্রদান করিয়া সুখে থাকিবেন। মহাবাহু ভরত অযোধ্যা পালন করিবেন; অধুনা শ্রীসম্পন্ন রামকে সমস্ত কাম্যবস্তু-সমন্বিত করিয়া প্রস্থাপিত কর।"

কাকুৎস্থ দশরথ সেইরূপ বলিলে, কেকয়ী দেবী ভয়প্রাপ্তা হইলেন। তখন তাঁহার মুখ শুষ্ক ও স্বর অবরুদ্ধ হইল। সেই সম্যক্-ত্রাস-যুক্তা ও বিষাদ-সমন্বিতা কেকয়ী দেবী রাজা দশরথের অভিমুখী হইয়া পরিশুষ্ক মুখে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "হে সাধো! ভরত, পীত-সারাংশ সুরার ন্যায়, অনুপভোজ্য এই ধনবিহীন অসার রাজ্য গ্রহণ করিবেন না।"

আয়তলোচনা কেকয়ী দেবী লজ্জাবিহীনা হইয়া সেই অতিদারুণ বাক্য বলিলে, রাজা দশরথ তাঁহাকে কহিলেন, "হে অহিত-কারিণি! তুমি আমাকে যে ভার বহনে নিয়োগ করিয়াছ, আমি তাহাই বহন করি-তেছি, তবে কেন আর আমার মর্ম্মভেদ করিতেছ? হে অনার্য্যে! অধুনা আমি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, পূর্ব্বেই কেন আমাকে তাহা করিতে নিরোধ কর নাই?"

রাজা দশরথের সেই ক্রোধযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, বরাঙ্গনা কেকয়ী দেবী দ্বিগুণ-ক্রোধ-সমন্বিতা হইয়া তাঁহাকে ইহা বলিলেন, "পূর্ব্বে তোমারই বংশে সগররাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জাকে যেরূপে প্রব্রাজিত করিয়াছিলেন, রামের সেইরূপেই প্রব্রাজিত হওয়া উচিত।

কেকয়ী-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া, রাজা দশরথ কেবল "ধিক্!" এতাবন্মাত্র বলিলেন এবং তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিই লজ্জান্বিত হইলেন; কিন্তু কেকয়ী দেবী তাহার মর্ম্ম বোধ করিতে পারিলেন না। তখন রাজা দশরথের অভিমত পবিত্র-স্বভাব সিদ্ধার্থ-নামা এক প্রধান ব্যক্তি তাঁহাকে ইহা বলিলেন, "সেই অসমঞ্জা অতি দুর্ম্মতি ছিল,—সে পথে ক্রীড়া-পরায়ণ বালক-দিগকে গ্রহণপূর্ব্বক সরযূনদীতে নিক্ষেপ করিয়া আহ্লাদিত হইত। নগরবাসী ব্যক্তি সকল তাহাকে তাদৃশ কদাচারী দেখিয়া ক্রোধ-যুক্ত হইয়া মহীপতি সগরকে 'হে রাষ্ট্রবর্দ্ধন! হয়, আপনি কেবল অসমঞ্জাকেই এই নগরী-মধ্যে স্থাপন করুন, অথবা আমাদিগের সকল-কেই স্থাপন করুন।' ইহা কহিয়াছিলেন। অনন্তর সগর রাজা তাঁহাদিগকে 'তোমা-দিগের কিনিমিত্ত এরূপ ভয় উপস্থিত হইয়াছে" এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। নরপতি-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া সেই পুর-বাসিসমস্তও তাঁহাকে 'এই অসমঞ্জা মূর্খতা-প্রযুক্ত অস্মদীয় ক্রীড়া-পরায়ণ বিহ্বল-চিত্ত বালক পুত্রদিগকে সরযূনদীতে নিক্ষেপ করিয়া অনুপম-প্রীতি লাভ করিয়া থাকে," এরূপ প্রত্যুক্তি করিয়াছিলেন। প্রজাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, নরপতি সগর তাঁহাদিগের প্রিয়-সম্পাদন-মানসে সেই অহিতকারী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন;—তিনি তখনই বনে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী কুঠারাদি প্রদান করিয়া, তাহাকে পত্নীর সহিত যানে আরোপণপূর্ব্বক স্বীয় ভৃত্যবর্গকে 'তোমরা শীঘ্র ইহাকে যাবজ্জীবন বিবাসিত কর,' এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন। সেই অসমঞ্জা যেরূপ পাপচারী ছিল, তাহাকে সেইরূপ কুঠার ও পেটী গ্রহণপূর্ব্বক নানাদিকে পরিভ্রমণ করত অতিক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইয়া-ছিল।

"হে দেবি! অতিধার্ম্মিক সগর রাজা পূর্ব্বোক্ত কারণে স্বীয় পুত্রকে সেইরূপে পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন; রাম কি পাপাচরণ করিয়াছেন যে, সেইরূপে বিবাসিত হইতে পারেন? আমরা ত রঘুনন্দন রামের কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাই না,—যেরূপ চন্দ্রে মালিন্য দেখা যায় না, সেইরূপ ইহাতেও পাপ লক্ষিত হয় না। হে দেবি! তবে যদি আপনি উঁহার কোন দোষ দর্শন করিয়া থাকেন, তবে

তাঁহারা যথাযথ কীর্ত্তন করুন; দোষী হইলে, রাম অবশ্যই বিবাসিত হইবেন। যেহেতু যদি সৎপথনিরত অদুষ্ট ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন, তবে সেই ধর্ম্মবিরোধী কার্য্য করা প্রযুক্ত তাঁহারও দীপ্তি নষ্ট হয়। অতএব হে দেবি। আপনি বিনা দোষে রামের রাজ্য-লাভের ব্যাঘাত করিবেন না; হে শুভাননে! যদিও আপনার ধর্ম্মবিরোধী কার্য্যানুষ্ঠানে ভয় না থাকে, তথাপি আপনার লোকাপবাদ অবশ্যই পরিহার্য্য।"

সিদ্ধার্থের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ কেকয়ী দেবীকে অতিমৃদুস্বরে এই শোকযুক্ত বাক্য বলিলেন, "হে পাপাচারে! তুমি এই হিতকর বাক্যও গ্রাহ্য করিতেছ না এবং স্বয়ংও আপনার বা আমার হিত বুঝিতে পারিতেছ না; কেবল কুৎসিত মার্গ অবলম্বন করিয়া কুকার্য্য-সাধনে চেষ্টা করিতেছ,—তোমার এই চেষ্টা নিতান্তই সাধুপথের বহির্ভূতা; অতএব আমি রাজ্য, ধন ও সুখ পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগমন করিব; তোমার পুত্র ভরত রাজা হউক, তুমি তাহার সহিত যথাসুখে চির কাল রাজ্য ভোগ কর।"

ইতি ষট্‌ত্রিংশ সর্গ॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

সিদ্ধার্থের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিনয়-বিজ্ঞ রাম, রাজা দশরথকে বিনয়-সংকারে এই কথা বলিলেন, "হে রাজন্! আমাকে বনে তত্রত্য ফল-মূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে হইবে, সুতরাং আমি নাগরিক ভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণ আমার কোন বিষয়েই আসক্তি নাই; অতএব আমার অনুগামী সৈন্যগণে প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হস্তী দান করিয়া কক্ষ্যা রাখিতে বাসনা করে, সেই রাজিশ্রেষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া কক্ষ্যার প্রতি স্নেহ-করায় ফল কি? হে সাধুশ্রেষ্ঠ! সেইরূপ আমি ভরতকে সমস্ত বস্তু প্রদান করিতে সম্মতি দিয়াছি, আমার অনুগামী সৈন্যগণে প্রয়োজন কি? হে নৃপ! অধুনা আপনি দাসীদিগকে আমার নিমিত্ত চীর আনয়ন করিতে আদেশ করুন।"

অনন্তর রঘুনন্দন রাম দাসীদিগকে "আমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিতে হইবে, তোমরা গিয়া সত্বর আমার জন্য দুইখান খনিত্র ও পেটী আনয়ন কর।" এই কথা বলিলে, কেকয়ী দেবী স্বয়ং চীর গ্রহণ করিয়া সেই জন-সমূহ-মধ্যেই বিনা লজ্জায় তাঁহাকে "পরিধান কর," বলিয়া তাহা প্রদান করিলেন। তখন পুরুষ-প্রবর রাম তাঁহার নিকট সেই দুই খণ্ড মুনিপরিধেয় চীর গ্রহণপূর্ব্বক সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাহা পরিধান করিলেন। লক্ষ্মণও স্বীয় পরিহিত শুভ্র বসনদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া দুই খণ্ড মুনি-পরিধেয় চীর পরিধান করিলেন; কিন্তু অত্যন্ত বিমনা হইয়া রহিলেন। অনন্তর কৌশেয়-বসন পরিহিতা সীতা দেবী স্বীয় পরিধানার্থ সেই চীর বসন দর্শন করিয়া, যেরূপ মৃগী জাল দেখিয়া ভীতা হয়, সেইরূপ ভীতা হইলেন। সেই ধর্ম্মজ্ঞানবতী ধর্ম্মদর্শিনী শুভলক্ষণা জনক-নন্দিনী সীতা দেবী কেকয়ীর নিকট কুশ ও সেই দুই খণ্ড চীর গ্রহণপূর্ব্বক তৎপরিধানে অনভিজ্ঞতা-বশত, লজ্জান্বিতার ন্যায়, অতীব ব্যাকুল-মানসা হইলেন! পরে তিনি বাষ্প-পূর্ণ-নয়না হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ-সদৃশ স্বামীকে "বনবাসী মুনি সকল কিপ্রকারে চীর পরিধান করিয়া থাকেন?" এই কথা বলিলেন এবং পুনঃপুন মোহ-প্রাপ্তা হইতে লাগিলেন। সেই বল্কল-পরিধানে অনিপুণা জনক-দুহিতা সীতা দেবী কণ্ঠদেশে এক খণ্ড চীর বিন্যাস করিয়া অপর একখণ্ড চীর হস্তে লইয়া, লজ্জিতার ন্যায় দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন। অনন্তর ধার্ম্মিকবর রাম, সত্বর সেই সীতা দেবী সমীপে যাইয়া স্বয়ং তাঁহার কৌশেয় বস্ত্রের উপর সেই চীর খণ্ড বন্ধন করিতে লাগিলেন। রামকে সীতাকে সেই উত্তম চীর পরিধান করাইতে দেখিয়া, অন্তঃপুরবাসিনী নারী সকল অশ্রুবারি মোচন করিতে লাগিল এবং সেই অমিততেজা রামকে খেদপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "বৎস! এই মনস্বিনী

সীতা দেবী একাকী বনবাসে [illegible] যাইবেন না ; অতএব হে সর্ব্বকার্য্যদক্ষ! তুমি যাবৎ পিতৃ-বাক্যানুসারে বনে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত না হও, তাবৎ আমাদিগের জীবন পরিতৃপ্তিরূপ ফল-দায়ক ইঁহার দর্শন লাভ হউক। রাম! তুমি নিয়ত ধর্ম্মনিরত ; সুতরাং যদি স্বয়ং এক্ষণ এখানে অবস্থান করিতে অভিলাষ না কর, তবে লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে বনে গমন কর ; এই কল্যাণী সীতা দেবীর, তাপসের ন্যায় বনে বাস করা বিধেয় নহে ; অতএব তুমি আমাদিগের প্রার্থনা পূরণ কর ; এই ভামিনী সীতা দেবী এই স্থানেই অবস্থান করুন।

দশরথতনয় রাম জননীবর্গের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে তুল্য-স্বভাবা সীতা দেবীর সহিত সেই চীরখণ্ড বন্ধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সীতা দেবী চীরপরিধান করিলেন দেখিয়া, রাজগুরু বসিষ্ঠ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কেকয়ীকে এই কথা বলিলেন, "হে কুলকলঙ্কিনি কেকয়ি! তুমি দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত স্বীয় মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছ,—রাজা দশরথকে বঞ্চনা করিয়া যেন সাধু-কারিণীর ন্যায় অবস্থান করিতেছ! হে সং-স্বভাববিহীনে! সীতাদেবীকে বনে যাইতে হইবে না ; উনি রামের অবশ্য-প্রাপ্য ঐ আসনে উপবেশন করিবেন,—পত্নী সমস্ত গৃহস্থ ব্যক্তিরই আত্মা, সুতরাং এই সীতা দেবীও রামের আত্মা ; ইনিই পৃথিবী পালন করিবেন! অথবা যদি ইনি রামের সহিত মিলিতা হইয়া বনেই গমন করেন, তবে আমরা ইঁহার অনুগামী হইব এবং পুরবাসী-সমস্তও অনুগামী হইবে। রঘুনন্দন রাম, পত্নীর সহিত যেখানে গমন করিবেন, অন্তঃপুররক্ষক এবং পুর ও রাষ্ট্রনিবাসী প্রাণিসমস্তও ধন-ধান্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক দাসদাসাদির সহিত তথায় গমন করিবে। [illegible] লোক হইতেছে যে, ভরতও শত্রুঘ্নের সহিত চীরবসন পরিধান [illegible] হইয়া এই বনবাসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা [illegible] বাস করিবেন। অত-এব হে এতাদৃশঅনিষ্টকারিণি দুরাচারে! তোমাকে একাকিনীই এই পাদপসমাকুলা মানববিরহিতা নিঃসারিতসারা বসুন্ধরা শাসন করিতে হইবে! যে রাজ্যে রাম রাজা থাকিবেন না, তাহা রাজ্য থাকিবে না, অর্থাৎ বন হইবে ; এবং যে বনে রাম নিবাস করিবেন, তাহা রাজ্য হইবে! বিশেষত যদি ভরত মহীপতি দশরথ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে কখনই পিতার ইচ্ছানুসারে অন্তত এই মহীমণ্ডল শাসন করি-বেন না এবং তোমার প্রতি পুত্রবৎ ব্যবহারও করিবেন না,—তুমি যদি পৃথিবীতল হইতে আকাশেও গমন কর, অর্থাৎ প্রাণও পরিত্যাগ কর, তথাপি সেই পিতৃবংশচরিত্রবিজ্ঞ ভরত কখনই তাহার অন্যথা করিবেন না ; অতএব হে দেবি! তুমি পুত্রহিতার্থে এই যে কার্য্য করিলে, ইহা তোমার পুত্রের অতীব অপ্রিয়। হে কেকয়ি! অধুনা রামের অনুগত নহে, ইহলোকে এরূপ কোন এক ব্যক্তিও নাই ; তুমি এখনই দেখিতে পাইবে যে, পশু, পক্ষী, মৃগ ও সর্প সকলও রামের অনুগমন করিবে এবং পাদপসমস্তও তাঁহার অনুগমনোন্মুখ হইবে।

অনন্তর সেই বসিষ্ঠ ঋষি কেকয়ী দেবীকে "হে দেবি! তুমি এই পুত্রবধূর চীর পরিধান নিবারণ করিয়া ইঁহাকে উত্তম উত্তম আভরণ ও বসন সকল প্রদান কর ; কেন না, ইঁহার চীর পরিধান উপযুক্ত নহে।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে সেই বসন প্রদান করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, "হে কেকয়ি! তুমি বরগ্রহণ-কালে একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলে, রাজদুহিতা সীতা দেবীর বনবাস প্রার্থনা কর নাই ; সুতরাং উঁহার ঐরূপ দীন-ভাবে বন-গমন কর্ত্তব্য নহে ; উনি পরিধান-সামগ্রী-সহকৃত সর্ব্বপ্রকার বসনসমন্বিতা এবং পরিচারকবর্গ ও মুখ্য মুখ্য যানসমূহে অনুগতা হইয়া অরণ্যে গমন করুন এবং বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া রঘুনন্দন রামের সহিত তথায় বাস করুন।"

সেই অনুপম প্রভাসম্পন্ন বিপ্রবর রাজগুরু বসিষ্ঠ সেইরূপ বলিলেও, প্রিয় স্বামী রামের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণাভিলাষিণী সেই সীতা

দেবীর অভিপ্রায়ের কিছুমাত্র অন্যথাভাব হইল না।

ইতি সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

সেই নাথবতী সীতা দেবীকে অনাথার ন্যায় চীর বসন পরিধান করিতে দেখিয়া, তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিই "দশরথ! তোমায় ধিক্!" এই বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের সেই রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, ইক্ষ্বাকুনন্দন মহীপতি দশরথ অতীব দুঃখিত হইয়া ধর্ম্ম ও যশোলাভের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন; এমন কি! জীবনেও অনিচ্ছু হইলেন, এবং উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কেকয়ীকে এই কথা বলিলেন, "হে কেকয়ি! মদীয় গুরু বসিষ্ঠ 'এই নিয়ত-সুখোচিতা সুকুমারী বালা সীতা দেবীর বনবাসোচিত চীরাদি-পরিধান নিতান্ত অনুচিত,' এই যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; অতএব ইঁহার কুশ ও চীর পরিধান করিয়া বনে গমন বিধেয় নহে। হা! এই অনপকারিণী নৃপবরনন্দিনী সীতা দেবী কি কাহারও কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করিয়াছেন যে, চীর পরিধান করিয়া এই বহুজন-মধ্যে আসিয়া, অপরিচিতা তাপসীর ন্যায়, অবস্থিতা হইয়াছেন। দেবি! আমি কিছু পূর্ব্বে তোমার নিকট 'এই জনক-দুহিতা সীতাকেও মুনিবেষধারিণী হইয়া বনে যাইতে হইবে,' এরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই; সুতরাং ইনি চীর পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রত্ন-সমন্বিতা সম্যক্ বিভূষিতা হইয়া যথাসুখে বনে গমন করুন। হা! আমি মুমূর্ষু হইয়াই যে তোমার নিকট 'তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই প্রদান করিব,' এই নিয়মে অভিজ্ঞানক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তুমি অজ্ঞানতা বশতঃ তাহাই প্রতিপন্ন করিলে! সে যাহা হউক, সম্প্রতি যেরূপ বংশপুষ্প বংশকে দগ্ধ করে, সেইরূপ উহা আমাকে দগ্ধ করুক! হে পাপাচারিণি! যদিও রাম তোমার কিছু অপকার করিয়া থাকেন, তথাপি এই মৃগীর ন্যায় প্রফুল্লনয়না মৃদুস্বভাবসম্পন্না মনস্বিনী বিদেহনন্দিনী সীতা দেবী হইতে তোমার কি অপকার সম্পাদিত হইয়াছে,—ইনি তোমার কি অপকার সম্পাদন করিয়াছেন, যাহাতে তুমি ইঁহাকে ঐরূপ দীনভাবে প্রব্রাজিত করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ? হে পাপাচারিণি! তুমি রামকে বিবাসিত করিয়াই পাপাচরণের পর্য্যাপ্তি সমাধান করিয়াছ; আর তোমার সীতাকে এরূপ দীনভাবে প্রব্রাজিত করারূপ সমধিক নিন্দিত পাতক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? হে দেবি! রাম অভিষেকের নিমিত্ত এখানে সমাগত হইলে, তুমি আমার সমক্ষে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলে, আমি তন্মাত্রই বরদানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; অধুনা তুমি তাহা অতিক্রম করিয়া সীতা দেবীকেও চীরপরিহিতা দর্শনে অভিলাষিণী হইয়া নরক গমনের অভিলাষ করিতেছ।"

সেই পুত্র-ব্যসন-ক্ষুব্ধ মহাত্মা রাজা দশরথ কেকয়ীদেবীকে সেইরূপ বলিয়া শোকনাশের কিছুমাত্র উপায় না দেখিয়া অতীব কাতর হওত পৃথিবীতে পতিত হইলেন।

অনন্তর বনগমনোদ্যত রাম, সেই কথা বলিয়া পূর্ব্বশিরা হইয়া সমাসীন পিতা দশরথকে এই বাক্য বলিলেন, "হে ধার্ম্মিক! এই বৃদ্ধা মদীয় জননী যশস্বিনী কৌসল্যা দেবী নীচস্বভাবা নহেন এবং আপনাকে নিন্দাও করেন না; অতএব হে দেব! এক্ষণ আপনার ইঁহার প্রতিই অনুগ্রহ করা উচিত। হে বরপ্রদ! জননী আমার পূর্ব্বে কখন কোন ব্যসন প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং আমার বিরহে একেবারে ঘোর শোকসাগরে নিমগ্না হইবেন; অতএব যেরূপ সম্মান করিলে, ইনি মদীয় বিরহ-জাত শোক অভিভব করিয়া আমার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় তপ অনুষ্ঠান করত বাঁচিয়া থাকিতে পারেন, আপনি ইঁহাকে ততোধিক সম্মান করুন। হে মহেন্দ্রসদৃশ! আমি বনবাসী হইলে, এই পুত্রপ্রাণ মদীয় জননী মদীয় বিরহ-জাত শোকে কাতর হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়া যমালয়ে গমন

না করেন, আপনিই ইহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করুন।"

ইতি অষ্টত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

রাজা দশরথ পত্নীবর্গের সহিত রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাকে মুনিবেশধারী দেখিয়া চৈতন্যবিহীন হইলেন,—তিনি সেই দুঃখে সন্তপ্ত ও বিমনা হইয়া রঘুনন্দন রামকে অবলোকনও করিতে পারিলেন না; এবং অবলোকনপূর্ব্বক প্রত্যুক্তি করণেও সমর্থ হইলেন না। সেই সুদুঃখিত মহাবাহু মহীপতি দশরথ মুহূর্ত্তকাল অচেতনবৎ থাকিয়া পরে রামকে চিন্তা করত এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "আমি বোধ করি, পূর্ব্বে অনেক গবীকে বৎসবিহীনা করিয়াছি এবং বহুতর প্রাণিহিংসাও করিয়াছি, তাহারই ফলে আমার এই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে! সময় উপস্থিত না হইলে, জীবন কোনক্রমেই দেহ হইতে নির্গত হয় না; তজ্জন্যই কেকয়ী-কর্ত্তৃক এরূপ ক্লেশিত হইলেও আমার মৃত্যু হইতেছে না; এই কারণেই আমাকে এই পুরোবর্ত্তী পাবকসদৃশ পবিত্র পুত্রেরও সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগান্তে চীর-পরিধান দেখিতে হইল! হা! এই বররূপ ছলনা অবলম্বনপূর্ব্বক স্বার্থসাধনে যত্নপরায়ণা এক কেকয়ীর নিমিত্ত সকলেই ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে!"

সেই মহীপতি দশরথ সেইরূপ বিলাপ করিয়া রামকে "রাম!" বলিয়া একবার সম্বোধন মাত্র করত বাষ্পদ্বারা অবরুদ্ধবাগিন্দ্রিয় হইয়া বক্তব্য বিষয়ের কিছুমাত্রও ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত মুহূর্ত্ত কাল অচেতন হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া সুমন্ত্র সারথিকে এই কথা বলিলেন, "সুমন্ত্র। তুমি যাইয়া বহনমাত্র-যোগ্য রথ উৎকৃষ্ট হয়গণে যোজিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও এবং এই মহাভাগ রামকে ভদ্বারা জনপদের বহির্ভাগে লইয়া যাও। এই রাম, বীর্য্যসম্পন্ন ও সাধুচরিত্র হইয়াও যে জনকজননী-কর্ত্তৃক বনে বিবাসিত হইতেছেন, ইহাতে আমি বোধ করি, শাস্ত্রে গুণবান্ ব্যক্তিদিগের ফল এইরূপই অভিহিত হইয়াছে।"

রাজা দশরথের বাক্য অবগত হইয়া, সুমন্ত্র সারথি সত্বর গমন করত সম্যক্ অলঙ্কৃত রথে অশ্ব যোজনা করিয়া তথায় প্রত্যাগত হইলেন এবং অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া রাজনন্দন রামকে "এই স্বর্ণভূষিত রথ উৎকৃষ্ট হয়ে যোজিত হইয়াছে," ইহা বলিলেন। অনন্তর সর্ব্বতোভাবে পবিত্র সেই দেশকালবিজ্ঞ রাজা দশরথ কোষাধ্যক্ষকে স্বীয় অভিপ্রেত এই বাক্য বলিলেন, "তুমি সত্বর বিদেহনন্দিনী সীতার নিমিত্ত এই চতুর্দ্দশ বর্ষের উপযুক্ত মহামূল্য বসন ও উৎকৃষ্ট ভূষণ সমস্ত আনয়ন কর।"

অনন্তর কোষাধ্যক্ষ, নরেন্দ্র দশরথ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তখনই কোষালয়ে যাইয়া আহরণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সীতা দেবীকে তৎসমস্ত প্রদান করিলেন। সেই বনগমনোদ্যতা শুভলক্ষণজাতা বিদেহদুহিতা সীতা দেবীও সেই সমস্ত বিচিত্র ভূষণ-দ্বারা শুভলক্ষণ-সম্পন্ন অঙ্গ সকল বিভূষিত করিলেন; এবং সম্যক্ বিভূষিতা হইয়া, উদয়কালে অংশুমান্ বিবস্বানের প্রভা যেরূপ আকাশ-মণ্ডল বিরাজিত করে, সেইরূপ সেই গৃহ বিরাজিত করিলেন। পরে সেই অক্ষুদ্রাচার-সম্পন্না মিথিলারাজ-দুহিতা সীতা দেবীর শ্বশ্রূ কৌসল্যা দেবী তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "যে সমস্ত মহিলারা স্বামি-কর্ত্তৃক নিয়ত সংস্কৃতা হইয়া বিপৎকালে স্বামীর সম্মান করে না, তাহারা সমুদয় লোকেই "অসতী" বলিয়া পরিগণিতা হয়। সেই অসতী নারীদিগের এইরূপই স্বভাব যে, তাহারা পূর্ব্বে সমধিক সুখ ভোগ করিয়া বিপৎকালে অল্পমাত্র দুঃখ লাভ করতই স্বামীর প্রতি দুর্ব্বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়া থাকে; এমন কি। পরিশেষে স্বামীকে পরিত্যাগও করে। মন্দবুত্তারা প্রাপ্তমনোরথা যুবতীদিগের আন্তরিক অভিপ্রায়; পরিজ্ঞানে কেহই সমর্থ নহে কেন না,

তাহাদিগের হৃদয় চিরকাল দৃঢ় থাকে না,—তাহারা ক্ষণমাত্রেই বিকার-প্রাপ্তা হইয়া পূর্ব্বানুরাগ পরিত্যাগ করে; তখন স্বামীর কুল, বিদ্যা, উপকার, ভূষণাদি-দান এবং দুষ্ট-দোষে উপেক্ষা, এ সমস্ত তাহাদিগের চিত্তবৃত্তির প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। যাঁহারা গুরুগণের আদেশানুসারে কুলোচিত-নিয়মানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন, সেই সদাচারসম্পন্না পতিব্রতা সত্যবাদিনী রমণীদিগের এই দৃঢ় নিশ্চয় যে, এক স্বামীই পরম পুণ্যজনক; তাঁহা-ব্যতীত অপর কেহই সমধিক পুণ্য-সম্পাদক নহে। অতএব তুমি এই বন-প্রব্রাজিত স্বদীয় পুত্রের অবমাননা করিও না; ইনি ধনবানই হউন, বা নির্ধনই হউন, তোমার ইষ্টদেব-তুল্য।"

সেই অভিমুখে বর্ত্তমানা শ্বশ্রূ কৌসল্যা দেবীর পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা দেবী অঞ্জলি বদ্ধ করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে আর্য্যে! আপনি আমাকে যাহা যাহা আদেশ করিলেন, আমি তৎসমস্তই করিব; পরন্তু স্বামীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি; পূর্ব্বে মাতা-পিতা আমাকে তদ্বিষয়ে সম্যক্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। হে আর্য্যে! আপনি আমাকে অসতীদিগের সহিত তুলনা করিবেন না; যেরূপ চন্দ্র হইতে প্রভা বিচলিতা হইবার নহে, সেইরূপ আমিও ধর্ম্ম হইতে বিচলিতা হইবার নহি। যেরূপ তন্ত্রীবিহীনা বীণা বাদন-সমর্থা ও চক্রবিহীন রথ গমন-সমর্থ হয় না, সেইরূপ পতিবিহীনা ললনা শত পুত্র-সত্ত্বেও সুখ-ভোগ-সমর্থা হয় না। কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পুত্র, সকলেই পরিমিত সুখ প্রদান করিয়া থাকেন, কেবল স্বামীই অপরিমিত সুখ প্রদান করেন; সুতরাং কোন্ ললনা তাঁহাকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারে? হে মাননীয়ে! আমি গুরুগণের প্রমুখাৎ পতিব্রতাদিগের সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি; এবং নারীদিগের স্বামীই দেবতা, ইহা অবগত আছি; আমি কি স্বামীকে অবমাননা করিতে পারি?

সীতা দেবীর সেই হৃদয়ানন্দদায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিশুদ্ধস্বভাবসম্পন্না কৌসল্যা দেবীর নয়নদ্বয় হইতে সহসা সুখ ও দুঃখজনিত অশ্রু নির্গত হইল। অনন্তর পরমধর্ম্মাত্মা রাম সেই মাতৃবর্গমধ্যে অতীব মান্যা স্বীয় জননী কৌসল্যা দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া এই কথা বলিলেন, "জননি! আপনি দুঃখিতা হইয়া পিতা দশরথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না; কেন না, আমার বনবাসকালের শীঘ্রই অবসান হইবে,—শয়ন করিতে করিতেই আপনার এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল অতিবাহিত হইবে; এবং তৎপরেই আপনি আমাকে কুশলী ও বন্ধুবর্গপরিবৃত হইয়া এখানে সমাগত দেখিতে পাইবেন।"

সেই দশরথনন্দন রাম জননীকে তাদৃশ নীতিসম্মত বাক্য বলিয়া সেই সার্দ্ধ সপ্তশত বিমাতাদিগের প্রত্যেককে তৎকালোচিত রীতি অনুসারে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেককর্ত্তৃক সেইরূপে দৃষ্ট হইলেন পরে তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া, স্বীয় গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় আর্ত্তা সেই সকল বিমাতাদিগকে এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিলেন, "হে জননীগণ! আমি নিয়ত সহবাসপ্রযুক্ত অজ্ঞানতাবশতঃ যদি আপনাদিগকে পরুষ বাক্য বলিয়া থাকি অথবা আপনাদিগের কোন অনিষ্ট করিয়া থাকি, তবে এক্ষণ আপনারা আমার সেই দোষ ক্ষমা করুন; আমি আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।"

সেই সমস্ত মহিলারা রঘুনন্দন রামের সেই ধর্ম্মযুক্ত সময়োচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে কাতরচিত্তা হইলেন। রঘুনন্দন রাম সেইরূপ বলিলে, মানবেন্দ্র দশরথের সেই সমস্ত ভার্য্যাদিগের, ক্রৌঞ্চীগণের ন্যায় শোকজনিত ধ্বনি সমুৎপন্ন হইল। যে দশরথালয় পূর্ব্বে মুরজ, পণব ও মেঘনামক বাদ্যবিশেষের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া আনন্দিত থাকিত, অধুনা তাহাই মহিলাগণের বিলাপ ও রোদনধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া বিপদ্গ্রস্ত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইল।

ইতি একোনচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দীনভাবে রাজা দশরথকে প্রণাম-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে রাম ধর্ম্মানুসারে বনগমনবিষয়ে তাঁহার অনুমতি লইয়া মাতৃশোকে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া সীতা দেবীর সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ অগ্রে সেই রাম-মাতা কৌসল্যা দেবীকে অভিবাদন করিয়া পরে স্বীয় জননী সুমিত্রা দেবীরও চরণ বন্দনা করিলেন। পুত্রহিতার্থিনী সুমিত্রা দেবীও রোদন করিতে করিতে সেই বন্দনাতৎপর স্বীয় আনন্দবর্দ্ধন নন্দন মহাবাহুসম্পন্ন লক্ষ্মণের মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "পুত্র! তুমি রামের অত্যন্ত অনুরক্ত; অতএব আমি তোমাকে বনবাসার্থ অনুমতি প্রদান করিলাম। হে নিষ্পাপ! তুমি ঐ বনগামী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের সেবায় অনবধান করিও না; কেন না, ইহলোকে জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হওয়াই পরম ধর্ম্ম, ইহা সাধুগণ কহিয়াছেন; সুতরাং উনি সমৃদ্ধিশালীই হউন, বা বিপদ্‌গ্রস্তই হউন, উনিই তোমার গতি। এই ইক্ষ্বাকুবংশীয়-দিগের দান, যজ্ঞে দীক্ষা-গ্রহণ ও যুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জ্জন, এ সমস্ত বংশ-পরম্পরাগত অবশ্য-কর্ত্তব্য চিরন্তন সমাচার; তুমি তদনুবর্ত্তী হইতে যত্নবান্ হও! পুত্র! তুমি রামকে দশরথ-তুল্য, জনকদুহিতা সীতাকে আমার তুল্য এবং অরণ্যকে অযোধ্যাতুল্য বোধ করিয়া যথাসুখে গমন কর!"

সুমিত্রা দেবী সেই বনগমনে দৃঢ়নিশ্চয় প্রিয় তনয় রঘুকুল-নন্দন লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া তাঁহাকে বারংবার "যাও! যাও!" বলিতে লাগিলেন। পরে তিনি তাঁহাকে আবার এই কথা বলিলেন, "পুত্র! তুমি শত্রুপক্ষ-বিনাশ, বিজয়, অর্থলাভ, কল্যাণ ও পুনঃসন্দর্শন-নিমিত্ত গমন কর।"

অনন্তর মাতলি যেরূপে মহেন্দ্রকে বলেন, সেইরূপে বিনয়-বিজ্ঞ সুমন্ত্র সারথি বিনয়াবনত ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কাকুৎস্থ রামকে এই কথা বলিলেন, "হে মহাযশঃ-সম্পন্ন রাজনন্দন! কেকয়ী দেবী-কর্ত্তৃক নিয়োজিত হওয়া-প্রযুক্ত আপনাকে যে চতুর্দ্দশ বর্ষ-কাল বনে বাস করিতে হইবে, অদ্য হইতেই আপনার সেই বনবাস আরম্ভ করা বিধেয়; অতএব আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি এই রথে আরোহণ করুন; হে রাম! আপনি আমাকে যেখানে লইয়া যাইতে আদেশ করিবেন, আমি আপনাকে সেইখানেই সত্বর লইয়া যাইব।"

তদনন্তর বরারোহা সীতা দেবী অলঙ্কার পরিধান করিয়া প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে সেই সূর্য্য-তুল্য প্রভাশালী রথে আরোহণ করিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ, এই দুই ভ্রাতাও সত্বর সেই স্বর্ণ-ভূষিত পাবক-তুল্য-দ্যুতিসম্পন্ন রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর শ্বশুর রাজা দশরথ, স্বামীর অনুগামিনী সীতা দেবীকে গণনাপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বর্ষের উপযুক্ত যে সমস্ত বস্ত্র ও আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত এবং রাম ও লক্ষ্মণ, এই দুই ভ্রাতা যে সমস্ত আয়ুধ ও কবচ আনয়ন করিয়াছিলেন, তৎ-সমুদায় ও চর্ম্মবদ্ধ পেটক রথে স্থাপন করিয়া, তাঁহারা সকলে তাহাতে আরোহণ করিলেন দেখিয়া সুমন্ত্র সারথি সেই বায়ুতুল্য দ্রুতগামী সংযত অশ্বদিগকে পরিচালন করিলেন।

রঘুনন্দন রাম দীর্ঘ কালের নিমিত্ত মহারণ্যে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অযোধ্যাবাসী মানব, অশ্ব ও গজ-প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীরই মোহ হইল। সেই নগরী ইতিকর্ত্তব্যতাবিহীন ও রামানুগমন-নিমিত্ত ত্বরাযুক্ত প্রমত্ত মানবগণে এবং রামবিয়োগে ক্রোধযুক্ত বারণসমূহে সমাকুলা এবং অশ্ব-ভূষণ-শব্দে প্রতিধ্বনিতা হইয়া তুমুল শব্দের আশ্রয় স্থান হইল। অনন্তর সেই নগরী-নিবাসী বালক ও বৃদ্ধ-প্রভৃতি সমস্ত ব্যক্তিই পরম-পীড়িত হইয়া, গ্রীষ্মার্ত্ত ব্যক্তি-সকলের জলাশয়াভিমুখে ধাবনের ন্যায় রামের অভিমুখে দ্রুত গমন করিল। অনেকে সেই রথের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক লম্বমান হইয়া সুমন্ত্রের দিকে চাহিয়া নয়নজলে বদনমণ্ডল আপ্লাবিত করত উচ্চৈঃ-

স্বরে তাঁহাকে এই কথা বলিল, "হে সূত! তুমি অশ্বগণের রশ্মি সংযম কর এবং ধীরে ধীরে গমন কর; আমরা একবার রামের মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি; কেন না, ক্ষণকাল-পরে তাহা আর আমাদিগের দর্শনগোচর হইবে না!"

অনন্তর "এই দেবকুমারতুল্য রাম বন-গমনে প্রবৃত্ত হইলেও যে ইঁহার জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না, ইহাতে আমরা নিশ্চয়ই বোধ করিতেছি যে, তাঁহার হৃদয় লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। যেরূপ সূর্য্যপ্রভা মেরু গিরিকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ এই ধর্ম্মনিরতা বিদেহদুহিতা সীতা দেবী স্বামীকে পরিত্যাগ না করিয়া, নিয়ত স্বামীর অনুগামিনী ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগতা হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের সম্যক্ সমাধান করিয়াছেন!—হে লক্ষ্মণ! তুমিও এই নিয়ত প্রিয়বাদী দেবতুল্য ভ্রাতা রামের বনে পরিচর্য্যা করিতে উদ্যত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছ! লক্ষ্মণ! তুমি যে বুদ্ধি অনুসারে এই রামের অনুগমন করিতেছ, তোমার সেই বুদ্ধি অতীব উত্তম; কেন না, ইহাই ইহলোকে অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যলাভ ও পর-কালে স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু।" এইরূপ বলিতে বলিতে, সেই প্রিয় ইক্ষ্বাকুনন্দন রামের অনুগামী ব্যক্তি সকল আর সমাগত নয়নজল ধারণ করিতে পারিল না।

অনন্তর দীনচিত্ত রাজা দশরথ দীনা ললনা-গণে পরিবৃত হইয়া "প্রিয় পুত্রকে দর্শন করিব," এই কথা বলিতে বলিতে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। তখন যেরূপ শ্রেষ্ঠ কুঞ্জর বদ্ধ হইলে করেণুদিগের তুমুল ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই রোদনকারিণী মহিলাদিগের তুমুল ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকালে পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রহদ্বারা গ্রস্ত হইয়া যেরূপ অবসন্ন হন, শ্রীসম্পন্ন কাকুৎস্থ রাম-পিতা রাজা দশরথও তৎকালে সেইরূপ অবসন্নভাবে প্রকাশমান হইতে লাগিলেন। পরে সেই শ্রীসম্পন্ন অচিন্ত্যাত্মা দশরথনন্দন রাম সুমন্ত্র সারথিকে "সত্বর রথ পরিচালন কর," এরূপ নিয়োগ করিলেন। তৎকালে রাম, সুমন্ত্র সারথিকে "সত্বর গমন কর," এরূপ বলিতে লাগিলেন এবং দর্শক প্রাণিবর্গ তাঁহাকে "অবস্থান কর," ইহা বলিতে লাগিল; কিন্তু পথিমধ্যে সেইরূপ উভয়বিধ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া, তিনি তন্মধ্যে একটি কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেন না। মহাবাহুসম্পন্ন রাম, পুরী হইতে বহির্গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পৌরগণের নয়নপতিত জলধারাই অভিষিক্ত হইয়া, ভূমিসম্বন্ধী ধূলিপটল প্রশান্ত হইল। তৎকালে সেই নগরীর সমস্ত প্রদেশই পরম-পীড়িত ও অচেতনবৎ হইয়া হাহাকার-রবসহকারে রোদনকারী পৌরবর্গের নয়নজলে অভিষিক্ত হইল। যেরূপ মীনসঞ্চালিত পদ্ম হইতে জল ক্ষরিত হয়, সেইরূপ তখন অন্তঃ-পুরচারিণী কামিনীগণেরও নয়ন হইতে খেদাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর সেই শ্রীসম্পন্ন নরপতি দশরথ, সমস্ত পুরবাসীদিগকেই রামবিয়োগে সমদুঃখ দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত হইলেন। পরে রাজা দশরথকে অতীব দুঃখিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া রামের পৃষ্ঠদেশবর্ত্তী মানবদিগের মুখ-নির্গত তুমুল কোলাহল ধ্বনি উৎপন্ন হইল। অনন্তর রাজা দশরথকে উত্থিত হইয়া পত্নী-বর্গের সহিত রোদন করিতে দেখিয়া, অনেকে "হা রাম!" এবং অনেকে "রাম! রাম!" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। তখন রাম পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভ্রান্তচিত্ত ও অতিবিষণ্ণ পিতা ও মাতাকে রাজপথ পর্য্যন্ত অনুগামী হইতে দর্শন করিলেন; কিন্তু পাশে আবদ্ধ ঘোটকশিশু যেরূপ স্বীয় জননীর প্রতি প্রকাশ্য ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে না, সেইরূপ তিনিও তৎকালে ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ থাকাপ্রযুক্ত প্রকাশ্য-ভাবে জনকজননীকে অবলোকন করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত যাঁহাদিগের গমনাগমন যানদ্বারাই হওয়া উচিত, সেই নিয়তসুখোচিত ও দুঃখ ভোগের অযোগ্য মাতাপিতাকে পদচারী দেখিয়া সারথিকে "শীঘ্র গমন কর," এরূপ নিয়োগ করি-লেন; কেন না, অঙ্কুশাঘাত আহত হস্তী যেরূপ

সেই আঘাত সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম মাতা ও পিতার তাদৃশ দুঃখজনক সন্দর্শন সহ্য করিতে পারিলেন না।

তৎকালে যেরূপ বৎসবৎসলা ধেনু গোপ কর্ত্তৃক বন্ধনপূর্ব্বক আগারাভিমুখে নীয়মান স্বীয় বৎসের নিমিত্ত তদভিমুখেই ধাবমানা হয়, সেইরূপ রামজননী কৌসল্যা দেবী রামেরই অভিমুখে ধাবমানা হইতে লাগিলেন। তিনি "হা! রাম! হা! সীতে! হা! লক্ষ্মণ!" এই বলিয়া চীৎকারসহকারে তাঁহাদিগের নিমিত্ত নয়নজল বিসর্জ্জনপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে যেন নৃত্য করত সেই রথের অনুগামিনী হইলেন। তখন রঘুনন্দন রাম স্বীয় জননীর প্রতি বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে সুমন্ত্র সারথিকে একদিকে রাজা দশরথ "অবস্থান কর," ইহা বলিতে ছিলেন এবং অন্যদিকে রঘুনন্দন রাম "যাও! যাও!" ইহা বলিতেছিলেন; অতএব তাঁহার চিত্ত, চক্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দণ্ডের ন্যায় অচল ছিল। অনন্তর রাম তাঁহাকে "বহুকালস্থায়ী দুঃখ অতীব দুঃসহ হইয়া থাকে; সুতরাং তুমি সত্বর গমন কর। পরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মহীপতিকর্ত্তৃক 'আমি বারংবার থাকিতে বলিলেও, কেন তুমি অবস্থান কর নাই?' এইরূপ তিরস্কৃত হইলে তাঁহাকে 'আমি শুনিতে পাই নাই,' ইহা বলিও," এরূপ বলিলেন। পরে সুমন্ত্র সারথি রামেরই আদেশ পালনে কৃতনিশ্চয় হইয়া সেই সমস্ত ব্যক্তির অনুমতি লইয়া সেই গমনশীল অশ্বদিগকে সত্বর গমনার্থ প্রেরণ করিলেন। তখন রাজভৃত্যগণ রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া তদনুগমনে নিবৃত্ত হইল; কিন্তু তাহাদিগের চিত্ত ও অশ্রুবেগ নিবৃত্ত হইল না। অনন্তর রাজা দশরথ রামের অনুগামী হইলে অমাত্যবর্গ তাঁহাকে "যাঁহার পুনরাগমন অভিলষিত, বহুদূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করা বিধেয় নহে," এই কথা বলিলেন। তাঁহাদিগের সেই [illegible] রাজা দশরথও পত্নীবর্গের সহিত বিষণ্ণ ও বেদনাযুক্ত-দেহ হইয়া পুত্রকে অবলোকন করত সেই স্থানেই দীনভাবে অবস্থিত হইলেন।

ইতি চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

সেই বিনীতস্বভাব পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, দ্রুতবেগে নগরী হইতে নির্গত হইতে উদ্যত হইলে, অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগের দুঃখজনিত তুমুল কোলাহল উৎপন্ন হইল।— "যিনি এই সকল অনাথ বলবিহীন শোচনীয়বন্ধু ব্যক্তিদিগের গতি ও আশ্রয় স্থান ছিলেন, সেই প্রভু রাম অদ্য কোথায় গমন করিতেছেন! যিনি অভিশপ্ত হইয়াও ক্রোধ করিতেন না; প্রত্যুত ক্রোধজনক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সকলেরই ক্রোধ শান্তি করিতেন এবং সকলেরই দুঃখে দুঃখী হইতেন, সেই রাম এক্ষণ কোথায় যাইতেছেন! যিনি স্বীয় জননী কৌসল্যা দেবীর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, আমাদিগের সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করিতেন, সেই মহাতেজা মহাত্মা রাম এক্ষণ কোথায় গমন করিতেছেন! যিনি এই সমস্ত জগতের পরিত্রাতা ছিলেন, সেই রাম কেকয়ী-কর্ত্তৃক ক্লেশিত রাজা দশরথ-কর্ত্তৃক বনগমনে নিয়োজিত হইয়া কোথায় গমন করিতেছেন। হা! এই রাজা দশরথ কি অজ্ঞান! যে, এই সমুদয় লোকের সুখহেতু সত্যব্রত সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ রামকে বনবাসে নিয়োগ করিতেছেন!" এই বলিয়া, সেই সমস্ত সুদুঃখিত রাজমহিষীরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার-সহকারে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ একে পুত্রশোকে অতীব দুঃখিত ছিলেন, তাহে আবার মহিষীগণের সেই ঘোরতর বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া আরও সমধিক দুঃখিত হইলেন।

রাম বনে গমন করিলে, সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন; চন্দ্রও প্রকাশিত হইলেন না; অগ্নিহোত্র সমস্তও অগ্নিহোত্রিগণ-কর্ত্তৃক হুত হইলেন না; গৃহস্থেরা রন্ধন করিলেন না; ধেনু সকল বৎসদিগকে দুগ্ধ পান করাইল না; গজ-সমস্ত আহার পরিত্যাগ করিল; প্রথ-

যোৎপন্ন পুত্র দর্শনেও জননীদিগের আনন্দোদয় হইল না; ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি, এই সমস্ত দারুণ গ্রহ চন্দ্রের নিকটে অবস্থিত হইল; আকাশমণ্ডলে গ্রহ সকল তেজোবিহীন, বিরুদ্ধমার্গস্থিত ও ধূমসমন্বিত এবং নক্ষত্রসকল নিষ্প্রভ হইয়া প্রকাশমান হইল; মেঘসমূহ অনিল-বেগে আন্দোলিত হইয়া, বায়ুবেগে উচ্ছ্বিত সমুদ্রের ন্যায়, পরিদৃশ্যমান হইল; অযোধ্যা নগরী কাঁপিতে লাগিল; সমস্ত দিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল, এনিমিত্ত কেহই দিগ্‌বিভাগে সমর্থ হইল না; গ্রহ ও নক্ষত্রাদি কিছুই প্রকাশিত হইল না, সুতরাং সহসা পুরবাসী ব্যক্তি সকলের দীনভাব সমুৎপন্ন হইল,—কেহই আহারে বা বিহারে অভিলাষ করিল না; অযোধ্যাবাসী সমস্ত ব্যক্তিই শোকসন্তপ্ত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রাজা দশরথের প্রতি কুপিত হইল; রাজপথে কোন এক ব্যক্তিকেও হৃষ্ট দেখা গেল না; সকলেই শোকপরায়ণ ও বাষ্পব্যাপ্তবদন লক্ষিত হইল; শীতস্পর্শ বায়ু বহিল না, চন্দ্রের চারুদর্শনত্ব গুণ অপগত হইল এবং সূর্য্যও লোকসকলকে উত্তাপিত করিতে বিরত হইলেন; এমন কি! সমুদয় জগতই বিপরীতভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িল; পুত্রেরা জনকজননীদিগের, স্বামীরা পত্নীদিগের এবং ভ্রাতারা ভ্রাতাদিগের অপেক্ষা করিল না; প্রত্যুত সকলেই সকল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া রামেরই চিন্তায় নিমগ্ন হইল; এবং যাঁহারা রামের সুহৃৎ, তাঁহারা সকলেই শোকভরে আক্রান্ত ও বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া শয়ন পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ পর্ব্বতসহিতা পৃথিবী ত্রিলোকপতি মহেন্দ্রব্যতিরেকে ভীতা শোক-সমন্বিতা হইয়া কম্পিতা হয়, সেইরূপ সেই অযোধ্যা নগরী মহাত্মা রামের বিরহে ভীতা ও শোকসমন্বিতা হইয়া কম্পিতা হইল এবং তত্রত্য যোদ্ধা ব্যক্তি, হস্তী ও অশ্ব সকল চীৎকার করিতে লাগিল।

ইতি একচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

যে পর্য্যন্ত সেই রামের রথজনিত ধূলিপটল দেখিতে পাইলেন, ভাবৎপর্য্যন্ত ইক্ষ্বাকুকুলনাথ দশরথ সেই দিকেই অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ তিনি সেই প্রিয় তনয় অতিধার্ম্মিক রামকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহার দেহ যেন পুত্রদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই নরপতি যখন আর রামের রথধূলিপর্য্যন্তও দেখিতে পাইলেন না, তখন দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন। পরে উত্তমাঙ্গনা কৌসল্যা দেবী তাঁহার দক্ষিণ বাহু ধারণ করিলেন এবং ভরতপ্রিয়া কেকয়ী দেবী তাঁহার বাম পার্শ্ব ধারণ করিলেন। সেই নীতিজ্ঞ বিনয়সম্পন্ন অতিধার্ম্মিক রাজা দশরথ কেকয়ীকে দর্শন করিয়া ব্যথিতেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "রে পাপমনোরথে কেকয়ি! তুমি মদীয় অঙ্গ স্পর্শ করিও না, আমি আর তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করি না; অধুনা তুমি আমার ভার্য্যাও নহ এবং বান্ধবীও নহ; অধিক কি! যাহারা তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহারা আমার ভৃত্য নহে এবং আমিও তাহাদিগের প্রভু নহি। তুমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থসাধনে তৎপরা হইয়াছ; অতএব আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি যে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি এবং অগ্নি-প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তোমাকে পরিণীতা করিয়াছি, ইহলোক ও পরলোকের নিমিত্ত সে সমস্তই স্বীকার করিতেছি; পরন্তু তোমার গর্ভজাত ভরত যদি এই অমর রাজ্য লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তবে মদুদ্দেশে তৎপ্রদত্ত দ্রব্যজাত যেন আমার ভোগে না আইসে।"

অনন্তর পুত্রশোককাতরা কৌসল্যা দেবী সেই ধূলিধূসরিতাঙ্গ নরপতি দশরথকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত প্রতিনিবৃত্তা হইলেন। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ [illegible] পুত্রের বিষয় চিন্তা করত, ইক্ষ্বা- [illegible]
কুর

কারী ব্যক্তির ন্যায় পশ্চাত্তাপ করিতে লাগিলেন এবং প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইতে রামের রথচিহ্ন দেখিয়া এইরূপ বিষাদিত হইতে লাগিলেন যে, তাঁহার রূপ, রাহুগ্রস্ত অংশুমালী সূর্য্যের ন্যায় অপ্রদীপ্ত হইল। অনন্তর তিনি সেই প্রিয়পুত্রকে নগরবহির্গত বোধ করিয়া তদ্বিষয় চিন্তাপূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া বিলাপ করত এরূপ উক্তি করিলেন, "যে সমস্ত মুখ্য অশ্ব মদীয় সেই মহাত্মা পুত্রকে বহন করিতেছে, পথিমধ্যে তাহাদিগের পদচিহ্ন সমস্ত লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। হা! যিনি চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ ও উত্তমাঙ্গনাগণ-কর্ত্তৃক ব্যজন দ্বারা বীজিত হইয়া উৎকৃষ্ট উপধানে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিতেন, আমার সেই শ্রেষ্ঠ পুত্র রামকে অধুনা কোন বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্ব্বক কাষ্ঠ বা প্রস্তর উপধান করিয়া শয়ন করিতে হইবে এবং প্রস্রবণ নামক পর্ব্বত হইতে করেণুদিগের অধিপতি হস্তীর ন্যায়, ধূলিধূষরিতাঙ্গ হইয়া দীনভাবে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পৃথিবী হইতে উত্থিত হইবে,—বনচারী পুরুষেরা নিশ্চয়ই সেই দীর্ঘবাহুশালী লোকনাথ রামকে, অনাথের ন্যায় স্বয়ং উত্থিত হইয়া পদব্রজে গমন করিতে দেখিতে পাইবে! হা! সেই নিয়ত-সুখোচিতা জনক-দুহিতা সীতাকেও অবশ্যই কণ্টকাঘাতে ক্লান্তা হইয়া বিপিনে গমন করিতে হইবে। তিনি বন্য বিবরণ বিজ্ঞাত নহেন; সুতরাং শ্বাপদগণের রোমাঞ্চজনক গম্ভীর-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অবশ্যই ভীতা হইবেন! কেকয়ি! এক্ষণ তুমি পূর্ণমনোরথা হও,—বিধবা হইয়া রাজ্য ভোগ কর! আমি আর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে বাসনা করি না!"

রাজা দশরথ সেইরূপ বিলাপ করিতে করিতে জনসমূহে পরিবৃত হইয়া, স্নানান্তে শবনির্দ্দহনকারী ব্যক্তির ন্যায় দুঃখিতভাবে পুরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই নগরীকে শান্ত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের দুঃখে দুঃখিতা এবং [illegible] বিপদ্গ্রস্ত [illegible] ও তত্রত্য গৃহ সকলের মধ্য ও প্রান্তভাগ শূন্য দেখিয়া রাম-বিষয়ক চিন্তা করত বিলাপ করিতে করিতে, যেরূপ সূর্য্য মেঘমধ্যে প্রবিষ্ট হন, সেইরূপ গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে সেই গৃহ রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহদুহিতা সীতারহিত হইয়া, যেরূপ মহাহ্রদ হইতে সুপর্ণকর্ত্তৃক সর্প হৃত হইলে, তাহা ক্ষোভণীয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ ক্ষোভণীয় হইয়াছিল। অনন্তর পৃথিবীপতি দশরথ দ্বাররক্ষীদিগকে বিলাপসহকারে ধীরে ধীরে এই দৈন্যযুক্ত মৃদুবাক্য বলিলেন, "তোমরা আমাকে রামজননী কৌসল্যা দেবীর গৃহে লইয়া চল; অধুনা অন্য কোন স্থানে আমার হৃদয়ের পরিতাপশান্তির সম্ভাবনা নাই।"

রাজা দশরথ এইরূপ বলিলে, দ্বাররক্ষকেরা তাঁহাকে বিনয়সহকারে কৌসল্যা দেবীর গৃহে লইয়া গেল এবং তথায় পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশিত করিল; পরন্তু কৌসল্যা দেবীর গৃহে প্রবেশ ও তদীয় শয্যাতে অধিরোহণ করিয়াও, তাঁহার মন তাদৃশই কলুষিত রহিল। অনন্তর সেই মহারাজ বীর্য্যসম্পন্ন দশরথ পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূবিহীন সেই ভবনকে, চন্দ্রবিহীন আকাশমণ্ডলের ন্যায়, নিষ্প্রভ অবলোকন করিলেন। পরে তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া "হা রাম! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে," এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন, "আহা! যাঁহারা রামের প্রত্যাগমনকালপর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তাঁহারাই ধন্য ও সুখী!"

অনন্তর রাজা দশরথের কালস্বরূপিণী রজনী হইল। ক্রমে সেই রজনীর অর্দ্ধভাগ অতীত হইলে, তিনি কৌসল্যা দেবীকে ইহা বলিলেন, "হে কৌসল্যে! আমার দর্শনশক্তি রামের অনুগামিনী হইয়াছে, এক্ষণপর্য্যন্ত প্রতিনিবৃত্তা হয় নাই, সুতরাং আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না; তুমি একবার হস্তদ্বারা আমাকে স্পর্শ কর।"

নরেন্দ্র দশরথকে রামেরই চিন্তা করিতে

দেখিয়া, কৌসল্যা দেবী তদীয় শয্যার উপরে তৎসমীপে উপবেশন করিয়া আরও সমধিক আর্ত্তা হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কষ্ট-সহকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ইতি দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর পুত্রশোক-কাতরা কৌসল্যা দেবী শয্যাস্থ রাজা দশরথকে শোকে অবসন্ন দেখিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "অধুনা সেই কুটিল-চারিণী কেকয়ী নরবর রঘুনন্দন রামের প্রতি বিষ নিক্ষেপ করিয়া, মোকনির্ম্মুক্তা ভুজঙ্গীর ন্যায় বিচরণ করিবে! সেই সৌভাগ্যবতী স্বকার্য্য-সাধনে সম্যক্ সাবধানা কেকয়ী রামকে বিবাসিত করিয়া সফলমনোরথা হইয়া, গৃহস্থ দুষ্টসর্পের ন্যায় আমাকে ত্রাসিতা করিবে! রাম বিবাসিত না হইয়া যদি এই নগরে ভিক্ষাজীবী হইয়া গৃহে বাস করিতেন, তাহা হইলে, পুত্রের দাসত্ব বর প্রদান করাও আমার অভিমত হইত! পরন্তু আহিতাগ্নি ব্যক্তি যেমন রাক্ষসদিগের উপহার কল্পিত করিয়া তাহা প্রক্ষিপ্ত করেন, সেইরূপ কেকয়ী ইচ্ছানুসারে রামকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিল! হা! সেই নাগরাজ-তুল্য বীর্য্য-সম্পন্ন মহাবাহু রাম এক্ষণ নিশ্চয়ই ধনুক ধারণপূর্ব্বক ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে প্রবেশ করিতেছেন! আপনি কেকয়ীর মতানুসারে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে বনবাসার্থ প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা কখন বন্য দুঃখ প্রাপ্ত হন নাই; অতএব এক্ষণ তাঁহাদিগের কি অবস্থা হইবে! —হা! তাঁহারা এক্ষণ যুবা; এই তাঁহাদিগের উপভোগের সময়; অধুনা বনে প্রব্রাজিত ও রত্নবিহীন হইয়া ফল-মূলদ্বারা ভোজন-কার্য্য সমাধান করত কিপ্রকারে দীনভাবে দিন যাপন করিবেন! হা! এক্ষণই যদি আমার শোক-ক্ষয়কারক মঙ্গলময় সময় উপস্থিত হয়, তবে আমি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রঘুনন্দন রামকে এই স্থানেই দেখিতে পাই! হা! কবে সেই দুই বীর ভ্রাতাকে প্রত্যাগত দেখিয়া যশস্বিনী অযোধ্যানগরী হৃষ্টজনগণে সমাকুলা ও সুপরিষ্কৃত ধ্বজসমূহ-সমন্বিতা হইবে!—কবে সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া, এই নগরী, পূর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় হর্ষসমন্বিতা হইবে!—কবে সেই মহাবাহু বীর রাম, বৃষভ যেমন গবীকে অগ্রে করিয়া পুরে প্রবেশ করে, সেইরূপ সীতাকে অগ্রে করিয়া রথ দ্বারা এই পুরীতে প্রবেশ করিবেন!—কবে রাজপথস্থিত সহস্র সহস্র মানবেরা পুরীপ্রবেশোদ্যত মদীয় সেই দুই অরিদমন নন্দনকে লাজদ্বারা অবকীর্ণ করিবে!—কবে আমি সেই শুভকুণ্ডলধারী রাম ও লক্ষ্মণকে উচ্ছ্রিত আয়ুধ ও অসি ধারণপূর্ব্বক শৃঙ্গসমন্বিত পর্ব্বতসদৃশ হইয়া এই পুরীতে প্রবেশ করিতে অবলোকন করিব! —কবে ব্রাহ্মণদিগের কন্যারা রামাগমননিমিত্ত হর্ষসমন্বিতা হইয়া পুষ্প ও ফল সমস্ত বিকিরণ করত নগরী প্রদক্ষিণ করিবেন!—কবে সেই অমরতুল্য দ্যুতিশালী ধর্ম্মাত্মা রাম পরিণতবুদ্ধি ও পরিণতবয়স্ক হইয়াও, ত্রিবর্ষবয়া বালকের ন্যায় বিলাসযুক্ত হইয়া আমার সমীপে আগমন করিবেন! হে বীর! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বে বৎসসকল দুগ্ধ পান করিতে অভিলাষী হইলে, আমি কদর্য্য-স্বভাবতা-প্রযুক্ত তাহাদিগের জননী গবীদিগের স্তন ছেদন করিয়াছি; সেইজন্যই বৎসবৎসলা বালবৎসা গবী সিংহকর্ত্তৃক নিহতবৎসা হইয়া যাদৃশী হইয়া থাকে, আমিও কেকয়ীকর্ত্তৃক বিয়োজিততনয়া হইয়া তাদৃশী হইয়াছি! একমাত্র রাম ব্যতীত আমার আর পুত্র নাই; অতএব আমি সেই সর্ব্বগুণসমন্বিত সকল-শাস্ত্রবিশারদ পুত্রের বিরহে জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেই প্রিয় পুত্র মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে অবলোকন না করিয়া আমার বাঁচিয়া থাকিবার কিছুমাত্রও প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না। যেরূপ গ্রীষ্মকালে ভগবান্ দিবাকর প্রখরকিরণ হইয়া রশ্মি দ্বারা এই ভূমণ্ডল দগ্ধ করেন, সেইরূপ

পুত্রশোক-সমুদ্ভূত হুতাশন আমাকে দগ্ধ করিতেছে।"

ইতি ত্রিচত্বারিংশ সর্গ॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

ধর্ম্মপথাবলম্বিনী সুমিত্রা দেবী সেইরূপ বিলাপকারিণী প্রমদাগ্রগণ্যা কৌসল্যা দেবীকে এই ধর্ম্ম্য বাক্য বলিলেন, "আপনার সেই পুত্র সমস্ত-সদ্‌গুণযুক্ত ও পুরুষশ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাঁহার দুঃখ হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব তাঁহার নিমিত্ত দীনভাবে এরূপ বিলাপ ও রোদন করিবার প্রয়োজন কি? হে আর্য্যে! আপনার পুত্র সেই শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন মহাবল রাম, সাধুগণকর্ত্তৃক নিয়ত সেবিত পরলোক-সুখদায়ক ধর্ম্ম্য পথে অবস্থিত হইয়া মহাত্মা পিতাকে সম্যক্ সত্যবাদী করিবার উদ্দেশে হস্তপ্রাপ্ত রাজ্যও পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন অতএব কখনই তিনি আপনার শোচনীয় নহেন! সর্ব্বভূতে দয়াবান্ অনঘ লক্ষ্মণ সর্ব্বদাই সেই মহাত্মা রামের প্রতি উত্তম ব্যবহার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার বিনা আয়াসেই সমস্ত আবশ্যকীয় বস্তু লাভ হইতেছে এবং সেই বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবী নিয়ত সুখোচিতা হইয়াও, বনে বাস করিলেই বিবিধ দুঃখ ঘটিয়া থাকে, ইহা বিলক্ষণ জানিয়াই তাঁহার অনুগামিনী হইতেছেন; অতএব তাঁহার জন্য চিন্তা কি? আপনার সেই কার্য্যদক্ষ পুত্র জিতেন্দ্রিয় ও সত্যব্রতনিরত হইয়া এই লোক-মধ্যে কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করিবেন; সুতরাং তাঁহার আর কল্যাণ-লাভের অবশেষ কি? আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, সূর্য্যদেব, রঘুনন্দন রামের পবিত্রতা ও উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া স্বীয় কিরণদ্বারা তাঁহার অঙ্গ সন্তাপিত করিবেন না, বায়ুও তাঁহার আবশ্যক মত উষ্ণ ও শীত-স্পর্শযুক্ত হইয়া সকল কালেই মঙ্গলময় ও সুখপ্রদ হওত তাঁহার সেবা করিবেন এবং রজনীতে চন্দ্রদেবও স্বীয় রশ্মিরূপ কর-দ্বারা শয়নাবস্থায় তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করত তাঁহাকে, পিতার ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিত করিবেন। সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাতেজা রাম, যুদ্ধে দানবেন্দ্র তিমিধ্বজ-নন্দনকে হনন করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে অনেক দিব্য অস্ত্র লাভ করিয়াছেন; সুতরাং তিনি স্বীয় বাহুবল অবলম্বন করিয়াই অরণ্যেও, গৃহের ন্যায় নির্ভয়চিত্তে বাস করিবেন। শত্রু-সকল যাঁহার অস্ত্র-পাত-পথের পথিক হইয়াই বিনষ্ট হয়, এই পৃথিবী অবশ্যই তাঁহার শাসনাধীনে থাকিবে। রামের যাদৃশী অঙ্গ-শোভা, যেরূপ শৌর্য্য ও যাদৃশ উৎকট বল, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই সত্বর অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বীয় রাজ্য লাভ করিবেন। হে দেবি! সূর্য্য হইতে সূর্য্য, অগ্নি হইতে অগ্নি, প্রভু হইতে প্রভু, শ্রী হইতে শ্রী, কীর্ত্তি হইতে কীর্ত্তি, পৃথিবী হইতে পৃথিবী, দেবতা হইতে দেবতা এবং প্রাণী হইতে প্রাণী, শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; কিন্তু নগরেই হউক, বা বনেই হউক, সেই রাম হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। সেই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ রাম শীঘ্রই বিদেহ-দুহিতা সীতা, পৃথিবী ও শ্রী, এই তিন যোষার সহিত অভিষিক্ত হইবেন। যাঁহাকে নগরী হইতে বহির্গমন করিতে দেখিয়া অযোধ্যাবাসী সমস্ত ব্যক্তিই শোক-সমাহত ও দুঃখিত হইয়া রোদন করিয়াছিল, তিনি যে রাজা হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? লক্ষ্মী দেবীও, সীতার ন্যায় সেই কুশ-চীর-পরিধায়ী হইয়া বনগমনতৎপর অপরাজিত দ্যুতিশালী রামের অনুগামিনী হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার কিছুমাত্রই দুর্লভ হইবে না। ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ খড়্গ, বাণ ও অস্ত্রগণ ধারণপূর্ব্বক যাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, তাঁহার আর কি দুর্লভ হইতে পারে? হে দেবি! আমি আপনাকে ইহা সত্য বলিতেছি যে, বনবাসের সময় অতীত হইলেই, আপনি সেই রামকে এইখানে সমাগত দর্শন করিবেন; অতএব শোক ও মোহ পরিত্যাগ করুন। হে কল্যাণি! যেরূপ উদিত চন্দ্রকে আহ্লাদ-সহকারে দেখা যায়, সেইরূপ আহ্লাদ-সহকারে আপনি সেই

পুত্রকে মস্তক-দ্বারা আপনার ঐ চরণদ্বয় বন্দনা করিতে দেখিতে পাইবেন। হে অনিন্দিতে! আপনি শীঘ্রই সেই রামকে নগরীতে প্রত্যাগত ও অভিষিক্ত হইয়া মহাশোভা-সমন্বিত হইতে দর্শন করিয়া নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু মোচন করিবেন। হে দেবি! রামের যে কিছুমাত্র অশুভ ঘটিবে, এরূপ বোধ হয় না, আপনি শীঘ্রই তাঁহাকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কুশলী দেখিতে পাইবেন; অতএব শোক ও দুঃখ পরিত্যাগ করুন। হে পাপস্পর্শ-বিহনে! অধুনা আপনারে এই সমস্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্বাস দান করিতে হইবে; এখন কি, আপনার চিত্তকে এরূপ ব্যাকুল করা উচিত? হে দেবি! আপনার পুত্র রাম এই রঘুবংশের তিলক-স্বরূপ; অধুনা ইহলোকে তাঁহার তুল্য সৎপথনিরত ব্যক্তি অপর আর কেহই নাই; অতএব আপনার পুত্রনিবন্ধন শোক কর্ত্তব্য নহে। সেই পুত্রকে আত্মীয়-বর্গের সহিত স্বীয় চরণদ্বয় বন্দনা করিতে দেখিয়া, শীঘ্রই আপনাকে হর্ষ-সহকারে, বর্ষাকালীন-মেঘমালার ন্যায় আনন্দাশ্রু মোচন করিতে হইবে! আপনার সেই বরপ্রদ পুত্র রাম শীঘ্রই অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাগত হইয়া স্থূল ও কোমল কর-যুগল দ্বারা আপনার চরণ-দ্বয় স্পর্শ করিবেন। আপনার সেই শৌর্য্য-সম্পন্ন পুত্র সুহৃদ্গণের সহিত আপনার চরণদ্বয় স্পর্শপূর্ব্বক আপনাকে নমস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আপনি তাঁহাকে, যেমন মেঘপঙক্তি পর্ব্বতকে জলধারাদ্বারা সমাকীর্ণ করে, সেইরূপ হর্ষসহকারে আনন্দাশ্রু দ্বারা সমাকীর্ণ করিবেন।"

সেই বাক্যরচনা-কুশলা আনন্দিতা রমণীয়া সুমিত্রা দেবী, রামজননী কৌসল্যা দেবীকে বহুবিধ বাক্য-দ্বারা আশ্বাস প্রদান করত সেইরূপ বলিয়া তূষ্ণী অবলম্বন করিলেন। লক্ষ্মণজননী সুমিত্রা দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দশরথপত্নী রামজননী কৌসল্যা দেবীর শোকও, শরৎকালীন অল্পজলশালী মেঘের ন্যায় সদ্যই বিনষ্ট হইয়া গেল।

ইতি চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে সত্যপরাক্রম-সম্পন্ন মহাত্মা রাম অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অনুরক্ত মানবেরা তাঁহার অনুগামী হইলেন। অমাত্যগণ-কর্তৃক বলপূর্ব্বক রাজা দশরথ ও তৎপরিবার-বর্গ নিবর্ত্তিত হইলেও, সেই সমস্ত পৌর ব্যক্তিরা নিবৃত্ত হইলেন না; প্রত্যুত রামের রথের অনুগমন করিতে লাগিলেন। সেই বহুগুণ-সম্পন্ন মহাযশা কাকুৎস্থ রাম, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, অযোধ্যা-নিবাসী সমস্ত ব্যক্তিরই প্রিয় হইয়াছিলেন; অতএব তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে "আপনি নিবৃত্ত হউন," এরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে মনোযোগ না করিয়া পিতাকে সত্যবাদী করিবার মানসে অরণ্যাভিমুখেই গমন করিতে থাকিলেন। অনন্তর সেই রাম, স্বীয় পুত্রগণের ন্যায় সেই সমস্ত প্রজাদিগকে যেন নয়নদ্বারা পান করত সস্নেহ অবলোকন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন, "হে অযোধ্যাবাসিগণ! তোমাদিগের আমার প্রতি যাদৃশী প্রীতি আছে এবং তোমরা আমাকে যেরূপ মান্য করিয়া থাক, অধুনা আমার প্রিয়-সম্পাদন-মানসে ভরতের প্রতি তাদৃশী প্রীতি এবং তাঁহাকে সেইরূপ সম্মান কর। কেকয়ীর আনন্দবর্দ্ধন সেই শোভনচরিত্র-সম্পন্ন ভরত তোমাদিগের যথোচিত প্রিয় ও হিত-জনক কার্য্য করিবেন। যদিও তিনি বয়সে প্রবীণ হন নাই, তথাপি জ্ঞানে প্রবীণ হইয়াছেন এবং সমধিক বীর্য্য-শালী হইয়াও স্বভাবত অতীব মৃদু; অতএব তোমাদিগের উপযুক্ত ভয়ত্রাতা প্রতিপালক হইবেন। হে সাধু-চরিত্র প্রজাগণ! সেই ভরত, সমস্ত রাজগুণে সমন্বিত ও যুবরাজ হইবার উপযুক্ত, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি; অতএব তোমরা তাঁহার আদেশ পালনে কৃতসঙ্কল্প হও এবং আমি বনবাসী হইলেও, আমার প্রিয়-কার্য্য-সম্পাদন-মানসে মদীয় পিতা মহারাজ দশরথের প্রিয়-কার্য্য-সম্পাদনে এরূপ যত্ন কর, যাহাতে তিনি সন্তাপ লাভ না করেন।"

সেই দশরথ-নন্দন রাম যতই ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে লাগিলেন, প্রজাবর্গও ততই তাঁহার শাসনে থাকিতে অভিলাষী হইতে থাকিলেন। তৎকালে রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত যেন সেই সমস্ত বাষ্পপ্লাবিত-দেহ দৈন্য-সম্পন্ন পুরবাসীদিগকে গুণদ্বারা বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও বয়োধর্ম্মে কম্পিতমস্তক ব্রাহ্মণেরা দূর হইতে সেই রামবহনকারী দ্রুতগামী সৎকুলীন অশ্বদিগকে এই কথা বলিলেন, "হে তুরঙ্গমগণ! তোমরা স্বামীর হিতকারী হও,—আর গমন করিও না, শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন কর। হে অশ্বগণ! প্রাণিমাত্রেরই কর্ণ আছে; কিন্তু তোমাদিগের কর্ণ অতি উৎকৃষ্ট; অতএব তোমরা আমাদিগের প্রার্থনা অবগত হইয়া নিবৃত্ত হও। তোমাদিগের ঐ স্বামী রাম বীর্য্যসম্পন্ন, বিশুদ্ধাত্মা ও দৃঢ়কল্যাণব্রত, সুতরাং তোমাদিগের ধর্ম্মানুসারে উঁহাকে নগরী হইতে বনে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত নয়; প্রত্যুত নগরীমধ্যে লইয়া যাওয়াই বিধেয়।"

সেই সমস্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে, আর্ত্তের ন্যায় প্রলাপবাক্য বলিতে দেখিয়া, সাধুচারিত্রবৎসল সদয়নয়ন রাম সহসা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর সহিত ধীরে ধীরে পদ নিক্ষেপ করত অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; কেন না, তিনি সেই সমস্ত পাদচারী ব্রাহ্মণদিগকে দ্রুতগামী রথদ্বারা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিলেন না। অনন্তর সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা রামকে অরণ্যাভিমুখেই গমন করিতে দেখিয়া পরম সন্তপ্ত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "বৎস! সমস্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্গ তোমার অনুগমন করিতেছেন এবং ঐ অগ্নিসকলও ব্রাহ্মণদিগের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তোমার অনুগামী হইতেছেন। ঐ দেখ! আমাদিগের বাজপেয়যাগ-লব্ধ শরৎকালীন মেঘসদৃশ পাণ্ডুরবর্ণ ছত্রসকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে; তোমার ছত্র নাই, সুতরাং যখন তুমি আতপতাপে তাপিত হইবে, তখন আমরা তোমাকে আমাদিগের বাজপেয়যাগলব্ধ ঐ সকল ছত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিব। বৎস! আমাদিগের যে বুদ্ধি নিরন্তর কেবল বেদমন্ত্র পর্য্যালোচনেই ব্যাপৃতা ছিল, অধুনা আমরা তোমার নিমিত্ত সেই বুদ্ধিকে বনবাসবিষয়ে ব্যাপৃতা করিয়াছি। আমাদিগের বেদই পরম ধন, তাহা ত আমাদিগের হৃদয়েই নিহিত রহিয়াছে; আমাদিগের ভার্য্যাবর্গ স্ব স্ব চরিত্রদ্বারাই অভিরক্ষিতা হইয়া গৃহে অধিবসতি করিবেন; এবং আমরাও তোমার অনুগমনে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছি,—এক্ষণ আর আমাদিগের তদ্বিষয়ে নিশ্চয় করিতে হইবে না; পরন্তু আমাদিগের বক্তব্য এই যে, যদি তুমি ধর্ম্মের অপেক্ষা না কর, তবে কে আর ধর্ম্মের অপেক্ষা করিবে? অতএব হে বিনীতাচারসম্পন্ন! আমরা দেবারাধননিবন্ধন-মহীপতনহেতুক রজোব্যাপ্ত ও হংসতুল্যশুক্লবর্ণ-কেশসমন্বিত মস্তকসকলের দ্বারা নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, একারণে তুমি নিবৃত্ত হও। বৎস! এই যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা এখানে সমাগত হইয়াছেন, ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই যাগ আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু সেই সমস্ত যজ্ঞের সমাপ্তি তোমারই নিবৃত্তির অধীন! সে যাহা হউক, ইহলোকে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে; সুতরাং তুমি নিবৃত্ত হইয়া তোমার নিবৃত্তি-প্রার্থনাকারী সেই সমস্ত ভক্তের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। হে সদয়-স্বভাব! ঐ দেখ! পাদপসমস্ত মূল-কর্ত্তৃক গতিশক্তি রহিত হওয়াপ্রযুক্ত তোমার অনুগামী হইতে না পারিয়া বায়ুবেগে উন্নত হইয়া যেন রোদন করিতেছে এবং বিহঙ্গসকলও আহার-চেষ্টাবিহীন ও নিশ্চল-দেহ হইয়া বৃক্ষোপরি উপবেশন করত তোমারই নিবৃত্তি প্রার্থনা করিতেছে।"

ব্রাহ্মণগণ, রঘুনন্দন রামকে নিবৃত্ত করিবার অভিলাষে সেইরূপ বলিলে, অনতিদূরে তমসা নদী যেন রামকে গমনে নিবারণ করত পরিদৃশ্যমানা হইল। পরে সুমন্ত্র সারথি সত্বর

সেই প্রান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে মোচনপূর্ব্বক ভূতলে লুণ্ঠিত করিয়া তমসা নদীতে অবগাহন ও জলপান করাইলেন এবং তাহাদিগকে সেই নদীতীরে চরাইতে লাগিলেন।

ইতি পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রঘুনন্দন রাম সেই রমণীয় তমসা-তীরে বাস নিশ্চয় করিয়া সীতার দিকে চাহিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "হে সৌমিত্রে! অদ্যই আমরা বনে বিবাসিত হইয়াছি, এই আমাদিগের বনবাসের প্রথম রজনী সমাগতা হইতেছে। তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। ঐ দেখ! মৃগ ও বিহঙ্গগণ আগমনপূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে অবস্থিত হওয়াতে, অরণ্যসমস্ত শূন্য হইয়া যেন রোদন করিতেছে। নরশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমাদিগের পিতার রাজধানী অযোধ্যা নগরীতে স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতি সমস্ত ব্যক্তিই আমাদিগের বনগমন-নিমিত্ত শোক করিবে, ইহাতে সংশয় নাই; কেন না, তাহারা সকলেই বহু গুণে রাজা দশরথের, ভরতের, শত্রুঘ্নের, তোমার এবং আমার অনুরক্ত। সে যাহা হউক, অধুনা আমার জনক ও যশস্বিনী জননীর নিমিত্তই শোক হইতেছে; তাঁহারা আমাদিগের নিমিত্ত অনবরত রোদন করিতে করিতে অন্ধ না হন, তবেই মঙ্গল; পরন্তু হে মহাত্মন্! ভরত অতীব ধর্ম্মাত্মা, তিনি অবশ্যই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-যুক্ত বাক্যসকলের দ্বারা পিতামাতাকে আশ্বাসিত করিবেন। আমি বারংবার ভরতের অক্রূরতার বিষয় চিন্তা করিয়া মাতাপিতার জন্য বিশেষ শোক করিতেছি না। হে নরবর! তুমি আমার অনুগমন করিয়া যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছ; কেননা, বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবীর রক্ষানিমিত্ত আমাকে [illegible] সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না। হে সৌমিত্রে! এই বনে বহুবিধ বন্য [illegible] তথাপি আমার ইহাই অভিরুচি হইতেছে যে, অদ্য কেবল জলপান করিয়াই রজনী অতিবাহন করিব।"

রঘুনন্দন রাম, লক্ষ্মণকে সেইরূপ বলিয়া সুমন্ত্র সারথিকে "হে সৌম্য! তুমি অশ্বগণের প্রতি সাবধান হও," ইহা বলিলেন। সুমন্ত্রও অশ্বদিগকে বন্ধন করিয়া তাহাদিগের সমীপে প্রভূত ঘাস রাখিয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। পরে তিনি মঙ্গলজনক-সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া, রজনী সমাগতা হইয়াছে, দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামের নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিলেন। সেই তমসা নদীতীরে লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র-সারথি-কর্ত্তৃক বৃক্ষপত্র দ্বারা শয্যা নির্ম্মিতা হইয়াছে দেখিয়া, রাম ভার্য্যার সহিত তাহাতে শয়ন করিলেন। অনন্তর ভ্রাতা রামকে ভার্য্যার সহিত সুপ্ত দেখিয়া, লক্ষ্মণ সুমন্ত্র-সারথির নিকট তাঁহার বহুবিধ গুণ কীর্ত্তন করিলেন। সেই তমসা নদীতীরে লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র সারথী, জাগরণ পূর্ব্বক রামের গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতেই রজনী অতিবাহিতা হইল।

তমসা নদীতীরের যে প্রদেশ গোকুল-সমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল, সেই প্রদেশের অনতি-দূরে মহাতেজা রাম প্রজাবর্গের সহিত সেই রজনী যাপন করিলেন। পরে তিনি উত্থিত হইয়া সেই প্রজাদিগকে নিদ্রাবিত অবলোকন করিয়া পুণ্য-লক্ষণ-সম্পন্ন ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "হে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! দেখ! এই সমস্ত পৌরেরা গৃহাদিবিষয়ে নিরপেক্ষ ও আমাদিগের প্রতি সাপেক্ষ হইয়া এখন পর্য্যন্ত বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। ইহারা আমাদিগের নিবৃত্তির নিমিত্ত যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, ইহারা প্রাণ-পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবেন, তথাচ তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইবেন না; অতএব যাবৎ ইহারা সুপ্ত থাকেন, আইস, আমরা তন্মধ্যেই সত্বর রথে আরোহণ করিয়া অকুতোভয় [illegible] দিয়া প্রস্থান করি যাহা যেন ঐ সমস্ত ইক্ষ্বাকুপুরবাসীদিগকে [illegible] রাজপুত্রদিগের শয়ন করিতে না হয়। রাজপুত্রদিগের

পুরবাসীদিগকে তাহাদের আত্মকৃত দুঃখ হইতে মোচন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাদিগকে আত্মদুঃখে দুঃখিত করা বিধেয় নহে।"

তৎপরে লক্ষ্মণ সেই সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থিত রামকে "হে প্রাজ্ঞ! আর্য্যটি যাহা বলিলেন, তাহাই আমার বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হইতেছে; সুতরাং চলুন, সত্বর রথে আরোহণ করা যাউক," এই কথা বলিলেন। পরে রাম সুমন্ত্র সারথিকে "হে সূতকার্য্য-দক্ষ! আমি এখনই অরণ্যে গমন করিব, সুতরাং তুমি সত্বর যাইয়া রথ যোজনা কর," এরূপ কহিলেন। তখন সুমন্ত্র সারথি সত্বর সেই শ্রেষ্ঠ হয়গণে রথ যোজিত করিয়া তাঁহার অভিমুখীন ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে ইহা নিবেদন করিলেন "হে রথিপ্রবর মহাবাহো! এই রথ যোজিত হইয়াছে; আপনার মঙ্গল হউক,—আপনি সীতা দেবী ও লক্ষ্মণের সহিত সত্বর ইহাতে আরোহণ করুন।"

অনন্তর রঘুনন্দন রাম সেই রথে অস্ত্র-শস্ত্রপ্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্ত রাখিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া উদ্দারা দ্রুতগামিনী আবর্ত্তসমাকুলা তমসা নদীর পর পারে গমন করিলেন। সেই মহাবাহু শ্রীসম্পন্ন রাম তমসা নদী উত্তীর্ণ এবং যথায় ভীরুস্বভাব ব্যক্তিদিগেরও কোন ভয় হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই কণ্টকবিহীন মঙ্গলময় রাজপথে উপস্থিত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পরে তিনি পৌরবর্গের মোহসম্পাদনমানসে সুমন্ত্র সার-থিকে এই কথা বলিলেন, "সারথে! তুমি রথে আরোহণ করিয়াই উত্তরাভিমুখ হইয়া গমন কর এবং সত্বর হইয়া মুহূর্ত্তকালমাত্র উত্তরাভি-মুখে গমন করত রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর। অধিক আর কি বলিব! যাহাতে পৌরগণ আমার গম্য পথ অবগত হইতে না পারেন, তুমি সাবধান হইয়া সেইরূপ কর।"

[illegible] শ্রবণ করিয়া, সুমন্ত্র সারথি তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলে তাঁহারা রথ আরোহণ করিয়া নিবে-দন করিলেন। তখন রঘুবংশবর্দ্ধন রাম ও লক্ষ্মণ সীতা দেবীর সহিত সেই সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। পরে সুমন্ত্র সারথি যে পথে বনে যাওয়া যায়, সেই পথ দিয়া অশ্ব চালনা করিলেন। প্রথমত সুমন্ত্র সারথি বনপ্রস্থানের মাঙ্গল্য-নিমিত্ত রথকে উত্তর-মুখ করিলেন। পরে মহারথ দশরথতনয় রাম সেই রথে আরোহণ করিয়া সারথির সমভিব্যাহারে অরণ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ইতি ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে, রজনী প্রভাতা হইলে, পৌরগণ রঘুনন্দন রাম ব্যতিরেকে শোকোপহত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া সংজ্ঞাবিহীন হইলেন। পরে তাঁহারা দুঃখিত ও শোকজনিত অশ্রুপরিব্যাপ্ত হইয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন; কিন্তু রামের রথচিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই সমস্ত মনীষী পৌরেরা ধীসম্পন্ন রামের বিরহজনিত বিষাদপ্রযুক্ত আর্ত্তবদন ও দীন হইয়া পরস্পর এরূপ করুণাসমন্বিত বাক্য বলিলেন, "আমরা যে, নিদ্রাকর্ত্তৃক অপহৃতচেতনশক্তি হওয়াপ্রযুক্ত অধুনা সেই বিপুলবক্ষঃস্থল মহাবাহু রামকে দেখিতে পাই-তেছি না, আমাদিগের সেই নিদ্রাকেই ধিক্! হা! সেই অমোঘকার্য্য রঘুনন্দন মহা-বাহু রাম কিপ্রকারে এই সমস্ত অনুগত ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসী হই-লেন,—পিতা যেমন পুত্রগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যিনি সর্ব্বদা আমা-দিগকে পরিপালন করিতেন, সেই রাঘবশ্রেষ্ঠ রাম কিপ্রকারে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন! সেই রাম ব্যতিরেকে আমাদিগের জীবনে প্রয়োজন কি? সুতরাং এক্ষণে আমাদিগের এখানে কোন প্রকারে প্রাণ পরিত্যাগ করা বা মরণার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করাই বিধেয়। এখানে অনেক বৃহৎ বৃহৎ [illegible] আছে;

আইস, আমরা সকলে তৎসমস্তদ্বারা চিতা রচনা করিয়া প্রজ্বালিত করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হই। আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অযোধ্যায় যাইয়া তত্রত্য মানবদিগকে কি বলিব? সেই অসূয়াবিহীন প্রিয়বাদী মহাবাহু রাম অস্মদাদিকর্ত্তৃক বনে নীত হইয়াছেন, ইহাই বা কিপ্রকারে বলা যাইতে পারে? স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধপ্রভৃতি অযোধ্যানিবাসী সমুদয় ব্যক্তিই রঘুনন্দন রাম ব্যতিরেকে আমাদিগকে সমাগত দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দবিহীন হইবে। আমরা সেই বীর্য্যসম্পন্ন মহাত্মা রামের সহিত নিয়ত বাস করিবার অভিপ্রায়ে পুরী হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম, এক্ষণ তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কিপ্রকারে যাইয়া আবার সেই নগরী অবলোকন করিব?"

সেই মনস্বী পুরবাসী ব্যক্তিসকল বাহু উত্তোলন করিয়া দুঃখার্ত্ত হইয়া, বৎসবিহীনা ধেনুর ন্যায় সেইরূপ নানাপ্রকার বাক্যে বিলাপ করিলেন। পরে তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ রথরেখানুসারে যাইয়া পরিশেষে তাহার বিনাশে অতীব বিষাদিত হইয়া "এ আবার কি? এক্ষণ আমরা কি করি? হা! আমরা নিশ্চয়ই দৈবহত হইয়াছি!" এই বলিয়া সেই রেখানুসারেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে ক্লান্তচিত্ত হইয়া, যে পথ দিয়া আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই, যথায় সাধু ব্যক্তিমাত্রেই ব্যথিত ছিলেন, সেই অযোধ্যা নগরীতে গমন করিলেন এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া, 'কিপ্রকারে গৃহে বাস করিব?' এই চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া শোকপীড়িত নয়নদ্বারা বাষ্প মোচন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই নগরী রামবিহীনা হইয়া, হ্রদ হইতে গরুড়কর্ত্তৃক অপহৃতপন্নগা নদীর ন্যায় বি[illegible] হইয়াছিল; সুতরাং পৌরগণ তাহাকে, চন্দ্রহীন আকাশ-মণ্ডল ও জলবিহীন সমুদ্রের ন্যায় নিরানন্দ অবলোকন করিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। পরে তাঁহারা নিতান্ত নিরানন্দতাপ্রযুক্ত আত্মীয় ও অনাত্মীয় ব্যক্তিদিগকে দেখিয়াও তাহাদের সহিত আলাপ করিতে পারিলেন না; প্রত্যুত দুঃখিতভাবে স্ব স্ব মহামূল্য আলয়ে প্রবেশ করিলেন।

ইতি সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

রামের সমভিব্যাহারে যাইয়াও প্রতিনিবৃত্ত হওয়াপ্রযুক্ত শোক-সমন্বিত, অতিদুঃখিত, বিষণ্ণ, খিন্নচিত্ত, বাষ্প-ব্যাপ্তনয়ন ও মুমূর্ষু-দশা-প্রাপ্ত সেই পুরবাসী ব্যক্তিদিগের গৃহপ্রবেশ-কালে প্রাণসমস্তও যেন নির্গমনোদ্যত হইল। পরে তাঁহারা সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ভার্য্যা ও পুত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া অশ্রুমোচন করত তদ্দ্বারা বদনমণ্ডল আপ্লাবিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে কাহারও চিত্তে হর্ষোদয় হইল না;—কেহই হর্ষলক্ষণে লক্ষিত হইলেন না, এমন কি! বাণিজ্য ব্যবসায়ীরাও স্ব স্ব বাণিজ্য দ্রব্য সমস্ত যথারীতি বিস্তার করিলেন না, সুতরাং তাহাদিগের বিস্তৃত পণ্য সমস্ত শোভিত হইল না; গৃহস্থব্যক্তিরা স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিলেন; যে বিপুল অর্থ-লাভের কিছুমাত্র উপায় ছিল না, সেই অর্থলাভেও কাহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল না; প্রথমোৎপন্ন পুত্র লাভ করিয়াও, জননী আনন্দিতা হইলেন না। সেই সময়ে প্রতিগৃহেই মহিলাগণ দুঃখার্ত্তা হইয়া, যেমন মহামাত্র অঙ্কুশ-দ্বারা হস্তীকে ভর্ৎসনা করে, সেইরূপ বাক্য-দ্বারা স্ব স্ব গৃহ-সমাগত স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, "যাঁহারা রামকে দর্শন করেন না, তাঁহাদিগের গৃহ, ধন, দান ও সুখে প্রয়োজন কি? অধুনা এই জীবলোকে এক লক্ষ্মণই সাধু পুরুষ আছেন, যিনি সেই সত্তার্য্য কাকুৎস্থ রামের পরিচর্য্যা করত বনেও অনুগামী হইয়াছেন। কাকুৎস্থ রাম যে সকল নদী, পুষ্করিণী ও সরোবরের নির্ম্মল জলে অবগাহন করিয়া গমন করিবেন, তাঁহারা পুণ্যবান্। রমণীয় কানন-সমন্বিত অরণ্য, সানুমান্ পর্ব্বত ও অনূপদেশ-মধ্যবাহিনী নদীসমস্ত কাকুৎস্থ রামকে শোভিত করিবে। কানন ও পর্ব্বত, যথায় রাম গমন করিবেন,

সেই প্রদেশেই তাঁহাকে, সমাগত প্রিয় অতিথির ন্যায় অর্চ্চনা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। বহুমঞ্জরী-বিশিষ্ট, বিবিধকুসুমরূপ-শিরোভূষণ-সমন্বিত ও ভ্রমরগণপরিব্যাপ্ত বৃক্ষসকল রঘুনন্দন রামকে আত্মশোভা প্রদর্শন করিবে। পর্ব্বত সকল তাঁহাকে আগত দেখিয়া সদয় হইয়া অসময়ে মুখ্য মুখ্য পুষ্প ও ফল সমস্ত প্রদর্শন করিবে এবং সমধিক বিচিত্র নির্ঝর সমস্ত প্রদর্শন করত নির্ম্মল জল বিসর্জ্জন করিবে। এবং পর্ব্বতাগ্রস্থিত পাদপসকলও সেই রঘুনন্দন রামকে আনন্দিত করিবে। সেই দশরথনন্দন শৌর্য্যসম্পন্ন মহাবাহু মহাত্মা রাম যথায় বাস করিবেন, তথায় কাহা হইতেও পরাজয় বা ভয় হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব যে কাল মধ্যে তিনি আমাদিগের বহুদূরবর্ত্তী না হন, আইস, আমরা তন্মধ্যেই তাঁহার অনুগামী হই। সেই মহাত্মা রামই আমাদিগের আশ্রয়, গতি ও রক্ষক, সুতরাং আমাদিগের তাঁহার চরণ সেবা করাই হিতকর; অতএব তোমরা তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে এবং আমরাও সীতা দেবীর পরিচর্য্যা করিব।"

তৎকালে সেই সমস্ত পৌর-বনিতারা দুঃখার্ত্তা হইয়া স্ব স্ব স্বামীকে সেইরূপ বলিয়া আবার বলিলেন, "অরণ্যেও রঘুনন্দন রাম তোমাদিগের অভিলষিত অর্থপ্রাপ্তি ও প্রাপ্ত অর্থ রক্ষণের উপায় বিধান করিবেন এবং সীতা দেবী আমাদিগের অভিলষিত অর্থ-প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত অর্থ রক্ষণের উপায় বিধান করিবেন। কোন্ ব্যক্তি এরূপ অরুচির, অমনোহর, অসুখকর ও উৎকণ্ঠিত-জনগণ-সমাকুল বাসস্থানে থাকিয়া প্রীতিলাভ করিতে পারে? যদি এই রাজ্য কেকয়ীর হয়, তবে নাথ-বিহীনের ন্যায় অধর্ম্মাক্রান্ত হইবে, সুতরাং সে রাজ্যে আমাদিগের পুত্র ও ধন সমস্ত অনর্থক হইবে, এমন কি! জীবনও অনর্থকর হইয়া পড়িবে! যে কুলকলঙ্কিনী কেকয়ী ঐশ্বর্য্যনিমিত্ত স্বামী ও পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সে জীবিত আর কাহাকে না পরিত্যাগ করিতে পারে? আমরা পুত্রগণ দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা জীবন-সত্ত্বে সেই কেকয়ীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া এখানে বাস করিতে পারিব না; কেন না, যে নির্দ্দয়স্বভাবা অধর্ম্মনিরতা অকার্য্য-কারিণী কেকয়ী পার্থিবেন্দ্র দশরথের পুত্রকে বিবাসিত করিল, তাহার অধীনে থাকিয়া কোন্ ব্যক্তি সুখে জীবন ধারণ করিতে পারে? এই সমস্ত রাজ্য কেকয়ীর নিমিত্ত অনাথ হইয়া বিবিধ উপদ্রবগ্রস্ত ও অননুষ্ঠিত-যজ্ঞ হইবে, অধিক কি! অবশেষে বিনষ্টও হইবে। দেখ! যখন রঘুনন্দন রাম প্রব্রাজিত হইলেন, তখন মহীপতি দশরথ কখনই আর অধিক কাল জীবিত থাকিবেন না; সুতরাং তাঁহার মৃত্যু হইলে, নিশ্চয়ই যাগাদি সমস্ত ব্যাপার বিলুপ্ত হইবে। অতএব তোমাদিগের পুণ্য-ক্ষয় হইয়াছে,—অতি দুঃখের সময় উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং হয়, তোমরা সপরিবারে বিষ পান কর, অথবা রঘুনন্দন রামের অনুগামী হও, কি যে স্থানে কেকয়ীর নাম শ্রবণ-গোচর না হয়, তথায় গমন কর! হা! রাম অকারণে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত বিবাসিত হইয়াছেন এবং আমরাও, সৌনিকে পশুগণের ন্যায় ভরতে সন্নিবেশিত হইয়াছি! সেই অরি-দমন, পূর্ণচন্দ্রানন, পদ্মলোচন, চন্দ্রতুল্য প্রিয়-দর্শন, শ্যামবর্ণ, আজানুলম্বিতবাহু, গূঢ়জত্রু, পূর্ব্বভাষী, সত্যবাদী, মধুরভাষী, মত্তমাতঙ্গ-তুল্য বিক্রমশালী এবং সমস্ত লোকের চিত্ত-জ্ঞানকুশল মহাবল মহারথ পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম নিশ্চয়ই অধুনা বিচরণ করিয়া অরণ্যসমস্ত শোভিত করিবেন।"

সেই সমস্ত পৌরবনিতারা দুঃখিতা হইয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, মৃত্যুজনক ভয় উপস্থিত হইলে মানবেরা যেমন ক্রন্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। গৃহে গৃহে পৌরমহিলাদিগের রামকে উদ্দেশ করিয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, প্রভাকর অস্তগত হইলেন এবং রজনী উপ-স্থিতা হইল। অধ্যয়ন ও সৎকথাপ্রসঙ্গ না থাকায়, বিশেষত হোমাদিকার্য্যবিরহে অগ্নি প্রজ্বলিত না হওয়ায় এবং সকল লোকেরই

নিরানন্দ ও বিয়াগ্রস্ততাবশত; বণিকদিগের ক্রয়বিক্রয়পর্য্যন্ত রহিত হওয়ায়, সেই নগরী তৎকালে তিমিরাবৃতার ন্যায় প্রতীতা হইল এবং সর্ব্বথা নক্ষত্রবিহীন আকাশমণ্ডলের সাদৃশ্য ধারণ করিল। সেই রাম পৌরবনিতা-দিগের পুত্র না হইলেও সমধিক প্রীতিপাত্র ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা তাঁহার বিবাসনেই, যেরূপ পুত্র বা ভ্রাতা বিবাসিত হইলে, দীনা ও চৈতন্যবিহীনা হইয়া বিলাপপূর্ব্বক রোদন করা উচিত, সেইরূপ দীনা ও চৈতন্যবিহীনা হইয়া বিলাপ-সহকারে রোদন করিতে লাগি-লেন। সকলেরই নিরানন্দতাপ্রযুক্ত বাদ্য, নৃত্য, গীত ও অপরাপর আনন্দজনক ব্যাপার রহিত এবং বিপণিসমস্ত রুদ্ধ হওয়ায়, সেই নগরী, সাগরের ন্যায় প্রতীতা হইল।

ইতি অষ্টচত্বারিংশ সর্গ॥ ৪৮॥

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া সেই অবশিষ্ট-রজনীমধ্যেই বহুদূর গমন করিলেন। সেইরূপে গমন করিতে করিতেই তাঁহার সেই মঙ্গলময় রজনী অতিবাহিতা হইল। পরে তিনি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, কোশলপ্রদেশের অন্তসীমায় গমন করিলেন। তিনি ক্রূরস্বভাবা কেকয়ীর ক্রূর-কার্য্যানুষ্ঠাননিমিত্ত নিন্দাকারী গ্রামনিবাসী মানবদিগের বাক্যসকল শ্রবণ করিতে করিতে শ্যেনপক্ষিতুল্য দ্রুতগামী হয়-যোজিত রথদ্বারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রাম ও পুষ্পশোভিত অরণ্যসমস্ত শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রম করিতে লাগি-লেন। "কামবশবর্ত্তী রাজা দশরথকে ধিক্! হা! যে, ঈদৃশ ধার্ম্মিক দয়াশীল জিতেন্দ্রিয় মহাপ্রাজ্ঞ রামকে বনবাসে বিবাসিত করি-য়াছে, সেই তীক্ষ্ণ ও পাপস্বভাবা পাপমনো-রথা কুটিলচারিণী ধর্ম্মমর্য্যাদাতিক্রমকারিণী কেকয়ী অধুনা কি তীক্ষ্ণ কার্য্য-সাধনে উদ্যতা হইয়াছেন না! মহাভাগ্যবতী জনকদুহিতা [illegible] সীতা দেবী কিপ্রকারে [illegible] সহ করিবেন! হায়! রাজা দশরথ প্রজাগণের অনপকারী রামকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের প্রতি কি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন!" কোশলপতি বীর্য্যসম্পন্ন রাম গ্রামনিবাসী মানবদিগের ঐ সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে কোশল প্রদেশ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর তিনি স্বচ্ছ-জল-শালিনী বেদশ্রুতিনাম্নী মহানদী উত্তীর্ণ হইয়া অগস্ত্য-সেবিত-দক্ষিণদিগভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরে সেই রঘুনন্দন রাম দীর্ঘকাল গমন করিয়া সাগরগামিনী শীতলজলবাহিনী গোব্যাপ্ততীর-প্রদেশ-ভূষিতা গোমতী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি শীঘ্রগামী হয়গণ-যোজিত রথ দ্বারাই হংস ও ময়ূরগণ-শব্দে প্রতিধ্বনিতা গোমতী নদী অতিক্রম করিয়া স্যন্দিকা-নাম্নী নদীরও পর পারে গমন করি-লেন। অনন্তর সেই শ্রীসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম বৈদেহীকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে যে বিবিধ নগর-শোভিত বৃহৎ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিলেন এবং প্রমত্ত-হংসস্বরে সুমন্ত্র সারথিকে "সূত" বলিয়া সম্বোধন করত এই কথা বলিলেন, "কবে আমি প্রত্যাগত ও ও মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইয়া সরযূ-তীরস্থ পুষ্পশোভিত কাননে মৃগয়াবিহার করিব! ইহলোকে ধনুর্দ্ধারী রাজর্ষিদিগের অরণ্যে মৃগয়াবিহার করিয়া চিত্তসন্তোষ জন্মে, সুতরাং তাঁহারা সময়ে সময়ে তাহা করিয়া থাকেন, এ কারণ তাহা আমারও প্রিয়; কিন্তু রাজর্ষিগণের মৃগয়াতে অনুপম-প্রীতি হয়, এপ্রযুক্ত সরযূনদীতীরস্থ, বনে মৃগয়াবিহার করিতে যে আমার অত্যন্ত অভিলাষ, এরূপ নহে।"

এইরূপে সেই কাকুৎস্থ রাম পথিমধ্যে সেই সেই বিষয় উদ্দেশ করিয়া সুমন্ত্র সার-থিকে বিবিধ মধুর বাক্য বলিতে বলিতে যাইতে লাগিলেন।

ইতি একোনপঞ্চাশ সর্গ॥ ৪৯॥

পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর সেই ধীসম্পন্ন [illegible] রা[illegible] [illegible] কোশল [illegible]

করিয়া অযোধ্যামুখীন ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন, "হে কাকুৎস্থ-পরিপালিতে পুরীশ্রেষ্ঠে! তোমাকে এবং যে সমস্ত দেবতারা তোমাতে অবস্থিত হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি মহীপতি দশরথকে অঋণী করিয়া বনবাস হইতে নিবৃত্ত ও পিতামাতার সহিত মিলিত হইয়া তোমাকে পুনরায় দর্শন করিব।"

তদনন্তর সেই মনোহর-রক্তলোচন মহাত্মা রাম দক্ষিণবাহু উত্তোলন করিয়া, অশ্রুব্যাপ্ত-বদন হইয়া, দীনভাবে জানপদ ব্যক্তিদিগকে "তোমরা আমার প্রতি যথাযোগ্য স্নেহ ও দয়াযুক্ত ব্যবহার করিয়াছ; অধুনা স্ব স্ব প্রয়োজন-সমাধানার্থ গমন কর; কেননা, অধিক ক্ষণ দুঃখিতভাবে থাকা অতীব ক্লেশ কর," এই কথা বলিলেন। পরে সেই সমস্ত জানপদ ব্যক্তিরা রাম দর্শনে তৃপ্ত না হইয়াও অগত্যা তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্থানে স্থানে অবস্থিত হওত ঘোরতর বিলাপ করিতে লাগিল। যেরূপ সায়ংকালে প্রভাকর মানবদিগের নয়নপথ অতিক্রম করেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম তাদৃশ বিলাপ-কারী প্রজাবর্গের নয়নপথ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরাগ্রগণ্য রাম রথ-দ্বারা কোশলরাজ্যান্তর্ব্বর্ত্তী, নরেন্দ্রগণরক্ষিত, বেদধ্বনি-নিনাদিত, ধনধান্যসমন্বিত, দাতৃজন-গণে অধ্যুষিত, কাহা হইতেও ভয়-রহিত, পুষ্পোদ্যান-শোভিত, আম্রবন-বিরাজিত, চৈত্য-যূপ-সমাবৃত, বিশুদ্ধ-জলাশয়-সম্পন্ন, হৃষ্টপুষ্ট জনগণে সমাকীর্ণ এবং বহু গোকুল-পরিব্যাপ্ত রমণীয়, সর্ব্বসুখকর বহুতর গ্রাম অতিক্রম করিলেন। পরে তিনি নরেন্দ্র-গণ-ভোজ্য, প্রমুদিত, স্ফীত ও বিবিধ রমণীয় উদ্যান-সমন্বিত বহু রাজ্যের মধ্যদেশ দিয়া যাইতে লাগিলেন। রঘুনন্দন রাম সেইরূপে যাইতে যাইতে শৈবাল-রহিতা ঋষিনিষেবিতা শীতল-জলবাহিনী ত্রিপথগামিনী দিব্য-নদী গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। অবিদূরস্থিত শ্রীসম্পন্ন আশ্রম-সমূহে সম্যক্ অলঙ্কৃতা, কাম্য ও গন্ধর্ব্বপত্নীগণ কর্ত্তৃক নিয়ত সেবিতা এবং দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ-কর্ত্তৃক উপ-শোভিতা কল্যাণ-দায়িনী যে নদীতে অপ্সরা-সকল হৃষ্টা হইয়া জলক্রীড়া করিয়া থাকে; যাঁহারা উভয় তীরে দেবতাদিগের শত শত ক্রীড়াস্থান ও উদ্যান আছে; যে নদী দেবগণের নিমিত্ত আকাশগামিনী হইয়া "দেবনদী" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; যাঁহার ফেন নির্ম্মল হাস্য-স্বরূপ ও জলবিঘাত অট্ট-হাসতুল্য; যে নদী কোন কোন স্থানে বেণী আকারে বাহিতা হইয়াছেন; যাঁহাতে স্থানে স্থানে আবর্ত্তনসকল শোভা বিস্তার করি-তেছে; যাঁহার গম্ভীরতা-প্রযুক্ত কোন কোন স্থানে বেগ স্তিমিত ও কোথায় বা তদভাবে তাহা অতীব প্রবল হইয়াছে; যাঁহার কোন কোন স্থান হইতে গম্ভীর ধ্বনি ও কোন কোন স্থান হইতে ভয়ানক ধ্বনি উত্থিত হইতেছে; স্থানে স্থানে সুবিশাল পুলিন-শোভিতা, নির্ম্মল বালুকাময় তট-সমন্বিতা ও নির্ম্মল উৎপল-সমূহ-ভূষিতা যে নদীতে দেবগণ অবগাহন করিয়া থাকেন; হংস ও সারস-সমূহ-সেবিতা এবং চক্রবাকগণে উপশোভিতা যে নদীর অভ্য-ন্তর প্রদেশ নিরন্তর প্রমত্ত বিহঙ্গগণের শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়; স্থানে স্থানে প্রফুল্ল উৎপল-পরিব্যাপ্তা ও পদ্মবনে সমাকুলা যে নদীর তীরস্থিত বৃক্ষ-সমুদায়, মালার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে; যিনি স্থানে স্থানে কুমুদকোরকসমূহে উপশোভিতা ও বিবিধ-পুষ্পরেণু-সমাবৃতা হইয়া মদবিহ্বলা প্রমদার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন; নির্ম্মল ও মণিতুল্য স্বচ্ছ-জলবাহিনী যে নদীর তীরস্থ বন-সমস্ত নিরন্তর দিগ্‌গজ ও দেববহন-যোগ্য শ্রেষ্ঠ প্রমত্ত বারণগণের শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়; যিনি কিসলয়, ফল, পুষ্প, গুল্ম, ও বিহগগণে ভূষিতা হইয়া যত্নপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অলঙ্কার-সমূহে অলঙ্কৃতা প্রমদার সদৃশী হইয়াছেন; এবং শিশুমার, নক্র ও ভুজঙ্গগণ-সমন্বিতা বিষ্ণুপাদ-বহির্গতা যে মহাপাপনাশিনী দিব্য-নদী সগরবংশীয় ভগীরথের তপঃপ্রভাবে মহা-দেবের জটাজূট হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া

ছিলেন ; শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে মহাবাহু মহারথ রাম সেই সারস ও ক্রৌঞ্চগণে অভিনাদিত সাগর-বনিতা গঙ্গা নদীর সন্নিহিত হইলেন। পরে তিনি সেই উর্ম্মিযুক্ত আবর্ত্ত-সমন্বিতা গঙ্গা নদী দর্শন করিয়া সুমন্ত্র সারথিকে এই কথা বলিলেন, "অদ্য আমরা এই স্থানেই বাস পরিগ্রহ করি। সারথে! নদীর অবিদূরে ঐ অতি বৃহৎ বহু-প্রবাল পুষ্প-সমন্বিত ইঙ্গুদীবৃক্ষ রহিয়াছে ; আইস, অদ্য আমরা ঐখানেই রজনী অতিবাহন করি। ঐখান হইতে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব,মৃগ ও পক্ষী সকলেরই মাননীয়া ও কল্যাণদায়িনী মহানদী গঙ্গা দেবীকে উত্তমরূপে দেখিতে পাইব।"

অনন্তর লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র, রঘুনন্দন রামকে "যে আজ্ঞা" বলিয়া রথদ্বারাই সেই ইঙ্গুদীবৃক্ষের নিকটে গমন করিলেন। তখন ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম সেই রমণীয় বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সুমন্ত্র সারথিও রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই শ্রেষ্ঠ হয়গণ মোচন করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, বৃক্ষমূলস্থিত রামের নিকটে অবস্থিত হইলেন।

সেই প্রদেশে নিষাদজাতীয় "স্থপতি" বলিয়া বিখ্যাত বলবান্ গুহনামা রামের প্রাণতুল্য প্রিয় সখা এক রাজা ছিলেন। তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে স্বীয় রাজ্যমধ্যে সমাগত শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ, জ্ঞাতি ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। অনন্তর রাম, দূর হইতে নিষাদাধিপতি গুহকে আগমন করিতে দেখিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। গুহও সেই রঘুনন্দন রামকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার অবস্থা-দর্শনে কাতর হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মহাবাহুসম্পন্ন রাম! আপনার অযোধ্যা নগরীতেও যেরূপ অধিকার, আমার রাজ্যেও সেইরূপ অধিকার; আপনি আদেশ করুন, আপনার কি প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করি? কাহার ঈদৃশ প্রিয় অতিথি-লাভ ঘটিয়া থাকে!"

অনন্তর গুহ সত্বর হইয়া রামকে পৃথক্ পৃথক্ গুণান্বিত অন্নব্যঞ্জনাদি বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য ও অর্ঘ্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে আবার এই বাক্য বলিলেন, "হে মহাবাহো! আপনি ত সুখে আগমন করিয়াছেন? এই সমগ্র পৃথিবীই আপনার,—আপনি আমাদিগের ভর্ত্তা এবং আমরা আপনার ভৃত্য; আপনি আমাদিগের এই রাজ্য শাসন করুন। আপনার নিমিত্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়, এই চতুর্ব্বিধ অন্ন ও মুখ্য মুখ্য শয়ন আনীত হইয়াছে এবং আপনার অশ্বগণের নিমিত্ত ঘাসও আনয়ন করা হইয়াছে।"

গুহ ঐরূপ বলিলে, রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে "তুমি স্নেহপূর্ব্বক পাদচারী হইয়া, আগমন করিয়া, আমাদিগকে আত্মসন্দর্শন প্রদান করাতেই, আমাদিগের সম্যক্ অর্চ্চনা করা হইয়াছে এবং আমরা সম্যক্ হর্ষও লাভ করিয়াছি," এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন। পরে তিনি সুবৃত্ত বাহুদ্বয়দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে গুহ! তোমার বান্ধববর্গ, ধন ও রাজ্যের ত মঙ্গল? আমি ভাগ্যানুসারেই তোমাকে বান্ধবগণের সহিত নীরোগ অবলোকন করিতেছি। তুমি প্রীতিপূর্ব্বক আমার নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ, তৎসমস্ত আমি স্বীকার করিতেছি, কিন্তু প্রতিগ্রহ করিতে পারি না; কেন না, অধুনা তাপসদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বনবাসী, কুশ-চীরাজিনপরিধায়ী ও ফলমূলভোজী হইয়াছি, ইহা তুমি অবগত হও। এক্ষণ আমার কেবল অশ্বদিগের খাদ্য-দ্রব্য প্রয়োজন আছে, অপর কোন দ্রব্যই আবশ্যক নাই; তুমি তাহা প্রদান করিলেই, আমি সম্যক্ পূজিত হইব। এই অশ্ব সকল মদীয় পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়; সুতরাং ইহাদিগের স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করিলেই, আমার সৎকার করা হইবে।"

তখন গুহ তত্রত্য ভৃত্যদিগকে "তোমরা শীঘ্র অশ্বদিগের খাদ্য ও পেয় প্রদান কর," এরূপ আদেশ করিলেন। অনন্তর সেই চীরোত্তর-বাসা রাম সায়ংসন্ধ্যা সমাপনপূর্ব্বক লক্ষ্মণানীত গঙ্গাজল পান করিয়া ভার্য্যার সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন। পরে

লক্ষ্মণ তাঁহাদিগের চরণপ্রক্ষালনপূর্ব্বক কিঞ্চিদ্দূরে যাইয়া, একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। গুহও সুমন্ত্র সারথির সহিত রামের প্রতি প্রমাদবিহীন ও ধনুর্দ্ধারী হইয়া লক্ষ্মণের সঙ্গে সম্ভাষা করত জাগিয়া রহিলেন। নিয়ত সুখোচিত ও দুঃখানভিজ্ঞ সেই ধীসম্পন্ন মহাত্মা যশস্বী দশরথনন্দন রামের সুখে শয়ন করিতে করিতেই রজনীর অবসান হইল।

ইতি পঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

গুহ শোক-সন্তপ্ত হইয়া ভ্রাতৃরক্ষানিমিত্ত অদাম্ভিকভাবে জাগরণকারী রঘুনন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমার নিমিত্ত এই সুখসাধিকা শয্যা রচিতা হইয়াছে; হে রাজনন্দন! তুমি ইহাতে যথাসুখে শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর কর। তুমি নিয়ত সুখোচিত এবং আমরা বিবিধ ক্লেশ-সহিষ্ণু; আমরাই কাকুৎস্থ রামের রক্ষানিমিত্ত জাগরণ করিয়া থাকিব। আমি তোমার নিকট সত্য দ্বারা শপথ করিয়া এই সত্য বাক্য বলিতেছি যে, এই পৃথিবীমণ্ডলে রাম হইতে প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই। আমি ইহাঁরই প্রসাদে ইহলোকে সুমহৎ যশ, ধর্ম্ম এবং সুবিপুল অর্থ ও কাম লাভের প্রত্যাশা করি। অতএব আমি জ্ঞাতিগণে পরিবৃত ও ধনুর্দ্ধারী হইয়া সীতাদেবীর সহিত শয়নকারী প্রিয় সখা রামকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব। এই বনে আমি নিরন্তর বিচরণ করিয়া থাকি, সুতরাং এখানকার কিছুই আমার অবিদিত নাই; বিশেষত আমি যুদ্ধে সুমহৎ চতুরঙ্গ সৈন্যেরও বেগ সহনে সক্ষম; অতএব আমি রক্ষণে সমর্থ হইব।"

অনন্তর লক্ষ্মণ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে নিষ্পাপ ধার্ম্মিক! তোমা কর্তৃক রক্ষিত হইলে, আমাদিগের কিছুই ভয় নাই; কিন্তু দশরথতনয় রাম ভার্য্যার সহিত ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে, আমি কিপ্রকারে আহার, নিদ্রা বা অন্যান্য সুখভোগে প্রবৃত্ত হইতে পারি? সমুদায় দেব ও দানবগণ মিলিত হইয়াও যুদ্ধে যাঁহার বীর্য্য-সহনে অক্ষম, তিনি সীতার সহিত সুখে তৃণ-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, অবলোকন কর। রাজা দশরথ বিবিধ পরাক্রম, মন্ত্র ও তপঃপ্রভাবে যাঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন এবং যিনি পিতার সমস্ত গুণে ভূষিত হইয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, ইনিই তিনি। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, পৃথিবী দেবী শীঘ্রই বিধবা হইবেন; যেহেতু এই রাম বিবাসিত হওয়া প্রযুক্ত রাজা দশরথ বহুকাল জীবিত থাকিবেন না। ভ্রাতঃ! আমি বিবেচনা করি যে, অধুনা রাজান্তঃপুরচারিণী কামিনীরা সমস্ত দিবস অতীব চীৎকার করিয়া শ্রান্তা হইয়া ক্লান্তা হইয়াছেন; সুতরাং সেই অন্তঃপুর উপরত-ধ্বনি হইয়াছে! আমি এরূপ প্রশংসা করিতে পারি না যে, অদ্যকার রজনীতে রাজা দশরথ, কৌসল্যা ও আমার জননী সুমিত্রা দেবী, ইহাঁরা সকলেই জীবিত থাকিবেন। আমার জননী সুমিত্রা দেবী শত্রুঘ্নকে অবলোকন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতেও পারেন, কিন্তু বীরপুত্রপ্রসবিনী কৌসল্যা দেবীর কাহাকেও দর্শন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাঁহার যদি মৃত্যু হয়, তাহা অতি দুঃখের বিষয়! সমস্ত লোকের প্রীতি ও সুখদায়িনী এবং রাজানুরক্ত জনগণে সমাকীর্ণা সেই অযোধ্যা নগরী রাজার ব্যসনে অবশ্যই বিনষ্টা হইবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা রামকে দর্শন না করিয়া, মহাত্মা রাজা দশরথের প্রাণসমস্ত কিপ্রকারে শরীরে অবস্থান করিবে? রাজা দশরথের মৃত্যু হইলেই, কৌসল্যা দেবীর প্রাণবিয়োগ হইবে; তৎপরে আমার মাতা সুমিত্রা দেবীও বিনাশপ্রাপ্তা হইবেন; পিতা দশরথ রামকে রাজা করিয়া যে সমস্ত মনোরথ সম্পাদনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, অধুনা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া সেই অতিক্রান্ত মনোরথ-সমস্ত লাভে অসমর্থ হইয়াই বিনষ্ট হইবেন। সেই সময় উপস্থিত হইলে যাহারা রঘুকুলতিলক পিতা দশরথের

প্রেতকার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন এবং আমাদিগের পিতার আরাম ও উদ্যানসমূহে অলঙ্কৃতা, রম-ণীয় চত্বর-সমন্বিতা, সুবিভক্ত রাজপথে বিরাজিতা, উৎকৃষ্টপণ্যিকাগণে শোভিতা, বিবিধ হর্ম্ম্য-প্রাসাদ-বিভূষিতা, তূর্য্যধ্বনি-নিনাদিতা, সমস্ত সুখকর দ্রব্য-সম্পন্না, হৃষ্ট পুষ্ট জনগণে সমাকুলা, সামাজিকোৎসবশালিনী এবং রথ, অশ্ব ও গজগণে পরিব্যাপ্তা রাজধানীতে সুখে বিচরণ করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। যদি সুব্রত মহাত্মা দশরথ জীবিত থাকেন এবং যদি আমরা বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি, তবেই মঙ্গল। এই বনবাসের সময় অতিবাহিত হইলে, যদি আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত কুশলী হইয়া অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিতে পারি, তাহা হইলেই কুশল।"

সেই দুঃখার্ত্ত মহাত্মা রাজনন্দন লক্ষ্মণের ঐরূপ বিলাপ করিতে করিতেই রজনী অতীতা হইল। সেই প্রজাহিতকারী নরেন্দ্রনন্দন লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি সৌহার্দ্দবশত সেই সত্য বাক্য বলিলে, গুহ তাঁহাদিগের ব্যসনদ্বারা অতীব পীড়িত হইয়া, জ্বররোগাক্রান্ত ব্যথাতুর হস্তীর ন্যায় বাষ্প মোচন করিতে লাগিলেন।

ইতি একপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

রজনী প্রভাতা হইলে, বিশালবক্ষা মহাযশা রাম সুমিত্রানন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "ভ্রাতঃ! ভগবতী রজনী অতীতা হইয়াছেন,—সূর্য্যোদয়-সময় উপস্থিত হই-য়াছে; দেখ, ঐ কৃষ্ণবর্ণ কোকিলসকল ধ্বনি করিতেছে; অরণ্যমধ্যে নিনাদকারী ময়ূরগণের ধ্বনিও শ্রুতিগোচর হইতেছে; হে শুভদর্শন! আইস, সত্বর আমরা এই দ্রুতবাহিনী সাগর-গামিনী জাহ্নবী নদী উত্তীর্ণ হই।"

মিত্রনন্দন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের বাক্য অবগত হইয়া, গুহ ও সুমন্ত্র সার-থিকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার অগ্রে আগে উপস্থিত হইলেন। নৃপতি গুহও রামের বাক্য [illegible] অবধারণ করিয়া অমাত্য-দিগকে এরূপ আদেশ করিলেন, "তোমরা সত্বর ইঁহার নিমিত্ত ক্ষেপণীসংযুক্তা, কর্ণধারসম-ন্বিতা, দৃঢ়া, শুভা ও প্রতারণকুশলা নৌকা তীর্থে আনয়ন কর।"

গুহের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া, তদীয় অমাত্যগণ তীর্থে রুচিরা নৌকা আনয়ন করত তাঁহাকে তদ্বিবরণ জ্ঞাত করিল। অনন্তর সেই গুহ প্রাঞ্জলি হইয়া রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিলেন, "হে দেব! আপনার নিমিত্ত এই নৌকা আনীতা হই-য়াছে; এক্ষণ আমাকে আর আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন। হে দেবকুমার-সদৃশ! আপনার এই সাগর-গামিনী গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত নৌকা আহৃতা হইয়াছে; হে কল্যাণব্রত পুরুষশ্রেষ্ঠ! এক্ষণ আপনি ইহাতে সত্বর আরোহণ করুন।"

অনন্তর মহাতেজা রঘুনন্দন রাম সেই গুহকে "তোমার এই কার্য্যেই আমি সফল-মনোরথ হইয়াছি, এক্ষণ শীঘ্র আমায় নৌকা আরোপণ কর," এই কথা বলিলেন। প[রে] তিনি লক্ষ্মণের সহিত ধনুক ধারণপূর্ব্বক যথা স্থানে খড়্গ ও তূণীর সকল বন্ধন করি[য়া] সীতা দেবীর সমভিব্যাহারে, পারার্থী ব্যক্তি[রা] যে পথে যাইয়া নৌকায় আরোহণ ক[রে] সেই পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। ত[খন] সুমন্ত্র সারথি সেই গমনকারী ধর্ম্মজ্ঞ দশর[থ]-তনয় রামের নিকটে যাইয়া বদ্ধাঞ্জলি হ[ইয়া] তাঁহাকে "অধুনা আমি কি করিব?" [এই] কথা বলিলেন। পরে রাম তাঁহাকে উ[ত্তম] দক্ষিণ হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া ইহা বলি[লেন], "সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র প্রতিগমন কর [ও] প্রমাদবিহীন হইয়া রাজা দশরথের নিকট[স্থ] হও। ইহাতেই তোমার আমার যথেষ্ট [সেবা] করা হইয়াছে, এক্ষণ প্রতিনিবৃত্ত হও; আ[মরা] রথ পরিত্যাগ করিয়া পাদচারী হইয়া মহা[রণ্যে] গমন করিব।"

সুমন্ত্র সারথি ইক্ষ্বাকুনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]

হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "যে দৈব-প্রভাবে আপনি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত, সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বনবাসী হইলেন, ইহলোকে কোন পুরুষই সেই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। আপনার যখন ব্যসন উপস্থিত হইল, তখন আমি বোধ করি যে, ঋজুতা, মৃদুতা, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়নের ফল নাই। হে বীর্য্যসম্পন্ন রঘুনন্দন! আপনি ভ্রাতা ও বিদেহরাজদুহিতা সীতার সহিত বনবাসী হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন,—ত্রিলোক জয় করিবেন। হে রাম! আমরা আপনার সহবাসে বঞ্চিত হইয়া নিহতপ্রায় হইলাম; যেহেতু অধুনা আমাদিগকে সেই পাপাচারিণী কেকয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া নিতান্ত দুঃখভাগী হইতে হইবে।"

তখন সুমন্ত্র সারথি আত্মতুল্য প্রিয় রামকে সেই বাক্য বলিয়া, তাঁহাকে দূরদেশ-গমনোদ্যত দেখিয়া, দুঃখার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট বহুক্ষণ রোদন করিলেন। পরে তিনি রোদনে ক্লান্ত হইয়া জলদ্বারা আচমনপূর্ব্বক শুচি হইলে, রাম তাঁহাকে আবার এই মধুর বাক্য বলিলেন, "ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের তোমার তুল্য সুহৃৎ অপর কাহাকেও আমি ত দেখিতে পাইতেছি না; অতএব রাজা দশরথ যাহাতে আমার জন্য শোক না করেন, তুমি সেইরূপ কর; সেই বৃদ্ধ রাজা দশরথ একে ত কামার্ত্ত, তাহে আবার নিতান্ত শোক-সমন্বিত হইবেন; তজ্জন্যই আমি তোমাকে এরূপ বলিতেছি। সেই মহীপতি দশরথ কেকয়ীর প্রিয়-সম্পাদনার্থ যাহা যাহা করিতে আদেশ করিবেন, সংশয় না করিয়াই, তুমি তাহা সম্পাদন করিও। নরাধিপেরা এই নিমিত্তই রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদিগের চিত্ত কোন বিষয়েই ক্ষুব্ধ হইবে না; অতএব হে সুমন্ত্র! সেই মহারাজ দশরথ যাহাতে বিফল-মনোরথ না হন, এবং আমার শোকনিমিত্ত গ্লানি লাভ না করেন, তুমি সেইরূপ করিও। তুমি সেই আর্ত্ত [illegible] জিতেন্দ্রিয় বৃদ্ধ রাজা দশরথকে অভিবাদন করিয়া আমার এই কথা বলিও 'আমি, লক্ষ্মণ বা জানকী, আমরা অযোধ্যা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, বা বাস করিতেছি, এ বলিয়া শোক করি না। এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বিগত হইলে, আমরা শীঘ্র অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাগত হইয়া বারংবার আপনার নয়ন-গোচর হইব।'

সুমন্ত্র! তুমি রাজা দশরথ এবং আমার জননী কৌসল্যা দেবী ও কেকয়ী প্রভৃতি অপরাপর বিমাতাদিগকে বারংবার সেইরূপ বলিয়া আমার, আর্য্যগুণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণের ও সীতার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে আমাদিগের প্রণাম ও আরোগ্য-বার্ত্তা প্রদান করিও। তুমি মহারাজ দশরথকে ইহাও বলিও, 'আপনি ভরতকে শীঘ্র আনয়নপূর্ব্বক রাজ্যপদে স্থাপিত করুন। আপনি ভরতকে আলিঙ্গন ও যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলে, আপনাকে আর আমাদিগের বিরহ-জন্য সন্তাপ অভিভূত করিতে পারিবে না।'

সুমন্ত্র! তুমি ভরতকেও আমার এই কথা বলিও যে, 'তুমি রাজা দশরথের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, সমুদয় মাতৃগণের প্রতিও অবিকল সেইরূপ ব্যবহার করিও। যে প্রকার তোমার স্বীয় জননী কৈকেয়ী দেবীকে পূজা করা উচিত, আমার জননী কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবীকেও সেইপ্রকারই পূজা করা বিধেয়। তুমি পিতার প্রিয়কার্য্য-সম্পাদন-মানসে নিয়ত রাজ্য পরিদর্শন করতই ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ করিতে পারিবে।"

সুমন্ত্র সারথি কাকুৎস্থ রাম কর্ত্তৃক সেইরূপ প্রতিবোধিত ও নিবর্ত্ত্যমান হইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া স্নেহপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, "আমি স্নেহ-প্রযুক্ত অতীব ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া, রীতি অতিক্রম করিয়া, আপনাকে যে বাক্য বলিতেছি, আপনার ভক্তি-সমন্বিত হইয়াই তাহা বলিতেছি; একারণে আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন। হে তাত! আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিপ্রকারে আপনার বিয়োগে, পুত্রবিয়োগ-শোককাতরা মহিলার ন্যায় অবস্থাপন্না সেই পুরীতে প্রতি-

গমন করিব। অযোধ্যাবাসী সমুদয় ব্যক্তিই পূর্ব্বে আপনাকে এই রথে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছিল, এক্ষণে ইহাতে আপনার অনধিষ্ঠান দেখিয়া অবশ্যই বিদীর্ণ হইবে। যেরূপ যুদ্ধ-স্থলে সৈন্যগণ সারথি-সমন্বিত রথি-বিহীন রাজ-রথ দেখিয়া দীনভাবাপন্ন হয়, সেইরূপ পুরবাসী সকলে এই রথকে রথি-বিহীন দেখিয়া দৈন্য লাভ করিবে। আপনি দূরস্থিত হইলেও, প্রজাগণ মানস-দ্বারা যেন আপনাকে অভিমুখস্থিত জ্ঞান করিতেছে, সম্প্রতি আমি শূন্য রথ লইয়া যাইলে, তাহারা আপনাকে চিন্তা করত নিশ্চয়ই আহার পরিত্যাগ করিবে। হে রাম! আপনার প্রবাসনকালে পৌরগণ আপনার শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, তাহা ত আপনি প্রত্যক্ষই করিয়াছেন। সেই সময়ে তাহারা যেরূপ আর্ত্তনাদ করিয়াছিল, এক্ষণে আমাকে রথের সহিত প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহা হইতে শতগুণ অধিক আর্ত্তনাদ করিবে। আমি অযোধ্যায় যাইয়া কৌসল্যা দেবীকে কি বলিব? 'হে দেবি! আমি আপনার পুত্রকে মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিলাম, আপনি তজ্জন্য সন্তাপ করিবেন না,' এরূপ মিথ্যা বাক্যও ত আমি তাঁহাকে বলিতে পারিব না এবং 'আপনার পুত্রকে বনে রাখিয়া আসিলাম,' তাঁহার অপ্রিয় এই সত্য বাক্যই বা কিপ্রকারে তাঁহাকে বলিব? এই উৎকৃষ্ট অশ্বসকল আমার নিয়োগানুসারে নিয়ত আপনার বা আপনার বন্ধুবর্গের অধিষ্ঠিত রথই বহন করিয়া আসিতেছে, এক্ষণ কিপ্রকারে আপনার ও আপনার বন্ধুগণের অনধিষ্ঠিত এই রথ বহন করিবে? অতএব হে অনঘ! আমি আপনা ব্যতিরেকে অযোধ্যা নগরীতে যাইতে পারিব না; সুতরাং আমাকে আপনার অনুগামী হইতে আদেশ করুন। যদি আমি এরূপ প্রার্থনা করিলেও, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমি আপনা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবামাত্রই রথের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব। হে রঘুনন্দন! অরণ্যবাসকালে আপনার তপোবিঘ্নকর যে সমস্ত উৎপাত উপস্থিত হইবে, আমি রথ দ্বারাই তৎসমস্ত বাধিত করিব। আপনার নিমিত্ত রথ পরিচালনা করিয়া, আমার সুখ-লাভের পর্য্যাপ্তি হয় নাই; সুতরাং আমি কি আপনার সহিত বনে বাস করিয়া সেই সুখ-লাভের প্রত্যাশা করিতে পারি না? আমি অরণ্যে আপনার অনুচর হইতে বাসনা করি,—আপনি আমাকে প্রীতি-পূর্ব্বক 'তুমি আমার অনুচর হও' ইহা বলেন, এই আমার অভিলাষ; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, অর্থাৎ আমাকে অনুচর হইতে আদেশ করুন। হে বীর! এই ঘোটকসকলও যদি বনবাসকালে আপনার পরিচর্য্যা করিতে পায়, তবে অবশ্যই অন্তে পরমগতি লাভ করিবে। আমিও যদি বনে বাস করিয়া মস্তক-দ্বারা আপনার শুশ্রূষা করিতে পারি, তবে অযোধ্যা বা দেব-লোকেরও বাসনা পরিত্যাগ করি। যেরূপ অধার্ম্মিক ব্যক্তি পুণ্যবিরহে মহেন্দ্রের রাজধানী অমরাবতীতে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ আমি আপনা ব্যতিরেকে অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিতে পারিব না। আমার এই অভিলাষ যে, বনবাসের সময় অতীত হইলে, আপনাকে এই রথ-দ্বারাই পুনরায় অযোধ্যা নগরীতে লইয়া যাই। আপনার সহিত বনে বাস করিলে, আমার পক্ষে এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল, চতুর্দ্দশ ক্ষণস্বরূপ হইয়া বিগত হইবে, অন্যথা এই কালই চতুর্দ্দশ শত বর্ষ-পরিমিত হইবে। হে ভৃত্যবৎসল ভর্ত্তৃ-পুত্র! আমি আপনার ভৃত্য; ভৃত্যের স্বামি-প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, আমি নিয়তই আপনার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি; এখনও ভক্তিসহকারে আপনার সহবাসে উদ্যত রহিয়াছি; অতএব আপনার আমাকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে।"

সুমন্ত্র সারথি দীনভাবে বিবিধ বাক্যে বারংবার সেইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলে, ভৃত্য-দয়ালু রাম তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে ভর্ত্তৃবৎসল! আমার প্রতি তোমার যে পরমভক্তি আছে, [illegible] আমি; পরন্ত

যে কারণে তোমাকে এখান হইতে নগরীতে প্রেরণ করিতেছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কনিষ্ঠ-জননী কেকয়ী দেবী তোমাকে পুরী-প্রত্যাগত দেখিয়াই, আমি যে বন-গত হইয়াছি, তদ্বিষয়ে বিশ্বাস করিবেন এবং আমি বনবাসী হইলে সন্তুষ্টা হইয়া আর অতিধার্ম্মিক রাজা দশরথকে 'মিথ্যাবাদী' বলিয়া শঙ্কা করিবেন না। ইহাই আমার মুখ্য অভিপ্রায় যে, কনিষ্ঠ-জননী কেকয়ী দেবী স্বীয় পুত্র ভরতের পালিত সেই সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করেন। সুমন্ত্র! তুমি আমার ও রাজা দশরথের প্রিয়সম্পাদনার্থ শীঘ্র অযোধ্যায় গমন কর এবং তথায় যাইয়া আমি তোমাকে যে যে কথা বলিতে আদেশ করিয়াছি, তৎসমস্ত অবিকল সেইরূপ বলিও।"

রাম সুমন্ত্র সারথিকে সেইরূপ বলিয়া বারংবার আশ্বাস প্রদান করিয়া অদীনভাবে গুহকে এই হেতুযুক্ত বাক্য বলিলেন, "হে গুহ! অধুনা আমার আত্মীয়-জনে অধ্যুষিত বনে বাস করা উচিত নহে, পরন্তু নির্জ্জন আশ্রমে বাস ও তদুচিত বিধির অনুবর্ত্তন করা বিধেয়; অতএব আমি পিতা, সীতা ও লক্ষ্মণের হিতার্থ তপস্বীদিগের ভূষণস্বরূপ নিয়ম ধারণ ও জটা নির্ম্মাণ করিয়া নির্জ্জন বনে প্রস্থান করিব; তুমি শীঘ্র বটবৃক্ষের ক্ষীর আনয়ন কর।"

গুহও রাজনন্দন রামকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইবামাত্রই, বটবৃক্ষের ক্ষীর আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিলেন। নরশ্রেষ্ঠ দীর্ঘবাহু-সম্পন্ন রাম সেই ক্ষীর দ্বারা আপনার ও লক্ষ্মণের জটা নির্ম্মাণ করিয়া জটাধারী হইলেন। তখন সেই দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ চীরবসন-পরিধারী ও জটাধারী হইয়া, ঋষির ন্যায় শোভা লাভ করিলেন। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণের সহিত বৈখানস ঋষিদিগের আচরিত পথ (বানপ্রস্থ ধর্ম্ম) অবলম্বন করিয়া তৎসমুচিত নিয়ম-ধারণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সহায়স্বরূপ গুহকে এই কথা বলিলেন, "হে গুহ! তুমি সৈন্য, কোষ, দুর্গ ও জনপদে প্রমাদবিহীন হইও; কেন না, রাজ্য রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন কর্ম্ম।"

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম গুহকে সেইরূপ আদেশ করিয়া ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত অব্যগ্রভাবে প্রস্থান করিলেন। পরে তিনি নদীতীরে যাইয়া দ্রুতগামিনী গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষে লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন; —"হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি অগ্রে ধীরে ধীরে এই মনস্বিনী সীতা দেবীকে গ্রহণপূর্ব্বক নৌকামধ্যে আরোহণ করিয়া তৎপরেই স্বয়ংও আরোহণ কর।" আত্মবান্ লক্ষ্মণও ভ্রাতার সেই আদেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাহার কিছুমাত্র অন্যথা না করিয়া অগ্রে জনক-দুহিতা সীতাকে নৌকা-মধ্যে আরোপণ করিলেন, পরে স্বয়ংও তদারোহী হইলেন। অনন্তর তেজস্বী লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তাহাতে আরোহণ করিলেন। তখন গুহ স্বীয় জ্ঞাতিসকলকে স্ব স্ব কার্য্যে উদ্যত হইতে আদেশ করিলেন। পরে মহাতেজা রঘুনন্দন রাম সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া আত্ম-হিতার্থ ক্ষাত্র-নিয়মানুসারে বেদবিহিত মন্ত্র জপ করিলেন। অতুল্য-প্রভাশালী লক্ষ্মণও প্রীতিসহকারে সীতা দেবীর সহিত আচমন করিয়া সেই নদীকে প্রণাম করিলেন। রাম সুমন্ত্র-সারথি ও সসৈন্য-গুহকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক নাবিকদিগকে নৌকামোচনে নিয়োগ করিলেন। অনন্তর সেই কর্ণধারসমন্বিতা নৌকা নাবিকগণকর্ত্তৃক প্রেরিতা ও অরিত্রবেগে বেগিতা হইয়া গঙ্গাজল অতিক্রম করিতে লাগিল। পরে আনন্দিতা বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবী সেই ভাগীরথী নদীর মধ্যপ্রদেশে যাইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে গঙ্গে! ধীমান্ মহারাজ দশরথের পুত্র এই রাম আপনা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পিতৃনিদেশ পালন করুন। হে সৌভাগ্য-দায়িনি! যখন ইনি এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বনে বাস করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের ও আমার সহিত প্রত্যাগমন করিবেন, হে অভীষ্টপ্রদায়িনি গঙ্গে! দেবি! তখন মঙ্গলে মঙ্গলে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, আমি প্রমোদসহকারে আপনাকে পূজা করিব। হে দেবি ত্রিপথগামিনি! আপনি ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন এবং

ইহলোকেও মনুষ্যের ভার্য্যারূপে পরিদৃশ্যমানা হইতেছেন; অতএব হে শোভনে! আমি আপনাকে প্রণাম ও স্তব করিতেছি। নরশ্রেষ্ঠ রাম কল্যাণে কল্যাণে প্রত্যাগত হইয়া রাজ্য লাভ করিলে, আমি আপনার প্রিয়কার্য্যসম্পাদন-মানসে ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র গো, বিবিধ বস্ত্র ও প্রভূত অন্ন প্রদান করিব। হে দেবি! আমি পুরীতে প্রত্যাগতা হইয়া সহস্র সুরা-কলস ও তদুচিত পলান্নদ্বারা আপনাকে অর্চ্চনা করিব; এক্ষণ আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন। হে পাপবিনাশিনি! এই নিস্পাপ মহাবাহু রাম বনবাসের সময় অতিক্রম করিয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণের ও আমার সহিত আবার অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করুন, তাহা হইলেই, আপনার তীরে যে সমস্ত দেবতারা অধিবসতি করেন এবং যে সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থ আছে, আমি তাঁহাদিগের সকলকেই পূজা করিব।"

স্বামি-প্রিয়ানুকূলা সীতা দেবী আনন্দিতা গঙ্গাকে সেইরূপ বলিতে বলিতে শীঘ্রই দক্ষিণ তীরে গমন করিলেন। শত্রুতাপন নরশ্রেষ্ঠ মহাবাহু রাম গঙ্গার দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া বিদেহ-দুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নৌকা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিগভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "নির্জ্জন অরণ্যে মাদৃশ জনগণের দার-রক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; অতএব সজন বা নির্জ্জন, সকল প্রদেশেই তুমি সীতা-রক্ষণে সাবধান হও। হে সৌমিত্রে! তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর, সীতা দেবী তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করুন এবং আমি তোমাকে ও সীতাকে রক্ষা করত তোমাদিগের অনুগামী হই; কেন না, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এক্ষণ আমাদিগের পরস্পরের পরস্পরকে রক্ষা করা উচিত। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের কোন দুঃখসম্পাদনীয় কার্য্য উপস্থিত হয় নাই; অধুনা বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবী বনবাসের দুঃখ জানিতে পারিবেন। অদ্যই তিনি ক্ষেত্র ও উদ্যানবিবর্জ্জিত, জনসংবাধরহিত এবং বিবিধ গর্ত্তসমন্বিত বিষম অরণ্যে প্রবেশ করিবেন।"

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অগ্রে অগ্রে গমন করিলেন এবং রঘুনন্দন রাম তাঁহার অনুগামিনী সীতা দেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রাম, গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেও, নিরুপায় সুমন্ত্র সারথি অনিমেষ-নয়নে তাঁহাকে অবলোকন করিতেছিলেন, পরে তিনি বহু-দূর-গত হইলে, আর তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যথিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই লোকপাল-তুল্য-প্রভাবশালী মহাত্মা বরপ্রদ রামও মহানদী গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষণ-মধ্যেই প্রমুদিত ও শোভন-শস্য-সমন্বিত সমৃদ্ধ বৎস প্রদেশে গমন করিলেন। পরে সেই রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্য, পৃষত, রুরু ও বরাহ, এই চতুর্ব্বিধ মহামৃগ হননপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বুভুক্ষিত হইয়া সায়ংকালে বাস-পরিগ্রহার্থ সত্বরভাবে এক পবিত্র বনস্পতির নিকট গমন করিলেন।

ইতি দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

আনন্দপ্রদাগ্রগণ্য রাম সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন্নান্তে লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "ভ্রাতঃ! জনপদবহির্গত ও সুমন্ত্র-রহিত হইয়া, আমাদিগের এই প্রথম-রজনী সমাগতা হইয়াছে; তুমি তজ্জন্য উৎকণ্ঠিত হইও না। হে লক্ষ্মণ! শ্বাপদ ও ঝিল্লিকাগণের শব্দে প্রতিধ্বনিত এই নির্জ্জন বন অতীব ভয়-স্থান; অতএব অদ্য হইতে প্রতিরজনীতেই আমাদিগের আলস্য-বিহীন হইয়া জাগিয়া থাকা বিধেয়; কেন না, এক্ষণ আমাদিগকেই সীতার অভিলষিত অর্থ-প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্ত অর্থের রক্ষা করিতে হইবে। হে সৌমিত্রে! আইস, এক্ষণ কোন প্রকারে আমরা এই রজনী অতিবাহন করি,—ভূমিতলে স্বয়ং আহৃত তৃণপল্লব-দ্বারা শয্যা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে শয়ন করি।"

অনন্তর সেই মহার্হ-শয্যা-[illegible] রাজ

ভূমিতলে উপবিষ্ট হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই সমস্ত শুভ কথা বলিলেন, "হে লক্ষ্মণ! এক্ষণ মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই দুঃখিত হইয়া শয়ন করিতেছেন এবং কেকয়ী দেবীও সফল-মনোরথা হইয়া সন্তোষভাগিনী হইতেছেন। সেই কেকয়ী দেবী ভরতকে সমাগত দেখিয়া সাম্রাজ্য-কামনায় মহারাজ দশরথকে প্রাণ-বিয়োজিত না করেন, তবেই মঙ্গল। সেই বৃদ্ধমহীপতি দশরথ একে ত অজিতেন্দ্রিয় কামাত্মা ও কেকয়ীর বশতাপন্ন, তাহে আবার মৎকর্তৃক বিয়োজিত হইয়াছেন; সুতরাং তিনি আর কি করিতে পারেন! তাঁহার ঈদৃশ মতি-ভ্রম ও ব্যসন অবলোকন করিয়া, আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে কামই প্রধান। হে লক্ষ্মণ! যেমন পিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তেমন কি কোন অজ্ঞ পুরুষও পত্নীর নিমিত্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারে? এক্ষণ যিনি একাকী অধিরাজের ন্যায়, প্রমুদিত কোশল-রাজ্য ভোগ করিবেন, সেই কেকয়ী-সুত ভরতই ভার্য্যার সহিত পরম সুখী! আমি অরণ্যবাসী ও পিতা বয়োধর্ম্ম-প্রযুক্ত পরলোক-গত হইলে, তিনিই অনুপম রাজ্যসুখ অনুভব করিবেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল কামানুবর্ত্তী হয়, সে ব্যক্তি অচির-কাল-মধ্যেই রাজা দশরথের ন্যায় বিপন্ন হয়। হে সৌম্য! আমি বোধ করি যে, রাজা দশরথের মৃত্যু, আমার বনবাস এবং ভরতের রাজ্য প্রাপ্তি-নিমিত্তই কেকয়ী আমাদিগের কুলে আসিয়াছেন! যাহা হউক, অধুনা তিনি সৌভাগ্য-মদে মোহিতা হইয়া আমার জন্য কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবীকে ক্লেশ দিতে পারেন, সুতরাং আমাদিগের নিমিত্ত তোমার জননী সুমিত্রা দেবীকেও ক্লেশে বাস করিতে হইবে; অতএব হে লক্ষ্মণ! তুমি এখনই এখান হইতে যাইয়া অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ কর। আমি একাকীই সীতার সহিত দণ্ডক বনে গমন করিব; এবং তুমি সেই অনাথা কৌসল্যা দেবীর রক্ষক হইবে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! নীচকার্য্যকারিণী কেকয়ী দ্বেষবশত অন্যায় কার্য্য করিতে পারেন,—তিনি তোমার জননী সুমিত্রা এবং আমার জননী কৌসল্যা দেবীকে বিষ দিতে পারেন! হে সৌমিত্রে! মহিলাগণ জন্মান্তরেই পুত্রগণে বিয়োজিতা হইয়া থাকেন, কিন্তু আমার জননীর ইহজন্মেই তাহা ঘটিয়াছে! হা! কৌসল্যা দেবী অতিদুঃখে আমাকে বহুকাল পোষণ-পূর্ব্বক সংবর্দ্ধিত করিয়া ফললাভ-সময়ে আমা হইতে বিয়োজিতা হইলেন! আমাকে ধিক্! হে সৌমিত্রে! আমি যেমন মাতাকে অসীম দুঃখ প্রদান করিলাম, কোন ললনাই যেন ঈদৃশ দুঃখ-দায়ক পুত্র প্রসব না করেন। লক্ষ্মণ! আমি বোধ করি যে, আমা হইতে কৌসল্যা দেবীর প্রতি সেই শারিকার সমধিক-প্রীতি আছে; যেহেতু তিনি তাহার 'শুক! তুমি শত্রুর পদে দংশন কর,' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকেন। হে অরিদমন! সেই অল্প-ভাগ্যশালিনী কৌসল্যা দেবীর শোক-সময়ে আমি কিছুমাত্র উপকার করিতে পারিলাম না; সুতরাং আমি পুত্র হওয়ায় তাঁহার ফল কি? হা! এক্ষণ আমার জননী অল্পভাগ্যবতী কৌসল্যা দেবী আমার বিরহে শোক-সাগরে নিমগ্না ও অতীব দুঃখার্ত্তা হইয়া শয়ন করি-তেছেন! হে নিষ্পাপ লক্ষ্মণ! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া একাকীই বাণগণ-দ্বারা অযোধ্যা ও সমগ্র ভূমণ্ডল আয়ত্ত করিতে পারি, কিন্তু আমার সেই বীর্য্য নিষ্ফল হইতেছে; যেহেতু আমি অধর্ম্ম ও পরলোক-ভয়ে ভীত হইয়া অধুনা স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারিতেছি না।

নির্জ্জন বনে রজনীকালে রাম দীনভাবে সেইরূপ বহুবিধ সকরুণ বাক্যে বিলাপ করিয়া অশ্রুব্যাপ্ত-বদন হইয়া তূষ্ণী অবলম্বন করি-লেন। তৎকালে বিলাপে বিরত হইয়া, তিনি শিখা-বিহীন অনল ও বেগ-রহিত সমুদ্রের সদৃশ হইলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে আশ্বাসিত করত এই কথা বলিলেন, "হে অস্ত্রধারি-প্রবর রাম! আপনি অযোধ্যা নগরী হইতে বহির্গত হইয়া-ছেন, এ নিমিত্ত অধুনা সেই নগরী অবশ্যই, চন্দ্রবিহীনা রজনীর ন্যায় নিষ্প্রভা হইয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম! আপনি যে আমাকে ও

সীতা দেবীকে নির্ব্বাসিত করত এরূপ পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহা আপনার উচিত নহে! হে রাঘব! সীতা দেবী ও আমি, আমরা আপনার বিরহে, জলোদ্ধৃত মৎস্যদ্বয়ের ন্যায় মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিব না। অধুনা আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা বা শত্রুঘ্নকে অবলোকন করিতে বাসনা করি না, এমন কি! স্বর্গলোক-দর্শনেও আমার বাসনা হইতেছে না।"

অনন্তর সেই স্থানে সুখাসীন ধর্ম্মবৎসল রাম ও সীতা দেবী, অনতিদূরে বটবৃক্ষ-মূলে শয্যা রচিতা হইয়াছে, দেখিয়া তাহাতে শয়ন করিলেন। শত্রুদমন রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের উক্ত সেই অতি উপযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আদর-সহকারে চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনে বাস করেন। অনন্তর সেই নির্জ্জন মহাবনে মহাবল রঘুবংশ-বর্দ্ধন রাম ও লক্ষ্মণ, গিরি-সানুবিহারী সিংহদ্বয়ের ন্যায় কোন ভয় বা সম্ভ্রম লাভ করিলেন না।

ইতি ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

সেই যশস্বী রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী সেই বৃহৎ বৃক্ষমূলে রজনী যাপন করিয়া, বিমল সূর্য্য উদিত হইলে, সেই প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা নিবিড় বন-মধ্য দিয়া, যে প্রদেশে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সংযোগ হইয়াছে, সেই প্রদেশ অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যথাসুখে যাইতে যাইতে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বিবিধ দেশ, ভূভাগ ও পুষ্পযুক্ত বহুবিধ বৃক্ষ অবলোকন করিলেন। অনন্তর সায়ংকাল উপস্থিত হইলে রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "হে সৌমিত্রে! ঐ দেখ, প্রয়াগ-তীর্থের চতুর্দ্দিক্ হইতে ভগবান্ অগ্নির কেতু-স্বরূপ অবিচ্ছিন্ন ধূম উত্থিত হইতেছে; আমি বোধ করি, মুনি সন্নিহিত হইয়াছেন। নিশ্চয়ই আমরা গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম স্থানের সান্নিহিত হইয়াছি; কেন না, বিবিধ জলের সংঘর্ষে সমুৎপন্ন ধ্বনি আমাদিগের শ্রবণ-গোচর হইয়াছে। বন্যাহারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী ঋষিগণ যে সমস্ত আশ্রম-সন্নিহিত বিবিধ বৃক্ষের শাখা ছেদন করিয়াছেন, তৎসমুদায় দৃষ্ট হইতেছে।"

দিবাকর অস্তাচলচূড়া অবলম্বনে উদ্যত হইলে, সেই দুই ধনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ সুখে যাইয়া গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম প্রদেশস্থ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তখন রাম আশ্রম-মধ্যবর্ত্তী মৃগ ও পক্ষীদিগকে ত্রাসিত করত মুহূর্ত্ত কালমাত্র গমন করিয়া ভরদ্বাজ মুনির নিকটবর্ত্তী হইলেন। পরে সেই দুই বীর্য্যবান্ রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত ভরদ্বাজ মুনির কুটীর-সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার দর্শনানুমতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কিয়দ্দূরে অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেই মহাভাগ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম অনুমতি লাভ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উটজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তীক্ষ্ণ ব্রতধারী, একাগ্রচিত্ত ও তপঃপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞানকুশল মহর্ষি ভরদ্বাজকে অগ্নিহোত্র সমাধানপূর্ব্বক শিষ্যগণ-সহ সমাসীন দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হওত তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং আত্মবিবরণ কহিলেন, "হে ভগবন্! আমরা রাজা দশরথের পুত্র; আমাদিগের নাম রাম ও লক্ষ্মণ; এই বিদেহরাজ-দুহিতা আনন্দিতা কল্যাণ-স্বভাবা সীতা আমার ভার্য্যা; ইনি নির্জ্জন তপোবনেও আমার অনুগামিনী হইয়াছেন। আমি জনক কর্ত্তৃক বিবাসিত হইলে, এই প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ব্রতধারী হইয়া বনেও আমার অনুগমন করিয়াছেন। হে ভগবন্! আমরা পিতার নিয়োগানুসারে তপোবনে প্রবেশ করিয়া, ফল-মূলভোজী হইয়া ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিব।"

মুনি, পক্ষী ও মৃগগণে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত হইয়া সমাসীন সেই নিয়ত তপোনুষ্ঠায়ী ধর্ম্মাত্মা ভরদ্বাজ ঋষি সম্যক্‌পরিজ্ঞাত সমাগত ধীমান্ রাজনন্দন রামের উক্ত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাকে "তুমি ত সুখে আসিয়াছ?" এই বাক্যে অর্চ্চনা করিয়া অর্ঘ্য, উদক ও গো উপঢৌকন দিলেন। পরে তিনি তাঁহাদিগকে

ফল-মূল-সমন্বিত নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান অবধারণ করিলেন। অনন্তর রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া উপবিষ্ট হইলে, ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকে এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিলেন, "হে কাকুৎস্থ! তোমাকে সমাগত দর্শন করিয়া, আমার বহুকালের অভিলাষ সফল হইল! তুমি যে অকারণে বিবাসিত হইয়াছ, তাহাও আমার শ্রবণগোচর হইয়াছে। এই দুই মহানদীর সঙ্গমস্থান নির্জ্জন, পুণ্যপ্রদ ও রমণীয়; তুমি এইখানে যথাসুখে বাস কর।"

সর্ব্বপ্রাণি-হিতকারী রঘুনন্দন রাম, ভরদ্বাজ ঋষি কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই শুভ বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে ভগবন্! এই আশ্রম হইতে আমাদিগের নগরী ও জনপদ অতি সন্নিহিত; সুতরাং আমি বোধ করি যে, তত্রত্য ব্যক্তিসকল এস্থলে আমাদিগের সাক্ষাৎকার সুলভ বিবেচনা করিয়া আমাকে ও সীতাকে দর্শন করিবার অভিলাষে আসিতে পারে, এ কারণে আমি এ স্থানে বাস করিতে বাসনা করি না; অতএব হে ভগবন্! যথায় এই বিদেহরাজ-দুহিতা সুখোচিতা সীতা সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এরূপ অন্য এক নির্জ্জন উত্তম আশ্রম অবধারণ করিয়া দিউন।"

মহামুনি ভরদ্বাজ রঘুনন্দন রামের সেই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই অর্থপ্রতিপাদক বাক্য বলিলেন, "বৎস! এখান হইতে দশ ক্রোশ অন্তরে মহর্ষিগণে অধ্যুষিত এবং বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুলসমূহে সেবিত 'চিত্রকূট' নামে বিখ্যাত গন্ধমাদনতুল্য এক পুণ্য শুভদর্শন পর্ব্বত আছে; সেইখানে তুমি বাস করিবে। মনুষ্য যে কাল পর্য্যন্ত সেই চিত্রকূট পর্ব্বতের শৃঙ্গসকল অবলোকন করে, তাবৎ-পর্য্যন্ত কল্যাণ সাধনেই নিরত থাকে, বিমুখ চিত্ত হয় না। তথায় কপালচূড়া-শুক-মস্তক-শালী অনেক ঋষি শতবর্ষ কাল বিহার করিয়া তপঃপ্রভাবে দেবলোকে গমন করিয়াছেন। বাছা! আমি বোধ করি, তুমি সেই নির্জ্জন প্রদেশে সুখে বাস করিতে পারিবে; অথবা এই খানেই আমার সহিত বাস কর।"

অনন্তর সেই ভরদ্বাজ ঋষি প্রিয় অতিথি রামকে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত হৃষ্ট করত সমস্ত কাম্যবস্তুদ্বারা পূজা করিলেন। রামের, প্রয়াগনিবাসী মহর্ষি ভরদ্বাজের সমীপস্থ হইয়া বিচিত্র কথা কহিতে কহিতে, পুণ্যদায়িনী রজনী উপস্থিতা হইল। পরে সেই পরিশ্রান্ত নরশ্রেষ্ঠ নিয়ত সুখোচিত কাকুৎস্থ রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই জ্বলিত-তেজা ভরদ্বাজ ঋষির রমণীয় আশ্রমে সুখে রজনী যাপন করিলেন। পরে প্রভাতে তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনার আশ্রমে আমাদিগের সুখে রজনী অতিবাহিতা হইয়াছে। হে সত্যশীল! অধুনা আপনি আমাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করুন।"

নিশাবসানে রামকর্ত্তৃক সেইরূপ পৃষ্ট হইয়া, ভরদ্বাজ ঋষি তাঁহাকে এই বাক্যে বলিলেন, "তুমি মধু, মূল ও ফলসমন্বিত চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন কর। সেই লোকবিখ্যাত চিত্রকূট পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠগজ-সমন্বিত, ময়ূরশব্দে প্রতিধ্বনিত, বিবিধ-বৃক্ষ-বিরাজিত, কিন্নরী-সমূহে সেবিত, নানাবিধ ফল-মূল-বিশিষ্ট, পুণ্যপ্রদ ও অতি রমণীয়; অতএব আমি বিবেচনা করি যে, তোমার তথায় বাস করা উচিত, সুতরাং তুমি তথায় গমন কর। হে রঘুনন্দন! সেই পর্ব্বতীয় অরণ্য-মধ্যে গজ ও মৃগ-সমূহ বিচরণ করিয়া থাকে, তুমি তাহাদিগকে এবং সরিৎ, প্রস্রবণ, সানু, দরী, কন্দর ও নির্ঝর সমস্ত অবলোকন করিবে। সীতার সহিত বিচরণ করিতে করিতে সেই নয়নানন্দকারী বনচারী প্রাণীদিগকে দর্শন করিয়া, তোমার চিত্ত আনন্দিত হইবে। অতিহৃষ্ট টিট্টিভ ও কোকিল-শব্দে বিনোদদায়ী এবং বিবিধ মৃগ ও প্রমত্ত গজ-সমূহে রমণীয় পুরম-মঙ্গলাস্পদ সেই সুখ-জনক পর্ব্বতে যাইয়া বাস কর।"

ইতি চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

সেই দুই রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ তথায় রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদনপূর্ব্বক সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে গমনোদ্যত হইলেন। তখন সেই মহাতেজা মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া, পিতা যেমন ঔরস পুত্রদিগের স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহাদিগের স্বস্ত্যয়ন করিলেন। পরে তিনি সত্যপরাক্রম রামকে এই কথা বলিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গম-স্থানে যাইয়া বিপরীতবাহিনী যমুনা নদীর অনুগামী হও। হে রঘুনন্দন! পরে তুমি সেই স্রোতোনুসারে বহমানা সূর্য্যতনয়া যমুনা নদীর নিকটে যাইয়া ইচ্ছানুসারে তাহার লোক-গমনাগমন-চিহ্নে অঙ্কিত তীর্থ অবলোকন করিয়া প্লব নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার পর-পারে গমন কর। অনন্তর বিবিধ বৃক্ষে পরিবৃত, সিদ্ধগণসেবিত ও হরিদ্বর্ণ-পর্ণ-সমন্বিত শ্যাম-নামক মহান্ বটবৃক্ষের সমীপে যাইয়া, সীতার বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তৎসমীপে মঙ্গল প্রার্থনা করা উচিত। হে রাম! তিনি সেই বৃক্ষ-সমীপে যাইয়া পরে এক ক্রোশমাত্র পথ অতিক্রম করিয়া যমুনাতীরবর্ত্তী বহু বৃক্ষ-সমূহে উপলক্ষিত এবং শল্লকী ও বদরী বৃক্ষগণে সমন্বিত নীলবর্ণ কানন দেখিয়া ইচ্ছানুসারে তথায় বাস করিতে বা তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন। চিত্রকূট পর্ব্বতের সেই পথ; আমি ঐ পথ দিয়া অনেকবার গমন করিয়াছি; তাহা অতি কোমল ও দাবানল-বিহীন।"

মহর্ষি ভরদ্বাজ সেইরূপে রামকে পথ আদেশ করিয়া তৎকর্ত্তৃক "যে আজ্ঞা" এই বাক্যে আভাষিত ও অভিবাদনপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। তিনি নিবৃত্ত হইলে, রাম লক্ষ্মণকে "এই মুনি আমাদিগের প্রতি যে দয়া করিতেছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, আমরা নিশ্চয়ই পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়াছি," এই বাক্য বলিলেন। পরে সেই দুই মনস্বী পুরুষশ্রেষ্ঠ মন্ত্রণাপূর্ব্বক সীতাকে অগ্রে করিয়া যমুনা নদীর তীরে তীরে যাইতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সত্বর স্রোতস্বতী যমুনা নদীর সমীপে যাইয়া সদ্যই তাহার পর পারে যাইতে অভিলাষী হইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। পরে তাঁহারা কাষ্ঠ-সমূহদ্বারা এক বৃহৎ প্লব নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা বহু শুষ্ক পত্র ও বীরণমূল-সমূহে সমাবৃত করিলেন। তৎপরে বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ সীতার নিমিত্ত জম্বু ও বেতস-শাখা দ্বারা সুখকর আসন নির্ম্মাণ করিলে, দশরথতনয় রাম সেই প্লবোপরি লক্ষ্মীতুল্য অচিন্তনীয় প্রভাব-সমন্বিতা ঈষৎ লজ্জিতা প্রেয়সী সীতাকে আরোপণ করিলেন। পরে বিদেহ-দুহিতা সীতা আত্ম-পার্শ্বদেশে বসন ও ভূষণ সমস্ত রাখিলেন এবং রামও সমাহিত হইয়া তদুপরি উপযুক্ত স্থানে পেটক ও খনিত্র রক্ষা করিলেন। সেই দুই দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ, অগ্রে সীতাকে প্লবোপরি আরোপণ করিয়া পরে প্রীত হইয়া বহিত্র গ্রহণপূর্ব্বক নদী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। অনন্তর সম্যক্ জ্ঞানবতী সীতা দেবী সেই যমুনা নদীর মধ্যদেশে যাইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া "হে দেবি! আমি আপনাকে উত্তীর্ণা হইতেছি; আপনি আমার মঙ্গল সম্পাদন করুন,—আমার পাতিব্রত্য ব্রতের রক্ষাকারিণী হউন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণপালিতা অযোধ্যা নগরীতে রাম মঙ্গলে মঙ্গলে প্রত্যাগত হইলে, আমি আপনাকে সহস্র গো ও সুরাপূরিত একশত কলস দ্বারা পূজা করিব," এই বলিয়া প্রার্থনা করত দক্ষিণ তীরে গিয়া উপস্থিতা হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে সেই প্লব-দ্বারা তীরজাত-বিবিধ-বৃক্ষশোভিতা আবর্ত্ত-সমন্বিতা দ্রুতবেগা সূর্য্যতনয়া যমুনা নদীর পর-পারে গমন করিলেন। তাঁহারা নদী উত্তীর্ণ হইয়া প্লব পরিত্যাগপূর্ব্বক তত্তীরবর্ত্তী বনমধ্য দিয়া যাইতে যাইতে হরিদ্বর্ণ-পর্ণ-শোভিত সুশীতল শ্যামনামক বট বৃক্ষের সমীপস্থ হইলেন। সেই বটবৃক্ষ-সমীপে যাইয়া, মনস্বিনী বিদেহ-দুহিতা সীতা দেবী তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "হে মহাবৃক্ষ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি; আপনি

আমার পাতিব্রত্য ব্রত পরিপালন করুন এবং এরূপ বর দিউন, যাহাতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাইয়া যশস্বিনী সুমিত্রা ও কৌসল্যা দেবীকে দর্শন করিতে পারি।” ইহা বলিতে বলিতে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম অনিন্দিতা সুবিনীতা দয়িতা সীতাকে মঙ্গল প্রার্থনা করিতে দেখিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন “হে ভরতানুজ! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন কর; হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি আয়ুধ-ধারণপূর্ব্বক তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। এই বিদেহরাজ-জনকদুহিতা সীতার চিত্ত যাহাতে যাহাতে আনন্দিত হয়, ইনি যে যে পুষ্প বা ফল প্রার্থনা করেন তুমি ইঁহাকে সেই সেই ফল ও পুষ্প প্রদান করিতে থাক।

অনন্তর সীতা দেবী যাইতে যাইতে যে সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব বৃক্ষ, গুল্ম ও পুষ্পসমন্বিতা লতা দেখিতে পাইলেন, তৎসমস্ত রামের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহার বাক্যানুসারে সত্বর হইয়া বহুবিধ রমণীয় বৃক্ষশাখা আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিতে থাকিলেন। তৎকালে জনক-সুতা সীতা, বিচিত্র-বালুকাশোভিতা এবং হংস ও সারসসমূহে অভিনাদিতা বিচিত্রজলশালিনী যমুনা নদী দর্শন করত আনন্দ লাভ করিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ, এই দুই ভ্রাতা ক্রমে এক ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক যমুনাতীরবর্ত্তী সেই বনে যাইয়া বহুবিধ যজ্ঞিয় মৃগ হনন করিয়া ভক্ষণ করিলেন। তাঁহারা বারণ ও বানরসমূহে সেবিত এবং ময়ূরগণে অভিনাদিত সেই মনোহর বনে ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া সায়াহ্নে নদী-তীরবর্ত্তী এক প্রিয়দর্শন সুষম প্রদেশে যাইয়া বাস পরিগ্রহ করিলেন।

ইতি পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম, রজনী অতিবাহিতা হইলে, প্রভাত কালেও প্রসুপ্ত লক্ষ্মণকে ধীরে ধীরে এই বাক্যে প্রবোধিত করিলেন, “হে শত্রুতাপন সুমিত্রানন্দন! তুমি এই সমস্ত শব্দকারী বন্য পক্ষীদিগের মনোহর শব্দ শ্রবণ কর; আমাদিগের প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে; চল আমরা প্রস্থিত হই।”

লক্ষ্মণ প্রসুপ্ত থাকিয়াও রাম-কর্ত্তৃক প্রভাত সময়ে সেইরূপ প্রবোধিত হইয়া পরিশ্রম, আলস্য ও নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। পরে তাঁহারা সকলে উত্থিত হইয়া নদীর মঙ্গলময় জলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া চিত্রকূটের সেই ঋষিগণসেবিত পথ অবলম্বন করিয়া যাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাম যাইতে যাইতে কমললোচনা সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, “হে জানকি! দেখ, এই বসন্ত সময়ে পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষ-সকল স্বীয় পুষ্প-সমূহ-দ্বারা মালাধারী হইয়া যেন সম্যক্‌ প্রজ্বলিত হইতেছে। হে লক্ষ্মণ! এই ভল্লাতক ও বিল্ববৃক্ষ সমস্ত মনুষ্যগণ-কর্ত্তৃক সেবিত না হওয়া-প্রযুক্ত পুষ্প ও ফল-ভরে অবনত এবং প্রায় প্রতি-বৃক্ষেই মধুকরীগণ-সঞ্চিত দ্রোণ-পরিমাণ মধুচক্র সমস্ত লম্বিত রহিয়াছে, অবলোকন কর; আমরা নিশ্চয়ই এখানে সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিব! ঐ পুষ্পসংস্তর-যুক্ত রমণীয় বন-মধ্যে কোকিল শব্দ করিতেছে এবং ময়ূর তাহার অনুকারী হইতেছে। ঐ উচ্চ শিখরসমন্বিত ও পক্ষি-সমূহ-শব্দে প্রতিধ্বনিত চিত্রকূট পর্ব্বতে মাতঙ্গ-গণ বিচরণ করিতেছে, অবলোকন কর। ভ্রাতঃ! আমরা ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতের সমভূভাগ-বর্ত্তী বিবিধ বৃক্ষসমূহে সমাবৃত রমণীয় অথচ পুণ্যপ্রদ কাননে আনন্দ অনুভব করিব।”

অনন্তর সেই দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার সহিত যাইতে যাইতে ক্রমে রমণীয় অতিমনোহর চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিবিধ ফল-মূলসমন্বিত এবং নানাবিধ পক্ষিকুলে সমাকুল সেই সুস্বাদুজল-শালী রমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া রাম, লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, “হে শুভদর্শন! এই বিবিধ বৃক্ষ-লতাসমন্বিত পর্ব্বত ভূমি রমণীয় ও মনোজ্ঞ এবং ইহাতে বহুবিধ ফল ও মূল আছে; সুতরাং আমি বোধ

করি, এস্থলে আমাদিগের সুখে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ হইবে। এই পর্ব্বতে মহাত্মা মুনিগণও বাস করিয়া থাকেন; অতএব এই বাসস্থান হউক,—আমরা এখানেই বাস করি।"

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী, ইঁহারা সকলে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বাল্মীকিও প্রমোদ-সহকারে তাঁহাকে পূজা করিয়া "তোমরা ত সুখে আসিয়াছ?" এরূপ জিজ্ঞাসানন্তর "উপবেশন কর" বলিয়া এই কথা বলিলেন, "হে সর্ব্বকার্য্যদক্ষ রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার আসিবার কারণ অবগত আছি; তুমি এই ঋষিগণের সন্নিধানেই বাস করিতে অভিলাষী হও।"

মহারথ মহাবাহু সর্ব্বকার্য্যদক্ষ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম সেই ঋষিকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত ও প্রীত হইয়া অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে যথারীতি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া লক্ষ্মণকে ইহা কহিলেন, "হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! এই স্থানে বাস করিতে আমার চিত্ত অভিলাষী হইয়াছে; অতএব তুমি দৃঢ় ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ-সমস্ত আনয়নপূর্ব্বক কুটীর নির্ম্মাণ কর।"

সুমিত্রানন্দন অরিন্দমন লক্ষ্মণ, রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রথমে বহুবিধ বৃক্ষ আহরণ করিয়া পশ্চাৎ পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর সেই তক্ষিত কাষ্ঠাস্তৃত প্রিয়দর্শন পর্ণকুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, রাম শুশ্রূষাকারী একাগ্রচিত্ত লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিলেন, "হে সুমিত্রানন্দন! বহুকাল-জিজীবিষু ব্যক্তিদিগের বাস্তুযাগ অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আইস, আমরা মৃগমাংস আহরণপূর্ব্বক এই পর্ণশালার উদ্দেশে যাগ করি। হে শুক্ললোচন লক্ষ্মণ! তুমি ধর্ম্ম স্মরণ কর; শাস্ত্রবোধিত বিধি অবশ্য অনুষ্ঠেয়; অতএব শীঘ্র মৃগ হনন করিয়া আনয়ন কর।"

পরবীর-বিনাশী লক্ষ্মণ, ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করি তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্য করিলেন। পরে রাম তাঁহাকে আবার এই কথা বলিলেন, "অদ্য শ্রবণনক্ষত্রসমন্বিত এই মুহূর্ত্তও অতি শুভদায়ক; অতএব তুমি শীঘ্র এই মৃগমাংস রন্ধন কর; এখনই আমরা এই পর্ণ-শালার উদ্দেশে যাগ করিব।"

অনন্তর সুমিত্রানন্দন প্রতাপবান্ লক্ষ্মণ সত্বর পবিত্র কৃষ্ণমৃগ হনন করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। পরে সেই মৃগমাংস অগ্নিতাপে তপ্ত ও রুধিরস্রাবহীন হইয়া সম্যক্ পক হইলে, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামকে এই কথা বলিলেন, "হে দেবসদৃশ! এই সর্ব্বকার্য্যযোগ্য সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন কৃষ্ণমৃগ মৎকর্ত্তৃক তর্জ্জিত হইয়াছে; আপনি যাগ-কার্য্যে কুশল, সুতরাং এক্ষণে দেবগণের উদ্দেশে যাগ করুন।"

তখন সেই অমিততেজা গুণবান্ মন্ত্রজ্ঞ রাম স্নান করিয়া নিয়তচিত্ত হইয়া সংক্ষেপে যাগ-সমাপ্তি-হেতুক মন্ত্র সমস্ত পাঠ করিলেন। পরে পবিত্র হইয়া সমস্ত দেবগণ-পূজা করিয়া কুটীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার অন্তরে আহ্লাদোদয় হইল। অনন্তর সেই রাজীব-লোচন রঘুনন্দন রাম বাস্তুশান্তির অঙ্গস্বরূপ মঙ্গলজনক মন্ত্র সমস্ত পাঠ করিয়া যথাবিধি মন্ত্র-জপ-সহকারে নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক পাপবিনাশক উৎকৃষ্ট বৈশ্বদেব, বৈষ্ণব ও রৌদ্র বলি প্রদান করিলেন। পরে তিনি আশ্র-মোচিত বেদিস্থল-বিশেষ চৈত্য ও দেবালয় সমস্ত স্থাপন করিয়া সমুদয় প্রাণীকে যথাযোগ্য ফল ও মাংস-দ্বারা তর্পিত করত সেই পর্ণশালায় প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইলেন। যেরূপ দেবগণ সুধর্ম্মা সভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ তখন তাঁহারা সকলে সেই উপযুক্ত প্রদেশে নির্ম্মিত, বৃক্ষপত্রে আচ্ছাদিত ও বাতনিবারণক্ষম মনোজ্ঞ কুটীরে প্রবেশ করিলেন। রাম সেই অতিরমণীয় চিত্রকূট পর্ব্বত এবং মৃগ ও বিহঙ্গ-কুলে সমাকুল [illegible]-তীর্থ-শোভিতা মাল্যবতী নদী লাভ করিয়া আনন্দযুক্ত হই-লেন; এমন কি, তাঁহার অযোধ্যা-বিয়োগ-জন্য দুঃখ দূরীভূত হইল।

ইতি ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৬

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাম গঙ্গা নদীর দক্ষিণ-তীরবর্ত্তী হইলে, গুহ দুঃখার্ত্ত হইয়া বহুক্ষণ সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন করিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন। পরে তাঁহারা তথায় থাকিয়াই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর প্রয়াগতীর্থে যাইয়া ভরদ্বাজ ঋষির নিকটে সৎকার লাভ ও চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন বিবরণ অবগত হইলেন। অনন্তর সুমন্ত্র সারথি গুহের নিকট অনুজ্ঞা লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট হয়গণে রথ যোজিত করত তদারোহণে অতীব ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অযোধ্যা নগরীর অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি সুগন্ধি বন, নদী, সরোবর, গ্রাম ও নগর দর্শন করিতে করিতে সত্বর যাইতে লাগিলেন। পরে দ্বিতীয় দিবসে সায়াহ্নকালে অযোধ্যা নগরীতে যাইয়া তাহাকে নিরানন্দ অবলোকন করিলেন। সুমন্ত্র সারথি সেই নগরীকে, প্রাণিবিহীনার ন্যায় শব্দবিহীনা দেখিয়া শোকবেগ-সমাহত ও অতীব ব্যাকুল-চিত্ত হইয়া এরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই নগরীতে রাম-বিয়োগ-শোক-রূপ অনল-দ্বারা রাজা, প্রজা গজ ও অশ্বগণের সহিত দগ্ধ হয় নাই? তিনি সেইরূপ চিন্তা করত দ্রুতগামী অশ্ব-দ্বারা শীঘ্র দ্বারদেশে যাইয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর শত শত ও সহস্র সহস্র পুরবাসী ব্যক্তি সকল "রাম কোথায়?" এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে অতিবেগে ধাবিত হইল। তখন তিনি তাহাদিগকে "আমি মহাত্মা ধার্ম্মিক রঘুনন্দন রাম-কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরে অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি," ইহা বলিলেন। পরে সেই সমস্ত পুরবাসী 'রাম-প্রভৃতি গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়াছেন,' অবগত হইয়া বাষ্প-দ্বারা বদন-মণ্ডল আপ্লাবিত করিয়া "হায়! আমাদিগকে ধিক্!" এরূপ উক্তি করত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক "হা রাম!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। সুমন্ত্র সারথি যাইতে যাইতে সেই সমূহে সমূহে অবস্থিত পুরবাসীদিগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিলেন, "আমরা যখন রঘুনন্দন রামকে দেখিতে পাই তেছি না, তখন নিশ্চয়ই দৈবকর্ত্তৃক হত হইয়াছি। হা! আর আমরা দান, যজ্ঞ বা বিবাহ-সম্বন্ধীয় মহৎসমাজ-মধ্যে সেই ধার্ম্মিক রামকে দর্শন করিতে পাইব না। হায়! আমাদিগের প্রতি কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য,—কিসে আমাদিগের প্রীতি ও সুখ জন্মিতে পারে, ইহা অনুসন্ধান করিয়া সেই রাম, পিতার ন্যায় আমাদিগকে পরিপালন করিতেন।"

অনন্তর সুমন্ত্র সারথি বিপণি-মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে রাম-শোকে সন্তাপিতা বাতায়নস্থিতা মহিলাদিগের বিবিধ বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি আচ্ছাদিত-বদন হইয়া রাজপথ দিয়া, যে গৃহে রাজা দশরথ আছেন, সেই ভবনে গমন করিলেন এবং সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তদীয় বহুজনসমাকুল সপ্ত প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিলেন। অনন্তর প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও বিমানের উপর আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে একাকী সমাগত দর্শন করিয়া, রাম-দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিতা নিয়ত হাহাকার শব্দকারিণী নৃপকামিনীরা নিতান্ত ব্যথিতচিত্তা হইয়া বাষ্প-পরিপ্লুতা আয়ত সুবিমল লোচনগণ দ্বারা অব্যক্তভাবে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে সেই সমস্ত রামশোক-সন্তাপিতা দশরথ-পত্নীদিগের সেই সেই প্রাসাদ হইতে মৃদু বিলাপ ধ্বনি সুমন্ত্রের শ্রুতিগোচর হইল। "সুমন্ত্র সারথি রামের সহিত নগরী হইতে বহির্গত হইয়া এক্ষণে রাম ব্যতিরেকে প্রত্যাগত হওত রোদনকারিণী কৌসল্যা দেবীকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন! ইহার বাক্য শ্রবণে কৌসল্যার জীবন ধারণ দুঃসাধ্য হইবে, এই যে আমরা মনে করিতেছি, ইহাও নিঃসন্দেহ দুষ্কর; কেন না, রাম তাঁহার অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিলেও, তিনি এপর্য্যন্ত জীবিতা রহিয়াছেন!" রাজমহিলাগণের এই তথ্য বাক্য শ্রবণ করত সুমন্ত্র সারথি শোকপ্রদীপ্ত হইয়া সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অষ্টম প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রশোকাতুর রাজা দশরথকে

দীনভাবে পাণ্ডুবর্ণ গৃহে সমাসীন দেখিয়া, তাঁহার সমীপে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক রামোক্ত বাক্য সমস্ত অবিকল নিবেদন করিলেন। পুত্রশোকপীড়িত রাজা দশরথ তূষ্ণী অবলম্বনপূর্ব্বক সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলচিত্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে, অন্তঃপুরচারিণী কামিনীরা শোকে সমাহতা হইয়া বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কৌসল্যা দেবী সুমিত্রা দেবীর সমভিব্যাহারে সেই পতিত পতিকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে মহাভাগ! এই সুমন্ত্র সারথি সেই দুঃসম্পাদ্য-কার্য্যকারী রামের দূত হইয়া অরণ্য হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন, তুমি কেন ইহাঁর সহিত সম্ভাষা করিতেছ না? পূর্ব্বে রঘুনন্দন রামের প্রতি ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া, এক্ষণ কেন বৃথা লজ্জিত হইতেছ! শোক করিলে, কিছু রামের সাহায্য করা হইবে না; অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থির হও, তোমার মঙ্গল হউক। হে দেব! তুমি যাহার ভয়ে সুমন্ত্র সারথিকে রাম-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছ না, সেই কেকয়ী ত এখানে নাই; অতএব নিঃশঙ্ক হইয়া সুমন্ত্রের সহিত কথোপকথন কর।"

সেই পুত্রশোকাতুরা কৌসল্যা দেবী মহারাজ দশরথকে বাষ্পগদ্গদ স্বরে সেইরূপ বলিয়াই অবিলম্বে ভূতলে পতিতা হইলেন। সেই সমস্ত মহিলা স্বামীকে ও তাদৃশ বিলাপকারিণী কৌসল্যা দেবীকে ভূতলে পতিত দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে রোদন করিয়া উঠিলেন। পরে তাঁহাদিগের সেই রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তত্রত্য বৃদ্ধ ও যুবা পুরুষ এবং অপরাপর মহিলা-সমস্ত রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই অন্তঃপুর পুনর্ব্বার রোদন-শব্দে সমাকুল হইল।

ইতি সপ্তপঞ্চাশ সর্গ। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর মোহ বিগত হইলে, রাজা দশরথ লব্ধ-স্মৃতিশক্তি ও আশ্বস্ত হইয়া রাম-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসার্থ সুমন্ত্র সারথিকে আহ্বান করিলেন। তখন সুমন্ত্র সারথি কৃতাঞ্জলি হইয়া, নব-পরিগৃহীত অসুস্থ কুঞ্জর তুল্য ধ্যানকারী ও নিশ্বাস পরিত্যাগী সেই রামশোকসমন্বিত পরম দুঃখিত বৃদ্ধ মহারাজ দশরথের সমীপস্থ হইলেন। পরে রাজা দশরথ সেই সমুপস্থিত ধূলিধূষরিতাঙ্গ, অশ্রুব্যাপ্তবদন ও দীনভাবাপন্ন সুমন্ত্র সারথিকে দুঃখিতভাবে এই বাক্য বলিলেন, "হে সূত! সেই নিত্যসুখোচিত রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা রাম এক্ষণ কি ভোজন করিবেন এবং বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্ব্বক কোথায় বা রাত্রিবাস করিবেন? সুমন্ত্র! দুঃখলাভের অনুচিত ও উৎকৃষ্টশয়নার্হ রাজনন্দন হইয়া, রাম কিপ্রকারে অনাথের ন্যায় ক্লেশে ভূতলে শয়ন করিতেছেন? যাঁহার গমনকালে রথী, পদাতি ও কুঞ্জর-সমস্ত অনুগমন করিত, সেই রাম এক্ষণে কিপ্রকারে নির্জ্জন অরণ্য-মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন? হা! সেই দুই রাজকুমার বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার সহিত কিপ্রকারে অজগর, কৃষ্ণসর্প ও মৃগগণসেবিত বিপিনে বাস করিবেন! সুমন্ত্র! তাঁহারা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কিপ্রকারে সেই তপস্বিনী সুকুমারী সীতার সমভিব্যাহারে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন? হে সূত! তুমি যখন আমার সেই দুই পুত্রকে, মন্দর-প্রবেশকারী অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় বনে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই সফল-মনোরথ হইয়াছ। সুমন্ত্র! বনে প্রবেশ করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ কি কথা বলিলেন এবং জানকীই বা কি কহিলেন? সারথে! তুমি রামের উপবেশন, ভোজন ও শয়নবিবরণ আমার নিকট কীর্ত্তন কর; সাধুসমাগম দ্বারা যযাতির ন্যায়, আমি তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারিব।"

সুমন্ত্র সারথি [illegible] দশরথ-কর্ত্তৃক সেইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে [illegible] বলিতে বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে মহারাজ! সেই

ধর্ম্মপালনোদ্যত রঘুনন্দন রাম বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, মস্তকদ্বারা আপনার চরণে প্রণাম করিয়া আমায় এই কথা বলিলেন, "সারথে! তুমি আমার নাম উল্লেখ করিয়া অগ্রে মস্তকদ্বারা সেই বন্দনীয়চরণ মহাত্মা বিশুদ্ধচিত্ত পিতা দশরথের চরণ বন্দনা করিও। সুমন্ত্র! পরে তুমি আমার বাক্যানুসারে সমুদয় বিমাতা-দিগকে অবিশেষরূপে আমার সমুচিত প্রণাম ও আরোগ্য-বিবরণ বলিও এবং আমার জননী কৌসল্যা দেবীকে আমার অভিবাদন, আরোগ্য ও ধর্ম্ম-বিষয়ে অপ্রমাদ নিবেদন-পূর্ব্বক তাঁহাকে এই বাক্য কহিও যে, হে দেবি! আপনি নিরত ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ব্যাপৃতা হউন,—যথাসময়ে অগ্নির আরাধনা করিয়া অনবরত, দেবতার ন্যায় রাজা দশরথের চরণ সেবা করুন। মাতঃ! আপনি অভিমান ও সম্মান পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় সপত্নীদিগের প্রতি সাধু-ব্যবহার করুন এবং আর্য্যা কেকয়ী দেবীর প্রতি রাজা দশরথকে অনুরক্ত করিয়া দউন। অপিচ বয়োজ্যেষ্ঠ না হইয়াও রাজা হইয়া থাকেন, এই রাজধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, আপনি কুমার ভরতের প্রতি রাজ-তুল্য ব্যবহার করুন। সুমন্ত্র! তুমি ভরতকেও আমার বাক্যানুসারে আমার কুশলবার্ত্তা বলিয়া "তুমি সমুদয় মাতৃগণের প্রতিই যথা-ব্যবহার কর," ইহা বলিও এবং সেই মহাবাহু ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন ভরতকে ইহা কহিও যে, "তুমি যৌবরাজ্যস্থ হইয়া সাম্রাজ্যস্থ পিতা দশরথকে রক্ষা কর এবং তাঁহার পরমায়ু প্রায় অতীত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার বিরোধী না হইয়া বরং তাঁহারই আদেশানুসারে চলিয়া যৌবরাজ্য পরিদর্শন করত জীবন ধারণ কর।"

অনন্তর সেই মহাবাহু মহাযশা কমল-পলাশ-লোচন রাম সমধিক অশ্রুমোচন করত আমাকে পুনরায় ইহা বলিলেন যে, "তুমি আত্ম-জননীর ন্যায় সেই পুত্র-বৎসলা মদীয় জননীর প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিও।" তিনি আমাকে ঐরূপ বলিয়ে বলিতে অত্যন্ত বাষ্প পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ অতীব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিতে করিতে এই কথা বলিলেন, "এই রাজপুত্র রাম কি অপরাধে বিবাসিত হইয়াছেন? রাজা দশরথ কেকয়ীর ক্ষুদ্র আদেশ পালনে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাদিগের পীড়াদায়ক রাম-বিবাসনরূপ যে কার্য্য করিয়া-ছেন, তাহা তাঁহার কার্য্য কি অকার্য্য হইয়াছে? কেকয়ীর লোভ-বশতই হউক, বা তাঁহাকে বরদান করা-প্রযুক্তই হউক, যে কারণেই রাজা দশরথ রামকে বিবাসিত করিয়া থাকুন, সর্ব্বপ্রকারেই তাঁহার দুষ্কার্য্য করা হইয়াছে। আমি ত রামকে বিবাসিত করি-বার কোন হেতুই দেখিতেছি না; অতএব আমার বোধ হইতেছে যে, রাজা দশর ঐশ্বর্য্য-নিবন্ধন যথেচ্ছকারিতাপ্রযুক্তই তাহা করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিলাঘব-বশত বিবেচনা না করিয়া যে রঘুনন্দন রামকে বিবাসিত করিয়াছেন, তাঁহার সেই লোকবিরুদ্ধ কার্য্য অবশ্যই অপ্রশংসাজনক হইবে। আমি ত আর মহারাজ দশরথকে পিতৃতুল্য মান্য করিবার কিছুই কারণ দেখিতেছি না; এক্ষণ রাঘব রামই আমার ভ্রাতা, ভর্ত্তা, বন্ধু ও পিতার ন্যায় মাননীয়। ধার্ম্মিক সর্ব্বলোকাভি-রাম রাম হিতানুষ্ঠায়ী হইয়া সমস্ত লোকেরই প্রিয় হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকে বিবাসিত করিয়া, রাজা দশরথ কিপ্রকারে লোকসকলের অনুরাগ-ভাজন হইবেন এবং সেই কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত লোকের সহিত বিরোধ উৎপাদন করিয়া কিপ্রকারেই বা রাজপদে স্থির থাকিবেন?"

হে মহারাজ! সেই নিরপরাধা রাজ-নন্দিনী যশস্বিনী জানকী দেবী পূর্ব্বে কখন এরূপ ব্যসন প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং ভূতাবিষ্ট-চিত্তা যোষার ন্যায় বিস্মিতা হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অবস্থিতা রহিলেন, এবং দুঃখবশত রোদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমাকে কিছুই বলিলেন না। পরে তিনি স্বামীকে গমনোন্মুখ দেখিয়া শুষ্কবদনা হইয়া সহসা বাষ্প মোচন করিলেন। হে রাজন্! রাম সেইরূপ অশ্রুব্যাপ্ত বদন, কৃতাঞ্জলি ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বাহুদ্বারা গৃহীত হইয়া অবস্থিত হওত যতক্ষণ আমার সহিত কথোপ-

বর্ষণ করিলেন, নিরপরাধা সীতা দেবীও ততক্ষণ সেই ভাবে রোদন করত আপনার মুখের ও আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ইতি অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্ট সর্গ।

অনন্তর রাম অরণ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, আমি অগত্যা নিবৃত্ত হইয়া অশ্বগণ পরিচালনা করিলাম; কিন্তু তাহারা গমনে প্রবৃত্ত না হইয়া উষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। পরে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া, সেই দুই রাজনন্দনকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের বিরহজন্য দুঃখ সহ্য করত রথে আরোহণপূর্ব্বক গুহের সহিত শৃঙ্গবেরপুরে যাইয়া, 'যদি রাম আমাকে আবার আহ্বান করেন,' এই আশায় তথায় বহুদিন বাস করিলাম। মহারাজ! অনন্তর সেই আশা নিষ্ফল হইলে, আমি অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলাম যে, আপনার রাজ্যে বৃক্ষ সমস্তও মহাবিপদাক্রান্ত হইয়া অঙ্কুরিত পল্লব, কোরক ও পুষ্পের সহিত ম্লান হইয়াছে; নদী, সরোবর ও পুষ্করিণী সমূহের জল তপ্ত এবং বন ও উপবনস্থিত বৃক্ষলতাদি শুষ্কপত্র হইয়াছে; হিংস্র ও অপরাপর জন্তুগণ গমনাগমন না করায়, সেই সেই বন যেন রামশোকাভিভূত হইয়া মৌন রহিয়াছে; নদীসমস্ত কলুষিতোদকসমন্বিতা ও অপ্রফুল্লিত-কমল-শালিনী এবং পুষ্করিণীসকল শুষ্ক-পদ্মশালিনী এবং বিষণ্ণ মীন ও বিহঙ্গগণ-সমন্বিতা হইয়াছে; এবং স্থলজ ও জলজ পুষ্প এবং ফল সমস্ত নির্গন্ধ হওয়া প্রযুক্ত পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পাইতেছে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার রাজ্যস্থ উদ্যান সমস্ত বিষণ্ণ বিহঙ্গগণে সমাকুল ও নিঃশব্দ হওয়া প্রযুক্ত অরমণীয় এবং উপবনসকলও অমনোহর হইয়াছে, অবলোকন করিলাম। অযোধ্যা-প্রবেশকালে কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না; পরন্তু সকলেই রামকে না দেখিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হে দেব! রাজমার্গস্থিত মানব সকল দূর হইতে সেই রথকে রাম ব্যতিরেকে সমাগত দেখিয়াই অশ্রুপূর্ণবদন হইল। রামদর্শনার্থ উৎকণ্ঠিতা নিয়ত হাহাকার শব্দকারিণী সেই কামিনীরা হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও বিমানের উপর আরোহণপূর্ব্বক সেই রথ শূন্য দেখিয়া, নিতান্ত ব্যথিতচিত্তা হইয়া বাষ্পপরিপ্লুত আয়ত সুবিমল লোচনগণ দ্বারা অব্যক্তভাবে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। কি মিত্র, কি অমিত্র, কি উদাসীন, অযোধ্যাবাসী সকলেই এরূপ আর্ত্ত হইয়াছে যে, কাহা হইতেও কাহার কিঞ্চিৎ দুঃখাধিক্য লক্ষিত হয় নাই। মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে, অযোধ্যানগরী নিরানন্দ ও দীনভাবাপন্ন মনুষ্য, গজ ও তুরঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণের হাহাকার ও দীর্ঘ নিশ্বাসরবে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিতা হইয়া, পুত্রহীনা কৌসল্যা দেবীর ন্যায় রামবিবাসনশোকে আতুরা ও আনন্দবিহীনা হইয়াছে।"

রাজা দশরথ সুমন্ত্র সারথির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অতীব দৈন্যযুক্ত ও বাষ্পগদ্গদ স্বরে এই বাক্য বলিলেন, "আমি পাপবংশোদ্ভবা ও পাপমনোরথা কেকয়ীকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া মন্ত্রণাদক্ষ বৃদ্ধ অমাত্যগণের সহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করি নাই! আমি অবজ্ঞাবশত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও বান্ধবগণের সহিত মন্ত্রণা না করিয়াই স্ত্রীর নিমিত্ত সহসা এই বিষয় সম্পাদন করিয়াছি! অথবা হে সারথে! ভবিতব্যতাবশতই এই মহৎ ব্যসন আমাদিগের বংশের বিনাশ-নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়াছে! ইহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, রাম-বিরহে আমার প্রাণসমস্ত নির্গমনোন্মুখ হইয়া আমাকে ত্বরাযুক্ত করিতেছে; অতএব হে সূত! যদি আমি তোমার কিছু প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকি, তবে তুমি আমাকে সত্বর রামের নিকট লইয়া চল। আমি সেই মহাবাহু রঘুনন্দন রাম-ব্যতিরেকে আর মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে পারি না; অতএব যদি এখনও আমার আজ্ঞা প্রমাণ হয়, তবে তুমি তাঁহাকে নিবৃত্ত কর; অথবা তিনি বনবাসী হইয়া থাকিবেন

সুতরাং আমাকেই শীঘ্র রথে আরোপণপূর্ব্বক তথায় লইয়া গিয়া তাঁহারে প্রদর্শন কর। হা! এক্ষণ সেই কুন্দকোরকোপম-দন্তশালী মহাধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণাগ্রজ রাম কোথায়? যদি আমি কল্যাণে কল্যাণে জীবিত থাকি, তবেই তাঁহাকে সীতার সহিত দেখিতে পাইব! হা! আমি এতাদৃশ দুরবস্থাপন্ন হইয়া যে ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা হইতে আর আমার অধিক দুঃখদায়ক কি হইতে পারে?—হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা নিরপরাধে জানকি! আমি যে অনাথের ন্যায় দুঃখে মরিতেছি, তাহা তোমরা জানিতে পারিতেছ না!”

অনন্তর রাজা দশরথ সেই দুঃখে অতীব ব্যাকুলচিত্ত ও অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া কৌসল্যা দেবীকে বলিলেন, “হে দেবি! যাহার রাম-শোক মহাবেগ, সীতাবিরহ অন্তসীমা, দীর্ঘনিশ্বাস উর্ম্মিযুক্ত আবর্ত্ত, নয়নবারি জল, হস্ত মৎস্য, রোদন তুমুলধ্বনি, কেশ শৈবাল, কেকয়ী বাড়বানল, কুব্জা-বাক্য মহাগ্রাহ এবং যাহা হইতে রাম বিবাসিত হইয়াছেন, সেই নৃশংসস্বভাবা কেকয়ীর বর বেলাভূমি হইয়াছে; রঘুনন্দন রাম ব্যতিরেকে আমি সেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি! কৌসল্যে! আমার বোধ হইতেছে, আমি জীবনসত্বে এ সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারিব না!”

তদনন্তর মহাযশা রাজা দশরথ “আমি এক্ষণ রঘুনন্দন রামকে লক্ষ্মণের সহিত দেখিতে ইচ্ছা করিয়াও যে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা নিতান্ত অনুচিত!” এরূপ বিলাপ করত শয্যায় পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি রামের নিমিত্ত সেইরূপ বিলাপ করত মূর্চ্ছিত হইলে, রাম-জননী কৌসল্যা দেবী তাঁহার সেই করুণান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া আরও সমধিক ভীতা হইলেন।

ইতি একোনষষ্টি সর্গ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর কৌসল্যা দেবী, ভূতাবিষ্টার ন্যায়, ধরণী-পতিতা, চৈতন্য-রহিতা ও বারংবার কম্পিতা হইয়া সুমন্ত্র সারথিকে এই কথা বলিলেন, “সুমন্ত্র! আমি কাকুৎস্থ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা-ব্যতিরেকে আর ক্ষণ-মাত্রও জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি না; তাঁহারা যথায় আছেন, তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল। যদি আমি তাঁহাদিগের অনুগামিনী না হই, তবে যমালয়ে গমন করিব; অতএব তুমি শীঘ্র রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর এবং আমাকে লইয়া দণ্ডকারণ্য অভিমুখে প্রস্থিত হও।”

অনন্তর সেই সুমন্ত্র সারথি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে কৌসল্যা দেবীকে আশ্বাস প্রদান করত ইহা বলিলেন, “হে দেবি! আপনি শোক, মোহ ও দুঃখ-নিমিত্তক চিত্তব্যাকুলতা পরিত্যাগ করুন; রঘুনন্দন রাম বিনা ক্লেশে বনে বাস করিবেন। জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণও বিনা ক্লেশে বনে থাকিয়া তাঁহার চরণ আরাধনা করত পারলৌকিক সুখ সঞ্চয় করিতেছেন এবং যিনি রামের প্রতি সমস্ত চিত্তবৃত্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই জনক দুহিতা সীতা দেবীও নির্জ্জন বনে বাস পরিগ্রহ করিয়া অভীতা হইয়া, গৃহের ন্যায় প্রীতি লাভ করিতেছেন। তাঁহার বনবাস-জন্য কিঞ্চিন্মাত্র দৈন্যও লক্ষিত হয় না; অধিক আর কি বলিব, তিনি প্রবাসের যোগ্যা, অর্থাৎ তাঁহার সমভিব্যাহারে প্রবাসী হইলে, কোন ক্লেশ হয় না, ইহা আমার বিলক্ষণ প্রতীত হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে নগরীয় উপবনে যাইয়া যাদৃশী প্রীতি লাভ করিতেন, অধুনা নির্জ্জন বনে যাইয়াও সেইরূপ আনন্দ লাভ করিতেছেন। সেই পূর্ণচন্দ্রাননা সীতা দেবী নির্জ্জন বনে থাকিয়াও অদীনচিত্তা হইয়া, বালা মহিলার ন্যায় প্রীতা হইতেছেন; কেন না, নির্জ্জন বনও রামের সান্নিধ্য-বশত তাঁহার অতি রমণীয় হইয়াছে। যাহার চিত্ত রাম-গত ও জীবন রামাধীন, সেই বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার রাম-ব্যতিরেকে অযোধ্যা নগরীও নিবিড় বন হইত। তিনি গ্রাম, নগর, বিবিধ বৃক্ষ ও

নানাবিধ নদী-গতি অবলোকন করিয়া তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন,—সেই জানকী দেবী, অযোধ্যা নগরীর ক্রোশমাত্র ব্যবহিত বিহারো-পবনের ন্যায় অরণ্যেও রাম বা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়া অপরিচিত বস্তু সমুদায় অব-গত হইতেছেন। হে দেবি! আমার এই-পর্য্যন্তই সীতাবৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে, আর তিনি সহসা কেকয়ী-বিষয়ক যে বাক্য বলিয়া-ছিলেন, আমার তাহা স্মরণ হইতেছে না।"

সুমন্ত্র সারথি প্রমাদ-বশত সমুপস্থিত সেই বাক্য উপসংহার করিয়া কৌসল্যা দেবীকে তাঁহার আনন্দ-জনক এই মধুর বাক্য বলিলেন, "সেই চন্দ্রতুল্য-প্রভাশালিনী মধুরভাষিণী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা দেবীর প্রভা পথ-পরিক্রম, আতপ-তাপ, বায়ুবেগ বা সম্ভ্রম-দ্বারা বিকৃতা হইবার নহে। তাঁহার সেই চন্দ্র-তুল্য প্রিয়দর্শন ও পদ্ম-তুল্য কমনীয় বদন-মণ্ডল কিছু-তেই ম্লান হয় না। তাঁহার চরণ-দ্বয় স্বভাবতই অলক্ত-রস-রঞ্জিতের ন্যায় দ্যুতিশালী হওয়া-প্রযুক্ত অধুনা অলক্ত রস-বর্জ্জিত হইয়াও পদ্ম-কেশর-সদৃশ প্রভা বিস্তার করিতেছে। সেই বিদেহ-রাজনন্দিনী ভামিনী সীতা দেবী অধুনাও রামানুরাগ-বশত পূর্ব্ববৎ ভূষিতা হইয়া নূপুর-রবে হংসাদি-ধ্বনি ঝঙ্কার করিয়া বিলাসিনীর ন্যায় গমন করিতেছেন। তিনি রামের বাহুবল আশ্রয় করিয়া অরণ্যেও সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তীকে অবলোকন করত ভীতা হন না। হে দেবি! আপনি তাঁহাদিগের, রাজা দশরথের বা নিজের জন্য শোক-করিবেন না; এই বৃত্তান্ত বহুকাল লোক-মধ্যে প্রচারিত থাকিবে। তাঁহারা শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মহর্ষিগণ-সেবিত পথবর্ত্তী হইয়া প্রহৃষ্ট মানসে বন্য ফল-দ্বারা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করত পিতার শুভ আদেশ [illegible]ন করিতেছেন।"

সেই যুক্তিযুক্ত-বাক্যবাদী সুমন্ত্র সারথি-কর্ত্তৃক সেইরূপে নিবারিতা হইয়াও, কৌসল্যা দেবী "হে রঘুনন্দন! হে পুত্র! হে প্রিয়!" এই বলিয়া বিলাপকরণে বিরতা হইলেন না।

ইতি ষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬০ ॥

একষষ্ঠ সর্গ।

সর্ব্বলোকপ্রিয় ধর্ম্মনিরত রাম বনগত হইলে, কৌসল্যা দেবী আর্ত্তা হইয়া রোদন করত স্বামীকে ইহা বলিলেন, "হে রাঘবশ্রেষ্ঠ! যখন ত্রিলোক-মধ্যে তোমার এরূপ যশ বিখ্যাত হইয়াছে যে, তুমি দয়াবান্, দাতা ও প্রিয়কারী, তখন হে নরবর! তুমি কিপ্রকারে সেই দুই পুত্রকে সীতার সহিত দুঃখিত করিলে! আহা! তাঁহারা সুখে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন, এক্ষণ কিপ্রকারে দুঃখ সহ্য করিবেন! হা! সেই সুকুমারী, তরুণী, শ্যামা ও নিয়ত সুখোচিতা মিথিলারাজদুহিতা সীতা দেবীর কিপ্রকারে শীত ও গ্রীষ্ম-জন্য ক্লেশ সহ্য হইবে! হা! সেই সুচরিত্রা বিশালনয়না সীতা দেবী নিয়ত উত্তম ব্যঞ্জনান্বিত মনোহর অন্ন আহার করিয়া এক্ষণ কিপ্রকারে বন্য নীবার ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিবেন! নিয়ত মনোহর গীত-বাদ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া, তিনি এখন কিপ্রকারে মাংসভোজী সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুগণের অমনোহর ধ্বনি শ্রবণ করি বেন। হা! এখন সেই মহাবল মহাভুজ মহেন্দ্র-ধ্বজ-তুল্য রাম পরিঘ-সদৃশ বাহু উপা-ধান করিয়া কোথায় শয়ন করিতেছেন। হা! আমি কবে রামের সেই সুকুঞ্চাগ্র-কেশ-বিরা-জিত, পদ্ম-গন্ধ-যুক্ত-নিশ্বাস-সমন্বিত ও পদ্ম-সদৃশ-নয়ন-শোভিত পদ্মবর্ণ উত্তম বদন-মণ্ডল অবলোকন করি[illegible]! আমার এই হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই; যেহেতু তুমি সদয় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সেই বান্ধবগণকে দূরীকৃত করিলে, তাঁহারা চিরসুখোচিত হইয়াও বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন এবং আমিও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না! যদিও পঞ্চদশবর্ষে সেই রঘুনন্দন রাম এখানে প্রত্যাগমন করেন, তথাপি ভরত যে রাজ্য ও কোষ পরিত্যা[illegible] করিবেন, এরূপ বোধ হয় না; যদিও তি[illegible] পরিত্যাগ করেন তাহা হইলেই বা কি হইবে! হে রাজন্! শ্রাদ্ধকালে কোন কোন ব্য[illegible] অগ্রে বান্ধবগণকে ভোজন করাইয়া কৃতার্থ[illegible]

হইয়া পরে জ্ঞানাদিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতে চেষ্টা পায়; কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা সমধিক গুণবান্ ও বিদ্বান্, সেই দেবতুল্য ব্রাহ্মণেরা তখন অমৃতসদৃশ সুস্বাদু অন্ন ভক্ষণেও অভিলাষ করেন না; কেন না, বৃষগণ যেমন শৃঙ্গচ্ছেদনে সম্মত হয় না, সেইরূপ প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণগণের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন ভক্ষণেও সম্মত হন না। সেইরূপ গুণশ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ হইয়া, রামই বা কিপ্রকারে কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপযুক্ত রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইবেন? যেমন ব্যাঘ্র পরভুক্ত খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে না, সেইরূপ সেই পুরুষব্যাঘ্র রাম পরভুক্ত রাজ্যগ্রহণে অভিলাষ করিবেন না। হব্য, আজ্য, পুরোডাশ, কুশ ও খদির-কাষ্ঠ-রচিত যূপ, এ সমস্ত দ্রব্য একবার যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যাজ্ঞিকেরা পুনরায় তাহাদিগকে যজ্ঞান্তরে ব্যবহার করেন না; সেইরূপ রাম পীতসারাংশ-সুরা ও নষ্ট সোমরস যজ্ঞের ন্যায় অনভিমত এই ভরতোপভুক্ত রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। যেমন বলবান্ ব্যাঘ্র পুচ্ছস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ রঘুকুলতিলক রামও এরূপ অপমান সহ্য করিতে পারিবেন না। সেই নরশ্রেষ্ঠ বৃষভলোচন মহাভুজ মহাবীর্য্য ধর্ম্মাত্মা রাম কাঞ্চনময় বাণগণদ্বারা, যুগান্তকালীন অনলের ন্যায় সমস্ত প্রজা দাহন ও সমস্ত সাগর শোষণ করিতে পারেন; ঘোরতর সংগ্রামস্থলে মিলিত সুরাসুর প্রভৃতি সমুদয় প্রাণী হইতেও তাঁহার ভয় হয় না; কিন্তু কি করিবেন, তিনি অধার্ম্মিক লোককেও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্ম্মেই প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন, সুতরাং স্বয়ং কি প্রকারে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? হা! তিনি সিংহের ন্যায়, তাদৃশ বলবান্ হইয়াও মৎস্য যেমন জনক কর্ত্তৃক নিহত হয়, সেইরূপ পিতৃহস্তে নিহত হইলেন। সেই ধর্ম্মনিরত পুত্রকে বিবাসিত করায়, যদিও তোমার ঋষিগণ-কর্ত্তৃক আচরিত বেদবিহিত সনাতন ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তথাপি আমি সর্ব্বপ্রকারেই নষ্ট হইলাম; কেন না, মহিলাদিগের প্রথমা গতি স্বামী, দ্বিতীয়া গতি পুত্র এবং তৃতীয়া গতি জ্ঞাতিগণ, চতুর্থী গতি কেহ নাই; তন্মধ্যে প্রধান গতি তুমি, তুমি ত আমার নহ; দ্বিতীয় গতি রাম, তিনিও তোমা কর্ত্তৃক বনে বিবাসিত হইলেন, আমিও বনে যাইতে অভিলাষ করি না, সুতরাং প্রতিপালকের অভাবে আমার জীবন রক্ষা অসম্ভব! হে রাজন্! আমার পুত্র ও আমি, কেবল আমরাই নষ্ট হইয়াছি এরূপ নহে, আমার সপত্নীগণ ও অমাত্যবর্গও নষ্ট হইয়াছেন; অধিক আর কি বলিব, নগর, জনপদ ও রাজ্যনিবাসী, মানবসকলও নষ্ট হইয়াছে! কেবল তোমার সেই ভার্য্যা ও পুত্র হর্ষ লাভ করিয়াছে!"

সেই রাজা দশরথ উক্ত দারুণ শব্দযুক্ত-বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া "হা! রাম!" বলিয়া অচেতন হইলেন। পরে সংজ্ঞালাভান্তে শোকসাগরে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার পূর্ব্বকৃত সেই দুষ্কৃত স্মরণ হইল।

ইতি একষষ্ট সর্গ॥ ৬১॥

দ্বিষষ্ট সর্গ।

শোকপরীতা ও ক্রোধান্বিতা রামজননী কৌসল্যা দেবীর ঐরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা দশরথ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে বহুক্ষণ অচেতন হইয়া রহিলেন। পরে সেই শত্রুতাপন রাজা দশরথ সংজ্ঞালাভ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কৌসল্যা দেবীকে পার্শ্বদেশে অবস্থিতা দেখিয়া আবার চিন্তান্বিত হইলেন। চিন্তা করিতে করিতে, তিনি পূর্ব্বে অজ্ঞানবশত শব্দ-বেধী হইয়া যে অকার্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। মহারাজ দশরথ সর্ব্বকার্য্যদক্ষ হইয়াও সেই শোক ও রামশোকে ব্যাকুলচিত্ত হইলেন,—সেই দুই শোক দ্বারা অভিতাপিত হইতে লাগিলেন। তিনি সেই দুই শোকে দহ্যমান ও দুঃখিত হইয়া কৌসল্যা দেবীকে প্রসন্ন করিবার মানসে মস্তক অবনমন ও অঞ্জলিবন্ধন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে

হইয়া বলিলেন, "হে কৌশল্যে! তুমি শত্রুগণের প্রতিও নিয়তই সদয় ব্যবহার করিয়া থাক, নির্দ্দয় ব্যবহার কর না; অতএব আমি এই অঞ্জলি বন্ধন করিয়া তোমাকে প্রসাদন করিতেছি। হে দেবি! স্বামী নির্গুণই হউন, বা গুণবানই হউন, ধর্ম্মনিরতা মহিলাদিগের প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ, সুতরাং লোকমধ্যে হেয় ও উপাদেয় বিষয় সমুদয় জানিয়া এবং নিয়ত ধর্ম্মনিরতা হইয়া, তোমার দুঃখবশতও এমন দুঃখের সময়ে আমাকে অপ্রিয় বাক্য বলা বিধেয় নয়।"

দীনভাবাপন্ন রাজা দশরথের সেই সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৌসল্যা দেবী, প্রণালীর বৃষ্টিজল-মোচনের ন্যায়, বাষ্প মোচন করিতে লাগিলেন। তিনি রোদন করিতে করিতে সম্ভ্রম-সহকারে তাঁহার সেই পদ্মতুল্য অঞ্জলি স্বীয় মস্তকোপরি রাখিয়া ত্রাসান্বিতা হইয়া তাঁহাকে এই ব্যাকুলাক্ষর-সমন্বিত বাক্য বলিলেন, "হে দেব! আমি ভূমিলুণ্ঠিতা হইয়া তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতেই, আমি নষ্ট হইলাম; কেন না, তোমার আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা বিধেয় নয়; যেহেতু ইহলোকে এতাদৃশী কোন স্ত্রীই নাই, যে স্ত্রী, ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেই পূজনীয় ধীসম্পন্ন পতিকর্ত্তৃক প্রসাদিতা হইতে পারে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি যে সত্যবাদী, ইহা আমি অবগত আছি এবং ধর্ম্মবিষয়েও আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে; কিন্তু আমি পুত্রশোকে কাতরা হইয়া বিবেচনা না করিয়াই তোমাকে সেইরূপ বলিয়াছি। শোক হইতে ধৈর্য্য নষ্ট হয় এবং শোক হইতে জ্ঞানও নষ্ট হয়, অধিক কি, শোক হইতে সমস্তই নষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং এই জগতে শোক-তুল্য রিপু আর কিছুই নাই। রিপুহস্ত হইতে আপতিত সমধিক প্রহারও সহ্য করিতে পারা যায়; কিন্তু সমুপস্থিত অত্যল্পমাত্র শোকও সহ্য যায় না। রামের বনবাসের পঞ্চ রজনী অতিবাহিতা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার শোকে একেবারে আনন্দবিহীনা হওয়ায়, আমার পক্ষে সেই কাল পঞ্চ বর্ষতুল্য হইয়াছে। যেরূপ নদীবেগদ্বারা সমুদ্রসলিল বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ তাঁহার চিন্তাদ্বারা আমার হৃদয়ে শোক বর্দ্ধিত হইতেছে।"

কৌসল্যা দেবীর সেইরূপ শুভ বাক্য বলিতে বলিতেই, সূর্য্য মন্দরশ্মি হইলেন এবং রজনী উপস্থিত হইল। অনন্তর কৌসল্যা দেবী-কর্ত্তৃক বাক্যদ্বারা আহ্লাদিত হইয়া, সেই শোকাক্রান্ত রাজা দশরথ নিদ্রা লাভ করিলেন।

ইতি দ্বিষষ্ট সর্গ।

ত্রিষষ্ট সর্গ।

অনন্তর মুহূর্ত্তকাল পরে সেই শোক-নষ্টচেতন ইন্দ্রতুল্য রাজা দশরথ প্রতিবুদ্ধ হইয়া চিন্তান্বিত হইলেন। তখন যেরূপ অসুরসঙ্গিনী ছায়া সূর্য্যকে আক্রমণ করে, সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণের বিবাসন-হেতুক সেই উপসর্গ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। রাম ভার্য্যার সহিত অরণ্যে গমন করিলে, কোশলাধিপতি রাজা দশরথ আত্ম-দুষ্কৃত স্মরণ করিয়া অসিতাপাঙ্গী কৌসল্যা দেবীকে তাহা বলিতে অভিলাষী হইলেন। রাম বিবাসিত হইলে, ষষ্ঠ দিবসে অর্দ্ধরাত্র সময়ে সেই পুত্রশোকার্ত্ত রাজা দশরথের পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত স্মরণ হইল। সেই আত্মদুষ্কৃত স্মৃতিপথবর্ত্তী হইলে, তিনি পুত্রশোকার্ত্ত কৌসল্যা দেবীকে এই কথা বলিলেন, "হে কল্যাণি! জীব শুভ বা অশুভ, যে কার্য করে, অবশ্যই তাহার ফল লাভ করি থাকে; অতএব হে ভদ্রে! যে ব্যক্তি আরম্ভ সময়ে কর্ত্তব্য বিষয়-সমুদায়ের উত্তমাধম এবং দোষ-গুণ বিলক্ষণ অবগত না হয়, সে ব্যক্তিকেই 'বালক' বলা যায়। যদি কো ব্যক্তি আম্রবন ছেদনপূর্ব্বক বহুতর পলা বৃক্ষ রোপণ করিয়া জল সেচন করে, এ পুষ্প দেখিয়া ফললাভের প্রত্যাশী হয়, ত ফলপ্রাপ্তি-সময়ে নিশ্চয়ই তাহাকে শো করিতে হয়। যে ব্যক্তি ফল বিবেচনা

করিয়া কর্ম্ম করে, সে অবশ্যই কিংশুক-বৃক্ষ-সেচক ব্যক্তির ন্যায় ফলপ্রাপ্তি-কালে শোকাক্রান্ত হইয়া থাকে। আমিও অজ্ঞান-বশত আম্রবন ছেদন করিয়া পলাশ বৃক্ষ রোপণপূর্ব্বক জল সেচন করিয়াছি,—রামকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ ফললাভকালে পরিতাপ করিতেছি! সে যাহা হউক, হে কৌশল্যে! পূর্ব্বে কৌমারাবস্থায় আমি 'শব্দবেধী' বলিয়া বিখ্যাত হইবার অভিলাষে শরাসন ধারণ করিয়া এই অনিষ্টকর পাপ আচরণ করিয়াছি। হে দেবি! যেমন বালক মোহবশতঃ বিষ ভক্ষণ করে, সেইরূপ আমি মোহবশত যে পাপাচরণ করিয়াছি, তাহারই ফলে আমার এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। যেরূপ কোন সামান্য ব্যক্তি ফল না জানিয়াই পলাশ-বৃক্ষে আসক্ত হয়, সেইরূপ আমিও, শব্দ-বেধী হওয়ার যে এরূপ ফল, তাহা না জানিয়াই অনুরক্ত হইয়াছিলাম।

হে দেবি! যে সময়ে আমি যুবরাজ ছিলাম এবং তোমারও বিবাহ হয় নাই; সেই সময়ে একদা আমার ঔৎসুক্য-বর্দ্ধক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য স্বীয় কিরণ দ্বারা জগৎ উপতাপিত এবং পার্থিব রস সমস্ত শোষিত করিয়া প্রেতগণ-সেবিত ভীতিপ্রদ দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিলে, সদ্যই গ্রীষ্ম অন্তর্হিত হইল এবং স্নিগ্ধ মেঘ সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন ভেক, চাতক ও ময়ূর-সকল আনন্দিত হইল; বিহগ সকল বৃষ্টিজলে স্নাত ও ক্লিন্নপক্ষোত্তর হইয়া অতিকষ্টে বৃষ্টি ও বায়ুবেগে যাহাদিগের অগ্রভাগ আন্দোলিত হইতেছে, তাদৃশ বৃক্ষ সমুদায় আশ্রয় করিতে লাগিল; মত্ত চাতকগণে সেবিত পর্ব্বত, পতিত ও পতনোদ্যত জলে আচ্ছাদিত হইয়া, তোয়রাশির ন্যায় প্রকাশমান হইল; এবং স্থানে স্থানে বিমল সলিল-সমস্ত গৈরিকাদি বিবিধ ধাতু সংযোগে ধূসর, পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ হইয়া, সর্পের ন্যায় বক্রভাবে পর্ব্বত হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই অতিসুখকর বর্ষাকালে রজনীতে আমি অজিতেন্দ্রিয়তা-প্রযুক্ত ব্যায়ামাভিপ্রায়ে জলপানার্থ তীর্থে সমাগত গজ, মহিষ, মৃগ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু হননে অভিলাষী হইয়া ধনুক ও বাণ ধারণপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া সরযু-নদীতে গমন করিলাম। অনন্তর সেই ঘোর অন্ধকারময় অদৃশ্য স্থানে জল-মধ্যে গর্জ্জনকারী বারণের শব্দ-তুল্য কোন ব্যক্তির কুম্ভ পূরণের ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। পরে গজ-হননেচ্ছু হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া এক আশীবিষ-তুল্য প্রদীপ্ত শর গ্রহণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলাম। আমি যথায় সেই আশীবিষ-তুল্য নিশিত বাণ মোচন করিলাম, তথায় সেই বাণে আহত-মর্ম্মা হইয়া জলপতনোদ্যত কোন এক বনবাসী ব্যক্তির 'হা! হা!' এই স্পষ্ট ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর সেই ব্যক্তি ভূতলে পতিত হইলে, তথা হইতে মানবের স্বরে অভিহিত এরূপ বাক্য নির্গত হইল, "আমাদিগের ন্যায় তপস্বী ব্যক্তির প্রতি কিপ্রকারে শস্ত্র পতিত হইতে পারে? আমি নিশা-শেষে জল আহরণার্থ এই নির্জ্জন-নদীতে আসিয়াছি! ইহাতে কাহার অপকার করা হইল?—কে আমাকে এই শস্ত্রপ্রহার করিল? আমার ন্যায় বন্য ফল-মূল-দ্বারা জীবন-যাত্রানির্ব্বাহকারী এবং হিংসা-পরিত্যাগী ঋষির কিপ্রকারে অস্ত্রদ্বারা বধ হওয়া উচিত হয়? আমি নিয়ত জটাভারধারী এবং বল্কল ও অজিন-পরিধায়ী; বিশেষত কাহার অপকারও করি নাই; তবে কিকারণে কাহার আমাকে হত্যা করিতে অভিপ্রায় হইয়াছে? যে ব্যক্তি আমাকে হনন করিয়াছে, তাহার ইহাতে কিছু ফল হইবে না, প্রত্যুত কেবল অনর্থই হইবে; অধিক কি, ইহলোক বা পরলোক কোন লোকে কাহারও নিকট সে ব্যক্তি, গুরুপত্নীগামীর ন্যায়, 'সাধু' বলিয়া পরিচিত হইবে না! আমার জীবন নষ্ট হওয়ায় শোক হইতেছে না; কিন্তু আমার মৃত্যু হওয়ায় আমার মাতা ও পিতা, ইঁহারা উভয়ে যে নিহত হইলেন, তজ্জন্যই শোক হইতেছে! আমি বহুকাল হইতে যাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছি, অধুনা আমার মৃত্যু হইলে, সেই বৃদ্ধ মাতা-পিতা কিপ্রকারে জীবন-যাত্রা

নির্ব্বাহ করিবেন! আহা! আমি এবং আমার সেই বৃদ্ধ মাতা-পিতা, আমরা সকলেই এই এক বাণে নিহত হইলাম। হা! কোন্ অবিশুদ্ধচিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের সকলকে হনন করিল!"

দেবি! আমি নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠানেই অভিলাষী; সুতরাং সেই করুণান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলাম, এমন কি, আমার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূতলে পতিত হইল! রজনী-শেষে বিলাপকারী সেই ঋষির পূর্ব্বোক্ত করুণাযুক্ত বাক্য শুনিয়া, আমি শোকবেগে সন্ত্রান্ত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জ্ঞানরহিত হইলাম। পরে হীনসত্ত্ব ও অতীব দুঃখিত-চিত্ত হইয়া সেই প্রদেশে যাইয়া দেখিলাম, সরযূতীরে সেই তাপস অস্ত্রবিদ্ধ, ধূলীসমাচ্ছন্ন, শোণিতপ্লুত-দেহ ও প্রকীর্ণজটাভার হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে জলকুম্ভ স্খলিত হইয়াছে। সেই তাপসও আমাকে নয়ন-দ্বারা ত্রাসান্বিত ও ব্যাকুল-চিত্ত দেখিয়া যেন স্বীয় তেজে দগ্ধ করত এই ক্রূর-বাক্য বলিলেন, "হে রাজন্! আমি নিয়ত অরণ্যে বাস করিয়া থাকি; আমা হইতে আপনার কি অপকার করা হইয়াছে যে, আমি গুরুদিগের নিমিত্ত জল আহরণ করিতে আসিলে, আপনি আমাকে শস্ত্র প্রহার করিলেন? এক বাণে আমার মর্ম্ম বিদ্ধ হওয়াতেই আমার সেই অন্ধ বৃদ্ধ মাতা-পিতাও নিহত হইলেন! হা! এক্ষণ নিশ্চয়ই সেই দুর্ব্বল নয়ন-বিহীন মাতা-পিতা পিপাসিত হইয়া, 'পুত্র আসিলেই জলপান করিতে পাইব,' এই আশা করিয়া আমার প্রতীক্ষা করত ক্লেশোৎপাদিকা তৃষ্ণা সহ্য করিতেছেন! আমি বোধ করি যে, তপস্যা ও বেদাধ্যয়নের ফল নাই, অন্যথা আমি যে ভূতলে পতিত হইয়া শয়ন করিয়া আছি, ইহা কেন পিতা জানিতে পারিতেছেন না! তাঁহার প্রতিশক্তি নাই, সুতরাং বৃক্ষ যেমন বাতাদি-দ্বারা ভিদ্যমান বৃক্ষকে পরিত্রাণ করিতে অক্ষম, সেইরূপ তিনিও আমাকে পরিত্রাণ করিতে অসমর্থ; অতএব জানিয়াই বা কি করিবেন! হে রাঘব! যে পর্য্যন্ত পিতা আপনাকে, বায়ুবর্দ্ধিত অগ্নির বনদহনের ন্যায় দগ্ধ করিয়া না ফেলেন, তন্মধ্যেই আপনি শীঘ্র যাইয়া পিতার নিকট এই বার্ত্তা প্রদান করুন। হে রাজন্! এই ক্ষুদ্র পথ দিয়া আমার পিতার আশ্রমে যাওয়া যায়, আপনি ইহা দিয়া তথায় যাইয়া শীঘ্র তাঁহাকে প্রসন্ন করুন, যাহাতে তিনি কুপিত হইয়া আপনাকে অভিশাপ প্রদান না করেন। হে রাজন্! যেরূপ নদীবেগ সমুচ্ছ্রিত বালুকাময় তীর প্রদেশকে পীড়া দেয়, সেইরূপ এই নিশিত শর আমার মর্ম্ম স্থানে পীড়া প্রদান করিতেছে; আপনি শীঘ্র ইহা মোচন করুন।"

অনন্তর সেই তাপসের শল্য-মোচনবিষয়ে আমার এই চিন্তা হইল যে, শল্য মোচন করিলেই ইঁহার মৃত্যু হইবে এবং না করিলেও ইঁহার প্রাণে ক্লেশ হইতেছে, অতএব কি কর্ত্তব্য? পরে আমি দুঃখিত ও শোকাক্রান্ত হইয়া দীনভাবে সেইরূপ চিন্তা করিতেছি দেখিয়া, সেই আর্য্যব্রতধারী পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ মুনি-পুত্র শক্তিহীন, চেষ্টারহিত, অবসন্ন ও ঘূর্ণিত-লোচন হইয়াও অতিকষ্টে আমাকে ইহা বলিলেন, "হে রাজন্! আমি ধৈর্য্য দ্বারা শোক স্তম্ভিত করিয়া স্থিরচিত্ত হইয়াছি, আপনিও মন হইতে ব্রহ্মহত্যানিবন্ধন-পাপানুষ্ঠান-শঙ্কা অপনয়ন করিয়া স্থিরচিত্ত হউন! হে নরপাল! আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি বৈশ্য হইতে শূদ্রাণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; অতএব আপনার মনোব্যথা না হউক।"

সেই বাণ-ভিন্নমর্ম্মা, চেষ্টা-রহিত ও পরিতাপান্বিত তপোধন ভূতলে লুণ্ঠিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া অতিকষ্টে সেইরূপ বলিলে, আমি তাঁহার শল্য মোচন করিলাম। পরে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ত্রাসান্বিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। হে ভদ্রে! সেই জলার্দ্রগাত্র ভিন্নমর্ম্মা তাপসকুমার অতিকষ্টে বিলাপ করিয়া অনবরত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে সরযূ-তীরে মহানিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া, আমি অতীব বিষণ্ণ হইলাম!

ইতি ত্রিষষ্ট সর্গ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্ট সর্গ।

রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা দশরথ কৌসল্যা দেবীর নিকটে সেই মহর্ষির অসদৃশ বধ-বিবরণ কীর্ত্তন করিয়া বিলাপ করত পুনর্ব্বার তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "দেবি! আমি অজ্ঞানবশত সেই মহাপাপ আচরণ করিয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া একাকীই মনে মনে 'এখন কিপ্রকারে মঙ্গল হয়!' ইহা চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে নিশ্চয় হইলে, আমি সেই উৎকৃষ্ট জলে পরিপূরিত ঘট গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত পথ দিয়া সেই আশ্রমে গমন করিলাম। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই তাপসের পিতা-মাতা অতি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল, দীনভাবাপন্ন ও ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় অসমর্থ এবং তাঁহাদিগের অন্য কোন পরিচারকও নাই। তৎকালে তাঁহারা অনাথের ন্যায় উপবেশনপূর্ব্বক, 'পুত্র জল লইয়া আসিবে,' এই আশায় মৎকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াও তাহাই অবলম্বন করিয়া পুত্র-বিষয়ক কথোপকথন করিতেছিলেন। সে যাহা হউক, একে ত আমি শোকব্যাকুল-চিত্ত ও ভয়প্রযুক্ত প্রায় চৈতন্য-বিহীনই হইয়াছিলাম, তাহে আবার সেই আশ্রমে যাইয়া আরও সমধিক শোকাক্রান্ত হইলাম। অনন্তর সেই মুনি আমার পদ-শব্দ শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে পুত্র! তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র জল আনয়ন কর! তুমি যাঁহার নিমিত্ত জল আহরণ করিতে গিয়া জল-মধ্যে ক্রীড়া করিতেছিলে, তোমার এই সেই মাতা অতীব উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন; তুমি শীঘ্র আশ্রম-মধ্যে প্রবিষ্ট হও। যশোভাজন পুত্র! আমি বা তোমার জননী, আমাদিগের হইতে যদিও তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তোমার মনে করা উচিত নয়; যেহেতু আমাদিগের প্রাণ সমস্ত তোমারই আয়ত্ত,—আমাদিগের চক্ষু ও গতিশক্তি নাই; তুমিই চক্ষু ও গতি; তুমি কেন কথা কহিতেছ না?"

অনন্তর আমি সেই মুনিকে অবলোকন করিয়া ভীতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে বাষ্পগদ্গদ স্বরে এই অস্পষ্টাক্ষর-সমন্বিত অব্যক্ত বাক্য বলিলাম,—আমি মানসিক অভিলাষ ও তদুচিত-চেষ্টা সমুদায়-দ্বারা রাগিন্দ্রিয়ের ঔদ্ধত্য অভিভূত করিয়া তাঁহাকে এইরূপে তদীয় পুত্রবিয়োগজন্য ভয়-বার্ত্তা বলিলাম, "হে মহাত্মন্! আমি আপনার পুত্র নহি; আমি ক্ষত্রিয়; আমার নাম দশরথ; দুরদৃষ্ট-বশত আমা হইতে এই সাধু-বিগর্হিত দুঃখদায়ক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে! হে ভগবন্! আমি জলপানার্থ ঘটে সমাগত হস্তী বা অন্য কোন হিংস্রজন্তহননে অভিলাষী হইয়া চাপ ধারণপূর্ব্বক সরয়ূ-তীরে আগমন করিয়াছিলাম। পরে জল-মধ্যে কুম্ভ-পূরণের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হস্তি-ধ্বনিবোধে তদুদ্দেশে বাণ প্রহার করিলাম। অনন্তর সরয়ূ নদীর সেই তীর্থ-সমীপে গিয়া দেখিলাম যে, একজন তাপস মদীয় বাণে ভিন্ন-হৃদয় হইয়া, গতাসুর ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। পরে সেই পরিতাপান্বিত তাপসের বাক্যানুসারে আমি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া মর্ম্ম হইতে সহসা সেই বাণ উদ্ধার করিলাম। হে ভগবন্! সেই বাণ উদ্ধৃত হইলে তিনি বিলাপ-সহকারে আপনাদিগের নিমিত্ত 'হা! সেই বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে এখন কে প্রতিপালন করিবে!' এরূপ শোক করত অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। হে মুনে! আমি অজ্ঞান-বশত সহসা আপনার পুত্রকে বধ করিয়াছি; এমত স্থলে আমার প্রতি আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহাই করুন,—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।"

আমি স্বয়ং সেইরূপে স্বীয় পাপানুষ্ঠান-বৃত্তান্ত কীর্ত্তনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত হইলে, সেই মহাতেজা ভগবান্ ঋষি মদীয় অতীব দুঃখদায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমাকে কঠোর শাপ প্রদান করিতে পারিলেন না; পরন্তু শোক-খিন্নচেতা ও বাষ্প-ব্যাপ্ত-বদন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত আমাকে ইহা বলিলেন, 'হে নরপাল! যদি তুমি স্বয়ং আসিয়া আমাকে এই অশুভ কার্য্যের বার্ত্তা প্রদান না করিতে, তবে এখনই তোমার মস্তক বিশীর্ণ হইয়া শত সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইত। রাজন্! ক্ষাত্রধর্ম্মা-

বলস্বী মহেন্দ্রও যদি সম্যক্ বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাশ্রয়ী ব্যক্তিকে জ্ঞানপূর্ব্বক বধ করেন, তবে তাঁহাকেও স্থানভ্রষ্ট হইতে হয়। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক, আমার পুত্রের ন্যায় ব্রহ্মবাদী তপোনিরত মুনির প্রতি শস্ত্র আঘাত করে, তাহার মস্তক সপ্তধা বিদীর্ণ হয়। তুমি অজ্ঞান-প্রযুক্ত এই কার্য্য করিয়াছ; এই নিমিত্তই এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছ; অন্যথা তোমার কথা আর কি বলিব, এতক্ষণে রাঘবকুলই নির্ম্মূল হইত।'

পরে তিনি আমাকে আবার ইহা বলিলেন, 'হে নৃপ! অধুনা তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল; আমরা এক্ষণ একবার সেই রুধিরসিক্ত-দেহ, গলিতাজিনবাসা, সংজ্ঞাবিহীন, ভূতলশায়ী ও প্রেত-সদৃশ ধর্ম্মরাজবশপ্রাপ্ত পুত্রকে দর্শন করিতে অভিলাষ করি।'

অনন্তর আমি সেই অতি-দুঃখিত মুনি ও মুনি-পত্নীকে সেই প্রদেশে লইয়া গিয়া পুত্র স্পর্শ করাইলাম। সেই তাপস-দম্পতী পুত্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে স্পর্শ করিয়া তদীয় শরীরে পতিত হইলেন। পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে উদ্দেশিয়া এই কথা বলিলেন, 'বৎস! তুমি কেন ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তুমি আমাকে অভিবাদন করিতেছ না এবং আমার সহিত সম্ভাষাও করিতেছ না; তুমি কি আমার প্রতি কুপিত হইয়াছ? পুত্র! যদিও আমি তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তথাপি তোমার ধর্ম্মনিরতা মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত; তুমি কেন উহাঁকে আলিঙ্গন করিতেছ না? পুত্র! তুমি মধুর বাক্যে উহাঁর সহিত সম্ভাষা কর! হা! এক্ষণ রজনীশেষে আমি আর কাহার মনোহর ও মধুর বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন-ধ্বনি শ্রবণ করিব! পুত্র! আমি শোক ও ভয়ে অর্দ্দিত হইলে, প্রাতঃকালে কে আর স্নানপূর্ব্বক সন্ধ্যা উপাসনা ও অগ্নিহোত্র হবন করিয়া আমার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে আহ্লাদিত করিবে! হা! একে আমি অন্ধ ও অকর্ম্মণ্য, তাহে আবার আশ্রয়বিহীন হইলাম, এক্ষণ কন্দমূল ও ফল আহরণ করিয়া, কে আমাকে, প্রিয় অতিথির ন্যায় ভোজন করাইবে! বৎস! আমি স্বয়ং অন্ধ হইয়া কিপ্রকারে তোমার এই পুত্রবৎসলা দীনা নয়ন-বিহীনা তপস্বিনী জননীকে পালন করিব! পুত্র! অধুনা তুমি যমালয়ে গমন করিও না; আমার নিমিত্ত কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা কর; কল্য তুমি আমার ও তোমার জননীর সহিত মিলিত হইয়া তথায় যাইও। আমরা দীন ও অরণ্যবাসী; সুতরাং তোমার বিরহে শোকার্ত্ত ও অনাথ হইয়া শীঘ্রই যমালয়ে গমন করিব। পরে আমি সূর্য্য-তনয় যমকে দর্শন করিয়া 'হে ধর্ম্মরাজ! আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন,—আমার এই পুত্র মাতা-পিতাকে প্রতিপালন করুক,' ইহা তাঁহাকে বলিব। আমি অনাথ, সুতরাং সেই মহাযশা ধর্ম্মাত্মা যমও অবশ্যই আমাকে এই এক অক্ষয়, অভয় দান করিবে! পুত্র! তুমি যে বিনা পাপে এই অত্যাচারী ব্যক্তি-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম-প্রভাবে তুমি শীঘ্র অস্ত্রযোধী শূরদিগের গম্য লোক সকলে গমন কর,—যাঁহারা পলায়ন না করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন, সেই শূরেরা যে গতি লাভ করেন, পুত্র! তুমি সেই উত্তমগতি লাভ কর।—সগর, শিবিপুত্র, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ ও ধুন্ধুমার, ইহাঁরা যে গতি লাভ করিয়াছেন, পুত্র! তুমি সেই গতি প্রাপ্ত হও,—যাঁহারা নিয়ত বেদাধ্যয়ন ও তপস্যানুষ্ঠান করেন, যাঁহারা ভূমি দেন, যাঁহারা নিয়ত অগ্নিহোত্র হবন করেন, যাঁহারা এক-পত্নীতেই নিরত থাকেন, যাঁহারা সহস্র সহস্র গো প্রদান করেন, যাঁহারা নিরন্তর গুরু-সেবা-তৎপর হন এবং যাঁহারা স্বর্গার্থে দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদিগের যে গতি হয়, পুত্র তুমি সেই গতি লাভ কর। হে তনয়! এই তপস্বিকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, কেহই অশুভগতি প্রাপ্ত হয় নাই; তোমাকে যে হনন করিয়াছে, সেই অশুভ-গতি লাভ করিবে।"

সেই মুনি দীনভাবে বারংবার ঐরূপ বিলাপ করিয়া ভার্য্যার সহিত পুত্রের উদক-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। পরে সেই ধর্ম্মজ্ঞ

মুনিপুত্র স্বীয় কর্ম্মফলে দিব্যদেহ লাভ করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গারূঢ় হইলেন। সেই তপোনিরত জিতেন্দ্রিয় মুনিকুমার, বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে মুহূর্ত্তকাল আশ্বাসিত করিয়া 'আমি আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া মহৎ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনারাও শীঘ্রই আমার সমীপবর্ত্তী হইবেন,' এই বলিয়া ইন্দ্রের সহিত দিব্য সুশোভন বিমান-দ্বারা শীঘ্রই স্বর্গে আরোহণ করিলেন; অনন্তর সেই মহাতেজা তাপস, ভার্য্যার সহিত পুত্রের প্রেতকার্য্য সমাধান করিয়া আমাকে বলিলেন, 'রাজন্! আমার সেই একমাত্র পুত্র ছিল, তুমি তাহাকে বাণ-দ্বারা হনন করিয়াই আমাকে অপুত্রক করিয়াছ; আমার আর মরণে ব্যথা নাই; তুমি এখনই আমাকে বধ কর। যদিও তুমি অজ্ঞান-প্রযুক্তই আমার সেই পুত্রকে বধ করিয়াছ, তথাপি আমি তোমাকে অতিদুঃখ-জনক ভয়ানক অভিশাপ প্রদান করিব।'

অনন্তর 'হে রাজন্! এক্ষণ আমার যেমন পুত্র-বিয়োগ-জন্য দুঃখ হইতেছে; তোমারও মৃত্যুকালে পুত্র-বিরহ-জন্য সেইরূপ শোক হইবে। হে ক্ষত্রিয়! তুমি না জানিয়া ঋষিকে বধ করিয়াছ, এই কারণে এখনই তোমাকে ব্রহ্মহত্যা, গ্রাস করিতেছে না; পরন্তু হে নরপতে! যেরূপ দাতা ব্যক্তির দক্ষিণাপ্রদানের ফল অবশ্যই হইয়া থাকে, সেইরূপ অচিরকালমধ্যেই তোমারও এই কার্য্যের ফলে এইরূপ প্রাণান্তকর ভয়ানক অবস্থা অবশ্যই ঘটিবে!' এই বলিয়া আমাকে অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বৃহত্তর সকরুণ বিলাপ করিয়া সেই মুনি, ভার্য্যার সহিত সেই চিতায় আরোহণ করত মানবদেহ পরিত্যাগান্তে স্বর্গে গমন করিলেন।

হে দেবি! কেন আমার ঈদৃশী ঘটনা হইল, এরূপ চিন্তা করিতে করিতে, আমি পূর্ব্বে শব্দবেধী হইবার অভিলাষে অজ্ঞানবশত এই যে মহৎ পাপ করিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছে। দেবি! যেমন অপথ্য অন্ন ভোজনের ফলে ব্যাধি হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার এই অবস্থা সেই কর্ম্মের বিপাকেই হইয়াছে; অতএব হে ভদ্রে! সেই উদারচরিত্র মহর্ষির শাপবাক্য আমার পক্ষে এত দিনে সফল হইল!"

পৃথিবীপতি দশরথ ভার্য্যা কৌসল্যা দেবীকে সেইরূপ বলিয়া ভীত হইয়া রোদন করত আবার তাঁহাকে কহিলেন, "হে কৌসল্যে! মুমূর্ষু-দশাপ্রাপ্ত মানবেরা নয়ন-দ্বারা আত্মীয়দিগকে, দেখিতে পায় না; আমিও নয়নদ্বারা তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, সুতরাং এই পুত্রশোকেই আমার প্রাণবিয়োগ হইবে; সে যাহা হউক, এক্ষণ একবার তুমি আমাকে স্পর্শ কর। আমার এই প্রতীতি হইতেছে যে, যদি রাম এখন একবার আমাকে স্পর্শ করেন, অথবা যৌবরাজ্য কি কিঞ্চিৎ ধন গ্রহণ করেন, তবে আমি জীবিত থাকি! দেবি! আমি সেই রঘুনন্দন রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি, আমার তাহা উচিত নহে; পরন্তু তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছে। কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকেও পরিত্যাগ করেন না এবং কোন পুত্রও বিবাসিত হইয়া জনকের অসূয়া না করিয়া থাকে না। হে কৌসল্যে! এক্ষণ আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইতেছে এবং নয়ন-দ্বারা তোমাকে দেখিতেও পাইতেছি না; অতএব অনুভব হইতেছে, যমদূতগণ আমাকে যমালয়গমনে ত্বরান্বিত করিতেছে। ইহা হইতে আর দুঃখের বিষয় কি আছে যে, এই মৃত্যুসময়ে আমি সেই সত্যপরাক্রমশালী ধর্ম্মজ্ঞ রামকে দেখিতে পাইতেছি না! হা! যেমন সূর্য্য অল্প জল শোষণ করেন, সেইরূপ সেই অনুপম-কর্ম্মা পুত্রের অদর্শন-জন্য শোক আমাকে শোষণ করিতেছে। পঞ্চদশ বর্ষে যাঁহারা আবার রামের সেই চারুকুণ্ডলশালী মনোহর বদন অবলোকন করিবেন, তাঁহারা মানব নহেন, তাঁহারা দেবতা। যাঁহারা ধন্য, তাঁহারাই রামের সেই শোভন-ভ্রূশালী, চারু-নাসিকাসমন্বিত, পদ্ম-তুল্য-লোচন-বিরাজিত ও মনোহর-দন্তশোভিত চন্দ্রতুল্য প্রিয়-

র্শন বদন দর্শন করিবেন। যাঁহারা আমার ামের শরৎকালীন চন্দ্র ও প্রফুল্ল-কমলের ায় প্রিয়দর্শন ও সুগন্ধি বদন দেখিবেন, তাঁহারাই ধন্য। পলায়িত শুককে পুনরাগত দেখিয়া তৎপ্রতিপালকের যেমন আনন্দ হয়, রামকে বনবাসান্তে অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাগত দেখিয়া, তাঁহাদিগের সেইরূপ আনন্দ হইবে। হে কৌসল্যে! এখন আমার অন্তঃকরণ মোহজালে আক্রান্ত হইয়া অতীব অবসন্ন হইতেছে,—আমি ইন্দ্রিয়গণ-সংযুক্ত শব্দ, স্পর্শ ও রস সমস্ত অনুভব করিতে পারিতেছি না; কেন না, যেমন তৈলের অভাবে প্রদীপশিখা অবসন্না হয়, সেইরূপ চিত্তের অবসাদে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই অবসন্ন হইতেছে! যেরূপ নদীবেগ, তীর নষ্ট করে, সেইরূপ এই মানসিক শোক আমাকে বিনষ্ট করিতেছে!!!"

অনন্তর "হা আমার খেদ-নাশক রঘুকুল-তিলক মহাবাহু-সম্পন্ন পিতৃপ্রিয় পুত্র! তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা হইয়া এখন কোথায় গমন করিলে?—হা কৌসল্যে! হা নিরপরাধে সুমিত্রে! আমি আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না!—হা নৃশংসচরিত্রে কুলকলঙ্কিনি কেকয়ি! তুই আমার সহিত শত্রুতা আচরণ করিলি!" এই বলিয়া রাম-জননী কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবীর নিকটে শোক করত, রাজা দশরথ মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইলেন। অর্দ্ধরাত্র বিগত হইলে, সেই প্রিয়-পুত্র-বিবাসন-কাতর উদার-দর্শন রাজা দশরথ অতীব দুঃখাক্রান্ত হইয়া দীনভাবে সেইরূপ বিলাপ করত প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

ইতি চতুঃষষ্ট সর্গ॥ ৬৪॥

পঞ্চষষ্ট সর্গ।

অনন্তর রজনী অতিবাহিতা হইলে, পর দিবসে প্রাতঃকালে বন্দী, ব্যাকরণাদিজ্ঞানশালী সূত, বহুশ্রুত মাগধ, স্তুতিপাঠক ও গায়ক সকল সেই রাজালয়ে সমাগত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ রাজগুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল। উচ্চস্বরে রাজার মঙ্গল-প্রার্থনা-সহকারে স্তুতিকারী সেই ব্যক্তিদিগের স্তুতি-শব্দে অন্তঃপুরের সকল প্রদেশই প্রতিধ্বনিত হইল। পরে সেই স্তবকারী সূতদিগের মধ্যবর্ত্তী মৃদঙ্গাদি-যন্ত্র-বাদক ব্যক্তি-সকল রাজ-কৃত উৎকৃষ্ট কার্য্য সমস্ত কীর্ত্তন করত মৃদঙ্গাদি যন্ত্র বাদন করিতে লাগিল। তখন সেই রাজান্তঃপুর-মধ্যে যে সমস্ত পক্ষী বৃক্ষ-শাখায় ও পিঞ্জরে শয়ন করিয়াছিল, তাহারা সেই শব্দে প্রতিবুদ্ধ হইয়া ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাদিগের উচ্চারিত 'কাশী গঙ্গা' প্রভৃতি পুণ্যজনক শব্দ, বীণারব ও মঙ্গল-প্রার্থনা-পূরিত গীত গান ধ্বনি সেই ভবন পরিপূরিত করিল। অনন্তর যাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী ও নপুংসকই অধিক, সেই সকল পবিত্রাচারী পরিচর্য্যাকৌশলাভিজ্ঞ পরিচারকেরা, পূর্ব্বের ন্যায়, তথায় সমাগত হইল। অনন্তর স্নাপন-কার্য্যদক্ষেরা যথা সময়ে যথা নিয়মে কাঞ্চনময় ঘট-দ্বারা হরিচন্দন-বাসিত জল আনয়ন করিল। পরে যাহাদিগের মধ্যে কুমারীই অধিক, সেই সমস্ত পবিত্রা মহিলারা যে সমস্ত দ্রব্য মঙ্গলার্থ স্পর্শ করা যায়, তৎসমুদায় এবং পরিধেয় বস্ত্রাদি ও আচমনীয় গঙ্গোদকাদি আনয়ন করিল। প্রভাতে রাজ-ব্যবহারার্থ যে সমস্ত সর্ব্ব-শুভলক্ষণ-যুক্ত, গুণ-সমন্বিত ও শোভা-সম্পন্ন দ্রব্য আহরণ করিতে হয়, তখন সেই সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যই আহৃত হইল। পরে তাহারা সকলে সূর্য্যোদয়-কাল পর্য্যন্ত রাজ-দর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া রহিল কিন্তু সূর্য্য উদিত হইলেও রাজা আগমন করিলেন না, দেখিয়া, তাহাদিগের কেন এরূপ ঘটিল, ঈদৃশী আশঙ্কা হইল।

অনন্তর কোশলেন্দ্র দশরথের যে সমস্ত পত্নীরা সেই শয়নাগারের নিকটবর্ত্তিনী ছিলেন, তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিলেন। মানবের শয়নাবস্থায় শরীরের যেরূপ ভাব হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানবতী সেই সমস্ত মহিলা রাজ-শয়নে আরোহণ-পূর্ব্বক বিনয়-সহকারে যথা-নিয়মে অঙ্গ-স্পর্শাদি করিয়া তাঁহার জীবনের কিছুমাত্রই চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা রাজার নাড়ীতে গতি না দেখি

তাঁহারা জীবনে শঙ্কান্বিতা হইলেন এবং কম্পান্বিত-কলেবরা হইয়া স্রোতোভিমুখ-স্থিত তৃণাগ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। অনন্তর রাজাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের যে অনিষ্টের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহাই নিশ্চিত হইল। পুত্র-শোকাক্রান্তা কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবী, মৃত্যুদশাপন্ন মহিলা-দ্বয়ের ন্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; সুতরাং তখনও তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। সেই সময়ে সেই পুত্র-শোকাতুরা মলিন-বর্ণা অবসাদসমন্বিতা কৌসল্যা দেবী, অন্ধকারাবৃত নক্ষত্রের ন্যায় প্রভা-বিহীনা হইয়াছিলেন। তৎকালে রাজা দশরথের শরীরে কিছুমাত্রই জ্যোতি ছিল না; কৌসল্যা দেবীরও প্রায় সেইরূপই অবস্থা, কিন্তু তদপেক্ষায় শরীরে কিঞ্চিৎ জ্যোতি ছিল; এবং সুমিত্রা দেবীরও শোক-প্রযুক্ত অশ্রু-পাতে বদন মলিন হইয়াছিল, তথাপি তিনি তাঁহা হইতে কিঞ্চিৎ অধিক জ্যোতিষ্মতী ছিলেন। রাজপত্নীগণ, কৌসল্যা ও সুমিত্রা এই উভয় দেবীকে নিদ্রান্বিতা দেখিয়া, রাজা দশরথ নিদ্রাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, ইহা বিবেচনা করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত উত্তমাঙ্গনারা, অরণ্যে যে সমস্ত করেণুদিগের যূথপতি মহাগজ স্থানান্তরিত হয়, তাহাদিগের ন্যায় দীনা হইয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবী নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা লব্ধচেতনা হইয়া প্রণিধান-পূর্ব্বক রাজা দশরথকে অবলোকন ও স্পর্শ করিয়া "হা স্বামিন্!" এই বলিয়া রোদন করত ধরণীতলে পতিতা হইলেন। সেই কোশলরাজ-দুহিতা কৌসল্যা দেবী ভূতলে লুণ্ঠিতা ও ধূলি-ধূসরিতাঙ্গী হইয়া, গগণ-চ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় নিষ্প্রভা হইলেন। সেই সমস্ত মহিলারা নৃপতি দশরথের জীবন-ধর্ম্মের উপরম-নিশ্চয়ে ভূতলে পতিতা কৌসল্যা দেবীকে আঘাত প্রাপ্ত করণের ন্যায়, অবস্থাপন্না অবলোকন করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত কেকয়ী-প্রধানা রাজাঙ্গনারা শোক তাপিতা, এমন কি, প্রায় বিগতচেতনা হইয়া রোদন করিতে করিতে তথায় সমাগতা হইলেন। পূর্ব্ব-প্রবিষ্ট মহিলাদিগের সেই উৎকট রোদন-ধ্বনি তাঁহাদিগের রোদন-শব্দে মিলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া পুনর্ব্বার সেই ভবন অতীব নিনদিত করিল। নরপতি দশরথ কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে, সদ্যই সেই ভবন ত্রাসান্বিত, সম্ভ্রান্ত ও বৃত্তান্ত-জ্ঞানার্থ সমুৎসুক জনগণে পরিব্যাপ্ত এবং প্ররিতাপান্বিত আর্ত্ত বান্ধববর্গের রোদন-শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া অবিলম্বে আনন্দ-বিহীন, দীন ও বিকৃতদর্শন হইল। যশস্বী মহারাজ দশরথের পত্নীগণ তাঁহাকে মৃত জানিয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া অতীব দুঃখিতা হইয়া করুণ-স্বরে উৎকট রোদন করত, অনাথার ন্যায় হস্ত-দ্বারা হৃদয়ে আঘাত পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ইতি পঞ্চষষ্ঠ সর্গ ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্ঠ সর্গ।

সেই স্বর্গগত মহীপতি দশরথকে নির্ব্বাণ অনল, নির্জ্জল সমুদ্র ও প্রভাবিহীন আদিত্যের সদৃশ দর্শন করিয়া, শোককৃশা কৌসল্যা দেবী অঙ্কোপরি তাঁহার মস্তকটি রাখিয়া বাষ্পপূর্ণ-নয়নে কেকয়ীকে এই সমস্ত বাক্য বলিলেন, "রে নৃশংসস্বভাবে দুষ্টচারিণি কেকয়ি! এখন তুই লব্ধমনোরথা হ!—রাজাকে নিহত করিয়া অকণ্টকে একাকিনী রাজ্যভোগ কর্! রাম ত আমাকে পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এখন স্বামীও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন; সুতরাং দুর্গম-পথে সার্থবিহীন পথিকের ন্যায়, আমি আর জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না! তোর মত পরিত্যক্ত-ধর্ম্মা মহিলা-ব্যতীত ইষ্টদেবতুল্য স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া কে আর জীবন-ধারণে অভিলাষ করে? লুব্ধ-ব্যক্তি, মহাকাল-ফলভোজনকারী ব্যক্তির ন্যায় আত্মকার্য্যের দোষ দর্শনে অক্ষম হয়! হা! কুব্জার নিমিত্ত কেকয়ী হইতে রঘুকুলই বিনষ্ট হইল! 'কেকয়ী-কর্ত্তৃক অনিয়োগার্হ বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া, রাজা দশরথ রামকে ভার্য্যার সহিত অরণ্যে বিবাসিত করিয়াছেন,' ইহা শ্রবণ করিয়া,

জনক রাজা আমার ন্যায়, পরিতাপান্বিত হইবেন। হা! এখন সেই কমলপলাশলোচন ধার্ম্মিক রাম জীবিত থাকিয়াও এখানে না থাকা-প্রযুক্ত, আমি যে বিধবা ও অনাথা হইয়াছি, তাহা জানিতে পারিতেছেন না। হা! সেই দুঃখভোগের অনুচিতা ও তাদৃশ চারু-তপোনিরতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা দেবী অরণ্যে বিবিধ দুঃখ লাভ করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্না হইবেন। রজনীকালে ভীষণ-শব্দকারী মৃগ ও পক্ষীদিগের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভীতা হইয়া তাঁহাকে রামেরে আশ্রয় করিতে হইবে! সেই অল্পপুত্রশালী বৃদ্ধ বিদেহরাজ জনকও সীতার বিষয় চিন্তা করত নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিবেন। সে যাহা হউক, আমি এখনই পাতিব্রত্য ব্রত-রক্ষার্থ জীবন পরিত্যাগ করিব,—এই স্বামীর শরীর আলিঙ্গন করিয়া হুতাশনে প্রবেশ করিব!"

অনন্তর ব্যবহারনিযুক্ত অমাত্যগণ, স্বামি-শরীর আলিঙ্গনপূর্ব্বক বিলাপকারিণী সেই তপস্বিনী অতীব দুঃখার্ত্তা কৌসল্যা দেবীকে মহিলাদিগের দ্বারা স্থানান্তরিতা করিয়া বসিষ্ঠাদির আদেশানুসারে তৈল-পূরিত কটাহ-মধ্যে সেই মৃত রাজশরীর রাখিলেন এবং তৎকালে অপরাপর যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠেয়, তৎসমস্তও অনুষ্ঠান করিলেন। সেই কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবিজ্ঞ অমাত্যেরা পুত্রের বিরহে রাজা দশরথের প্রেতকার্য্য সমাধানে অভিলাষী হইলেন না; অতএব সেইরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন।

অনন্তর সেই সমস্ত নৃপাঙ্গনারা সচিবগণ-কর্ত্তৃক নরপতি দশরথকে তৈলপূর্ণ কটাহ-মধ্যে স্থাপিত দেখিয়া "হা! ইহার মৃত্যু হইয়াছে!" এই বলিয়া বিলাপ করিতে প্রবৃত্তা হই-লেন। যাঁহাদিগের নয়ন হইতে, উৎসের ন্যায় অনবরত বারি নির্গত হইতেছে, সেই শোক-সমন্বিতা দীনা রাজাঙ্গনারা বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক রোদন করত এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "মহারাজ! একে আমরা সেই নিয়ত প্রিয়বাদী সত্যপ্রতিজ্ঞ রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছি, আবার তুমিও আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ! হা! আমরা বিধবা হইয়া সেই রঘুনন্দন রামের বিরহে কি-প্রকারে দুষ্টভাব সপত্নী কেকয়ীর সমীপে বাস করিব! সেই শ্রীসমন্বিত বিশুদ্ধচরিত্র বীর্য্যবান্ রাম সকলেরই নাথ,—তিনি আমাদিগের এবং তোমারও রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন; তিনি ত রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া বনগামী হইয়াছেন: অতএব তাঁহার ও তোমার বিরহে মহাবিপদে আক্রান্তা এবং কেকয়ী কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা হইয়া, আমরা কিপ্রকারে এখানে বাস করিব? হা! যে কেকয়ী রাজা দশরথ, রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে সীতার সহিত পরিত্যাগ করি-য়াছে, সে আর কাহাকে না পরিত্যাগ করিতে পারে!"

রঘুকুলতিলক দশরথের সেই সমস্ত পত্নীরা বিপুল শোকে আক্রান্তা, বাষ্প-সমন্বিতা ও আনন্দ-বিহীনা হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নক্ষত্র-বিরহে রজনী ও স্বামি-বিরহে কামিনী যেমন দীপ্তি-বিহীনা হয়, তৎকালে মহাত্মা রাজা দশরথের বিরহে সেই অযোধ্যা নগরীও সেইরূপ দ্যুতি-হীনা হইল। তত্রত্য গৃহাদির চত্বর ও প্রান্তভাগ সম্মার্জ্জনাদি-হীন এবং তত্রত্য পুরুষেরা বাষ্প-ব্যাপ্ত-বদন ও মহিলারা হাহাকার-শব্দকারিণী হওয়ায়, সেই নগরী পূর্ব্ববৎ দীপ্তিলাভ করিল না। রাজা দশরথ পুত্রশোকপ্রযুক্ত স্বর্গগামী এবং নৃপাঙ্গনারা ভূতলে অবস্থিতা হইলে, সূর্য্য অস্তগত এবং অন্ধকারের সহিত রজনী উপস্থিতা হইল। সেই সমস্ত ইক্ষ্বাকুকুল-মিত্রেরা সকলে মিলিত হইয়া, বিবেচনা করিয়া মৃত রাজা দশরথের পুত্র-বিরহে দাহ করা উপযুক্ত বোধ করিলেন না; সুতরাং তাঁহাকে সেই তৈলপূর্ণ কটাহ-মধ্যে স্থাপিত করিলেন। তৎকালে মহাত্মা রাজা দশরথের বিরহে অযোধ্যা-সম্বন্ধীয় পথ ও চত্বর সমস্ত অশ্রুব্যাপ্ত-কণ্ঠ জনগণে সমাকুল হওয়ায়, সেই নগরী, সূর্য্য-বিহীন নভোমণ্ডল ও নক্ষত্রগণ-হীনা রজনীর ন্যায় প্রভাহীনা হইল। নরদেব দশ-রথের মৃত্যু হইলে, অযোধ্যানিবাসী কি নর, কি নারী, সকলেই সমূহে সমূহে মিলিতা

হইয়া ভরতজননী কেকয়ীকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং এতাদৃশ আর্ত্ত হইল যে, কাহারও কিছুমাত্র সুখানুভব রহিল না।

ইতি ষট্‌ষষ্ট সর্গ ॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্ট সর্গ।

যে রজনী অযোধ্যাবাসী জনগণের পক্ষে অতীব বিস্তৃতা হইয়াছিল এবং যাহাতে অযোধ্যাবাসী সকলেই নিরানন্দ ও অশ্রু-ব্যাপ্তকণ্ঠ হইয়া হাহাকার ধ্বনি করিতেছিল, সেই রজনী অতীতা হইল। অনন্তর রজনীর অবসান ও সূর্য্যের উদয় হইলে, সমুদায় রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহকারী সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ সভাস্থ হইলেন। তৎকালে মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গাল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম ও মহা-যশা জাবালি, এই সমস্ত ব্রাহ্মণ অমাত্যগণের সহিত শ্রেষ্ঠরাজপুরোহিত বসিষ্ঠের অভিমুখীন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বাক্যবিন্যাস করিতে লাগিলেন, "রাজা দশরথ পুত্রশোক-প্রযুক্ত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, যে রজনী আমাদিগের পক্ষে শতবর্ষ-তুল্যা হইয়াছিল, তাহা অতি কষ্টে অতিবাহিতা হইয়াছে! মহারাজ দশরথ স্বর্গস্থ হইলেন; রাম ত অগ্রেই অরণ্যবাসী হইয়াছেন; লক্ষ্মণও তাঁহার সমভিব্যাহারে [illegible]ন করিয়াছেন; এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন, এই [illegible]ই শত্রুতাপন ভ্রাতারাও কেকয়রাজ্যে রমণীয় [illegible]জগৃহ নগরে মাতামহালয়ে যাইয়া বাস [illegible]রিতেছেন; সুতরাং আমাদিগের এই রাজ্য [illegible]জবিহীন হইয়া বিনষ্ট হইতে পারে; অতএব [illegible]াপনি অদ্যই কোন এক ইক্ষ্বাকু-কুমারকে [illegible]জা করুন। দেখুন, অরাজক জনপদে [illegible]দ্যুন্মালাযুক্ত গর্জ্জনকারী মেঘ দিব্য বারি [illegible]র্ষণ করে না; অরাজক দেশে বীজবপন হয় [illegible]া; অরাজক দেশে পুত্র পিতার এবং ভার্য্যা [illegible]র্ত্তার বশীভূত হয় না, অরাজক দেশে কাহারও [illegible]ন থাকে না; অরাজক দেশে কাহারও ভার্য্যা [illegible]বর্ত্তিনী হয় না; অরাজক দেশে অপর এই [illegible]ক মহৎ ভয় হয় যে, সত্যব্যবহার একে-[illegible]রেই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে; অরাজক দেশে মানবেরা হৃষ্ট হইয়া কোন সভা সংস্থাপন অথবা রমণীয় উদ্যান ও পুণ্যজনক গৃহসমস্ত নির্ম্মাণ করিতে পারেন না; অরাজক দেশে দ্বিজাতিগণ যাগশীল হন না এবং তীক্ষ্নব্রত-ধারী দমগুণোপেত ব্রাহ্মণেরাও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন না; অরাজক দেশে বহুধনশালী ব্রাহ্ম-ণেরা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াও ঋত্বিকৃদিগকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করেন না; যাহাতে নট ও নর্ত্তকেরা প্রহৃষ্ট হইয়া থাকে, তাদৃশ উৎসব সকল ও রাজ্য-শ্রীবৃদ্ধিকারক সমাজ-সমস্ত অরাজক দেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; অরাজক দেশে বক্তৃতাশীল ব্যবহারোপজীবীরা বক্তৃতা-দ্বারা সিদ্ধার্থ হইয়া বক্তৃতাপ্রিয় জনগণ-কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন না; অরাজক দেশে সায়ংকালে স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা কুমারীরা ক্রীড়ার্থ গণে গণে উদ্যানে গমন করিতে পারে না; অরাজক দেশে প্রভূতধনশালী কৃষিজীবী ও গোরক্ষাজীবীরা নির্ভয়চিত্তে দ্বার উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক শয়ন করিতে অসমর্থ হয়; অরাজক দেশে বিলাসী নটেরা নারীগণের সহিত শীঘ্র-বাহী বাহন-দ্বারা অরণ্যমধ্যে গমন করিতে পারে না; অরাজক দেশে প্রশস্তদন্তশালী ঘণ্টালঙ্কৃত ষষ্টিবর্ষবয়া কুঞ্জরসমস্ত রাজপথে বিচরণ করে না; অরাজক দেশে ইষু ও অস্ত্র শিক্ষার্থ নিরন্তর শরনিক্ষেপকারী যোধগণের তলধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না; অরাজক দেশে বিবিধ পণ্যশালী দূরগামী বণিকেরা কুশলে পথে গমন করিতে পারে না; যিনি নিরন্তর মনে মনে পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে একাকী বিচরণ করত, যথায় সায়ংকাল উপ-স্থিত হয়, সেই স্থানেই বাস করেন, এতাদৃশ জিতেন্দ্রিয় মুনি অরাজক দেশে বিচরণ করেন না; অরাজক দেশে যোগ (অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায়) ও ক্ষেম (অর্থরক্ষণের উপায়), এই উভ-য়ের প্রসক্তি থাকে না; অরাজক দেশে সৈনি-কেরাও যুদ্ধে শত্রুদিগকে সহ্য করিতে পারে না; অরাজক জনপদে মানবেরা ভূষিত হইয়া হৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট অশ্ব বা রথদ্বারা সহসা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয় না; অরাজক দেশে বন বা উপবন-মধ্যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা পরস্পর

শাস্ত্রীয় বিচার করত অবস্থান করিতে পারে না; অরাজক দেশে মানবেরা দেবতা আরাধনার্থ নিয়ত মাল্য, মোদক ও দক্ষিণা কল্পনা করেন না এবং অরাজক জনপদে রাজপুত্রেরা চন্দন ও অগুরু চর্চ্চিত হইয়া বসন্ত কালীন বৃক্ষগণের ন্যায় বিরাজিত হন না। জল-বিহীনা নদী, তৃণ-রহিত বন ও পালক-হীন গো-যূথ যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, অরাজক জনপদও সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ ধ্বজ রথের এবং ধূম অগ্নির চিহ্ন, সেইরূপ যে রাজা অস্মদাদি প্রজাগণের চিহ্ন-স্বরূপ ছিলেন, তিনি এখন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন! অরাজক জনপদে কেহই কাহারও আত্মীয় হয় না; সকল ব্যক্তিই মৎস্যগণের ন্যায়, পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে এবং যে সকল ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী নাস্তিকেরা পূর্ব্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অভিভূত হইয়াছিল, তাহারাও নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে প্রভুতা স্থাপনে উদ্যত হয়। যেরূপ নয়ন নিয়তই শরীরের হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সত্য ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজাও নিয়তই রাজ্যের হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম্ম; রাজাই কুলীনদিগের কুল; রাজাই সকলের মাতা-পিতা এবং রাজাই সকলের হিতকারী, রাজা স্বীয় এই অতি উৎকৃষ্ট চরিত্র-দ্বারা ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ দেবকে অভিভব করেন! আহা! যদি রাজা ইহলোকে সাধু ও অসাধু কার্য্যের বিভাগ না করিতেন, তবে এই ভূমণ্ডল অন্ধকারের ন্যায় হইত,—পৃথিবী-মধ্যে কাহারও কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞান থাকিত না! মহারাজ দশরথ জীবিত থাকিতেও, যেরূপ সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করে না, সেইরূপ আমরা আপনার বাক্য অতিক্রম করি নাই; অতএব হে দ্বিজবর! অধুনা নরপতি ব্যতিরেকে আমাদিগের এই রাজ্য অরণ্য-তুল্য হইয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া, আপনি অন্য কোন ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুমারকে রাজপদে অভিষেক করুন।"

ইতি সপ্তষষ্ট সর্গ ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্ট সর্গ।

সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ, মিত্র, অমাত্য ও অপরাপর ব্যক্তিদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বসিষ্ঠ ঋষি তাঁহাদিগকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "রাজা দশরথ যাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সেই ভরত, ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত প্রমোদসহকারে মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন; অতএব দ্রুতগামী দূতেরা শীঘ্রই হয়ে আরোহণ করিয়া সেই দুই বীর ভ্রাতাকে আনয়নার্থ তথায় গমন করুক। এ বিষয়ে আমরা আর কি বিবেচনা করিব?"

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই বসিষ্ঠ ঋষিকে "তাহা হউক," ইহা বলিলেন। তাঁহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বসিষ্ঠ ঋষি সিদ্ধার্থ প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন, "ওহে সিদ্ধার্থ! ওহে বিজয়! ওহে জয়ন্ত! ওহে অশোক! ওহে নন্দন! তোমরা এদিকে আইস; আমি তোমাদিগের সকলকে, যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা শীঘ্র দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজগৃহ নগরে যাইয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার আদেশানুসারে ভরতকে ইহা বলিও যে, পুরোহিত বসিষ্ঠ ও সমস্ত অমাত্যেরা আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি সত্বর হইয়া নির্গত হউন; কেন না, তথায় যাইয়া আপনাকে একরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, কি, যাহাতে আর কাল বিলম্ব করা অনুচিত। তোমরা এখান হইতে তথায় যাইয়া তাঁহাকে রঘুবংশীয়দিগের অনিষ্টবার্ত্তা প্রদান করিও না,—রাম অরণ্যবাসী হইয়াছেন এবং রাজা দশরথের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা বলিও না। কেকয়রাজ ও ভরতের নিমিত্ত কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট ভূষণসমস্ত গ্রহণ করিয়া, তোমরা শীঘ্রই প্রস্থিত হও।

সিদ্ধার্থ প্রভৃতি দূতগণ বসিষ্ঠকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত ও দত্তপাথেয় হইয়া সুসম্মত অশ্বে আরোহণে কেকয়রাজ্যে যাইতে উদ্যত হওয়ায় স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। অনন্তর তাহারা সত্বর হইয়া প্রস্থান-কালোচিত অত্যাবশ্য

অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া প্রস্থিত হইল। তাহারা পশ্চিম দিকে অপর-তাল নামক দেশের এবং উত্তর দিকে প্রলম্বনামক জনপদের মধ্য-প্রবাহিণী মালিনী নদীর শোভা সন্দর্শন করত যাইতে লাগিল। পরে হস্তিনাপুরে যাইয়া গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পাঞ্চাল দেশ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্যভাগ দিয়া গমন করিতে লাগিল। সেই দূতেরা প্রফুল্ল-কমল-শোভিত সরোবর ও স্বচ্ছ-জল-শালিনী নদী সকল দর্শন করত কার্য্যবশত দ্রুত গমন করিল। পরে তাহারা বেগসহকারে নানাবিধ বিহঙ্গগণ-সেবিতা বিমল-জল-পরি-ব্যাপ্তা শরদণ্ডা-নাম্নী মনোহারিণী নদী অতি-ক্রম করিয়া বন্দনীয় অভীষ্ট-বরপ্রদ নিকুল-নামক দিব্য বৃক্ষের সমীপে যাইয়া প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করত কুলিঙ্গা-নাম্নী পুরীতে প্রবেশ করিল। অনন্তর অভিকাল ও বোধি-বন-নামক গ্রামদ্বয় অতিক্রম করিয়া ইক্ষ্বাকু-বংশীয়দিগের পিতৃ-পিতামহ-সেবিতা পুণ্য-দায়িনী ইক্ষুমতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া গমন করত অঞ্জলিদ্বারা জলপায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে দর্শনপূর্ব্বক সুদামা পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই সমস্ত স্বামিশাসনানুষ্ঠায়ী দূতেরা তথায় বিষ্ণু-পদ-চিহ্ন অবলোকনপূর্ব্বক বিপাশা ও শাল্মলী প্রভৃতি নদী, বাপী, তড়াগ, পল্বল, সরোবর এবং বিবিধ ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী ও মৃগ সকল দর্শন করত অতিবৃহৎ পথ দিয়া গমন করিতে লাগিল। তাহারা বেগসহকারে সেই অতিদূর নিরুপদ্রব পথ দিয়া গমন করত শ্রান্তবাহন হইয়া শীঘ্র গিরিব্রজপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই দূতেরা স্বামীর প্রিয় কার্য্য সমাধান ও বংশরক্ষণার্থ এবং প্রজাকুল-পালন-নিমিত্ত যত্নশীল হইয়া ত্বরাসহকারে রজনীতেই সেই নগরে প্রবেশ করিল।

ইতি অষ্টষষ্ট সর্গ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

যে রজনীতে সেই দূতেরা সেই পুরে প্রবেশ করিল, সেই রজনীতেই রাজাধিরাজ দশরথ-তনয় ভরত এক অশুভ স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি নিশা-শেষে সেই অপ্রিয় স্বপ্ন অবলোকন করিয়া অতীব পরিতাপান্বিত হইলেন। তাঁহাকে পরিতাপান্বিত দেখিয়া, তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্য সকল তাঁহার খেদ অপনয়ন করিবার মানসে সভায় যাইয়া বিবিধ কথা প্রসঙ্গ করি-লেন। তাঁহার শান্তির উদ্দেশে কেহ কেহ মনোহর বাদ্য, কেহ কেহ নৃত্য, কেহ কেহ বা বিবিধ প্রহসন নাটকের অভিনয় করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন মহাত্মা ভরত সেই সমস্ত প্রিয়-সম্পাদনার্থ ক্রীড়া-সমালোচিত হাস্যজনক নৃত্যগীতাদিকারী সখিগণের অভিপ্রেত উপায়ে আনন্দিত হইলেন না। তখন সেই সখিগণ-পরিবৃত ভরতের কোন প্রিয়তম সখা তাঁহাকে ইহা বলিলেন, "হে সখে! তুমি বন্ধুগণ-কর্ত্তৃক প্রহর্ষিত হইয়াও কেন প্রহৃষ্ট হইতেছ না?" বন্ধু-কর্ত্তৃক সেইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভরত তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "যে নিমিত্ত আমার এই দীনভাব হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি, পিতা মলিন ও মুক্ত-কেশ হইয়া পর্ব্বত-শিখর হইতে ক্লেশদায়ক গোময়-পূরিত হ্রদ-মধ্যে পতিত হইতেছেন এবং ইহাও আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে যে, তিনি যেন হাস্য করত বারংবার অঞ্জলি-দ্বারা তৈল পান করিতে করিতে সেই গোময়-পূর্ণ হ্রদে কিয়ৎকাল সন্তরণ করিয়া তিলমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ-পূর্ব্বক অধোমস্তক ও তৈল-প্লাবিত-দেহ হইয়া তৈল-মধ্যে পুনঃপুন অবগাহন করিতে-ছেন। হে সখে! আমি স্বপ্নে আরও দেখি-য়াছি যে, সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে পতিত, ভূমণ্ডল রাক্ষসগণে উপদ্রুত ও যেন অন্ধকারে সমাবৃত, রাজবাহী হস্তীর দন্ত ছিন্ন, প্রজ্বলিত অগ্নি সহসা প্রশান্ত, পৃথিবী বিদীর্ণা, বহুবিধ বৃক্ষ শুষ্ক এবং পর্ব্বত সকল ছিন্ন ভিন্ন ও ধূম-সমন্বিত হইয়াছে। রাজা দশরথ কৃষ্ণবর্ণ বসন-পরিধান-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-লৌহ-নির্ম্মিত পীঠোপরি

উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন এবং কৃষ্ণবর্ণা ও পিঙ্গলবর্ণা প্রমদারা তাঁহাকে প্রহার করিতেছে, ইহাও আমি স্বপ্নে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। অপিচ আমি স্বপ্নে ইহাও দেখিয়াছি যে, ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ রক্তলিপ্ত-দেহ ও রক্তমাল্যধারী হইয়া খর-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া সত্বর দক্ষিণদিগভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন এবং বিকৃতবদনা রক্তাম্বর-পরিধায়িনী এক রাক্ষসী যেন হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। এই ভীতিদায়িনী রজনীতে আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, হয় আমিই মরিব, অথবা রাজা দশরথ, রাম কি লক্ষ্মণ, ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ না কেহ মরিবেন! স্বপ্নে যে ব্যক্তিকে খরযুক্ত রথ-দ্বারা গমন করিতে দেখা যায়, অচির-কাল-মধ্যেই সেই ব্যক্তির চিতার ধূমশিখা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমি দীনভাবাপন্ন হইয়াছি; আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে; এবং আমার মনও সুস্থ নাই; তজ্জন্যই আমি তোমাদিগের বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি না। সখে! আমি ভয়ের কারণ দেখিতে পাইতেছি না; অথচ যেন ভয় উপস্থিত হইয়াছে, বোধ করিতেছি; এবং আমার বোধ হইতেছে, যেন আমি নিন্দনীয় হইয়াছি, অথচ কিছু কারণ দেখিতেছি না! দেখ, আমার স্বর ভগ্ন ও কান্তি মলিনা হইয়াছে! পূর্ব্বে অচিন্তিত সেই বহুরূপ স্বপ্নের গতি বিবেচনা করিয়া রাজা দশরথকে মৃত বোধ করত, আমার চিত্ত হইতে সেই ভয় অপনীত হইতেছে না!"

ইতি একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥৬৯॥

সপ্ততিতম সর্গ।

ভরত, বন্ধুগণের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময়ে সেই সিদ্ধার্থ প্রভৃতি দূতেরা ক্লান্তবাহন হইয়া অলঙ্ঘনীয়-পরিখা পরিব্যাপ্ত রমণীয় রাজগৃহ নগরে প্রবেশিয়া কেকয়-রাজ ও তদীয় পুত্রের সহিত যথারীতি সমাগমপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট সমুচিত সম্মান লাভ করিয়া মহীপতি ভরতের চরণে প্রণাম করত তাঁহাকে এই কথা বলিল, "হে বিশাল-লোচন! পুরোহিত বসিষ্ঠ ও সমস্ত অমাত্যেরা আপনাকে কুশল-বার্ত্তা প্রদান করিয়াছেন। আপনি ত্বরান্বিত হইয়া এখান হইতে নির্গত হউন; কেন না, তথায় যাইয়া, আপনাকে এরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে, কি যাহাতে আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নয়। হে নৃপনন্দন! এই বিংশতি কোটী বস্ত্র ও আভরণ আপনার মাতামহ কেকয়রাজ অশ্বপতির নিমিত্ত আনীত হইয়াছে, আপনি এই সমস্ত মহামূল্য বসন ও ভূষণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করুন; এবং এই দশ কোটী বস্ত্র ও আভরণ আপনার,—আপনি এ সমস্ত গ্রহণ করিয়া ইচ্ছানুসারে অনুরক্ত, বন্ধু ও অপরাপর ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করুন।"

অনন্তর ভরত সেই দূতদিগকে অভিলষিত বস্তুসমূহ প্রদানপূর্ব্বক সৎকৃত করিয়া ইহা কহিলেন, "মদীয় পিতা রাজা দশরথ ত কুশলে আছেন? মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণের আরোগ্য ত? যাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে; এবং যিনি নিয়ত স্বয়ংও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আর সকলকেও ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দেন; ধীসম্পন্ন রাম-জননী সেই মহামান্যা কৌসল্যা দেবী ত অরোগিণী আছেন? যিনি বীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নকে প্রসব করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মজ্ঞা সুমিত্রা দেবীর ত কোন রোগ হয় নাই? এবং নিয়ত কর্কশ-স্বভাবা, ক্রোধ-প্রকৃতি, প্রাজ্ঞমানিনী ও কেবল আত্ম-হিতসাধন-তৎপরা সেই মধ্যম-রাজমহিষী আমার জননী কেকয়ী দেবী ত অরোগিণী আছেন? তিনি আমাকে কি বলিয়াছেন?"

মহাত্মা ভরত কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া সেই দূতেরা তাঁহাকে এই বিনয়ান্বিত বাক্য বলিল, "হে নরব্যাঘ্র! আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা কুশলে আছেন। সম্প্রতি পদ্মাসনা লক্ষ্মী দেবী আপনাকে আশ্রয় করিতে উদ্যতা হইয়াছেন;

আপনি সত্বর রথ যোজিত করিতে আদেশ প্রদান করুন।"

সেই দূতগণ কর্ত্তৃক ঐরূপ অভিহিত হইয়া, নৃপনন্দন ভরত তাহাদিগকে "আমি মহারাজ অশ্বপতিরে 'দূতগণ আমাকে অযোধ্যা গমনে ত্বরান্বিত করিতেছে, অতএব অনুমতি দিউন, এই বলিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করি," ইহা বলিলেন। তিনি সেই দূতদিগকে ঐরূপ বলিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক "তবে শীঘ্র অনুমতি গ্রহণ করুন," এরূপ উক্ত হইয়া মাতামহকে এই কথা বলিলেন "হে রাজন্! আমি দূতগণের নিয়মানুসারে পিতার সমীপে যাইতে অভিলাষী হইয়াছি; আপনি অনুমতি প্রদান করুন। আপনি যখন আমাকে স্মরণ করিবেন, তখনই আমি আবার আগমন করিব।"

রঘুনন্দন ভরত-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া, তদীয় মাতামহ কেকয়রাজ তাঁহার মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে এই শুভ বাক্য বলিলেন, "হে তাত! তুমি গমন কর, আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করিলাম; কেকয়ী তোমার দ্বারা সংপুত্রবতী হউন। হে পরন্তপ! তুমি তোমার মাতা ও পিতাকে আমাদিগের কুশল বলিও। অপিচ, হে তাত! তুমি পুরোহিত বসিষ্ঠ ও অপরাপর দ্বিজবরদিগকে এবং সেই দুই মহাতূণশালী ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকে আমাদিগের কুশলবার্ত্তা প্রদান করিও।"

অনন্তর কেকয়রাজ কেকয়ী-সুত ভরতকে সমাদরসহকারে অনেক উত্তম হস্তী, বহুতর বিচিত্র কম্বল, অনেক অজিন, ষোড়শ শত অশ্ব, দ্বিসহস্র নিষ্ক এবং অন্তঃপুরে অতিযত্নে বর্দ্ধিত, বৃহৎকায়সমন্বিত ও বলবীর্য্যে ব্যাঘ্র-সদৃশ দংষ্ট্রাযুক্ত বহু কুক্কুর প্রদান করিলেন। পরে তিনি স্বীয় বিশ্বাসভাজন ও অভিমত বহুগুণসমন্বিত অমাত্যদিগকে তাঁহার অনুগামী করিয়া দিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রশিরাদেশোদ্ভব ঐরাবতবংশীয় প্রিয়দর্শন অনেক গজ এবং সুসজ্জিত শীঘ্রগামী বহুতর খর দিলেন। পরন্তু কেকয়ীসুত ভরত তখন অযোধ্যা গমনে ত্বরান্বিত হওয়াপ্রযুক্ত কেকয়রাজপ্রদত্ত সেই সমস্ত ধন অভিনন্দন করিলেন না। তৎকালে সেই স্বপ্নদর্শন ও দূতগণের অযোধ্যাগমনার্থ ত্বরান্বিত করাপ্রযুক্ত তাঁহার হৃদয়ে মহতী চিন্তা হইয়াছিল। পরে সেই শ্রীমান্ ভরত কৃত-যাত্রিক হইয়া স্বীয় বাসস্থান অতিক্রমপূর্ব্বক নর, নাগ ও অশ্বসমূহে সমাকুল অনুত্তম সুবৃহৎ রাজপথে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তিনি সেই রাজপথ অতিক্রমপূর্ব্বক সুশোভন অন্তঃপুর দেখিতে পাইলেন এবং দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক অনিবারিত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মাতামহ অশ্বপতি ও মাতুল যুধাজিতের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তিনি গমন করিতে লাগিলে, ভৃত্যবর্গ উষ্ট্র, অশ্ব, গো ও গর্দ্দভ-যোজিত সুবৃত্তচক্র শতাধিক রথ দ্বারা তাঁহার অনুগামী হইল। মহাত্মা ভরত শত্রুঘ্নের সহিত সৈন্যগণ ও মাতামহের আত্ম-তুল্য প্রিয় অমাত্যবর্গকর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, ইন্দ্রলোক হইতে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায়, মাতামহ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

ইতি সপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭০ ॥

একসপ্তত সর্গ।

সেই শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ ইক্ষ্বাকুনন্দন ভরত পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া রাজগৃহ হইতে নির্গমন-পূর্ব্বক সেই সুদামানাম্নী নদী দর্শন করিয়া তাহা উত্তীর্ণ হইলেন। পরে তিনি অতি-বিস্তৃতা তরঙ্গসমাকুলা পশ্চিমবাহিনী হ্লাদিনী-নাম্নী নদী উত্তরণপূর্ব্বক শতদ্রুনাম্নী নদীর পর পারে গমন করিলেন! অনন্তর সেই সত্যসন্ধ ভরত ঐলধাননামক গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী নদী উত্তীর্ণ হইয়া অপরপর্ব্বতাখ্য প্রদেশে যাইয়া, যে নদী স্বমধ্য-পতিত বস্তুসমস্তকে ক্রমে প্রস্তর করিয়া ফেলে, সেই নদী উত্তরণপূর্ব্বক পবিত্রভাবে, যথায় শল্যকর্ষণের ঔষধি আছে, সেই অগ্নিদিগ্বর্ত্তী প্রদেশ ও তন্মধ্যবর্ত্তিনী শিলাবহা-নাম্নী নদী সন্দর্শন করত চৈত্ররথ বনে যাইবার নিমিত্ত বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সমস্ত অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পরে তিনি গঙ্গা

ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থানে যাইয়া বীরমৎস্য প্রদেশের উত্তর ভাগ দিয়া গমন করত ভারুণ্ড-নামক বনে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তিনি পর্ব্বতসমাবৃতা ও বেগবতী মনোহারিণী কুলিঙ্গা-নাম্নী নদী উত্তরণপূর্ব্বক যমুনা নদীর সমীপে যাইয়া তাহা উত্তীর্ণ হইয়া সৈন্যগণ আশ্বাসিত করিলেন এবং তথায় স্নান ও জলপানপূর্ব্বক গাত্রমর্দ্দন দ্বারা ক্লান্ত অশ্বদিগের শ্রম দূর করিয়া জল লইয়া তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন। সেই ভদ্রস্বভাব রাজনন্দন ভরত উৎকৃষ্ট যানদ্বারা, বায়ুর আকাশ অতিক্রমের ন্যায়, জনগণের নিরন্তর গমনাগমন চিহ্নশূন্য সেই মহারণ্য অতিক্রম করিলেন। পরে তিনি অংশুধান নামক গ্রামে যাইয়া তথায় মহানদী গঙ্গা উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন বোধ করিয়া শীঘ্র সুবিখ্যাত প্রাগ্বটন নামক নগরে গমন করিলেন এবং সৈন্যগণের সহিত তথায় গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কুটিকোষ্টিকা-নাম্নী নদীর নিকটে যাইয়া তাহা উত্তরণপূর্ব্বক ধর্ম্মবর্দ্ধন নামক গ্রামাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই দশরথ-নন্দন ভরত তোরণ-নামক গ্রামের দক্ষিণভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থ গ্রামে যাইয়া বরূথ-নামক গ্রামের অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি তত্রত্য রমণীয় বনমধ্যে রজনী বাস করিয়া প্রভাতে পূর্ব্বমুখ হইয়া, যথায় প্রিয়ক নামে বিখ্যাত বহুতর বৃক্ষ আছে, উজ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সেই প্রিয়ক-নামক বৃক্ষ সকলের সমীপবর্ত্তী হইয়া রথে শীঘ্রগামী অশ্বসকল যোজনাপূর্ব্বক সৈন্যগণকে মন্দগমনে অনুমতি প্রদান করিয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সর্ব্বতীর্থ-নামক গ্রামে রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে পর্ব্বতজাত ঘোটকসকলের দ্বারা সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী উত্তরবাহিনী নদী উত্তরণপূর্ব্বক অন্যান্য অনেক নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপরে সেই নরব্যাঘ্র ভরত হস্তি-পৃষ্ঠক-নামক গ্রামে কুটিকা নদী উত্তরণপূর্ব্বক লৌহিত্য-নামক গ্রামে যাইয়া কপীবতীনাম্নী নদী অতিক্রম করিলেন। পরে তিনি একসাল-নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী স্থাণুমতী-নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া বিনত-নামক গ্রামে যাইয়া তৎসমীপবর্ত্তিনী গোমতী নাম্নী নদী উত্তরণপূর্ব্বক কলিঙ্গ নগরে গিয়া পরিশ্রান্ত-বাহন হইয়াও তৎসমীপবর্ত্তিনী সালবনমধ্য দিয়া শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন। তিনি রজনীতে সেই সালবন অতিক্রম করিয়া অরুণোদয়কালে মহীপতি মনুর সন্নিবেশিতা অযোধ্যা নগরী দেখিতে পাইলেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত পথিমধ্যে সপ্ত রাত্রি যাপন করিয়া অষ্টম দিবসে অযোধ্যা নগরীর সন্নিহিত হইয়া তাহার বহির্ভাগের অবস্থা দেখিয়াই সারথিকে এই এই কথা বলিলেন, "সারথে! রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ দশরথ-পালিতা, পুণ্য-জনক উদ্যানসমন্বিতা এবং বেদপারগ, যাগশীল গুণশালী ও সমধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ-সেবিতা এই পাণ্ডুমৃত্তিকাশোভিতা অযোধ্যা নগরীকে দূর হইতেই আনন্দবিহীনা বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে এই অযোধ্যা নগরীর চতুর্দ্দিক হইতেই নর ও নারীগণের তুমুল কোলাহল ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইত, অদ্য তাহা আমার শ্রবণগোচর হইতেছে না। পূর্ব্বে কামিগণ সায়ংকালে এই সমস্ত উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া রজনীতে ক্রীড়াপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া প্রভাতে স্ব স্ব গৃহে যাইবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে থাকিলে, এই সকল উদ্যানের মনোহারিণী শোভা হইত; কিন্তু অদ্য ইহারা অন্য প্রকার প্রকাশমান হইতেছে, কামিগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যেন রোদন করিতেছে। সারথে! আমার বোধ হইতেছে যে, এই অযোধ্যা নগরী যেন অরণ্য হইয়াছে; কেন না, সম্ভ্রান্ত মানবদিগকে, পূর্ব্বের ন্যায়, হস্তী অশ্ব বা যানদ্বারা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে, কি ইহা হইতে নির্গত হইতে দেখিতেছি না। এই সমস্ত উদ্যান পূর্ব্বে মধুমত্ত কামিগণের আনন্দ-কোলাহলে প্রতিধ্বনিত হইয়া আনন্দিত থাকিত, কিন্তু অদ্য ইহারা সর্ব্বতোভাবে নিরানন্দ দৃষ্ট হইতেছে; দেখ, প্রত্যেক পথেই বৃক্ষসমস্ত যেন অশ্রুচ্ছলে পত্র মোচন করত রোদন করিতেছে। উচ্চস্বরে বহুতর মনোহর মধুরধ্বনিকারী মত্ত-মৃগ ও

পক্ষীদিগের ধ্বনি অদ্য আমি শুনিতে পাই-তেছি না। অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় চন্দন, অগুরু, ও ধূপগন্ধে সুবাসিত শোভা-সমন্বিত নির্ম্মল বায়ু কেন বহিতেছে না? পূর্ব্বে ভেরী, মৃদঙ্গ ও বীণা-যন্ত্রের কোণ-দ্বারা সমুৎপন্ন ধ্বনি নিরন্তর এই নগরী প্রতিধ্বনিত করিত; তাহা অদ্য কেন ক্ষান্ত হইয়াছে? হে সারথে! আমি বহুবিধ অনিষ্ট-জনক অমনোজ্ঞ দুর্নিমিত্তসকল দর্শন করিতেছি, তাহাতে আমার চিত্ত অবসাদ-যুক্ত হইতেছে। আমার বোধ হইতেছে, সর্ব্ব-প্রকারে মঙ্গল হইবে না,—আমার বান্ধববর্গের সর্ব্বতোভাবে কুশল হইবে না; কেন না,মোহের কারণ না থাকিলেও, আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হইতেছে!

অনন্তর সেই পরিশ্রান্ত-বাহন ভরত বিষণ্ণ, খিন্নচিত্ত, ক্ষুভিতেন্দ্রিয় ও ত্রাসান্বিত হইয়া শীঘ্র ইক্ষ্বাকুবংশীয় পালিতা অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি বৈজয়ন্তনামক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া দ্বারিগণ-কর্ত্তৃক "আপনার জয় ত?" এরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহাদিগের সহিত যাইতে লাগিলেন। পরে রঘুনন্দন ভরত সেই দৌবারিকদিগকে সাদর-বাক্যে নিবর্ত্তিত করিয়া ব্যাকুল চিত্ত হইয়া সম্যক্ ক্লান্ত কেকয়রাজ অশ্বপতির সারথিকে ইহা বলিলেন, "হে অনঘ! আমি কি কারণে বিনা কারণ-নির্দ্দেশে এখানে সত্বর আনীত হইয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু আমার চিত্ত ও স্বভাব অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া যেন বিদীর্ণ হইতেছে। সারথে! রাজার বিনাশে রাজ্যের যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে, আমি এই নগরীতে সেই সমস্ত লক্ষণই দেখিতেছি। গৃহস্থ-ভবন সমস্ত সম্মার্জ্জন-বিহীন, রজোব্যাপ্ত, অবদ্ধ-কপাট, বলিকর্ম্ম-রহিত ও ধূপামোদ-বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীভ্রষ্ট এবং তত্রত্য কুটুম্ব জনেরা অনশন-ব্রতপরায়ণ ও প্রভা-বিহীন লক্ষিত হইতেছে! আমি সমুদয় গৃহস্থভবনকেই অপরিষ্কৃতপ্রাঙ্গণ, মাল্যশোভাবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট দেখিতেছি! অত্রত্য দেবালয় সমস্তও জনতা-শূন্য হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায়, শোভিত লক্ষিত হইতেছে না! দেবার্চ্চন ও যজ্ঞানুষ্ঠান-সকল রহিত হইয়াছে! অদ্য মাল্যবিপণিসমূহমধ্যে পণ্য সমস্ত, পূর্ব্বের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে না! ক্রয়-বিক্রয় রহিত ও চিন্তাব্যাকুলচিত্ত হইয়া, বণিকেরাও পূর্ব্ববৎ দৃষ্ট হইতেছেন না! এবং দেবালয় ও চৈত্য-বৃক্ষসমুদায়ে উৎসৃষ্ট মৃগ ও পক্ষী সমস্তও দীনভাবাপন্ন লক্ষিত হইতেছে! সারথে! কি স্ত্রী, কি পুরুষ, এই নগরীনিবাসী সকল ব্যক্তিকেই দীন, মলিন, ধ্যানপরায়ণ, অশ্রুপূর্ণলোচন ও কৃশ দেখিতেছি!"

অযোধ্যা নগরীতে সেই অনিষ্টজনক নিমিত্ত অবলোকন করিয়া দীনমানস হইয়া সারথিকে সেইরূপ বলিয়া, মহাত্মা ভরত রাজালয়ে গমন করিলেন। তিনি ইন্দ্রপুরী-সদৃশী সেই রাজপুরীর চতুষ্পথ, রথ্যা ও গৃহ সমস্ত জনশূন্য এবং দ্বার, কপাট ও যন্ত্রসকল ধূলি-ধূসরিত দেখিয়া অতীব দুঃখাক্রান্ত হইলেন। তিনি রাজভবনে মনের অপ্রীতিজনক সেই সমস্ত অভূতপূর্ব্ব অনিষ্ট লক্ষণ অবলোকন করিয়া দীনচিত্ত ও অবনতমস্তক হইয়া দুঃখিত-ভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইতি একসপ্তত সর্গ॥ ৭১॥

দ্বিসপ্তত সর্গ।

অনন্তর ভরত, পিতৃভবনে পিতাকে দেখিতে না পাইয়া মাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় ভবনে গমন করিলেন। পরে সেই বিদেশস্থিত পুত্রকে সমাগত দেখিয়া, কেকয়ী দেবী আনন্দিতা হইয়া সুবর্ণনির্ম্মিত আসন পরিত্যাগ করিয়া উত্থিতা হইলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা ভরত মাতৃগৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহা শ্রীভ্রষ্ট দেখিয়া জননীর শুভ চরণে প্রণাম করিলেন। তখন কেকয়ী দেবী সেই যশস্বী ভরতের মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অঙ্কে আরোপণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র! অদ্য কয় দিবস হইল, তুমি মাতামহালয় হইতে বহির্গত হইয়াছ? রথদ্বারা শীঘ্র আগমন করাতে তোমার ত পরিশ্রম হয় নাই? তোমার মাতামহ

অশ্বপতি ও তোমার মাতুল যুধাজিৎ ত কুশলী আছেন? তোমার প্রবাসনিবন্ধন যে যে সুখ হইয়াছে, তৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

রাজীবলোচন নৃপতিনন্দন ভরত, জননী কেকয়ী কর্ত্তৃক সেইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট সমস্ত প্রিয় বিবরণ কীর্ত্তন করিলেন, "জননি! অদ্য আমার মাতামহালয় হইতে বহির্গমনের পর সপ্ত রজনী অতিবাহিতা হইয়াছে। আপনার পিতা অশ্বপতি ও মদীয় মাতুল যুধাজিৎ কুশলী আছেন। সেই শত্রু তাপন কেকয়রাজ আমাকে যে সমস্ত ধন ও রত্ন প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদায় পথিমধ্যে বাহকদিগের শ্রান্তিজনক হইয়াছে; এই কারণে আমি অগ্রেই আগমন করিয়াছি,— রাজ-বার্ত্তাবাহী দূতগণ আমাকে ত্বরান্বিত করায়, আমি সত্বর আসিয়াছি। সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা কীর্ত্তন করুন। মাতঃ! আপনার এই স্বর্ণ-ভূষিত পর্য্যঙ্ক শূন্য রহিয়াছে এবং এই ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরাও প্রহৃষ্ট লক্ষিত হইতেছে না। রঘুকুল-তিলক রাজা দশরথ আপনার এই ভবনে প্রায় সর্ব্বদাই থাকিতেন; এই কারণেই আমি তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে এখানে আগমন করিয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। আমি পিতৃচরণে প্রণাম করিবার উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন, তিনি কোথায়? তিনি কি জ্যেষ্ঠ মাতা কৌসল্যা দেবীর ভবনে আছেন?"

অনন্তর যিনি সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছেন সেই রাজ্যলোভে মোহিতা কেকয়ী দেবী অজ্ঞাত-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা-তৎপর ভরতকে, প্রিয়-বিবরণের ন্যায় সেই ঘোরতর অপ্রিয় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করত এরূপ প্রত্যুক্তি করিলেন, "অন্তে সমস্ত প্রাণীরই যে গতি হইয়া থাকে, তোমার পিতা সাধুগণ-প্রতিপালক নিয়ত যাগশীল তেজস্বী মহাত্মা রাজা দশরথ সেই গতি লাভ করিয়াছেন।"

সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মবংশে সমুৎপন্ন ও পবিত্র-স্বভাব সেই বীর্য্যবান্ মহাবাহু ভরত, পিতৃ-শোকে অতীব অর্দ্দিত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি করুণ-স্বরে "হা আমি নিহত হইলাম!" এই দৈন্যযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করত হস্ত বিক্ষেপ-সহকারে পতিত হইলেন। পরে সেই পিতৃ-মরণে দুঃখিত, শোকাক্রান্ত, ভ্রান্তচিত্ত ও ব্যাকুল-মানস মহাতেজা ভরত এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "বর্ষান্তে রজনী-কালে নির্ম্মল গগণ-মণ্ডল চন্দ্র-দ্বারা যেরূপ প্রকাশিত হয়, এই মনোহারিণী শয্যা পূর্ব্বে মদীয় পিতা ধীসম্পন্ন দশরথের দ্বারা সেইরূপ শোভা ধারণ করিত; অদ্য তাঁহার বিরহে ইহা, জল-শূন্য সাগর ও চন্দ্র-হীন গগনের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে না!"

পরে সেই অতীব দুঃখিত-চিত্ত বিজয়ি-প্রবর ভরত বস্ত্র-দ্বারা শ্রীসম্পন্ন বদন আচ্ছাদন করিয়া বাষ্প-মোচনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অবরুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া বিবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন দেব-তুল্য দ্যুতিশালী, মাতঙ্গ-সম-বিক্রমী এবং চন্দ্র ও সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী সেই পিতৃ-শোকার্ত্ত পুত্র ভরতকে, বনে পরশুদ্বারা ছিন্ন সালবৃক্ষের স্কন্ধের ন্যায়, ভূতলে পতিত দেখিয়া, তদীয় মাতা কেকয়ী দেবী তাঁহাকে উত্থাপন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "হে যশোভাজন রাজনন্দন! তুমি কি বৃথা ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? উত্থিত হও! তোমার তুল্য সভা-সম্মত সাধুজনেরা শোক করেন না! হে বুদ্ধিসম্পন্ন! সূর্য্যে প্রভার ন্যায়, দান, যজ্ঞ, সচ্চরিত্র, বেদ ও তপস্যা-বিষয়িণী বুদ্ধি তোমাতে নিরন্তর বিদ্যমানা রহিয়াছে।"

অনন্তর সেই বহুশোকাক্রান্ত ভরত ভূমি-তলে লুণ্ঠিত হইয়া বহুক্ষণ রোদন করিয়া জননীকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "রাজা দশরথ রামকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা মনে করিয়াই, আমি হৃষ্ট হইয়া তথা হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা অন্যথাভূত হইল! যিনি নিয়তই আমাদিগের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে নিরত ছিলেন, সেই পিতাকে দেখিতে না পাওয়ায়, আমার মন বিদীর্ণ

হইল। জননি! পিতা রাজা দশরথ কোন্ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন? আমি আগত না হওয়ায় রাম প্রভৃতি যাঁহারা সকলে তাঁহার প্রেত-সৎকার করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য! সেই কীর্ত্তিশালী মহারাজ পিতা দশরথ অধুনা নিশ্চয়ই আমার আগমন-বার্ত্তা জানিতে পারিতেছেন না; কেন না, জানিতে পারিলে, তিনি এতক্ষণ অবশ্যই ত্বরান্বিত হইয়া আমার মস্তক অবনমনপূর্ব্বক তাহার ঘ্রাণ লইতেন! যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহারও ক্লেশ-জনক কার্য্য করেন নাই, সেই পিতার সুখজনক-স্পর্শশালী সেই হস্ত এখন কোথায়, যে হস্ত পূর্ব্বে নিরন্তর, আমি ধূলিধূসরিত হইলে, আমার ধূলি অপনয়ন করিত? যাঁহা হইতে কখন কাহারও ক্লেশদায়ক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার নয়; যিনি আমার পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু, সকলই; এবং আমিও যাঁহার অভিমত দাস, সেই রাম এখন কোথায় আছেন, ইহা আপনি আমাকে শীঘ্র বলুন। ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্য ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃ-তুল্য মান্য করেন; বিশেষত অবিচলিত-সঙ্কল্প, ধর্ম্মজ্ঞ ও নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাভাগ রামই অধুনা আমার গতি; আমি তাঁহার চরণে প্রণাম করিব। হে মহামান্যে! সেই সত্যবিক্রমশালী মদীয় পিতা রাজা দশরথ, মৃত্যুকালে আমাকে যে সাধু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি।"

ভরত কর্ত্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া কৈকেয়ী দেবী তাঁহাকে এই যথার্থ বাক্য বলিলেন, "সেই সদ্গতিশালিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রাজা দশরথ 'হা রাম! হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' এই বলিয়া বিলাপ করত পরলোকে গমন করিয়াছেন। পাশদ্বারা আবদ্ধ হস্তীর ন্যায়, ব্যাকুলান্তরাত্মা হইয়া, মৃত্যুপাশে আবদ্ধ ত্বদীয় পিতা মৃত্যুকালে কেবল এরূপ বিলাপ করিয়াছেন যে, যাঁহারা সেই মহাবাহু রাম ও লক্ষ্মণকে সীতার সহিত পুনরাগত দেখিবেন, তাঁহারাই কৃতার্থ।"

কৈকেয়ী দেবী সেইরূপে অপর একটি অপ্রিয়বার্ত্তা বলিলে, তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়াই, ভরত অতীব বিষণ্ণ হইলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই কৌসল্যানন্দবর্দ্ধন ধর্ম্মাত্মা রাম, সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এক্ষণে কোথায় গমন করিয়াছেন।"

ভরত-কর্ত্তৃক সেইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া, তদীয় জননী অবিলম্বে তাঁহাকে প্রিয়বোধে তাঁহার অপ্রিয় এই যথাতত্ত্ব-বাক্য বলিলেন, "পুত্র! সেই রাজনন্দন রাম চীর-বসন পরিধায়ী হইয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকনামক মহারণ্যে গমন করিয়াছেন।"

সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভরত স্বীয় বংশের মাহাত্ম্য-হেতুক ভ্রাতার চরিত্রে শঙ্কিত ও ত্রাসান্বিত হইয়া জননীকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "জননি! রাম ত কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করেন নাই? কোন নিষ্পাপ আঢ্য বা দরিদ্র ব্যক্তি ত তৎকর্ত্তৃক হিংসিত হয় নাই? এবং সেই রাজনন্দন ত কোন পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হন নাই? সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম, কি কারণে দণ্ডকারণ্যে বিবাসিত হইয়াছেন?"

অনন্তর সেই চপল-স্বভাবা পণ্ডিতম্মন্যা ভরত-জননী কৈকেয়ী দেবী স্ত্রী-স্বভাবপ্রযুক্ত সেই স্বকৃত কর্ম্ম যথাতত্ত্ব বর্ণন করিতে উপক্রম করিলেন। মহাত্মা ভরতকর্ত্তৃক সেইরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া, তিনি হর্ষসহকারে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "রাম কোন ব্রাহ্মণের কিঞ্চিন্মাত্র ধনও অপহরণ করেন নাই, কোন নিষ্পাপ আঢ্য বা দরিদ্র ব্যক্তি তৎকর্ত্তৃক হিংসিত হয় নাই এবং তিনি নয়নদ্বারা কোন পরস্ত্রীকে অবলোকনও করেন না, সুতরাং তাঁহার পরস্ত্রীর প্রতি আসক্তি হওয়াই অসম্ভব; পরন্তু হে পুত্র! আমি রামের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তোমার পিতার নিকট তোমার রাজ্য ও তাঁহার বিবাসন প্রার্থনা করি; তোমার পিতাও অঙ্গীকার-পালনরূপ স্বধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই প্রার্থনা পূরণ করেন; তজ্জন্যই

রাম সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত বিবাসিত হইয়াছেন। মহাযশা মহীপতি দশরথও সেই প্রিয় পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার শোকে কাতর হইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! অধুনা তুমি রাজত্ব অবলম্বন কর; কেন না, তোমার নিমিত্তই মৎকর্তৃক এসমস্ত সম্পাদিত হইয়াছে। পুত্র! তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর, শোক বা পরিতাপ করিও না; যেহেতু এই নগরী তোমারই অধীনা হইয়াছে, অধিক কি, এই নির্ব্বিঘ্ন রাজ্যই তোমার আয়ত্ত হইয়াছে। হে পুত্র! অধুনা তুমি বিধিজ্ঞ বসিষ্ঠপ্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রগণের সহিত শীঘ্র অদীনচিত্ত রাজা দশরথের যথাবিধি প্রেতসংকার করিয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হও।"

ইতি দ্বিসপ্তত সর্গ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্তত সর্গ।

পিতার মরণ ও ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাসনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া ভরত, জননীকে এই কথা বলিলেন; "আমি পিতা ও পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরহে সর্ব্বতোভাবেই নিহত হইয়াছি; অধুনা আমাকে নিরন্তর শোক করিতেই হইবে, সুতরাং আমার রাজ্যে কার্য্য কি? তুমি রাজা দশরথকে বিনষ্ট ও রামকে তাপস করিয়া যেন আমার ক্ষত স্থানে ক্ষার প্রদানপূর্ব্বক দুঃখের উপর দুঃখ বিধান করিয়াছ। তুমি, কালরাত্রির ন্যায়, এই বংশের বিনাশনিমিত্ত আগতা হইয়াছ! হা! পিতা আমার, প্রজ্বলিত অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়াও জানিতে পারেন নাই। হে পাপদর্শিনি! তুমি মোহপ্রযুক্ত মদীয় পিতা রাজা দশরথকে বিনষ্ট করিয়া একেবারে আমাকে সুখভ্রষ্ট করিয়াছ! অধিক কি, হে কুলকলঙ্কিনি! তুমি এই বংশকেই সুখহীন করিয়াছ! মদীয় পিতা সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাযশা নরপতি দশরথ তোমাকে লাভ করিয়াই তীব্র দুঃখে তাপিত হইয়া অধুনা মৃত্যুদশাগ্রস্ত হইয়াছেন! তুমি কিজন্য মদীয় পিতা ধর্ম্মবৎসল মহারাজ দশরথকে বিনষ্ট করিলে? হা! প্রব্রাজিত হইয়া, রামই বা কেন অরণ্যে গমন করিলেন। জননি! পুত্রশোক-তাপিতা কৌসল্যা ও সুমিত্রা দেবী যে, তোমার সংসর্গ লাভ করিয়াও জীবিতা থাকিবেন, ইহা নিতান্ত দুষ্কর। গুরুগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই ধর্ম্মাত্মা আর্য্য রাম, স্বীয় জননীর ন্যায় তোমার প্রতি উত্তম ব্যবহার করিতেন। সেইরূপ মদীয় জ্যেষ্ঠমাতা সেই দীর্ঘদর্শিনী কৌসল্যা দেবীও ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, ভগিনীর ন্যায় তোমার প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকেন! হে পাপাচারিণি! তুমি তাঁহার পুত্র মহাত্মা রামকে চীরবসন পরিধান করাইয়া বনে প্রস্থাপিত করত কেন শোক করিতেছ না। হা! সেই বিশুদ্ধাত্মা, অপাপদর্শী, যশস্বী, শৌর্য্যশালী রামকে প্রব্রাজিত ও চীরবাসা করিয়া তুমি কি ফল দেখিতে পাইতেছ? হে লুব্ধে! আমার বোধ হইতেছে যে, রঘুনন্দন রামের প্রতি আমার যাদৃশী ভক্তি আছে, তাহা তুমি অবগত নহ; তজ্জন্যই আমার রাজ্য-নিমিত্ত এই মহান্ অনর্থ উপস্থিত করিয়াছ! আমি সেই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ রা[ম] ও লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইয়া কোন্ শক্তি প্রভাবে রাজ্য রক্ষা করিতে উৎসাহী হই[তে] পারি! যেরূপ সুমেরু পর্ব্বত আত্মরক্ষা স্বজাত অরণ্য আশ্রয় করে, সেইরূপ ধর্ম্মা[ত্মা] মহারাজ দশরথও আত্মরক্ষার্থ সেই বলশা[লী] মহাতেজা রামকে আশ্রয় করিয়াছিলে[ন]। অতএব আমি কোন্ বীর্য্যবলে, কিপ্রকা[রে] মহাবৃষভের বহনীয়-সুদুর্ব্বহ-ভারপ্রাপ্ত অপ্রা[প্ত]বয়স্ক বৃষভের ন্যায়, এই মহাভার বহন করি[তে] পারিব? যদিও আমি বুদ্ধিবল ও যোগব[লের] দ্বারা রাজ্যশাসন করিতে পারি, তথাপি পুত্ররাজ্যাভিলাষিণি! তোমার অভিলাষ স[ফল] করিব না! হে পাপনিশ্চয়ে! যদি তোমাকে নিরন্তর মাতৃতুল্য না দেখিত[াম], তবে তোমাকে পরিত্যাগ করিতেও [আমি] অনিচ্ছু হইতাম না! হে সাধুচরিত্রবিহী[নে]! এই ইক্ষ্বাকুবংশে সর্ব্বজ্যেষ্ঠই রাজ্যে অভি[ষিক্ত] হইয়া থাকেন এবং অপরাপর ভ্রাতারা

পরায়ণ হইয়া তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী হন; অতএব হে পাপদর্শিনি! অস্মদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের নিন্দিতা জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যবিষয়িণী এই বুদ্ধি তোমার কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল? হে নৃশংসচরিত্রে! আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি রাজধর্ম্ম বা তদীয় শাশ্বতী গতি অবগতা নহ; কেন না, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করারূপ ধর্ম্ম, সকল রাজারই তুল্য; বিশেষত ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা সর্ব্বতোভাবেই ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। অধুনা তোমার সংসর্গে সেই ধর্ম্মমাত্র প্রতিপালক ও সচ্চরিত্রশোভিত ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের সচ্চরিত্র-নিবন্ধন অহঙ্কার বিনষ্ট হইল! অয়ি সৌভাগ্যবতি! তুমিও নরেন্দ্রকুলে সম্ভূতা হইয়াছ; সুতরাং তোমারই বা কিপ্রকারে এরূপ চিত্তবিভ্রম ঘটিল? সে যাহা হউক, হে পাপনিশ্চয়ে! তোমা হইতেই আমার প্রাণান্তকর এই ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে; আমি তোমার অভিলাষ সফল করিব না; পরন্তু এখনই তোমার অপ্রিয়সাধনার্থ সেই স্বজনপ্রিয় ভূরিতেজা রামকে বন হইতে নিবৃত্ত করিব এবং দাসের ন্যায় সমাহিত চিত্তে তাঁহার সেবা করিব।"

মহাত্মা ভরত, জননীকে সেই অপ্রিয়বাক্যসমূহ দ্বারা আঘাত করিয়া সমধিক শোকার্ত্ত হইয়া, মন্দরকন্দরস্থিত সিংহের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ইতি ত্রিসপ্তত সর্গ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্তত সর্গ।

তৎকালে ভরত, মাতাকে সেইরূপে ন্দা করিয়া সমধিক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নর্ব্বার তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, হে নৃশংসচরিতে কৈকেয়ি! তুমি রাজ্যভ্রষ্টা ও। হে দুরাচারে! তুমি ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক পরি্যক্তা হইয়াছ; অতএব তুমি আর স্বামীর দ্দেশে রোদন করিও না। রাম বা নিরত র্ম্মনিরত রাজা দশরথ তোমার কি অপকার রিয়াছিলেন যে, তোমা হইতে তাঁহাদিগের এককালীন বিবাসন ও মৃত্যু ঘটিয়াছে! কৈকেয়ি! এই বংশ নষ্ট করায়, তোমার ভ্রূণহত্যা-নিমিত্তক পাপ হইয়াছে; তুমি নরকে গমন কর, মদীয় পিতার সালোক্য লাভ করিও না। কেন না, এই ভয়ানক কার্য্যদ্বারা তোমার মহৎ পাপ হইয়াছে এবং তুমি সর্ব্বলোকপ্রিয় রামকে বিবাসিত করিয়া আমারও ভয় উৎপাদন করিয়াছ। হা! তোমার জন্যই পিতার বিনাশ হইল, রাম অরণ্যবাসী হইলেন এবং আমিও অযশোভাগী হইলাম! হে নৃশংসচরিতে রাজ্যকামুকে! তুমি আমার মাতৃরূপী শত্রু! হে দুরাচারে স্বামিঘাতিনি! তুমি আর আমার সহিত সম্ভাষা করিও না! হে কুলদূষিণি! কৌসল্যা, সুমিত্রা ও অন্যান্য মাতারা তোমার নিমিত্তই মহৎ দুঃখে আক্রান্তা হইলেন! আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি সেই ধী-সম্পন্ন ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহ; পরন্তু পিতার কুলকলঙ্কিনী হইয়া তাঁহার ঔরসে রাক্ষসী জন্মিয়াছ! যেহেতু, তুমি বীর্য্যসম্পন্ন নিত্য সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিক রামকে বিবাসিত ও মদীয় পিতা রাজা দশরথকে স্বর্গগত করিলে! হে পাপপ্রধানে! তুমি আমাকে পিতৃহীন, ভ্রাতৃদ্বয়-পরিত্যক্ত ও সমস্ত লোকের অপ্রীতিভাজন করিয়া স্বীয় সেই পাপ আমার উপরেই নিক্ষেপ করিয়াছ; হে পাপনিশ্চয়ে! তুমি সেই ধর্ম্মনিরতা কৌসল্যা দেবীকে পতিপুত্রবিহীনা করিয়া নরকগমনের যোগ্যা হইয়াছ; পরন্তু তুমি যে কোন্ নরকে গমন করিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না! হে ক্রূরাচারে! আমাদিগের পিতৃতুল্য মান্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই কৌসল্যাগর্ভসম্ভূত রামকে কেন তুমি নিরন্তর বন্ধুগণের আশ্রয় বোধ করিতেছ না!

বান্ধবমাত্রই প্রিয় হইয়া থাকে; পরন্তু পুত্র মাতার সমধিক প্রিয় হয়; কেননা, সে তাঁহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও হৃদয় হইতে জন্মগ্রহণ করে। দেখ, একদা দেবগণসম্মতা গোমাতা ধর্ম্মনিরতা সুরভি দেবী পৃথিবীতলে লাঙ্গলবাহী পুত্রদ্বয়কে অচেতনপ্রায় দেখিয়াছিলেন।

তিনি সেই দুই পুত্রকে অর্দ্ধ দিবস লাঙ্গল বহনান্তে পরিশ্রান্ত দেখিয়া তাহাদিগের শোকে বাষ্পপূর্ণনয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মহাত্মা দেবরাজ ইন্দ্র সেই প্রদেশের অধোভাগ দিয়া গমন করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার শরীরে সেই সুরভি-গন্ধযুক্ত সূক্ষ্ম অশ্রুবিন্দুসকল পতিত হইল। পরে তিনি চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত দেখিতে পাইলেন যে, যশস্বিনী সুরভি দেবী আকাশ-মণ্ডলে অবস্থানপূর্ব্বক অতীব দুঃখিতা ও দৈন্যসমন্বিতা হইয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে শোকে সন্তাপিতা দেখিয়া, দেবরাজ বজ্রধর ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "হে সর্ব্বলোকহিতৈষিণি! আপনার কিনিমিত্ত এই শোক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলুন; কোন ব্যক্তি হইতে ত আমাদিগের কোন মহৎ ভয় উপস্থিত হয় নাই?"

ধীসম্পন্ন দেবরাজকর্তৃক সেইরূপে আভাষিতা হইয়া, ধৈর্য্যান্বিতা বাক্যবিশারদা সুরভি দেবী তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন "হে অমরাধিপ! পাপ শান্ত হউক! তোমাদিগের কাহা হইতেও কিঞ্চিৎ ভয় উপস্থিত হয় নাই; আমি বিষম-দেশ-স্থিত ও শোকমগ্ন ঐ দুই পুত্রকে কৃশ, সূর্য্যরশ্মি-প্রতাপিত, দৈন্য-সমন্বিত ও দুরাত্মা কর্ষক-কর্তৃক তাড্যমান দেখিয়া শোক করিতেছি। উহারা আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা-দিগকে ভারপীড়িত ও দুঃখিত অবলোকন করিয়াই, আমি পরিতাপান্বিত হইতেছি; কেন না, পুত্র হইতে প্রিয় আর কেহই নাই।"

অনন্তর সর্ব্বলোকেশ্বর ইন্দ্র, যাঁহার সহস্র সহস্র পুত্রে এই সমস্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, সেই সুরভি দেবীকে পুত্রজন্য শোক করিতে দেখিয়া, পুত্র হইতে কেহই সুমধিক প্রিয় নয়, ইহা অবধারণ করিলেন। তিনি স্বীয় গাত্রে সুরভির সেই দিব্য-গন্ধযুক্ত অশ্রুনিপাত অবলোকন করিয়া তাঁহাকে সমধিক স্নেহবতী বোধ করিলেন।

মাতঃ! যিনি লোকরক্ষাভিলাষে সমস্ত প্রাণীর প্রতি তুল্য ব্যবহার করিয়া থাকেন,—কাহারও চরিত্র যাঁহার চরিত্রের সাদৃশ্য ধারণ করিতে পারে না এবং যিনি স্বাভাবিক চেষ্টা সমুদায় দ্বারাই সমধিক গুণবতী, সেই শ্রীমতী সুরভি দেবী সহস্র সহস্র পুত্রবতী হইয়াও যখন পুত্রের জন্য শোকাক্রান্তা হইয়াছিলেন, তখন একমাত্র পুত্র রাম ব্যতিরেকে যাঁহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সেই কৌসল্যা দেবীর কথা আর কি আছে? তুমি সেই একমাত্র পুত্রবতী সাধ্বী কৌসল্যা দেবীকে পুত্রবিহীনা করিয়াছ; অতএব তোমাকে নিরন্তর, কি ইহলোক, কি পরলোক, সর্ব্বত্রই দুঃখ লাভ করিতে হইবে! পরন্তু আমি পিতা ও ভ্রাতার নিকট সম্পূর্ণরূপে সেই দোষের ক্ষালন করিয়া স্বীয় যশোবৃদ্ধি করিব, ইহাতে সংশয় নাই। আমি সেই কোশলপতি মহাবাহু মহাবল রামকে এখানে আনয়ন করিয়া তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া স্বয়ংই মুনিগণসেবিত অরণ্যে প্রবেশ করিব; পরন্তু হে পাপমনোরথে পাপাচারিণি! তোমা হইতে যে পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আমি তাহার ভার বহন করিতে পারিব না; কেন না, অধুনা পৌরগণ রামশোকে অশ্রুব্যাপ্তকণ্ঠ হইয়া আমারই মুখাবেক্ষণ করিয়া রহিয়াছে। অতএব হয়, তুমি অগ্নিতে বা দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ কর, অথবা কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ কর! তোমার আর অন্য গতি নাই! সেই সত্যপরাক্রমশালী রাম পৃথিবীরাজ্য লাভ করিলে, আমিও কৃতকৃত্য হইব এবং আমার কলঙ্কও উৎসারিত হইবে।"

ঐরূপ বলিয়া, সেই শত্রুতাপন নৃপনন্দন ভরত, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত তোমর ও অঙ্কুশ দ্বারা তাড়িত বন্য হস্তীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন,—তিনি শিথিলবসন, স্খলিতভূষণ ও অত্যন্ত রক্তনয়ন হইয়া, উৎসবান্তে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন।

ইতি চতুঃসপ্তত সর্গ। ৭৪।

পঞ্চসপ্তত সর্গ।

অনন্তর দীর্ঘকালপরে সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক উত্থিত হইয়া, সেই বীর্য্যবান্ ভরত অশ্রুপূর্ণ-নয়নদ্বয় দ্বারা জননীকে দীনভাবাপন্না দেখিয়া অমাত্যগণের সমক্ষে তাঁহাকে নিন্দা করত কহিলেন, "আমি রাজ্যকামনাও করি না, এবং জননীর সহিত মন্ত্রণা করিতেও অভিলাষ করি না। রাজা দশরথ যে, অভিষেক অবধারণ করিয়াছিলেন, তাহাও আমি জানি না; কেন না, আমি তখন শত্রুঘ্নের সহিত এখান হইতে বহু দূর দেশে অবস্থান করিতেছিলাম। মহাত্মা রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীর যেপ্রকারে বিবাসন হইয়াছে, আমি তাহার কিছুই অবগত নহি।"

সেই মহাত্মা ভরত সেইরূপে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলে, কৌসল্যা দেবী তদীয় শব্দ বোধ করিয়া সুমিত্রা দেবীকে ইহা বলিলেন, "সেই ক্রূরকার্য্যা কেকয়ীর পুত্র দীর্ঘদর্শী ভরত আগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে দেখিতে বাসনা করি।"

সেই বিবর্ণবদনা অচেতনপ্রায়া শোককৃশা কৌসল্যা দেবী সুমিত্রা দেবীকে ঐরূপ বলিয়া যথায় ভরত আছেন, সেই প্রদেশ উদ্দেশে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান করিলেন। তখন সেই রাজনন্দন ভরত শত্রুঘ্নের সহিত, যে পথ দিয়া কৌসল্যা দেবীর আবাসে যাওয়া যায়, সেই পথ দিয়া প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর ভরত ও শত্রুঘ্ন দুঃখার্ত্তা কৌসল্যা দেবীকে ভূতলপতিতা ও অচেতনপ্রায়া অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সেই মনস্বিনী আর্য্যা কৌসল্যা দেবী অতীব দুঃখার্ত্তা হইয়াও রোদন করত তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া দুঃখবশত ভরতকে ইহা বলিলেন, "হে রাজ্যাভিলাষিন্! তুমি এই অকণ্টক রাজ্য লাভ করিলে! হা! কেকয়ীকর্ত্তৃক ক্রূরকার্য্যদ্বারা অতিশীঘ্র তোমার রাজ্য সম্পাদিত হইল!—হা! ক্রূরবৃত্তিশালিনি কেকয়ি! মদীয় পুত্র রামকে চীরবাসা ও বনবাসী করিয়া কি ফল দেখিতেছ? সে যাহা হউক, এখন মদীয় পুত্র সেই মহাযশা হিরণ্যনাভ রাম যথায় আছেন, কেকয়ীর আমাকেও তথায় প্রস্থাপন করা উচিত। অথবা আমি স্বয়ংই সুমিত্রা দেবীর সহিত অগ্নিহোত্রকে অগ্রে করিয়া, যে পথ দিয়া রঘুনন্দন রাম গিয়াছেন, সেই পথ দিয়া প্রস্থান করিব। কিংবা তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি স্বয়ং আমাকে তথায় লইয়া চল, যথায় অধুনা আমার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তপস্যা করিতেছেন। সেই কেকয়ীকর্ত্তৃক হস্তী, অশ্ব ও রথপরিব্যাপ্ত ধনধান্যসমাকুল এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য তোমাতে ন্যাসস্বরূপে রক্ষিত হইয়াছে।"

নিষ্পাপ ভরত কৌসল্যা দেবীকর্ত্তৃক সেইরূপ বহুবিধ কুটিলবাক্যে অতীব ভৎসিত হইয়া ব্রণোপরি সূচীদ্বারা আঘাত করিলে যাদৃশী ব্যথা হয়, সেইরূপ ব্যথিত হইলেন। তিনি তাঁহার চরণে পতিত ও সম্যক্ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বিবিধ বিলাপ করত সংজ্ঞা-রহিত হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাদৃশ বিলাপকারিণী বিবিধশোকাবৃতা কৌসল্যা দেবীকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে আর্য্যে! আমি এ বিষয় কিছুই জানি না; আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র পাপ নাই; আপনি কেন বৃথা আমাকে নিন্দা করিতেছেন; আপনি ত জানেন যে, আমার সেই রঘুনন্দন রামের প্রতি মহতী প্রীতি আছে। সেই সাধুপ্রবর সত্যসন্ধ আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, তাহার কোন কালেই সত্য-শাস্ত্রানুগামিনী বুদ্ধি না হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে ব্যক্তি পাদদ্বারা, শয়ানা গবীকে তাড়না করুক, পাপীয়ান্ ব্যক্তিদিগের ভৃত্য হউক এবং সূর্য্যাভিমুখে মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, মহৎ কার্য্য করাইয়া ভৃত্যকে বেতন না দিলে, ভর্ত্তার যে অধর্ম্ম হয়, সেই ব্যক্তির সেই অধর্ম্ম হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, পুত্রবৎ প্রজাপালনকারী রাজার বিদ্রোহকারী ব্যক্তির যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তি

সেই পাপ লাভ করুক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, ষড়্‌ভাগ কর লইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা না করিলে রাজার যে অধর্ম্ম হয়, সেই ব্যক্তির সেই অধর্ম্ম হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, তপস্বীদিগকে যজ্ঞের দক্ষিণা দিতে অঙ্গীকার করিয়া, যে তাহা পালন না করে, তাহার যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তি সেই পাপ লাভ করুক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুল এবং শস্ত্রগণ-পরিব্যাপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম আচরণ না করুক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি ধী-সম্পন্ন গুরুকর্ত্তৃক যত্নসহকারে উপদিষ্ট অতি সূক্ষ্মার্থ-বিষয়ক শাস্ত্র বিস্মৃত হউক। সেই পৃথুলবাহু বিশালজত্রু এবং চন্দ্র ও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত অবলোকন করিতে না পাউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই নির্দ্দয় ব্যক্তি বৃথা ছাগমাংস, পায়স ও কৃশর ভক্ষণ করুক এবং গুরুদিগের অবজ্ঞাকারী হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে পাদদ্বারা গো-শরীর স্পর্শ করুক এবং গুরুদিগের নিন্দাকারী ও অত্যন্ত মিত্রদ্রোহী হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি কাহারও বিশ্বাস-বশত গোপনে কথিত কোন পরিবাদবিষয়ক বাক্য প্রকাশ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই নির্লজ্জ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি কাহারও প্রত্যুপকার না করুক এবং সকল প্রাণীর বিদ্বেষভাজন হইয়া সমস্ত প্রাণিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে দারা, পুত্র ও ভৃত্যগণে পরিবারিত হইয়া, গৃহে থাকিয়াও একাকীই উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে সদৃশী ভার্য্যা লাভ না করিয়া অগ্নিহোত্রহবনাদি ধর্ম্ম্য কর্ম্মে অক্ষম ও পুত্রবিহীন হইয়া মরুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে পত্নীগর্ভসম্ভূত পুত্রকে অবলোকন না করিয়া দুঃখিত হউক এবং সম্পূর্ণ পরমায়ু লাভ না করিয়া মরুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে নিরন্তর লাক্ষা, মধু, মাংস, লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্য-বর্গকে পোষণ করুক এবং রাজা, মন্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগের বধে আর অনুগত ভৃত্যের পরিত্যাগে শাস্ত্রে যে পাপ উক্ত হইয়াছে, তাহার সেই পাপ হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, যুদ্ধে শত্রুপক্ষ বৃদ্ধিযুক্ত হইয়া ভয়ঙ্কর হইলে, সে পলায়মান হইয়া নিহত হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে উন্মত্তের ন্যায় চীরবাসা ও নৃ-কপালধারী হইয়া ভিক্ষা করত পৃথিবী পর্য্যটন করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে নিরত মদ্য, স্ত্রী ও অক্ষ-ক্রীড়ায় আসক্ত এবং কাম ও ক্রোধে অভিভূত হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে অপাত্রে দান করুক এবং তাহার মন স্বধর্ম্মে আসক্ত না হউক; প্রত্যুত সে অধর্ম্মাবলম্বী হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, তাহার সঞ্চিত নানা প্রকার সহস্র সহস্র ধন দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হউক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শয়নকারী ব্যক্তির শাস্ত্রে যে পাপ কথিত হইয়াছে, তাহার সেই পাপ হউক এবং গৃহে অগ্নিদাতা, গুরুপত্নীগামী ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তির যে পাপ হয়, সে সেই পাপ লাভ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে দেবতাদিগের, পিতৃগণের ও মাতা-পিতার শুশ্রূষা না করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন

ম এখনই অতি শীঘ্র সাধুদিগের গম্য লোক, সাধুদিগের কীর্ত্তি ও সাধুদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হউক। সেই বিশাল-বক্ষঃস্থল মহাবাহু আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে মাতৃশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া অনর্থক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকুক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে দরিদ্র অথচ বহুভৃত্যশালী ও জ্বররোগাক্রান্ত হইয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সে উর্দ্ধমুখ হইয়া স্তবকারী দীনভাবাপন্ন যাচকদিগের আশা বিফল করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই অধার্ম্মিক, অপবিত্র ও ক্রূরস্বভাব পুরুষ রাজভয়ে ভীত না হইয়া ছলদ্বারা রতিকার্য্য সমাধান করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই দুষ্টাত্মা ব্যক্তি ঋতুস্নাতা ও ঋতুরক্ষার্থ অনুরোধকারিণী সতী ভার্য্যার অনুরোধ রক্ষা না করুক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, বংশ-হীন ব্রাহ্মণের যে পাপ হয়, সে সেই পাপ লাভ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, সেই পাপনিরতেন্দ্রিয় ব্যক্তি অভিনব-বৎসা গবীকে দোহন করুক এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত কল্পিত পূজার বিঘ্নকারী হউক। আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন গমন করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মবিরত মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া পর-দারার সেবা করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পান করিতে বিষদূষিত জল প্রদান করে, তাহার যে পাপ হয় এবং যে ব্যক্তি বিষমিশ্র অন্ন ভক্ষণ করিতে দেয়, তাহার যে পাপ হয়, সে একাকীই সেই উভয় পাপ লাভ করুক! আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পানীয় সত্ত্বে তৃষার্ত্ত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করে, তাহার যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তি সেই পাপ লাভ করুক! অপিচ আর্য্য রাম যাহার মতানুসারে অরণ্যে গমন করিয়াছেন, স্ব স্ব ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তিবশতঃ স্ব স্ব সম্প্রদায়-প্রচলিত শাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক বিবদমান শাক্ত-শৈব প্রভৃতি উপাসকদিগের বিবাদভঞ্জনে সমর্থ হইয়াও, যে ব্যক্তি বিবাদভঞ্জন করিয়া না দিয়া তাহা অবলোকন করে, তাহার যে পাপ হয়, সেই ব্যক্তি সেই পাপ লাভ করুক!”

রাজনন্দন ভরত সেইরূপে পতিপুত্রবিহীনা কৌসল্যা দেবীকে আশ্বাস প্রদান করত দুঃখিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন সেই ভরত বিবিধ শোকে সন্তপ্ত হইয়া অতি-কঠোর শপথদ্বারা শপথ করত অচেতনবৎ হইলে, কৌসল্যা দেবী তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “পুত্র! তুমি বিবিধ শপথ করিয়া আমার প্রাণে পীড়া প্রদান করিতেছ,—তোমার ঈদৃশ শপথ করা আমার অতীব দুঃখদায়ক হইতেছে। বৎস! ভাগ্যানুসারেই তোমার অন্তঃকরণ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই। সে যাহা হউক, এখন যদি সত্য-প্রতিজ্ঞ হও, তবে সাধুগণের গম্য লোকে গমন করিবে।”

কৌসল্যা দেবী অতীব দুঃখিতা হইয়া সেইরূপ বলিয়া ভ্রাতৃবৎসল মহাবাহু ভরতকে ক্রোড়ে করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। দুঃখার্ত্ত হইয়া ঐরূপ বিলাপ করিতে করিতে, মহাত্মা ভরতেরও মন শোকা-বেগে ও মোহে আকুল হইল। তিনি ভূতলে পতিত, অচেতনপ্রায় ও অবসন্নচিত্ত হইয়া মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বিলাপ করিতে থাকিলে, সেই রজনী যেন তাঁহার শোকেই অতীতা হইল!

ইতি পঞ্চসপ্তত সর্গ॥ ৭৫॥

ষট্‌সপ্তত সর্গ।

শ্রেষ্ঠবাক্যবক্তা বাগ্মিপ্রবর বসিষ্ঠ ঋষি তাদৃশ শোকাকুল কেকয়ীতনয় ভরতকে ইহা বলিলেন, “হে যশঃসম্পন্ন রাজপুত্র! তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি শোক করিও না; সময় উপস্থিত, রাজা দশরথের প্রেতসৎকার কর।”

ধর্ম্মজ্ঞ ভরত, বসিষ্ঠ ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তদীয় বাক্যানুসারে অমাত্যগণ দ্বারা প্রেতকার্য্যের আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর তিনি সেই মহীপতি দশরথকে তৈলপূর্ণ কটাহ হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক অগ্রে ভূতলে স্থাপন করিয়া পরে নানাবিধ রত্নশোভিত উৎকৃষ্ট শয়নে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎকালে রাজার বদনমণ্ডল পীতবর্ণ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে যেন প্রসুপ্ত বোধ হইতে লাগিল। পরে ভরত তাঁহাকে উদ্দেশিয়া অত্যন্ত দুঃখিতভাবে এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! আপনার এ কি অভিপ্রায় হইয়াছে? — হে মহারাজ! আমি স্থানান্তরে গমন করিলে, আপনি মহাবলশালী ধর্ম্মজ্ঞ রাম ও লক্ষ্মণকে বিবাসিত করিয়া, যাঁহার কার্য্যে কাহারও ক্লেশ হয় না, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকর্তৃক পরিত্যক্ত এই দুঃখিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গমন করিতেছেন? হে পিতঃ! আপনি স্বর্গে গমন করিলেন এবং রামও বনবাসী হইয়াছেন; অধুনা আপনার এই নগরীতে কে আর প্রজাগণের যোগ-ক্ষেম বিধান করিবে? হে রাজন্! এই পৃথিবী দেবী আপনার মরণে বিধবা হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন না; আমার বোধ হইতেছে যে, এই নগরী চন্দ্রবিহীনা রজনীর সাদৃশ্য লাভ করিয়াছে।"

ভরত দীনমনা হইয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে, মহামুনি বসিষ্ঠ তাঁহাকে আবার এই কথা বলিলেন, "হে মহাবাহো! এই রাজার ঔর্দ্ধদেহিক প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে; তুমি বিচার পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিচলিত চিত্তে তৎসমস্ত সমাধা কর।"

অনন্তর ভরত "যে আজ্ঞা" বলিয়া বসিষ্ঠ ঋষির সেই বাক্য অভিনন্দনপূর্ব্বক ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্যদিগকে স্ব স্ব কার্য্য-সমাধানার্থ সর্ব্বতোভাবে ত্বরান্বিত করিলেন। তখন নরেন্দ্র দশরথের অগ্নিহোত্রাগার হইতে যে সমস্ত অগ্নি তথায় আনীত হইয়াছিল, ঋত্বিক্ ও যাজকগণ সেই সমস্ত অগ্নিতেই যথাবিধি হোম করিলেন। অনন্তর পরিচারকবর্গ দুঃখিতমানস ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সেই মৃত মহীপতিকে শিবিকামধ্যে আরোপণ করিয়া বহন করিতে লাগিল এবং রাজার অগ্রে অগ্রে অনেক ব্যক্তি সুবর্ণ, হিরণ্য ও বহুবিধ বস্ত্র রাজপথে বিকীরণ করত যাইতে থাকিল। সেই সময়ে অপর কয়েক ব্যক্তি চিতা-মধ্যে সরল, পদ্মক ও দেবদারু কাষ্ঠ এবং চন্দন, অগুরু, নির্য্যাস (গুগ্‌গুলাদি) ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য নিক্ষেপ করিল। পরে তদীয় ঋত্বিক্‌গণ সেই চিতাস্থানে উপস্থিত হইয়া রাজাকে তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া হুতাশনে হবনপূর্ব্বক তৎকালোচিত মন্ত্রসমস্ত জপ করিলেন এবং সমাগত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রানুসারে সাম গান করিলেন। সেই সময়ে রাজমহিলারা বৃদ্ধগণে পরিবৃতা হইয়া যথাযোগ্য শিবিকা ও রথাদিদ্বারা নগরী হইতে নির্গতা হইলেন। পরে ঋত্বিক্‌গণ ও কৌসল্যা প্রভৃতি রাজমহিলারা অতীব শোকতাপিতা হইয়া সেই অগ্নিব্যাপ্ত নরপতিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সময়ে দীনভাবে রোদনকারিণী সহস্র সহস্র দুঃখার্ত্তা নারীদিগের, ক্রৌঞ্চীদিগের ন্যায় রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর রাজমহিলারা ব্যাকুলমানসা হইয়া রোদনপূর্ব্বক বারংবার বিলাপ করত সরযূতীরে যাইয়া স্ব স্ব যান হইতে অবতরণ করিলেন। পরে সেই সমস্ত রাজমহিলা, পুরোহিত ও অমাত্যেরা ভরতের সহিত উদককার্য্য সমাধা করিয়া পুরীতে প্রবেশপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভূমিতলে থাকিয়া অতিদুঃখে দশ দিবস অতিবাহন করিলেন।

ইতি ষট্‌সপ্ততম সর্গ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততম সর্গ।

অনন্তর দশ দিবস অতীত হইলে, একাদশ দিবসে রাজনন্দন ভরত কৃতশৌচ হইয়া পর-

দিবসে শ্রাদ্ধকার্য্য সমস্ত ঋত্বিক্‌গণদ্বারা সম্পাদন করিলেন। পরে তিনি পিতা রাজা দশরথের পারত্রিক মঙ্গলার্থ ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অন্ন, ধন, বস্ত্র, রজত এবং অনেক ছাগ, গো, দাস, দাসী ও বৃহৎ বৃহৎ গৃহ সমস্ত দান করিলেন। অনন্তর ত্রয়োদশ দিবসে প্রভাত সময়ে সেই মহাবাহু ভরত শোকে কাতর হইয়া কিয়ৎকাল বিলাপ করিলেন। পরে তিনি পিতার অস্থিচয়নার্থ তদীয় চিতা সমীপে যাইয়া অতি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে উদ্দেশিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে ইহা বলিলেন, "হে পিতঃ! আপনি যাঁহার প্রতি আমার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রাম বনে গমন করিলে, আপনি আমাকে শূন্যা নগরীতে পরিত্যাগ করিলেন! রাজন্! যাঁহার একমাত্র গতি পুত্র অরণ্যবাসী হওয়ায় অপর গতি নাই, হে পিতঃ! আপনি সেই জ্যেষ্ঠা জননী কৌসল্যা দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন?"

অনন্তর ভরত, যথায় পিতার শরীর দগ্ধ হইয়াছে, সেই দগ্ধাস্থিসমাকুল ভস্মসমাচ্ছন্ন ধূসরবর্ণ চিতাস্থান অবলোকন করিয়া বিলাপ করত বিষাদ লাভ করিলেন এবং দীনভাবে রোদন করত, উত্থাপন কালে হঠাৎ পতিত যন্ত্রবন্ধ সমুচ্ছ্রিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন। পরে সেই পবিত্রসঙ্কল্প ভরতের অমাত্যেরা, পুণ্যক্ষয়কালে নিপতিত যযাতির নিকটে ঋষিগণের ন্যায়, তাঁহার মীপে গমন করিলেন। ভরতকে নিতান্ত াকাতুর দেখিয়া, শত্রুঘ্নও রাজা দশরথকে রণ করিয়া সংজ্ঞাবিহীন হইয়া ভূতলে তিত হইলেন। তিনি পিতার তত্তৎকালীন দই সেই গুণ সমস্ত স্মরণ করিয়া নিতান্ত :খিত ও উন্মত্তের ন্যায় সংজ্ঞারহিত হইয়া রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হা! মন্থরা াহার উৎপত্তিস্থান এবং কেকয়ী যাহার াহ; সেই বরদানরূপ অপার শোকসাগর ামাদিগকে নিমগ্ন করিল!—পিতঃ! আপনি বরন্তর যাঁহাকে পালন করিয়াছেন এবং াহার এখনও বালভাব বিগত হয় নাই; সেই সুকুমার ভরত বিলাপ করিতেছেন, তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, আপনি কোথায় গমন করিলেন! হা! আপনিই আমাদিগের সকলকে যান, বস্ত্র, আভরণ ও ভোজ্য দ্বারা তর্পিত করিতেন, এক্ষণে তাহা আর কে করিবে! হে বিশুদ্ধচিত্ত ধর্ম্মজ্ঞ মহীপাল! আপনার বিরহে এই পৃথিবীর বিদীর্ণা হওয়া উচিত; কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না যে, কেন বিদীর্ণা হইতেছে না! রাম অরণ্যবাসী ও পিতা স্বর্গগামী হইলেন; সুতরাং আমার আর জীবন ধারণের কি শক্তি আছে? আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব! আমি পিতা ও ভ্রাতার বিরহে এই ইক্ষ্বাকুবংশীয়-পালিতা শূন্যা অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিতে পারিব না, বরং তপোবনে প্রবেশ করিব।"

ভরত ও শত্রুঘ্নের তাদৃশ বিলাপ শ্রবণ করিয়া এবং সেই বিপদ্ দেখিয়া, তাঁহাদিগের অনুচরগণ সকলেই অতীব আর্ত্ত হইল। তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন, উভয়েই শ্রান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ভূমিতলে বিলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের পিতৃপুরোহিত বিশুদ্ধপ্রকৃতি সর্ব্বজ্ঞ বসিষ্ঠ ঋষি তাদৃশাবস্থ ভরতকে উত্থাপন করিয়া এই বাক্য বলিলেন, "হে সর্ব্বকার্য্যদক্ষ! অদ্য ত্রয়োদশ দিবস হইল, তোমার পিতার দাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে; অদ্য তোমাকে কেবল তাঁহার অস্থি চয়নপূর্ব্বক চিতাভূমি শোধন করিতে হইবে; তুমি কেন বৃথা বিলম্ব করিতেছ? ইহলোকে সত্তা—উৎপত্তি, বৃদ্ধি—ক্ষয় ও পরিণাম—বিনাশ, এই ত্রিবিধ দ্বন্দ্ব সকল প্রাণীকেই অশেষরূপে অধিকার করিয়াছে; কাহারও ঐ ত্রিবিধ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই; অতএব তোমার এরূপ ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়।"

সেই সময়ে তত্ত্বজ্ঞ সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে উত্থাপনপূর্ব্বক প্রসাদন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত প্রাণীরই উৎপত্তি-বিনাশ শ্রবণ করাইলেন। তৎকালে সেই দুই যশস্বী নরশ্রেষ্ঠ উত্থিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ষাজলপরিক্লিন্ন ইন্দ্রধ্বজের

ন্যায় বিরাজমান হইলেন। পরে সেই দুই রাজনন্দন সংরক্তলোচন হইয়া বিলাপসহকারে অশ্রুমার্জ্জনা করিতে থাকিলে অমাত্যগণ তাঁহাকে অপরাপর কার্য্যনিমিত্ত ত্বরান্বিত করিলেন।

ইতি সপ্তসপ্তত সর্গ ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্তত সর্গ।

অনন্তর ভরত, শোকে সম্যক্ তাপিত হইয়া রামসমীপে গমনার্থ তৎপর হইলে লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "যিনি সঙ্কটসময়ে সমস্ত প্রাণিবর্গের আশ্রয়স্বরূপ হইতেন, সেই রাম যে বিপৎকালে আপনার আশ্রয়স্বরূপ হইতে পারিতেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে? হায়! তিনি তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও মহিলা দ্বারা অরণ্যে বিবাসিত হইলেন। হা! বলবীর্য্যসম্পন্ন লক্ষ্মণই বা কেন পিতার নিগ্রহ করিয়া রামকে মুক্ত করিলেন না। রামবিবাসনের পুর্ব্বে যখন রাজা দশরথ নারীর বশীভূত হইয়া নীতিগর্হিত পথ অবলম্বন করেন, তখনই ন্যায্যান্যায্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার নিগ্রহ করা উচিত ছিল!"

লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন সেইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে কুব্জা সমস্ত আভরণে ভূষিতা হইয়া সেই গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিতা হইল। তখন সে অঙ্গে চন্দন লেপনপূর্ব্বক রাজার্হ বস্ত্র পরিধান করিয়া যথাস্থানে সেই সেই বহুবিধ ভূষণে বিভূষিতা হইয়াছিল; পরন্ত বহু রজ্জু দ্বারা আবদ্ধা হইয়া, বানরী যেরূপ শোভিতা হয়, সে বিচিত্র মেখলা ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট ভূষণ দ্বারা ভূষিতা হইয়া সেইরূপ শোভিতা হইয়াছিল। দৌবারিক সেই নিতান্ত পাপকারিণী কুব্জাকে অবলোকন করিয়াই নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক শত্রুঘ্নের নিকট যাইয়া তাঁহাকে ইহা নিবেদন করিল, "যাহার নিমিত্ত রাম বনবাসী হইয়াছেন, এবং আপনাদিগের পিতা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই পাপাচারিণী নৃশংসস্বভাবা কুব্জা; আপনি ইহার যেরূপ নিগ্রহ করিতে অভিপ্রায় করেন, সেইরূপ নিগ্রহ করুন।"

তখন নিতান্ত দুঃখাক্রান্ত শত্রুঘ্ন সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক অন্তঃপুরচারী ব্যক্তিসকলকে ইহা বলিলেন, "যাহা হইতে আমার পিতার ও ভ্রাতাদিগের উৎকট দুঃখ ঘটিয়াছে, এই সেই নৃশংসস্বভাবা কুব্জা; এ সেই কার্য্যের ফলভোগ করুক।"

সেইরূপ বলিয়া শত্রুঘ্ন বলপূর্ব্বক সখীগণপরিবৃতা কুব্জাকে গ্রহণ করিলেন। তখন সে চীৎকার করিয়া সেই গৃহ নিনাদিত করিল। অনন্তর তাহার সখীরা সকলে শত্রুঘ্নকে ক্রোধান্বিত দেখিয়া অতীব তাপিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল; পরে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া এরূপ মন্ত্রণা করিল, "ইনি যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, আমাদিগের কাহাকেও অবশেষ রাখিবেন না; অতএব এক্ষণে আমাদিগের সেই দয়াশীলা বদান্য-স্বভাবা ধর্ম্মজ্ঞা যশস্বিনী কৌসল্যা দেবীর আশ্রয় লওয়া উচিত; তিনিই আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারেন।"

এদিকে সেই ক্রোধাক্রান্ত শত্রুশাস্তা শত্রুঘ্ন তখন কুব্জাকে ভূমিতলে পাতিত করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; সেও চীৎকারসহকারে রোদন করিতে থাকিল। সেই মন্থরা শত্রুঘ্ন-কর্ত্তৃক ভূমিতলে আকৃষ্যমানা হইলে, তাহার সেই বিবিধ বিচিত্র ভূষণ সমস্ত ভূমিতলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। একে ত সেই রাজ-ভবন শোভা-সমন্বিতই ছিল, তাহে আবার তৎকালে তাহাতে সেই সমস্ত ভূষণ বিস্তৃত হওয়ায়, তাহা আরও সমধিক শোভিত হইয়া শরৎকালীন গগণের সাদৃশ্য ধারণ করিল। সেই বলবান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন ক্রোধ-প্রবৃত্ত বল-সহকারে কুব্জাকে গ্রহণ করিয়া কেকয়ীকে ভর্ৎসনা করত বহুতর পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কেকয়ী, শত্রুঘ্নের সেই সেই অতি দুঃখদায়ক পরুষ বাক্যসকলের দ্বারা অতীব দুঃখিতা ও তাঁহার ভয়ে ত্রাসান্বিতা হইয়া পুত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ভর

শত্রুঘ্নকে অতীব ক্রোধাক্রান্ত অবলোকন করিয়া তাঁহাকে ইহা বলিলেন, "রমণীরা সমস্ত প্রাণীরই অবধ্যা; অতএব তুমি ইহাকে ক্ষমা কর। যদি সেই ধার্ম্মিক রাম আমাকে 'মাতৃঘাতী' বলিয়া আমার প্রতি অসূয়া না করেন, তবে আমি এই পাপস্বভাবা দুষ্টাচারিণী কেকয়ীকে এখনই হনন করি। ভ্রাতঃ সেই রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা রাম যদি ইহাও জানিতে পারেন যে, আমরা এই কুব্জাকে হনন করিয়াছি, তবে তিনি তোমার বা আমার সহিত সম্ভাষাও করিবেন না, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন দোষ-প্রযুক্ত উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন; সেই মূর্চ্ছাবস্থাপন্না কুব্জাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরে অতিঃদুখার্ত্তা সেই কুব্জা কেকয়ীর পদতলে পতিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত দীনভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। তখন ভরত-জননী কেকয়ী দেবী, শত্রুঘ্নের আকর্ষণ-প্রযুক্ত মোহাবস্থাপন্না ও অতীব আর্ত্তা সেই কুব্জাকে, বিলীন-ক্রৌঞ্চীর ন্যায় প্রতীয়মানা দেখিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

ইতি অষ্টসপ্ততি সর্গ ৭৮

একোনাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসে প্রভাত সময়ে রাজকার্য্য-নির্ব্বাহকারী অমাত্যেরা সকলে মিলিত হইয়া ভরতকে এই বাক্য বলিলেন, "যিনি আমাদিগের গুরু হইতেও সমধিক মান্য ছিলেন, সেই রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ও মহাবলশালী লক্ষ্মণকে বিবাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে যশঃসম্পন্ন রাজনন্দন! আপনি অধুনা আমাদিগের রাজা হউন; ঘটনাক্রমেই এক্ষণ পর্য্যন্ত এই রাজ্যবাসী লোকেরা নায়কবিহীন হইয়াও কোন অকার্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই। হে রঘুবংশীয় রাজনন্দন! অমাত্য প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ ও পৌরগণ এই সমস্ত অভিষেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন; অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ ভরত! আপনি পিতৃপিতামহ-প্রাপ্ত এই অক্ষয় রাজ্য গ্রহণ করুন, —স্বয়ং রাজ্যে অভিষিক্ত হউন এবং আমাদিগকে নিরন্তর পালন করুন।"

অনন্তর সেই কৃতনিশ্চয় ভরত অভিষেক-দ্রব্য সমস্ত প্রদক্ষিণ করিয়া সেই সমস্ত ব্যক্তিদিগকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "আমাদিগের এই বংশে জ্যেষ্ঠেরই রাজত্ব হওয়া উচিত; তোমাদিগেরও এ বিষয় বিদিত আছে; অতএব তোমাদিগের আমাকে এরূপ বলা উপযুক্ত নয়। রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তিনিই রাজা হইবেন; আমি অরণ্যে যাইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস করিব। আমি সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রামকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আনয়ন করিব; তোমরা চতুরঙ্গবলসমন্বিতা মহতী সেনা যোজনা কর। আমি রামকে অভিষেক করিবার জন্য এই সুকল্পিত অভিষেক-দ্রব্য সমস্ত অগ্রে করিয়া অরণ্যে গমন করিব এবং তথায় সেই নরশ্রেষ্ঠ রামকে অভিষেক করিয়া, যজ্ঞশালা হইতে অগ্নির ন্যায় অগ্রে করত আনয়ন করিব। আমি এই মাতৃনামমাত্রধারিণী মাতার অভিলাষ সফল করিব না; পরন্তু দুর্গম অরণ্যে যাইয়া বাস করিব; রামই রাজা হইবেন। তোমরা শিল্পিগণ দ্বারা পথ প্রস্তুত কর এবং পথিমধ্যে, কি সুগম, কি দুর্গম, সকল স্থানেই এরূপ রক্ষিগণ নিযুক্ত কর, যাহারা দুর্গম প্রদেশে অক্লেশে বিচরণ করিতে পারে।"

রাজনন্দন ভরত, রামের নিমিত্ত সেইরূপ বলিলে, তত্রত্য সমস্ত ব্যক্তিই তাঁহাকে এই মনোহর উৎকৃষ্ট বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "আপনি, জ্যেষ্ঠ রাজনন্দন রামকে পৃথিবী প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়া আমাদিগের নিকট যে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন; তজ্জন্য পদ্মাসনা লক্ষ্মী দেবী আপনাকে আশ্রয় করুন।"

রাজনন্দন ভরতের কথিত সেই অত্যুত্তম বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া আর্য্যদিগের নয়ন-

হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। অমাত্য ও [illegible] সচিবেরা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিগতশোক ও হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার বাক্যানুসারেই আপনাদিগের অনুরক্ত রক্ষক ও শিল্পিগণকে সত্বর যাইতে আদেশ করা হইল।"

ইতি একোনাশীতিতম সর্গ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম সর্গ।

অনন্তর যাহারা পরীক্ষা দ্বারা ভূতলের অধস্তন বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে এবং যাহাদিগের সূত্রদ্বারা পরিমাণ করিতে দক্ষতা আছে, সেই খননদক্ষ শৌর্য্যসম্পন্ন খনক, যন্ত্র-পরিচালক, বৈতনিক স্থপতি, যন্ত্রনির্ম্মাণদক্ষ বর্দ্ধকি, বৃক্ষচ্ছেদক, মার্গরক্ষক, সূপকার, সুধা-কার, বংশকার ও চর্ম্মকারেরা মার্গনির্ম্মাণার্থ প্রস্থিত হইল। পরিদর্শনদক্ষ মার্গপরিদর্শকেরা তাহাদিগের অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিলেন। সেই বিপুল জনসমূহ হর্ষসহকারে সেই প্রদেশ উদ্দেশে দ্রুত গমন করত, পর্ব্বকালীন সাগরীয় মহাতরঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। সেই মার্গনির্ম্মাণদক্ষ ব্যক্তিরা খনিত্রদাত্রাদি বহুবিধ করণ-সমন্বিত হইয়া স্ব স্ব অবসরক্রমে অগ্রে অগ্রে প্রস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা বিবিধ বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, স্থাণু ও প্রস্তর সমস্ত ছেদন করত পথ প্রস্তুত করিতে থাকিল। কেহ কেহ বৃক্ষরহিত প্রদেশে বৃক্ষ সকল রোপণ করিল। কেহ কেহ কোন কোন স্থানে টঙ্ক, কুঠার ও দাত্র দ্বারা প্রস্তরাদি ছেদন করিল। কোন কোন বিপুল-বলশালী ব্যক্তিরা দৃঢ়মূল বীরণ স্তম্ব সমস্ত, উৎপাটন করিয়া উন্নতানত স্থান সকল সমান করিল। অপর অনেক ব্যক্তি পাংসু দ্বারা কূপ, বিস্তৃত গর্ত্ত ও নিম্ন প্রদেশ সমস্ত পূরণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সমান করিল। অনেক ব্যক্তি, যথায় যথায় সেতু বন্ধন করা আবশ্যক, তথায় তথায় সেতু বন্ধন করিল এবং সেই সেই কঙ্করভূয়িষ্ঠ প্রদেশ সমস্ত চূর্ণিত করিল, আর ভেদনীয় প্রদেশ সমস্ত ভেদ করিল। অনেকে অচিরকালমধ্যে যথায় যথায় [illegible] সমস্ত [illegible] সেই সেই স্থান বন্ধন করিয়া সিন্ধ্বাকার সাগরসাদৃশ্যধারী বহু জলশালী বহুজলাশয় প্রস্তুত করিল এবং নির্জ্জল প্রদেশ সকলে [illegible] বহুবিধ উৎকৃষ্ট সরোবর সমস্ত খনন করিল। সেই পথের পরিসর সুধালিপ্ত হইল; তাহার উভয় পার্শ্বে পুষ্পিত বৃক্ষসকল শোভা বিস্তার করিতে লাগিল; তাহাতে যথাস্থানে পতাকাসকল সন্নিবেশিত হইল; তাহা প্রমত্ত বিহঙ্গগণের কলরবে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল; তাহাতে সময়ে সময়ে চন্দনবাসিত জলসেক হইতে লাগিল; এবং তাহা স্থানে স্থানে বিস্তৃত বিবিধ পুষ্পসমূহে ভূষিত হইল; সুতরাং সেই সেনাগমাগমের পথ সম্যক্ শোভা-সমন্বিত হইয়া দেবপথের সাদৃশ্য ধারণ করিল। অনন্তর সেই সমস্ত কার্য্যাধ্যক্ষেরা মহাত্মা ভরতকে জানাইয়া তাঁহার আদেশানুসারে যথায় যথায় অনেক সুস্বাদু ফল, অল্প পরিশ্রমে লভ্য হয়, সেই সেই রমণীয় প্রদেশে তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ শিবিরসকল নির্ম্মাণ করিলেন এবং কনককলসাদি দ্বারা তাহাদিগকে এরূপ সমধিক শোভিত করিলেন যে, তাহারা সেই পথের অলঙ্কারস্বরূপ হইল। জ্যোতির্ব্বেদজ্ঞেরা প্রশস্ত নক্ষত্রসমন্বিত সুপ্রশস্ত মুহূর্ত্তে মহাত্মা ভরতের নিমিত্ত শিবিরসকল সংস্থাপন করিলেন। চতুর্দ্দিকে উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত প্রতিমা-সমূহে বিরাজিত পরিখায় পরিব্যাপ্ত সুধালিপ্ত প্রাকারে পরিবেষ্টিত, উৎকৃষ্ট রথ্যা-সমূহে শোভান্বিত, প্রাসাদ-সমূহে বিভূষিত, সুনির্ম্মিত মহাপথসকলে বিরাজিত, স্থানে স্থানে পতাকা-সমূহে শোভিত এবং আকাশস্থ বেদিকা-তুল্য সমুচ্ছ্রিত অগ্রভাগে বিটঙ্কসমন্বিত সপ্তভূমিক গৃহসমূহে বিরাজিত, সেই সমস্ত কর্পূরসমাকীর্ণ শিবির অতীব শোভান্বিত হইল; অধিক কি, ইন্দ্র-নগরীর সাদৃশ্য ধারণ করিল। ক্রমে সেই রমণীয় রাজপথ, সুদক্ষ শিল্পিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ বৃক্ষ-বিরাজিত তীরবর্ত্তী কাননে শোভিতা এবং শীতল ও নির্ম্মল জল-সমন্বিতা বৃহৎ বৃহৎ

মৎস্যসমাকুলা গঙ্গানদীর তীর অবধি নির্ম্মিত হইয়া রজনীকালে চন্দ্র ও তারাগণ-সমলঙ্কৃত নির্ম্মল গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল।

ইতি অশীতিতম সর্গ ॥ ৮০ ॥

একাশীত সর্গ।

অনন্তর বসিষ্ঠাভিপ্রেত-ভরতাভিষেকে দিবসের পূর্ব্বরজনী গতপ্রায়া হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে বক্তৃতাদক্ষ সূত ও মাগধেরা মঙ্গল-প্রতিপাদক স্তবদ্বারা ভরতকে স্তব করিতে লাগিল। প্রহরে প্রহরে যাহা বাদিত হইয়া থাকে, সেই দুন্দুভি স্বর্ণকোণ দ্বারা বাদিত হইতে থাকিল। শঙ্খ ও অপরাপর সুন্দর বাদ্য-সকলের ধ্বনি হইতে লাগিল। সেই গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি যেন আকাশমণ্ডল নিনাদিত করিয়া তুলিল এবং শোকসন্তপ্ত ভরতকে আরও শোকাক্রান্ত করিল। তখন ভরত প্রতিবুদ্ধ হইয়া সেই সকল ব্যক্তিদিগকে "আমি রাজা নহি" ইহা বলিয়া সেই শব্দ নিবারণ করিয়া শত্রুঘ্নকে এই বাক্য বলিলেন, "শত্রুঘ্ন! দেখ, কেকয়ী লোকের কি মহৎ অপকার করিয়াছে! রাজা দশরথ সমস্ত দুঃখভার আমার উপর নির্ভর করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন! সেই ধার্ম্মিকপ্রবর মহাত্মা দশরথের এই ধর্ম্মপ্রাপ্তা রাজশ্রী, জলমধ্যে নাবিকবিহীনা নৌকার ন্যায়, ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে! এমত সময়ে যিনি আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেন, আমার এই জননী ধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ংই সেই রঘুনন্দন রামকে অরণ্যে বিবাসিত করিয়াছে!"

ভরতকে অচেতন হইয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া সমস্ত মহিলারা দৈন্য লাভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভরত সেইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমত সময়ে রাজধর্ম্মাভিজ্ঞ মহাযশা বসিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনাথের সভায় প্রবেশ করিলেন। সেই সর্ব্ববেদাভিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা বসিষ্ঠ, শিষ্যগণের সহিত দেবসভার ন্যায় রমণীয়া সেই স্বর্ণনির্ম্মিতা ও মণিখচিতা সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে তিনি উৎকৃষ্ট আস্তরণে সমাবৃত কাঞ্চনময় পীঠে উপবেশন করিয়া দূতদিগকে আদেশ করিলেন, "আমাদিগের এরূপ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, কি যাহা সত্বর নির্ব্বাহ করিতে হইবে; অতএব তোমরা শীঘ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সৈনিক ও সেনানায়কদিগকে এখানে আনয়ন কর। তোমরা যশস্বী ভরত, শত্রুঘ্ন ও অপরাপর রাজনন্দনদিগকে এবং সুমন্ত্র, যুধাজিৎ ও যাঁহারা এই রাজবংশের হিতকারী, তাঁহাদিগকেও এখানে আনয়ন কর।"

অনন্তর রথ, অশ্ব ও গজগণদ্বারা আগমনকারী মানবদিগ হইতে তুমুল কোলাহল সমুৎপন্ন হইল। পরে ভরত আগমন করিতে থাকিলে প্রকৃতিগণ, পূর্ব্বে রাজা দশরথকে যেরূপ অভিনন্দিত করিতেন এবং অমরগণ মহেন্দ্রকে যেরূপ অভিনন্দিত করেন, তাঁহাকে সেইরূপ অভিনন্দিত করিলেন। পূর্ব্বে সেই সভা দশরথের দ্বারা শোভিতা হইয়া যেরূপ তিমিনাগ-সমাবৃত মণি-শঙ্খ-রূপ-শর্কর-সমন্বিত স্তিমিতজল সমুদ্রের সদৃশী হইত, তখন দশরথতনয় ভরতের দ্বারা শোভিতা হইয়াও সেইরূপই হইল।

ইতি একাশীত সর্গ ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীত সর্গ।

অনন্তর বুদ্ধি-সম্পন্ন ভরত দর্শন করিলেন যে, সেই আর্য্যগণ-সমাকুলা বসিষ্ঠাধিষ্ঠিতা সভা পূর্ণচন্দ্র-শোভিতা পৌর্ণমাসী নিশার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। একে ত সেই সভা উৎকৃষ্টাই ছিল, তাহে আবার তৎকালে স্ব স্ব আসনে উপবেশনকারী আর্য্যদিগের অঙ্গরাগ ও বস্ত্রশোভায় শোভিতা হইয়া আরও উৎকৃষ্টতা লাভ করিল। শরৎকালে পূর্ণচন্দ্র-সমন্বিতা রজনী যেরূপ মধুর-দর্শনা হয়, সেই বিজ্ঞানাধিষ্ঠিতা মনোহারিণী সভা সেইরূপ মধুর-দর্শনা হইল। অনন্তর রাজপুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ বসিষ্ঠ রাজ-সম্বন্ধীয় প্রকৃতি-বর্গকে অবলোকন করিয়া মৃদু স্বরে

ভরতকে এই বাক্য বলিলেন, "বৎস! রাজা দশরথ নিয়ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া তোমাকে এই ধন-ধান্য-সমাকুল পৃথিবী-রাজ্য প্রদান করত স্বর্গে গমন করিয়াছেন। সেই সত্যধর্ম্ম-নিরত রাম সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, সমুদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্না পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ পিতার আদেশ পরিত্যাগ করেন নাই। তুমি অমাত্যদিগকে প্রমুদিত করত পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত এই অকণ্টক রাজ্য ভোগ কর, শীঘ্র স্বয়ং অভিষিক্ত হও। উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও পশ্চিমান্ত প্রদেশ-বাসী এবং সমুদ্র-তীর-প্রবাসী নরপতিসকল ও কেরলেরা তোমাকে কোটি কোটি রত্ন উপ-হার প্রদান করুন।"

ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব শোকাক্রান্ত হইলেন এবং ধর্ম্মলাভ-বাসনায় মনে মনে রামকে স্মরণ করিলেন। পরে সেই যৌবন-সম্পন্ন কলহংস-তুল্য স্বরশালী ভরত, সভামধ্যে পুরোহিত বসিষ্ঠকে নিন্দা করত বাষ্প-গদ্গদ-স্বরে এরূপ বিলাপ করি-লেন, "যিনি ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সম্যক্ কৃতবিদ্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানেই তৎপর আছেন; মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি সেই ধীমানের রাজ্য হরণ করিতে পারে? যে, রাজা দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে কিপ্রকারে পরের রাজ্য অপহরণ করিবে? এ রাজ্য রামের এবং আমিও তাঁহার অধীন; হে মহর্ষে! এমত স্থলে আপনার আমাকে ধর্ম্মবাক্য বলাই উচিত। দিলীপ এবং নহুষের ন্যায় ধর্ম্মাত্মা ও গুণশ্রেষ্ঠ সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রামই দশরথের ন্যায় রাজ্য লাভ করিতে যোগ্য; যদি আমি অনার্য্যগণসেবিত পাপ আচরণ করি, অর্থাৎ এই রাজ্য গ্রহণ করি, তবে ইহ-লোকে ইক্ষ্বাকু-কুলের কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া বিখ্যাত হইব এবং অন্তে স্বর্গ লাভ করিব না। আমার জননী হইতে যে পাপ অনু-ষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আমার অভিপ্রেত হইতেছে না; আমি এখানে থাকিয়াই কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই দুর্গম অরণ্য-স্থিত নরবর রামকে প্রণাম করিতেছি। তিনিই এ রাজ্যের রাজা; তিনি ত্রৈলোক্যেও রাজা হইবার উপযুক্ত; আমি তাঁহারই অনুগামী হইব।"

সেই সভাস্থ সকলেরই চিত্ত রামের প্রতি আসক্ত ছিল; সুতরাং ভরতের সেই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা সকলেই আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, "যদি আমি সেই আর্য্য রামকে বন হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিতে না পারি, তবে আর্য্য লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও সেই অরণ্যে বাস করিব। আমি সদ্গুণশালী সাধুস্বভাবশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ আর্য্যদিগের সমক্ষে তাঁহাকে অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সমস্ত উপায় অবলম্বন করিব। আমি পূর্ব্বেই, কি বৈতনিক, কি অবৈতনিক, সমস্ত মার্গনির্ম্মাণদক্ষদিগকে মার্গনির্ম্মাণার্থ প্রস্থাপিত করিয়াছি; এক্ষণে আমার তথায় যাওয়াই অভিপ্রেত হইতেছে," এরূপ বলিয়া ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মাত্মা ভরত সমীপস্থ মন্ত্রণাদক্ষ সুমন্ত্রকে ইহা বলিলেন, "সুমন্ত্র! তুমি আমার আদেশানুসারে শীঘ্র উত্থিত হইয়া গমন কর এবং সকলকে আমার গমনবার্ত্তা জানাইয়া সৈন্যদিগকে আনয়ন কর।"

মহাত্মা ভরতকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া সুমন্ত্র হর্ষসহকারে সকলকে, ইষ্ট বিবরণের ন্যায়, সেই আদিষ্ট বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন। রঘুনন্দন রামকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত সৈন্য-দিগকেও যাত্রা করিতে আদেশ হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, সেই সকল প্রকৃতি ও সৈন্যা-ধ্যক্ষেরা অতীব আনন্দিত হইলেন। অনন্তর, রামানয়নরূপ উৎসবার্থ গমন জানিয়া, যোধা-ঙ্গনারা সকলে গৃহে গৃহে স্ব স্ব স্বামীকে হর্ষসহকারে গমনার্থ ত্বরান্বিত করিতে লাগিল। সেই সৈন্যাধ্যক্ষেরা অশ্ব, শকট ও মনের ন্যায় অতিশীঘ্রগামী রথদ্বারা সমস্ত সৈন্যদিগকে পত্নীগণের সহিত গমনার্থ নিয়োগ করিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ গমনার্থ সজ্জীভূত হইয়াছে দেখিয়া ভরত, গুরু বসিষ্ঠের সন্নিধানেই পার্শ্ব-দেশে অবস্থিত সুমন্ত্র সারথিকে "রথ যোজনা করিতে ত্বরান্বিত কর," ইহা বলিলেন। তিনি "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার-

পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট হয়গণে যোজিত রথ লইয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। সেই সত্য-বিষয়ে দৃঢ়বিক্রমসম্পন্ন প্রতাপশালী সত্যনিষ্ঠ রঘুনন্দন ভরত, মহারণ্যগত যশস্বী গুরু রামকে প্রসন্ন করিবার মানসে তৎকালোচিত বাক্য প্রয়োগ করত সুমন্ত্রকে ইহা বলিলেন, "সুমন্ত্র! আমি সেই বিপিনস্থিত রামকে জগতের হিত-নিমিত্ত প্রসন্ন করিয়া এখানে আনয়ন করিতে অভিলাষ করি; তুমি শীঘ্র উত্থিত হইয়া সৈন্য-দিগকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সৈন্যাধ্যক্ষদিগের নিকটে গমন কর।"

সূতনন্দন সুমন্ত্র ভরতকর্তৃক সেইরূপ আজ্ঞা-পিত ও সম্যক্‌পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রধান প্রধান প্রকৃতি, সৈন্যাধ্যক্ষ ও আত্মীয়দিগকে সেই আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর গৃহে গৃহে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা উদ্যমযুক্ত হইয়া উষ্ট্র, রথ, খর, হস্তী ও সৎকুল-জাত অশ্বসকল সজ্জিত করিলেন।

ইতি দ্ব্যশীত সর্গ। ৮২॥

ত্র্যশীত সর্গ।

অনন্তর প্রাতঃকালে ভরত উত্থিত হইয়া উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া রামদর্শনাভি-লাষে শীঘ্র প্রস্থিত হইলেন। পুরোহিত ও অমাত্যসকল হয়গণ-যোজিত সূর্য্যরথতুল্য প্রভাশালী রথসমূহে আরোহণ করিয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন। যথাবিধি সুসজ্জিত নব সহস্র হস্তী সেই গমনকারী ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন ভরতের অনুগামী হইল। ধনু ও বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন ষষ্টি সহস্র রথী এবং এক লক্ষ অশ্বারোহীও সেই গমনকারী যশস্বী রঘুনন্দন রাজকুমার ভরতের অনুগমন করিল। যশস্বিনী কৌসল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা দেবী, ইঁহারাও রামানয়নার্থ সন্তুষ্টা হইয়া দীপ্তিশালী রথেই যাইতে লাগিলেন। আর্য্যগণও রামকে লক্ষ্মণের সহিত দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে তদ্বিষয়ক বিচিত্র বাক্যসকল প্রয়োগ করত প্রহৃষ্ট মনে প্রস্থিত হইলেন। "আমরা কবে জগতের শোকনিবারক, বশীকৃতচেতা, দৃঢ়-সঙ্কল্প ও মেঘতুল্য-শ্যামবর্ণ সেই মহাবাহু রামকে দর্শন করিব! যেমন সূর্য্য উদিত হইয়াই সমস্ত লোকের অন্ধকার বিনাশ করেন, সেইরূপ সেই রঘুনন্দন রাম আমাদিগের দৃষ্টি-পথের পথিক হইয়াই শোক বিনাশ করি-বেন!" হর্ষসকারে এইরূপ শুভ বাক্য সকল প্রয়োগ করত পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক নগরী-বাসী সেই ব্যক্তিসকল গমন করিতে লাগিলেন। সেই নগরীস্থ প্রসিদ্ধ ও অপ্র-সিদ্ধ সমস্ত বাণিজ্যব্যবসায়ী এবং রাজানুগত প্রজারা রামকে উদ্দেশিয়া হর্ষসহকারে যাইতে লাগিল। মণিকার, সুদক্ষ কুম্ভকার, সূত্র-নির্ম্মাণদক্ষ তন্তুবায়, শস্ত্রনির্ম্মাণোপজীবী কর্ম্ম-কার, ময়ূর-পিচ্ছ-নির্ম্মিত ব্যজনাদি-ব্যবসায়ী, ক্রকচদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, মুক্তাদিবেধক, কূপ্যাদিকারক, দন্তব্যবসায়ী, সুধাকর, গন্ধ-বণিক্, বিখ্যাত স্বর্ণকার, সুবিখ্যাত কম্বল-কার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, ধূপব্যবসায়ী, শৌণ্ডিক, রজক, সীবনকারক, কৈবর্ত্ত এবং গ্রাম ও ঘোষনিবাসী শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নটসকলও নারীদিগের সহিত যাইতে থাকিল। যাঁহারা চরিত্রদ্বারা সকলেরই মান্য হইয়াছেন, তাদৃশ সহস্র সহস্র সমাহিতচিত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা গো-যোজিত রথসমূহদ্বারা, সেই গমনকারী ভরতের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা সকলেই সুবেশ ছিলেন,—তাঁহাদিগের সকলেরই বসন পরিষ্কৃত এবং অনুলেপন তাম্রবর্ণ ও বিশুদ্ধ ছিল; তাঁহারা সুপরিষ্কৃত রথসমূহে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে ভরতের অনুগমন করি-লেন। কায়িক ও মানসিক প্রমোদসমন্বিতা চতুরঙ্গিনী সেনাও ভ্রাতাকে আনয়নার্থ গমন-পরায়ণ সেই কৈকেয়ী-নন্দন ভ্রাতৃবৎসল ভর-তের অনুগামিনী হইল।

অনন্তর ভরত প্রভৃতি সকলে রথ, অশ্ব, যান ও গজগণদ্বারা দূর পথ গমন করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গা নদীর নিকটে সমাগত হইলেন। ঐ স্থানে রামসখা বীর্য্যসম্পন্ন গুহ, জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া সাবধানতাসহকারে সেই প্রদেশের রক্ষা বিধান করত বাস করিতেন। ভরতের অনুগামিনী সেই সেনা, চক্রবাকসমূহে

সমলঙ্কৃত গঙ্গাতীরে যাইয়া গমনে ক্লান্ত হইল। সেই নির্ম্মলজলসমন্বিতা গঙ্গা নদী ও সৈন্য-দিগকে গমনে ক্লান্ত দেখিয়া, বক্তৃতাপটু ভরত সমস্ত অমাত্যকে ইহা বলিলেন, "আমরা এই স্থানে শ্রান্তি দূর করিয়া কল্য এই সাগর-গামিনী গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইব; তোমরা আমার সৈন্যদিগকে তাহাদিগের অভিপ্রায়ানু-সারে চতুর্দ্দিকে সন্নিবেশিত কর। আমি নদী-মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া সেই স্বর্গ-গত মহী-পতি দশরথের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ জল প্রদান করিতে অভিলাষ করি।"

ভরত সেইরূপ বলিলে, অমাত্যগণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদীয় বাক্য স্বীকারপূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে সেই সৈন্যদিগকে তাহাদিগের ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশিত করি-লেন। ভরত সেই মহানদী গঙ্গা-তীরে সেই পরিচ্ছদ-শোভিতা চতুরঙ্গিনী সেনা সন্নিবেশ করিয়া মহাত্মা রামকে নিবৃত্ত করিবার উপায় চিন্তা করত তথায় বাস করিলেন

ইতি ত্র্যশীত সর্গ॥ ৮৩॥

চতুরশীত সর্গ।

অনন্তর চতুরঙ্গিনী সেনা গঙ্গা নদীর তীর আশ্রয় করিয়া চতুর্দ্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, নিষাদরাজ গুহ জ্ঞাতি-দিগকে বলিলেন, "এই গঙ্গা-তীরে সাগর-সদৃশী মহতী সেনা নয়ন-গোচর হইতেছে; আমি মানস-দ্বারা চিন্তা করিয়াও উহার অন্ত অবগত হইতে পারিতেছি না। যখন রথে ঐ সেই অত্যুচ্চ কোবিদার-ধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বোধ হয়, দুর্ব্বুদ্ধি ভরতই স্বয়ং সমাগত হইয়াছে। সেই জনক-কর্তৃক রাজ্য হইতে বিবাসিত দশরথ-তনয় রামকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে পাশ-দ্বারা বদ্ধ বা নিহত করিবে! আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, ঐ কেকয়ী-সুত ভরত, যাহা সামান্যে লাভ করা কঠিন, রাজা দশরথের সেই সম্পূর্ণ-রাজশ্রী লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া রামকে হনন করি-বার অভিপ্রায়ে যাইতেছে। সেই দশরথ-তনয় রাম আমার সখাও বটেন এবং স্বামীও বটেন; অতএব তোমরা তাঁহার অর্থ-সিদ্ধি কামনা করিয়া হইয়া সন্নদ্ধ চতুর্দ্দিকে গঙ্গা-সলিলে প্লাবিত এই প্রদেশে অবস্থান কর। মাংস, মূল ও ফলভোজী বলশালী দাসেরা সকলে গঙ্গা নদী রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহা আশ্রয় করিয়া অবস্থিত হউক।"

অনন্তর নিষাদাধিপতি গুহ জ্ঞাতিদিগকে "পঞ্চশত নৌকা-বাহন-যোগ্য শত শত কৈবর্ত্তেরা ও শত শত যৌবনশালী যোদ্ধারা সন্নদ্ধ হইয়া অবস্থিত হউক", এরূপ আদেশ করিয়া এবং "যদি এরূপ বোধ হয় যে, ভর-তের রামের প্রতি প্রীতি আছে, তবেই এ সেনা, মঙ্গলে মঙ্গলে গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইতে পারিবে", ইহা বলিয়া মাংস, মৎস্য ও মধু উপঢৌকন লইয়া ভরতের নিকটে গমন করি-লেন। পরে যে সময়ে যাহা করিতে হয়, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ সেই প্রতাপশালী সূতপুত্র সুমন্ত্র, তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া বিনয় সহকারে ভরতকে বলিলেন, "হে কাকুৎস্থ! ঐ সহস্র জ্ঞাতি-পরিবৃত সাধুতম বৃদ্ধ নিষাদ-পতি গুহ আপনার ভ্রাতা রামের সখা; বিশে-ষত উনি দণ্ডকারণ্যের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন; সুতরাং এক্ষণ রাম ও লক্ষ্মণ যথায় আছেন, তাহা উনি অবশ্যই অবগত থাকি-বেন; অতএব উনি আপনাকে দর্শন করুন।"

সুমন্ত্রের নিকট সেই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভরত "গুহ আমাকে শীঘ্র দর্শন করুন," ইহা বলিলেন। অনন্তর ভরতের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, সেই জ্ঞাতিগণে পরিবৃত গুহ তাঁহার সমীপে যাইয়া অবনত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "আমরা আপনা-কর্তৃক বঞ্চিত হইয়াছি, অর্থাৎ আপনি আগমন সংবাদ প্রেরণ না করায়, আপনার সমুচিত সৎকার করিতে অসমর্থ হইয়াছি; সে যাহা হউক, এ প্রদেশ গৃহ-শূন্য, অতএব আপনি এ দাসের সুতরাং আপনারই গৃহে যাইয়া বাস করুন; আমি সমস্ত বিষয় আপনাকে অর্পণ করিতেছি। নিষাদগণ কর্তৃক স্বেচ্ছানুসারে

অর্জ্জিত এত ভক্ষ্য ও আর্দ্র মাংস এবং মূল, ফল ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য আছে, যাহাতে আমি এরূপ আশংসা করিতে পারি যে, আপনার সৈন্যগণ উত্তমরূপে আহার করিয়া রজনী যাপন করিতে পারিবে; আপনি সৈন্যগণের সহিত অদ্য মৎকর্ত্তৃক বিবিধ কাম্যবস্তুদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া কল্য গমন করিবেন।"

ইতি চতুরশীত সর্গ ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীত সর্গ।

নিষাদাধিপতি গুহকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত মহাপ্রাজ্ঞ ভরত তাঁহাকে এই হেতুযুক্ত সার্থক বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "ওহে গুরুমিত্র! তুমি যে আমার এই চতুরঙ্গিনী সেনার সমুচিত আতিথ্য-সৎকার করিতে অভিলাষ করিয়াছ, তাহাতে আমার অভিলাষ সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

সেই শ্রীসম্পন্ন মহাতেজা ভরত, নিষাদরাজ গুহকে ঐরূপ উত্তম বাক্য বলিয়া তাঁহাকে আবার ইহা বলিলেন, "এই গঙ্গা-সলিলপ্লাবিত প্রদেশ নিতান্ত গহন ও দুর্গম; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে গমন করিব?"

সেই ধীসম্পন্ন রাজ-নন্দন ভরতের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিবিড়-বন-নিবাসী গুহ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহাবল রাজনন্দন! এই প্রদেশে অভিজ্ঞ দাসসকল আপনার অনুগামী হইবে এবং আমিও আপনার অনুগমন করিব; পরন্তু আপনার এই মহতী সেনা আমার আপনার প্রতি শঙ্কা উৎপাদন করিতেছে; আপনি ত, যাঁহার কার্য্যে কাহারও ক্লেশ হয় না, সেই রামের প্রতি দুষ্টভাবাক্রান্ত হইয়া গমন করিতেছেন না?"

আকাশের ন্যায় নির্ম্মলস্বভাব ভরত তাদৃশ বাক্যবাদী গুহকে মধুর বাক্যে ইহা বলিলেন, "তোমার আমার প্রতি শঙ্কা করা উচিত নয়; যে সময়ে তোমার আমার প্রতি ক্লেশদায়িনী শঙ্কা হইবে, সেই সময়ই না হউক। সেই রঘুনন্দন রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং তিনি আমার পিতার ন্যায় মান্য। ওহে গুহ! আমি তোমার নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি সেই বনবাসী কাকুৎস্থ রামকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তই যাইতেছি; তুমি আমার প্রতি অন্য আশঙ্কা করিও না।"

ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া, গুহ তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন এবং প্রহৃষ্টবদনে তাঁহাকে আবার এই বাক্য বলিলেন; "আপনি ধন্য; এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমি ত আর কাহাকেও আপনার তুল্য দেখিতেছি না; কেন না, আপনি এই অযত্নপ্রাপ্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন। আপনি যে, সেই বিপন্ন রামকে প্রত্যানয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার কীর্ত্তি, সমস্ত লোকমধ্যেই প্রচারিতা হইবে।"

গুহ ভরতকে সেইরূপ বলিলে, সূর্য্যের প্রভা নষ্ট এবং রজনী সমাগত হইল। তখন শ্রীসম্পন্ন ভরত গুহকর্ত্তৃক সেইরূপে পরিতোষিত হইয়া সৈন্যদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত শয্যা গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে সেই দুঃখভোগের অযোগ্য ধর্ম্মনিরত মহাত্মা ভরতের রাম-চিন্তাজন্য এরূপ শোক উপস্থিত হইল, কি, যাহা বর্ণন করা যায় না। যেরূপ দাবানল-সন্তপ্ত বৃক্ষ, স্বনিষ্ঠ প্রচ্ছন্ন অগ্নিদ্বারা অন্তরে সন্তাপিত হইতে থাকে, সেইরূপ ভরত শোকাগ্নি দ্বারা অন্তরে সন্তাপিত হইতে থাকিলেন। যেরূপ সূর্য্যতাপে তাপিত হিমালয় পর্ব্বত হইতে হিম ক্ষরিত হয়, সেইরূপ তখন শোকাগ্নিতাপিত ভরতের সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদ ক্ষরিত হইতে লাগিল। তৎকালে সেই কেকয়ী-সুত ভরত, প্রোথিতকারী দুঃখরূপ পর্ব্বত দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। সেই পর্ব্বতের সার প্রস্তর ধ্যান; ধাতু নিশ্বাস; পাদপসকল দীনভাব সমস্ত; অধিশৃঙ্গ শোক ও আয়াস; বিবিধ প্রাণী মোহসকল; এবং ওষধি ও বেণু সন্তাপ। অনন্তর সেই বিষম বিপদাপন্ন নরশ্রেষ্ঠ ভরত মানসজ্বরে পীড়িত হইয়া অতীব ব্যাকুলচিত্ত, এমন কি, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক-

রহিত হইলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকিলেন। তখন তিনি যূথভ্রষ্ট বৃষভের ন্যায়, কিছুমাত্রই চিত্তের শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। সেই মহানুভাব ভরত সপরিবারে সমাহিত চিত্তে গুহের সহিত মিলিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের জন্য অতীব ব্যাকুলচিত্ত হইলে, গুহ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইতি পঞ্চাশীত সর্গ ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীত সর্গ।

সেই বনবাসী গুহ, অমিতগুণশালী ভরতের নিকটে, মহাত্মা লক্ষ্মণের রামের প্রতি যেরূপ সদ্ভাব, তাহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, "আমি ভ্রাতৃরক্ষার্থে শ্রেষ্ঠ কার্ম্মুক ও বাণ ধারণপূর্ব্বক জাগরণকারী সেই সর্ব্বগুণশালী লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলাম, 'হে রঘুনন্দন! আপনার নিমিত্তই এই সুখদায়িনী শয্যা রচনা করা হইয়াছে; আপনি আশ্বস্ত হউন,—ইহাতে সুখে শয়ন করুন্। হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনি সুখভোগের যোগ্য এবং আমরা সকলে সমস্ত দুঃখভোগেই সমর্থ; অতএব আমরাই রামের রক্ষানিমিত্ত জাগরণ করিব। অধুনা আমি আপনার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছি যে, এই ভূমণ্ডলমধ্যে সেই রাম হইতে প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই; অতএব আপনি শয়নে সমুৎসুক হউন। আমি ইঁহারই প্রসাদে ইহলোকে সুমহৎ যশ, ধর্ম্ম এবং সুবিপুল অর্থ ও কাম লাভের প্রত্যাশা করি। অতএব আমি স্বীয় জ্ঞাতিসকলের সহিত ধনুর্দ্ধারী হইয়া সীতা দেবীর সহিত শয়নকারী প্রিয় সখা রামকে রক্ষা করিব। আমি এই বনে নিরন্তর বিচরণ করিয়া থাকি, সুতরাং এখানকার কিছুই আমার অবিদিত নাই; বিশেষত আমি যুদ্ধে সুমহৎ চতুরঙ্গ সৈন্যেরও বেগসহনে সক্ষম; অতএব আমি রক্ষণে সমর্থ হইব।'

আমরা সেইরূপ বলিলে, কেবল ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা লক্ষ্মণ আমাদিগের সকলকে এইরূপে অনুনয় করিলেন, "গুহ! এই দাশরথি রাম সীতার সহিত ভূতলে শয়ন করিয়া থাকিতে আমি কিরূপে নিদ্রা বা জীবনোপায়ভূত সুখসমস্ত ভোগ করিতে সমর্থ হই? সমুদায় দেব ও দানবেরা মিলিত হইয়াও যুদ্ধে যাঁহার বীর্য্যসহনে অক্ষম, সেই রাম, সীতার সহিত তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, দর্শন কর। রাজা দশরথ বিবিধ পরিশ্রম ও মহতী তপস্যাপ্রভাবে ইঁহাকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন এবং ইনি পিতার সদৃশ-গুণে ভূষিত হইয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পৃথিবী দেবী শীঘ্রই বিধবা হইবেন; কেন না, এই রাম বিবাসিত হওয়ায়, রাজা দশরথ আর বহু কাল জীবিত থাকিবেন না। রাজমহিলারা সমস্ত দিবস উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া অধুনা শ্রান্ত হইয়াই নিবৃত্ত হইয়াছেন; সুতরাং অন্তঃপুর বোধ হয়, এখন নিঃশব্দ হইয়া থাকিবে। আমি এরূপ আশংসা করিতে পারি না যে, রাজা দশরথ, কৌসল্যা ও আমার জননী, ইঁহারা সকলেই এই রজনীতে জীবিত থাকিবেন! মদীয় জননী সুমিত্রা দেবী শত্রুঘ্নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বাঁচিয়াও থাকিতে পারেন; কিন্তু সেই বীরপুত্রপ্রসবিনী নিতান্ত দুঃখিতা কৌসল্যা দেবী নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। পিতা, রামকে রাজা করিয়া যে সমস্ত মনোরথ-সম্পাদনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, অধুনা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া সেই অতিক্রান্ত মনোরথ সমস্ত লাভে অসমর্থ হইয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। সেই সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহারা সেই মহীপতি দশরথের প্রেতকার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন এবং আমার পিতার আরাম ও উদ্যানসমূহে অলঙ্কৃতা, সামাজিক উৎসবে শোভিতা, রমণীয়-চত্বর-সমন্বিতা, সুবিভক্ত রাজপথসমূহে বিরাজিতা, বিবিধ-প্রাসাদহর্ম্ম্যশালিনী, সমস্ত রত্নভূষিতা, তূর্য্যশব্দে প্রতিধ্বনিতা, সমস্ত সুখকর দ্রব্য-সম্পন্না, হৃষ্টপুষ্ট জনগণে সমাকুলা এবং রথ, অশ্ব ও গজগণে পরিব্যাপ্তা রাজধানীতে সুখে বিচরণ করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। এই চতুর্দ্দশ বর্ষ সময় অতিক্রান্ত হইলে, আমরা এই সত্য

প্রতিজ্ঞা পূর্ণকারী রামের সহিত পরম সুখে সেই নগরীতে প্রবেশ করিব।"

সেই মহাত্মা রাজনন্দন লক্ষ্মণ এইরূপ বিলাপ করত জাগ্রৎ থাকিতে থাকিতেই রজনীর অবসান হইল। অনন্তর বিমল প্রভাত কালে সূর্য্য উদিত হইলে, তাঁহারা উভয়ে গঙ্গা নদীর এই তীরেই জটা নির্ম্মাণ করাইলেন। পরে আমি তাঁহাদিগকে অনায়াসে এই ভাগীরথী উত্তীর্ণ করিয়া দিলাম। যূথচর কুঞ্জর-সদৃশ অতীব বলশালী, চীরবসনপরিধায়ী, জটাধারী এবং উৎকৃষ্ট ধনু ও তূণসম্পন্ন সেই দুই শত্রুতাপন রাজনন্দন, সীতার সহিত আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত গমন করিলেন।"

ইতি ষড়শীত সর্গ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীত সর্গ।

ভরত গুহের সেই নিতান্ত অপ্রিয় বাক্য [শ্রব]ণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। পরে [বৃষভ-স্কন্ধ]-সম স্কন্ধ-শালী, পদ্ম-তুল্য-বিশাল-নয়ন, [দী]র্ঘবাহু, সেই মহাবল সুকুমার প্রিয়-দর্শন যুবা [মুহূ]র্ত্ত কাল-মধ্যে আশ্বাস লাভ করিয়া তথনই [আ]বার সহসা ব্যাকুলচিত্ত ও তোত্র-দ্বারা [হৃদ]য়ে তাড়িত হস্তীর ন্যায় অবসন্ন হইলেন। [ভর]তকে মূর্চ্ছিত অবলোকন করিয়া, গুহ [বিব]র্ণ-বদন ও ভূকম্পকালে বৃক্ষ যেরূপ ব্যথিত [হয়], সেইরূপ ব্যথান্বিত হইলেন। ভরতের [সে]ই অবস্থা দর্শন করিয়া, সন্নিহিত শত্রুঘ্ন [শো]কাক্রান্ত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক-বিহীন [হই]য়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে [রো]দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভরতের [সে]ই সমস্ত মাতারা তথায় সমাগত হইলেন। [তাঁ]হারা সকলেই স্বামি-মরণে ক্ষীণা, দীনা ও [উপ]বাস-দ্বারা কৃশা ছিলেন। তাঁহারা সকলে [সে]ই ভূ-পতিত ভরতকে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত [করি]লেন। পরে সেই শোকাক্রান্তা পুত্রবৎ-[সল]া তপস্বিনী কৌসল্যা দেবী অতীব ব্যাকুল-[চিত্ত]া হইয়া তাঁহার নিতান্ত নিকটে গিয়া [রোদ]ন করিতে করিতে স্বীয় পুত্রের ন্যায় সমা-[লিঙ্গন] করত তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র! কোন ব্যাধি ত তোমার শরীর পীড়িত করিতেছে না? অধুনা এই রাজবংশের জীবন তোমার অধীন হইয়াছে,—রাজা দশরথ মৃত এবং রাম, ভ্রাতার সহিত অরণ্যগত হইলে, তুমিই আমাদিগের একমাত্র গতি হইয়াছ; পুত্র! আমি ত তোমাকে অবলোকন করিয়াই বাঁচিয়া রহিয়াছি। বৎস! তুমি ত লক্ষ্মণের বা ভার্য্যার সহিত বনবাসী আমার সেই একমাত্র পুত্র রামের কিছু অপ্রিয় বৃত্তান্ত শ্রবণ কর নাই?"

অনন্তর সেই মহাযশা ভরত মুহূর্ত্তমধ্যে আশ্বস্ত হইয়া রোদন-সহকারে কৌসল্যা দেবীকে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করিয়া গুহকে এই বাক্য বলিলেন, "গুহ! মদীয় ভ্রাতা রাম লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী, ইঁহারা কোথায় রজনী যাপন করিয়াছিলেন; কি ভোজন করিয়াছিলেন এবং কীদৃশী শয্যাতেই বা শয়ন করিয়াছিলেন; তুমি আমার নিকটে এ সমস্ত কীর্ত্তন কর।"

তখন সেই নিষাদাধিপতি গুহ অতীব হৃষ্ট হইয়া ভরতের নিকটে তিনি সেই হিতকারী প্রিয় অতিথি রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং রামও তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, "আমি রামকে আহারের জন্য বহুবিধ অন্ন, ফল, মূল এবং অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য-সমস্ত সমধিকপরিমাণে উপহার প্রদান করি; পরন্তু সেই সত্যপরাক্রমশালী মহাত্মা রাম ক্ষাত্র ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তৎসমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন না; প্রত্যুত অঙ্গীকারপূর্ব্বক আমাকেই তৎসমুদায় প্রত্যর্পণ করিয়া, 'সখে! আমাদিগের সকল সময়েই দান করা উচিত, কোন সময়েই প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য নয়,' ইহা বলিয়া আমাদিগকে অনুনয়ন করিলেন। অনন্তর সেই রঘুনন্দন রাম, সীতা দেবীর সহিত মহাত্মা লক্ষ্মণের আনীত জলমাত্র পানপূর্ব্বক উপবাস করিয়া রহিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহাদিগের পানাবশিষ্ট জল পান করিলেন। পরে তাঁহারা তিনজনে সমাহিতচিত্ত ও সংযতবাক্য হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিলেন। তৎপরে

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, রঘুনন্দন রামের নির্দিষ্ট স্থলে বহুতর কুশ আনয়নপূর্ব্বক অভিমত শয্যা রচনা করিলেন। রাম, সীতা দেবীর সহিত সেই শয্যাতে শয়ন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাদিগের চরণ প্রক্ষালনপূর্ব্বক তথা হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিলেন।

ঐ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের তল; ঐ সেই তৃণ-সমস্ত; সেই রজনীতে রাম ও সীতা দেবী ইঁহারা উভয়ে ঐ স্থানেই শয়ন করিয়াছিলেন। সেই রজনীতে শত্রুতাপন লক্ষ্মণ দুইটি শরপূর্ণ তূণ পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ করিয়া তলত্রাণ ও অঙ্গুলিত্রাণ-সমন্বিত হইয়া জ্যাযুক্ত মহৎ ধনু ধারণপূর্ব্বক কেবল তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আমিও উত্তম বাণ ও ধনু ধারণপূর্ব্বক তন্দ্রাবিহীন ও ধনুর্দ্ধারী জ্ঞাতিদিগের সহিত সেই মহেন্দ্র-সদৃশ রামকে রক্ষা করত লক্ষ্মণের নিকটে অবস্থিত হইয়াছিলাম।”

ইতি সপ্তাশীত সর্গ ॥ ৮৮ ॥

অষ্টাশীত সর্গ।

অবহিতচিত্তে সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভরত মন্ত্রীদিগের সহিত সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের তলে যাইয়া রামের শয্যা অবলোকন করিলেন এবং সমস্ত জননীদিগকে কহি-লেন, “সেই মহাত্মা রাম, রজনীতে এই ভূতলে শয়ন করিয়াছিলেন; এই তাঁহার অঙ্গমর্দ্দনের চিহ্ন; যিনি মহারাজবংশীয় মহাভাগ্যশালী ধী-সম্পন্ন দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ভূতলে শয়ন করা নিতান্ত অনুপযুক্ত। যাহাতে অনেক উৎকৃষ্ট আস্তরণ পাতিত থাকিত এবং যাহা উৎকৃষ্ট অজিনে আবৃত হইত, তাদৃশী শয্যাতে শয়ন করিয়া, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম অধুনা কিপ্রকারে মহীতলে শয়ন করিতেছেন! যাহাদিগের শিখরভাগে বিমানসদৃশ উচ্চতর গৃহ আছে এবং যাহা-দিগের ভিত্তি কাঞ্চনে নির্ম্মিত, ভূভাগ স্বর্ণ ও রজতে রচিত হইয়াছে, সুতরাং যাহারা সুমেরু পর্ব্বতের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে; সেই সমস্ত পাণ্ডুবর্ণ মেঘসদৃশ অভ্র এবং উৎকৃষ্ট আস্তরণে আস্তৃত; শুকসমূহশব্দে প্রতিধ্বনিত, স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত পুষ্পসমূহে মনোহর এবং চন্দন ও অগুরুগন্ধে সুবাসিত, সুশীতল উৎকৃষ্ট প্রাসাদসকলে নিরন্তর বাস করিয়া অধুনা তিনি কিপ্রকারে অরণ্যে বাস করি-তেছেন! যিনি নিরন্তর প্রাতঃকালে গাথাদ্বারা সমুচিত-স্তবকারী সূত, মাগধ ও বন্দীদিগের স্তুতিশব্দে এবং পরিচারিণীদিগের উৎকৃষ্ট অলঙ্কারশিঞ্জিত, উত্তম মৃদঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্য-ধ্বনি এবং সঙ্গীতশব্দ দ্বারা প্রতিবোধিত হইতেন, অধুনা সেই শত্রুতাপন রাম কিরূপে জাগরিত হইতেছেন! রাম যে ভূতলে শয়ন করিয়াছেন, ইহা ইহলোকমধ্যে কাহারও বিশ্বাসযোগ্য নয়; আমার নিকটে ত ইহা “সত্য” বলিয়াই প্রতীত হইতেছে না, পরন্ত আমার বোধ হইতেছে যে, ইহা স্বপ্ন; বস্তুত এ বিষয়ে আমার অন্তঃকরণই বিমুগ্ধ হইতেছে। যখন সেই দশরথতনয় রাম এইরূপে ভূতলে শয়ন করিয়াছেন এবং বিদেহরাজ জনকের দুহিতা ও রাজা দশরথের প্রিয়স্নুষা সেই প্রিয়-দর্শনা সীতা দেবীও ভূতলশায়িনী হইয়াছেন, তখন আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, কোন দৈবই কালক্রমে বলবান্ হয় না,—এরূপ নয়! মদীয় ভ্রাতা রামের এই শয্যা; এই তাঁহা অঙ্গপরিবর্ত্তনের মনোহর চিহ্ন রহিয়াছে; এই পরিষ্কৃত কঠিন ভূতলে তাঁহার গাত্রদ্বারা তৃণ সমস্ত মর্দ্দিত হইয়াছে। এই শয্যাতে স্থানে স্থানে সংলগ্ন কনককণাসমস্ত দৃষ্টিগোচর হই তেছে; অতএব আমার বোধ হয় যে, সে মনোহারিণী সীতা দেবী সালঙ্কারা হইয়া ইহাতে শয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে সী দেবীর উত্তরীয় বস্ত্র নিশ্চয়ই এই স্থানে সংস হইয়াছিল; কেন না, কৌশেয় বস্ত্রের তন্তুসব এই স্থানে সংলগ্ন হইয়া দীপ্তি পাইতে আমার বোধ হইতেছে যে, “স্বামী যাহাতে শয়ন করেন, সেই শয্যাই মহিলাদিগের সু দায়িনী হইয়া থাকে; যেহেতু সেই তপস্বি বালা সুকুমারী জনকনন্দিনী সাধ্বী সীতা দে এই শয্যাতে শয়ন করিয়াও সুখ অনু ক

নাই! হা! আমি নিহত হইলাম! হা! আমি কি নৃশংস! যে, আমার নিমিত্ত সেই রঘুনন্দন রাম ভার্য্যার সহিত, অনাথের ন্যায় ঈদৃশী শয্যাতে শয়ন করিতেছেন! যিনি সার্ব্বভৌমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; যিনি সুখভোগেরই যোগ্য, যাঁহার দুঃখভোগ নিতান্ত অনুচিত এবং যিনি সমস্ত লোকের প্রিয়সম্পাদন করিয়া সুখসম্পাদক হইয়াছেন, সেই ইন্দীবরশ্যাম লোহিতলোচন প্রিয়দর্শন রঘুনন্দন রাম প্রীতিপ্রদ অনুত্তম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কিপ্রকারে ভূতলে শয়ন করিতেছেন! সেই শুভলক্ষণসম্পন্ন মহাভাগ লক্ষ্মণই ধন্য! কেন না, তিনি এই বিষম বিপৎসময়েও ভ্রাতা রামের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। সেই বিদেহরাজদুহিতা সীতা দেবীও বনে স্বামীর অনুগামিনী হইয়া সফলমনোরথা হইয়াছেন! কেবল আমরা সকলেই সেই মহাত্মা রামকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মনোরথসিদ্ধিবিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়াছি! রাজা দশরথ স্বর্গে এবং রাম অরণ্যে গমন করায়, পৃথিবী দেবী নায়কবিহীনা হইয়া আমার নিকটে শূন্যার ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেছেন। অধুনা যদিও সেই রাম অরণ্যে বাস করিতেছেন, তথাপি তাঁহারই বাহুবীর্য্যে এই ভূমণ্ডল পরিরক্ষিত হইতেছে—ভাবিয়া কেহ মনে মনেও তাহা প্রার্থনা করিতে উৎসাহী হইতে পারিতেছে না। অধুনা যদিও সেই বিপদাক্রান্তা রাজধানী পূর্ব্ববৎ রক্ষিতা নাই,—যদিও যাহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকারের উপরিভাগস্থিত আরক্ষসকল রক্ষকবিহীন ও পুরদ্বারসমস্ত অনাবৃত রহিয়াছে এবং তাহাতে অশ্ব ও গজ সমুদয় যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না; যদিও সমুদায় সৈন্য ক্ষুব্ধচিত্ত হওয়ায়, সেই রাজধানী শূন্যা ও বিপরীতদশাপন্না এবং অনাবৃতা রহিয়াছে, তথাপি বিষমিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্যের ন্যায় শত্রুগণও ইহাকে অঙ্গীকার করিতে ইচ্ছুক নহে। আমি অদ্য হইতে ভূতলে বা তৃণশয্যায় শয়ন করিব এবং নিয়ত জটাচীর ধারণ করত ফল-মূলসকল আহার করিব; উত্তরকাল আমি অনায়াসে বনে বাস করিব; এরূপ হইলে সেই আর্য্য অগ্রজের প্রতিশ্রুত বিষয় মিথ্যা হইবে না। ভ্রাতার জন্য আমি বনে বাস করিলে শত্রুঘ্ন আমার সহিত বাস করিবে, আর আর্য্য রাম, লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যাপালন করিবেন। অযোধ্যাতে দ্বিজগণ রামচন্দ্রকে অভিষেক করিবেন, দেবতারা আমার এই মনোরথ সত্য করুন। আমি নতশিরাঃ হইয়া বহুপ্রকারে তাঁহাকে প্রসাদন করিলেও যদি তিনি প্রতিশ্রুত-প্রতিপালনে নিবৃত্ত না হন, তবে আমি চিরকালই বনে তাঁহার সহিত বাস করিব; কিন্তু তিনি বহুকাল আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।"

ইতি অষ্টাশীত সর্গ॥ ৮৮॥

একোননবতিতম সর্গ।

রঘু-কুলোদ্ভব ভরত তথায় ভাগীরথীকূলে সেই রাত্রি বাস করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে এই কথা বলিলেন। "শত্রুঘ্ন! উত্থিত হও, কেন শয়ান রহিয়াছ? তোমার কল্যাণ হউক, তুমি শীঘ্র নিষাদপতি গুহকে আনয়ন কর; তিনি নদী পার করিয়া দিবেন।" শত্রুঘ্ন ভরতের ঐ কথা শ্রবণের পর বিপ্র-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এইরূপ বলিলেন, "আর্য্য! আমি আপনার ন্যায়, আর্য্য রামচন্দ্রকে চিন্তা করত জাগ্রৎ দশাতেই অবস্থিত রহিয়াছি, নিদ্রিত হই নাই।" নরবর ভরত ও শত্রুঘ্ন পরস্পর এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় গুহ তথায় আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "হে কাকুৎস্থ! আপনি নদীতটে রজনীতে সুখে বাস করিয়াছেন ত? সৈন্যগণের সহিত আপনার কোন ক্লেশ হয় নাই ত?" গুহের স্নেহ-বশত উচ্চারিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম-পরবশ ভরত এই কথা বলিলেন, "হে ধীমন্! শর্ব্বরী সুখে যাপিত হইয়াছে এবং তুমিও আমাদিগকে সম্পূর্ণ সৎকার করিয়াছ; সম্প্রতি ধীবরগণ বহুসংখ্য নৌকা দ্বারা আমাদিগকে গঙ্গার পরপারে উত্তীর্ণ করুক।"

অনন্তর গুহ ভরতের আদেশ গ্রহণ করিয়া সত্বর তথা হইতে নগরে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ জ্ঞাতিগণকে কহিলেন, "উঠ, জাগরিত হও, সর্ব্বদা তোমাদের মঙ্গল হউক, কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ কর; সৈন্যসকলকে পার করিয়া দিতে হইবে।" তদীয় জ্ঞাতিগণ সেই-রূপে উক্ত হইয়া রাজশাসন-বশত উত্থানপূর্ব্বক সত্বর হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে পঞ্চ শত নৌকা আনয়ন করিল। তদ্ভিন্ন স্বস্তিকনামক রাজ-গণের আরোহণ-যোগ্য কতিপয় তরণী স্বয়ং গুহ কর্ত্তৃক আনীত হইল; সেই সমস্ত নৌকার অগ্রভাগ বৃহৎ ঘণ্টা-যুক্ত, সুবর্ণরঞ্জিত চিত্রসমূহ দ্বারা সুশোভিত, পাতাকাশালী, দৃঢ়সন্ধিবন্ধ এবং নাবিক-সমন্বিত; উক্ত তরণী সকল হইতেও উৎকৃষ্টতর, স্বস্তিকনামক নৌকা যাহা রাজযোগ্য পাণ্ডুবর্ণ কম্বলের আস্তরণ দ্বারা আবৃত এবং উপরিভাগ মঙ্গল বাদ্যধ্বনিসমন্বিত, সেই কল্যাণদায়িনী তরণীকে গুহ স্বয়ং সমীপে আনয়ন করিলেন। কৌসল্যা, সুমিত্রা এবং অন্যান্য যে সকল রাজপত্নী ছিলেন, তাঁহারা, তথা মহাবল ভরত ও শত্রুঘ্ন সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। তদনন্তর পুরোহিত, গুরুগণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণসকল এবং অনুচর রাজপরিবারবর্গ, শকট ও পণ্যদ্রব্যজাত ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ নৌকায় আরূঢ় হইল। নদী-তীর্থে অবতীর্ণ, অগ্রে নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক স্থানগ্রহণজন্য ব্যগ্র এবং নিজ নিজ গৃহ-সামগ্রীগ্রহণে ব্যাকুল সৈন্যসকলের কোলা-হলধ্বনি গগণতল স্পর্শ করিল। পতাকাধারিণী শীঘ্রগামিনী সেই সকল তরণী ধীবরগণ-কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া আরোহিজনগণকে বহন করত চলিতে লাগিল। কোন কোন নৌকা নারী-গণ দ্বারা, কোন নৌকা অশ্বসমূহ দ্বারা, কোন নৌকা রথ ও শকট দ্বারা পরিপূর্ণ হইল; কোন কোন নৌকা মহামূল্য অশ্ব, অশ্বতর, বলীবর্দ্দ-প্রভৃতিকে বহিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত নৌকা পরপারে গমনপূর্ব্বক আরোহিজনগণকে অবতারণ করিয়া নিবৃত্ত হইলে, গুহবন্ধু ধীবরবর্গ সেই সকল নৌকা লইয়া জলমধ্যে বিচিত্র ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইল। ধ্বজযুক্ত যানসমূহ, চালকগণকর্ত্তৃক চালিত হইয়া মহাবেগ ধারণ করত পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। কেহ কেহ নৌকায় আরোহণ দ্বারা, কেহ কেহ বা বেণু-কুম্ভাদি-নির্ম্মিত প্লব দ্বারা, অপরে বৃহৎ কুম্ভ অবলম্বন দ্বারা, অন্য ব্যক্তিগণ বাহুসন্তরণ দ্বারা পার হইল। সেই শোভমান সৈন্য সকল ধীবরগণ-কর্ত্তৃক ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া সূর্য্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্ত্তমধ্যে রমণীয় প্রয়াগবনে প্রয়াণ করিল। মহাত্মা ভরত, সেনাসমুদয়কে যথা-সুখে প্রয়াগবনে স্থাপিত এবং আশ্বাসিত করিয়া সদস্য ও পুরোহিতের সহিত ঋষিপ্রবর ভরদ্বাজকে দর্শন করিতে প্রস্থান করিলেন। পরে সেই মহানুভাব দেবপুরোহিত বৃহস্পতি-পুত্র দ্বিজবর্য্যের আশ্রমে উপনীত হইয়া রমণীয় পর্ণকুটীর ও তরুগণ-মণ্ডিত মহৎ বন দর্শন করিলেন।

ইতি একোননবতিতম সর্গ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম সর্গ।

নরশ্রেষ্ঠ ভরত আশ্রমের বাধা না হয়, এই জন্য ক্রোশ-পরিমিত দূরে সৈন্য-সামন্তসকলকে সন্নিবেশিত করিয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত তদ্দর্শনে গমন করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা পরিচ্ছদ ও অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত পরিহারপূর্ব্বক ক্ষৌমবস্ত্রযুগল পরিধান করত পুরোহিতকে পুরঃসর করিয়া পদব্রজেই চলিলেন। রঘু-নন্দন ভরত আশ্রম প্রবেশানন্তর ভরদ্বাজের দর্শনাবসরে সেই সমস্ত মন্ত্রীকে তথায় অবস্থাপিত করিয়া পুরোহিতের পশ্চাৎ গমন করিলেন।

অনন্তর মহাতপস্বী ভরদ্বাজ বসিষ্ঠকে দর্শন মাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনয়ন করিতে আদে[illegible] করিয়াই আসন হইতে উত্থিত হইলেন। বসি[illegible]ষ্ঠের সহিত সমাগত হইয়া ভরত তাঁহাকে অভিবাদন করিলে সেই মহাতেজা ভরদ্বা[illegible] তাঁহাকে দশরথের পুত্র বোধ করিলেন। ধর্ম্ম[illegible] মুনি বসিষ্ঠ ও ভরতকে যথাক্রমে পাদ্য, অ[illegible] এবং বিবিধ ফল প্রদানপূর্ব্বক গৃহের কু[illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন। অযোধ্যা রাজধা[illegible]

সৈন্য, কোষ, ধনাগার, বন্ধু বান্ধব এবং ভৃত্যবর্গ এই সকলের বিষয়েই কুশল প্রশ্ন করিয়া রাজা দশরথ উপরত হইয়াছেন জানিয়া তদ্বিষয়ে কোন কথা কহিলেন না। অনন্তর বশিষ্ঠ ও ভরত ভরদ্বাজের তপঃসাধন, শরীর, অগ্নি এবং শিষ্যবিষয়ক অনাময় প্রশ্ন করিয়া বৃক্ষ, মৃগ, পক্ষি-বিষয়ক অক্ষয়ে অবস্থানরূপ কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাযশা ভরদ্বাজ "হাঁ, সকল মঙ্গল" ইহা বলিয়া রামের প্রতি স্নেহ-বন্ধনবশত ভরতকে এই কথা বলিলেন যে, "তুমি রাজ্যশাসনে নিযুক্ত হইয়াছ, অতএব তোমার এস্থানে আগমনে কি আবশ্যক, তাহা যথার্থ-রূপে আমাকে বল, আমার মনে বিশ্বাস হই-তেছে না; কৌসল্যা যে আনন্দবর্দ্ধন অমিত্রহন্তা রামকে প্রসব করিয়াছিলেন, যিনি ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত বহু দিনের জন্য বনে প্রব্রাজিত হইয়াছেন, যে মহাযশা পত্নীপরতন্ত্র পিতার "চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হও" এই বাক্যপালন-হেতু বনে বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন; তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার কামনায় সেই নিষ্পাপ রামের এবং তাঁহার অনুজ লক্ষ্মণের কোন অনিষ্ট করিতে ত ইচ্ছা কর নাই?"

ভরত ভরদ্বাজকর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া দুঃখবশতঃ অশ্রুপূর্ণনয়নে স্খলিতবচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যদি আমাকে এরূপ জ্ঞান করেন, তবে আমার জন্মই বৃথা; আমা হইতে এই প্রব্রাজন-দোষ সংঘটিত হয় নাই এবং ইহা আমি কখন মনেও ভাবি নাই; অতএব আপনি আমাকে এইরূপ কর্ণকঠোর বাক্যসকল বলিবেন না। আমার রাজ্যাভিষেক এবং রামের বনবাসবিষয়ক মাতা আমার অগোচরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমার অভি-মত নহে, ইহাতে আমি তুষ্টও হই নাই এবং জননীর বাক্য স্বীকারও করি নাই। আমি সেই নরবরকে প্রসন্ন করিব বলিয়া তাঁহার চরণতল বন্দনা করিতে এবং তাঁহাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইতে নিকটে আসি-য়াছি। ভগবন্! আপনি আমাকে এতা-দৃশ অভিপ্রায়যুক্ত জানিয়া অনুগ্রহ করিতে যোগ্য হইতেছেন; সম্প্রতি মহামতি রাম কোথায় আছেন, অদ্য বলুন।"

অনন্তর, ভগবান্ ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋত্বিক্‌গণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই ভরতের প্রতি প্রসন্নহেতু বলিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি যখন রঘুবংশে জন্মিয়াছ, তখন গুরু-শুশ্রূষা, মনোদমন এবং সাধুগণের অনুবর্ত্তন, এই তিনটীই তোমাতে সম্ভব হয়; তোমার ঈদৃশ মনোগত ভাব আমি জানি, তথাপি তাহা অনেকের সাক্ষাতে ব্যক্ত হইয়া দৃঢ়-তর হউক, এইজন্য তোমার কীর্ত্তিকে অতিশয় বর্দ্ধন করত উক্তরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধর্ম্মজ্ঞ রামকেও আমি জানি, তোমার ভ্রাতা এই মহাগিরি চিত্রকূটে বসতি করিতেছেন। হে বাঞ্ছিতার্থপ্রদ ধীমন্! কল্য তুমি সেই স্থানে গমন করিও, অদ্য মন্ত্রিগণের সহিত এই স্থানে বাস কর, আমার এই কামনা পূর্ণ কর।" অনন্তর বিখ্যাতকীর্ত্তি উদারদর্শন নৃপতিনন্দন ভরত "তাহাই হউক" ইহা বলিলেন এবং তখন সেই মহাশ্রমে রজনী যাপন করিতে মনস্থ করিলেন।

ইতি নবতিতম সর্গ ॥ ৯০ ॥

একনবত সর্গ।

ভরদ্বাজ মুনি, তৎকালে তথায় অবস্থিতি করিতে কৃতনিশ্চয় কৈকেয়ীতনয় ভরতকে আতিথ্যহেতু নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত বলি-লেন, "পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি বনে যাহা সম্ভব হয়, তদ্দ্বারা ত আপনি অতিথিসৎকার করি-য়াছেন।" ভরদ্বাজ ভরতের এই বাক্যে যেন হাস্য করত অর্থাৎ ইনি আমাকে বনবাসী ও দরিদ্র বলিয়া বিশেষরূপে আতিথ্য করিতে অক্ষম ভাবিয়াছেন, ইহা বুঝিয়া বলিলেন, "তুমি প্রীতিমান্ এবং যে কোন বস্তুদ্বারা তুষ্ট থাক, তাহা আমি জানি; পরন্তু তোমার এই সমস্ত সেনাকে, আমি ভোজন করাইতে ইচ্ছা করি; অতএব আমার যে প্রকার কামনা, তাহা তুমি

স্বীকার করিতে পার। হে পুরুষপ্রবর! তুমি কি নিমিত্ত সৈন্যসকলকে দূরে সন্নিবেশিত করিয়া এখানে আসিয়াছ? কেনই বা সৈন্য-সামন্তসমভিব্যাহারে আসিলে না?" ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই তপোধনকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার আশ্রম পীড়া হইবে ভাবিয়া ভয়বশত সৈন্য সহ উপস্থিত হই নাই; যেহেতু রাজা এবং রাজপুত্রের নিয়ত যত্নপূর্ব্বক তপস্বিপ্রদেশ পরিহার করা উচিত। মনুষ্য, অশ্ববর এবং উত্তম মত্ত মাতঙ্গসকল মহতী ভূমিকে আচ্ছাদন করিয়া আমার অনুগমন করিতেছে; তাহারা তরুদল, সরোবরজল এবং আশ্রম-ভূভাগ, তথা পর্ণশালাসকল নষ্ট না করে, এই বিবেচনায় তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া তথা হইতে আমি একাকী এস্থানে আসিয়াছি।" "সৈন্যগণকে এই স্থানে আনয়ন কর" মহর্ষি কর্ত্তৃক ভরত এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে সন্নিধানে আনয়ন করিলেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ অগ্নিগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক হৃদয় পর্য্যন্তগামি-জলপানদ্বারা আচমন করিয়া অতিথিসৎকার-সম্পাদনার্থ বিশ্বকর্ম্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন যে, "আমি অতিথিসৎকার করিতে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি-শক্তিসম্পন্ন বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি, আমার সে সমুদয় সম্যক্ বিহিত হউক। আমি অতিথিসেবা কামনা করিয়া ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, এই লোকপালত্রয়কে আহ্বান করিতেছি, তদ্বিষয়ে আমার সম্যক্ সিদ্ধি হউক। পূর্ব্ববাহিনী ও তির্য্যক্‌বাহিনী নদী-সকল এবং যে সমস্ত সরিৎ ভূতলে ও আকাশ-মণ্ডলে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা সকলেই অদ্য এস্থানে আগমন করুন। কতিপয় নদী মৈরেয় মদ্য, কতকগুলি সরিৎ সুনিষ্পাদিত সুরা, অপরা আপগা-সকল ইক্ষুকাণ্ড-রসসম শীতল জল ক্ষরণ করুন। আমি বিশ্বাবসু ও হাহা হুহু প্রভৃতি দেব-গন্ধর্ব্বগণকে এবং সমস্ত দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত অপ্সরো-গণকে আহ্বান করিতেছি। ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদন্তা, হেমা, তথা পর্ব্বতবাসিনী সোমা এবং যাহারা ইন্দ্রকে ও ব্রহ্মাকে উপাসনা করিয়া থাকে, সেই সমস্ত বেশভূষাসমন্বিতা কামিনীকে তুম্বুরুর সহিত আহ্বান করিতেছি। ভগবান্ সোমদেব আমার এই আশ্রমে ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য, লেহ্য প্রভৃতি বহুবিধ উত্তম অন্ন প্রচুরপরিমাণে প্রস্তুত করুন এবং পাদপসকল হইতে স্বয়ং-জাত বিচিত্র মাল্য, তথা সুপেয় সুরা প্রভৃতি ও নানাপ্রকার মাংস বিধান করুন।" এইরূপে সমাধি ও অপ্রতিমতেজঃ-প্রভাব দ্বারা সুব্রত মুনি উপযুক্ত স্বর ও সুপ্রযুক্ত বর্ণোচ্চারণপূর্ব্বক সকলকে আহ্বান করিলেন। সেই মহামুনি পূর্ব্বাস্য ও কৃতাঞ্জলি হইয়া মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং তৎকালে সেই সমস্ত দেবতারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে আগমন করিলেন। মলয় ও দর্দ্দুর নামক চন্দন পর্ব্বতদ্বয়কে স্পর্শ করিয়া শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্যভাবে প্রিয়তর, সুখকর ও স্বেদহর সমীরণ যথাসুখে বহিতে লাগিল। অনন্তর মেঘসকল বিচিত্র পুষ্প বর্ষণ করিল, সর্ব্বদিকে দেবদুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। উৎকৃষ্ট বায়ু বহিতে প্রবৃত্ত হইল; অপ্সরা সকল নৃত্য ও দেবগন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত আরম্ভ করিল এবং বাদ্যমান বীণাসকল ষড়্‌জাদি স্বর বিস্তার করিল। সেই নৃত্যগীতাদির লয়সমন্বিত বহুবিধ, সম-মধুর ধ্বনি দ্যুলোকে, ভূর্লোকে এবং প্রাণিগণের শ্রবণে প্রবিষ্ট হইল। মানবগণের শ্রুতিসুখকর সেই মনোহর শব্দ এইরূপে প্রকাশিত হইলে ভরতের সৈন্যগণ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণকৌশল দর্শন করিল; ভূতল চতুর্দ্দিকে পঞ্চ যোজন ব্যাপিয়া সমান হইয়াছে এবং নীলবর্ণ বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ বিবিধ শাদ্বলদ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই স্থানে বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপূরক, আমলকী এবং আম্রবৃক্ষসকল ফল দ্বারা ভূষিত হইয়াছে। উত্তরকুরু দেশ হইতে দিব্য উপভোগ্য বন এবং তীরজাত বহুবিধ তরুসমন্বিতা নদী আগমন করিয়াছে। শুভ্রবর্ণ গৃহসকল, অশ্ব-শালা, গজশালা, শোভন অট্টালিকা, প্রাসাদ, পুরদ্বার এবং শ্বেতমেঘ-সন্নিভ সুতোরণ

রাজসদন নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই সকল ভবন শুক্লমাল্যদ্বারা অলকৃত, সুগন্ধজলসিক্ত, চতুষ্কোণ, বিরল, শয়ন আসন যানযুক্ত, মনোহর রসসমুদয়-সমন্বিত, দিব্য ভোজনদ্রব্য ও বস্ত্রবিশিষ্ট ছিল। সেই গৃহে সকলপ্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত ছিল, পাত্রসকল ধৌত ও পরিষ্কৃত ছিল, সমুদয় আসন প্লাতিত এবং উত্তম শয্যা আস্তীর্ণ থাকায় সুশোভন হইয়াছিল।

কৈকেয়ীতনয় মহাবাহু ভরত মহর্ষিকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সেই রত্নপূর্ণ ভবনে প্রবেশ করিলেন; পুরোহিতের সহিত সেই সকল মন্ত্রীরা তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং গৃহ-সংবিধান দর্শন করিয়া হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। ভরত, মন্ত্রিবর্গের সহিত তথায় রাজোপযুক্ত সিংহাসন এবং ছত্র ও চামরকে প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই রাজাসন রামচন্দ্রের যোগ্য এবং তিনি তাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা বিবেচনা করিয়া রামকে প্রণামপূর্ব্বক ভরত চামর গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীর আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর সচিব ও পুরোহিতগণ যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন, সেনাপতি ও শিবির-রক্ষক পশ্চাৎ উপবেন করিলেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ মুনির আদেশক্রমে মুহূর্ত্ত-কালমধ্যে পায়সকর্দ্দম নদীসকল ভরতের নিকট উপস্থিত হইল। দ্বিজবর ভরদ্বাজের প্রসাদে সেই সমস্ত সরিতের উভয়কুলে সুধা-লিপ্ত রমণীয় গৃহসকল জন্মিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মা-কর্তৃক প্রেরিত মনোহর আভরণভূষিত বিংশতি সহস্র রমণী আগমন করিল। সুবর্ণ, মণি, মুক্তা এবং প্রবাল দ্বারা সুশোভিত বিংশতি সহস্র যোষিৎ কুবেরের সহিত সমাগত হইল। যাহাদিগের দর্শনে পুরুষ বশীভূত এবং আনন্দিতের ন্যায় লক্ষিত হয়, নন্দনকানন হইতে তাদৃশ বিংশতি সহস্র অপ্সরা আগমন করিল। সূর্য্যসমপ্রভাসম্পন্ন নারদের তুম্বুরু গোপপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বরাজসকল ভরতের সম্মুখে গান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভরদ্বাজের আদেশক্রমে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা, ভরতের সমীপে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। দেবলোকে এবং চৈত্ররথনামক কুবেরের উদ্যানে যে সকল মাল্য ছিল, ভরদ্বাজের প্রভাবে প্রয়াগ-ক্ষেত্রে সেই সমুদয় দৃষ্ট হইল। মহর্ষির তেজঃ-প্রভাবে বিল্ববৃক্ষসকল মৃদঙ্গ-বাদক, বিভীতকতরু-সমুদয় তালবিশেষ-গ্রাহক এবং অশ্বত্থপাদপগণ নর্ত্তক হইল। অনন্তর সরল, তাল, তিলক, তমাল প্রভৃতি তরুসকল প্রহৃষ্ট হইয়া তথায় কুব্জ ও বামনরূপে আগমন করিল। শিংশপা, আমলকী, জম্বু, তদ্ভিন্ন কাননমধ্যে অন্যান্য যে সকল লতাজাতীয়া মল্লিকা মালতী প্রভৃতি ছিল, তাহারা তখন প্রমদাশরীর ধারণপূর্ব্বক ভরদ্বাজের আশ্রমে বাস করিল। সুরাপায়িগণ সুরাপান করিল, ক্ষুধিত ব্যক্তিসকল পায়স ভোজন করিল, অপরে পবিত্র মাংস আহার করিল, যাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিল। সাত আট জন নারী এক একটী পুরুষকে মনোহর নদীতীরে উদ্বর্ত্তন করাইয়া স্নান করাইতে লাগিল। বিশাললোচনা বরাঙ্গনাগণ স্নাত পুরুষদিগের আর্দ্র অঙ্গ বস্ত্রদ্বারা মার্জ্জিত করিয়া চরণ সেবা করত সুধা পান করাইতে প্রবৃত্ত হইল। বাহন-পালকেরা উৎকৃষ্ট অশ্ব, গজ, উষ্ট্র এবং বৃষভদিগকে যথাবিধানে তাহাদিগের ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করাইতে লাগিল। মহাবল বাহনপালকেরা ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধান যোদ্ধা-দিগের বাহনসকলকে ভক্ষণার্থ প্রেরণ করত ইক্ষু, মধু ও লাজ ভোজন করাইল। অশ্ব-বন্ধনকারী অশ্বের প্রতি এবং কুঞ্জরগ্রাহী গজের দিকে দৃষ্টি রাখে নাই, সেই সমস্ত সৈন্য মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত, মধুপানে প্রমত্ত এবং মুদিত হইয়া তথায় সম্যক্ শোভিত হইল। রক্তচন্দনরঞ্জিত সৈন্যসকল সর্ব্বকামনা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করত অপ্সরোগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল যে, 'আমরা আর অযোধ্যায় যাইব না, দণ্ডকারণ্যেও গমন করিব না, ভরতের মঙ্গল হউক এবং রামও সুখে থাকুন' গজারোহী ও গজবন্ধক এবং অশ্বারোহী ও অশ্ববন্ধক, তথা পদাতিগণ তাদৃশ সংকার-লাভে যেন স্বাধীন

হইয়া এইরূপ কথা বলিয়াছিল। ভরতের অনুযাত্রিক সেই সমস্ত ব্যক্তি তথায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সহস্রবার হর্ষধ্বনি করিল এবং "এই স্থানই স্বর্গ" এই কথা বলিল। মাল্যধারী সৈন্যগণ কেহ কেহ নৃত্য করত, কেহ কেহ হাস্য করত, কেহ কেহ বা গান করত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই অমৃতোপম অন্ন এবং সেই সমুদয় মনোহর ভক্ষ্য দ্রব্য দর্শন করিয়া, যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহাদিগেরও আবার ভোজনে ইচ্ছা হইল। সেনামধ্যস্থিত দাস দাসী ও বনিতাসকল নূতন বসন পরিধান করত সর্ব্বপ্রকারে সাতিশয় প্রীতি লাভ করিল। অশ্ব, গজ, উষ্ট্র, গো, মৃগ ও পক্ষিসকল তথায় উত্তমরূপে আহার দ্বারা পালিত হইয়াছিল; কাহাকেও মুনিদত্ত অন্ন ব্যতীত অন্য ভক্ষ্য উপভোগ করিতে হয় নাই। তন্মধ্যে কেহ ক্ষুধিত, ম্লান ও মলিনবসন ছিল না; এবং কাহারও কেশ ধূলিধূসর আছে, ঈদৃশ পুরুষ দৃষ্ট হয় নাই। সৈন্যগণ তথায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে গন্ধরস-সমন্বিত ছাগ মেষ বরাহ-মাংস, তথা উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন সঞ্চয় এবং আম্রাদি ফল নির্য্যূহ রস দ্বারা সম্যক্ সম্পাদিত সূপপূর্ণ স্বর্ণ-রজত-পাত্রসকল, আর শোভার্থ পুষ্প-ধ্বজযুক্ত শুভ্র অন্নের সহস্র সহস্র সুবর্ণ পাত্র দর্শন করিয়াছিল। সেই চৈত্ররথ-প্রতিম পঞ্চযোজনবিস্তৃত কাননের পার্শ্বভাগে কূপসকল পায়সের কর্দ্দমবিশিষ্ট, গো-সমুদয় কামদুঘ ও তরুগণ মধুস্রাবী হইয়াছিল। দীর্ঘিকাসকল মৈরেয় মদ্য-দ্বারা পরিপূর্ণ ও পিঠরপাকে প্রতপ্ত মৃগমাংস-পূরিত কুক্কুটাদি-পবিত্রমাংসনিচয়ে পরিবৃত ছিল। সুবর্ণময় সহস্র সহস্র অন্নপাত্র, নিযুতপরিমিত ভোজন-পাত্র ও অর্ব্বুদ-সংখ্যক হস্ত-প্রক্ষালনোপযোগী পাত্র, জলপান-পাত্র, সুমার্জ্জিত দধিমন্থন-পাত্র, তথা মন্থনোত্তর কেশরাদি-সংযোগে পীতবর্ণ সুগন্ধি তক্রের পাত্রসমুদয়-দ্বারা হ্রদসমুদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অপরাপর হ্রদসকল, গুড় আর্দ্রক জীরক-যুক্ত রসালাময় তক্র, তথা শ্বেতবর্ণ দধি এবং শর্করা-মিশ্রিত জলসঞ্চয় দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

সৈন্যগণ নদী-তীর্থে পাত্রস্থ বিবিধ আমলকীচূর্ণ মিশ্রিত কষায়-কল্ক-প্রভৃতি স্নানীয় দ্রব্যসমুদয় দর্শন করিয়াছিল; অগ্রভাগে কূর্চ্চ-বিশিষ্ট শুভ্রবর্ণ দন্তকাষ্ঠনিচয়, সম্পুটস্থ ঘৃষ্ট চন্দন-রাশি, দর্পণ-নিকর, ধৌত বসনসঞ্চয় এবং সহস্র সহস্র কাষ্ঠ-পাদুকা ও চর্ম্ম-পাদুকা-যুগল দেখিয়াছিল। অঞ্জনকরণ্ডিকা, কেশ-প্রসাধনী কঙ্কতিকা, শ্মশ্রু-প্রসাধন কূর্চ্চ, তথা ছত্র, ধনু, কবচ এবং বিচিত্র শয়ন ও আসন-সকল তথায় দৃষ্ট হইল। ভুক্ত বস্তু জীর্ণ করিবার উপযুক্ত জলপূর্ণ হ্রদসকল এবং গজ, বাজী, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রগণ অবগাহন করিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, ঈদৃশ তীর্থসমন্বিত ও পদ্ম উৎপল-সমাকুল উপাধি-বিশেষ-বশতঃ নীলবর্ণ নির্ম্মল জল-পূর্ণ পরম সুখে স্নান-যোগ্য হ্রদসমুদয় দর্শন করিয়াছিল। সেই সৈন্যগণ তথায় চতুর্দ্দিকে পশুদিগের ভক্ষণার্থ নীল-বৈদূর্য্যবর্ণ কোমল তৃণসকল দর্শন করিল। মহর্ষি ভরদ্বাজ-কর্ত্তৃক সেই সকল মর্ত্যলোক-দুর্লভ অদ্ভুত আতিথ্য-ব্যাপার তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত দেখিয়া সমস্ত লোকেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। নন্দনবনে দেবগণের ন্যায় সেই ভরদ্বাজের আশ্রমে এইরূপে বিহারকারী জনগণের সেই রজনী অতিবাহিত হইল।

অনন্তর সেই সকল অপ্সরোগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং বরাঙ্গনাগণ ভরদ্বাজের অনুজ্ঞা লইয়া যথাস্থানে প্রতিগমন করিল। সৈন্যগণ সেইরূপ দৃপ্ত, মদমত্ত, তথা মনোহর অগুরু-চন্দনে চর্চ্চিত রহিল এবং মনোজ্ঞ বিবিধ উত্তম-মালা মনুজগণ-কর্ত্তৃক প্রমর্দ্দিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বিকীর্ণ ছিল।

ইতি একনবত সর্গ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবত সর্গ।

অনন্তর ভরত পরিবারের সহিত অতিথি-সংকার লাভ করত সেই রজনী বাস করিয়া রামকে প্রাপ্ত হইবার কামনায় ভরদ্বাজে

নিকট গমন করিলেন। ভরদ্বাজ ঋষি অগ্নি-হোত্র কার্য্য সমাপনান্তে সেই পুরুষপ্রবর ভরতকে কৃতাঞ্জলিপুটে আগত দেখিয়া বলিলেন, "হে অনঘ! আমার এই আশ্রমে তোমার সুখে রাত্রি যাপন হইয়াছে ত? তোমার সমস্ত লোক অতিথি-সৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়াছে ত? তাহা আমাকে বল।" ভরত সেই আশ্রম হইতে নির্গত মহাপ্রভাব মহর্ষিকে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "ভগবন্! আমি সমগ্র বল বাহন সহ সৈন্যগণের সহিত সুখে বাস করত আপনা-কর্ত্তৃক অত্যন্ত তর্পিত হইয়াছি; অন্য কি, ভৃত্যগণের সহিত আমরা সকলেই গতক্লম, হতসন্তাপ, সুসমৃদ্ধ অন্নপান প্রাপ্ত এবং শোভন আবাস লাভ করিয়া সুখে বাস করিয়াছি। হে ঋষিসত্তম! আমি ভ্রাতার নিকটে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত আগ্রহ-সহকারে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি স্নিগ্ধ-নয়নে নিরীক্ষণ করুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! সেই ধার্ম্মিকবর মহাত্মার আশ্রম কত দূরে এবং কোন্ পথ দিয়া যাইতে হইবে, তাহা আমাকে আদেশ করুন।" মহাতপস্বী মহাপ্রভাব ভরদ্বাজ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভ্রাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল ভরতকে প্রত্যুত্তর করিলেন। "হে ভরত! এই স্থান হইতে সার্দ্ধ যোজনদ্বয় দূরে জনশূন্য অরণ্যমধ্যে রমণীয় বিদীর্ণ পাষাণ ও কানন-সমন্বিত চিত্রকূট নামক পর্ব্বত আছে, পুষ্পিত তরুগণসমাকীর্ণা, রমণীয় কুসুমিত-কাননা মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তর পার্শ্ব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। হে তাত! সেই নদীর পর পারে চিত্রকূট গিরি দেখিতে পাইবে, তাহাতেই তাঁহারা নিশ্চয় বাস করিতেছেন; অতএব তাঁহাদিগের পর্ণকুটীর তোমার নয়নগোচর হইবে। হে মহাভাগ বাহিনীপতে! যমুনা নদীর দক্ষিণতীরস্থ পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পরে সেই পথের দুইটী শাখাপথের মধ্যে বামভাগস্থিত দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী যে পথ আছে, সেই পথে এই গজবাজি-পরিবৃতা সেনাকে পরিচালন কর, তাহা হইলেই রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে পাইবে।"

মহারাজ দশরথের যানগামিনী সীমন্তিনীরা এইরূপ প্রস্থানের কথা শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ যান অম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভরদ্বাজ মুনিকে প্রণাম করিবার জন্য পরিবেষ্টন করিলেন। তন্মধ্যে প্রণমত কম্পমানা কৃশাঙ্গী দুঃখিনী কৌসল্যা, সুমিত্রা দেবীর সহিত করযুগল দ্বারা মহর্ষির চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর বিফলকামা, সর্ব্বলোকনিন্দিতা, সাপত্রপা কৈকেয়ী তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং সেই মহামুনি ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া তখন দুঃখিতচিত্তে ভরতেরই নিকটে দণ্ডায়মানা রহিলেন।

মহামুনি ভরদ্বাজ তৎকালে ভরতকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে রাঘব! আমি তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি।" ভরদ্বাজ বক্তৃবর ধর্ম্মনিষ্ঠ ভরতকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "ভগবন্! যে দেবীকে পুত্রবিরহে ও স্বামিশোকে তথা অনশনে কৃশাঙ্গী ও দুঃখিতা দেখিতেছেন, এই দেবীরূপিণী, আমার পিতার প্রধানা মহিষী কৌসল্যা; অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ ইনিই সেই সিংহসম বিক্রমপূর্ব্বক গমনশীল পুরুষপ্রবর রামচন্দ্রকে প্রসব করিয়াছেন। ইঁহার বাম বাহু আশ্লেষ করিয়া যিনি দুঃখিতচিত্তে দণ্ডায়মানা আছেন, ইনি মহারাজের মধ্যমা দেবী সুমিত্রা; পুষ্প সকল বিশীর্ণ হইলে কর্ণিকার বৃক্ষের শাখা যেমন বনমধ্যে শোভাহীন হইয়া থাকে, তেমনি ইনিও দুঃখিতা আছেন। সেই সত্যপরাক্রম দেবতুল্য রূপবান্ বীরবর কুমার লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন উভয়েই ইঁহার পুত্র। আর যাঁহার জন্য সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ ঈদৃশ বিপদাপন্ন হইয়াছেন, যাঁহার জন্য রাজা দশরথ পুত্রবিয়োগবশত প্রাণ-পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সেই ক্রোধনা, অশিক্ষিতবুদ্ধি, গর্ব্বিতা, সুভগমানিনী, ঐশ্বর্য্যাভিলাষিণী, সাধ্বীর ন্যায় প্রতিভাসমানা, পাপনিশ্চয়া অনার্য্যা নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী এই; ইঁহার নিমিত্ত আমি নিজ বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিতেছি,

ইঁহাকেই আমার জননী জ্ঞান করুন।” নরবর ভরত বাষ্পগদ্গদ বাক্যে এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধ নাগের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত আরক্তলোচন হইলেন। তখন, মহাবুদ্ধি মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে এ প্রকার কথা কহিতে দেখিয়া এই অর্থযুক্ত প্রত্যুত্তরবাক্য বলিলেন, “ভরত! দুষ্টকার্য্য করণ জন্য কৈকেয়ীর প্রতি তুমি দোষারোপ করিও না, রামের বনবাস পরিণামে দেবতা ও ঋষিগণের সুখকর হইবে। এই বনে রামের প্রব্রাজনহেতু দেব, দানব ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণের হিত হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।”

সিদ্ধকাম ভরত মহর্ষিকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া সৈন্যগণকে আমন্ত্রণ করত ‘সুসজ্জিত হও’ এই কথা বলিলেন। অনন্তর বহুবিধ লোক, বিবিধ হেমবিভূষিত মনোহর অশ্ব রথ যোজনা করিয়া প্রয়াণার্থ আরোহণ করিল। সুবর্ণ-নির্ম্মিত রজ্জু তথা পতাকা-সমন্বিত হস্তী ও করেণুসকল গ্রীষ্মাবসানে শব্দায়মান মেঘমণ্ডলীর ন্যায় ঘণ্টারবে দশদিক্ নিনাদিত করত প্রস্থিত হইল। মহামূল্য লঘুতর বৃহৎ বৃহৎ বিবিধ যানসকল চলিতে লাগিল এবং পদাতিগণ পদব্রজে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তদনন্তর কৌসল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ রামকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষায় প্রমুদিত হইয়া উৎকৃষ্ট যানে আরোহণপূর্ব্বক প্রয়াণ করিলেন। শ্রীমান্ ভরত তরুণ চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় আভাসমানা শোভনা শিবিকাতে আরোহণপূর্ব্বক সপরিবারে প্রস্থিত হইলেন। সেই গজবাজিসমাকুলা মহতী সেনা দক্ষিণ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরে গিরি ও নদীতটে বর্ত্তমান মৃগ-পক্ষিকুল-সেবিত মহামেঘমণ্ডলীর ন্যায় শোভমান বনসকল অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিল। ভরতের সেই মহতী সেনা দ্বিজগণ ও বাজিযূথের হর্ষসম্পাদন এবং মৃগ ও পক্ষিকুলকে ত্রাসিত করত সেই মহৎ বনে প্রবেশ করিয়া তথায় শোভিত হইয়াছিল।

ইতি দ্বিনবত সর্গ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবত সর্গ।

বনবাসী মত্ত যূথপতি পশুসকল নিজ নিজ দলের সহিত সেই গমনশীল মহা সেনা-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। বনস্থলে, গিরিশিখরে ও নদীতীরে ভল্লুকগণ, রুরুমৃগসকল ও বিন্দুযুক্ত মৃগসমুদয়, সকল দিকেই ব্যাকুলভাবে ধাবমান দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেই দশরথতনয় ধর্ম্মাত্মা ভরত শব্দায়মান চতুরঙ্গ মহাসেনা সমাবৃত ও প্রীত হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে মেঘসকল যেমন আকাশমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ, মহাত্মা ভরতের সাগরপ্রবাহসন্নিভ সৈন্যসকল মহীতল সংচ্ছাদিত করিল। মহাবল বারণ ও তুরঙ্গনিকর দ্বারা সমাবৃত ভূতল তৎকালে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া অলক্ষ্য হইয়াছিল। দূরপথ গমন করিয়া বাহনসকল সম্যক্ পরিশ্রান্ত হইলে শ্রীমান্ ভরত মন্ত্রিবর বসিষ্ঠকে বলিলেন, “মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থানে যে প্রকারে চিত্রকূট পর্ব্বতের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং আমিও পূর্ব্বে যে প্রকার শুনিয়াছিলাম আর এই প্রদেশের রূপ যেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয়, ঐ চিত্রকূট গিরি; উহারই নিম্নে মন্দাকিনী নদী; ঐ নীলমেঘসন্নিভ বন দূর হইতে প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি চিত্রকূট শৈলের মনোরম সানুসকল মদীয় শৈলোপম মাতঙ্গগণদ্বারা মর্দ্দিত হইতেছে। সজল নীলমেঘসকল আতপাভাবসময়ে যেমন বারিবর্ষণ করে, তেমনি এই সমস্ত তরুগণ গজযূথের সংস্পর্শে চলিত হইয়া কুসুমরাশি বর্ষণ করিতেছে—ভ্রাতঃ শত্রুঘ্ন! দেখ, সমুদ্র যেমন মকরনিকরদ্বারা আকীর্ণ, তেমনি এই পর্ব্বতে কিন্নরগণের আবাসপ্রদেশ হয়-সমুদয়দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; শরৎকালে বায়ুবেগে চালিত হইয়া মেঘজাল যেমন আকাশমণ্ডলে শোভা পায়, সেইরূপ এই সমুদয় শীঘ্রগামি-সৈন্য-পরিচালিত হইয়া মৃগগণ শোভিত হইতেছে। মেঘসমান-প্রকাশমান শত্রুনিবারণ চর্ম্মফলক-সমর্পিত সৈন্যগণ দাক্ষিণাত্য লোকসকলের ন্যায় নিজ

নিজ মস্তককে হরিৎ কুসুমে বিভূষিত করিতেছে। এই ঘোরদর্শন কানন পূর্ব্বে নিঃশব্দের ন্যায় হইয়াছিল, অদ্যপ্রভৃতি আমার সৈন্যগণের সমাগমে লোকাকীর্ণ-অযোধ্যার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। অশ্ব-প্রভৃতির খুরক্ষুণ্ণ ধূলিপটলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সমীরণ যেন আমার প্রিয়কারী হইয়া চিত্রকূটদর্শনের প্রতিবন্ধস্বরূপ এই রেণুরাশিকে অবিলম্বে অপসারিত করিতেছে। শত্রুঘ্ন! দেখ, সুসারথি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অশ্বযুক্ত ঐ সকল রথ কত দ্রুতবেগে কানন মধ্যে যাইতেছে। এই দেখ, প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ত্রাসিত হইয়া পক্ষিকুলের আবাসস্থল এই শৈলেই আসিতেছে; অতিমাত্র মনোহর পাপ-পরিশূন্য এই তাপসগণের বাসস্থল স্বর্গের পথরূপে সুব্যক্তভাবে আমার চিত্তে প্রতিভাত হইতেছে। মৃগী সকলের সহিত বিচিত্র বিন্দুযুক্ত মনোজ্ঞ মৃগগণ যেন কুসুমদ্বারা চিত্রিত বলিয়া লক্ষ্য হইতেছে। সৈন্যগণ মন্দ মন্দ গমন করত কানন মধ্যে যে স্থানে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ দৃষ্টিগোচর হন, সেই স্থান অন্বেষণ করুক।"

শস্ত্রপাণি শূর পুরুষেরা ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই গহন বন মধ্যে প্রবেশ করিল, অনন্তর, ধূমশিখা দেখিতে পাইল। তাহারা ধূমের অগ্রভাগ দর্শনপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া ভরতকে কহিল যে "মনুষ্যশূন্য স্থানে কখন অগ্নি থাকে না, অতএব রাম ও লক্ষ্মণ এই স্থানেই আছেন, ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে। এই কাননে সেই শত্রুতাপন নরবর রাজকুমারেরা যদি না থাকেন, তবে রামের সমান অন্য তপস্বিগণ অবশ্যই এস্থানে থাকিতে পারেন।" শত্রুবল-মর্দ্দন ভরত তাহাদিগের সেই ন্যায়ানুগত সাধুসম্মত বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত সৈন্যগণকে কহিলেন যে, "তোমরা সকলে কোলাহল না করিয়া সাবধান হইয়া অবস্থিতি কর, এস্থান হইতে অগ্রে গমন করিও না, আমি স্বয়ংই যাইব এবং সুমন্ত্র ও অশোক মন্ত্রী আমার সহিত গমন করিবেন।" অনন্তর সৈন্যগণ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সেই স্থানে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল; আর যেখানে ধূমশিখা ছিল, ভরত তথায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। ভরত যে সৈন্য সকলকে ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহারা পুরোভাগে আবাসযোগ্য ভূভাগ নিরীক্ষণ করিয়াও তখন অবিলম্বে প্রিয়তম রামের সমাগম হইবে জানিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিল।

ইতি ত্রিনবতি সর্গ ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবত সর্গ।

রাম সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে জানকীর প্রিয়কাম হইয়া নিজ চিত্তকে আশ্বাসিত করিয়া শৈলবাস প্রিয়তর জ্ঞানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতেছিলেন। অনন্তর পুরন্দর শচীকে যেমন রম্য বস্তু দর্শন করান, সেইরূপ অমরসদৃশ দাশরথি ভার্য্যাকে চিত্রকূট গিরির রমণীয় শোভা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "ভদ্রে! এই পরম রমণীয় শৈল সন্দর্শন করিয়া আমার মন রাজ্যভ্রংশ ও সুহৃজ্জন-বিয়োগ জন্য দুঃখিত হয় নাই। হে কল্যাণি! দেখ, এই অচল নানাবিধ পক্ষিসমূহ দ্বারা সমাকুল; ইহার ধাতুমান্ শিখর সকল যেন অভ্রস্পৃক্ হইয়া ইহাকে বিভূষিত করিতেছে, কোন শৃঙ্গ রজত সদৃশ, কোন শিখর শোণিত-সন্নিভ, কোন শেখর পীত ও মঞ্জিষ্ঠা লতার ন্যায় রক্তবর্ণ, কোন কোন শৃঙ্গ সুশোভন মণির ন্যায় প্রভাশালী; এই শৈলরাজের বিবিধ ধাতুবিভূষিত প্রদেশসমুদয়ের কোন স্থান পুষ্পরাগসন্নিভ, কোন স্থান স্ফটিকমণিসম, কোন স্থান কেতকপুষ্প-সমান, কোন প্রদেশ নক্ষত্রাদিজ্যোতিঃপ্রভ, কোন কোন স্থল বা পারদতুল্য প্রভাময় থাকিয়া শোভা পাইতেছে। এই শৈল বহুবিধ মৃগগণদ্বারা সমাবৃত, বিবিধ বিহঙ্গকুল সমাকুল এবং হিংসাদি দোষ-রহিত শার্দ্দূল, তরক্ষু ও ভল্লুক সমূহদ্বারা পরিবৃত থাকিয়া সুশোভিত হইতেছে। এই গিরিবর আম্র, জম্বু, লোধ্র, পীতশাল, পিয়াল, পনস, ধব, কর্ম্মরঙ্গ, তিমিশ, তিন্দুক, বিল্ব, বেণু, গম্ভারী, নিম্ব, শাল, মধূক, তিলক, বদরী,

আমলকী, কদম্ব, বেত্র, ইন্দ্রযব ও দাড়িম্ব প্রভৃতি পুষ্পকলাপশোভিত ছায়া-সমন্বিত মনোরম তরুনিকর দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া শোভাসম্বর্দ্ধন করিতেছে। প্রিয়ে! দেখ, পর্ব্বতের রমণীয় পরিসর প্রদেশে এই সকল কামহর্ষণ কিন্নরগণ যুগলভাবে মিলিত হইয়া প্রশস্তচিত্তে কেমন ক্রীড়া করিতেছে! কিন্নর-গণের উৎকৃষ্ট খড়্গ এবং বিদ্যাধরীদিগের বসন সমুদয় মনোরম ক্রীড়াস্থলে বৃক্ষ সকলের শাখায় সংসক্ত রহিয়াছে, দর্শন কর। কোন কোন স্থানে ভূভাগ ভেদ করিয়া উৎপতিত জল প্রপাত এবং নির্ঝরদ্বারা এই গিরিবর মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভিত হইতেছে। গুহা দ্বারস্থিত সমীরণ বিবিধ কুসুমভব সৌরভ বহন করত সন্নিহিত হইয়া কোন্ ব্যক্তির ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন না করিতেছে? সুন্দরি! যদি এই স্থানে তোমার সহিত আর লক্ষ্মণের সহিত বহু সংবৎসর বাস করি, তবে শোকানল আমাকে দহন করিতে পারিবে না। প্রিয়ে! এই বহুবিধ ফল-পুষ্পোপশোভিত, নানা বিহঙ্গ-গণ সমাবৃত, রমণীয় বিচিত্র শিখরে বাস করিয়া আমি প্রীতিমান্ হইয়াছি। এই বনবাস-দ্বারা আমি পিতৃসত্য পালনে অনৃণতা ও ভরতের প্রিয়কারিতারূপ দুটী ফল লাভ করিলাম। প্রিয়ে! তুমি আমার সহিত চিত্রকূটে থাকিয়া কায়মনোবাক্যের প্রিয়তর বহুবিধ মনোহর বস্তু দর্শন করত প্রীতিলাভ করিতেছ ত? রাজর্ষিগণ রাজার পক্ষে এইরূপ নিয়মে থাকিয়া বনে অবস্থান করাকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া থাকেন এবং আমার পূর্ব্ব পিতা-মহ মনু প্রভৃতি, বনবাসকেই পরলোকের মঙ্গলের কারণ বলিয়াছেন। নীল, পীত, শ্বেত, শোণিত প্রভৃতি বিবিধবর্ণ শৈলের শত শত বিশাল শিলা সকল সর্ব্বদিকে সুশোভিত হইতেছে। এই অচলস্থিত সঞ্জীবনী প্রভৃতি সহস্র প্রকার ওষধি সকল স্বীয় প্রভা দ্বারা প্রকাশমান হইয়া রজনীতে যেন হুতাশন শিখার সমান দীপ্তি পাইয়া থাকে। হে ভামিনি! এই পর্ব্বতের কোন প্রদেশ বাস্যোপ-যুক্ত গৃহ-সদৃশ, কোন স্থল উদ্যান-সদৃশ এবং কোন কোন স্থান অনেক জনের অবস্থান-যোগ্য অথণ্ড শিলা-সমন্বিত হইয়া শোভিত হইতেছে। এই চিত্রকূট গিরি যেন বসুধাতল ভেদ করত সমুত্থিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহার শৃঙ্গসকল সকল দিকেই সুশোভন দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ কামীদিগের শতদল-দল-যুক্ত উৎপল, পুত্রজীবক, পুন্নাগ ও ভূর্জ্জপত্র-নির্ম্মিত উত্তরচ্ছদ-বিশিষ্ট সুন্দর শয্যাসকল আস্তীর্ণ রহিয়াছে। প্রিয়ে! কামিগণের পরি-ভোগে মর্দ্দিত ও পরিত্যক্ত কমলমালাসকল, তথা ভুক্তাবশিষ্ট বিবিধ ফল দৃষ্টিগোচর হই-তেছে। বহুবিধ ফল, মূল ও স্বচ্ছ-জল-সম্পন্ন এই চিত্রকূট গিরি কুবেরের অলকা, ইন্দ্রের অমরাবতী, তথা উত্তর কুরুদেশকে অতিক্রম করিয়াই যেন শোভা পাইতেছে। প্রিয়তমে জানকি! আমি উৎকৃষ্টতর নিজ নিয়মদ্বারা সাধুগণের আচরিত পথে অবস্থানপূর্ব্বক তোমার সহিত ও লক্ষ্মণের সঙ্গে এই চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বিহার করত কুলধর্ম্ম-বর্দ্ধিনী সুখ-সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইব।"

ইতি চতুর্নবত সর্গ ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবত সর্গ।

অনন্তর, অযোধ্যাপতি, গিরিবর চিত্র-কূটের মধ্যভাগ হইতে নির্গত হইয়া মৈথিলীকে বিমল-জল-বাহিনী রমণীয়া মন্দাকিনী নদী প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাজীব-লোচন রাম, চন্দ্র-সম চারুমুখী বরবর্ণিনী বিদেহরাজ-নন্দিনীকে বলিলেন, 'প্রিয়ে! হংস সারস-সেবিতা কুসুমিত তরুগণোপশোভিতা বিচিত্র-পুলিনা মন্দাকিনী নদীকে দর্শন কর। চতুর্দ্দিকে ফল-পুষ্প-সমন্বিত নানাবিধ তীরতরু-দ্বারা রাজরাজপুরী নলিনীর ন্যায় বিরাজমানা রহিয়াছে। সম্প্রতি মৃগ-যূথ-কর্ত্তৃক আন্দো-লিত হওয়ায় কলুষজল রমণীয় তীর্থসকল আমার প্রীতি সম্পাদক হইতেছে। প্রিয়ে! ঐ দেখ, জটাজিনধারী উত্তরীয় বল্কল-সমন্বিত ঋষিগণ যথাকালে মন্দাকিনী নদীতে অবগাহন

করিতেছেন। হে আয়তনয়নে! নিয়মবশতঃ ঊর্দ্ধবাহু শংসিতব্রত এইসমস্ত মুনিগণ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সূর্য্যোপাসনা করিতেছেন। তটিনীর সকলদিকেই পুষ্প ও পত্রবর্ষী বায়ুবেগে উৎকম্পিতশেখর তরুগণদ্বারা এই শৈলবর যেন নৃত্য করিতে উপক্রম করিতেছে। দেখ, এই মন্দাকিনী নদীর কোন স্থান বিপুলপুলিনশালী, কোন স্থল সিদ্ধজনগণকর্ত্তৃক আকীর্ণ, এবং কোন স্থানে মুক্তার ন্যায় নির্ম্মল জল প্রকাশ পাইতেছে। হে ক্ষীণমধ্যে! দেখ, জলমধ্যে কতকগুলি পুষ্প বায়ুবেগে বিধূত হইয়া বিস্তৃত হইতেছে এবং আর কতকগুলি জলের উপরে ভাসিতেছে। হে কল্যাণি! এই দেখ, চারুভাষী চক্রবাক পক্ষিসকল মনোহর রব করত তটের উপরে আরোহণ করিতেছে। শোভনে! চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর দর্শন, গৃহবাস হইতে, অপর কি, তোমাকে দেখিয়া আমার যে প্রীতি হয়, তাহা হইতেও অধিকতর সুখাবহ বোধ করিতেছি। তপস্যা ও শম-দম-সমন্বিত নিষ্পাপ সিদ্ধপুরুষেরা নিত্য যাহার জলে অবগাহন করেন, তুমি আমার সহিত অদ্য তাহাতে অবগাহন কর। প্রেয়সি! তুমি মন্দাকিনীর সখীর ন্যায় শ্বেত ও রক্তবর্ণ উৎপল সকল নিক্ষেপ করত নদীতে নামিয়া স্নান কর। তুমি সতত হিংস্র জন্তুসকলকে পৌরজনের ন্যায়, এই পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং এই মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় জ্ঞান কর। হে বিদেহরাজ-নন্দিনি; ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ নিয়ত আমার আজ্ঞাবর্ত্তী আছেন এবং তুমিও আমার অনুকূলা ভার্য্যা; অতএব তোমরা উভয়েই আমার প্রীতিবিধান করিতেছ। আমি তোমার সহিত এই স্থানে ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিয়া মধু ও ফল,-মূল আহার করত অযোধ্যা ও রাজ্যের জন্য বাঞ্ছা করি না। গজযূথকর্ত্তৃক আলোড়িতা সিংহ, মাতঙ্গ ও বানরগণকর্ত্তৃক নিপীতসলিলা পুষ্পিতবনশালিনী এবং কুসুমনিকর দ্বারা বিভূষিতা এই রমণীয়া নদীতে অবগাহন করিয়া যে ব্যক্তি সুখী ও ক্লান্তিহীন না হয়, তেমন লোকই নাই।" রঘুবংশবর্দ্ধন রাম, প্রিয়ার সহিত এইরূপে নদী বর্ণন প্রসঙ্গে অনেকানেক সঙ্গত বাক্য ব্যক্ত করত নয়নাঞ্জন-সন্নিভ রম্য চিত্রকূট শৈলে বিচরণ করিয়াছিলেন।

ইতি পঞ্চনবত সর্গ। ৯৫।

ষণ্নবত সর্গ।

রাম তৎকালে জানকীকে সেই গিরিনিম্নগা মন্দাকিনী প্রদর্শন করিয়া বিশেষ বিশেষ মাংসদর্শন দ্বারা সান্ত্বনা করত পর্ব্বতের এক দেশে উপবেশন করিলেন; 'এই মাংস পবিত্র, ইহা অগ্নি দ্বারা সুতপ্ত দেখ,' এইরূপে সেই ধর্ম্মাত্মা রাম, সীতার সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাম সেইরূপে সময় যাপন করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার নিকটগামী ভরতের গগনস্পর্শী সৈন্যরেণু ও সেনাসকলের কোলাহল ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। এই সময়ে সেই মহাশব্দে ত্রাসযুক্ত মত্ত যূথপতিগণ পীড়িত হইয়া নিজ নিজ দলের সহিত দশ দিকে ধাবমান হইল। সৈন্যসমুদ্ভূত শব্দ, রামের শ্রবণগোচর হইলে, তিনি সেই ধাবমান যূথপতিসকলকে দর্শন করিতে লাগিলেন। রাম তাহাদিগকে ধাবমান দেখিয়া এবং সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া দীপ্ততেজা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, "সুমিত্রা দেবী তোমা কর্ত্তৃক সুসন্তানবতী হইয়াছেন; লক্ষ্মণ! দেখ, কি আশ্চর্য্য! এই পর্ব্বতে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর তুমুল শব্দ শ্রুত হইতেছে, ইহার কারণ কি? এই মহারণ্যে গজ যূথ সকল কি সিংহ কর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়াছে? অথবা মহিষ সকল কিংবা মৃগগণ সহসা মৃগাধিপ কর্ত্তৃক ত্রাসিত হইয়া দিকে দিকে ধাবিত হইতেছে? লক্ষ্মণ! কোন রাজা বা রাজপুত্র কি মৃগয়ার নিমিত্ত এই বনে ভ্রমণ করিতেছেন, কিংবা অন্য কোন শ্বাপদ হইতে এরূপ ঘটনা হইয়াছে, তুমি তাহা জানিতে পার। লক্ষ্মণ! এই পর্ব্বতে পক্ষিরাও অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে না, তবে যে এস্থানে এরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সমুদয় কারণ তোমার যথার্থরূপে জানা উচিত।"

লক্ষ্মণ, অগ্রজের আজ্ঞানুসারে সত্বর হইয়া কুসুমিত শাল বৃক্ষের উপর আরোহণপূর্ব্বক সকল দিক্ নিরীক্ষণ করত প্রথমত পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, পরে উত্তর দিকে নেত্র-পাত করত গজবাজি-রব-সমাকুল সুসজ্জিত পদাতিগণ-যুক্ত মহতী সেনা দেখিতে পাই-লেন; লক্ষ্মণ তখন সেই অশ্ব-গজসম্পূর্ণ, রথধ্বজ-বিভূষিত সৈন্যগণই শব্দের কারণ, ইহা রামকে কহিলেন এবং এই কথাও বলিলেন, "আর্য্য! আপনি অগ্নি নির্ব্বাণ করুন এবং সীতা দেবী গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকুন, আর কবচ ও ধনুর্ব্বাণ সকল সজ্জিত করুন।" পুরুষপ্রবর রাম লক্ষ্মণকে প্রত্যুত্তরবাক্যে বলিলেন, "হে সৌম্যদর্শন সুমিত্রানন্দন! এই সেনা কাহার বোধ হইতেছে, বিশেষরূপে দৃষ্টি কর।" লক্ষ্মণ, রামকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া সেই সেনাকে যেন দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করত এই কথা বলিলেন "কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিবার কামনা করত আমাদিগকে বধ করিতে এস্থানে আসিতেছে। ঐ যে উজ্জ্বলস্কন্ধ সুমহান্ সুন্দর বৃক্ষ প্রকাশ পাইতেছে, উহারই নিকটে রথমধ্যে রক্তকাঞ্চন-ধ্বজ-সমন্বিত ভরত বিরাজ করিতেছে। অশ্ব-বার-সকল শীঘ্রগামী হয়সমুদয়ে আরোহণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে এই দিকেই আসিতেছে; ঐ সকল সাদিবেশধারী গজারোহিগণ হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক প্রহৃষ্ট হইয়া শোভিত হইতেছে। হে বীরবর! আমরা ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক গিরিশিখর আশ্রয় করি, অথবা কবচ বন্ধন ও অস্ত্র গ্রহণ করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করি। হে রঘুবংশাবতংস! আপনি, সীতাদেবী ও আমি যাহার জন্য এই মহাবিপদ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই ভরত যুদ্ধে যদি আমাদের আয়ত্ত হয়, তবে আমি তাহাকে বিলক্ষণরূপে দর্শন করিব। হে রঘুবীর! যাহার কারণে আপনি শাশ্বত রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া-ছেন, সেই পরম শত্রু বধার্হ ভরত ঐ উপ-স্থিত হইতেছে। ভরতের বিনাশে আমি কিছু-মাত্র দোষ দেখি না; যেহেতু, প্রথমাপরাধী ব্যক্তিকে নিহত করিয়া কেহই অধর্ম্মভাক্ হয় না। ভরত পূর্ব্বে আমাদের অপকার করিয়াছে, তাহাকে বধ করিলে ধর্ম্মই হইবে; এই পরম শত্রু নিহত হইলে আপনি পরম সুখে সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করি-বেন। রাজ্যকামুকা কৈকেয়ী অদ্য হস্তি-দ্বারা ভগ্নবৃক্ষের ন্যায় নিজ পুত্রকে আমা-কর্ত্তৃক যুদ্ধে হত দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিতা হউক। কুব্জার সহিত সবান্ধবা কৈকেয়ীকেও বধ করিব, তাহা হইলে পৃথিবী আজ মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবেন। হে মানদ! আমি এতকাল যে ক্রোধকে সংযত করিয়া রাখিয়া-ছিলাম এবং কখন যাহার সৎকার করি নাই, তৃণমধ্য হুতাশনের ন্যায়, অদ্য আমি সেই এই ক্রোধকে শত্রুসৈন্যমধ্যে নিক্ষেপ করিব। অদ্যই আমি শাণিত শরসমূহ দ্বারা শত্রুশরীর-সমুদয় ছেদন করত চিত্রকূট পর্ব্বতের কাননকে রক্তাক্ত করিব। শ্বাপদেরা মদীয় শরনিকর দ্বারা নির্ভিন্নহৃদয় কুঞ্জর ও তুরঙ্গগণকে, তথা আমাকর্ত্তৃক নিহত নরবৃন্দকে আকর্ষণ করুক। এই মহাসমরে সৈন্যসহ ভরতকে হত করিয়া আমি ধনুর্ব্বাণের নিকট অনৃণী হই, সংশয় নাই।"

ইতি ষণ্ণবত সর্গ॥ ৯৬॥

সপ্তনবত সর্গ।

অনন্তর রাম, ভরতের প্রতি অত্যন্ত সংরব্ধ ও ক্রোধমূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে সম্যক্ সান্ত্বনা করিয়া এই কথা বলিলেন, "লক্ষ্মণ! মহা উৎসাহ-সম্পন্ন মহাবল ভরত স্বয়ং এস্থানে আগমন করিলে, ধনুই বা কি করিবে, অসি ও চর্ম্ম-দ্বারাই বা কি হইবে? আমি পিতৃসত্য প্রতি-পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া ভরতকে সমরে হত করিয়া, পিতা ভরতকে যে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা হরণ করিয়া লোকাপবাদ-পূর্ণ রাজ্য লইয়া কি করিব? বান্ধবগণের বিনাশে বা মিত্রমণ্ডলের পরিক্ষয়ে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিষমিশ্রিত ভক্ষ্য দ্রব্যের ন্যায় আমি তাহা প্রতিগ্রহ করিতে অভিলাষী নহি।

লক্ষ্মণ! আমি তোমাদিগের জন্যই ধর্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবীকে প্রার্থনা করিয়া থাকি। লক্ষ্মণ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমি ভ্রাতাদিগের প্রতিপালনের জন্য ও সুখের নিমিত্তই রাজ্যলাভে বাসনা করি এবং সত্যধর্মে থাকিয়া অস্ত্র ধারণ করিয়া থাকি। হে প্রিয়দর্শন! এই সসাগরা ধরা কিছু আমার পক্ষে দুর্লভ নহে। লক্ষ্মণ! আমি অধর্মদ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও ইচ্ছা করি না। হে মানদ! ভরত বিনা, তোমা ব্যতিরেকে এবং শত্রুঘ্ন ভিন্ন আমার যে কিছু সুখ হয়, অগ্নি তাহাকে ভস্মসাৎ করুন। আমি অনুমান করি, আমার প্রাণের সমান প্রিয়তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যাধিকারী হন" এই কুলধর্ম্ম স্মরণ করত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়াছেন। হে পুরুষপ্রবীর! আমি সীতা ও তোমার সহিত জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছি শুনিয়া ভরত স্নেহাক্রান্তহৃদয় ও শোকবিকল হইয়া আমাকে দেখিতেই এখানে আসিতেছেন, অন্য কোন অভিপ্রায়ে আইসেন নাই। শ্রীমান্ ভরত, জননী কৈকেয়ীর প্রতি রোষ প্রকাশপূর্ব্বক অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করত পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাকে রাজ্য দান করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন। এই ভরত যখন আমাদিগকে এসময় দর্শন করিতে আসিতেছেন, তখন ইনি মনেও কখন আমাদের প্রতি অহিতাচরণ করেন, এমন প্রত্যয় হয় না। ভরত, পূর্ব্বে কখন কি তোমার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিলেন বা তাঁহাকে দেখিয়া তোমার কি এ প্রকার ভয় হইয়াছিল? অদ্য যে ভরতের উপর শঙ্কা করিতেছ? ভরতকে তোমার নিষ্ঠুর বা অপ্রিয়-বাক্য বলা উচিত নহে; ভরতকে কোন অপ্রিয় কথা বলিলে তাহা আমাকেই বলা হইবে। হে সৌমিত্রে! কোন আপদ্‌কালেও কি, পুত্রেরা পিতাকে কিংবা ভ্রাতা আপন প্রাণ-তুল্য ভ্রাতাকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়? রাজ্যের জন্য তুমি যদি এই কথা বলিয়া থাক, তবে আমি ভরতকে দেখিয়া বলিব যে, "ইহাকেই রাজ্য দেও।" লক্ষ্মণ! "ইহাকেই রাজ্য প্রদান কর" ভরতকে আমি এই কথা বলিলে ভরত তাহা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।"

ধর্ম্মশীল ভ্রাতা কর্ত্তৃক তাঁহার হিত-কার্য্যে অনুরক্ত লক্ষ্মণ, তাদৃশরূপে উক্ত হইয়া লজ্জাতে সঙ্কুচিত হইয়া যেন স্বীয় গাত্রে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ, রামের কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "বোধ হয়, পিতা দশরথ স্বয়ং আপনাকে দেখিতে আসিতেছেন।" রাম, লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখিয়া তাঁহার লজ্জানিবারণ জন্য তদীয় বাক্যে অনুমোদন করত কহিলেন, "আমারও বিবেচনা হইতেছে, মহাবাহু পিতা এ স্থানে আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন, অথবা ইহাই নিশ্চয় বোধ হয়, পিতা আমাদিগকে সুখভোগী বিবেচনা করিয়া, বনবাস কষ্টকর বোধে গৃহে লইয়া যাইবেন। শ্রীমান্ রঘুকুলোদ্ভব মদীয় পিতা, অত্যন্ত সুখ-সেবিনী এই বিদেহরাজ-নন্দিনীকে বন হইতে গৃহে লইয়া যাইবেন। এই সেই প্রশস্ত-কুলোৎপন্ন বায়ু-বেগসম জবগামী বলিষ্ঠ উৎকৃষ্ট মনোরম তুরঙ্গমদ্বয় দৃষ্ট হইতেছে এই সেই ধীমান্ পিতার শত্রুঞ্জয়নামা মহাকায় প্রাচীন হস্তী সৈন্যগণের অগ্রভাগে আসিতেছে। কিন্তু পিতার সেই লোকবিখ্যাত পাণ্ডুরবর্ণ দিব্য ছত্র দেখিতেছি না; অতএব আমার এ বিষয়ে সংশয় হইতেছে। লক্ষ্মণ! তুমি শঙ্কা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে অবরোহণ কর, আমার বাক্য প্রতিপালন কর।" ধর্ম্মাত্মা রাম সেই বৃক্ষাগ্রস্থিত সুমিত্রানন্দনকে এই কথা বলিলে সমর-বিজয়ী লক্ষ্মণ, সেই তরু-শিখর হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া রামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর 'রামাশ্রমের বাধা না হয়' এইরূপে ভরতকর্ত্তৃক আদিষ্ট সৈন্যসকল সেই চিত্রকূট পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে দূরভাগে আবাস কল্পনা করিল। সেই গজ-বাজি-নরসমাকুলা ইক্ষ্বাকু-সেনা পর্ব্বতের পার্শ্বে সার্দ্ধ-যোজন পরিমাণ স্থান আবরণ করিয়া অবস্থান করিল। রঘুনন্দন রামের [illegible]

ধর্ম্মকে পুরস্কার করিয়া নীতিজ্ঞ ভরত-কর্ত্তৃক চিত্রকূটে বিরচিতা সেই সেনা সাতিশয় শোভিত হইতে লাগিল।

ইতি সপ্তনবত সর্গ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবত সর্গ।

সেই প্রাণিপ্রবর প্রভু ভরত, সৈন্ত-সন্নিবেশ করিয়া গুরুশুশ্রূষা-পরায়ণ রামের নিকটে পদব্রজে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেনাসকল যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে ভরত বিনীতের ন্যায় ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে এই কথা বলিলেন, "হে প্রিয়দর্শন! সমস্ত লোকের সহিত এবং সন্নিহিত এই সমুদয় গুহ-ভৃত্য নিষাদগণের সহিত অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে এই বন অন্বেষণ করা তোমার উচিত হইতেছে। গুহ স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ ও অসিধারি-জ্ঞাতি-সহস্র-দ্বারা পরিবৃত হইয়া এই কাননে রাম লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করুন। আমিও পৌরগণের সহিত সমবেত অমাত্য ও ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত গুরুকুল-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া স্বয়ং পদব্রজে সমস্ত বন অন্বেষণ করত বিচরণ করিব। আমি যতক্ষণ রামকে বা মহাবল লক্ষ্মণকে অথবা মহাভাগা জানকীকে দর্শন না করিব, ততক্ষণ আমার দুঃখ-শান্তি হইবে না। আমি যে পর্য্যন্ত ভ্রাতার সেই পদ্ম-সম-বিশাল-লোচন চন্দ্র-তুল্য শোভন বদন সন্দর্শন না করিব, ততক্ষণ আমার দুঃখশান্তি হইবে না; যিনি রাজীবলোচন রামচন্দ্রের অতি সুশোভন বিমল-চন্দ্র-সদৃশ মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিতেছেন, সেই লক্ষ্মণই কৃতার্থ! আমি যে পর্য্যন্ত ভ্রাতার ধ্বজ-বজ্র-ছত্ররেখাদি রাজ-চিহ্নাঙ্কিত চরণদ্বয় মস্তকে গ্রহণ না করিব, তাবৎকাল আমার দুঃখশান্তি হইবে না। রাজ্যভোগে একান্ত উপযুক্ত ভ্রাতা যে পর্য্যন্ত পৈতৃ-পিতামহ রাজ্যে থাকিয়া অভিষেক-জলে স্নাত না হইবেন; তাবৎকাল আমার দুঃখ-শান্তি হইবে না। যিনি সসাগরা ধরণীর অধিপতি পতির অনুগমন করিতেছেন, সেই মহাভাগা জনক-নন্দিনী সীতাই ধন্যা। নন্দনকাননে কুবেরের ন্যায় রাম যাহাতে বাস করিতেছেন, হিমালয়-সদৃশ এই চিত্রকূট গিরিও অতি পবিত্র, হিংস্র-জন্তু-নিষেবিত এই দুর্গম কাননও কৃতার্থ, যাহাতে শস্ত্রিবর মহারাজ রামচন্দ্র বসতি করিতেছেন।"

পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী মহাবাহু ভরত, এইরূপ কহিয়া পদব্রজেই নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন। সেই বক্তৃবর শৈলসানু-মধ্যে সঞ্জাত সেই সমস্ত পুষ্পিতাগ্র তরু-নিকরের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি রামাশ্রমের সন্নিহিত চিত্রকূট গিরির শাল-বৃক্ষে সত্বর আরোহণ করিয়া অগ্রভাগে উন্নত ধ্বজ দর্শন করিলেন। শ্রীমান্ ভরত সেই ধ্বজ দর্শন করিয়া বান্ধবগণের সহিত হৃষ্ট হইলেন এবং "এই স্থানেই রাম অবস্থিতি করিতেছেন," ইহা জানিয়া যেন সলিল-রাশির পরপারে গমন করিলেন। সেই মহাত্মা চিত্রকূট পর্ব্বতে পুণ্যজনোপসেবিত রামের আশ্রম অবগত হইয়া অন্বেষণার্থ নিয়োজিত সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার সন্নিবেশিত করিয়া সত্বর হইয়া গুহের সহিত গমন করিলেন।

ইতি অষ্টনবত সর্গ ॥ ৯৮ ॥

নবনবত সর্গ।

অনন্তর সেনা সন্নিবেশিত হইলে ভরত ভ্রাতাকে দর্শন করিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়া শত্রুঘ্নকে রামাশ্রমের চিহ্নসকল প্রদর্শন করত গমন করিলেন। "আমার মাতৃগণকে শীঘ্র আনয়ন করুন," বসিষ্ঠ ঋষিকে ই[illegible] কহিয়া অগ্রেই সেই গুরুবৎসল ভরত স[illegible] গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভরতের ন্যায় শত্রু[illegible] ও সুমন্ত্র, রামকে দর্শন করিবার জন্য এক[illegible] অভিলাষী হইয়াছিলেন; অতএব সুমন্ত্রও শ[illegible]ঘ্নের অদূরে অনুধাবন করিলেন।

অনন্তর, শ্রীমান্ ভরত, গমন করি[illegible] করিতে তাপস-গণের আলয়সমান বহির্ভ[illegible] ভ্রাতার পর্ণকুটীর এবং অভ্যন্তরে সী[illegible] বাসোপযুক্ত দারুময় ভিত্তি ও কপাট-সম্ব[illegible] পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। ভরত তৎক[illegible]

সেই পর্ণশালায় অগ্রভাগে হোমার্থ সঞ্চিত কাষ্ঠভার ও বলিকর্ম্মনিমিত্ত অবচিত পুষ্পচয় দর্শন করিলেন। তিনি রাম ও লক্ষ্মণের আশ্রমে আগমনার্থ কোন কোন স্থানে বৃক্ষ-মধ্যে কুশ-চীরদ্বারা কৃত চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; সেই ভবনে শীত-নিবারণ-কারণ রাশীকৃত মৃগ ও মহিষের করীষ-সঞ্চয় অবলোকন করিলেন। ধৈর্য্য-সম্পন্ন মহাবাহু ভরত, তখন গমন করিতে করিতেই হৃষ্ট হইয়া শত্রুঘ্নকে ও সেই সমস্ত অমাত্যদিগকে বলিলেন, "ভরদ্বাজ যে স্থানের কথা বলিয়াছিলেন, বোধ হয়, আমরা সেই প্রদেশে আসিয়াছি; মন্দাকিনী নদী এই স্থান হইতে অতিদূরে না থাকিতে পারে। অসময়ে জলাদি আহরণার্থ গমনেচ্ছু লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক উচ্চ স্থানে যে চীর-বসন বদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, পথের অভিজ্ঞান জন্য ইহা কৃত হইয়া থাকিবে। পর্ব্বতপার্শ্বে পরস্পর গর্জ্জনকারী মহাদন্ত বলবত্তর কুঞ্জরগণের এই গমন-মার্গ; এবং তাপসেরা সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বন-মধ্যে যে অগ্নিকে আধান করিতে ইচ্ছা করেন, সেই অনলের এই সঙ্কুল ধূম দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থানে আমি গুহের সৎকারকারী, মহর্ষির ন্যায় সংহৃষ্ট, পুরুষপ্রবর, আর্য্য রামকে দর্শন করিব।"

অনন্তর, সেই রঘুকুলোদ্ভব ভরত মুহূর্ত্ত কাল গমন-পূর্ব্বক মন্দাকিনী নদীর নিকটস্থ চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়া সেই সকল অমাত্য প্রভৃতিকে এই কথা বলিলেন যে, "এই জগন্মণ্ডলে যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর কেহই নাই, সেই জগন্নাথ রাম নির্জ্জন অরণ্যে যোগীর আসনে উপবেশন করিতে অনুরক্ত রহিয়াছেন; অতএব আমার জন্মেও ধিক্, জীবনেও ধিক্! মহাদ্যুতি লোকনাথ রাম আমার নিমিত্তই বিপদাপন্ন হইয়া সমুদায় কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন-মধ্যে বাস করিতেছেন,—এইরূপে আমি লোক-নিন্দিত হইয়াছি; অতএব অদ্য রামকে প্রসন্ন করত তাঁহার পদতলে এবং সীতা ও লক্ষ্মণের চরণে পতিত হইব।"

দশরথ-নন্দন ভরত সেই বনে এই প্রকার বিলাপ করত অতিবিস্তীর্ণ মনোহর পবিত্র পর্ণ-কুটীর দর্শন করিলেন। যজ্ঞস্থলে বেদি যেমন পুষ্পসমূহদ্বারা আবৃত থাকে, তেমনি কোমলভাবে বিস্তীর্ণ এই বিশাল পর্ণশালা শাল, তাল ও অশ্বকর্ণ পর্ণদ্বারা আবৃত এবং বৈরি-বারক, স্বর্ণ-পৃষ্ঠ, মহাসার, ভার-সাধন, ইন্দ্রধনুতুল্য কার্ম্মুক-নিকর দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছে। দীপ্তমুখ সর্পদ্বারা ভোগবতী যেমন শোভিতা থাকে, সেইরূপ সূর্য্যরশ্মি-প্রতিম তূণস্থিত ঘোরতর শর-সমূহ-দ্বারা সুশোভিত, কাঞ্চনাবরণ অসি-যুগল-দ্বারা বিরাজিত, তথা স্বর্ণবিন্দু-বিচিত্রিত চর্ম্ম-দ্বয়-দ্বারা অতিশোভিত রহিয়াছে। বিচিত্র-কাঞ্চন-ভূষিত গোধা ও অঙ্গুলিত্র দ্বারা সুসজ্জিত সেই পর্ণশালা, সিংহের গুহা যেমন মৃগগণের অনাক্রমণীয়, তেমনি অরিসমুদয়ের অনভিভবনীয় হইয়াছে। ভরত সেই রাম-নিকেতনে প্রদীপ্ত পাবক-সমন্বিত, ঈশান-কোণভাগে নিম্ন, পবিত্র, বৃহৎ বেদি দেখিতে পাইলেন। ভরত মুহূর্ত্তকাল তাহা অবলোকন করিয়া উটজে উপবিষ্ট জটামণ্ডলধারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে দর্শন করিলেন। ক্রমশঃ সেই কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম্মধারী, চীরবল্কল পরিধায়ী, অগ্নি-তুল্য-তেজস্বী, সিংহ-স্কন্ধ, মহাবাহু, পুণ্ডরীক-লোচন, সসাগরা পৃথিবীর পতি, ধর্ম্মচারী, হিরণ্যগর্ভ-সদৃশ রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সমীপে কুশাস্তরণযুক্ত স্থণ্ডিলে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। শ্রীমান্ ধর্ম্মাত্মা কৈকেয়ী-তনয় ভরত তাঁহাকে দেখিয়া দুঃখে ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অভিমুখে ধাবমান হইলেন। দর্শন-মাত্রেই দুঃখার্ত্ত হইয়া অধৈর্য্য-হেতু সেই দুঃখ নিবারণ করিতে অসামর্থ্য-নিবন্ধন বাষ্পাকুল-বচনে ব্যক্ত-বাক্য উচ্চারণ করিতে না পারিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। "যিনি সভা-মধ্যে অমাত্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক উপাসিত হইবার উপযুক্ত, আমার এই সেই অগ্রজ ভ্রাতা বন্য মৃগগণের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন; যে মহাত্মা পুর-মধ্যে মহামূল্য বসন পরিধান করিতেন, তিনিই এস্থানে পিতৃসত্য-প্রতিপালন-ধর্ম্ম আচরণ করত মৃগ-চর্ম্ম পরিধান করিতেছেন; যিনি সতত বিবিধ বিচিত্র কুসুম ধারণ করিতেন, সেই রাম এই জটাভার কিরূপে সহ্য

করিতেছেন; যথাবিহিত যজ্ঞদ্বারা যাঁহার ধর্ম্ম সঞ্চয় করা উচিত ছিল, তিনি শরীরের ক্লেশদ্বারা যাহা সম্ভূত হয়, সেই ধর্ম্মকে অন্বেষণ করিতেছেন; মহার্হ চন্দনদ্বারা যাঁহার অঙ্গ চর্চ্চিত হইত, সেই আর্য্যের এই অঙ্গ কিরূপে মলপুঞ্জ দ্বারা সেবিত হইতেছে। সুখসেবী রাম, আমার জন্যই এই দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি অতি নৃশংস, আমার লোক-নিন্দিত এ জীবনে ধিক্!" দুঃখিত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ভরতের মুখপদ্ম মলিন হইল, তিনি রোদন করিতে করিতে রামের চরণ-যুগল প্রাপ্ত না হইয়াই পতিত হইলেন। মহাবল রাজপুত্র ভরত দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া একবার দীনভাবে 'আর্য্য' এই কথাটীমাত্র বলিয়া পুনর্ব্বার আর কিছুই বলিলেন না, তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পদ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় তিনি যশস্বী রামকে অবলোকন পূর্ব্বক 'আর্য্য' এই বাক্যে সম্বোধন করিয়া তাহার পর আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। শত্রুঘ্ন রোদন করিতে করিতে রামের চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন, পরে রাম তাঁহাদিগের উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিবাকর ও নিশাকর যেমন গগন-মণ্ডলে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, তেমনি সেই রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ অরণ্যমধ্যে সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সম্মিলিত হইলেন। বন-বাসিগণ বারণ-বাহন সেই সমস্ত নরপতি-বর্গকে সেই মহারণ্যমধ্যে সমাগত দেখিয়া হর্ষপরিহারপূর্ব্বক অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

ইতি নবনবত সর্গ॥ ৯৯॥

শততম সর্গ।

রাম, প্রলয়কালে ভূতলে পতিত ভাস্করের ন্যায় দুর্দ্দর্শ, চীরবসন-পরিধায়ী, জটিল, বদ্ধাঞ্জলি ভরতকে দর্শন করিলেন। তিনি ভ্রাতাকে বিবর্ণ-বদন ও দুর্ব্বল দর্শনে কোনরূপে ভরত বলিয়া জানিতে পারিয়া করদ্বারা গ্রহণ করিলেন এবং ভরতের মস্তকাঘ্রাণ করত তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিয়া সাদরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ভ্রাতঃ! তোমার পিতা কোথায় আছেন? তুমি যে অরণ্যে আগমন করিলে? তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহার পরিচর্য্যা-পরিহার করিয়া তুমি কখন কাননে আসিতে পারিতে না। আমি বহু-দিনের পর দূরদেশ হইতে ভরতকে এই অরণ্যে আগত দেখিলাম; হায়! কৃশতা ও বিবর্ণতাহেতু সহসা ভরতকে চিনিতে পারা যায় না;—ভ্রাতঃ! তুমি কিজন্য বনে আগমন করিয়াছ? ভ্রাতঃ! তুমি এখানে আসিয়াছ, তবে রাজা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন? কিংবা তিনি নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সহসা লোকান্তর গমন করেন নাই ত? হে প্রিয়দর্শন! তুমি বালক, অতএব তোমার হস্ত হইতে চিরকালের রাজ্য ভ্রষ্ট হয় নাই ত? হে সত্য-পরাক্রম! তুমি মাতা-পিতার শুশ্রূষা করিতেছ ত? রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের আহরণ কর্ত্তা, ধর্ম্মে নিশ্চয়মতি, সত্যপ্রতিজ্ঞ, রাজা দশরথ ত কুশলে আছেন? ভ্রাতঃ! সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের উপাধ্যায় মহাতেজা ধর্ম্মে নিত্য নিরত বিদ্বান্ বিপ্রবর বসিষ্ঠদেব যথাবিধানে পূজিত হইতেছেন ত? দেবী কৌসল্যা ও পুত্রবতী সুমিত্রা সুখে আছেন ত? আর আর্য্যা কৈকেয়ী আমার বনবাস ও তোমার রাজ্যলাভে আনন্দিত রহিয়াছেন ত? বিনয়সম্পন্ন, মহাকুলপ্রসূত, বহুশাস্ত্রপারদর্শী, অসূয়াশূন্য, অনুৎপথদর্শী, তোমার পুরোহিত সৎকৃত হইতেছেন ত? তোমার অগ্নিহোত্রকার্য্যে নিযুক্ত, সকলহোমবিধিজ্ঞ, মতিমান্, সরলচেতা হোতা সতত যথাকালে হুত ও হোষ্যমাণ অগ্নি-বিষয়ে নিবেদন করেন ত? ভ্রাতঃ! তুমি দেবগণ পিতৃগণ, গুরুগণ, ভৃত্যগণ, পিতৃতুল্য বৃদ্ধগণ বৈদ্যগণ ও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে মা[illegible] করিতেছ ত? অমন্ত্র ও সমন্ত্র বাণ-প্রয়োগে নিপুণ, রাজনীতি-বিশারদ, ধনুর্ব্বেদাচা[illegible] সুধম্বাকে সম্মান করিতেছ ত? ভ্রাতঃ! শূ[illegible] শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ আ[illegible] সম ব্যক্তিগণকে মন্ত্রী করিয়াছ ত? হে রাঘব শাস্ত্রজ্ঞ প্রধান মন্ত্রী ও অমাত্যগণ কর্ত্তৃক [illegible]

পূর্ব্বক সুসংগোপিত মন্ত্রই রাজাদিগের বিজয়ের মূল। তুমি নিদ্রার বশীভূত হও নাই ত? যথাকালে জাগরিত হও ত? রাত্রি-শেষে অর্থ-প্রাপ্তির উপায় চিন্তা কর ত? তুমি একাকী অথবা অনেকের সহিত মন্ত্রণা কর না ত? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রণাসকল রাজ্য-মধ্যে প্রচারিত হয় না ত? কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া অল্পব্যয়সাধ্য অথচ মহাফলপ্রদ কর্ম্ম শীঘ্র আরম্ভ কর,—বিলম্ব কর না ত? সামন্তগণ তোমার সুনিষ্পন্ন অথবা কৃতপ্রায় কার্য্য সকল জানিতে পারে, কিন্তু কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা মন্ত্রিত হইয়াছে, তাহা ত তাহারা জানিতে পারে না? তোমাকর্ত্তৃক বা তোমার অমাত্যগণকর্ত্তৃক যে সকল মন্ত্রণা প্রকাশিত হয় নাই, অপরে তাহা যুক্তি বা তর্কমূলক অনুমান দ্বারা অবগত হইতে পারে না ত? তুমি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগপূর্ব্বক একজন পণ্ডিতকে পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা কর ত? যেহেতু অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিই মহৎকল্যাণ সাধন করেন। রাজা যদি সহস্র অথবা অযুত মূর্খকে প্রতিপালন করেন, তথাপি তাহাতে কোন সাহায্য হয় না। একমাত্র অমাত্য যদি মেধাবী, কার্য্য-দক্ষ শূর ও বিচক্ষণ হন; তবে তিনি রাজা বা রাজপুত্রকে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন করিতে পারেন। ভ্রাতঃ! তোমার প্রধান ভৃত্যগণ প্রধান কার্য্যে, মধ্যম ভৃত্যগণ মধ্যম কার্য্যে এবং সামান্য ভৃত্যগণ সামান্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে ত? যে সকল অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে অমাত্য-কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহাদিগের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ, সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে উৎকৃষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ ত? হে কৈকেয়ীতনয়! তোমার রাজ্যে প্রজাগণ প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হয় নাই ত? মন্ত্রিগণ তোমাকে অবজ্ঞা করেন না ত? যেমন নীচজাতীয়া নারীকে পরিগ্রহ করিয়া পুরুষ তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইলে, কুল-কামিনীগণ সেই নায়ককে সাতিশয় অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তেমনি যাজকেরা তোমাকে পতিত ব্যক্তির ন্যায় অযাজ্য বলিয়া অবজ্ঞা করে না ত? সাম-দানাদি উপায়-বিষয়ে অত্যন্ত চতুর, বিদ্যাবিশারদ, রাজনীতিজ্ঞ, বলবান্ ও ঐশ্বর্য্যকামুক ভৃত্যকে যে রাজা নষ্ট না করেন, তিনি তদ্দ্বারা স্বয়ং হত হন; অথবা রাজার নিকট হইতে অর্থ-গ্রহণার্থ ব্যাধিবর্দ্ধনের উপায়জ্ঞ ও সাধুব্যক্তিকে দূষিত করিতে রত এবং শূর ভৃত্য কিংবা বৈদ্য, রাজ্যলাভে অভিলাষী হইলে, যে রাজা তাহাদিগকে বধ না করেন, তিনি স্বয়ং তাহাদিগের দ্বারা হত হন। তুমি, বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ, প্রগল্ভ, বিপৎকালে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, সৎকুলজাত, শুদ্ধাচার, অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়াছ ত? যুদ্ধবিশারদ বলসম্পন্ন বিক্রমশালী প্রধান ভৃত্যগণের পৌরুষকার্য্য দুই তিনবার পরীক্ষা করিয়া তুমি তাহাদিগকে সৎকৃত ও সম্মানিত করিয়াছ ত? সৈন্যগণের যথোচিত দৈনন্দিন এবং মাসিক বেতন, যাহা-সময়ানুসারে দিতে হয়, তাহা তুমি যথাসময়ে দিতেছ,—বিলম্ব কর না ত? যাহারা দৈনিক বা মাসিক বেতন লাভ করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা যথাসময়ে বেতন প্রাপ্ত না হইলে প্রভুর প্রতি অতিশয় কুপিত হয়, এইরূপে ভৃত্যগণের বিরাগই মহৎ অনর্থের কারণ হইয়া উঠে। প্রধান হইতেও প্রধানতর জ্ঞাতিগণ তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন ত? তোমার কার্য্যসিদ্ধি-জন্য তাঁহারা মিলিত হইয়া প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন ত? ভরত! বিদ্বান্, সরল-চিত্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, যথোক্তবাদী, বিচক্ষণ, জনপদবাসী কোন ব্যক্তি, দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে ত? পরাধিকারে মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরাধি-কৃত, কারাগারাধিকৃত, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞাহেতু আজ্ঞাপ্য-বিষয়ে বক্তা, প্রাড়্‌বিবাকনামক ব্যবহারদর্শী, ধর্ম্মাসনাধিকৃত, ব্যবহার-নির্ণেতা, সেনাসকলের বেতনদানাধ্যক্ষ, কর্ম্মাবসানে বেতনগ্রাহী, নগরাধ্যক্ষ, রাজ্যসীমাপালক, দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডদানে অধিকারী এবং জল,

স্থল, শৈল, বন ও দুর্গসকলের পালক, এই অষ্টাদশ তীর্থ এবং আত্ম অধিকারে মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ, এই ত্রিতয় ভিন্ন পঞ্চদশ তীর্থের প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পর অবিজ্ঞাত ও অন্তের অবিদিত তিনটী তিনটী চরদ্বারা প্রাগুক্ত তীর্থসকল বিশেষরূপে বিদিত হইতেছ ত? হে রিপুসূদন! নিষ্কাশিত বৈরিগণ পুনর্ব্বার আগমন করিলে, তাহাদিগকে দুর্ব্বল-বোধে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা কর না ত? ভ্রাতঃ! তুমি লোকায়তিক উপাধিধারী চার্ব্বাক-মতানুসারী অথবা শুষ্কতর্কনিপুণ ব্রাহ্মণগণকে সেবা কর না ত? যেহেতু তাহারা পরলোক ও পরলোকসাধনের অনর্থপ্রতিপাদনে নিপুণ, বালকের ন্যায় অজ্ঞ হইয়াও আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া ভান করিয়া থাকে; আরও দেখ, তাহারা প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ বিদ্যমানসত্ত্বেও তদ্বোধে বিমুখ হইয়া তর্কবিদ্যা অবলম্বন করত নিরর্থক বিবাদ করে। ভ্রাতঃ! আমাদিগের প্রবীর পূর্ব্বপুরুষগণের অধিবাসভূমি, যাহার দ্বারসকল সুদৃঢ়, যাহা হয়-হস্তি-রথনিচয়ে সঙ্কুল, সহস্র সহস্র উৎসাহসম্পন্ন স্বকর্ম্মনিরত জিতেন্দ্রিয় মহামান্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকর্তৃক সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যাহা বিবিধাকারপ্রাসাদমালাদ্বারা পরিবৃত ও বৈদ্যজনপরিব্যাপ্ত হইয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই সমৃদ্ধিশালিনী সার্থক-নামধারিণী অযোধ্যাকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিতেছ ত? হে রাঘব! গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী অশ্বত্থ প্রভৃতি চৈত্যশত-সমন্বিত, সুপ্রতিষ্ঠিত জন-সমাকীর্ণ, দেবালয়, জলসত্র ও তড়াগসমূহদ্বারা সুশোভিত, যাহাতে নর ও নারীগণ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকিয়া বাস করিতেছে, যে স্থান সামাজিক উৎসবদ্বারা সতত শোভিত রহিয়াছে, যাহার প্রান্তপ্রদেশসকল সুন্দররূপে কর্ষিত ও গো মহিষ প্রভৃতি পশু-সমুদয়সংযুক্ত, তথা হিংসাদি-পরিবর্জ্জিত, বৃষ্টিবারি অপেক্ষা না করিয়া নদী সলিলদ্বারা যে স্থানে শস্য উৎপন্ন হয়, যাহা হিংস্রজন্তু-বিহীন ও সমস্ত ভয়বিরহিত, যাহা স্বর্ণরত্ন প্রভৃতির আকরদ্বারা সুশোভিত, পাপশীল মানব-বিবর্জ্জিত এবং যাহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকর্তৃক সুরক্ষিত হইয়াছিল, সেই সুসমৃদ্ধ রম্য জনপদ ত সুখে আছে? ভ্রাতঃ! কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী বৈশ্যগণের প্রতি তুমি প্রীতিমান্ আছ ত? সম্প্রতি এই সকল লোক বাণিজ্যকার্য্যে অনায়াসে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে ত? সেই সমস্ত কৃষিজীবীদিগের ইষ্টপ্রাপণ ও অনিষ্টপরিহার দ্বারা তুমি তাহাদিগকে ভরণ করিতেছ ত? যেহেতু রাজ্যবাসী প্রজামাত্রই ধর্ম্মত রাজার রক্ষণীয়। তুমি স্ত্রীলোকসকলকে সান্ত্বনা কর ত? তাহাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষা করিয়া থাক ত? তাহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা কর না ত? এবং তাহাদিগের নিকট অপ্রকাশ্য বৃত্তান্ত প্রকাশ কর না ত? নাগবন অর্থাৎ গজোৎপত্তি স্থান সুরক্ষিত আছে ত? তোমার ধেনুসকল সুখে আছে ত? করিণী, কুঞ্জর ও তুরঙ্গাদি-সম্পাদন-বিষয়ে তৃপ্তিলাভ কর না ত? তুমি প্রত্যহ আপনাকে রাজবেশে বিভূষিত করিয়া সভামধ্যে জনগণকে দর্শন দিয়া থাক ত? এবং পূর্ব্বাহ্নে উত্থিত হইয়া তাদৃশ বেশে নিত্য নিত্য রাজপথে বিচরণ করত প্রজাপুঞ্জকে দর্শন দেও ত? কর্ম্মচারিগণ নিঃশঙ্কভাবে তোমার নয়নগোচর হয় না ত? অথবা তাহারা তোমার দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকে না ত? কর্ম্মকরদিগের কার্য্যবিষয়ে নিয়ত দর্শন ও একান্ত অদর্শন, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তিতাই অর্থপ্রাপ্তির কারণ। দুর্গসকল—ধন, ধান্য, অস্ত্র, শস্ত্র, যন্ত্র, শিল্পকর ও ধনুর্দ্ধরনিকর দ্বারা পরিপূর্ণ আছে ত? হে রঘুবংশপ্রসূত! তোমার আয় অধিক ও ব্যয় অল্পতর হইতেছে ত? নট, নর্ত্তক ও গায়ক প্রভৃতি অপাত্রে ব্যয় করিতে তোমার ধনাগার শূন্য হইতেছে না ত? দেবগণ, পিতৃলোক, অভ্যাগত যে কোন অতিথি ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও মিত্রবর্গের জন্য তোমার ধন ব্যয় হইতেছে ত? সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদে দোষী হওয়ায় ধর্ম্মশাস্ত্রনিপুণ প্রাড়্‌বিবাক কর্তৃক যাহার দোষ নির্ণীত হইল না, তাদৃশ নির্দ্দোষ লোক ত লোভবশত হত হয় না? হে নরবর! ধনস্বামী অথবা অপ

পালকর্ত্তৃক যথাকালে কারণের সহিত দৃষ্ট ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া চৌররূপে যে ব্যক্তি কিঙ্কর হয়, পালকগণ ধনলোভে তাহাকে মুক্ত করে না ত? হে রাঘব! কোন ধনাঢ্য ও দরিদ্র ব্যক্তির পরস্পর বিবাদ ঘটনা হইলে, তোমার নীতিজ্ঞ অমাত্যগণ অর্থলাভে বিরাগ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগের ব্যবহার দর্শন করেন ত? ভরত! মিথ্যাপবাদে অভিযুক্ত জনগণের যে অশ্রুজল পতিত হয়, সেই নেত্র-জলই রাজ্যসুখ-ভোগ-জন্য প্রীতির নিমিত্ত শাসনকারী নরপতির পুত্র ও পশুকুলকে হত করিয়া থাকে। তুমি বৃদ্ধ, বালক ও মুখ্য বৈদ্যগণকে অভিমত বস্তু দান ও সস্নেহচিত্তে সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা বশীভূত করিতে ইচ্ছা কর ত? গুরুগণ, বৃদ্ধসকল, তাপসপুঞ্জ, দেবতা, অতিথি, চতুষ্পথস্থিত চৈত্য এবং তপস্যা ও বিদ্যাদ্বারা সিদ্ধকাম ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার কর ত? তুমি অর্থ দ্বারা ধর্ম্মকে এবং ধর্ম্ম দ্বারা অর্থকে, অথবা বিষয়-সন্তোষ-লোভবশত কাম দ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়কে বাধিত করিতেছ না ত? হে বিজয়িবর বরদ কালজ্ঞ ভরত! অর্থ, কাম ও ধর্ম্মকে বিভক্ত করিয়া যথাকালে সকলকেই সমভাবে সেবা করিতেছ ত? ধীমন্! পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণের সহিত সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-বিশারদ ব্রাহ্মণেরা তোমার কল্যাণকামনা করিতেছেন ত? নাস্তিকতা, মিথ্যাকথা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানিগণের সহিত অদর্শন, আলস্য, ইন্দ্রিয়পরবশতা, রাজ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়ের একাকী চিন্তন, বিপরীতদর্শিগণের সহিত মন্ত্রণা, কর্ত্তব্যরূপে নিশ্চিত কার্য্যের অনারম্ভ, মন্ত্রণা রক্ষা না করা, প্রাতঃকালে মঙ্গল কার্য্যের অননুষ্ঠান, সকল দিকে অবস্থিত শত্রুগণের উদ্দেশে এককালে প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশপ্রকার রাজদোষ-সকলকে পরিবর্জ্জন করিতেছ ত? হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরত! মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীসেবা, মদ্যপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথা ভ্রমণ, এই দশবিধ কামজ দোষ; জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ, সর্ব্বশস্যশূন্য প্রদেশস্থ ঐরিণ দুর্গ এবং উষ্ণকালে যে ধান্বনদুর্গ হয়, সেই পঞ্চবিধ দুর্গ; সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই চতুর্ব্বর্গ; রাজা, অমাত্য, রাজ্য, দুর্গ, কোশ, বল ও সুহৃৎ, পরস্পর উপকারী, এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য; অপৈশুন্য, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, সাধুনিন্দা, বাগ্দণ্ড ও নিষ্ঠুরতা, এই অষ্টবিধ ক্রোধজাত বর্গ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গ; অথবা উৎসাহশক্তি, প্রভুশক্তি ও মন্ত্রশক্তি, এই ত্রিবর্গ; বেদবিদ্যা, বার্ত্তাশাস্ত্রজ্ঞান ও দণ্ডনীতি, এই ত্রিবিধ বিদ্যা; এই সকল এবং ইন্দ্রিয়গণের জয়ের উপায় যোগাভ্যাস প্রভৃতি যথার্থরূপে জানিয়া, তথা সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়, এই ষাড়্গুণ্য; হুতাশন, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মরক, এই পঞ্চবিধ দৈব-বিপৎ; আর রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি হইতে, চৌর হইতে, রাজবল্লভ পুরুষ হইতে ও পৃথিবীপাল হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, সেই পঞ্চবিধ মানুষ উৎপাত; এবং অল্প বেতন, লুব্ধ, মানী ও অবমানিত, এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ, কোপিত, ভীত ও ভীষিত করিবার কারণরূপ যে চারিটী রাজকৃত্য আছে, অপিচ বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতিবহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজনক, লুব্ধ, লুব্ধজনক, বিরক্ত প্রকৃতি, বিষয়ে অতিশয় শক্তিমান্, অনেকচিত্ত, দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষরূপ বিপদাপন্ন, সৈন্যক্ষয়রূপ বিপদগ্রস্ত, দূরদেশস্থ বহু রিপু-বেষ্টিত, যথাকালে কার্য্যে অনিযুক্ত এবং যে ব্যক্তি সত্যধর্ম্মে রত নহে, ঈদৃশ বিংশতি পুরুষকে বিংশতি বর্গ কহে, ইহাদিগের সহিত সন্ধি কদাচ কর্ত্তব্য নহে, ইহারাই কেবল বিগ্রহযোগ্য; আর অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোশ ও দণ্ড, এই পঞ্চ প্রকৃতি, তথা অরি-মিত্র প্রভৃতি দ্বাদশ রাজমণ্ডল, পঞ্চবিধ রণযাত্রা, ব্যূহরচনা, ভেদরূপ দণ্ডবিধান, সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্বিধ গুণের মধ্যে দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়ের কারণ সন্ধি এবং যান ও আসনের কারণ বিগ্রহ; এই সকলের মধ্যে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য অংশসকল যথাবৎ বিজ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞা প্রচার করিতেছ ত? হে বিজ্ঞবর! তুমি মন্ত্রিলক্ষণাক্রান্ত তিন অথবা চারি জন ব্যস্ত বা সংহত মন্ত্রীর সহিত

নীতিশাস্ত্রোক্ত মন্ত্রবিচারপদ্ধতি অতিক্রম না করিয়া মন্ত্রণা করিতেছ ত? বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার নিকট বেদসকল সফল হইতেছে ত? উদ্দেশ্য-ফলযুক্ত রাজকার্য্যকলাপ সফল হইতেছে ত? ধর্ম্মরতি ও সন্ততি দ্বারা দারা সকল সফল হইতেছে ত? বিনয়দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞানের সাফল্য করিতেছ ত? ভরত! এই সমস্ত কথিত বিষয়ে যেমন আমার আয়ুষ্য, যশস্য ও ধর্ম্ম কাম অর্থ-সমন্বিত বুদ্ধি স্থিরতর আছে, তোমার বুদ্ধিও ত সেইরূপ? পিতা যে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন যাপন করিতেছেন, আমাদিগের প্রপিতামহগণ যে বৃত্তি অনুসারে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, যাহা শিষ্ট জনের অনুষ্ঠান-পথগামিনী ও কল্যাণদায়িনী, তুমি সেই বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া সময় যাপন করিতেছ ত? ভরত! তুমি সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য একাকী ভোজন কর না ত? স্নেহবৃদ্ধি আশংসাকারী মিত্রগণ তাহা ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদিগকে প্রদান কর ত? প্রজাদিগের প্রতি দণ্ডধর বিদ্বান্ মহীপতি সমস্ত বসুধামণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে যথাবিধানে তাহা পালন করত পরিশেষে ইহলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বর্গ লাভ করেন।"

ইতি শততম সর্গ ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততম সর্গ।

রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে কুশলপ্রশ্নচ্ছলে সমস্ত ধর্ম্ম বিজ্ঞাপন করিয়া আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি কিজন্য চীর, জটা ও অজিন ধারণ করত এই স্থানে আগমন করিয়াছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া বল, আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যে জন্য কৃষ্ণাজিন ও জটাধারী হইয়া এই স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছ, তৎসমুদয় প্রকাশ করা তোমার উচিত হইতেছে।" মহাত্মা রাম, কৈকেয়ীনন্দন ভরতকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রবল শোকাবেগ সংবরণ করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "আর্য্য! আমার মাতা কেকয়ী স্ত্রীলোক, অতএব পিতা তাঁহার বশীভূত হইয়া জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অতিক্রমপূর্ব্বক কনিষ্ঠকে রাজ্য দান করত পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া আমাদিগকে এবং ইহলোককে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে শত্রুতাপন! আমার জননী এই জন্য অতি যশোহর মহৎ পাপ করিয়াছেন, তিনি রাজ্যের ফল প্রাপ্ত না হইয়া বিধবা ও শোকাকুলা হইয়া মহাঘোর নরকে পতিত হইবেন। আমি আপনার সেই দাসই আছি; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন, অদ্যই আপনি ইন্দ্রের ন্যায়, রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। এই সমস্ত বিধবা মাতৃগণ ও প্রজাসকল আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিকটে আসিয়াছেন; অতএব আপনার অনুগ্রহ করা উচিত। হে মানদ! আপনি জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে রাজ্যলাভের অধিকারী এবং আপনারই রাজ্যাভিষেক হওয়া উচিত; অতএব আপনি ধর্ম্মতঃ রাজ্য লাভ করুন এবং সুহৃৎসকলের কামনা পূর্ণ করুন। শারদীয়া যামিনী যেমন বিমল সুধাকরদ্বারা পতিমতী হইয়া থাকে, তেমনি সসাগরা ধরা এক্ষণে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া সধবা হউক; এই সকল সচিবমণ্ডলের সহিত আমি নত মস্তকে যাচ্ঞা করিতেছি। আপনি, ভ্রাতা শিষ্য ও দাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে যোগ্য হইতেছেন; হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই পরম্পরাগত পৈতৃক মান্য মন্ত্রিমণ্ডলও পুনঃপুনঃ কামনা করিতেছেন, ইহাঁদিগের প্রার্থনাও অতিক্রম করা উচিত হয় না।" মহাবাহু কৈকেয়ীতনয় ভরত বাষ্পাকুললোচনে এই সকল কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মস্তকদ্বারা রামের চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। রাম, সেই মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পুনঃপুনঃ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অবস্থিত ভ্রাতা ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিলেন, "হে অরিসূদন! আমার মত সদ্বংশজাত, সত্ত্ব-সম্পন্ন, তেজস্বী ও ব্রতচারী ব্যক্তি কিপ্রকারে পিতার আজ্ঞা-স্বরূপ পাপ আচরণ করিতে পারে? ভরত! আমি

তোমাতে অণুমাত্রও দোষ দর্শন করিতেছি না, আর বাল্য-চাপল্যহেতু তোমার জননীকে নিন্দা করা উচিত হইতেছে না। হে নিষ্পাপ! হে মহাপ্রাজ্ঞ! উপযুক্ত পুত্র ও পত্নীর প্রতি গুরুতর পিতৃ প্রভৃতির স্বেচ্ছাচার সতত বিহিত হইয়া থাকে। লোকসমাজে সাধুগণ ভার্য্যা, পুত্র ও শিষ্যসকলকে যেমন নিয়োগার্হ বলিয়া গণ্য করেন, আমরাও পিতার নিকটে সেইরূপ, ইহা তোমার জানা উচিত। হে প্রিয়দর্শন! মহারাজ, আমাকে চীরবসন ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করাইয়া বনেই হউক, বা রাজ্যেই হউক, যে স্থানে তাঁহার ইচ্ছা, সেই স্থানেই বাস করাইতে সমর্থ। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে ধার্ম্মিকবর! সর্ব্বলোকসৎকৃত পিতার প্রতি যে পরিমাণে গৌরব করিতে হয়, জননীর প্রতিও সেইরূপ গৌরব করা উচিত। ভরত! এই ধর্ম্মশীলা মাতা ও পিতা কর্ত্তৃক "বনে যাও" এই বাক্যে আদিষ্ট হইয়া আমি কিরূপে তাহার অন্যথা আচরণ করিব? অযোধ্যায় সর্ব্বলোকসৎকৃত রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া তোমারই উচিত, আর আমার বল্কলবসন ধারণপূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বাস করাই কর্ত্তব্য হইতেছে। মহারাজ দশরথ সর্ব্বলোকসন্নিধানে এইরূপ বিভাগব্যবস্থা বলিয়া এবং আমাদের প্রতি আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মাত্মা লোকগুরু রাজাই তোমার পক্ষে প্রমাণ; অতএব বিভাগানুসারে পিতৃদত্ত রাজ্য ভোগ করিতে তুমিই উপযুক্ত হইতেছ। দেবেন্দ্রসম নরলোকমান্য মহাত্মা পিতা আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই আমি আপনার পরম হিত জ্ঞান করি; সর্ব্বলোকের প্রতি অক্ষয় প্রভুত্বও আমার বিবেচনায় কল্যাণকর নহে।"

ইতি একাধিকশততম সর্গ ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততম সর্গ।

ভরত, রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন যে, "আমি রাজ্যভোগের অযোগ্য; অতএব রাজধর্ম্ম আমার কি করিবে? হে নরবর! এই শাশ্বত ধর্ম্ম-মতেই মাদৃশ ব্যক্তিবর্গে অবস্থিতি করিতেছে যে, "রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে কনিষ্ঠ কখন রাজ্যাধিকারী হয় না"; অতএব আপনি আমার সহিত সমৃদ্ধিসম্পন্না অযোধ্যা রাজধানীতে গমন করুন এবং এই রঘুবংশের ও আমাদিগের অভ্যুদয়জন্য আপনাকে অভিষিক্ত করুন। লোকে রাজাকে মনুষ্য বলিয়া থাকে, কিন্তু আমার মতে রাজা দেবস্বরূপ; তাহার কারণ এই যে, তাঁহার ধর্ম্মার্থসম্বলিত চরিত্র মনুষ্যমধ্যে অন্য জনে কদাচ সম্ভাবিত হয় না। আমি কেকয়দেশে অবস্থিত হইলে এবং আপনিও দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করিলে সাধুসৎকৃত, যাযজূক, মহাপ্রাজ্ঞ, মহারাজ স্বর্গগত হইয়াছেন। আপনি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র রাজা দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইয়া সুরপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। হে নরবর! এখন গাত্রোত্থান করুন, পিতার তর্পনাদি করুন; আমি এবং এই শত্রুঘ্ন উভয়ে অগ্রেই পিণ্ডদানাদি সমস্ত কার্য্য করিয়াছি। হে রঘুবর! আপনি পিতার প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ পুত্র; পণ্ডিতেরা কহেন, প্রিয়পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ডোদকাদি পিতৃলোকে অক্ষয় হয়। পিতা আপনারই জন্য শোক করত, আপনাকেই দেখিতে ইচ্ছা করত, আপনাতেই আসক্ত চিত্তকে নিবৃত্ত না করিয়া আপনার বিয়োগে ও আপনার শোকে রুগ্ন হইয়া আপনাকেই স্মরণ করত পরলোকে গমন করিয়াছেন।"

ইতি দ্ব্যধিকশততম সর্গ ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

রঘুনন্দন রাম, ভরতের উক্ত পিতৃমরণ-সংবাদসংযুক্ত সেই শোকাবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া অচেতন হইলেন, বনমধ্যে পুষ্পিত তরু, পরশু দ্বারা ছেদিত হইয়া যেমন পতিত হয়, তেমনি, যে রাম ভরতপ্রভৃতিকে দর্শন করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়াছেন, সেই শত্রুতাপন, রণস্থলে দেবরাজবিসৃষ্ট বজ্র-ন্যায় ভরতোক্ত শোকসঙ্কুল বাক্য শ্রবণে বাহুযুগল

শিথিল করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন। জগৎপতি, মহাধনুর্দ্ধর, শোককর্ষিত রামকে, কূলপাত-পরিশ্রান্ত প্রসুপ্ত কুঞ্জরের ন্যায় ধরাতলে পতিত দেখিয়া ভরতপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সীতার সহিত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে জল সেচন করিতে লাগিলেন। পরে রাম, সংজ্ঞালাভ করিয়া নয়নযুগলদ্বারা অবিরল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করত করুণস্বরে বহু বিলাপ করিতে উপক্রম করিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা রাম, 'পৃথ্বীপতি পিতা স্বর্গগত হইয়াছেন' শ্রবণ করিয়া ভরতকে এইরূপে ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন, "পিতা দৈবকল্পিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে আর আমি অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই নৃপবর-বিহীনা অযোধ্যাকে কে পালন করিবে? আমার জন্মই বৃথা, আমি সেই মহাত্মার কি করিলাম? যিনি আমার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, আমি তাঁহার সৎকার করিতেও পারিলাম না। হে নিষ্পাপ ভরত! তুমি ও শত্রুঘ্ন যে, সমস্ত প্রেতকার্য্যে পিতার সৎকার করিয়াছ, তাহাতেই তোমাদের জন্ম সফল হইয়াছে। আমি বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইলেও সেই প্রধান-পুরুষ-হীন, বহুনায়ক, নরেন্দ্র বিবর্জ্জিত অযোধ্যাপুরে গমন করিতে উৎসাহ করিতেছি না। হে পরন্তপ! পিতা লোকান্তরিত হইয়াছেন; অতএব আমি বনবাস সমাপন করিয়া অযোধ্যায় গমন করিলেও আর কে আমাকে হিতাহিত বিষয়ে অনুশাসন করিবেন? পূর্ব্বে পিতা আমাকে আজ্ঞাপালনে অনুরক্ত দেখিয়া সান্ত্বনা করত যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত শ্রুতিসুখকর মনোহর কথা আর কাহা হইতে শ্রবণ করিব?" শোকসন্তপ্ত রাম, ভরতকে এইরূপ কহিয়া পূর্ণচন্দ্রসম চারুমুখী প্রিয়ার নিকটে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন, "সীতে! তোমার শ্বশুর শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন;— লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ; ভরত, ভূপতির স্বর্গগতির কথা দুঃখের সহিত বলিতেছেন।" কাকুৎস্থ রাম সেইরূপ বলিলে সেই সমস্ত যশস্বী কুমারগণের নয়নে, বাষ্পবারি বহুতর বর্দ্ধিত হইল।

অনন্তর, সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণ, দুঃখিত রামকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস প্রদান করত 'জগৎপতি পিতার উদকক্রিয়া করুন,' এই কথা বলিলেন। সীতা, মহারাজ শ্বশুর স্বর্গগত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নদ্বারা প্রিয়তমকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না। রাম তখন সেই রোরুদ্যমানা জানকীকে সান্ত্বনা করিয়া দুঃখিত হইয়া দুঃখিতবাক্যে বলিলেন, "লক্ষ্মণ। পাষাণপিষ্ট ইঙ্গুদী ফল ও পিণ্যাক আনয়ন কর, নূতন চীরবসন আহরণ কর, মহানুভাব জনকের তর্পণাদি উদকক্রিয়া নিমিত্ত গমন করিব! সীতা অগ্রে গমন করুন, তুমি তৎপশ্চাৎ চল, আমি সকলের পশ্চাৎ গমন করিব; এই গতি অতি সুদারুণ।" অনন্তর, সেই কুমারগণের নিয়ত অনুগত কৃতবুদ্ধি, মহামতি, মৃদুস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, রামের প্রতি দৃঢ়ভক্তিমান্, সুশ্রী, সুমন্ত্র, রাজকুমারগণের সহিত রাঘবকে আশ্বাসিত করিয়া অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ম্মলসলিলা মন্দাকিনী নদীতে অবতারণ করিলেন। অনন্তর, সীতার সহিত সেই যশস্বিগণ অতিকষ্টে নদীতীর্থের নিকটে উপস্থিত হইয়া সততপুষ্পিত কাননবতী রমণীয়া দ্রুতস্রোতস্বতী মন্দাকিনীর কর্দ্দমশূন্য সুন্দর তীর্থে গমনপূর্ব্বক পিতার নাম ও গোত্র উচ্চারণ করত তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া তর্পণ-জল প্রদান করিলেন। রাম, দক্ষিণাভিমুখ হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে রোদন করত বলিলেন, "মহারাজ! তুমি পিতৃলোকে গমন করিয়াছ; অতএব এক্ষণে তোমার উদ্দেশে মদ্দত্ত এই নির্ম্মল জল অক্ষয় হইয়া পিতৃলোকে উপস্থিত হউক।" অনন্তর, সেই তেজস্বিবর রাম, ভ্রাতৃগণের সহিত মন্দাকিনী তীর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। রাম দর্ভসংস্তরে বদরীফলমিশ্রিত তিলকল্কযুক্ত ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড অর্পণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করত এই কথা বলিলেন, "মহারাজ! আমাদিগের যাহা ভোজ্য, তাহাই আপনি ভোজন করুন; মনুষ্য স্বয়ং যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহার পিতৃগণ

দেবতা সকল তাহাই আহার করেন।” অনন্তর মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাম যে পথে নদীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই পথেই তটিনীতট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে শৈলোপরি আরোহণ করিলেন। পরে জগতীপতি রাম, পর্ণশালার দ্বারদেশে আগমন করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণকে করযুগলদ্বারা ধারণ করিলেন। গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায় সীতার সহিত রোদনকারী সেই সমস্ত ভ্রাতৃগণের রোদনধ্বনির প্রতিশব্দ পর্ব্বতমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইল। পিতার উদকক্রিয়া করিয়া সেই মহাবল ভ্রাতৃগণ রোদন করিতে থাকিলে, ভরতের সৈনিকগণ সেই রোদনজনিত তুমুল শব্দ বিজ্ঞাত হইয়া ত্রাসযুক্ত হইল এবং বলিল, ভরত, “রামের সহিত নিশ্চয়ই সঙ্গত হইয়াছেন, তাঁহারাই মৃত পিতার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতেই এই মহাশব্দ সমুত্থিত হইয়াছে।” অনন্তর, যে দিকে সেই শব্দ হইতেছিল, সকলেই সেই দিকের অভিমুখ ও একচিত্ত হইয়া বাহনসমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বর-গমনে প্রবৃত্ত হইল। সুকুমার পুরুষেরা কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ সুশোভিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করিল; অপরে পদব্রজেই চলিল। অচিরপ্রবাসগত রামকে চিরপ্রোষিতের ন্যায় দর্শন করিতে ইচ্ছু হইয়া সকল লোকই সহসা আশ্রমে গমন করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই সত্বর হইয়া ভ্রাতৃগণের সমাগম সন্দর্শনে সকাম হইয়া খুরনেমি-সমাকুল বিবিধ যান দ্বারা যাইতে লাগিল। সৈন্য সকল যে পথে যাইতেছিল, সেই ভূতল বহুবিধ যান ও রথচক্র দ্বারা অভিহত হইয়া মেঘসমাগমে আকাশমণ্ডলের ন্যায় তুমুল শব্দ প্রকাশ করিল। করেণুপরিবারিত করিগণ সেই তুমুল শব্দে বিত্রাসিত হইয়া মদগন্ধ দ্বারা দিঙ্মুখসকল সুরভি করত তথা হইতে বনান্তরে ধাবমান হইল। সিংহ, বরাহ, মৃগ, মহিষ, শার্দ্দূল, সৃমর, গোকর্ণ, গবয় ও পৃষত মৃগ প্রভৃতি পশুগণ ত্রস্ত হইল। চক্রবাক, জলকুক্কুট, হংস, কারণ্ডব, প্লবনামক বকবিশেষ, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষিকুল ব্যাকুল হইয়া নানাদিক্ আশ্রয় করিল। সেই শব্দে বিত্রস্ত বিহঙ্গব্যূহ দ্বারা গগনমণ্ডল এবং মানবনিকরদ্বারা ধরামণ্ডল আবৃত হইয়া তৎকালে উভয়েই সাতিশয় শোভিত হইল। অনন্তর, জনগণ সহসা সেই নিষ্পাপ, যশস্বী, পুরুষপ্রবর রামকে স্থণ্ডিলে অধ্যাসীন দর্শন করিল; তাহারা কৈকেয়ী ও অহিতকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করত রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাদিগের নয়নজলে মুখগুল আচ্ছন্ন হইল।

অনন্তর, সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাম সেই সকল ব্যক্তিকে বাষ্পপূর্ণাক্ষ ও নিতান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া পিতার ন্যায় ও মাতার ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। সেই রাজপুত্র রাম তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকেও অভিবাদন করিল, তিনি বয়স্য ও বান্ধবগণকে প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি যাদৃশসৎকার-যোগ্য, তাহাকে তদ্রূপেই সম্ভাষণাদি করিলেন। পরিশেষে সেই রোরুদ্যমান, মহানুভবগণের ক্রন্দনধ্বনি ভূতল, গগনতল, দিঙ্মণ্ডল ও গিরিগুহা নিয়ত প্রতিধ্বনিত করত মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় বিশ্রুত হইতে লাগিল।

ইতি ত্র্যধিকশততম সর্গ ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততম সর্গ।

বসিষ্ঠ, রামকে দর্শন করিতে সাভিলাষ হইয়া রাজা দশরথের পত্নীগণকে অগ্রে করিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। রাজপত্নীগণ মন্দাকিনী নদীর দিকে মন্দ মন্দ গমন করিতে থাকিলে তথায় দেবী কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণ ও শুষ্কবদনে দুঃখিনী সুমিত্রাকে এবং আর যে সকল রাজ্ঞীগণ যাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বলিলেন “রাম ও লক্ষ্মণ, যে স্থান দিয়া নদীতে অবতীর্ণ হয়, এই সেই তীর্থ। যে রাম লক্ষ্মণ, রাজ্য হইতে বনমধ্যে নিষ্কাশিত হইয়াছে, সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা ও অনাথদিগের প্রথম পরিগৃহীত কষ্টকর তীর্থ

এই। সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ সতত আলস্যশূন্য হইয়া স্বয়ং আমার পুত্রের জন্য এই স্থান হইতে জল আনয়ন করে; লক্ষ্মণ, জলাহরণ প্রভৃতি জঘন্য কর্ম্ম করিতেছে বলিয়া নিন্দিত নহে, সৌভ্রাত্র-গুণসম্পন্ন ভ্রাতার যে বিষয়ে প্রয়োজন নাই, সেই সমুদয়ই গর্হিত। তাদৃশ ক্লেশের অযোগ্য লক্ষ্মণ অদ্য দুঃখাবহ, নীচযোগ্য, প্রভূত, দুষ্ঠান পরিত্যাগ করুক।" সেই সুদীর্ঘনয়না কৌসল্যা মহীতলে দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি রামকর্ত্তৃক পিতার উদ্দেশে বিন্যস্ত ইঙ্গুদীফলনির্ম্মিত পিণ্ড দেখিতে পাইলেন। দুঃখার্ত্ত রাম ধার্ম্মানুসারে পিতাকে যে পিণ্ড দান করিয়াছিলেন, তাহা ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া কৌসল্যাদেবী সপত্নীসকলকে বলিলেন, "রাম, ইক্ষ্বাকুনাথ রঘুবংশাবতংস মহাত্মা পিতাকে যথাবিধানে এই পিণ্ড দান করিয়াছে, দেখ! যে মহাত্মা বিবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়াছিলেন, সেই দেবসদৃশ মহারাজের কি এইরূপ পিণ্ড ভোজন উচিত? যিনি ভূমণ্ডলে মহেন্দ্রের ন্যায় চতুঃসাগরান্তা বসুমতী ভোগ করিয়াছিলেন, সেই মহারাজ কিপ্রকারে ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড ভোজন করিলেন! সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাম যে, পিতাকে ইঙ্গুদীপিষ্ট দ্বারা প্রস্তুত পিণ্ড প্রদান করিয়াছে, ইহা হইতে দুঃখকর বিষয় আমি সংসারে আর কিছুই দেখিতে পাই না। রাম, পিতাকে ইঙ্গুদীপিণ্ড প্রদান করিয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় দুঃখে কেন সহস্রপ্রকারে বিদীর্ণ হইতেছে না! এই লৌকিকী সত্যশ্রুতি আমার মনে উদয় হইতেছে যে, যে পুরুষের যাহা অন্ন, তাহার পিতৃগণ ও দেবতাদেরও নিশ্চয় তাহাই খাদ্য হইয়া থাকে।" সপত্নীগণ তখন দুঃখিত চিত্তে সেই দেবীকে আশ্বাস প্রদান করত গমন করিলেন এবং আশ্রমে উপস্থিত রামকে স্বর্গভ্রষ্ট অমরের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। শোককর্শিত মাতৃগণ রামকে সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিত দর্শনে দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সত্য-সঙ্গর পুরুষপ্রবর রাম গাত্রোত্থান করিয়া সেই সমস্ত মাতৃগণের চরণোপসংগ্রহণ গ্রহণ করিলেন। আয়তলোচনা জননীরা কোমলাঙ্গুলি সুখস্পর্শ [illegible] দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশ হইতে ধূলি মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। রামের অনন্তর লক্ষ্মণও সেই সকল মাতৃগণকে দর্শন করত দুঃখিত হইয়া ভক্তিসহকারে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন।

রাজপত্নীগণ রামের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, দশরথ-নন্দন শুভলক্ষণ লক্ষ্মণের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। জানকীও সেই সমস্ত শ্বশ্রূদিগের চরণ বন্দনপূর্ব্বক দুঃখিতা হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। দুঃখার্ত্তা জননী যেমন দুহিতাকে ক্রোড়ে করেন, দেবী কৌসল্যা তেমনি বনবাসজন্য দুঃখিতা জানকীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎসে! তুমি জনক রাজার কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ এবং রামের ভার্য্যা হইয়া এই বিজন কাননে কিপ্রকারে দুঃখ ভোগ করিবে? জানকি! অগ্নি যেমন নিজ আশ্রয়কে দগ্ধ করে, সেইরূপ আতপতাপিত পদ্ম, পরিম্লান উৎপল, ধূলিধ্বস্ত কাঞ্চন এবং মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রতুল্য তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিপদ্‌রূপ অরণিসম্ভূত শোকানল আমার অন্তঃকরণে উদিত হইয়া আমাকে নিতান্ত দগ্ধ করিতেছে।" দুঃখার্ত্তা জননী এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে ভরতাগ্রজ রাম, বসিষ্ঠের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় গ্রহণ করিলেন; অমরাধিপ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির চরণ ধারণ করেন, তেমনি সেই অগ্নিতুল্য সুসমৃদ্ধ তেজঃপুঞ্জপরিপূর্ণ পুরোহিতের পাদযুগল গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত উপবেশন করিলেন। অনন্তর ধার্ম্মিকপ্রবর ভরত, নিজ মন্ত্রিগণ, প্রধান পৌরজন, সৈনিকসকল ও ধর্ম্মজ্ঞতম জনগণের সহিত অগ্রজের পশ্চাৎভাগে উপবিষ্ট হইলেন। প্রবলবল-সম্পন্ন ভরত তৎকালে নিকটে উপবিষ্ট হইয়া তপস্বিবেশেও রামকে উজ্জ্বল এবং শ্রীসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া, প্রজাপতিসন্নিধানে মহেন্দ্রের ন্যায় অগ্রজের সমীপে কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন। 'সম্প্রতি ভরত রামকে প্রণাম ও সৎকার

করিয়া বিরল আপ্তবাক্য বলিবেন" তদাবধি আর্য্যগণের অন্তঃকরণে এই বিষয়ে মহা কৌতূহল জন্মিয়াছিল। রঘুকুলতিলক রাম, সত্যধৃতি লক্ষ্মণ ও মহানুভাব ধার্ম্মিক ভরত সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, যজ্ঞস্থলে সদস্য সহ অগ্নিত্রয়ের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুরধিকশততম সর্গ ॥১০৪॥

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর সেই সমস্ত সুহৃদ্গণ-পরিবৃত পিতৃমরণ নিবন্ধন শোককারী পুরুষপ্রবরগণের অতিদুঃখে রজনী অতিবাহিত হইল। রাত্রি সুপ্রভাতা হইলে ভ্রাতৃগণ, সুহৃদ্গণ-পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দাকিনী নদী-তীরে জপ হোম সমাপন করিয়া রামের নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক উপবিষ্ট রহিলেন, কেহই কিছু বলিলেন না। কিন্তু ভরত বন্ধুবর্গ-সমক্ষে রামকে কহিলেন, "পিতা প্রথমতঃ আপনাকে রাজ্য দান করিয়া পরে মদীয় মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আমাকে যে রাজ্য দিয়াছিলেন, তাহা আপনারই প্রদত্ত; অতএব আমি সেই আপনার প্রদত্ত রাজ্য আপনাকেই দান করিতেছি, আপনি সেই অকণ্টক রাজ্যভোগ করুন। বর্ষাকালে প্রবল বারিবেগে ভিন্ন সেতুর ন্যায় এই সুমহৎ রাজ্যকে আপনা ব্যতীত অন্য কেহ আবরণ করিতে সমর্থ নহে। গর্দ্দভ যেমন অশ্বের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, ইতর পক্ষিগণ যেমন গরুড়ের অনুগমন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ আপনি রাজা, আপনার রাজ্যপালনী শক্তির অনুগামী হইতে আমার সামর্থ্য নাই। হে রাম! নিয়ত যাহাকে উপজীব্য করিয়া অন্যে জীবন যাপন করে, তাহারই জীবন সার্থক; আর যে ব্যক্তি পরোপজীবী হইয়া থাকে, তাহার জীবনই বৃথা। যেমন কোন ব্যক্তি একটী বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাকে জলসেচনাদি দ্বারা বর্দ্ধিত করে, ক্রমশঃ সেই বৃক্ষ বৃহৎ ও স্থূলস্কন্ধ হইয়া খর্ব্বজনের দুরারোহ হয়; পরে যখন সেই তরু পুষ্পিত হইয়া ফল প্রদর্শন না করে, তখন সেই রোপণকর্ত্তা যে উদ্দেশে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল, সেই প্রীতি অনুভব করিতে পারে না। হে মহাবাহো! আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, আমরা আপনার ভৃত্য; অতএব শিক্ষাসময়ে আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন না বলিয়া আপনার জন্যই এই উপমা প্রদর্শন করিলাম। আপনি ইহা বিজ্ঞাত হইতে যোগ্য হয়েন, হে মহারাজ! রাজ্যবাসী প্রধান ব্যক্তিবর্গ এবং নানাজাতীয় প্রজাগণ, বৈরিদমনকারী আপনাকে প্রতাপশীল সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যমধ্যে অবস্থিত অবলোকন করুক। হে কাকুৎস্থ! আপনার অনুগমনসময়ে মত্ত কুঞ্জরগণ প্রহৃষ্ট হইয়া বৃংহিত ধ্বনি প্রকাশ করুক এবং অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীরা আনন্দিত হউক।" ভরত রামের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলে তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নানাবিধ নাগরিক লোকেরা "সাধু, সাধু" বলিয়া তাহা অনুমোদন করিল।

যশস্বী ভরতকে দুঃখিত ও এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া শিক্ষিতমতি ধীরপ্রকৃতি রাম তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; বলিলেন "মনুষ্য, স্বেচ্ছানুসারে কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না, অন্তর্যামী কাল নিয়তই মানবমাত্রকেই ইহলোক ও পরলোক হইতে আকর্ষণ করিতেছেন। যাহা কিছু সংগ্রহ করা যায়, তাহাই পরিণামে ক্ষয় হইয়া থাকে, বিদ্যা বিভব প্রভৃতি দ্বারা কৃত উন্নতি ও পতনশীল সংযোগসকল বিপ্রয়োগহেতু এবং জীবনও কেবল মরণের জন্য হইয়া থাকে। ফলসকল সুপক্ব হইলে যেমন তাহাদিগের পতন ভিন্ন অন্য ভয় নাই, তেমনি মনুষ্য, জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার মরণ ভিন্ন অন্য ভয় থাকে না। দৃঢ় স্থূণ গৃহ যেমন জীর্ণ হইয়া অবসন্ন হয়, তেমনি মানবগণ জরা ও মৃত্যুর বশীভূত হইয়া অবসন্ন হইয়া থাকে। যে রজনী অতীত হয়, সে আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না; যমুনা নদী মহার্ণবে গমন করিতেছে, কদাচ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না। গ্রীষ্মকালে

সূর্য্যরশ্মিসকল অবিলম্বে যেমন জল শোষণ করে, তেমনি গমনশীল দিবারাত্রিসকল সমস্ত প্রাণীর পরমায়ু ক্ষয় করিতেছে। অতএব হে ভরত! 'মৃত্যু দুর্ব্বারভাবে আগমন করিতেছে, ইহলোকে ও পরলোকে আমার কি গতি হইবে,' এইরূপে আত্মাকে চিন্তা কর, কেন অন্যের জন্য অনুশোচনা করিতেছ? ইহলোকস্থিত অথবা পরলোকগত যে কোন ব্যক্তির পরমায়ুই কেবল পরিক্ষীণ হইতেছে। মৃত্যু, জীবের সহিত গমন করে, জীবের সহিত উপবেশন করে এবং জীবের সহিত সুদীর্ঘ পথ গমনপূর্ব্বক জীবের সহিতই নিবৃত্ত হয়। জরাজীর্ণ পুরুষের গাত্র গলিত ও কেশ সকল পলিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার কি ক্ষমতা আছে যে, তিনি তদ্দ্বারা এই সকল অনর্থ পরিহার করিতে সমর্থ হন। মানবগণ দিবামধ্যে একবার সূর্য্য উদিত হইলে আনন্দিত হয় এবং দিবাকর অস্তমিত হইলে পুনরায় হর্ষ প্রকাশ করে; কিন্তু আপনাদিগের যে জীবিত ক্ষয় হইতেছে, ইহা তাহারা বিবেচনা করিতে পারে না। মনুষ্যেরা নূতন নূতন উপস্থিত বসন্তাদি ঋতু-প্রারম্ভ দর্শন করিয়া হৃষ্ট হয়, কিন্তু ঋতুপরিবর্ত্তন দ্বারা যে প্রাণিগণের প্রাণ সংক্ষয় হইতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। যেমন মহাসাগরমধ্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত পোতদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া কিয়ৎকালানন্তর পৃথক্ পৃথক্ বিচলিত হয়, সেইরূপ পত্নী, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্পত্তি প্রভৃতি কিছুকালের জন্য সংযুক্ত হইয়া পরে বিযুক্ত হয়, ইহাদিগের বিচ্ছেদ ত নিশ্চয়ই আছে। এই সংসারে কোন প্রাণীই যখন মরণরূপ স্বীয় স্বভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, তখন পরলোকগত পিতার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রেতত্ব নিবর্ত্তন করিতে কাহার সামর্থ্য আছে? কোন পথিক যেমন অগ্রগামী ব্যক্তিগণকে কহে, "আমিও তোমাদিগের পশ্চাৎ যাইতেছি," সেইরূপ পূর্ব্ব পিতৃ-পিতামহসকল অবশ্যগন্তব্য পথে গমন করিয়াছেন এবং যে পথের কখন ব্যতিক্রম নাই, পিতা সেই পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব শোক করিয়া কি হইবে! প্রত্যাবৃত্তি-রহিত স্রোতের ন্যায় গমনশীল বয়সের বিনাশ দর্শন করিয়া আত্মাকে সুখসাধন কর্ম্মে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; যেহেতু জীবগণ সুখভোগ করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভ্রাতঃ! সাধুগণের সৎকৃত সেই ধর্ম্মাত্মা পিতা, নিখিল কল্যাণকর ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞসকল দ্বারা স্বর্গে গমন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা উচিত নহে।

আমাদিগের সেই পিতা, জীর্ণ মানবদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মলোক বিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমার ন্যায় এবং আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সেই ব্রহ্মলোকগত পিতার নিমিত্ত শোক করা একান্ত অনুচিত। তুমি বুদ্ধিমান্ ও ধীর; অতএব পিতৃমরণ ও আমার বনবাসনিবন্ধন এই সকল শোক এবং শোককার্য্য বিলাপ ও রোদন, সকল অবস্থাতেই তোমার পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে বক্তৃবর! তুমি স্বস্থ হও, শোকে অভিভূত হইও না, সেই অযোধ্যাপুরীতে গিয়া বাস কর, সত্যধর্ম্মপরতন্ত্র পিতা তোমাকে সেইরূপেই নিযুক্ত করিয়াছেন; আর আমিও সেই পুণ্যকর্ম্মা পিতা কর্ত্তৃক যে স্থানে নিযুক্ত হইয়াছি, সেই স্থানে থাকিয়াই মহামান্য পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। হে রিপুদমন! তাঁহার শাসন লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে ন্যায়ানুগত কার্য্য নহে, আর তিনি তোমারও সতত মান্য, তিনিই আমাদিগের বন্ধু এবং তিনিই পিতা। ভরত! আমি বনবাসদ্বারা ধর্ম্মাচারিগণের সম্মত সেই পিতার বাক্য পালন করিব। হে নরবর! যে মানব, পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার ধার্ম্মিক, অনৃশংস ও গুরু আজ্ঞার বশবর্ত্তী হওয়া উচিত। আমাদিগের পিতা দশরথের পবিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করত তুমি স্বীয় স্বভাবগুণে আত্মহিত অনুষ্ঠান কর।" মহাত্মা রাম, পিতার আদেশপ্রতিপালনার্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতকে এই প্রকার অর্থসমন্বিত বাক্য বলিয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিলেন।

ইতি পঞ্চাধিকশততম সর্গ ॥ ১০৫ ॥

একাধিকশততম সর্গ।

রাম এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য বলিয়া বিরত হইলে, মন্দাকিনী নদীতীরে ধর্ম্মাত্মা ভরত, প্রজাবৎসল রামকে ধর্ম্ম ও যুক্তিযুক্ত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। "হে বৈরিদমন! সংসারমধ্যে আপনি যেমন, তেমন আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত করিতে পারে না, প্রীতিও আপনাকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। 'ধর্ম্মবিষয়ে রামের ন্যায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত,' এইরূপে প্রাচীন জনগণকর্তৃক আদর্শস্বরূপে সম্মত হইয়াও আপনি ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেই তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। মৃত ব্যক্তি যেমন স্ত্রীপুত্রাদিসম্বন্ধবিরহিত, জীবিত ব্যক্তিও তদ্রূপ, অবিদ্যমান বিষয়ে যেমন অনুরাগরাহিত্য, বিদ্যমান বস্তুতেও যাহার সেইরূপ জ্ঞান, সে ব্যক্তি পরিতাপিত হইবে কেন? হে মনুজেশ্বর! আপনার ন্যায় যিনি সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব বিশেষরূপে জানিয়াছেন, তিনিই বিপদাপন্ন হইয়া বিষণ্ণ হইতে পারেন না। হে রঘুকুলতিলক! আপনি অমরসম শুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন, মহানুভাব, ধর্ম্মযুদ্ধনিরত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, বুদ্ধিমান্ এবং জীবগণের উৎপত্তি ও প্রলয়ের বিশেষজ্ঞ; আপনি যখন এই সমস্ত গুণসম্পন্ন, তখন অবিষহ্য দুঃখ আপনাকে আক্রমণ করিতে পারে না; মাদৃশ জন যে বিপন্ন হইয়া মুহ্যমান হইবে, তাহা বিচিত্র কি? আমি প্রবাসে গমন করিলে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি জননী আমার অনভিমত রাজ্যলাভহেতু যে পাপ করিয়াছেন, আমি সেই রাজ্য প্রদান করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ আছি, সেই জন্য এক্ষণে এই দণ্ডনীয়া পাপকারিণী জননীকে তীব্রদণ্ডদ্বারা হনন করি নাই; সদ্বংশসম্ভব সৎকর্ম্মশালী দশরথ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা নিঃশেষরূপে জানিয়াও আমি কিরূপে এই গর্হিত কর্ম্ম করিব? ক্রিয়াবান্, গুরু, বৃদ্ধ, মহীপতি পিতা পরলোক গত হইয়াছেন, এই জন্য সভামধ্যে সেই দেবতুল্য জনককে নিন্দা করি না—কিন্তু হে ধর্ম্মজ্ঞ! কোন্ ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি পত্নীর প্রিয় কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম-অর্থ-বিবর্জ্জিত পাপকর্ম্ম করিয়া থাকে? 'জীবেরা বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়,' এইরূপ জনশ্রুতি আছে, রাজা এই কার্য্য করিয়া সেই জনশ্রুতিকে সত্য করিয়াছেন। "আমি অদ্যই বিষ পান করিব" কৈকেয়ীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ, মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতানিবন্ধন পিতা, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতিক্রমরূপ, যে অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, উত্তমরূপে বিচার করিয়া আপনি তাহা খণ্ডন করুন। পিতা কোন বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে যে পুত্র তাহা সাধুসম্মত করিয়া শোধন করে, লোকসমাজে সেই পুত্রই সুখ্যাতিভাজন হয়, আর বিপরীতাচারী নিন্দিত হইয়া থাকে। অতএব আপনি পিতার সেইরূপ সৎপুত্র হউন। তিনি জনসমাজে ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া যে সাধুবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, সেই দুষ্কৃত কার্য্যের অনুসরণ করিবেন না। কৈকেয়ীকে, আমাকে, পিতাকে, আমাদিগের সুহৃৎ ও বন্ধুবর্গকে এবং পুরবাসী জনপদবাসী জনগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত আপনি আমার এই সকল বাক্যে অনুমোদন করুন। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মই কোথায়, জনশূন্য অরণ্যই বা কোথায়; প্রজাপালনই কোথায়, আর জটাধারণই বা কোথায়? পিতার আদিষ্ট ঈদৃশ বিসদৃশ কর্ম্ম আপনার করা উচিত হয় না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! যদ্দ্বারা প্রজাদিগের পরিপালন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, সেই অভিষেচনই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য-ধর্ম্ম। কোন্ ক্ষত্রিয়, প্রত্যক্ষ ধর্ম্মকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সংশয়স্থিত, লক্ষণশূন্য, উত্তরকালের অনিশ্চিত ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকে? অপর, আপনি যদি ক্লেশকর ধর্ম্ম আচরণ করিবার নিমিত্ত একান্তই ইচ্ছুক হইয়াছেন, তবে ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের পালন করত ক্লেশ ভোগ করুন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! ধর্ম্মবেত্তারা ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমকেই পরমোৎকৃষ্ট বলেন, তবে আপনি সেই গার্হস্থ্য ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে কেন ইচ্ছুক হইতে-

ছেন? বিদ্যা ও অনুজত্ব অনুসারে আমি আপনা হইতে বালক; অতএব আপনি বর্তমানসত্বে আমি কনিষ্ঠ হইয়া কিরূপে পৃথিবীপালন করিব? আমি হীনবুদ্ধি, হীনগুণ, হীনস্থানস্থ, অনুজ ও বালক বলিয়া আপনা ব্যতিরেকে একাকী কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেই উৎসাহ করি না, তবে রাজ্যপালন কিরূপে করিব? হে ধর্মজ্ঞ! আপনি বান্ধবগণের সহিত স্বধর্ম দ্বারা এই পরমোৎকৃষ্ট শত্রুশূন্য নিখিল পৈতৃক রাজ্য শাসন করুন। হে মন্ত্রবিৎ! বসিষ্ঠের সহিত মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণ এবং সমস্ত অমাত্যগণ একত্র মিলিত হইয়া এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করুন। দেবরাজ যেমন নিজ বলদ্বারা বিপক্ষ-বল জয় করিয়া মরুদ্গণের সহিত অমরাবতী নগরীতে গমন করেন, আপনি সেইরূপ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনার্থ অযোধ্যা নগরে গমন করুন! দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও ঋষিঋণ পরিশোধপূর্ব্বক বৈরিবর্গকে দহন এবং সর্ব্ব-কামনা সম্পাদন-দ্বারা সুহৃৎসকলকে পরিতৃপ্ত করত আপনি আমাকে অনুশাসন করুন। আর্য্য! অদ্য আপনার অভিষেকে সুহৃৎসকল সন্তুষ্ট হউন এবং দুঃখপ্রদ বিপক্ষগণ ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করুক। হে পুরুষপ্রবর! অদ্য আমার জননীর নিন্দা মার্জ্জনা করিয়া সেই পূজ্যতম পিতাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। মহেশ্বর যেমন সর্ব্বভূতে দয়া করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনি এই ভ্রাতার প্রতি করুণা করুন, আমি নত-মস্তক হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। অথবা যদি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া এস্থান হইতে বনান্তরে গমন করেন, তবে আমিও আপনার সহিত গমন করিব।”

ভরত তাদৃশ কাতর-ভাবে মস্তক নত করিয়া প্রসাদন করিলেও নয়নাভিরাম সত্ত্ব-সম্পন্ন মহারাজ রাম, পিতৃ-বচনে নিষ্ঠা-নিবন্ধন অযোধ্যাগমনে অভিলাষ করিলেন না। সমাগত লোকসকল দুঃখিত হইয়াও রামের সেই অদ্ভুত ধৈর্য্য-সন্দর্শনে হর্ষলাভ করিল। রাম অযোধ্যায় যাইতেছেন না, এইজন্য দুঃখিত এবং তাঁহার স্থিরপ্রতিজ্ঞতা দর্শনে হর্ষিত হইল। পুরোহিতগণ, পুরবাসিগণ ও অশ্রু-কলুষ-লোচন অচেতনপ্রায় মাতৃগণ ভরতকে আগ্রহ-সহকারে নতভাবে রামের নিকট সেইরূপ প্রার্থনা করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিলেন এবং সকলেই তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অযোধ্যাগমন জন্য রামের নিকট প্রণত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ইতি ষড়ধিকশততম সর্গ ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর, পুনর্ব্বার ভরত এইরূপ কথা বলিতে থাকিলে, জ্ঞাতি-জন-সৎকৃত শ্রীমান্ লক্ষ্মণাগ্রজ রাম তাঁহাকে প্রত্যুত্তর-বাক্যে কহিলেন, “তুমি নৃপসত্তম দশরথ হইতে কেকয়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি যে এ সকল কথা বলিতেছ, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু ভ্রাতঃ! পূর্ব্বকালে আমাদিগের সেই পিতা যখন তোমার জননীকে বিবাহ করেন, তখন মাতামহের নিকট এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, “আপনার এই কন্যাতে যে সন্তান হইবে, তাহাকেই আমি রাজ্য দান করিব;” আর দেবাসুরসংগ্রাম-সময়ে পিতা তোমার জননী-কর্তৃক আরাধিত হইয়া অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। অনন্তর তোমার যশস্বিনী বরবর্ণিনী জননী, নরশ্রেষ্ঠ পিতাকে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট দুইটী বর প্রার্থনা করেন। হে নরবর! তন্মধ্যে প্রথম বরে তোমার রাজ্যাভিষেক ও দ্বিতীয় বরে আমার বনবাস যাচ্ঞা করিয়াছিলেন; রাজা প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে এই দুই বর প্রদান করেন। হে পুরুষপ্রবর! সেই কারণে বরদান-হেতু আমিও পিতার আদেশপালনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর এই বনে বাস করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। আমি সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই জনশূন্য অরণ্যে আসিয়া নির্ব্বিবাদে পিতৃসত্যপালনার্থ অবস্থিতি করিতেছি। হে রাজেন্দ্র! তুমিও অবিলম্বে

রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমার ন্যায় পিতাকে সত্যবাদী করিতে উপযুক্ত হইতেছ। ভরত! তুমি আমারি মত রাজাকে ঋণ হইতে মুক্ত কর, তুমি ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাত আছ, অতএব পৃথ্বীপতি পিতাকে পরিত্রাণ কর এবং জননীকে অভিনন্দিত করিতে সমর্থ হও। হে ভ্রাতঃ! ইহা শ্রুত হয় যে, গয়াপ্রদেশে গয়-নামক কোন বুদ্ধিমান্ ও যশস্বী, যজমান পিতৃলোকের প্রতি উদ্দেশ করিয়া এই শ্রুতি পাঠ করিয়াছিলেন যে, "সন্তান যেহেতু 'পুৎ' নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে এবং ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্মদ্বারা পিতাকে স্বর্গলোক প্রাপণদ্বারা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে, সেই জন্য "পুত্র" এই নামে উক্ত হয়।" লোকে এই জন্যই বিবিধ বিদ্যা ও গুণ-সম্পন্ন বহু পুত্র কামনা করে যে, তাহাদিগের সকলের মধ্যে কোন পুত্রও গয়ায় গমন করিবে। হে রঘুনন্দন! রাজর্ষিরা সকলেই এই প্রকার প্রত্যয় করিয়া থাকেন, অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর। হে বীরবর ভরত! তুমি সমস্ত দ্বিজগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত অযোধ্যায় যাও এবং তথায় গিয়া প্রজারঞ্জন কর। হে বীর! আমিও বিলম্ব না করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিব। ভরত! তুমি স্বয়ং মনুষ্যগণের রাজা হও, আমিও বন্য পশুগণের মহারাজ হই, তুমি অদ্য হৃষ্টচিত্তে নগরে গমন কর, আমিও প্রহৃষ্ট হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হই। ভরত! প্রভাকর-কর-বাধক ছত্র তোমার মস্তকে শীতলচ্ছায়া বিস্তার করুক, আমিও অল্পে অল্পে এই সকল বনতরুর অতি নিবিড় ছায়া আশ্রয় করি। অসীমবুদ্ধি শত্রুঘ্ন তোমার সহায় আছেন, আর লক্ষ্মণ আমার প্রধান মিত্র বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছেন; আমরা এই চারি ভ্রাতা নরপতির চারি উত্তম তনয়, অতএব আমরা নরেন্দ্রকে সত্যপথে স্থায়ী করি; ভরত! তুমি বিষণ্ণ হইও না।

ইতি সপ্তাধিক শততম সর্গ ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

রাম, ভরতকে এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে দ্বিজবর জাবালি, ধর্ম্মজ্ঞ রামকে ধর্ম্মমার্গ বিরুদ্ধ এই কথা বলিলেন যে, "ভাল, রাম! তুমি সুবুদ্ধি ও তপস্বী, অতএব সামান্য মানবের ন্যায় তোমার পিতৃবাক্য-প্রতিপালন-বিষয়িণী বুদ্ধি নিরর্থক না হউক! কিন্তু, পিতা পুত্র সম্বন্ধই মিথ্যা; এই জগতে কে কাহার বন্ধু, কাহার নিকট কোন্ পুরুষ কি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, আর একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব ইনি মাতা, ইনি পিতা, এইরূপ সম্বন্ধ-নিবন্ধনপূর্ব্বক যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্তবৎ জ্ঞান কর, কেহই কাহারও নয়। যেমন কোন লোক গ্রামান্তরে গমন করত কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পর দিন সেই আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, তেমনি পিতা, মাতা, গৃহ ও ধন সম্পত্তি মনুষ্যগণের আবাস মাত্র। হে কাকুৎস্থ! সজ্জনগণ এ বিষয়ে সংসক্ত হয়েন না। হে নরোত্তম! পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দুঃখময় বহু কণ্টক বিষম কুপথে অবস্থান করা তোমার উচিত নহে, তুমি সমৃদ্ধিশালিনী অযোধ্যাতে আপনাকে অভিষিক্ত কর, বিরহিণীর ন্যায় এক বেণীধরা নগরী তোমাকেই প্রতীক্ষা করিতেছে। হে নৃপকুমার! স্বর্গপুরে শক্রের ন্যায় তুমি অযোধ্যাতে মহার্হ রাজভোগ সকল অনুভব করত পরম সুখে বিহার কর। দশরথ তোমার কেহই নহেন, তুমিও তাঁহার কেহই নহ রাজা স্বতন্ত্র, অতএব আমি যাহা কহিতেছি, তাহাই কর। পিতা, জীবনের বীজ, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণমাত্র, ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্র মিলিত শুক্র ও শোণিতই উপাদান কারণ, অর্থাৎ তাহাতেই ইহলোকে পুরুষের জন্ম হয়। সেই নৃপতি যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? ভূত সকলের স্বভাবই এইরূপ, কিন্তু তুমি পুরুষার্থভোগে নিস্পৃহ হইয়া বৃথা নষ্ট হই-

দেহ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যাদি-রূপ পুরুষার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক ধর্ম্ম-আশ্রয় করিতে তৎপর হয়, আমি তাহাদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি, অন্যের জন্য শোক করি না; কেন না, তাহারা ইহলোকে দুঃখভোগ করিয়া জীবনান্তে অভিলষিত ধর্ম্ম-ফল প্রাপ্ত হয় না। অষ্টকাপ্রভৃতি পিতৃদৈবত্য শ্রাদ্ধ করিতে যে লোকে প্রবৃত্ত হয়, সে কেবল নিজ ভোগ-সাধন, অন্নাদির বিনাশের হেতু; দেখ, মৃতব্যক্তি কি ভোজন করিবে? এই স্থানে অন্য-কর্ত্তৃক ভুক্ত অন্ন যদি অপরের উদরে গমন করে, তবে প্রবাসস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া "অন্নদান করুক," কে এরূপ করিলে তাহা ত পথিকের পাথেয় হয় না। দেব পূজা কর, অন্ন দান কর, যজ্ঞে দীক্ষিত হও, তপস্যা কর এবং সন্ন্যাস অবলম্বন কর, এই সকল দানের বশীকরণোপায়-স্বরূপ, বেদাগমাদি গ্রন্থ মেধাবী ধূর্ত্তগণ স্বার্থসম্পাদন কারণ ও পামরগণ বঞ্চনা করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। হে মহামতে! ইহলোকের পর পারলৌকিক ধর্ম্মাদি কিছুই নাই, তুমি নিজ বুদ্ধিতে ইহা বিজ্ঞাত হও, যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাই অনুষ্ঠান কর, আর অনুমানাদিগম্য পরোক্ষকে পরিত্যাগ কর। প্রত্যক্ষবাদি-সাধুগণের সর্ব্বলোক সম্মত-বুদ্ধিকে পুরস্কার করিয়া তুমি ভরত-কর্ত্তৃক প্রসাদিত হইয়া রাজ্যশাসন কর।

ইতি অষ্টাধিকশততম সর্গ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততম সর্গ।

সত্যপরাক্রম রাম, জাবালির বাক্য শ্রবণ করিয়া তদুক্ত বচনে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক সুসঙ্গত সাধুবাক্যে বলিলেন যে, "আপনি আমার হিতকামনা করিয়া এক্ষণে যে সকল কথা কহিলেন, তাহা বাস্তবিক অকর্ত্তব্য হইয়া আপাততঃ কর্ত্তব্যের ন্যায় এবং অপথ্য হইয়াও পথ্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। মর্য্যাদা বর্জ্জিত, পাপাচার-সমন্বিত ও বিপরীত-ব্যবহার প্রবর্ত্তক শাস্ত্রে আসক্ত পুরুষ সাধুসন্নিধানে [illegible] কুলীন হউক বা অকুলীন [illegible] হউক বা, [illegible] হউক, শুচি হউক বা, অশুচিই হউক, চরিত্রই তাহাকে সুবিখ্যাত করে। অসাধু ব্যক্তি সাধুর ন্যায়, অশুচি লোক শুচির ন্যায়, অলক্ষণ-জন সুলক্ষণসম্পন্নের ন্যায় এবং দুঃশীল মানব সুশীলের ন্যায় ভান করিলে যেমন হয়, সেইরূপ আমি যদি ধার্ম্মিক-বেশ ধারণপূর্ব্বক আপনার উক্তি অনুসারে লোক-সঙ্করকারক অধর্ম্মকে আশ্রয় করি, তবে শুভ ফল পরিত্যাগ করিয়া বিধিবর্জ্জিত ক্রিয়াকলাপ অশুভ ফল প্রাপ্ত হইব। আমি পরলোক-দূষণ পথ অবলম্বন করিলে ও দুর্ব্বৃত্ত হইলে কোন্ কার্য্যাকার্য্য-বিচক্ষণ সচেতন মানব জন-সমাজে আমাকে বহুমান করিবে? আপনার উপদেশানুসারে আমি সত্যপ্রতিপালনে হীন-প্রতিজ্ঞ হইয়া পিতৃ-বাক্য রক্ষণে অক্ষম হইয়া কাহার চরিত্র অনুকরণ করিব, কিরূপেই বা স্বর্গ প্রাপ্ত হইব? আমি আপনার উপদিষ্ট পথে স্বেচ্ছাচারী হইলে সমস্ত লোকেই যথেচ্ছাচারী হইবে, যেহেতু রাজাদিগের চরিত্র যেরূপ, প্রজাগণের চরিত্রও সেইরূপ হইয়া থাকে। সত্যবাক্য ও সর্ব্বভূতে দয়াই সনাতন রাজ-চরিত্র, সুতরাং রাজ্যও সত্যময় এবং সত্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঋষিগণ ও দেবগণ সত্যকেই সম্মান করিয়া থাকেন, ইহলোকে যিনি সত্যবাদী হয়েন, তিনি পরে অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সর্প হইতে যেমন উদ্বেগ হয়, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি হইতেও সেইরূপ ভয় জন্মিয়া থাকে, সত্যপরায়ণ ধর্ম্মই সংসারে সকলের মূল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। লোকে সত্যই ঈশ্বর, অর্থাৎ ঈশ্বর সত্যপদবাচ্য; ধর্ম্ম সতত সত্যেই আশ্রিত রহিয়াছে। সত্যই জগৎ-প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের মূল, সত্য হইতে পরম পদ আর কিছুই নাই। দান, যজ্ঞ, হোম ও তপস্যা-প্রভৃতি কর্ম্ম সকল যে বেদে বিহিত হইয়াছে, সেই বেদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় ঈশ্বর হইতে বেদ আবির্ভূত হইয়াছে, অতএব মানব-মাত্রই সত্যপরায়ণ হইবে। মনুষ্য

একাকী [illegible] পালন করে, একাকীই [illegible] পালন করে, একাকীই নরকে নিমগ্ন হয় এবং একাকীই স্বর্গে বাস করে। সত্যপ্রতিজ্ঞ, সদাচার, পিতা আমাকে সত্যপালন জন্য আদেশ করিয়াছেন, আমি সত্যধর্ম্ম অবগত হইয়াও কি জন্য পিতৃ আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব? আমি সত্যপ্রতিপালনে প্রতিশ্রুত আছি, অতএব লোভ, মোহ বা অজ্ঞান-বশত মূঢ়চিত্ত হইয়া পিতার সত্য-স্বরূপ সেতু ভেদ করিব না। আমি ইহা শুনিয়াছি, যে, অসত্যসন্ধ, চঞ্চল-স্বভাব ও অস্থির-চিত্ত জনের প্রদত্ত হব্য কব্য দেবগণ ও পিতৃগণ প্রতিগ্রহ করেন না। জীবগণের উদ্দেশে প্রবৃত্ত সত্যপালন ধর্ম্মকেই আমি সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে মুখ্য দেখিতেছি, পূর্ব্বকালীন সৎ পুরুষেরা এইরূপ জটাবল্কলাদির ভার ধারণ করিয়াছেন, সেই জন্য আমি এতাদৃশ বিষয়ে অভিনন্দন করিতেছি। নীচাশয়, নৃশংস, লুব্ধ ও পাপাচার জনগণ ধর্ম্মবৎ আভাসমান—যে অধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে, আমি সেই অধর্ম্মকেই পরিত্যাগ করিব, প্রকৃত ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। ‘এইরূপ কর্ম্ম করিব” আদৌ মনোমধ্যে ইহা নিশ্চয় করিয়া মনুষ্য, শরীর-দ্বারা পাপকর্ম্ম করে, পরে তাহা গোপন করিবার কারণ অপরের নিকট মিথ্যা কথা বলে, এই মানসিক কায়িক, ও বাচনিক-ভেদে পাতক ত্রিবিধ। [ভূ]মি, কীর্ত্তি, যশঃ ও লক্ষ্মী সত্যবন্ত পুরুষকে [প্র]ার্থনা করে এবং ইহারা সত্যেরই অনুবর্ত্তন [ক]রিয়া থাকে, অতএব সত্যের সেবা করাই [উ]চিত। আপনি যাহা যুক্তিসঙ্গত অবধারণ [ক]রিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমাকে ‘রাজ্যপালন [ক]র, ইত্যাদি যে হিতকর বাক্য বলিলেন, [ত]াহা আমার অভাব্য বোধ হইতেছে। আমি [প]িতার নিকটে এইরূপ ‘বনবাস করিব’ [প্র]তিজ্ঞা করিয়া সম্প্রতি গুরুবাক্য পরিত্যাগ[পূ]র্ব্বক কি প্রকারে ভরতের কথা রক্ষা করিব? [আ]মি যখন পিতার সন্নিধানে স্থিরপ্রতিজ্ঞ [হ]ইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তখন [দে]বী কৈকেয়ীর মানসে হর্ষোদয় হইয়াছিল। [আ]মি একণে শুচি ও নিয়মিতাহার হইয়া বনে বসতি করিয়া পবিত্র ফল মূল ও পুষ্প দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসম্পাদন করত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিব। আমি ফল মূল ভোজন দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সন্তোষ-বিধান করত অকপট, শ্রদ্ধাবান্ ও কার্য্যাকার্য্যবিচক্ষণ হইয়া পিতৃসত্য পালনপূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিব। এই কর্ম্ম-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কল্যাণকর কর্ম্মই কর্ত্তব্য; যেহেতু অগ্নি, বায়ু ও সোম, এই দেবতাত্রয় কর্ম্মের ফলভাগী, অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে ঐ তিন [illegible]লোক প্রাপ্তি হয়। দেবরাজ শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া স্বর্গ-রাজ্য লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণ উগ্র-তপস্যা অবলম্বন করিয়াই সুরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।”

উগ্রতেজা নৃপনন্দন রাম, জাবালির সেই নাস্তিকতা-পূর্ণ বাক্য শ্রবণে অমর্ষ-পরবশ হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার বাক্যের নিন্দা করত কহিলেন যে, “সত্য, ধর্ম্ম, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, সর্ব্বজীবে দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেব, দ্বিজ ও অতিথিসৎকারকেই সাধুগণ স্বর্গের পথ বলিয়া থাকেন। আমার এই বাক্য অনুসারে অপ্রমত্ত বিপ্রগণ অনুকূল তর্ক অবলম্বনপূর্ব্বক মুখ্য-ফল-সমন্বিত দেবার্থ যথাবিধি বিদিত হইয়া সকল ধর্ম্ম আচরণ করত অভিপ্রেত ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিবেন। আপনি এইমাত্র যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী চার্ব্বাক-মতানুসারী বাক্য সকল বলিলেন এবং এবম্বিধ বুদ্ধিতে ধর্ম্মপথ-পরিভ্রষ্ট নাস্তিকতা আচরণ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয়, আপনার বুদ্ধি বিষমস্থ হইয়াছে; পিতা তাহা জানিয়াও আপনাকে যে যজ্ঞকর্ম্মে বরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি পিতার সেই কৃতকর্ম্মকে নিন্দা করিতেছি। চোর যেমন দণ্ডার্হ, বুদ্ধ-মতানুসারী তথাগত নাস্তিককেও আপনি সেইরূপ দণ্ডার্হ জ্ঞান করুন; অতএব প্রজাগণের বুদ্ধি পরিশুদ্ধি জন্য নাস্তিক ব্যক্তির দণ্ড করা রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য, পণ্ডিত লোক অধার্ম্মিক নাস্তিকের সহিত বাক্যালাপও করেন না। আপনা ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণ ও পূর্ব্বকালীন প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ অনেকানেক

শুভ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারা ঐহিক ও পার-লৌকিক কামনা পরিত্যাগ করিয়া যে অহিংসা, সত্য, তপস্যা, দান, পরোপকারাদি ধর্ম্ম অবলম্বন ও যজ্ঞ-কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন ও করিয়াছেন, তাহাতেই বেদের প্রামাণ্য দেদীপ্যমান হইতেছে। যাহারা ধর্ম্মরত, সৎ-পুরুষসহবাসী, তেজস্বী, দানশীল, গুণবন্ত, অহিংসক এবং নির্ম্মলচিত্ত সেই সমস্ত বসিষ্ঠবৎ প্রধান মুনিরাই লোকসমাজে পূজনীয় হয়েন, আপনার ন্যায় নাস্তিক-মতাবলম্বী মুনি কদাচ পূজ্য নহে।"

মহাসত্ত্ব মহাত্মা রাম এইরূপ সদোষ-বাক্য বলিতে থাকিলে, বিপ্রবর জাবালি অনুনয়ের সহিত পুনরায় আস্তিক্যযুক্ত সুপথ্য সত্যবচন বলিতে উপক্রম করিলেন। বলিলেন, "আমি নাস্তিকদিগের কথা বলিতেছি না, আমি স্বয়ংও নাস্তিক নহি, পরলোকাদি কিছুই নাই, তাহাও নহে, সময়ক্রমে আমি পুনর্ব্বার আস্তিক হই-লাম; সময় বশত কখন নাস্তিকও হই, বাস্তবিক আমি নাস্তিক নহি। যে সময় আমি নাস্তিকের কথা বলিয়াছিলাম, সে সময় ক্রমশ গত হইল। রাম! তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার কারণ এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমি ঐরূপ বাক্য বলিয়া-ছিলাম।"

ইতি নবাধিক শততম সর্গ ॥১০৯॥

দশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর বসিষ্ঠ, রামকে ক্রুদ্ধ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, "রাম! জাবালি নাস্তিক নহেন, ইনিও লোকের পরলোক গমনের বিষয় এবং তথা হইতে ইহলোকে আগমনের কারণ জানেন; তোমাকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিতে কামনা করিয়াই কেবল ইনি উক্ত বাক্য সকল বলিয়াছেন। হে লোকনাথ! এই সংসারের উৎপত্তির বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সকলই জলময় ছিল, পরে সেই জলমধ্যে পৃথিবী নির্ম্মিত হয়, অনন্তর দেবগণের সহিত স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হন। সেই বিরাট্‌রূপী বিশ্বাত্মা বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সলিলমধ্য হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করেন এবং সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন নিজ পুত্র দক্ষ-প্রভৃতির সহিত স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কারণোপাধি পরব্রহ্ম হইতে আপেক্ষিক নিত্যত্বাদি গুণযুক্ত শাশ্বত ও অব্যয় ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হয়েন, তাঁহা হইতে মরীচি জন্মগ্রহণ করেন, মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ (সূর্য্য) জন্ম-পরিগ্রহ করেন, তাঁহা হইতে বৈবস্বত মনু-স্বয়ং সমুৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন, সেই বৈবস্বত মনুর ক্ষেত্রে ইক্ষাকু নামা পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, প্রথমত মনু-যাঁহাকে এই সুসমৃদ্ধ মহীমণ্ডল সম্প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ইক্ষাকুই পূর্ব্বে অযোধ্যাতে রাজা হইয়াছিলেন, ইহা তোমার বিদিত থাকিতে পারে। ইক্ষাকুর পুত্র শ্রীমান্ কুক্ষি-এই নামে বিখ্যাত ছিলেন, অনন্তর কুক্ষির তনয় বীর বিকুক্ষি উৎপন্ন হয়েন, বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজা প্রতাপবান্ বাণ, বাণের পুত্র মহাতপা মহাবাহু অনরণ্য; এই সাধুতম মহারাজ অনরণ্যের রাজ্যকালে কখন অনাবৃষ্টি হয় নাই এবং কোন প্রকার চৌরভয় ছিল না। মহারাজ! অনরণ্য হইতে পৃথু রাজা জন্মগ্রহণ করেন, সেই পৃথু হইতে মহাতেজা ত্রিশঙ্কু উৎপন্ন হয়েন, সেই বীর ত্রিশঙ্কু সত্য-বাক্য ব্যবহারহেতু সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া-ছিলেন। ত্রিশঙ্কু হইতে মহাযশস্বী ধুন্ধুমার-নামক পুত্র উৎপন্ন হয়েন, ধুন্ধুমার হইতে মহাতেজা যুবনাশ্ব জন্ম-পরিগ্রহ করেন, যুব-নাশ্বের পুত্র শ্রীমান্ মান্ধাতা সমুৎপন্ন হয়েন, মান্ধাতার পুত্র মহাতেজা সুসন্ধি উৎপন্ন হয়েন; সুসন্ধিরও ধ্রুবসন্ধি এবং প্রসেনজিৎ নামক দুই পুত্র হয়; জ্যেষ্ঠ ধ্রুবসন্ধি হইতে রিপুসূদন, যশস্বী ভরত জন্মগ্রহণ করেন মহাবাহু ভরত হইতে অসিত নামা পুত্র জা[illegible] হয়েন, হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শূর ও শশবি[illegible] প্রভৃতি রাজারা যাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিলেন সেই রাজা অসিত যুদ্ধে সেই চতুর্ব্বিধ নৃপতিবে[illegible] সসৈন্যে নিবারিত করিয়া পরিশেষে বিপ[illegible] বলের বাহুল্য বশত নগর হইতে প্রস্থানপূর্ব্ব[illegible]

রমণীয় হিমালয়োপরি মুনিবেশে শত্রুজয়কামনায় তপস্যা করত অবস্থিতি করেন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ঐ অসিতরাজের দুই ভার্য্যা গর্ভবতী ছিলেন, তন্মধ্যে একজন মহাভাগ্যবতী পদ্মপলাশাক্ষী রাজ্ঞী সুসন্তান লাভে কামনা করত দেবসম তেজঃসম্পন্ন ভার্গবকে বন্দনা করিয়াছিলেন। আর অপরা রাজ্ঞী গর্ভ বিনাশ কারণ সপত্নীকে গরল প্রদান করিয়াছিলেন। চ্যবন-নামক ভৃগুপুত্র হিমালয়ে বাস করিতেন, কালিন্দী নাম্নী প্রথমা মহিষী সেই ঋষির অভিমুখে উপনীতা হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ঋষি তৎকৃত প্রণামে প্রীত হইয়া সেই পুত্রোৎপত্তি বিষয়ে বরাভিলাষিণী রাজ্ঞীকে এই কথা বলিলেন যে, দেবি! তোমার পুত্র মহাত্মা ও লোকমধ্যে বিখ্যাত হইবে এবং ধার্ম্মিক অথচ অত্যন্ত ভীমরূপ, বংশরক্ষাকর্ত্তা ও বৈরিবিনাশক হইবে। রাজ্ঞী এই বরবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পদ্মপলাশ-নয়ন পদ্মগর্ভসমপ্রভ মুনিকে প্রদক্ষিণ ও পূজা করিয়া গৃহে আগমনানন্তর পুত্র প্রসব করিলেন। সপত্নী গর্ভবিনাশ-কামনায় ভক্ষ্যবস্তু সহ তাঁহাকে গর (বিষ) দান করিয়াছিল; সেই গরের সহিত পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল বলিয়া তাঁহার নাম সগর হইল। তাঁহারই নাম সগর রাজা; যিনি পর্ব্বকালে দীক্ষিত হইয়া খনন-বেগবলে এই সমস্ত প্রজালোককে উদ্বেজিত করত নিজ পুত্রগণদ্বারা সমুদ্রকে খনন করিয়াছিলেন। ইহা আমাদিগের শ্রুত আছে যে, সেই সগররাজার পুত্র অসমঞ্জ; তিনি নিয়ত পাপকর্ম্ম করিতেন বলিয়া জীবদ্দশাতেই পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন। অসমঞ্জের পুত্র বীর্য্যবান্ অংশুমান্; অংশুমানের পুত্র দিলীপ; দিলীপের পুত্র ভগীরথ; ভগীরথ হইতে ককুৎস্থ উৎপন্ন হয়েন, যে জন্য তোমরা কাকুৎস্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। কাকুৎস্থের পুত্র রঘু, যে মূল পুরুষ রঘুর কারণ তোমাদিগকে লোকে রাঘব বলে। রঘুর তেজস্বী পুত্র সৌদাস যিনি বিশ্বামিত্রের অভিসম্পাত বশত পীনচরণহেতু কল্মাষপাদ তথা প্রবৃদ্ধ নরভক্ষক নামে পৃথিবীমধ্যে প্রথিত ছিলেন। ইহা আমাদিগের শ্রুত আছে যে, কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খণ, যিনি সুপ্রসিদ্ধ বীর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও সৈন্যসহ রণস্থলে বিনাশদশা প্রাপ্ত হয়েন; শঙ্খণের পুত্র শূর ও শ্রীমান্ সুদর্শন জন্মগ্রহণ করেন; সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ; শীঘ্রগের পুত্র মরু; মরুর পুত্র প্রশুশ্রুব; প্রশুশ্রুবের অম্বরীষ নামে মহামতি এক পুত্র হয়। অম্বরীষের সত্যবিক্রম নহুষ নামে পুত্র জন্মে; নহুষের পুত্র পরম ধার্ম্মিক নাভাগ; নাভাগের দুই পুত্র, অজ ও সুব্রত, অজের পুত্র ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ; সেই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি রাম নামে বিখ্যাত হইয়া আছ; অতএব হে নৃপ! তুমি কুলক্রমাগত স্বীয় রাজ্য গ্রহণ কর, সংসারের গতি অবলম্বন কর। ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণের অগ্রজ সন্তানই রাজা হয়েন; জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমান সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখন রাজ্যাভিষিক্ত হয় না; জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকে, সুতরাং তুমি এক্ষণে রাঘবদিগের ও আপনার সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে পার না; পিতার ন্যায় মহাযশস্বী হইয়া প্রচুর রত্নশালিনী প্রভূত রাজ্যবতী পৃথিবী প্রতিপালন কর।"

ইতি দশাধিক শততম সর্গ॥ ১১০॥

একাদশাধিক শততম সর্গ।

সেই রাজপুরোহিত বসিষ্ঠ তৎকালে রামকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় ধর্ম্মসঙ্গত অপর কথা বলিতে উপক্রম করিলেন, বলিলেন, হে রাঘব! হে কাকুৎস্থ! পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলে আচার্য্য পিতা ও মাতা, এই তিন জন তাঁহার গুরু হয়েন। হে নরবর! পিতা, পুরুষকে জন্ম দান করেন; এবং আচার্য্য মনুষ্যকে প্রজ্ঞা প্রদান করেন, এজন্য তিনি গুরুপদবাচ্য হইয়া থাকেন। হে শত্রুতাপন! আমি তোমার এবং তোমার পিতারও সেই আচার্য্য, অতএব তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন করত সদ্গতি হইতে কদাচ ভ্রষ্ট হইবে না। এই তোমার পৌর পারিষদ সকল; এই দেখ, তোমার বন্ধু-

বর্গ; এই তোমার অধীন রাজগণ। বৎস! তুমি ইহাদিগের প্রতি ধর্ম্মাচরণ করত কদাচ সৎপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না। বৃদ্ধা ধর্ম্মশীলা জননীর বাক্য অতিক্রম করা তোমার উচিত নহে, ইহার আদেশ প্রতিপালন করিলে তোমার সৎপথ অতিক্রম করা হইবে না। হে ধর্ম্মরত সত্যপরাক্রম রাম! তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য যিনি প্রার্থনা করিতেছেন, সেই ভরতের কথা রক্ষা করিলে তুমি সৎপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না।" পুরুষপ্রবর রাম আচার্য্য-কর্ত্তৃক এইরূপ মধুর-বাক্যে উক্ত হইয়া স্বয়ং সমীপে উপবিষ্ট বসিষ্ঠকে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, "পিতা মাতা সতত সন্তানের যে উপকার করেন, তাহার প্রত্যুপকার করা অসাধ্য; তাঁহারা যথাশক্তি দুগ্ধ ও অন্নাদি দান, যথাকালে শয়ন করান, তৈলাদি উদ্বর্ত্তন, নিয়ত প্রিয়বাক্য প্রয়োগ ও লালন পালনদ্বারা সন্তানের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহার প্রতিক্রিয়া করা কখনই সম্ভাবিত নহে। সেই রাজা দশরথ আমার জনয়িতা পিতা, তিনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সে বাক্য মিথ্যা হইবে না।'

রাম এইরূপ বলিলে পর বিশালবক্ষঃস্থল-সম্পন্ন ভরত অতিশয় দুঃখিত চিত্তে সমীপবর্ত্তি-সুমন্ত্রকে বলিলেন, "সারথে! তুমি অবিলম্বে এই চত্বরে কুশ আস্তরণ করিয়া দেও, আর্য্য আমার প্রতি যে পর্য্যন্ত প্রসন্ন না হয়েন, তাবৎকাল আমি নিরাহার হইয়া এই দ্বার-দেশে কুশশয্যায় এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিব। অধমর্ণ-কর্ত্তৃক ধনহীন কৃত উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন নিজ ধন প্রত্যাহরণ কামনায় আহার পরিহারপূর্ব্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে, সেইরূপ আর্য্য রাম যে পর্য্যন্ত আমার বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক অযোধ্যায় গমন না করিবেন, তাবৎ আমি এই পর্ণশালার পুরো-ভাগে শয়ন করিয়া থাকিব।" দুঃখিতচিত্ত ভরত সুমন্ত্রকে রামের অনুরোধে কুশাস্তরণ করিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং ভূতলে কুশাস্তরণ বিস্তার করত অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজর্ষিসত্তম মহাতেজস্বী রাম, ভরতকে তাদৃশ কঠোরব্রতে ব্যাপৃত দেখিয়া বলিলেন, 'ভ্রাতঃ ভরত! আমি কি তোমার কাছে [illegible] করিয়াছি যে, তুমি ঈদৃশ দুরূহ বিষয়ে (প্রত্যুপবেশনে) মনঃ সমাধান করিতেছ? ব্রাহ্মণ ধনহীন [illegible] এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া অধমর্ণের ভবনদ্বারে শয়ন করিতে পারেন, কিন্তু মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজাদিগের প্রত্যুপবেশনে কোন বিধি দৃষ্ট হয় না। অতএব হে নরবর রঘুনন্দন! তুমি গাত্রোত্থান কর, এই দারুণব্রত পরিত্যাগ করত অবিলম্বে এস্থান হইতে অযোধ্যাপুরে গমন কর।'

ভরত তাদৃশ ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া চতু-র্দ্দিকে পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণকে দর্শন করত বলিলেন, "তোমরা সকলে আর্য্য রামকে যে কিছুই অনুশাসন করিতেছ না?" পৌর ও জনপদবাসী জনগণ তখন মহাত্মা ভরতকে কহিলেন, "আপনি রঘুবংশে ও ককুৎস্থকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যেরূপ কথা বলা উচিত, সেইরূপই বলিতেছেন, ইহা আমরা বিবেচনা করিতেছি, কিন্তু এই মহানু-ভাব রাম পিতৃবাক্য পালনে কৃতসংকল্প হইয়া-ছেন; অতএব ইঁহাকেও সহসা প্রতিনিবৃত্ত করিতে আমরা সমর্থ হইতেছি না।" রাম তাহাদিগের বাক্যে অনুমোদন করিয়া বলিলেন "হে মহাবাহো ভরত! ধর্ম্মদর্শি-সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ কর, তোমার বিষয়ে ও আমার বিষয়ে যে সকল বচন উক্ত হইল, তাহা শ্রবণপূর্ব্বক সম্যক্ বিচার কর। হে রাঘব! তুমি ক্ষত্রি-য়ের অকর্ত্তব্য প্রত্যুপবেশন হইতে উত্থিত হও এবং ইহার প্রায়শ্চিত্ত জন্য আমাকে স্পর্শ কর এবং জল স্পর্শ কর।"

অনন্তর ভরত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক জলস্পর্শ করিয়া এই কথা বলিলেন যে, "আমার পারি-ষদগণ, মন্ত্রিগণ ও জ্ঞাতিগণ সকলে শ্রবণ করুন, আমি পিতার নিকট রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, মাতাকেও তজ্জন্য অনুরোধ করি নাই এবং পরম ধর্ম্মজ্ঞ আর্য্য রামের বনবাসের জন্যও সম্মতি প্রকাশ করি নাই; তথাপি যদি পিতৃবাক্য প্রতিপালন করিতে হয়, অবশ্যই যদি বনে বাস করিতে হয়, তবে আমিই চতুর্দ্দশ বৎসর বন-

স্বর্গে বাস করিবেন।” ধর্ম্মাত্মা রাম জনকের সত্যপালনে স্থিরচিত্ত হইয়া পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন “পিতা জীবদ্দশায় যাহা বিক্রয় করিয়াছেন বা সমর্পণ করিয়াছেন অথবা ক্রয় করিয়াছেন, তাহা লোপ করা আমার বা ভরতের উচিত নহে। আমি স্বয়ং সমর্থসত্ত্বে বনবাস করিবার জন্য সাধুবিগর্হিত প্রতিনিধি প্রদান করিব না। দেবী কৈকেয়ী উচিত কথাই বলিয়াছিলেন এবং আমার পিতাও সৎকর্ম্মই করিয়াছেন। আমি ভরতকে ক্ষমাশীল ও গুরুসৎকারকারী বলিয়া জানি, এই মহাত্মা সত্যসন্ধ ভরতে রাজ্য পালনাদি সমুদয় কল্যাণকর কর্ম্ম সম্ভব হয়; আমি চতুর্দ্দশ বর্ষের পর বন হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক এই ধর্ম্মশীল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় উত্তমরূপে পৃথিবী পালন করিব। কৈকেয়ী রাজার নিকট আমার বনবাসরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার বাক্য প্রতিপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, অতএব আমার এই সকল বাক্য অনুসারে সেই মহীপাল পিতাকে মিথ্যা হইতে মুক্ত কর।”

ইতি একাদশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ।

নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ অতুলতেজঃশালিভ্রাতৃদ্বয়ের সেই লোমহর্ষণ সমাগম সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। মুনিগণ ও মহর্ষিগণ অদৃশ্য থাকিয়াই সেই ককুৎস্থকুলোদ্ভব মহাভাগ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, “ধর্ম্মজ্ঞ রাজপুত্রদ্বয় সতত ধর্ম্মপথবর্ত্তী; আমরা সুসম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের উভয়ের প্রতিই প্রীত হইয়াছি।” অনন্তর অবিলম্বে দশাননের বধাভিলাষী ঋষিগণ ঐকমত্য অবলম্বনপূর্ব্বক নৃপবর ভরতকে এই কথা বলিলেন “হে মহাপ্রাজ্ঞ সুরচিতসম্পন্ন মহাযশস্বিন্ ভরত! তুমি মহৎবংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ, অতএব যদি পিতার স্বর্গ কামনা কর, তবে রামের বাক্য গ্রহণ করা তোমার উচিত হইতেছে। আমরা এই রামকে পিতার নিকট অনৃণ থাকিতে সতত ইচ্ছা করিয়া থাকি, কৈকেয়ীর নিকট অনৃণতা হেতুই রাজা দশরথ স্বর্গগত হইয়াছেন।” মহর্ষিগণের সহিত রাজর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ এই কথা বলিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। নয়নাভিরাম রাম ঋষিগণের এই সকল বচনে আহ্লাদিত ও হৃষ্টবদন হইয়া সুশোভিত হইলেন এবং সেই সমস্ত ঋষিদিগকে কহিলেন যে “আপনারা আমাকে সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মত রক্ষা করিলেন” ভরত তৎকালে উদ্বিগ্নচিত্ত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া স্খলিতবচনে রামকে পুনর্ব্বার এই কথা বলিলেন যে, “হে ককুৎস্থকুলতিলক রাম! জ্যেষ্ঠই রাজ্যাধিকারী এই কুলধর্ম্মানুসারী ধর্ম্ম বিচার করিয়া তাহা রক্ষা করা এবং আমার মাতার প্রার্থনা পূরণ করা আপনার উচিত হইতেছে। আমি একাকী সুমহৎ রাজ্য রক্ষা করিতে এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী অনুরক্ত জনগণকে রঞ্জন করিতে উৎসাহযুক্ত হইতেছি না। কৃষকেরা যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আমাদিগের জ্ঞাতিবর্গ, যোদ্ধৃগণ, সুহৃৎ ও মিত্র সকল আপনাকেই প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি এই রাজ্য অঙ্গীকার করিয়া কাহারও প্রতি স্থাপন করুন। হে কাকুৎস্থ! আপনি যাহার প্রতি রাজ্যপালনের ভার সমর্পণ করিবেন, সেই ব্যক্তিই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।” ভরত সেই সময় এইরূপ কথা বলিয়া ভ্রাতার পদদ্বয়ে পতিত হইলেন এবং “হে রাম।” এই প্রিয়বাক্য উচ্চারণ করত বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মত্ত-হংস-স্বর রাম শ্যামবর্ণ নলিনপত্রলোচন ভ্রাতা ভরতকে স্বয়ং ক্রোড়ে করিয়া বলিলেন “ভ্রাতঃ! তোমার যে স্বাভাবিকী বিনয়সম্পন্না বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তদ্দ্বারা তুমি পৃথিবীকেও রক্ষা করিতে অতিশয় উৎসাহবান্ হইতেছ। সুহৃৎ, অমাত্য এবং বুদ্ধিমান্ মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজাজ্ঞাদ্বারা সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিও। চন্দ্র হইতে যদি শোভা বিচলিত হয়, হিমালয়

যদি শৈত্য পরিত্যাগ করেন এবং সাগর যদি তীরভূমি অতিক্রম করেন, তথাপি আমি পিতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অন্যথা করিতে পারিব না। ভ্রাতঃ! তোমার মাতা ইচ্ছা অনুসারে বা লোভবশত এইরূপ করিয়াছেন, ইহা তুমি মনে করিও না; মাতাকে যেরূপ শুশ্রূষা করিতে হয়, তুমি তাঁহার প্রতি সেইরূপই ব্যবহার করিবে।" আদিত্যসম তেজঃসম্পন্ন প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শন কৌসল্যানন্দন রাম এইরূপ বলিতে থাকিলে ভরত তাঁহাকে কহিলেন, 'আর্য্য! আপনি এই হেমভূষিত পাদুকাযুগলে চরণ অর্পণ করুন, ইহারাই সমস্ত লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে।" মহাতেজস্বী নরবর রাম পাদুকাদ্বয়ে আরোহণপূর্ব্বক তাহা মোচন করিয়া মহাত্মা ভরতকে প্রদান করিলেন। ভরত পাদুকাদ্বয়কে প্রণাম করিয়া রামকে বলিলেন, "হে বীরবর রঘুনন্দন! আমি চতুর্দ্দশ বৎসর জটাবল্কলধারী হইয়া ফল মূল ভোজন করত আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আপনার পাদুকাদ্বয়ে রাজ্য ব্যাপার সমর্পণপূর্ব্বক নগরের বহির্ভাগে বাস করিব, যে দিন চতুর্দ্দশবর্ষ সম্পূর্ণ হইবে, সেই দিবস যদি আপনাকে দর্শন করিতে না পাই—তবে হুতাশনে প্রবেশ করিব।" রাম "তাহাই হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সমাদরসহকারে ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন "হে রঘুনন্দন! আমি এবং সীতা, তোমাকে শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, তুমি মাতা কৈকেয়ীকে রক্ষা কর, তাঁহার প্রতি রোষ প্রকাশ করিও না।" রাম অশ্রু-নয়নে এই কথা বলিয়া ভ্রাতা ভরতকে বিদায় করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভরত সেই মহা উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত পাদুকাদ্বয় পরিগ্রহপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং পাদুকাযুগল রাজবাহ গজরাজের মস্তকে স্থাপন করিলেন।

অনন্তর, হিমবান্ অচলের ন্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রঘুবংশবর্দ্ধন রাম যথাক্রমে গুরুগণ, মন্ত্রিমণ্ডল, প্রজামণ্ডল ও সেই সমস্ত জনগণকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া অনুজদ্বয়কে অযোধ্যা গমনে আদেশ করিলেন। মাতৃগণ দুঃখবশত বাষ্পাকুলকণ্ঠে রামকে সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রাম সমস্ত মাতৃগণকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে স্বীয় কুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ইতি দ্বাদশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর ভরত তৎকালে পাদুকাযুগল মস্তকে করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত হৃষ্টমনে রথে আরোহণ করিলেন। বসিষ্ঠ বামদেব তথা দৃঢ়ব্রত জাবালি এবং মন্ত্রণাকার্য্যে সম্মানিত সমস্ত মন্ত্রিগণ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা সকলে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া রমণীয় মন্দাকিনী নদীর অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। ভরত সৈন্যগণের সহিত মহাগিরি চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ করত রমণীয় বিবিধ ধাতুসহস্র দেখিতে দেখিতে চিত্রকূটের উত্তর পার্শ্ব দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ যে স্থানে মুনিগণের সহিত বাস করিতেছিলেন, ভরত তৎকালে চিত্রকূটের অদূরে সেই আশ্রম দর্শন করিলেন। সৎকুল-প্রসূত বুদ্ধিমান্ ভরত সেই আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভরদ্বাজের চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন।

অনন্তর, ভরদ্বাজ হৃষ্ট হইয়া ভরতকে কহিলেন, "বৎস! তোমার কর্ত্তব্যকার্য্য রামের সহিত সমাগম, তাহা করিয়াছ ত? পরিশেষে ধর্ম্মবৎসল ভরত ধীমান্ ভরদ্বাজকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন। "দৃঢ়বিক্রম রামকে গুরু বসিষ্ঠ ও আমি রাজ্য পালন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি পরম প্রীত হইয়া বসিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন যে, 'কৈকেয়ীর নিমিত্ত পিতা আমার চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি পিতার সেই প্রতিজ্ঞাই প্রতিপালন করিব; বক্তৃবর মহাপ্রাজ্ঞ বসিষ্ঠ রামকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া বচনসম্পন্ন রাঘবকে এই মহৎ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন যে, 'হে মহাপ্রাজ্ঞ! তুমি হৃষ্টচিত্তে প্রতিনিধিস্বরূপে এই

হেমভূষিত পাদুকাযুগল প্রদান কর এবং ইহা দ্বারাই তুমি অযোধ্যাতে যোগক্ষেমকর হও, রাম বশিষ্ঠকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইলে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া আমার রাজ্যপালন-শক্তি-সাধন জন্য সেই সুবর্ণ-বিচিত্রিত পাদুকাযুগল প্রদান করিলেন। আমি মহাত্মা রামের আজ্ঞাক্রমে নিবৃত্ত হইয়া শুভ পাদুকাদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যাতেই গমন করিতেছি।” ভরদ্বাজ মুনি মহাত্মা ভরতের এই শুভবাক্য শ্রবণানন্তর শুভতর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। বলিলেন, “জল যেমন নিম্নস্থলেই অবস্থান করে, সেইরূপ তুমি শীলতাদি সদ্‌বৃত্তসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ, অতএব তোমাতে যে শোভন চরিত্র অবস্থিতি করিতেছে, তাহা বিচিত্র নহে; তুমি ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মবৎসল ঈদৃশ যাঁহার পুত্র, তিনি অর্থাৎ তোমার পিতা সেই মহারাজ দশরথ ইহাতেই অনৃণ হইলেন।” সেই মহাপ্রাজ্ঞ ঋষি এইরূপ কথা বলিলে, ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণযুগল গ্রহণপূর্ব্বক আমন্ত্রণ করিলেন। অনন্তর শ্রীমান্ ভরত ভরদ্বাজকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। ভরতের অনুযায়িনী সেনা যাহারা নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার যান, শকট, অশ্ব, ও গজগণদ্বারা বিস্তীর্ণ হইল। অনন্তর তাহারা সকলে তরঙ্গমালা-সমাকুল রমণীয় যমুনা নদী উত্তীর্ণ হইয়া শোভন জলশালিনী ভাগীরথীকে পুনর্ব্বার দর্শন করিল। ভরত সৈন্যগণ ও বান্ধবগণের সহিত সেই রম্যজলসম্পূর্ণা গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া অতি রমণীয় শৃঙ্গবেরপুরে প্রবেশ করিলেন। শৃঙ্গবের নগর হইতে নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যা দেখিতে পাইলেন। ভরত তখন অযোধ্যাকে পিতা ও ভ্রাতা কর্তৃক বিবর্জ্জিত দেখিয়া দুঃখসন্তপ্ত হইয়া সারথিকে এই কথা বলিলেন “সারথে! দেখ, অলঙ্কার-বিহীনা দীনা আনন্দধ্বনি-বর্জ্জিতা নিরানন্দা ও শোভাহীন অযোধ্যা আর প্রকাশ পাইতেছে না।”

ইতি ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ॥ ১১৩॥

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

মহাযশস্বী প্রভু ভরত স্নিগ্ধ গম্ভীর ধ্বনিসমন্বিত রথদ্বারা গমন করত অবিলম্বে অযোধ্যা নগরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তৎকালে অযোধ্যা নগরী তিমিরাবৃতা, প্রকাশ রহিতা, কৃষ্ণবর্ণা নিশার ন্যায় হইয়াছে, বিড়াল ও পেচক সকল তথায় বিচরণ করিতেছে এবং গৃহ কবাট সমুদয় রুদ্ধ রহিয়াছে। রাহু রিপু শশধর অভ্যুদিত রাহুগ্রহদ্বারা পীড়িত হইলে তদীয় দিব্য ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রজ্বলিত প্রভাশালিনী প্রিয় পত্নী অসহায়া রোহিণীর যেমন অবস্থা হয়, তৎকালে অযোধ্যার তাদৃশ দশা ঘটিয়াছে। গ্রীষ্মকালে গিরি নদীর সলিল আতপতাপে উষ্ণ ও কলুষিত হইলে গ্রীষ্মবশত তীরতরুস্থিত জলচর বিহঙ্গগণ উত্তপ্ত হইলে বিবিধ মীনকুল ও গ্রাহ সকল জলমধ্যে লীন হইলে সেই কৃশকলেবরা গিরি নদীর যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে, অযোধ্যারও অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। যজ্ঞীয় ঘৃতের সংস্পর্শে সমুত্থিত অগ্নিশিখা যেমন প্রথমত ধূমবিবর্জ্জিত হইয়া সুবর্ণের আভা প্রকাশ করে, পশ্চাৎ জলসেচনদ্বারা বিলয় প্রাপ্ত হয়, রামের বন গমনের পর অযোধ্যার সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। মহাযুদ্ধে বীর পুরুষ সকল নিহত, কবচ সমুদয় বিধ্বস্ত, গজবাজি রথ ও ধ্বজ সকল, রুগ্ন হইলে আপদাপন্না সেনা যেরূপ হইয়া থাকে, অযোধ্যা সেইরূপ হইয়াছে; সাগরে উর্ম্মি যেমন প্রবল বায়ুবেগে ফেন ও শব্দের সহিত সমুত্থিত হইয়া পরে প্রশান্ত পবনদ্বারা স্থিরীভূত ও নিঃশব্দ হয়, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে। যজ্ঞকাল অতীত হইলে যজ্ঞবেদি সমস্ত যজ্ঞীয় উপকরণ ও প্রশস্ত যাজকগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যেমন নিঃশব্দ হয়, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে। গোষ্ঠমধ্যে বৃষভ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা গাভী নব তৃণ ভক্ষণে বিরত ও আর্ত্ত হইয়া যেমন উৎসুকা থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। সুস্নিগ্ধ প্রভা সমন্বিত পদ্মরাগ প্রভৃতি পরমোৎকৃষ্ট মণিগণ-কর্ত্তৃক বিযুক্তা মুক্তাবলী যেরূপ শোভাহীন হইয়া থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়াছে; পুণ্যক্ষয়বশত

সহসা পৃথিবীর অভিমুখে এতদীয় সংকীর্ণ দ্যুতি তারা যেমন আকাশ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তদ্রূপ অযোধ্যার অবস্থা ঘটিয়াছে। বসন্ত কালের অবসানে মত্ত ভ্রমরযুক্ত পুষ্পিত লতা বেগবান্ দাবানলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া যেমন ক্লান্ত হয়, তৎকালে অযোধ্যাও তাদৃশ আকার ধারণ করিয়াছে। রাজপথ সকল জনসঞ্চার-বিরহিত ও পণ্যবীথি সমুদয় সংরুদ্ধ হওয়ায় অযোধ্যা নগর, প্রচ্ছন্ন চন্দ্র নক্ষত্রশালী অম্বুধারাবৃত আকাশমণ্ডলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। মদ্যপানের অবসানে ভগ্নপাত্র-পরিবৃত মদ্যপায়ি-বিবর্জ্জিত অসংস্কৃত পানভূমির যাদৃশ দশা ঘটিয়া থাকে, অযোধ্যারও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। নিম্ন ও ভিন্ন চত্বর এবং ভিন্ন-পাত্র-সমাবৃত জলপানভূমি পানীয় পান অবসানে ভগ্নভাবে যেমন পতিত থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ হইয়া আছে। বিপুল ও বিস্তীর্ণ পাশযুক্ত ধনুর্জ্যা তেজস্বিগণের বাণদ্বারা যেমন ধনু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। যুদ্ধশৌণ্ড অশ্বারোহি-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বাহিত বড়বা যেমন প্রতি সৈন্যকর্ত্তৃক নিহত হইয়া পতিত থাকে, অযোধ্যাও সেইরূপ রহিয়াছে। দশরথ-নন্দন শ্রীমান্ ভরত রথোপরি অবস্থান করত সেই রথবরের চালনকারী সারথিকে এই সকল কথা বলিলেন; "পূর্ব্বে যেমন অযোধ্যাতে গীতবাদ্যের ধ্বনি হইত, এক্ষণে সেইরূপ গম্ভীর ধ্বনি আর শ্রুত হইতেছে না, ইহাতে কি করিব? বারুণীমদগন্ধ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত মাল্যগন্ধ এবং চন্দন ও অগুরুগন্ধ সর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইতেছে না। রাম বিবাসিত হইয়া অবধি এই অযোধ্যা নগরে উৎকৃষ্ট যানশব্দ, সুস্নিগ্ধ অশ্বনিস্বন, প্রমত্তমাতঙ্গধ্বনি, সুমহান্ রথচক্রশব্দ আর শ্রবণপথে পতিত হয় না। রাম বন গমন করিলে, তরুণগণ সন্তপ্ত হইয়া অগুরুচন্দন-গন্ধ ও মহামূল্য নূতন মাল্য উপভোগ করে না; নরগণ বিচিত্র মাল্য ধারণ করত বহির্ভাগে নির্গত হয় না; রাম-শোকে প্রপীড়িত পুরমধ্যে উৎসব সমুদয় প্রবর্ত্তিত হয় না; আমার ভ্রাতাই এই পুরের যেই অনির্বচনীয় শোভাস্বরূপ ছিলেন, তিনিই যখন গমন করিয়াছেন, তখন আর ইহার শোভা কোথায়? এই অযোধ্যা এক্ষণে বেণবৎ বৃষ্টিধারা রহিত শারদীয় শুক্লপক্ষের নিশার ন্যায় শোভা পাইতেছে, আমার ভ্রাতা মহোৎসবের ন্যায় কবে এখানে আগমন করিবেন, গ্রীষ্মকালের মেঘের ন্যায় কবে অযোধ্যাতে হর্ষ বিস্তার করিবেন! সম্প্রতি উদ্ধতগামী মনোহর বেশভূষাবিভূষিত তরুণ পথিকগণদ্বারা অযোধ্যায় মহাপথ সকল সুশোভিত হইতেছে না।" দুঃখিত ভরত এই সকল কথা বলিতে বলিতে সারথির সহিত অযোধ্যাপুরে প্রবিষ্ট হইয়া অগ্রেই সিংহহীন গুহার ন্যায় সেই নরেন্দ্র-বিবর্জ্জিত পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্য রাহুগ্রাসে পতিত হইলে দিবস যেমন ভাস্করবিবর্জ্জিত হইয়া নিষ্প্রভ হয়; তদ্রূপ প্রভাশূন্য ও জনসঞ্চার-বিরহিত সেই অন্তঃপুর নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত ভরত বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর, দৃঢ়ব্রত ভরত সেই সমস্ত মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া শোকসন্তপ্ত-চিত্তে মন্ত্রিগণকে কহিলেন, "আমি নন্দিগ্রামে গমন করিব, তজ্জন্য তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি, রাম ব্যতিরেকে আমার যে দুঃখ হইয়াছে, তৎসমুদয় তথায় থাকিয়া সহ্য করিব। রাজা স্বর্গগত হইয়াছেন, আমার গুরু রাম বনবাসী হইয়াছেন, সেই মহাযশস্বী রাম এই অযোধ্যার রাজা, অতএব আমি রাজ্যের জন্য তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।" পুরোহিত বসিষ্ঠ এবং সমস্ত মন্ত্রিগণ মহাত্মা ভরতের এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "ভরত! তুমি ভ্রাতৃবাৎসল্যবশত যে কথা বলিলে তাহা অতিশয় শ্লাঘনীয় এবং এই কথা তোমারই অনুরূপ হইয়াছে, তুমি ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ সম্পাদনে নিত্যনিরত ও বন্ধুলুব্ধ হইয়া যে সাধুসৎকৃতপথে পদার্পণ করিতেছ তাহা

কোন্ ব্যক্তি স্বকীয় অভিপ্রায় অনুসারে হইবে? ... তরুণ অভিনন্দনাপূর্ব্বক মন্ত্রিগণের প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথিকে রথযোজনা করিতে আদেশ করিলেন, শ্রীমান্ ভরত শত্রুঘ্নের সহিত সমস্ত মাতৃগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রধান যানে রথে আরোহণ করিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে অবিলম্বে রথে আরোহণপূর্ব্বক মন্ত্রি এবং পুরোহিতগণে পরিবৃত হইয়া পরম প্রীতচিত্তে যাইতে লাগিলেন। বসিষ্ঠ-প্রভৃতি দ্বিজগণ ও সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডল পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া যে পথে নন্দিগ্রামে গমন করা যায়, সেই পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

ভরত প্রস্থান করিলে পর পুরবাসিগণ ও অশ্ব গজ রথসঙ্কুল বল সকল আহূত না হইয়াও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ভ্রাতৃবৎসল মহাত্মা ভরত রথস্থ হইয়া রামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণপূর্ব্বক অবিলম্বে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, তিনি নন্দিগ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক অতিসত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তত্রত্য গুরুগণকে এই কথা বলিলেন, যে, "আমার ভ্রাতা রাম, নিক্ষেপের ন্যায় এই অযোধ্যা রাজ্য আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, এই হেমভূষিত পাদুকাদ্বয় এক্ষণে 'রাজ্যের যোগক্ষেম বিধান করিবে।' অনন্তর, ভরত সেই নিক্ষেপ স্বরূপ পাদুকাদ্বয় মস্তকে করিয়া দুঃখসন্তপ্ত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলকে বলিলেন "আর্য্য রামের চরণ স্বরূপ এই পাদুকা যুগলে অবিলম্বে ছত্র ধারণ কর, আমার গুরু রামের এই পাদুকাদ্বয় দ্বারা রাজ্য মধ্যে ধর্ম্ম স্থিরতর আছে। ভ্রাতা সৌহার্দ্দবশত আমাতে ইহা নিক্ষেপ করিয়াছেন, আমি তাঁহার আগমনকাল পর্য্যন্ত ইহা পালন করিব। রাম বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলে আমি অবিলম্বে তাঁহার চরণযুগলে এই পাদুকাদ্বয় পরিধান করাইয়া তাহা দর্শন করিব, তিনি আমার প্রতি ভার অর্পণ করিয়াছেন বলিয়াই আমি এস্থানে আসিয়াছি, তিনি আগমন করিলে এই রাজ্য তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক আমি গুরুর প্রতি যেরূপ শুশ্রূষা করা উচিত তাহাই অবলম্বন করিব, এই মনোহর পাদুকাদ্বয়ও আমাদ্বারা রামকে প্রদান করিয়া আমি বিগতপাপ হইব।"

বীরবর প্রভু ভরত তৎকালে বল্কল ও জটা ধারণপূর্ব্বক মুনিবেশধারী হইয়া সৈন্যগণ সহ নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। ভরত স্বয়ং রাজ্যশাসন বৃত্তান্ত সমুদায় পাদুকাযুগলে নিবেদন করত তদুপরি ছত্র ও চামর ধারণ করাইলেন; অনন্তর শ্রীমান্ ভরত রামের পাদুকাযুগলের অভিষেক করিয়া তৎকালে সতত তাহার অধীন হইয়া রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন; তখন রাজ্যঘটিত যে কোন বিষয় উপস্থিত হয় বা যে কোন মহামূল্য উপঢৌকন দ্রব্যাদি আগত হয়, ভরত তাহা অগ্রে পাদুকাদ্বয়কে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ যথাবিধানে তাহা ব্যবহার করিতেন।

ইতি পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলে রাম চিত্রকূটপর্ব্বত-কাননে বাস করত তৎকালে তত্রত্য তপস্বিগণের মন সভয় ও উদ্বেগযুক্ত লক্ষ্য করিলেন। যে সকল তাপসেরা চিত্রকূটশৈলের আশ্রমে রামকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর আনন্দিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে আশ্রমান্তরগমনে ঔৎসুক্যশালী জ্ঞান করিলেন। তৎকালে তপস্বিগণ শঙ্কিত হইয়া ভ্রূকুটীভঙ্গীসমন্বিত-নয়নে রামকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক পরস্পরকে আহ্বান করিয়া গোপনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাদিগের ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিয়া আপনিই শঙ্কিত হইলেন, অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া আশ্রমস্বামিকুলপতি-ঋষিকে এই কথা বলিলেন। "ভগবন্! আমাতে পূর্ব্বানুচরিত রাজোচিত বিকৃতভাব কিছুমাত্র দৃষ্ট হইতেছে কি? যদ্দ্বারা তপস্বিগণ ভীত হইতেছেন—কিংবা আমার অনুজ লক্ষ্মণের প্রমাদ বশত মহাত্মাদিগের অননুরূপ কোন অযুক্ত আচরণ মহর্ষিগণ দর্শন করিয়াছেন কি? অথবা সীতা আমার শুশ্রূষা-

কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া আপনাদিগের পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রদান-বিষয়ে কখনো অবলোকিত শুশ্রূষা-কার্য্যে শৈথিল্য অবলম্বন করিয়াছেন কি? রাম আশ্রম-বাসী মহর্ষিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, বৃদ্ধ ও তপস্যা দ্বারা জরাগ্রস্ত মহর্ষি যেন জরা দ্বারা কম্পমান হইয়াই সর্ব্বভূত-দয়াপর রামকে এই কথা বলিলেন। "শুচিস্বভাবী সতত কল্যাণার্থিনী সীতার তপস্বিগণের পরিচর্য্যা-বিষয়ে ঔদাস্য হইবে কেন? তপস্বিগণ তোমার জন্য রাক্ষস-কুল হইতে ভীত হইয়াছেন এই হেতু তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। হে বৎস! রাবণের অনুজ খরনামক কোন দুর্দ্দান্ত, ভয়রহিত নৃশংস, পুরুষ-খাদক গর্ব্বিত রাক্ষস এই স্থানে জনস্থান-বাসী তাপস সকলকে উৎপীড়ন করিয়া তোমাকেও অবজ্ঞা করিতেছে। হে নাথ! তুমি যে অবধি এ স্থানে অবস্থান করিতেছ, তদবধি রাক্ষসেরা তপস্বিগণের অপকার করিতেছে, তাহারা বীভৎস ক্রূর ভীষণ অসুখ-দর্শন নানারূপ বিকটরূপ ধারণপূর্ব্বক তাপসগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহারা পাপজনক ও অশুচি পদার্থ প্রক্ষেপপূর্ব্বক তাপসগণের অপকার করিতেছে এবং সেই অসাধু নিশাচরেরা পুরোবর্ত্তী মৃদুস্বভাব মুনিগণকে পীড়ন করিতে অবিরত প্রস্তুত রহিয়াছে; আশ্রমাভ্যন্তরে অজ্ঞাতসারে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিত ও অচেতন তাপস সকলকে বিনষ্ট করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতেছে; যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ হইলে স্রুক্-ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞপাত্র সমুদয় দূরে প্রক্ষেপ করিতেছে; হোমাগ্নিতে জলসেচন করিতেছে এবং জলাহরণ পাত্র কলস সকল ভগ্ন করিয়া দিতেছে। ঋষিগণ সেই দুরাত্মাদিগের উপদ্রবাবিষ্ট আশ্রম সকল পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছু হইয়া স্থানান্তরে গমন জন্য অদ্য আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। হে রাম! সেই দুষ্টেরা এক্ষণে যখন তাপস-বর্গের শারীরিক হিংসাতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন সুতরাং আমাদিগকে এই আশ্রম পরিত্যাগ করিতে হইল। এই আশ্রমের অনতিদূরে বহু ফলমূল-সমন্বিত পরিজনের জন্য সকল বিষয়েই অশ্বনামক ঋষির এক বিচিত্র আশ্রম আছে; আমি স্বগণ সহ সেই আশ্রম আশ্রয় করিব। হে বৎস! এই রাক্ষস তোমার প্রতিও অনুচিত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে আমাদিগের সহিত এস্থান হইতে স্থানান্তরে চল। হে রাম! যদিও তুমি সতত সাবধানে আছ এবং রাক্ষসদিগের নিগ্রহে সমর্থ হইতে পার, তথাপি পত্নীর সহিত এস্থানে অবস্থান করা তোমার ক্লেশকর হইবে সন্দেহ নাই।" তপস্বী এই কথা বলিলে রাজপুত্র রাম সেই গমনোদ্যত ঋষিকে উত্তরবাক্য-দ্বারা নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর, কুলপতি ঋষি নিজবিয়োগজন্য খিন্ন রামকে অভিনন্দনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া আশ্রমবাসী অন্যান্য ঋষি সমূহের সহিত সেই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। রাম সেই আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমনোদ্যত ঋষিগণের অনুগমন করত কুলপতি ঋষিকে অভিবাদন করিয়া সেই সমস্ত সাতিশয় প্রীতি পরবশ ঋষিগণের উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক নিজ পবিত্র আবাসে আগমন করিলেন। ঋষিগণ-বিরহিত হইলে রাম ক্ষণকালের জন্যও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই, ঋষিচরিতবিষয়ে গুণবন্ত তাপসগণ যাঁহারা রামের সতত অনুগত ছিলেন তাঁহারা রামকে পরিত্যাগ করিয়া আশ্রমান্তরে গমন করেন নাই।

ইতি ষোড়শাধিক শততম সর্গ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ।

ঋষিগণ সকলেই সেই স্থান হইতে গমন করিলে রঘুকুলোদ্ভব রাম বিবিধ কারণে তৎকালে তথায় বাস করিতে অভিলাষ করেন নাই। "এই স্থানে আমি ভরতকে মাতৃগণকে এবং নাগরিকলোক সকলকে দর্শন করিলাম, তাঁহাদিগকে অনুশোচনা করত সতত সেই সকল আমার স্মরণ হইতেছে এবং সেই মহাত্মা ভরতের শিবির-সন্নিবেশ দ্বারা হয় হস্তী সকলের মলমূত্রে এস্থানও নিতান্ত অশুচি হই

য়াছে, অতএব অন্যত্র গমন করাই বিহিত হইতেছে” রাম ইহা চিন্তা করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে প্রস্থিত হইলেন।

অনন্তর সেই মহাযশস্বী রাম অত্রি মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন, মহর্ষি অত্রিও তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করত তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। মহর্ষি স্বয়ং তাঁহার জন্য সুপবিত্র আতিথ্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া মহানুভাব লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীকে প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে নিরীক্ষণ করিলেন। সর্ব্বভূতহিতে রত ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিসত্তম অত্রিমুনি স্বীয় অনুগামিনী মহাভাগা ধর্ম্মচারিণী সর্ব্বজন-সৎকৃতা তপস্যানিরতা অনসূয়া নাম্নী পত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক সীতাকে দেখাইলেন এবং “তুমি বৈদেহীকে নিজ নিকটে লইয়া যাও” এই কথা বলিলেন, অনন্তর রামের নিকট সেই ধর্ম্ম-চারিণী তাপসীর পরিচয় কহিতে লাগিলেন, “পূর্ব্বে দশবর্ষকাল নিরন্তর অনাবৃষ্টি হইলে যিনি মন্ত্রসিদ্ধিপ্রভাবে ফলমূলের সৃষ্টি করিয়া এবং এই আশ্রমে জাহ্নবীকে আবাহন করিয়া আনয়নপূর্ব্বক ঋষিগণের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি উগ্রতপস্যা ও কঠোর নিয়মনিবহে অলঙ্কৃতা হইয়া দশ সহস্র বৎসর সুমহৎ তপস্যা করিয়াছিলেন, হে বৎস! যাঁহার সুকঠোর ব্রতদ্বারা বিঘ্ন সমুদয় নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যিনি দেবকার্য্যহেতু এক রাত্রিকে দশ রাত্রি পরিমিত-কাল প্রভাত দেন নাই, এই সেই অনসূয়া তোমার মাতার ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন, ইনি সর্ব্বভূতের পূজনীয়া একণে জানকী এই অক্রোধনা প্রাচীনা তপস্বিনীর নিকট গমন করুন” ঋষি এইরূপ বলিলে রাম তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া সীতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, “রাজপুত্রি! এই মহর্ষি যাহা আদেশ করিলেন তাহা তুমি শ্রবণ করিলে অতএব নিজকল্যাণহেতু অবিলম্বে এই তপস্বিনীর অনুগামিনী হও, যিনি নিজ কর্ম্মদ্বারা লোকমধ্যে অনসূয়া নামে বিখ্যাতা আছেন। তুমি সেই তপস্বিনীর অনুগামিনী হও বিলম্ব করিও না।” মিথিলাধিপ-নন্দিনী যশস্বিনী সীতা রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই ধর্ম্মজ্ঞা অত্রিপত্নীর সম্মুখে গমন করিলেন; দেখিলেন, সেই বৃদ্ধাতাপসী শিথিলসন্ধিবন্ধন ও বলিতশরীরে জরাপলিতকেশে প্রবলপবনে কম্পমানা কদলীর ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন; সীতা সেই মহাভাগা পতিব্রতা অনসূয়াকে অব্যগ্র হইয়া অভিবাদন করিলেন এবং নিজনাম প্রকাশপূর্ব্বক পরিচয় দিলেন। জানকী সেই দমনিয়মশালিনী তপস্বিনীকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর, বৃদ্ধা তাপসী সেই স্বামিসমধর্ম্মচারিণী মহাভাগা সীতাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, “জানকি! আমি দৈবযোগে তোমাকে দেখিতে পাইলাম, হে মানিনি! তুমি দৈববশতই জ্ঞাতি, স্বজন, সম্মান, সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করত পিতার আদেশে বনবাসিপতির সহ অনুগমন করিতেছ। পতি নগরস্থই হউন বা বনেই বাস করুন, অনুকূলই হউন অথবা প্রতিকূলই হউন, যাহাদিগের ভর্ত্তাই পরম প্রিয়তম সেই সমস্ত নারীদিগের জন্যই মহোদয় লোক সমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। পতি দুঃশীল, যথেচ্ছাচারী বা ধনহীন যেরূপই হউন, সৎস্বভাবা নারীগণের তিনিই পরম দেবতাস্বরূপ। হে বৈদেহি! আমি বহুকাল বিবেচনা করিয়া পতি হইতে পরম হিতৈষী বন্ধু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, পতিই ইহলোকে ও পরলোকের জন্য অক্ষয় তপস্যার অনুষ্ঠানস্বরূপ; কামাসক্ত হৃদয়া অসতীকামিনীগণ যাহারা ভরণপোষণার্থ কেবল ভর্ত্তাকে নাথ বলিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ দোষ গুণ অবগত না হইয়া স্বেচ্ছাচরণ করে। জানকি! যাহারা উক্ত অনিষ্টগুণযুক্তা নারী তাহারা অকার্য্যের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় এবং অযশ লাভ করিয়া থাকে। আর যে সকল স্ত্রীগণ পূর্ব্বোক্ত সদ্গুণসমূহে বিভূষিত তাহারা শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর লোক সকল সন্দর্শন করিয়া পুণ্যশীলপুরুষের ন্যায় অনায়াসে স্বর্গলোকে বিচরণ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি এইরূপে পতির প্রতিপালিত

স্বর্গ অবস্থান করিয়া সতীত্বপ্রভাবেও অনু-চারবর্ত্তিনী হইয়া স্বামীকে সর্ব্বপ্রধান জ্ঞান করিয়া তাঁহার শুশ্রূষাকারিণী হও, তাহা হইলে অক্ষয় যশ ও অশেষ ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে।"

ইতি সপ্তদশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক শততম সর্গ।

অসূয়া-বর্জ্জিতা সীতা, অনসূয়া-কর্ত্তৃক এই-রূপ কথিতা হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি সৎকার-পূর্ব্বক মন্দমন্দ স্বরে এই কথা বলিলেন, "আর্য্যে! আপনি যাহা শিক্ষা দিতেছেন, তাহা আপনাতে অসম্ভব নহে, একমাত্র পতিই যে নারীর গুরু, তাহা আপনি যেরূপ বলিলেন, আমিও সেইরূপ জানি। যদ্যপি ভর্ত্তা অসচ্চরিত্র ও ধনহীন হয়েন, তথাপি মাদৃশ মহিলাগণের তাদৃশ পতিতে দ্বৈধভাব-পরিহার-পূর্ব্বক ব্যবহার করা উচিত; পরন্তু, যিনি শ্লাঘ্যগুণ-সম্পন্ন, সদয়, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরানুরাগ, ধর্ম্মাত্মা এবং আমার মাতা পিতার ন্যায় প্রীতি-ভাজন, ঈদৃশ পতির প্রতি আমি যে সমুচিত ব্যবহার করিতেছি, তাহা বিচিত্র কি? আমার মহাবল পতি কৌসল্যার নিকটে যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুমিত্রাপ্রভৃতি অন্যান্য রাজ-পত্নীগণের নিকটেও সেইরূপ ব্যবহার করেন, এমন কি মহারাজ দশরথ অভিমান পরিহারপূর্ব্বক একবার যে নারীর প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াছেন, ধর্ম্মজ্ঞ বীরবর পতি তাহাদের প্রতিও মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমি স্বামীর সহিত যখন এই ভয়াবহ বিজনকাননে আগমন করি, তখন আপনার ন্যায় আমার শ্বশ্রূ যে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন তাহা আমার হৃদয়ে স্থিরভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে; পূর্ব্বে বিবাহ-কালে অগ্নি-সন্নিধানে আমার জননী যে উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সকল বাক্যও আমার মনে জাগরূপ রহিয়াছে। হে ধর্ম্মচারিণি! আমি আত্মীয়গণের উপদেশ-বাক্য কিছুমাত্র বিস্মৃত হই নাই, রমণীদিগের পতি-শুশ্রূষা ব্যতীত অন্য তপস্যা বিহিত নহে; সাবিত্রী পতিশুশ্রূষা করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন, আপনিও পতিশুশ্রূষা দ্বারা স্বর্গে বাস করিবেন। রমণীগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সাবিত্রী ও অনসূয়া রোহিণী, চন্দ্র ব্যতিরেকে মুহূর্ত্তকালও একা-কিনী থাকেন না, ইহা দেখা যাইতেছে; এবংবিধ বরণীয় নারীগণ পতির প্রতি দৃঢ়ব্রত হইয়া নিজকর্ম্ম ও পুণ্য-বলে দেবলোকে বাস করিয়া থাকেন।"

অনন্তর অনসূয়া সীতার উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ-পূর্ব্বক হর্ষ প্রদান করত বলিলেন, "পবিত্র চরিতে সীতে! আমার বিবিধ নিয়ম-দ্বারা উপার্জ্জিত সুমহৎ তপস্যা সঞ্চিত আছে, আমি সেই তপোবল অবলম্বন করিয়া তোমাকে বর-প্রার্থিনী হইতে প্রার্থনা করি-তেছি। জানকি! তোমার বাক্য সকল যুক্তি-সঙ্গত ও অতি পবিত্র, আমি তোমার এই সকল কথা শ্রবণে অতি প্রীতি লাভ করিলাম, এক্ষণে তোমার কি প্রিয়-কার্য্য করিব বল?" সীতা তাঁহার সেই কথা শ্রবণে বিস্মিতা হইয়া মন্দ মন্দ হাস্য করত তপোবল-সমন্বিতা অন-সূয়াকে বলিলেন, "দেবি! আপনার অনু-গ্রহেই আমার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে, অতএব এক্ষণে আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।' সীতা এইরূপ বলিলে, সেই ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া অতিশয় প্রীতা হইলেন এবং বলিলেন, "জানকি! আমি তোমার লোভ-রাহিত্য-হেতু যে হর্ষ আছে, তাহা সফল করিব, এই দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ সকল, মহামূল্য অনুলেপন ও অঙ্গরাগ আমি প্রীতি-পূর্ব্বক তোমাকে প্রদান করিয়াছি, এই সকল দ্রব্য তোমার অঙ্গ সকলকে সুশোভিত করুক, এই মাল্যপ্রভৃতি আভরণ সমুদয় অঙ্গে বিধৃত হইলেও নিয়ত অনুরূপ ও অম্লান থাকিবে। হে জনকনন্দিনি! লক্ষ্মী যেমন অব্যয় বিষ্ণুকে শোভিত করেন, সেইরূপ তুমি এই দিব্য অঙ্গরাগ অঙ্গে লেপন করিয়া স্বামীকে সুশো-ভিত করিবে।" মিথিলাধিপ-নন্দিনী সীতা অনসূয়ার প্রীতি-প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণ, অঙ্গরাগ ও মাল্য প্রতিগ্রহ করিলেন, এবং

ব্রতধারিণী সীতা প্রীতিপূর্ব্বক প্রদত্ত উক্ত বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তপোধনা অনসূয়াকে প্রণতি করিলেন।

জানকী অনুকূল ভাবে স্তুতি বিনতি করিতে প্রবৃত্তা হইলে কৃতব্রতা অত্রিপত্নী কোন প্রিয়তমা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন, বলিলেন; "জানকি! এই যশস্বী রঘুনন্দন রাম স্বয়ম্বরে তোমাকে লাভ করিয়াছেন, এই কথা আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে; অতএব সেই কথা বিস্তারক্রমে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, হে মিথিলাধিপ-তনয়ে! এ বিষয়ে যাহা ঘটিয়াছিল, তুমি তৎসমুদয় আমার নিকট প্রকাশ কর।" অনসূয়া সীতাকে এইরূপ বলিলে তিনি সেই ধর্ম্মচারিণী তাপসীকে 'শ্রবণ করুন, এই কথা বলিয়া সেই সকল বৃত্তান্ত কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "মিথিলাদেশের অধিপতি বীর ও ধর্ম্মজ্ঞ জনকনামক রাজা, যিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে নিয়ত অনুরক্ত থাকিয়া ন্যায়ানুসারে পৃথিবী শাসন করিতেছেন, সেই নৃপতির যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে আমি ভূতল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া তাঁহার দুহিতা হই। সেই নরপতি নিম্ন ও উন্নত ভূমি সমান করিবার জন্য মৃত্তিকামুষ্টি বিক্ষেপণে তৎপর ও ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গ থাকিয়া আমাকে দেখিয়াই বিস্ময়াপন্ন হইলেন; তাঁহার সন্তান ছিল না, সুতরাং স্নেহপরতন্ত্র হইয়া তিনি স্বয়ং আমাকে ক্রোড়ে করিয়া এইটী আমার কন্যা, এই কথা বলিয়া সমুদয় স্নেহ আমার প্রতি অর্পণ করিলেন। 'হে মহারাজ! এই কন্যা তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্না হইয়াছে, অতএব ধর্ম্মত এ কন্যা তোমারই হইল, অন্তরীক্ষে মনুষ্যের বাক্যসদৃশী এইরূপ দৈববাণী হইল। অনন্তর, আমার পিতা ধর্ম্মাত্মা মিথিলাধিপতি মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তিনি, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন। মহারাজ মিথিলাধিপতি প্রথমা মহিষীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন এ জন্য সেই পুণ্যকর্ম্মপরায়ণার নিকট প্রতিপালনার্থ আমাকে প্রদান করিলে, তিনি মাতৃস্নেহপরতন্ত্র হইয়া আমাকে প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। নির্ধন পুরুষ বিত্তনাশ হইলে যেমন চিন্তিত হয়, সেইরূপ পিতা আমার বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম দর্শনে দুঃখিত ও চিন্তাপরবশ হইলেন। যেহেতু সংসারে কন্যার পিতা ধরাধামে ইন্দ্রতুল্য হইলেও আপনার সদৃশ বা আপনা হইতেও অপকৃষ্ট বরপক্ষীয় লোক হইতে অসম্মানিত হয়েন, উৎকৃষ্টপক্ষ হইতে যে অসম্মান হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। পোত যেমন মহার্ণবে পতিত হইয়া পার প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ ভূপতি আপনাতে সেই অসম্মান সন্নিহিত দর্শনে চিন্তার্ণবে পতিত হইয়া তাহার পরপার প্রাপ্ত হইলেন না; মহীপাল চিন্তা করত আমাকে অযোনিসম্ভবা জানিয়া আমার কুল-শীলাদির সদৃশ ও সৌন্দর্য্য প্রভৃতির অনুরূপ পতি পাইলেন না। সতত এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে ইহাই উদিত হইল যে 'তনয়ার জন্য ধর্ম্মত স্বয়ম্বর সভা করিব' নরপতির অন্তঃকরণে যখন স্বয়ম্বর করণই স্থির হইল, তখন আমার পিতার অগ্রজ মহানুভব দেবরাতের মহাযজ্ঞে প্রীত হইয়া মহাত্মা বরুণদেব যে মহৎ ধনু ও অক্ষয়সায়ক সম্পন্ন তূণদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন; যে ধনু ভারবত্তাবশত বহু লোক দ্বারা যত্নসহকারেও সঞ্চালিত হয় নাই এবং নৃপগণ স্বপ্নেও যাহাকে নত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, সত্যবাদী পিতা সেই শরাসন প্রাপ্ত হইয়া প্রথমত নৃপগণকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহাদের সাক্ষাতে বলিলেন "যিনি এই ধনু উত্তোলন করিয়া জ্যাযুক্ত করিতে পারিবেন, আমার কন্যা তাঁহারই ভার্য্যা হইবে সংশয় নাই।' নরেন্দ্রগণ সেই শৈলসম ভার-বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট ধনু দৃষ্টি করত তাহাকে উত্তোলন করিতে অশক্ত হইয়া অভিবাদন করিয়াই প্রস্থান করিলেন। বহুকালের পর এই মহাদ্যুতি সত্যপরাক্রম রঘুনন্দন রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে যজ্ঞ দর্শনার্থ সমাগত হইলেন। মহাত্মা বিশ্বামিত্র আমার পিতাকর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া তখন পিতাকে বলিলেন যে, এই রাম ও লক্ষ্মণ রঘুকুলোদ্ভব রাজা দশরথের

পুত্র, আপনার ধনু দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছেন।” মহর্ষি আমার পিতাকে এই কথা বলিলে তিনি সেই দেবদত্ত ধনু তথায় আনয়নপূর্ব্বক রাজপুত্রকে দর্শন করাইলেন। বীর্য্যবান্ মহাবল নৃপনন্দন নিমেষমাত্রে তাহা আনত করিয়া অবিলম্বে জ্যাযোজনাপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন, তিনি বেগে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই মহৎ ধনু দুই খণ্ডে ভগ্ন হইয়া পড়িল, তাহাতে বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইল। অনন্তর, সত্যসন্ধ পিতা উৎকৃষ্ট জলপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক আমারে রামকে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, রঘুকুলনন্দন রাম অযোধ্যাধিপতি পিতার অভিপ্রায় না জানিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে পিতা, আমার শ্বশুর বৃদ্ধরাজা দশরথকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সম্মতি অনুসারে আমাকে আত্মজ রামকে প্রদান করিলেন এবং সাধ্বী ও সুন্দরী ঊর্ম্মিলানাম্নী আমার অনুজারে ভার্য্যার্থে লক্ষ্মণকে সম্প্রদান করিলেন, এইরূপে সেই স্বয়ম্বরে পিতা স্বয়ং আমারে রামকে প্রদান করিয়াছিলেন, তদবধি আমি বীরবর পতির প্রতি নিয়ত অনুরক্তা রহিয়াছি।”

ইতি অষ্টাদশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১৮ ॥

একোনবিংশাধিকশততম সর্গ।

ধর্ম্মজ্ঞা অনসূয়া সেই মহতী কথা শ্রবণ করিয়া মৈথিলীর মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন, “স্বয়ম্বর যেরূপে হইয়াছিল সেই সমস্ত পরিস্ফুট পদযুক্ত, বিচিত্র মধুরবাক্য আমি শ্রবণ করিলাম। হে মধুরভাষিণী মৈথিলি! তোমার এই সকল কথায় আমি অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। সম্প্রতি শুভ রজনীর সন্নিহিত হইয়া সূর্য্যদেব অস্তাচল গমন করিতেছেন। বিহঙ্গগণ সমস্ত দিবস আহারার্থ সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে নিদ্রার্থ নিজনীড়ে নিলীন হইবার জন্য ধ্বনি করিতেছে শ্রুত হইতেছে। এই সমস্ত জলসিক্ত-বল্কল-ধারী মুনিগণ মিলিত হইয়া অভিষেক বশত আর্দ্র দেহে কলসউদ্যত করিয়া আশ্রমের সমীপে আগমন করিতেছে। ঋষি-কর্তৃক বিধিপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র সকল হুত হওয়াতে কপোত-কণ্ঠবৎ শ্যামবর্ণ বায়ুবেগে উদ্ধূত ধূম দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে সকল বৃক্ষের পত্র অল্প তাহারও অন্ধকারে চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইয়া দূরবর্ত্তিদেশে দিক্-সকলকে অপ্রকাশিত করিতেছে। রাত্রিচর জীব সকল চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এই সকল তপোবনের মৃগগণ পুণ্যক্ষেত্র-তুল্য বেদির উপরি শয়ন করিতেছে। জানকি! ঐ দেখ, নক্ষত্র-ভূষিতা যামিনী আগমন করিতেছে, গগণমণ্ডলে জ্যোৎস্নাবরণ-যুক্ত উদিত চন্দ্র নেত্রগোচর হইতেছে, অতএব আমি আদেশ করিতেছি, তুমি রামের শুশ্রূষা করিতে গমন কর, তোমার মধুর বাক্যে আমি অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলাম। বৎসে মৈথিলি! তুমি আমার সমক্ষে আপনাকে অলঙ্কৃত কর এবং দিব্য ভূষণে সুশোভিতা হইয়া মদীয় প্রীতি-বর্দ্ধন কর।”

সেই সুর-কন্যা-সদৃশী সীতা তখন আপনাকে বিচিত্র-বেশভূষাতে বিভূষিত করিয়া নতমস্তকে অনসূয়ার চরণে প্রণাম-পূর্ব্বক রামের নিকটে গমন করিলেন। বক্তৃবর রঘুনন্দন রাম, সীতাকে তাদৃশ বেশে ভূষিতা দেখিয়া তাপসীর প্রীতি-প্রদত্ত ভূষণাদি দর্শনে হর্ষ-প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর, জনক-নন্দিনী সীতা তপস্বিনীর প্রদত্ত বসনাভরণ মাল্য-প্রভৃতি প্রাপ্তির কথা রামকে সমুদয় নিবেদন করিলেন; রাম ও মহারথ লক্ষ্মণ জানকীর মানুষলোকে দুর্লভ সৎক্রিয়া সন্দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। পরিশেষে রঘু-নন্দন রাম সুধাংশুমুখী সীতাকে দর্শন করত প্রীত এবং সমস্ত তাপস-কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া সেই রজনী তথায় বাস করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ স্নাত হইয়া বনান্তরে গমনার্থ বনবাসী অগ্নিহোত্র তাপসগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্মচারিবনচর তাপসেরা তাঁহাদিগকে সেই বন-প্রদেশে রাক্ষসগণদ্বারা উপদ্রুত হইতে হইবে ইহা বিদিত করিলেন এবং

বলিলেন, "হে রাম! পুরুষমাংস-ভক্ষক নানা-রূপ রাক্ষসগণ ও রুধিরপায়ী হিংস্র-জন্তু সকল এই মহারণ্যে বাস করে। হে রাঘব! এই অরণ্যানী-মধ্যে যে কোন ধর্ম্মচারী তপস্বী অশুচি অথবা অসাবধান থাকে, তাহাকে তাহারা ভক্ষণ করে, অতএব তুমি সেই হিংস্র সকলকে নিবারণ কর। মহর্ষিগণের বন-মধ্যে ফলাহরণ করিবার এই পথ, তুমি এই পথ-দ্বারাই দুর্গম গহনে গমন করিতে পারিবে।" শত্রুতাপন রঘু-নন্দন, কৃতাঞ্জলি তাপস ব্রাহ্মণ-গণ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত ও কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ভার্য্যা ও লক্ষ্মণের সহিত মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ইত্যযোধ্যাকাণ্ডে একোনবিংশাধিক-
শততম সর্গ॥ ১১৯ ॥

অযোধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

রামায়ণ।

অরণ্যকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

সেই বিশুদ্ধাত্মা দুর্দ্ধর্ষ রাম দণ্ডকনামক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসদিগের বহুতর আশ্রম দর্শন করিলেন। সেই সমস্ত কুশচীর-পরিব্যাপ্ত আশ্রম ব্রাহ্মী শোভাসমন্বিত হইয়া, গগনস্থ দুরাধর্ষ সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায়, প্রদীপ্ত ছিল। সেই আশ্রম সমুদায় নিয়ত পরিষ্কৃত প্রাঙ্গণে শোভিত এবং বিবিধ পশু ও পক্ষিগণে সমাবৃত থাকায় সমস্ত প্রাণীরই শরণীয় ছিল। স্বর্গবিহারিণী অপ্সরারাও দলে দলে আসিয়া নৃত্য করত নিয়ত তৎসমুদায়ের সেবা করিত। সেই পবিত্র আশ্রয় সমুদায় বৃহৎ বৃহৎ অরণ্যজাত স্বাদুফলজনক পবিত্র বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতি-ধ্বনিত, স্থানে স্থানে চিত্রপদ্মযুক্ত সরোবরে বিরাজিত, মল্লিকা মালতী প্রভৃতি পুষ্প সমূহে পরিব্যাপ্ত এবং বিশাল অগ্নিগৃহে, স্রুগ্‌ভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিৎ, জলপূর্ণ-কলস ও বিবিধ ফলমূলসমূহে শোভিত ছিল। এবং তৎ-সমুদায়ে প্রতিনিয়ত বৈশ্বদেব বলি ও বিবিধ হোম অনুষ্ঠিত হইত। অপিচ সেই সকল আশ্রমে চীর ও কৃষ্ণাজিন-পরিধায়ী, ফলমূল ভোজী এবং সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ দ্যুতিশালী বৃদ্ধ মুনিগণ বাস করিতেন। সেই আশ্রম সমুদায় নিয়তাহারী পবিত্র পরমর্ষি সমূহে শোভিত এবং বেদাধ্যয়নশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া ব্রহ্মলোকের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। মহাতেজা শ্রীসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম মহাভাগ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণগণে শোভিত সেই তাপসাশ্রম সকল দর্শনপূর্ব্বক মহাধনুর জ্যা মোচন করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। সেই সমস্ত দৃঢ়সঙ্কল্প দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষিরাও জ্ঞান-প্রভাবে, রাম ও যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতা দেবী আসিতেছেন, জানিতে পারিয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করি-লেন। পরে তাঁহারা উদয়কালীন চন্দ্রসদৃশ প্রিয়দর্শন ধর্ম্মনিরত রাম, লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতা দেবীকে দর্শন করিয়া মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন। সেই বনবাসী সকলে বিস্মিত হইয়া রামের রূপ, লাবণ্য, সুকুমারতা ও সুবেশতা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই যেন অনিমেষলোচনে সেই আশ্চর্য্য রূপসম্পন্ন রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজনন্দিনী সীতা দেবীকে অবলোকন করিতে থাকি-লেন। পরে সেই সমস্ত প্রাণিহিতনিরত মহাভাগ ধার্ম্মিক অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহর্ষিরা অতিথি রঘুনন্দন রামকে পর্ণশালা মধ্যে নিবে-শিত করিয়া সৎকারসহকারে যথাবিধি অর্ঘ্য

প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষিরা মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত পরম প্রমোদসহকারে মহাত্মা রামকে ফল, মূল ও পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক "এ সমস্ত আপনার," এরূপ বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, যিনি ধর্ম্ম-রক্ষার্থে দণ্ড ধারণ করেন, সেই রাজা সমস্ত লোকের গুরু, মান্য ও পূজনীয় এবং ইহলোকে অতীব যশস্বী হয়েন এবং সকলেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! মহেন্দ্রের চতুর্থ অংশ ইহলোকে রাজা হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা করেন, সুতরাং রাজা সমস্ত প্রাণি-কর্ত্তৃক অভিপূজিত হয়েন এবং রমণীয় শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বস্তু সমস্ত ভোগ করেন। আপনি নগরেই থাকুন, বা বনেই থাকুন, আপনিই আমাদের নিয়ামক রাজা, কেন না আমরা আপনার রাজ্যেই বাস করি; অতএব আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার উচিত। হে রাজন্! আমাদিগের তপস্যাই ধন এবং আমরা নিরন্তর ইন্দ্রিয়গণ ও ক্রোধ পরাজয়েই ব্যাপৃত আছি, সুতরাং আমরা এক বারেই দণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছি; অতএব আমরা গর্ভস্থ বালকের ন্যায় আত্মত্রাণে অসমর্থ, এ বিধায়ে অবশ্যই আপনার আমাদিগকে রক্ষা করা উচিত।"

সেই সকল মহর্ষিরা ঐরূপ বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত রঘুনন্দন রামকে পুষ্প, ফল, মূল ও অন্যান্য বিবিধ বন্য খাদ্য দ্রব্যদ্বারা সম্মানিত করিলেন। সেইরূপ অন্যান্য আশ্রমবাসী অগ্নিতুল্য তেজস্বী সাধুচরিত্র-সম্পন্ন তপস্যাসিদ্ধ তাপসেরাও সেই সর্ব্বকার্য্যদক্ষ রামকে যথান্যায়ে তর্পিত করিলেন।

ইতি প্রথম সর্গ ॥১॥

দ্বিতীয় সর্গ।

অনন্তর সূর্য্য উদিত হইলে, মুনিগণ-কর্ত্তৃক আতিথ্য-সংকারে সম্মানিত সেই রাম তাঁহাদিগের সকলের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নানাবিধ মৃগগণে সমাকীর্ণ এবং ব্যাঘ্র ও ভল্লুকসমূহে সেবিত বনে প্রবেশ করিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ইহা বিধ্বস্ত বৃক্ষ লতাগুল্মে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; উহাতে পক্ষিগণও শব্দ করিতেছে না, কেবল ঝিল্লিকাসমূহই শব্দ করিতেছে; তত্রত্য জলাশয় সমস্ত নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইয়াছে। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সীতার সহিত সেই তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণে সমাকীর্ণ বনমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক মহাশব্দকারী পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ রাক্ষসকে দর্শন করিলেন। সেই ঘোরদর্শন বিকটাকার রাক্ষসের চক্ষু নিতান্ত গভীর, বদন অতিবৃহৎ, উদর অতিবিশাল ও অবয়বসংস্থান অতি বিষম ছিল। সেই সুদীর্ঘাকার বীভৎস রাক্ষস বসার্দ্র ও রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল; মুখব্যাদান করিলে, কৃতান্তকে দেখিয়া যেমন ভয় হইয়া থাকে, তাহাকে দেখিয়াও সমস্ত প্রাণীরই সেইরূপ ভয় হইত। এবং সে তিনটি সিংহ, চারিটি ব্যাঘ্র, দুইটি বৃক, দশটি পৃষত মৃগ এবং দন্তযুক্ত ও বসার্দ্র বৃহৎ হস্তিমস্তক লৌহনির্ম্মিত শূলে আবদ্ধ করিয়া অতীব চীৎকার করিতেছিল। পরে সেই রাক্ষস রাম, লক্ষ্মণ ও মিথিলারাজদুহিতা, সীতাকে দেখিতে পাইয়া অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া, সংহারকালে কৃতান্ত যেমন প্রাণীদিগের প্রতি ধাবিত হন, সেইরূপ তাঁহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল। সে অতিভয়ানক শব্দসহকারে যেন ভূমণ্ডল পরিচালিত করত বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া ইহা কহিল, "তোরা জটাধারী ও চীরপরিধায়ী, অথচ হস্তে ধনু, বাণ ও অসি ধারণ করিয়াছিস্; সে যাহা হউক, যখন তোরা ভার্য্যার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিস্, তখন তোদের জীবন ক্ষীণপ্রায় হইয়াছে। তাপসদ্বয়ের এক প্রমদার সহিত এরূপ বাস কিপ্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? তোরা নিতান্ত পাপস্বভাব ও অধর্ম্মাচারী; তোদের হইতে মুনিচরিত্র দূষিত হইতেছে; তোরা কে? আমি রাক্ষস; আমার নাম বিরাধ; আমি আয়ুধধারী হইয়া ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করত

এই দুর্গম বনে বিচরণ করিয়া থাকি। এই পরমা সুন্দরী নারী আমার ভার্য্যা হইবে; তোরা পাপাচারী, আমি যুদ্ধে তোদের রক্ত পান করিব।"

সেই দুরাত্মা বিরাধের উক্ত গর্ব্বযুক্ত দুষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া, জনকদুহিতা সীতাদেবী ব্যাকুলচিত্তা হইয়া উদ্বেগপ্রযুক্ত, ঝটিকাসময়ে কদলী বৃক্ষের ন্যায়, কাঁপিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন রাম সেই শুভচরিতা সীতাদেবীকে বিরাধের ক্রোড়স্থা দেখিয়া শুষ্কবদন হইয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন "হে শুভদর্শন! যিনি নরেন্দ্র জনকের নন্দিনী; যিনি অতি-সুখে বর্দ্ধিতা হইয়াছেন; এবং যিনি আমার ভার্য্যা; সেই যশস্বিনী শুভচরিতা সীতাদেবী বিরাধের ক্রোড়ে অবস্থিতা হইয়াছেন, অবলোকন কর। কেকয়ীর আমাদিগের প্রতি যেরূপ হওয়া অভিপ্রেত, যাহা তাঁহার প্রিয় এবং যে উদ্দেশে তিনি বর প্রার্থনা করেন, তাহা এক্ষণে অতিশীঘ্র সিদ্ধ হইয়া উঠিল। যিনি পুত্রের নিমিত্ত রাজ্য লাভ করিয়াও সন্তুষ্টা হন নাই, পরন্তু সমস্ত প্রাণীর আমার প্রতি প্রীতি থাকাপ্রযুক্ত, আমাকেও বনে বিবাসিত করিয়াছেন, অধুনা সেই মধ্যম জননী কেকয়ী দেবী সফলমনোরথা হইলেন। হে সুমিত্রানন্দন! রাজ্যহরণ, পিতৃবিনাশ ও অন্যের বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে স্পর্শ করা হইতে আমার আর সমধিক দুঃখ কিছুই নাই।"

কাকুৎস্থ রাম সেইরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ অতীব শোকাক্রান্ত হইলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বাষ্প নির্গত হইতে লাগিল। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, রুদ্ধ সর্পের ন্যায়, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত কহিলেন, "হে কাকুৎস্থ! আপনি মহেন্দ্রের ন্যায়, সমস্ত প্রাণির নাথ হইয়া বিশেষত মাদৃশ ভৃত্যসত্ত্বে কি নিমিত্ত, অনাথের ন্যায়, পরিতাপান্বিত হইতেছেন? আমি ক্রোধসহকারে ঐ বিরাধ রাক্ষসের প্রতি শরাঘাত করিলে ও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে এবং পৃথিবী উহার রক্ত পান করিবে। রাজ্যকামুক ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হইয়াছিল, মহেন্দ্র যেমন পর্ব্বতে বজ্র ত্যাগ করেন, সেইরূপ আমিও সেই ক্রোধ ঐ বিরাধের প্রতি মোচন করিব। আমার ভুজবলের বেগে বেগযুক্ত মহৎ শর উহার হৃদয়ে পতিত হউক এবং উহার জীবন বিনাশ করুক; ও ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হউক।"

ইতি দ্বিতীয় সর্গ॥ ২॥

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর সেই বিরাধ রাক্ষস সমস্ত বন নিনাদিত করত পুনর্ব্বার এই কথা বলিল, "আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোরা বল্, তোরা কে ও কোথায় যাইবি?"

সেই জ্বলিত-বদন বিরাধ রাক্ষস এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, অতীব তেজস্বী রাম ইক্ষাকু-বংশে আত্মজন্ম কীর্ত্তনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমরা ক্ষত্রিয়; ক্ষত্রিয়-কর্ত্তব্য কার্য্য সকলও অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; সম্প্রতি বনবাসী হইয়াছি ইহা তুই অবগত হ। আমাদিগেরও তোকে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে; তুই কে, এই দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়া থাকিস্?"

অনন্তর বিরাধ রাক্ষস সেই সত্যপরাক্রম-শালী রামকে কহিল, "অরে রঘুকুলজাত ক্ষত্রিয়! আমি তোর নিকটে আত্ম-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, তুই শ্রবণ কর্। আমি জবনামা রাক্ষসের পুত্র; আমার মাতার নাম শতহ্রদা; এই পৃথিবীমধ্যে সমস্ত রাক্ষসেরা আমাকে 'বিরাধ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। আমি তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার প্রসাদে শস্ত্রদ্বারা অচ্ছেদ্যত্ব, অভেদ্যত্ব ও অবধ্যত্ব বর লাভ করিয়াছি; অতএব তোরা যুদ্ধের অপেক্ষা না করিয়া ত্বরাবিশিষ্ট হইয়া এই প্রমদাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, যে স্থান হইতে আসিয়াছিস্, সেই স্থানে পলায়ন কর্; যেন আমি তোদের জীবনপর্য্যন্তও গ্রহণ না করি।" রাম ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া সেই পাপ-নিরতচিত্ত বিকৃতাকার বিরাধ রাক্ষসকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "রে ক্ষুদ্র! তোকে

থিক্‌। তোর অভিপ্রেত বিষয় অভিমত; তুই নিশ্চয়ই মৃত্যুর অন্বেষণ করিতেছিস্‌; এই-ক্ষণেই তাহা লাভ করিবি; অবস্থিত হ; আমার নিকটে জীবনসত্ত্বে মুক্তিলাভ করিতে পারিবি না।"

অনন্তর সেই রাম অতি শীঘ্র ধনুকে জ্যা আরোপণপূর্ব্বক বহুতর নিশিত শর সন্ধান করিয়া সেই রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জ্যাযুক্ত কার্ম্মুকদ্বারা স্বর্ণপুঙ্খ অতি বেগযুক্ত এবং গরুড় ও বায়ুতুল্য দ্রুতগামী সাতটি বাণ মোচন করিলেন। সেই সমস্ত ময়ূরপুচ্ছযুক্ত ও অগ্নিতুল্য দীপ্তিশালী শর বিরাধের দেহ ভেদ করিয়া রক্তলিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন সেই রাক্ষস বাণে বিদ্ধ হইয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ভূতলে রাখিয়া শূল উদ্যত করিয়া ক্রোধসহকারে রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। সে অতীব চীৎকার করিয়া ইন্দ্রধ্বজ তুল্য সেই শূল ধারণ করত, মুখব্যাদানকারী কৃতান্তের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সেই দুই ভ্রাতা সেই কালান্তক যমসদৃশ বিরাধ রাক্ষসের প্রতি প্রদীপ্ত শর সমস্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সেই অতি ভয়ানক রাক্ষস হাস্য করত অবস্থিত হইয়া জৃম্ভণ করিল। সে জৃম্ভণ করিলে, তাহার শরীর হইতে সেই সমস্ত দ্রুতগামী বাণ বহির্গত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। পরে সেই বিরোধ রাক্ষস্‌ নিতান্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও বরপ্রভাবে প্রাণ ধারণ করত শূল উদ্যত করিয়া রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল। তৎকালে সেই বজ্রসদৃশ শূলের অগ্রভাগ গগনস্পর্শী হইয়া অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করিল। শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রাম দুইটী শরদ্বারাই তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যেরূপ বজ্র দ্বারা ভিন্ন হইয়া, মেরু পর্ব্বতের বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ রামশরে ছিন্ন হইয়া বিরাধ রাক্ষসের শূল ভূতলে পতিত হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ অতিশীঘ্র দংশনোদ্যত কৃষ্ণসর্প-সদৃশ দুইটি খড়্গ উদ্যত করিয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তাহার সন্নিহিত হইয়া বলসহকারে খড়্গদ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই দুই রঘুশ্রেষ্ঠ-কর্ত্তৃক অতীব বধ্যমান হইয়া, সেই ভয়ানক রাক্ষস উভয় হস্তদ্বারা তাঁহাদিগের উভয়কে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিল। তখনও তাঁহাদিগের শরীর কম্পিত হইল না। পরে রাম সেই রাক্ষসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে ইহা বলিলেন, "এই রাক্ষস আমাদিগকে বহন করত এই পথ দিয়া গমন করুক্‌। হে সুমিত্রানন্দন! এই রাক্ষস যথায় আমাদিগকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে, তথায়ই লইয়া যাউক্‌; কেন না, এ যে পথ দিয়া যাইতেছে, তাহা আমাদিগেরও গন্তব্য পথ।"

সেই অতিবলবান্‌ বিরাধ রাক্ষস স্বীয় বলদ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে, বালকদ্বয়ের ন্যায়, উত্তোলনপূর্ব্বক স্কন্ধদেশে আরোপণ করিল। পরে সে সেই দুই রঘুনন্দনকে স্কন্ধদেশে আরোপণ করিয়া ভয়ানক বনের অভিমুখে চীৎকার করত গমন করিতে লাগিল। অনন্তর সেই রাক্ষস নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষযুক্ত, বিবিধ পক্ষি-সমূহে মনোহর, শিবাগণ-সমন্বিত, চিত্রব্যাঘ্রসমূহে সমাকীর্ণ ও মহামেঘ-সদৃশ নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইল।

ইতি তৃতীয় সর্গ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

রাক্ষস রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে হর করিয়া লইয়া যাইতেছে, অবলোকন করিয় সীতা দেবী স্বীয় উৎকৃষ্ট হস্তদ্বয় উত্তোলন কর উচ্চস্বরে এরূপ বিলাপ করিলেন, "ঐ ভয়ঙ্করাকার রাক্ষস সাধু-স্বভাব সত্যনিরত সুপবিত্র দশরথতনয় রামকে লক্ষ্মণের সহি হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে! হা! ব্যাঘ্র চিত্রব্যাঘ্র ও বৃক সমস্ত আমাকে ভক্ষণ করিবে —ওহে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ; আমি তোমাকে নমস্কা করিতেছি; তুমি ঐ দুই কাকুৎস্থকে পরিত্যা করিয়া আমাকে হরণ কর।"

বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার সেই বাক্য শ্র করিয়া বীর্য্যসম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণ সেই দুরা

রাক্ষসের বধক্রিয়ায় সত্বর হইলেন। তখন রাম এবংপ্রকারে সেই ভয়ানক রাক্ষসের দক্ষিণ বাহু ভগ্ন করিলেন এবং লক্ষ্মণ তাহার বাম হস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই মেঘসদৃশ রাক্ষস প্রহত হইয়া নিতান্ত অবসন্ন হইল এবং অচিরেই মূর্চ্ছিত হইয়া বজ্রভিন্ন পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। পরে তাঁহারা সেই রাক্ষসকে হস্ত, পাদ ও মুষ্টিদ্বারা পীড়িত করিতে লাগিলেন এবং বারংবার উত্তোলন-পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত ঘর্ষণ করিতে থাকিলেন; পরন্তু সেই রাক্ষস বহু বাণে বিদ্ধ, খড়্গদ্বারা আহত ও নানাপ্রকারে ভূতলে নিষ্পিষ্ট হইয়াও মরিল না। যিনি ভয়কালে সকলকেই অভয় প্রদান করিয়া থাকেন, সেই শ্রীসম্পন্ন রাম সেই পর্ব্বতসদৃশ রাক্ষসকে সর্ব্বতোভাবে অবধ্য দেখিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "ওহে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই রাক্ষস ঈদৃশী তপস্যা করিয়াছে যে, যুদ্ধে ইহাকে শস্ত্রদ্বারা পরাজিত করিতে পারা যাইবে না; অতএব আইস, আমরা ইহাকে প্রোথিত করি। লক্ষ্মণ! ভয়ানক হস্তীর নিমিত্ত যেরূপ গর্ত্ত খনন করা যায়, তুমি এই ভয়ানক রূপশালী রাক্ষসের নিমিত্ত এই বনমধ্যে সেইরূপ এক বৃহৎগর্ত্ত খনন কর।"

বীর্য্যসম্পন্ন রাম লক্ষ্মণকে "গর্ত্ত খনন কর," ইহা বলিয়া পাদদ্বারা বিরাধের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করত অবস্থিত হইলেন। রঘুনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ রামের কথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিরাধ রাক্ষস তাঁহাকে এই বিনয়ান্বিত বাক্য বলিল, "হে পুরুষপ্রবর! আপনি বলে মহেন্দ্রসদৃশ, সুতরাং আপনি আমাকে নিহত করিবেন। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বে আমি অজ্ঞানবশত আপনাকে জানিতে পারি নাই; অধুনা জানিলাম যে, আপনি রাম, কৌসল্যা দেবী আপনার দ্বারাই উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হইয়াছেন। অপিচ আমি মহাভাগ্যবতী বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা এবং মহাযশা লক্ষ্মণকেও জানিতে পারিয়াছি। আমি অভিশাপবশত এই ভয়ানক রাক্ষস শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছি; আমি পূর্ব্বে গন্ধর্ব্ব ছিলাম; আমার নাম তুম্বুরু; আমি কুবের কর্তৃক এরূপ অভিশপ্ত হইয়াছি। অভিশাপ সময়ে আমি সেই মহাযশা কুবেরকে প্রসাদন করিলে, তিনি আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন যে, যখন দশরথ-তনয় রাম তোমাকে যুদ্ধস্থলে বধ করিবেন, তখন তুমি গন্ধর্ব্বদেহ লাভ করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আমি রম্ভার প্রতি আসক্ত হইয়া যথাসময়ে ধনেশ্বর কুবেরের নিকটে উপস্থিত হই নাই; তজ্জন্য তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরূপ অভিশাপ-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। হে শত্রুতাপন! অধুনা আমি আপনার প্রসাদে সেই সুদারুণ অভিশাপ হইতে মুক্ত হইলাম; স্বীয় ভবনে গমন করিব। আপনাদিগের মঙ্গল হউক। এস্থান হইতে সার্দ্ধযোজন অন্তরে প্রতাপশালী সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ধর্ম্মাত্মা শরভঙ্গ মহর্ষি বাস করেন; আপনি শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করুন, তিনি আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন। হে রাম! এক্ষণে আপনি আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া কুশলী হইয়া তথায় গমন করুন। মরণান্তে গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হওয়া রাক্ষসদিগের সনাতন ধর্ম্ম; মরণান্তে যে সমস্ত রাক্ষসেরা গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহারা সনাতন লোক সকল লাভ করে।"

সেই শরপীড়িত মহাবল বিরাধ কাকুৎস্থ রামকে ঐরূপ বলিয়া দেহ ত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গ লাভার্থ সমুদ্যত হইল। সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রঘুনন্দন রামও লক্ষ্মণকে এরূপ আদেশ করিলেন, "লক্ষ্মণ! ভয়ানক হস্তীর নিমিত্ত যেরূপ গর্ত্ত খনন করিতে হয়, এই ভীমকর্ম্মা রাক্ষসের নিমিত্ত সেইরূপ বৃহৎ গর্ত্ত খনন কর।"

লক্ষ্মণকে "গর্ত্ত খনন কর, এরূপ বলিয়া, বীর্য্যশালী রাম পাদদ্বারা বিরাধের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়া অবস্থিত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ খনিত্র গ্রহণ করিয়া সেই বৃহৎকায় বিরাধের পার্শ্বদেশে এক বৃহৎ গর্ত্ত খনন করিলেন। পরে রাম সেই শঙ্কুসদৃশ কর্ণসমন্বিত বিরাধের কণ্ঠদেশ মোচন করিয়া তাহাকে উত্তোলন-পূর্ব্বক উক্ত গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সে উচ্চস্বরে ভয়ানক চীৎকার করিতে

লাগিল। বাহুবলে ধৈর্য্যসম্পন্ন প্রবৃদ্ধবিক্রম রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে প্রমোদান্বিত হইয়া বলপূর্ব্বক সেই শব্দকারী যুদ্ধে ভয়জনক বিরাধ রাক্ষসকে উত্তোলন করিয়া গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করিলেন। সমস্ত কার্য্যে সুদক্ষ সেই দুই নরবর মহাসুর বিরাধের শস্ত্রদ্বারা অবধ্যতা অবলোকন করিয়া বুদ্ধিপ্রভাবে তাহার মৃত্যুর উপায় অবধারণপূর্ব্বক তাহাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করত বধ করিলেন। অরণ্যচারী বিরাধ স্বয়ংই রাম হইতে আত্ম-বিনাশ কামনা করিয়া তাঁহাকে "আমার শস্ত্রদ্বারা বধ হইতে পারে না," ইহা বলিয়া স্বীয় মৃত্যুর যথার্থ উপায় নিবেদন করে। সেই অতীব বলশালী রাক্ষসের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম তাহাকে গর্ত্তে প্রবেশিত করিতে অভিপ্রায় করেন। পরে, যখন সে রামকর্ত্তৃক গর্ত্তে প্রবেশিত হয়, তখন চীৎকার দ্বারা সমস্ত বন নিনাদিত করে। অনন্তর মহারণ্য মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিরাধকে গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া ভয়বিহীন হইয়া শারীরিক ও মানসিক আনন্দ লাভ করত আকাশস্থ সূর্য্য ও চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন।

ইতি চতুর্থ সর্গ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

বীর্য্যসম্পন্ন রাম সেই ভয়ানক বলশালী বিরাধ রাক্ষসকে নিহত করিয়া সীতাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করত জ্বলিততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "এই বন অতি কষ্টজনক ও দুর্গম্য; আমরাও এ বনের কিছুমাত্র বৃত্তান্ত অবগত নহি; অতএব চল, আমরা শীঘ্র তপোধন শরভঙ্গের নিকটে গমন করি।"

অনন্তর রঘুনন্দন রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি তপস্যাদ্বারা বিশুদ্ধ-চিত্ত ও দেবতুল্য প্রভাবশালী সেই শরভঙ্গ ঋষির আশ্রম সন্নিধানে যাইয়া অতীব আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার অবলোকন করিলেন। দেখিলেন, যে, সূর্য্য ও অগ্নি-সদৃশ প্রভাবশালী, দেদীপ্যমান শরীর, বিমল অলংকারসমূহে ভূষিত এবং নির্ম্মলবস্ত্র পরিধায়ী দেবরাজ মহেন্দ্র দেবগণকর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া ভূতল স্পর্শ না করিয়া রথারোহণে আকাশে অবস্থিত রহিয়াছেন এবং তাদৃশ আভরণাদি-ভূষিত অনেক মহাত্মারা তাঁহাকে পূজা করিতেছেন। রাম দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, মহেন্দ্রের তরুণসূর্য্য-সদৃশ প্রভাসমন্বিত ও হরিত-বর্ণসম্পন্ন অশ্বগণে যোজিত রথ অন্তরীক্ষে রহিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, মহেন্দ্রের মস্তকোপরি পাণ্ডুরবর্ণ ঘনমেঘসদৃশ বর্ণ-সম্পন্ন ও বিচিত্রমালা-সুশোভিত চন্দ্রমণ্ডল সদৃশ নির্ম্মলছত্র বিরাজমান রহিয়াছে, দুই উত্তমা স্ত্রী সুবর্ণ-নির্ম্মিত দণ্ডসমন্বিত দুইটি মহামূল্য উৎকৃষ্ট চামর গ্রহণ করিয়া তাঁহার মস্তকে বীজন করিতেছে এবং অনেক দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিরা প্রশস্ত বাক্যসমূহ দ্বারা সেই অন্তরীক্ষস্থ দেবরাজ মহেন্দ্রকে স্তব করিতেছেন। শতযজ্ঞানুষ্ঠায়ী মহেন্দ্র শরভঙ্গ মুনির সহিত সম্ভাষা করিতেছেন, এমত সময়ে রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া অঙ্গুলিদ্বারা সেই রথ নির্দ্দেশপূর্ব্বক ভ্রাতা লক্ষ্মণকে অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করত কহিলেন, "লক্ষ্মণ! সন্তাপদায়ক সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃসম্পন্ন ঐ অন্তরীক্ষস্থ শোভাযুক্ত অদ্ভুত রথ অবলোকন কর। পূর্ব্বে আমরা বহু যজ্ঞানুষ্ঠায়ী মহেন্দ্রের যাদৃশ অশ্ব সকল শ্রবণ করিয়াছি, ঐ অন্তরীক্ষস্থ দিব্য অশ্ব সকল সেইরূপ, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ঐ যে ব্যাঘ্রের ন্যায় দুরাক্রমণীয়, কুণ্ডলধারী ও যৌবনশালী শত শত পুরুষেরা হস্তে খড়্গ লইয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিয়াছেন। উহাদিগের সকলেরই বক্ষঃস্থল অতিবিশাল ও অগ্নিতুল্য জাজ্বল্যমান হারে ভূষিত, বাহু পরিঘের ন্যায় আয়ত, বস্ত্র রক্তবর্ণ এবং রূপ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষের রূপসদৃশ, উহাঁরা নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন; কেন না, ঐ প্রিয়দর্শন পুরুষপ্রবরদিগের যাদৃশ বয়োমান অবলোকিত হইতেছে, দেবতাদিগের নিত্যই ঐরূপ বয়োমান থাকে। সে যাহা হউক, লক্ষ্মণ! যে কালপর্য্যন্ত আমি, ঐ রথস্থ দীপ্তি

শালী মহাপুরুষ যে কে, ইহা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারি; তুমি বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার সহিত যাবৎকাল এই স্থলে অবস্থিত হও।”

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে “এই স্থলে অবস্থান কর,” ইহা বলিয়া, কাকুৎস্থ রাম শরভঙ্গের আশ্রমাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। পরে শচীপতি মহেন্দ্র রামকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া শরভঙ্গ মুনির নিকটে যাইবার অনুমতি গ্রহণ করিয়া দেবগণকে ইহা বলিলেন, “ঐ রাম এই দিকে আসিতেছেন; কিন্তু উনি আমার সহিত সম্ভাষা করিবার পূর্ব্বে সেই কার্য্য-সমাধান করুন, পরে আমাকে দর্শন করিবেন। ঐ রামকে অন্যের অতিদুষ্কর রাবণ বধরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে; যখন উনি রাবণকে জয় করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন, তখন আমি স্বয়ংই অবিলম্বে আসিয়া উহাঁকে দর্শন করিব।”

অনন্তর বজ্রধারী অরিদমন মহেন্দ্র সেই তপস্বী শরভঙ্গকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া অশ্বযোজিত রথদ্বারা স্বর্গে গমন করিলেন। সহস্রলোচন মহেন্দ্র স্বর্গে গমন করিলে, রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত অগ্নিহোত্র-বহনকারী শরভঙ্গের নিকটে গমন করিলেন। পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী সেই মহর্ষির চরণে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাদিগের বাসস্থান অবধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন; তখন তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রঘুনন্দন রাম শরভঙ্গকে মহেন্দ্রের আগমনবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাঁহাকে তৎসমুদায় বৃত্তান্ত এইরূপে বিজ্ঞাপন করিলেন, “হে রাম! যাহা অবিশুদ্ধচিত্ত মানবেরা লাভ করিতে পারে না, পরন্তু আমি উগ্র-তপস্যাদ্বারা লাভ করিয়াছি, সেই ব্রহ্মলোকে আমাকে লইয়া যাইতে অভিলাষী হইয়া, ঐ বরপ্রদ ইন্দ্র, এখানে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিতান্ত প্রিয় অতিথি; তুমি আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছ, ইহা অবগত হইয়া, আমি গমন করিলাম না। তুমি অতি মহাত্মা ধার্ম্মিক পুরুষপ্রধান; আমি তোমার সহিত সমাগত হইয়াই স্বকীয় উচ্চ নীচ লোক সমুদায়ে গমন করিব, অভিলাষ করিলাম। সে যাহা হউক, হে নরবর! আমি তপস্যা দ্বারা যে সমস্ত অক্ষয় সুখজনক স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক লাভের অধিকারী হইয়াছি, তুমি মদীয় তপস্যার্জ্জিত সেই লোক সমুদায় প্রতিগ্রহ কর।”

মহর্ষি শরভঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ নরশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন রামকে ঐরূপ বলিলে, তিনি, তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, “হে মহামুনে! আমি স্বয়ংই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক আহরণ করিব? আপনি ঐ সমস্ত লোকে যাইয়া সুখভোগ করুন। অধুনা আমার বাসনা এই যে, আপনি এই বনমধ্যে আমার বাসযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করেন।”

মহাপ্রাজ্ঞ শরভঙ্গ ঋষি ইন্দ্রতুল্য বলবান্ রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে আবার এই কথা বলিলেন, “হে রাম! এই অরণ্যমধ্যে সুতীক্ষ্ণ নামে বিষয়ানুরাগবিহীন ও কেবল ধর্ম্মনিরত এক মহাতেজা মহর্ষি বাস করেন; তিনি তোমার কল্যাণ বিধান করিবেন। হে রাম! তুমি এই মন্দাকিনী নাম্নী পুষ্পসমূহ-বাহিনী নদীর স্রোতের বিপরীত দিক্ দিয়া গমন কর, তাহা হইলেই তথায় উপনীত হইবে। হে নরবর! সেই মহর্ষির আশ্রমে যাইবার এই পথ। হে তাত! তুমি মুহূর্ত্তকাল আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই স্থানে অবস্থান কর; আমি তন্মধ্যে, সর্প যেমন জীর্ণত্বক্ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ এই শরীর পরিত্যাগ করি।”

অনন্তর সেই মহাতেজা শরভঙ্গ ঋষি যথাবিধি অগ্নি সমাধানপূর্ব্বক মন্ত্রানুসারে ঘৃতদ্বারা হবন করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন। তখন অগ্নি সেই মহাত্মার রোম, কেশ, জীর্ণত্বক্, মাংস, রক্ত ও অস্থি, এ সমস্তই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং সেই মহর্ষি শরভঙ্গও অগ্নিতুল্য দ্যুতিশালী কুমার হইলেন। পরে তিনি সেই অগ্নিসমূহ হইতে সমুত্থিত হইয়া অতীব শোভা ধারণ করত আহিতাগ্নিদিগের, মহাত্মা ঋষিদিগের ও দেবতাদিগের লোক

সমস্ত অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন। পৃথিবী মধ্যে পুণ্যকর্ম্মাচারী সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ শরভঙ্গ ঋষি পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুচরবর্গের সহিত অবলোকন করিলেন এবং পিতামহ ব্রহ্মাও সেই দ্বিজবরকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়া "তুমি ত পরম সুখে আগমন করিয়াছ," ইহা জিজ্ঞাসিলেন।

ইতি পঞ্চম সর্গ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

শরভঙ্গ ঋষি স্বর্গ লাভ করিলে, মুনিগণ সকলে মিলিত হইয়া জ্বলিততেজা কাকুৎস্থ রামের নিকটে গমন করিলেন। বৈখানস, (প্রজাপতির নখজাত) বালখিল্য, (প্রজাপতির লোমজাত) সংপ্রক্ষাল, ('প্রজাপতির চরণপ্রক্ষালনে উৎপন্ন) মরীচিপ, (চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরণদ্বারা জীবনধারণকারী) অশ্মকুট্ট, (অপক্ক কুট্টিতান্নভোজী) পত্রাহারী, দন্তোলূখলী, (দন্ত-কুট্টিতান্নভোজী) উন্মজ্জক, (জলমধ্যে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া তপস্যাকারী) গাত্রশয্য, (ভূতলশায়ী) অশয্য, (নিদ্রা পরিত্যাগী) অনবকাশিক, (এক পাদে অবস্থিতি করিয়া তপস্যাকারী) জলাহারী, বায়ুভোজী, আকাশ-নিলয়, (অনাবৃত-প্রদেশবাসী) স্থণ্ডিলশায়ী, ঊর্দ্ধবাসী, (গিরিশিখর প্রভৃতি ঊর্দ্ধপ্রদেশে বাসকারী) দান্ত, (ইন্দ্রিয়দমনকারী) 'নিয়ত আর্দ্রবস্ত্র-পরিধায়ী, সদা জপশীল, নিত্য বেদাধ্যায়ী ও পঞ্চতপোনুষ্ঠায়ী ঋষি সকল শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে রামের সমীপে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মী শোভায় শোভিত ও দৃঢ়যোগে সমাহিতচিত্ত ছিলেন। সেই সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞ ঋষিগণ সকলে মিলিত হইয়া পরমধর্ম্মজ্ঞ ও ধার্ম্মিকপ্রবর রামের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি এই ইক্ষ্বাকুকুল ও পৃথিবীমধ্যে মহারথ হইয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, অধিক কি, মহেন্দ্র যেমন দেবগণের নাথ, আপনিও সেইরূপ ভূতলবাসীদিগের নাথ হইয়াছেন। আপনি যশ ও বিক্রমদ্বারা ত্রিলোক মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আপনাতেই পিতৃনির্দ্দেশ-পালনরূপ ব্রত, সত্য ও সমুদায় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে মহাত্মন্! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মপ্রিয়, সুতরাং হে নাথ! আমরা প্রার্থনাবান্ হইয়া আপনার নিকটে যাহা বলিব, তাহা আপনি ক্ষমা করিবেন। হে নাথ! যিনি ষড়্ভাগ বলি গ্রহণ করেন, অথচ প্রজাদিগকে, পুত্রের ন্যায়, প্রতিপালন করেন না, সেই ভূপতির মহান্ অধর্ম্ম হয়। হে রাম! যিনি নিয়ত প্রজারক্ষণে যত্নপরায়ণ ও সাবধান হইয়া, স্বীয় প্রাণ-সমস্ত ও তৎসমুদায় হইতেও সমধিক প্রিয় পুত্রদিগের ন্যায়, সমস্ত প্রজাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করেন, সেই মহীপতি ইহলোকে বহুবর্ষব্যাপিনী শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করেন এবং অন্তে ব্রহ্মলোকে যাইয়া সম্মানিত হন। মুনি ফলমূলভোজী হইয়া যে পরম ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, ধর্ম্মানুসারে প্রজারক্ষণকারী মহীপতি সেই ধর্ম্মের চতুর্থাংশ লাভ করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, যাহাতে ব্রাহ্মণই অধিক, সেই এই মহান্ বানপ্রস্থগণ আপনাকে রক্ষক লাভ করিয়াও অনাথের ন্যায়, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক নিহত হইতেছে। বিশুদ্ধচিত্ত মুনিদিগের শরীর সমস্ত বনমধ্যে ভয়ানক রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে নিহত ও পতিত রহিয়াছে, আপনি আসিয়া অবলোকন করুন। পম্পা ও গঙ্গা নদীর তীরবাসী ও চিত্রকূটনিবাসী মুনিগণ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অতীব পীড়িত হইতেছেন। আমরা ভীমকর্ম্মা রাক্ষসগণকৃত তপস্বীদিগের ঐরূপ ঘোর অপকার সহ্য করিতে পারি নাই; অতএব হে শরণ্য! আমরা আশ্রয়-গ্রহণার্থ আপনার নিকটে আসিয়াছি। হে রাম! আমরা নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছি; আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে রাজনন্দন! এই পৃথিবীমধ্যে আমাদিগের আপনা ভিন্ন আর অন্য গতি নাই; অতএব হে বীর! আপনি রাক্ষসগণ হইতে আমাদিগের সকলকে রক্ষা করুন।"

সেই সমস্ত স্থির তপস্যানিরত তাপসদিগের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম তাঁহাদিগের সকলকে ইহা বলি-

যেন, হে তপস্বিগণ! আপনাদিগের আমাকে এরূপ ভাবে বলা উপযুক্ত নয়, পরন্তু আদেশ করাই উচিত। আমাকে স্বীয় কার্য্যসাধনার্থেই অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, সুতরাং আপনাদিগের রাক্ষসগণকৃত এরূপ অপকার নিবারণার্থ বিশেষ প্রযত্ন করিতে হইবে না। আমি পিতার আদেশ পালন করিবার নিমিত্তই এই বনে প্রবেশ করিয়াছি; পরন্তু আমার সেই বনপ্রবেশ যদৃচ্ছাক্রমে আপনাদিগেরও অর্থসাধক হইয়া উঠিয়াছে; অতএব আমার বনবাস মহাফলজনক হইবে। হে তপোধন-আমি আপনাদিগের শত্রু রাক্ষসদিগকে হনন করিতে অভিলাষ করিতেছি; আপনারা আমার ও মদীয় ভ্রাতার বল বীর্য্য অবলোকন করুন।"

সেই বীর্য্যসম্পন্ন ধর্ম্মনিরতচিত্ত প্রশংসিত দাতা রাম তপস্বীদিগকে সেইরূপ বর প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ও লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকটে গমন করিলেন।

ইতি ষষ্ঠ সর্গ ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

শত্রুতাপন রাম ভ্রাতা, সীতা ও সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগের সহিত সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক বহুজলশালিনী নদী উত্তীর্ণ হইয়া বহু দূর পথ অতিক্রম করিয়া, সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় সমুন্নত এক নির্ম্মল পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই দুই ইক্ষ্বাকুবংশীয়-শ্রেষ্ঠ সীতার সহিত, সেই পর্ব্বতের সন্নিহিত সতত নানাবিধ বৃক্ষসমূহে বিরাজিত কাননে প্রবেশ করিলেন। রাম সেই ভয়ানক বনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবিধ ফলপুষ্পশালী বৃক্ষসমূহে সমন্বিত ও চিরমালায় শোভিত এক আশ্রম দর্শন করিলেন। পরে তিনি তথায় তপস্যানিরত মলসমন্বিত তপোধন সুতীক্ষ্ণকে অবলোকন করিয়া যথাবিধি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন; "হে ভগবন্! আমি রাম; আপনি সত্যপরাক্রম-সম্পন্ন ও ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং আমি আপনাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি; হে মহর্ষে! আপনি আমার সহিত সম্ভাষা করুন।"

অনন্তর সেই ধৈর্য্যসম্পন্ন মহর্ষি ধার্ম্মিকপ্রধান রামকে দর্শন করিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করত এই বাক্য বলিলেন, "হে রঘুনন্দন রাম! তুমি ত সুখে আগমন করিয়াছ? হে সত্যনিরতপ্রধান! তুমি, এই আশ্রমে আগমন করায়, অধুনা ইহা নাথবিশিষ্ট হইল। হে বীর! তোমার যশ ত্রিভুবন-বিখ্যাত; আমি তোমারই প্রতীক্ষা করত ভূতলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকে আরোহণ করি নাই। হে কাকুৎস্থ শতযজ্ঞানুষ্ঠায়ী দেবরাজ ইন্দ্র এস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তুমি স্বরাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছ, ইহা আমি তাঁহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। সেই দেবশ্রেষ্ঠ দেবরাজ ইন্দ্র এস্থানে আসিয়া আমাকে বলিয়াছেন, যে, আমি পুণ্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গীয় সমস্ত লোক লাভের অধিকারী হইয়াছি। তুমি আমার প্রসাদে ভার্য্যা ও ভ্রাতার সহিত মদীয় তপস্যার্জ্জিত দেব ও ঋষিসমূহে সেবিত সেই সমস্ত লোকে যাইয়া বিহার কর।"

অনন্তর বিশুদ্ধচিত্ত রাম, উগ্রতপঃপ্রভাবে প্রদীপ্ত সত্যবাদী সেই মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে, ব্রহ্মাকে মহেন্দ্রের ন্যায়, এইরূপে প্রত্যুক্তি করিলেন "হে মহামুনে! আমি স্বয়ংই তপঃপ্রভাবে সমস্ত লোক আহরণ করিব; আপনি যাইয়া সেই সমস্ত লোকে সুখভোগ করুন। আপনি অরণ্যমধ্যে আমার বাসযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করেন, আমার এইমাত্র অভিলাষ। গোতমবংশীয় মহাত্মা শরভঙ্গ আমাকে বলিয়াছেন, যে, আপনি সর্ব্বকার্য্যদক্ষ ও সমস্ত প্রাণিহিতনিরত।"

রাম সেই লোকবিখ্যাত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণকে ঐরূপ বলিলে, তিনি অতীব হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে রাম! এই আশ্রম অতি উৎকৃষ্ট; ইহাতে চিরকালই ফল ও মূল সুলভ; অনেক ঋষিও এখানে বাস করেন; অতএব তুমি এই স্থানেই বাস করত

বিহার কর। এই আশ্রমে অনেক বৃহৎকায় মৃগগণ আগমনপূর্ব্বক অকুতোভয়ে, বিচরণকরত সকলকে লোভিত করিয়াও কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক হত না হইয়া প্রতিগমন করে। এই আশ্রমে মৃগগণ ব্যতীত অপর কাহা হইতেও দোষ হইবার নহে, ইহা তুমি অবগত হও।"

লক্ষণাগ্রজ ধৈর্য্যশালী রাম সেই মহর্ষির উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনু ও শর গ্রহণ করত তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "হে মহাভাগ! যদি আমি আনতপর্ব্ব শিতধার শরদ্বারা সেই সমস্ত সমাগত মৃগদিগকে হনন করি, তবে আপনি মৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইবেন; আমার তাহা হইতে আর সমধিক পাপ কি হইতে পারে? অতএব আমি এই আশ্রমে বহুকাল বাস করিতে অভিলাষ করি না।"

রাম সেই মহর্ষিকে তদীয় আশ্রমবাসে বিরতিবিষয়ক ঐ বাক্য বলিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিলেন। তিনি সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সুতীক্ষ্ণ মুনির সেই আশ্রমে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বাসস্থান অবধারণ করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাকাল অতিক্রান্ত হইলে, রজনী সমাগতা হইয়াছে, ইহা অবলোকন করিয়া, মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ মুনি স্বয়ংই সমাদরসহকারে সেই দুই পুরুষপ্রবরকে তাপসযোগ্য শুভ অন্ন প্রদান করিলেন।

ইতি সপ্তম সর্গ ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া তদীয় আশ্রমে রজনী যাপন করিয়া প্রভাতে প্রতিবুদ্ধ হইলেন। পরে সেই রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত যথাসময়ে উত্থিত হইয়া পদ্মগন্ধযুক্ত সুশীতলজলে স্নান করিলেন। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজদুহিতা সীতা, ইঁহারা সেই তপস্বিগণে অধিষ্ঠিত বনে যথাসময়ে যথাবিধি অগ্নি ও অন্যান্য দেবতাদিগকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া, সূর্য্য উদিত হইতেছেন, দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকটে যাইয়া তাঁহাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন, "হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের পূজনীয়, পরন্তু আমরা আপনাকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সুখে রাত্রি বাস করিয়াছি। অধুনা আমরা দণ্ডকারণ্যে গমন করিব, তজ্জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। এই মুনিগণ আমাদিগকে গমনার্থ ত্বরান্বিত করিতেছেন; আমরা এই সমস্ত পবিত্রস্বভাব দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের আশ্রম সকল দর্শন করিতে ত্বরান্বিত হইয়াছি; অতএব আমরা এই সমস্ত নিয়ত ধর্ম্মনিরত, তপস্যা দ্বারা বশীকৃত চিত্ত ও নির্ধূম বহ্নিসদৃশ প্রভাশালী মহর্ষিদিগের সহিত ইহা অভিলাষ করিতেছি যে, আপনি আমাদিগকে তথায় গমন করিতে অনুমতি প্রদান করেন। যে কাল পর্য্যন্ত সূর্য্য অতীব দীপ্তি ধারণ করিয়া, অন্যায়ে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত অসদ্বংশীয় পুরুষের ন্যায় অসহনীয় না হয়েন, আমরা তন্মধ্যেই তথায় যাইতে বাসনা করিতেছি।"

রঘুনন্দন রাম সেই মহর্ষিকে ঐরূপ বলিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ সুতীক্ষ্ণ চরণস্পর্শকারী সেই দুই কাকুৎস্থকে উত্থাপনপূর্ব্বক গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া এই স্নেহান্বিত বাক্য বলিলেন, "হে রাম! তুমি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী এই সীতার সহিত নির্ব্বিঘ্নে রথে গমন কর। হে বীর! তুমি যাইয়া তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধ-চিত্ত এই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিদিগের রমণীয় আশ্রম সকল দর্শন কর। তুমি প্রশস্ত মৃগসমূহে সমাকুল, প্রশান্ত বিহঙ্গগণে সমাকীর্ণ, প্রভূত ফলমূলসমন্বিত ও পুষ্পশোভিত অনেক বন এবং প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহে বিরাজিত, নির্ম্মল জলসমন্বিত ও কারণ্ডবগণে পরিব্যাপ্ত বহুবিধ তড়াগ ও সরোবর দেখিতে পাইবে। অপিচ নয়নরঞ্জন অনেক প্রস্রবণ ও ময়ূরশব্দে নিনাদিত বিবিধ মনোহর অরণ্যও তোমার নয়নগোচর হইবে। হে বৎস! অধুনা তুমি গমন কর; হে সুমিত্রানন্দন! তুমিও গমন কর; পরন্তু তোমরা সেই আশ্রম সকল দর্শন করিয়া এই আশ্রমে প্রত্যাগমন করিও।"

কাকুৎস্থ রাম লক্ষ্মণের সহিত সেই মহর্ষি-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে "হে আর্য্য," বলিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর আয়তলোচনা সীতা দেবী সেই দুই ভ্রাতাকে দুইটী উত্তম তূণ, ধনু ও নির্ম্মল খড়্গ প্রদান করিলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ, ইঁহারা উভয়ে যথাস্থানে সেই দুই উত্তম তূণ আবদ্ধ করিয়া শব্দযুক্ত কার্ম্মুকদ্বয় গ্রহণ করত তথায় যাইবার নিমিত্ত সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। সেই দুই রূপবান্ রঘুনন্দন মহর্ষিকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াই অতি শীঘ্র ধনু ও খড়্গ ধারণ করিয়া সীতার সহিত প্রস্থিত হইলেন।

ইতি অষ্টম সর্গ ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

রঘুনন্দন রাম সুতীক্ষ্ণ-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, সীতা দেবী তাহাকে এই স্নেহান্বিত মনোহর বাক্য বলিলেন, "হে স্বামিন্! আমি সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, তুমি অধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেছ; কিন্তু যদি কামজন্য ব্যসন হইতে নিবৃত্ত হও, তবে আর তোমার সেই মহান্ অধর্ম্ম হয় না। ইহলোকে কামজন্য ব্যসন ত্রিবিধ হইয়া থাকে; প্রথম মিথ্যাবাক্য, দ্বিতীয় পরস্ত্রীগমন, তৃতীয় বৈরব্যতিরেকে প্রাণিহনন; প্রথম ব্যসনও উৎকট বটে, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যসন তাহা হইতেও সমধিক উৎকট। হে রঘুনন্দন! তুমি পূর্ব্বে কোন কারণেই মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ কর নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবে না। হে নরবর! তোমার ধর্ম্মনাশক পরস্ত্রীগমনও নাই,—তাহা পূর্ব্বেও হয় নাই এবং পরেও হইবে না। হে নৃপতনয় রাম! তুমি নিয়তই স্বস্ত্রী-নিরত; অতএব তোমার মনেও পরস্ত্রীবিষয়ক অভিলাষ নাই। তুমি পিতার আদেশ প্রতিপালক, ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; তোমাতে ধর্ম্ম ও সত্য সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে, অধিক কি, তোমাতে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে মহাবাহো! যাঁহারা ইন্দ্রিয়দিগকে পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত সদ্‌গুণই বহন করিতে পারেন; হে শুভদর্শন! তুমিও যে জিতেন্দ্রিয়, ইহা সমস্ত প্রাণীরই বিদিত আছে। বৈরব্যতিরেকে মোহপ্রযুক্ত পরপ্রাণহিংসারূপ যে অতিভয়ানক তৃতীয় ব্যসন, অধুনা তোমার তাহাই উপস্থিত হইয়াছে। হে বীর! তুমি দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের রক্ষানিমিত্ত 'যুদ্ধস্থলে রাক্ষসদিগকে বধ করিব,' এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এবং ঐ নিমিত্তই ভ্রাতার সহিত ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া "দণ্ডক" নামে বিখ্যাত বনের অভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছ। তোমাকে সেই কারণে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া এবং তোমার অঙ্গীকারপালনরূপ ব্রত জানিয়া তোমার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ চিন্তা করত আমার মন চিন্তাকুল হইয়াছে। হে বীর! আমার দণ্ডকারণ্যে গমন অভিপ্রেত হইতেছে না; আমি তদ্বিষয়ে কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। যদি তুমি ভ্রাতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাইয়া সমস্ত বনচরদিগকে অবলোকন করিয়া শর ব্যয় কর, তবে দুর্ব্বল হইবে; কেন না, যেরূপ তৃণকাষ্ঠাদি দাহ্য বস্তু সমস্ত অগ্নির নিকটবর্ত্তী হইয়াই তদীয় তেজ বৃদ্ধি করে, সেইরূপ ধনু ও অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের সমীপবর্ত্তী হইয়াই তাঁহাদিগের তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। হে মহাবাহো! পূর্ব্বে পক্ষী ও মৃগসমূহে সমাকুল কোন এক পুণ্যদায়ক অরণ্যে এক পবিত্রচিত্ত সত্যনিষ্ঠ তপস্বী ছিলেন। শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিতে অভিলাষী হইয়া যোদ্ধৃরূপ ধারণ করিয়া হস্তে খড়্গ লইয়া সেই আশ্রমে আগমন করিলেন। পরে তিনি সেই আশ্রমে সেই উত্তম খড়্গ রক্ষা করিলেন,—সেই পুণ্যজনক-তপস্যানিরত তপস্বীকে ন্যাসস্বরূপে তাহা দিলেন। অনন্তর সেই তপোধন সেই খড়্গ লাভ করিয়া স্বীয় বিশ্বাস রক্ষা করত ন্যস্ত-বস্তু রক্ষণে যত্নবান্ হইয়াই বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ন্যস্তবস্তু রক্ষণে এরূপ যত্নবান্ হই-

লেন যে, সেই মুনিব্যতিরেকে ফল বা মূল আহরণ করিবার নিমিত্তও গমন করিতেন না। সেই তপোধন নিরত শস্ত্রবহন করত ক্রমে তপস্যায় অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ভয়ানক বিষয়ে অভিপ্রায় করিলেন।” অনন্তর তিনি সেই শস্ত্রসংযোগে প্রমত্ত, রৌদ্রকর্ম্মনিরত ও অধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া নরকে গমন করিলেন। পূর্ব্বে শস্ত্রসংযোগ-হেতুক ঐরূপ ঘটিয়াছিল; এই কারণে পণ্ডিতেরা “শস্ত্রসংযোগ অগ্নি-সংযোগের ন্যায় বিকারহেতু,” ইহা বলিয়া থাকেন। স্বামিন্! তুমি আমার প্রীতি-ভাজন ও আদরণীয়; অতএব আমি তোমাকে স্মরণ করাইতেছি, শিক্ষা দিতেছি না। হে বীর! তুমি কোন ক্রমে বৈরব্যতিরেকে ধনু ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদিগকে হনন করিতে অধ্যবসায় করিও না; কেন না কোন ব্যক্তিই কাহাকেও তাহার অপরাধ ব্যতি-রেকে হনন করা উপযুক্ত বোধ করে না। ক্ষাত্রধর্ম্মে নিরতচিত্ত বীর্য্যশালী ক্ষত্রিয়দিগের আর্ত্তদিগকে রক্ষা করাই অরণ্যে চাপ ধারণের কার্য্য; কোথায় শস্ত্র ও কোথায় বন এবং কোথায় ক্ষাত্রধর্ম্ম ও কোথায় তপস্যা; অতএব আমা-দিগের অনুষ্ঠাতব্য বিষয় পরস্পর-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। নিরন্তর শস্ত্র ব্যব-হার করিলে, সকলেরই বুদ্ধি, কদর্য্য ব্যক্তি-দিগের বুদ্ধির ন্যায়, ধর্ম্মবিরোধিনী হইয়া উঠে; অতএব তুমি অযোধ্যায় যাইয়া পুনরায় ক্ষাত্রধর্ম্ম আচরণ করিও। তুমি রাজ্য পরি-ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছ; এক্ষণে যদি মুনিদিগের আচরণীয় ধর্ম্ম আচরণ কর, তবে আমার শ্বশুর ও শ্বশ্রূর অক্ষয় আনন্দ হয়। ধর্ম্ম হইতে অর্থ হয় এবং ধর্ম্ম হইতে সুখ হয়; অধিক কি, ধর্ম্ম-দ্বারা সকলই লাভ করা যায়; অতএব এ জগতে ধর্ম্মই সার পদার্থ। সুদক্ষ মানবেরা প্রযত্নসহকারে সেই সেই বিহিত নিয়ম-দ্বারা শরীর কৃশ করিয়া ধর্ম্ম লাভ করেন; কেন না শারীরিক সুখজনক উপায় দ্বারা সুখহেতু ধর্ম্মলাভ করা যায় না। অতএব হে ভক্তার্দ্দন! তুমি নিরত পবিত্র-চিত্ত হইয়া তপোবনানুষ্ঠেয় ধর্ম্ম আচরণ কর। তুমি ত্রিলোক-মধ্যবর্ত্তী সমস্ত বিষয়ই অবগত আছ, সুতরাং তোমার নিকটে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতে কাহার সামর্থ্য আছে? আমি কেবল স্ত্রী-স্বভাবসুলভ চাপল্যবশতই এরূপ বলিলাম, তুমি ভ্রাতার সহিত বিচার করিয়া যাহা উচিত বোধ কর তাহাই কর, বিলম্ব করিও না।”

ইতি নবম সর্গ ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

স্বামিভক্তিমতী বিদেহরাজদুহিতা সীতা দেবীর কথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্ম-নিরত রাম তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, “হে ধর্ম্মজ্ঞে জনকতনয়ে! তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম কীর্ত্তন করত আমার প্রতি স্নেহান্বিতা হইয়া তদুচিত মদীয় হিত-জনক বাক্যই বলি-য়াছ। হে দেবি! আমি আর তোমাকে কি বলিব? তুমি স্বয়ংই এই বাক্য বলিয়াছ যে, কেহ আর্ত্ত হইয়া চীৎকার না করে, এই কারণেই ক্ষত্রিয়েরা ধনু ধারণ করিয়া থাকেন। হে সীতে! সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী তীক্ষ্ণ-ব্রতাবলম্বী মুনিরাও আর্ত্ত হইয়া আমাকে শরণ্য বোধে আমার নিকটে স্বয়ং আসিয়া শরণাগত হইয়াছেন। হে ভীরু! তাঁহারা ফল ও মূল ভোজন করত চিরকালই অরণ্যে বাস করেন, অধুনা ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ-কর্তৃক বধ্যমান হইয়া সুখ লাভ করিতে পারিতেছেন না। এমন কি, অনেকে নরমাংসোপজীবী ভয়ানক রাক্ষসগণ-কর্তৃক ভক্ষিত হইতেছেন। রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিতে থাকিলে, সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্য-বাসী মুনিবরেরা আমার নিকটে আসিয়া আমাকে তাহা বলিলেন। আমি তাঁহাদিগের মুখনির্গত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার গৌরব করত তাঁহাদিগকে এই বাক্য বলিলাম, ‘আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমা-রই আপনাদিগের নিকটে গমন করা উচিত, সুতরাং আপনারা যে আমার নিকটে আসি-য়াছেন, ইহাই আমার অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

"অনন্তর আমি সেই ঋষিশ্রেষ্ঠদিগের সমক্ষে 'আমি কি করিব?' ইহা বলিলে, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া এই কথা বলিলেন, 'হে রাম! আমরা দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া বহুতর ইচ্ছানুরূপ রূপধারী রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইতেছি; তুমি তথায় যাইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। হে অনঘ! পর্ব্বকালে যখন আমরা হোম কার্য্যে ব্যাপৃত হই, তখন মাংসভোজী দুরাধর্ষ রাক্ষসেরা আমাদিগকে ধর্ষণা করে। আমরা নিরন্তর কেবল তপোনুষ্ঠানেই ব্যাপৃত থাকি; অধুনা রাক্ষসগণকর্ত্তৃক ধর্ষিত হইয়া পরিত্রাতার অন্বেষণ করিতেছি; তুমিই আমাদিগের পরম পরিত্রাতা। আমরা তপস্যাপ্রভাবে স্বয়ংই রাক্ষসদিগকে হনন করিতে পারি; কিন্তু বহুকালার্জ্জিত তপস্যা-ক্ষয় করিতে আমাদিগের অভিলাষ হয় না। হে রঘুনন্দন!' একে ত তপস্যার অনুষ্ঠানই অতি কঠিন, তাহে আবার তাহাতে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; অতএব রাক্ষসেরা আমাদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেও, আমরা তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করি না। তুমিই আমাদিগের নাথ; আমরা তোমারই বলে অরণ্যে বাস করিয়া থাকি; অতএব অধুনা আমরা দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছি, তুমি ভ্রাতার সহিত আমাদিগকে রক্ষা কর।'

"হে জানকি! আমি ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের নিকটে তাঁহাদিগকে সম্যক্ রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি মুনিদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া জীবিত থাকিয়া তাহার অন্যথা করিতে পারিব না; কেন না, চিরকাল সত্যই আমার ইষ্ট পদার্থ। হে সীতে! আমি তোমাকে ও লক্ষ্মণকে, এমন কি, জীবন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু কাহারও নিকটে বিশেষত ব্রাহ্মণদিগের সমীপে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না, অতএব অবশ্যই আমাকে ঋষিদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। হে বিদেহরাজ-তনয়ে! ঋষিগণ আমাকে না বলিলেও, আমার তাহাদিগকে রক্ষা করা উচিত, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া কি প্রকারে তাঁহাদিগকে রক্ষা না করিব? হে সীতে! তুমি আমার প্রতি স্নেহ ও সৌহার্দ্দ বশত আমাকে যে তাদৃশ বাক্য বলিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি; কেননা কেহই অপ্রিয় ব্যক্তিকে হিতোপদেশ করে না। হে শোভনে! তুমি আমাকে স্বীয় বংশের অনুরূপ সমুচিত বাক্যই বলিয়াছ; তুমি আমার সহধর্ম্মচারিণী; আমি তোমাকে প্রাণ হইতেও সমধিক প্রেয়সী বোধ করি।"

সেই ধনুর্দ্ধারী মহাত্মা রাম প্রেয়সী মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে ঐরূপ বাক্য বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই সমস্ত রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন।

ইতি দশম সর্গ॥ ১০॥

একাদশ সর্গ।

রাম অগ্রে অগ্রে প্রস্থিত হইলেন, সাধুচারিতা সীতা দেবী মধ্যে থাকিয়া যাইতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণ ধনু ধারণ করিয়া পশ্চাদ্গামী হইলেন। তাঁহারা সীতার সহিত নানাবিধ শৈলপ্রস্থ, বন ও রমণীয়া নদী সকল দর্শন করত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যাইতে যাইতে অনেক নদীতটবিহারী সারস ও চক্রবাক, জলচারী বিহঙ্গগণে বিরাজিত পদ্ম-সমন্বিত সরোবর, প্রশস্ত-শৃঙ্গযুক্ত যূথ-বদ্ধ মদোন্মত্ত পৃষত মৃগ, মহিষ, বরাহ এবং বৃক্ষবৈরী হস্তী দেখিতে পাইলেন। অনন্তর দিবাকর অবনত হইতে থাকিলে, তাঁহারা মিলিত হইয়া বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া শ্বেত ও রক্তপদ্ম-সমূহে সমাকীর্ণ, তটবিহারী গজ-সমূহে অলঙ্কৃত এবং জলচারী সারস ও হংসগণে পরিব্যাপ্ত এক যোজনায়ত রমণীয় তড়াগ দর্শন করিলেন। সেই নির্ম্মল-জলযুক্ত রমণীয় সরোবর-সন্নিধানে গীত ও বাদ্যধ্বনি সকলেরই শ্রবণগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু কোন ব্যক্তিই নয়ন-গোচর হইল না। পরে মহারথ রাম ও লক্ষ্মণ কুতূহল-বশত ধর্ম্মভৃত-নামক মুনিকে জিজ্ঞাসা করি-

লেন, "হে মহামুনে! এই অদ্ভুত গীত ও বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া, আমাদিগের সকলে-রই পরম কুতূহল জন্মিয়াছে; আপনি উত্তম-রূপে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করুন।"

রঘুনন্দন রাম-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মভৃত মুনি সত্বর সেই সরোবরের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন, "রাম! মাণ্ডকর্ণি-নামা মুনি তপস্যা-প্রভাবে এই তড়াগ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; ইহাতে চিরকালই জল থাকে; ইহার নাম পঞ্চাপ্সর। সেই মহামুনি মাণ্ডকর্ণি জলাশয়ে থাকিয়া বায়ু ভক্ষণ করত দশ সহস্র বর্ষ তীব্র তপস্যা করেন। অনন্তর অগ্নিপ্রধান সমস্ত দেবেরা অতীব ব্যথিত হইলেন এবং পরস্পর সমাগত হইয়া 'এই মুনি অবশ্যই আমাদিগের কাহারও স্থান প্রার্থনা করিতেছেন,' ইহা বলিলেন। পরে তাঁহারা সকলে ঐ কারণে উদ্বিগ্নমানস হইয়া সেই মুনির তপস্যার বিঘ্ন সমাধানার্থে বিদ্যু-ত্তুল্য দ্যুতিশালিনী পাঁচটি প্রধানা অপ্সরাকে নিয়োগ করিলেন। অনন্তর তাহারা দেবকার্য্য-সিদ্ধি নিমিত্ত সেই পরাপর বিষয়ে অভিজ্ঞ মহর্ষিকেও মদনের বশীভূত করিয়া তুলিল, এবং তাঁহার পত্নী হইল। এই তড়াগের মধ্যে সেই পাঁচটি অপ্সরার নিমিত্ত গৃহ নির্ম্মিত হই-য়াছে; তাহারা তন্মধ্যে বাস করত তপঃ-প্রভাবে যৌবনসম্পন্ন সেই মুনিকে যথাসুখে অনুরঞ্জন করিতেছে। সেই ক্রীড়াপরায়ণা অপ্সরাদিগের ভূষণশব্দ সম্বলিত এই মনোহর গীত ও বাদ্যধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে।"

মহাযশা রঘুনন্দন রাম ভ্রাতার সহিত সেই বিশুদ্ধচিত্ত মুনির বাক্য আশ্চর্য্য বোধ করি-লেন। তিনি "কি আশ্চর্য্যব্যাপার!" এরূপ বলিতে বলিতে কুশচীরপরিব্যাপ্ত ও ব্রাহ্মী-শোভা সমন্বিত আশ্রম-মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। পরে সেই অস্ত্রজ্ঞ-প্রবর রঘুনন্দন রাম বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই শোভা-সম্পন্ন আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সুখে রজনীবাস করত মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক সমর্চিত ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত ধর্ম্মক্রিয়াচারী তপস্বীদিগের সকলে-রই আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি যাঁহাদিগের নিকটে পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের সকলেরই আশ্রমে আগ-মন করিলেন। তিনি কোন স্থানে দশমাস, কোন স্থানে এক বৎসর, কোন স্থানে চারি মাস, কোন স্থানে পাঁচ মাস, কোন স্থানে ছয় মাস, কোন স্থানে তিন মাস, কোন স্থানে আট মাস, কোন স্থানে অর্দ্ধ মাসের অধিক কাল এবং কোন কোন স্থানে সংবৎসরেরও অধিক কাল পরম সুখে বাস করিলেন। সেই সমস্ত মুনিদিগের অনুকূল-তায় চিত্ত-সন্তোষ সম্পাদন করত তাঁহাদিগের আশ্রমে বাস করিতে করিতে তাঁহার দশবর্ষ অতীত হইল। অনন্তর সেই ধর্ম্মজ্ঞ অরিদমন রঘুনন্দন রাম সীতার সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি সেই আশ্রমে আগমন-পূর্ব্বক মুনিগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া তথায় কিয়ৎকাল বাস করিলেন। অনন্তর কাকুৎস্থ রাম সেই আশ্রমে বাস করত কোন সময়ে মহামুনি সুতীক্ষ্ণের নিকটে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিনয় সহকারে এই বাক্য বলিলেন, "হে ভগবন্! আমি কথোপকথনকারী ঋষি-দিগের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি যে, এই অরণ্য মধ্যেই মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য বাস করেন; কিন্তু এই অরণ্যের মহত্বপ্রযুক্ত, যে প্রদেশে সেই ধীমান্ মহর্ষির রমণীয় আশ্রম আছে, তাহা আমি অবগত নহি; আমি সীতা ও ভ্রাতার সহিত সেই ভগবান্ অগস্ত্যের প্রসাদ লাভার্থে তাঁহাকে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে গমন করি এবং স্বয়ং সেই মুনি-শ্রেষ্ঠের শুশ্রূষা করি, আমার হৃদয়ে এই মহান্ মনোরথ উৎপন্ন হইয়াছে।"

মহামুনি সুতীক্ষ্ণ দশরথতনয় ধর্ম্মাত্মা রামের সেই বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে রাঘব! আমিও তোমাকে ও লক্ষ্মণকে সীতার সহিত অগস্ত্য মুনির নিকটে গমন কর," ইহা বলিতে বাসনা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি না বলিতে বলি-তেই, ভাগ্যানুসারে অধুনা তুমি স্বয়ংই আমাকে তদ্বিষয়ক বাক্য বলিলে। রাম! যে

প্রদেশে মহামুনি অগস্ত্য বাস করেন, আমি তোমার নিকটে তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। হে তাত! তুমি এই আশ্রম হইতে দক্ষিণদিক্ দিয়া চারি যোজন পথ গমন কর, তৎপরে অগস্ত্য মুনির ভ্রাতার আশ্রমে যাইবে। বিবিধ পুষ্পফলসমন্বিত, নানাবিধ বিহঙ্গশব্দে প্রতিধ্বনিত ও পিপ্পলীবৃক্ষসমূহে শোভিত রমণীয় স্থলবহুল বনমধ্যে তাঁহার আশ্রম। তথায় হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণ এবং চক্রবাকসমূহে শোভান্বিত অনেক নির্ম্মল সরোবর আছে। রাম! তুমি সেই আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে তন্নিকটবর্ত্তী বনের পার্শ্বভাগ দিয়া দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক এক যোজন পথ গমন করিও, পরে বিবিধ বৃক্ষশোভিত রমণীয় বনমধ্যবর্ত্তী অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে গমন করিবে। তথায় তুমি বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত প্রীতি লাভ করিবে; কেন না, সেই নানাবিধ বৃক্ষযুক্ত অরণ্য প্রদেশ অতিরমণীয়। হে মহামতে! যদি তুমি সেই মহামুনি অগস্ত্যকে দর্শন করিতে অভিপ্রায় করিয়াছ, তবে অদ্যই তথায় যাইতে অধ্যবসায় কর।'

রাম সুতীক্ষ্ণ মুনির বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তখনই সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অগস্ত্য ঋষির আশ্রম উদ্দেশ করত যাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিচিত্র বন, মেঘসদৃশ পর্ব্বত, সরোবর ও নদী দর্শন করিতে করিতে সুতীক্ষ্ণ ঋষির উপদিষ্ট সেই পথ দিয়া গমন করত অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "এই যে আশ্রম দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে নিশ্চয়ই সেই পুণ্যকর্ম্মা মুনি মহাত্মা অগস্ত্যভ্রাতা বাস করেন। আমি সুতীক্ষ্ণ মুনির প্রমুখাৎ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, এই বনে পথিমধ্যে তাদৃশ সহস্র সহস্র বৃক্ষ ফলপুষ্প ভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এই বন হইতে পক্ক পিপ্পলীফলের কটু-গন্ধ পবনকর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। স্থানে স্থানে সঞ্চিত কাষ্ঠরাশি এবং ছিন্ন বৈদূর্য্যতুল্য প্রভাশালী কুশসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই বনমধ্যবর্ত্তী আশ্রমস্থ অগ্নির ধূমের অগ্রভাগ, কৃষ্ণমেঘযুক্ত পর্ব্বত শিখরের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। এই সমস্ত জনশূন্য সরোবরতীর্থে ব্রাহ্মণগণ স্নান করিয়া স্বীয় আহৃত পুষ্পসমূহ দ্বারা ইষ্টদেবের আরাধনা করিয়া থাকেন। অতএব হে শুভদর্শন! আমি সুতীক্ষ্ণ মুনির যেরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, ইহা নিশ্চয়ই সেই অগস্ত্যভ্রাতার আশ্রম হইবে। তদীয় ভ্রাতা পুণ্যকর্ম্মা অগস্ত্য ঋষি মানবদিগের হিতমানসে বলপূর্ব্বক মৃত্যুতুল্য অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দিক্‌কে সকলের বাসযোগ্য করিয়াছেন।

"একদা এই প্রদেশে 'বাতাপি' ও 'ইল্বল' নামে ব্রাহ্মণঘাতী অতিক্রূর মহাসুর দুই ভ্রাতা একত্র ছিল। সেই নির্দ্দয় ইল্বল ব্রাহ্মণ-রূপ ধারণ করিয়া সংস্কৃত বাক্য প্রয়োগ করত শ্রাদ্ধোদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করত পরে সে মেষরূপধারী স্বীয় ভ্রাতাকে যথাবিধি সংস্কৃত করিয়া শ্রাদ্ধবিহিত কর্ম্ম অনুসারে সেই ব্রাহ্মণদিগকে তদীয় মাংস ভোজন করাইত। অনন্তর সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিয়া উঠিলে, সেই ইল্বল অতি উচ্চৈঃস্বরে 'বাতাপে! তুমি নির্গত হও,' ইহা বলিত। পরে বাতাপি ভ্রাতার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মেষের ন্যায় শব্দ করত ব্রাহ্মণদিগের শরীর ভেদ করিয়া বিনির্গত হইত। সেই ইচ্ছানুরূপ রূপধারী মাংসভোজী অসুরেরা এইরূপে নিয়তই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণদিগকে নষ্ট করিত। তখন দেবগণ সেই মহর্ষি অগস্ত্যকে প্রার্থনা করিলে, তিনি শ্রাদ্ধ সময়ে শ্রাদ্ধ-ব্যাপার অনুভব করিয়া সেই মহাদৈত্যকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ইল্বল তাঁহার হস্তে জল প্রদান করিয়া তাঁহাকে 'কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে,' ইহা বলিয়া ভ্রাতাকে 'নির্গত হও', ইহা বলিয়াছিল। বিপ্রঘাতী ইল্বল ভ্রাতাকে ঐরূপ বলিলে, সেই ধীমান্ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাস্য করিতে করিতে তাহাকে 'আমি মেষরূপধারী তোমার ভ্রাতা রাক্ষসকে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, সে যমালয়ে গমন করিয়াছে. তাহার আর নির্গত হইবার

শক্তি কোথায়?" ইহা বলিয়াছিলেন। অনন্তর নিশাচর ইল্বল সেই মহর্ষির উক্ত ভ্রাতৃ-নিধন-বিষয়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধসহকারে তাঁহাকে ধর্ষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তখন সেই প্রদীপ্ততেজা অগস্ত্য মুনি অনলকল্প নয়ন অবলোকন করত তাহাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং সে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যিনি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দয়া করিয়া এই দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদীয় ভ্রাতা এই বহু তড়াগসমন্বিত বন দ্বারা শোভিত আশ্রমে বাস করেন।"

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত রামের ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিতে করিতে, সূর্য্য অস্তগত হইলেন এবং সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি ভ্রাতার সহিত যথাবিধি সায়ংকর্ত্তব্য উপাসনা সমাধান করিয়া সেই ঋষির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর সেই ঋষি রঘুনন্দন রামকে যথানিয়মে প্রতিগ্রহ করিলে, তিনি তাঁহার নিকট হইতে ফল ও মূল লাভ করিয়া তথায় সেই এক রাত্রি বাস করিলেন। পরে সেই রজনী অতীতা ও সূর্য্য উদিত হইলে, রঘুনন্দন রাম সেই অগস্ত্যভ্রাতার অনুমতি গ্রহণার্থ তাঁহাকে ইহা বলিলেন, "হে ভগবন্! আমি আপনাকে অভিবাদন করিতেছি; আমি সুখে রজনী বাস করিয়াছি; অধুনা আপনার মান্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত যাইতে অভিলাষী হইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।"

অনন্তর অগস্ত্যভ্রাতা রঘুনন্দন রামকে "গমন কর," ইহা বলিলে, তিনি সেই বন অবলোকন করত সুতীক্ষ্ণ মুনির উপদিষ্ট সেই পথ দিয়া গমন করিলেন। পরে সেই রাজীবলোচন রাম অগস্ত্য ঋষির আশ্রমের সন্নিহিত হইয়া, তথায় নীবার, পনস, সাল, অশোক, তিনিশ, করঞ্জ, বিল্ব, মধুক, তিন্দুক এবং হস্তিহস্তে মর্দ্দিত, বানরগণে শোভিত, প্রমত্ত বিহঙ্গকুলের শব্দে নিনাদিত ও পুষ্পসমন্বিতা লতাসমূহে বিরাজিত শত শত গুল্মযুক্ত আরণ্য বৃক্ষ দর্শন করিলেন এবং সমীপস্থ পশ্চাদ্বর্ত্তী লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে ইহা বলিলেন, বৃক্ষ সকলের পত্র যেরূপ স্নিগ্ধ ও মৃগপক্ষিগণ যেরূপ শান্তিযুক্ত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, সেই বিশুদ্ধ-চিত্ত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম আর দূরবর্ত্তী নহে। যিনি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা লোক মধ্যে 'অগস্ত্য' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; আজ্যযুক্ত ধূমব্যাপ্ত বনমধ্যবর্ত্তী, চীরমালা-সমাকীর্ণ, শান্তিযুক্ত মৃগসমূহে সমাকুল, নানাবিধ বিহঙ্গশব্দে প্রতিধ্বনিত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের শ্রমনিবারক তাঁহার আশ্রম ঐ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যিনি মানবদিগের হিতাভিলাষী হইয়া বলপূর্ব্বক যমতুল্য অসুরকে নিগৃহীত করিয়া এই দক্ষিণ দিক্‌কে মনুষ্যদিগের বাসযোগ্য করিয়াছেন এবং রাক্ষসগণ যাঁহার প্রভাবে ত্রাসান্বিত হইয়া এই দক্ষিণদিক্‌কে উপভোগ করে না, অবলোকনমাত্র করে; সেই পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষি অগস্ত্যের ঐ আশ্রম। সেই পুণ্যকর্ম্মা অগস্ত্য যে অবধি এই দিকে আগমন করিয়াছে, নিশাচরেরা সেই কাল অবধি বৈর পরিত্যাগ করিয়া শান্তস্বভাব হইয়াছে। এই দক্ষিণদিক্ সেই ভগবান্ অগস্ত্য ঋষির প্রভাবে ক্রূরকর্ম্মা নিশাচরদিগের অধর্ষণীয় ও মানবদিগের বাসযোগ্য হইয়া ত্রিলোকমধ্যে তদীয় নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করতই সূর্য্যের পথ নিরোধ করিবার নিমিত্ত আর নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছে না। লোকমধ্যে বিখ্যাতকর্ম্মা সেই দীর্ঘায়ু মহর্ষি অগস্ত্যের বিনয়ান্বিত মৃগগণে সেবিত শ্রীসম্পন্ন আশ্রম ঐ। আমরা সমস্ত লোকপূজিত ও নিয়ত সাধুদিগের হিতনিরত ঐ সাধুচরিত্র মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলে উনি আমাদিগের কথন-বিধান বিধান করিবেন। হে শুভদর্শন! আমি তথায় যাইয়া সেই মহামুনি অগস্ত্যকে আরাধনা করিব এবং বনবাসের অবশিষ্ট কাল তথায় বাস করিব। ঐ আশ্রমে দেব, গন্ধর্ব্ব ও তপস্যাসিদ্ধ মহর্ষিরা নিয়তাহার হইয়া নিরন্তর অগস্ত্য ঋষিকে উপাসনা করেন। ঐ মহর্ষি এরূপ প্রভাবসম্পন্ন যে, তাঁহার আশ্রমে মিথ্যাবাদী, ক্রূর, শঠ, নৃশংস

পাপাচারী ব্যক্তি জীবিত থাকে না। ঐ আশ্রমে দেব, যক্ষ, নাগ ও পক্ষীরা ধর্ম্ম আরাধনার্থে নিয়তাহার হইয়া বাস করেন। তথায় যে সমস্ত মহাত্মা মহর্ষিরা তপস্যায় সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করত সূর্য্যতুল্যপ্রভাশালী বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। যে সমস্ত শুভাচার প্রাণীরা ঐ আশ্রমে থাকিয়া দেবগণের আরাধনা করেন, দেবতারা তাঁহাদিগকে যক্ষত্ব, অমরত্ব, বা নানাবিধ রাজ্য প্রদান করিয়া থাকেন। হে সুমিত্রানন্দন! আমরা অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে আগমন করিয়াছি; অধুনা তুমি অগ্রে তথায় প্রবিষ্ট হও এবং আমি সীতার সহিত এখানে সমাগত হইয়াছি, ইহা তাঁহাকে নিবেদন কর।"

ইতি একাদশ সর্গ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

অনন্তর রঘুনন্দন রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই লক্ষ্মণ আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া অগস্ত্য ঋষির এক শিষ্যের সমীপে যাইয়া এই বাক্য বলিলেন, "রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলবান্ রাম ভার্য্যা সীতার সহিত অগস্ত্য মুনিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন। আমার নাম 'লক্ষ্মণ;' আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বশবর্ত্তী, হিতকারী ও ভক্ত; বোধ করি, এবিষয় আপনার শ্রবণগোচর হইয়া থাকিবে। আমরা পিতার আদেশে অতিঘোর বনে প্রবিষ্ট হইয়াছি, অধুনা ভগবান্ অগস্ত্য মুনিকে দর্শন, করিতে অভিলাষ করিতেছি; আপনি তাঁহাকে এ বৃত্তান্ত নিবেদন করুন।"

অগস্ত্য ঋষির অভিমত শিষ্য সেই তপোধন লক্ষ্মণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতেছি," এবলিয়া তপঃপ্রভাবে ধর্ষণীয় মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে সেই বিষয় নিবেদন করিবার নিমিত্ত অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া [illegible] করিয়া তাঁহাকে [illegible] ইহা [illegible] বলিলেন,

"দশরথতনয় শত্রুতাপন রাম ভার্য্যা সীতা ও ভ্রাতা শত্রুদমন লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে দর্শন ও সেবা করিবার নিমিত্ত আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছেন; এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা আপনি আদেশ করুন।"

অনন্তর অগস্ত্য ঋষি শিষ্যের প্রমুখাৎ রাম লক্ষ্মণ ও মহাভাগ্যবতী সীতা দেবীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "ভাগ্যানুসারে রাম বহু কালের পর অধুনা আমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করেন, ইহা আমারও অভিলষিত। তুমি যাও এবং রামকে ভার্য্যা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সম্মানসহকারে আমার নিকটে আনয়ন কর; তুমি কেন তাঁহাকে প্রবেশিত কর নাই?"

সেই শিষ্য ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা অগস্ত্য মুনিকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করত "যে আজ্ঞা" ইহা বলিলেন। পরে তিনি তথা হইতে সম্ভ্রমসহকারে নির্গত হইয়া লক্ষ্মণকে "রাম কে? তিনি আসুন; মুনিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং প্রবেশ করুন," ইহা কহিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ সেই শিষ্যের সহিত আশ্রমের প্রান্তভাগে যাইয়া তাঁহাকে কাকুৎস্থ রাম ও জনকদুহিতা সীতাকে প্রদর্শন করিলেন। তখন সেই শিষ্য সম্মানার্হ রামকে বিনয়াম্বিত অগস্ত্যবাক্য বলিতে বলিতে সম্মানসহকারে যথানিয়মে আশ্রমমধ্যে প্রবেশিত করিলেন। পরে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শান্তস্বভাব হরিণগণে সমাকীর্ণ সেই আশ্রম অবলোকন করত তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মা, অগ্নি, বিষ্ণু, মহেন্দ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, ধাতা, বিধাতা, বায়ু, ভগ-নামক দেব, পাশধারী মহাত্মা বরুণ, গায়ত্রী দেবী; বসুগণ, নাগরাজ বাসুকি, গরুড়, কার্ত্তিক ও ধর্ম্মের স্থান দর্শন করিলেন। অনন্তর অগস্ত্য মুনি শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া অগ্নিগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন বীর্য্যশালী রাম মুনিদিগের অগ্রবর্ত্তী দীপ্ততেজা অগস্ত্য মুনিকে অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে কহিলেন, তপস্যার আকর ঐ ভগবান্ অগস্ত্য

ঋষি বহির্দেশে আগমন করিতেছেন ; এক্ষণে আমি তাঁহার অন্বিত হইয়া উঁহার নিকটে গমন করি," এই বাক্য বলিলেন। মহাবাহু রঘুনন্দন রাম সূর্য্যতুল্য তেজস্বী অগস্ত্য ঋষিকে আগমনপরায়ণ অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। ধর্ম্মাত্মা লোকাভিরাম রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত হইলেন। তখন সেই অগস্ত্য ঋষি কাকুৎস্থ রামকে সমাদরসহকারে গ্রহণপূর্ব্বক আসন ও উদকদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা "উপবেশন কর" ইহা বলিলেন। পরে তিনি অগ্নিতে হোম করিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মানুসারে সেই অতিথি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবীকে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পূজা করত খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য প্রথমে উপবিষ্ট হইয়া, অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক পশ্চাৎ উপবিষ্ট ধর্ম্মজ্ঞ রামকে কহিলেন, "হে কাকুৎস্থ! তাপস যদি অতিথির প্রতি অন্য প্রকার আচরণ করে, তবে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে পরলোকে স্বীয় মাংস ভক্ষণ করিতে হয়। তুমি মহারথ, ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ও সমস্ত লোকের রাজা, সুতরাং তুমি আমাদিগের প্রিয় অতিথি ; তুমি এখানে আগমন করিয়াছ ; অতএব অবশ্যই আমাদিগের তোমাকে পূজা ও সম্মান করা উচিত।"

অগস্ত্য ঋষি রঘুনন্দন রামকে ঐরূপ বলিয়া ইচ্ছানুসারে পুষ্প, ফল, মূল ও অন্যান্য বন্য দ্রব্যদ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় ইহা বলিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহেন্দ্র আমাকে এই বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত স্বর্ণ ও বজ্রমণিদ্বারা বিভূষিত দিব্য মহৎ বৈষ্ণব ধনু, সূর্য্যসদৃশ-প্রভাসম্পন্ন অমোঘ ব্রহ্মদত্তনামক উৎকৃষ্ট শর, স্বর্ণনির্ম্মিতকোষস্থিত স্বর্ণভূষিত অসি এবং অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত নিশিত শরসমূহে পরিপূর্ণ অক্ষয়শায়ক তূণদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। রাম! পূর্ব্বে বিষ্ণু এই কার্ম্মুকদ্বারা যুদ্ধে অসুরশ্রেষ্ঠদিগকে হনন করিয়া দেবগণের দীপ্তিমতী লক্ষ্মী আহরণ করিয়াছিলেন। হে মানপ্রদ! বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন বজ্রগ্রহণ করেন, সেইরূপ তুমি [illegible] জয়ের নিমিত্ত এই সেই ধনু, শর, খড়্গ [illegible] তূণদ্বয় গ্রহণ কর।"

মহাতেজা ভগবান্ অগস্ত্য ঋষি রামকে ঐরূপ বলিয়া সেই সমস্ত আয়ুধ প্রদা[illegible] করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন।

ইতি দ্বাদশ সর্গ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

"রাম! তোমার মঙ্গল হউক! আ[illegible] তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি ; লক্ষ্মণ! আ[illegible] তোমার প্রতিও সন্তুষ্ট হইয়াছি ; কেন [illegible] তোমরা সীতার সহিত আমাকে অভিবা[illegible] করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়া[illegible] বোধ হয়, পথপর্য্যটননিমিত্তক প্রচুর শ্রম [illegible] তজ্জন্য খেদ তোমাদিগকে পীড়িত করিতে[illegible] মিথিলারাজ জনকের দুহিতা সীতা [illegible] নিশ্চয়ই শ্রমাপনয়নার্থে উৎকণ্ঠিতা হই[illegible] ছেন। এই সুকুমারী সীতা দেবী পূ[illegible] কখন দুঃখ-কর্ত্তৃক পীড়িতা হন নাই ; সম্প্র[illegible] স্বামিপ্রীতিবশত বহুদোষাকর বনে আগ[illegible] করিয়াছেন। রাম! এই সীতা ব[illegible] তোমার অনুগামিনী হইয়া অতিদুষ্কর ব[illegible] করিয়াছেন ; সে যাহা হউক, অধুনা [illegible] প্রদেশে যাহাতে উঁহার চিত্তে সন্তোষ জ[illegible] তুমি সেইরূপ কর। হে রঘুনন্দন! স[illegible] কাল অবধি স্ত্রীদিগের এই স্বভাব [illegible] তাহারা সম্পৎসময়ে স্বামীর প্রতি অনু[illegible] প্রকাশ করে এবং বিপৎসময়ে স্বামীকে [illegible] ত্যাগ করে। মহিলারা বিদ্যুতের চাঞ্চ[illegible] শস্ত্রগণের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় ও বায়ুর [illegible] গামিতার অনুকারিণী হয়। কিন্তু তৈ[illegible] এই ভার্য্যাতে সে সমস্ত দোষ নাই ; দেবগণের মধ্যে অরুন্ধতীর ন্যায় কীর্ত্তনীয় প্রশংসনীয়া। হে অরিদমন রাম! [illegible] এই প্রদেশ সম্যক্ অলঙ্কৃত হইল ; কেন তুমি বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও সুমিত্রা[illegible] লক্ষ্মণের সহিত এস্থানে বাস[illegible] করি[illegible]

প্রদীপ্ত অনলসদৃশ দ্যুতিশালী অগস্ত্য মুনি-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া, রঘুনন্দন রাম অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই বিনয়ান্বিত বাক্য বলিলেন, "হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদিগের গুরু; আপনি যখন আমার এবং মদীয় ভ্রাতা ও ভার্য্যার গুণে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমি আপনার অনুগ্রহ-ভাজন ও ধন্য হইয়াছি। সে যাহা হউক, অধুনা আপনি আমার নিকটে, যথায় অনায়াসে জল লভ্য হয়, এরূপ একটি বহুকানন-শোভিত প্রদেশ নির্দ্দেশ করুন; আমি তথায় আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক প্রীত হইয়া সুখে বাস করি।"

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত কাল ধ্যান করিলেন, পরে তাঁহাকে এই শুভ বাক্য, বলিলেন, "হে তাত! এস্থান হইতে দ্বিযোজন অন্তরে 'পঞ্চবটী' নামে বিখ্যাত নানাবিধ ফলমূলসমন্বিত এক প্রদেশ আছে, তথায় অনায়াসে জল লভ্য হয়। তুমি তথায় যাইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া পিতৃবাক্য প্রতিপালন করত চিত্ত-সন্তোষ সম্পাদন কর। আমি তোমার প্রতি স্নেহবশত তপঃপ্রভাবে তোমার পিতৃবাক্য-পালনার্থে বনবাস এবং রাজা দশরথের অঙ্গী-কার পালনার্থে প্রাণত্যাগরূপ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। অপিচ তুমি আমার সহিত এই তপোবনে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে যে নিমিত্ত অন্য স্থানে বাস করিতে অভিলাষ করিতেছ, আমি তপস্যাপ্রভাবে তোমার সেই আন্তরিক ভাবও জানিতে পারি-য়াছি, তজ্জন্যই বলিতেছি যে, পঞ্চবটীতে গমন কর। সেই বনপ্রদেশ অতিরমণীয়, তথায় মিথিলারাজদুহিতা সীতা দেবী প্রীতি লাভ করিবেন। হে রঘুনন্দন! গোদাবরী নদীর নিকটবর্ত্তী সেই প্রশংসনীয় প্রদেশ এ আশ্রমের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। মিথিলারাজ-দুহিতা সীতা দেবী অবশ্যই তথায় প্রীতিলাভ করিবেন; কেন না, হে মহাবাহো! সেই প্রচুর ফলমূলসমন্বিত নানাবিধ বিহঙ্গগণে সেবিত ও পুণ্যজনক নির্জ্জন-প্রদেশ অতি-রমণীয়। রাম! তুমিও সদাচারসম্পন্ন ও আত্মরক্ষণে সমর্থ, অধিক কি, তুমি তথায় বাস করত তাপসদিগকেও রক্ষা করিবে। হে বীর! ঐ যে মধূক বৃক্ষের মহৎ বন দেখা যাইতেছে, উহার উত্তর ভাগ দিয়া তোমাকে গমন করিতে হইবে, তাহা হইলে, তুমি সেই প্রসিদ্ধ বট বৃক্ষের নিকটে যাইবে। সেই বট বৃক্ষের অনতিদূরে পার্ব্বতীয় স্থলে 'পঞ্চ-বটী' নামে বিখ্যাত সেই নিয়ত পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষসমূহে সমাকুল কাননমধ্যবর্ত্তী প্রদেশ আছে।"

রাম সত্যবাদী অগস্ত্য মুনিকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই মুনিকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সীতার সহিত, তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সেই পঞ্চবটীনামক আশ্রমের অভি-মুখে গমন করিতে লাগিলেন। যুদ্ধস্থলে কাতরতাবিহীন সেই দুই রাজনন্দন ধনু গ্রহণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে তূণ আবদ্ধ করিয়া যত্ন-পরায়ণ হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের উপদিষ্ট পথ দিয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি ত্রয়োদশ সর্গ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর রঘুনন্দন রাম পঞ্চবটীর অভি-মুখে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ভয়ানক পরা-ক্রমশালী বৃহৎকায় গৃধ্রের নিকটবর্ত্তী হই-লেন। সেই দুই মহাভাগ রাম ও লক্ষ্মণ সেই বনস্থ পক্ষীকে অবলোকন করিয়া রাক্ষস বোধ করিলেন এবং তাঁহাকে "তুমি কে?" ইহা জিজ্ঞাসিলেন। তখন তিনি তাঁহা-দিগকে মধুর ও প্রিয় বাক্যে প্রীত করত রামকে "বৎস! আমি তোমার পিতার বয়স্য, ইহা তুমি অবগত হও," এরূপ বলি-লেন। অনন্তর রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে পিতৃ-সখা বোধ করিয়া পূজা করিলেন এবং

তাঁহার সম্বন্ধ কুল ও নাম জিজ্ঞাসিলেন। পরে সেই পক্ষী রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে স্বীয় বংশ ও নাম এবং প্রসঙ্গক্রমে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিপ্রকার কীর্ত্তন করিলেন, "হে রঘুনন্দন! পূর্ব্বে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, আমি ক্রমান্বয়ে তাঁহাদিগের সকলকে কীর্ত্তন করিতেছি; হে মহাবাহো! তুমি শ্রবণ কর। হে মহাবল রঘুনন্দন! কর্দ্দম প্রথমে প্রজাপতি হন। তৎপরে বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, বীর্য্যসম্পন্ন বহু-পুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, সূর্য্য এবং অরিষ্টনেমি প্রজাপতি হন। অবশেষে মহাতেজা কশ্যপ প্রজাপতি হন। হে মহা-যশঃসম্পন্ন রাম! দক্ষ প্রজাপতির যশস্বিনী লোকবিখ্যাতা ষষ্টি দুহিতা হয়। তন্মধ্যে কশ্যপ, অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা মনু ও অনলা এই আটটি সুমধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করেন। অনন্তর তিনি প্রীত হইয়া সেই কন্যাদিগকে 'তোমরা আমার সদৃশ ত্রৈলোক্যপালক পুত্র সকল প্রসব করিবে, ইহা বলেন। হে মহাবাহুসম্পন্ন রাম! তখন দিতি, অদিতি, দনু ও কালকা, ইহাঁরা তাদৃশ পুত্র লাভে অভিলাষিণী হন এবং তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা, ইহাঁরা তদ্বিষয়ে মনোযোগ করেন না। হে অরি-দমন! দ্বাদশ সূর্য্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও দুই স্বর্গবৈদ্য, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবেরা অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হে তাত! দিতির অনেক যশস্বী দৈত্যপুত্র হয়। পূর্ব্বে সাগর ও বনের সহিত এই ভূমণ্ডল তাহাদিগের আয়ত্ত ছিল। হে অরিদমন! দনু অশ্বগ্রীব-নামক এক পুত্র প্রসব করেন। কালকা নরক ও কালক নামে দুই পুত্র উৎপাদন করেন। তাম্রা ভাসী, ক্রৌঞ্চী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী, এই পাঁচটি লোকবিখ্যাতা কন্যা প্রসব করেন। ক্রৌঞ্চী উলূকদিগকে, ভাসী ভাসদিগকে, শ্যেনী অতিতেজস্বী গৃধ্র ও শ্যেনদিগকে, ধৃতরাষ্ট্রী হংস, কলহংস ও চক্রবাকদিগকে এবং শুকী শুকদিগকে প্রসব করেন। হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি অবহিতচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। ক্রোধবশা হইতে বিনতানাম্নী এক দুহিতা হয়। হে রাম! ক্রোধবশা মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সমস্ত শুভলক্ষণসমন্বিতা সুরসা ও কদ্রু, এই দশটি কন্যা প্রসব করেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! মৃগ সমস্ত মৃগীর গর্ভে এবং ঋক্ষ, সৃমর ও চমর সকল মৃগমন্দার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। ভদ্রমদা 'ইরাবতী' নামে এক কন্যা প্রসব করেন। সেই ইরাবতীর গর্ভে ঐরাবতনামক লোকপালক মহাগজের জন্ম হয়। অনপরাধী হরী গোলাঙ্গুল ও অন্যান্য বানরেরা হরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! শার্দ্দূলী ব্যাঘ্রদিগকে, শ্বেতা দিক্‌পালকে হস্তীদিগকে এবং মাতঙ্গী অন্যান্য হস্তীদিগকে প্রসব করেন। হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি শ্রবণ কর। অনন্তর সুরভির রোহিণী ও গন্ধর্ব্বী এই দুই যশস্বিনী কন্যা হয়। হে রাম! রোহিণী গোদিগকে, গন্ধর্ব্বী অশ্বদিগকে, সুরসা নাগদিগকে এবং কদ্রু সর্পদিগকে উৎপাদন করেন। হে মানবশ্রেষ্ঠ! মনু মহাত্মা কশ্যপের ঔরসে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি বিভক্ত মনুষ্যদিগকে উৎপাদন করেন। শ্রুত আছে যে, ব্রাহ্মণেরা মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়েরা বক্ষঃস্থল হইতে, বৈশ্যেরা উরুদ্বয় হইতে এবং শূদ্রেরা পাদদ্বয় হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। সমস্ত শুভফলজনক বৃক্ষ অনলা হইতে উৎপন্ন হয়। কদ্রু সরসার ভগিনী; বিনতা শুকীর পৌত্রী; কদ্রু ধরণীধারী সহস্র নাগ প্রসব করেন এবং বিনতার গরুড় ও অরুণ, এই দুই পুত্র হয়। হে অরিদমন! আমি সেই অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সম্পাতি মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম জটায়ু; ইহা তুমি অবগত হও। হে তাত! যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমার পঞ্চবটীবাসের সহায় হইব,—তুমি লক্ষ্মণের সহিত স্থানান্তরে গমন করিলে, সীতাকে রক্ষা করিব।"

অনন্তর বিশুদ্ধচিত্ত রঘুনন্দন রাম জটায়ুর বারংবার কথিত পিতৃসখিত্ববিষয়ক

প্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করত প্রমোদসহকারে আলিঙ্গন করিয়া অবনত হইয়া রহিলেন। পরে তিনি সেই অতিবলবান্ পক্ষীকে মিথিলা-রাজদুহিতা সীতাকে সমর্পণপূর্ব্বক রিপুদিগকে দগ্ধ ও বন সমস্ত রক্ষিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার ও লক্ষ্মণের সহিত সেই পঞ্চবটীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুর্দ্দশ সর্গ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর রাম নানাবিধ সর্প ও মৃগসমূহে সমাকুলা পঞ্চবটীতে যাইয়া প্রদীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে শুভদর্শন! মহর্ষি অগস্ত্য যে প্রদেশ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমরা এই সেই নিয়ত পুষ্পসমন্বিত কাননে শোভিত পঞ্চবটীনামক প্রদেশে আগমন করিয়াছি। তোমার আশ্রমোচিত প্রদেশ পরিজ্ঞানে সম্যক্ নৈপুণ্য আছে; অতএব তুমি, কোন্ প্রদেশে আমাদিগের অভিমত আশ্রম হইতে পারে, তাহা অবধারণ করিবার নিমিত্ত এই কাননের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। লক্ষ্মণ! যে প্রদেশের নিকট রমণীয় কানন ও জলাশয় আছে; যথায় সমিৎ, পুষ্প ও কুশ সুলভ; এবং যথায় বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার, তোমার ও আমার চিত্ত-প্রসন্ন হয়, তুমি এরূপ এক প্রদেশ অবলোকন কর।"

লক্ষ্মণ কাকুৎস্থ রামকর্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সীতা দেবীর সমক্ষে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "হে কাকুৎস্থ! আপনি শত বর্ষ জীবিত থাকিতে, আমি স্বাধীন নহি; অতএব আপনি স্বয়ং মনোহর প্রদেশ অবধারণ করিয়া আমাকে তথায় আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করুন।"

মহাদ্যুতি রাম লক্ষ্মণের সেই বাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বিবেচনা করত এক সর্ব্বগুণান্বিত প্রদেশে বাস করিতে অভিপ্রায় করিলেন। পরে তিনি সেই মনোহর প্রদেশে যাইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের হস্তদ্বয় হস্তদ্বারা ধারণ করত আশ্রমনির্ম্মাণ-বিষয়ে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, "এই প্রদেশ সমতল, পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত ও অতীব শোভাযুক্ত; তুমি এই স্থলে যথাযোগ্য রমণীয় আশ্রম নির্ম্মাণ কর। অনতিদূরে ঐ যে সূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল সুগন্ধ পদ্মসমূহে শোভিতা রমণীয়া নদী দেখা যাইতেছে; যাহার উভয় তট পুষ্পসমন্বিত বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; যাহার অনতিদূরে ও অনতি নিকটে মৃগগণ বিচরণ করিতেছে; এবং যাহা হংস ও কারণ্ডবগণে সমাকীর্ণা এবং চক্রবাকসমূহে শোভিতা রহিয়াছে। সেই ঐ রমণীয়া নদী গোদাবরী; কেন না, বিশুদ্ধচিত্ত অগস্ত্য মুনি ঐরূপই বর্ণন করিয়াছিলেন। সাল, তাল, তমাল, খর্জ্জূর, পনস, তিমিশ, নীবার, পুন্নাগ, আম্র, অশোক, তিলক, কেতক, চম্পক, তিনিশ, চন্দন, নীপ, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ খদির, শমী ও পাটল, এই সমস্ত গুল্মপরিবৃত ও লতাসমন্বিত পুষ্পিত বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত, ময়ূর-শব্দে নিনাদিত, বহু কন্দরযুক্ত, উচ্চ ও রমণীয় অনেক শুভদর্শন পর্ব্বত দৃষ্টি হইতেছে। ঐ সকল পর্ব্বতে স্থানে স্থানে গজ সকল সুবর্ণ, রজত ও তাম্রবর্ণ বিচিত্র রচনাদ্বারা অলঙ্কৃতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! এই স্থান রমণীয়, পুণ্যজনক এবং বিবিধ মৃগ ও পক্ষিসমূহে সেবিত; অতএব আমরা এই পক্ষীর সহিত এই স্থানেই বাস করিব।"

অতিবলবান্ বীরশত্রুহন্তা লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকর্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া অচির কালমধ্যেই তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি রঘুনন্দন রামের নিমিত্ত সুদৃশ্য অতি উত্তম এক বৃহৎ পর্ণকুটীর রচনা করিলেন। সমুচ্চ সমতল ভূভাগে নির্ম্মিত উৎকৃষ্টস্তম্ভযুক্ত দৃঢ়বদ্ধ সেই পর্ণকুটীরের ছাদ সুদীর্ঘ বংশদ্বারা নিষ্পাদিত, শমীশাখা-দ্বারা আস্তৃত এবং কুশ, কাশ, শর ও পত্রদ্বারা আচ্ছাদিত হইল। অনন্তর সেই শ্রীমান্ লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীতে যাইয়া স্নানপূর্ব্বক অনেক পদ্ম ও বিবিধ ফল গ্রহণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তিনি পুষ্পদ্বারা দেবতা-

দিগকে পূজাপূর্ব্বক যথাবিধি বাস্তুশান্তি করিয়া রামকে সেই পর্ণকুটির প্রদর্শন করিলেন। রঘুনন্দন রাম সেই সুনির্ম্মিত শুভদর্শন পর্ণকুটির দর্শন করিয়া পরমহর্ষ লাভ করিলেন এবং লক্ষ্মণকে স্নেহসহকারে বাহুদ্বয়দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া এই বাক্য বলিলেন, "ওহে সর্ব্বকার্য্যদক্ষ! তুমি এই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ; আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তজ্জন্য পুরস্কারপ্রদানচ্ছলে তোমাকে এই আলিঙ্গন করিলাম। লক্ষ্মণ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও অভিপ্রায়জ্ঞ; অতএব তুমি বর্ত্তমান থাকাতে আমাদিগের পিতা ধর্ম্মাত্মা দশরথ মৃত হন নাই।"

লক্ষ্মীবর্দ্ধন রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া সেই বহু ফলসমন্বিত প্রদেশে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সেই ধর্ম্মাত্মা রাম সীতা ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সেব্যমান হইয়া, স্বর্গলোকে দেবের ন্যায় তথায় কিয়ৎকালে বাস করিলেন।

ইতি পঞ্চদশ সর্গ॥ ১৫॥

ষোড়শ সর্গ।

মহাত্মা রঘুনন্দন রামের তথায় বাস করিতে করিতে, শরৎকাল অতীত ও প্রিয় হেমন্তকাল প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর একদা রজনী প্রভাতা হইলে, সেই রঘুনন্দন রাম স্নানার্থে রমণীয়া গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন। তদীয় ভ্রাতা বীর্য্যবান্ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ হস্তে কলস লইয়া নম্র হইয়া সীতা দেবীর সহিত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত তাঁহাকে ইহা কহিলেন, "হে প্রিয়ম্বদ! যে কাল আপনার প্রিয় এবং যাহার দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া, সংবৎসর সকলের মনোহর হয়; এই সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে সকল লোকেরই শরীর নীহারদ্বারা কঠোর হইয়া থাকে; পৃথিবী শস্যমালায় ভূষিতা হয়; জল অব্যবহার্য্য ও অনল সুখসেব্য হইয়া এই কালে মানবেরা নবশস্যদ্বারা দেবতা ও পিতৃবর্গকে পূজা করিয়া নবশস্যনির্ম্মিত ভক্ষ্য ভক্ষণ করত পাপবিহীন [illegible] এসময়ে সমস্ত জনপদেই প্রচুর খাদ্য রস ও সুমধুর দুগ্ধ সুলভ হয়; তজ্জন্য এই সময়েই বিজিগীষু মহীপালেরা দেশভ্রমণার্থে বিচরণ করেন। সূর্য্য অতিশয় অন্তক-সবিতা দক্ষিণদিকের সেবা করায়, উত্তরদিক্, তিলকবিহীনা অঙ্গনার ন্যায়, শোভা পাইতেছে না। হিমালয় স্বভাবতঃই প্রভূত হিমের আকর, তাহে আবার অধুনা সূর্য্যও তাহার দূরবর্ত্তী হইয়াছেন, সুতরাং তাহার 'হিমালয়' এই নামটি এক্ষণে সার্থক হইয়াছে। সম্প্রতি দিবসে সূর্য্য সুখসেব্য হয়েন এবং ছায়া ও জল অসেবনীয়, আর আতপস্পর্শ ও মধ্যাহ্নে বিচরণ সুখদায়ক হয়। অধুনা প্রভাত সময়ে সূর্য্য মৃদুবীর্য্য হয়েন এবং নীহারাধিক্যপ্রযুক্ত প্রভূত শীত হয়, সুতরাং প্রাণিমাত্রই জড়ীভূত হওয়ায়, অরণ্যসমস্ত শূন্যের ন্যায় হইয়া থাকে; অতএব প্রাতঃকাল হিমবিকৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই পৌষমাসে হিমপ্রযুক্ত ধূষরবর্ণা রজনীতে অনাবৃত প্রদেশে শয়ন নিবৃত্ত হইয়াছে; অধুনা রজনী সকল শীতপ্রযুক্ত দীর্ঘতা লাভ করিয়া অতিবাহিতা হইতেছে। সম্প্রতি সূর্য্য সুখসেব্যতারূপ সৌভাগ্য অপহরণ করায় এবং পরিবেষ নীহারপ্রযুক্ত ধূষরবর্ণ হওয়ায়, চন্দ্র, নিশ্বাসদ্বারা মালিন্যপ্রাপ্ত আদর্শের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন না। চন্দ্রকিরণ নীহারে মলিন হইয়া, আতপপ্রযুক্ত বিবর্ণা সীতাদেবীর ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু শোভা পাইতেছে না। পশ্চিম বায়ু স্বভাবতঃই শীতলস্পর্শ, তাহে আবার অধুনা প্রাতঃকালে নীহারসমাকুল ও দ্বিগুণ শীতল হইয়া বহিতেছে। সূর্য্য উদিত হইলে এবং ক্রৌঞ্চ ও সারস সকল শব্দ করিতে লাগিলে, যব ও গোধূমসমন্বিত নীহারপরিব্যাপ্ত অরণ্য সমস্ত শোভা ধারণ করে। সুবর্ণতুল্য প্রভাশালিনী শালি সকল খর্জ্জুরপুষ্পসদৃশ আকারসম্পন্ন তণ্ডুলপূর্ণ শিরোভাগদ্বারা কিঞ্চিৎ অবনতা হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। সূর্য্য ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াও, চন্দ্রের ন্যায়, লক্ষিত হয়েন; কেন না, ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ তদীয় কিরণ সমূহে

হিম ও নীহারদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। অধুনা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ আতপ ভূতলে সংলগ্ন হইয়া শোভিত হয়; পূর্ব্বাহ্নে উহার বীর্য্যই অনুভূত হয় না; মধ্যাহ্নেও তৎস্পর্শে সুখ জন্মিয়া থাকে। প্রভাতে নীহারপাতে ঈষৎ ক্লিন্ন শাদ্বল-সমন্বিতা বনভূমি তরুণ আতপে সমাকুলা হইয়া শোভা ধারণ করে। এক্ষণে বন্য হস্তী-অত্যন্ত তৃষার্ত্ত হইয়াও আহ্লাদসহকারে অতি শীতল জল স্পর্শ করিয়াই শৈত্যপ্রযুক্ত হস্ত সঙ্কুচিত করে। এই সমস্ত জলচারী পক্ষীরা তীরে উপবিষ্ট রহিয়াছে; অপটু ব্যক্তিরা যেমন যুদ্ধে প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ জলে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। পুষ্পশূন্য অরণ্যসমূহ নীহারান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া, প্রসুপ্তের ন্যায়, লক্ষিত হইতেছে। অধুনা নদী সকল বাষ্পাচ্ছন্নসলিলা ও হিমার্দ্রবালুক-তীরসমন্বিতা হইয়া দীপ্তি পাইতেছে; তন্মধ্য-বর্ত্তী সারসেরা কেবল শব্দদ্বারা বিজ্ঞাত হইতেছে। এক্ষণে পর্ব্বতাগ্রস্থিত জল ও তুষারপাত ও ভাস্করের মৃদুতাহেতুক অতীব শীতল হইয়া বিষবৎ হইয়াছে। অধুনা কমলাকর সরোবর সমস্ত জরা-ঝর্ঝরিত পত্রযুক্ত এবং শীর্ণকেসর ও কর্ণিকাসমন্বিত নালমাত্রাবশিষ্ট নলিনীসমূহে সমাকুল ও হিমবিকৃত হইয়া শোভিত হইতেছে না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে ধর্ম্মাত্মা ভরত নগরে থাকিয়া আপনার প্রতি ভক্তিবশত দুঃখসমন্বিত হইয়া তপস্যাচরণ করিতেছেন,—রাজ্য, মান, ও নানাবিধ ভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তপোরত ও নিয়তাহার হইয়া সুশীতল মহীতলে শয়ন করিতেছেন। তিনিও নিত্যই এই সময়ে প্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হইয়া স্নানার্থে সরযূ নদীতে গমন করেন। তিনি অত্যন্ত সুকুমার এবং অতি সুখে বর্দ্ধিত হইয়াছেন, অধুনা হিমার্দ্দিত হইয়া কি প্রকারে রজনী শেষে সরযূ নদীতে অবগাহন করিতেছেন! আর্য্য! সেই অরিন্দম, পদ্মপলাশলোচন, শ্যামবর্ণ, মহত্ত্বসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শান্তস্বভাব, লজ্জাশালী দীর্ঘবাহু এবং প্রিয় ও সত্যবাদী শ্রীমান্ ভরত নানাবিধ সুখজনক কাম্য বস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। হে বনবাসিন্! আপনার ভ্রাতা মহাত্মা ভরত নগরে থাকিয়াও আপনার অনুকারী হইয়া তপস্যা করত নিশ্চয়ই স্বর্গ জয় করিয়াছেন। দ্বিপদ মানবেরা পিতৃ স্বভাবের অনুবর্ত্তী হন না, পরন্তু মাতারই স্বভাবের অনুবর্ত্তন করেন, এই লোকবিখ্যাত প্রবাদ, ভরত-কর্ত্তৃক অন্যথাকৃত হইল। রাজা দশরথ যাঁহার স্বামী এবং সাধুস্বভাব ভরত যাঁহার পুত্র; সেই মধ্যম জননী কেকয়ী দেবী কি প্রকারে তাদৃশী ক্রূরাচারিণী হইলেন।"

ধার্ম্মিক লক্ষ্মণ স্নেহ প্রযুক্ত ঐরূপ বাক্য বলিলে রঘুনন্দন রাম মধ্যম জননীর সেই অপবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ইহা বলিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি কোন প্রকারেই সেই মধ্যম জননীকে নিন্দা করিও না; পরন্তু সেই ইক্ষ্বাকুকুলনাথ ভরতের কথা বল। আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ়তর অধ্যবসায়বতী থাকিয়াও ভরতের প্রতি স্নেহবশত সন্তাপান্বিতা হইয়া বারংবার বিমোহিতা হইতেছে। মনঃসন্তোষদায়ক ও অমৃততুল্য হৃদয় প্রফুল্লকারক তদীয় প্রিয় ও মধুর বাক্য সমস্ত আমার স্মৃতিপথে নিয়ত উদিত হইতেছে। হে রঘুনন্দন! আমি তোমার সমভিব্যাহারে কবে মহাত্মা ভরত ও বীর্য্যসম্পন্ন শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইব।"

কাকুৎস্থ রাম ঐরূপ বিলাপ করিতে করিতে গোদাবরী নদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ভ্রাতা ও সীতার সহিত তন্মধ্যে অবগাহন করিলেন। পরে সেই নিষ্পাপ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দেবী সলিলদ্বারা দেব ও পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও অপর দেবদিগকে স্তব করিলেন। সেই রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া, পর্ব্বতরাজতনয়া উমা ও নন্দীর সহিত কৃতস্নান ভগবান্ মহেশ্বর রুদ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

ইতি ষোড়শ সর্গ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

রঘুনন্দন রাম সীতা ও সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত স্নান করিয়া সেই গোদাবরী তীর হইতে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। পরে তিনি লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমে আসিয়া পূর্ব্বাহ্নকার্য্য সমাধা করিয়া পর্ণশালামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মহর্ষিগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন। সেই মহাবাহু রাম পর্ণশালামধ্যে সীতার সহিত আসীন হইয়া, চিত্রানক্ষত্রসমন্বিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন। তখন রাম আসীন হইয়া কথায় নিবিষ্টচিত্ত হইলে, সেই প্রদেশে কোন রাক্ষসী যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিল। সেই রাক্ষসী দশবদন রাবণের ভগিনী; তাহার নাম শূর্পণখা; সেই দেবোপম রামের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিল এবং পদ্মপত্রসদৃশবিস্তৃতলোচন, প্রদীপ্তবদন, গজতুল্যগামী, জটামণ্ডলধারী, রাজলক্ষণসম্পন্ন, ইন্দীবরতুল্যশ্যামবর্ণ, কামসদৃশ প্রভাশালী, মহেন্দ্রতুল্য প্রভাবসমন্বিত ও অতীব বলবান্ মহাবাহু সুকুমার রামকে দর্শন করিয়া কামমোহিতা হইল। সেই দুর্ম্মুখী, মহোদরী, বিরূপাক্ষী, তাম্রকেশী, বিকৃতরূপা, ঘোরস্বরা, অতিবৃদ্ধা, প্রতিকূলবাদিনী, অতিদুর্ব্বৃত্তা, অপ্রিয়দর্শনা রাক্ষসী সুমুখ, ক্ষীণকটি, বিশালনয়ন, কৃষ্ণকেশ, প্রিয়রূপ, সুস্বরবান্, যৌবনসম্পন্ন, অনুকূলবাদী, শুভচরিত, প্রিয়দর্শন রামকে ইহা বলিল, "তুমি জটাধারী হইয়া তাপসবেশে ধনু ও বাণ ধারণ করত ভার্য্যার সহিত কি নিমিত্ত এই রাক্ষসসেবিত দেশে আগমন করিয়াছ? তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।"

শত্রুতাপন রাম শূর্পণখাকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া সরলচিত্ততাপ্রযুক্ত তাহার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন, "মহেন্দ্রসদৃশ বিক্রমসম্পন্ন দশরথনামা রাজা ছিলেন; আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; আমার নাম রাম, ইহা বহু জনের শ্রবণগোচর হইয়াছে। ইনি আমার অনুগত কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ইহার নাম লক্ষ্মণ। সীতা নামে বিখ্যাতা এই বিদেহরাজদুহিতা আমার ভার্য্যা। আমি, জনক নরেন্দ্র দশরথ ও জননী কেকয়ী দেবীকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গুরুজনের আজ্ঞাপালনরূপ ধর্ম্মকামনা করিয়া বনে বাস করিতে এখানে আগমন করিয়াছি। তোমাকে জানিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; তোমার নাম কি, তুমি কাহার তনয়া এবং তুমি কাহার বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ? তোমার অঙ্গ এরূপ মনোজ্ঞ যে, তোমাকে দর্শন করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি রাক্ষসী। তুমি এখানেই বা কিকারণে আগমন করিয়াছ, তাহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।"

তখন সেই মদনাতুরা রাক্ষসী তাঁহাকে এই কথা বলিল, "রাম! আমি বলিতেছি; তুমি আমার যথার্থ বাক্য শ্রবণ কর। আমি অভিলষিতরূপধারণসমর্থা রাক্ষসী; আমার নাম শূর্পণখা; আমি একাকিনীই সমস্ত প্রাণীর ভয় উৎপাদন করত এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি। রাবণ আমার ভ্রাতা; বোধ করি, তিনি তোমার শ্রবণগোচর হইয়া থাকিবেন। অপিচ, নিরন্তর নিদ্রাপরায়ণ মহাবল কুম্ভকর্ণ রাক্ষসচরিত্রবিহীন ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ এবং যুদ্ধস্থলে যাঁহাদিগের বীর্য্য বিখ্যাত হইয়াছে, সেই খর ও দূষণ আমার ভ্রাতা। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম! আমি তোমাকে প্রথমত দর্শন করিয়াই মনে মনে স্বামী নিশ্চয় করত তাঁহাদিগের অতিক্রমপূর্ব্বক তোমার নিকটে আসিয়াছি। আমি পরাক্রমসম্পন্না; আমি বলহেতু স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারি; তুমি চিরকাল আমার স্বামী হও; তুমি সীতাকে লইয়া কি করিবে? এই সীতা বিকৃতাকারা ও বিরূপা, সুতরাং তোমার যোগ্যা নহে; আমিই রূপহেতু তোমার ভার্য্যা হইবার যোগ্যা; তুমি আমাকে দর্শন কর। আমি তোমার ভ্রাতা এবং এই মানুষযোনিজাতা, বিকৃতরূপা, করালা ও নতোদরী অসতীকে ভক্ষণ করিব

তৎপরে তুমি আমার সহিত কামভোগে তৎপর হইয়া বিবিধ পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বনে বিচরণ করিবে।”

বাক্যবিশারদ কাকুৎস্থ রাম সেই খঞ্জন পক্ষি সদৃশ লোচনসম্পন্না রাক্ষসী কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া হাস্য করিয়া তাহাকে বাক্য বলিতে উপক্রম করিলেন।

ইতি সপ্তদশ সর্গ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

অনন্তর রাম, পরিহাসাভিলাষে ঈষৎ হাস্য করত মনোহর বাক্যে সেই কামপাশে আবদ্ধা শূর্পণখাকে কহিলেন, “আমি কৃতদার হইয়াছি ইনি আমার প্রেয়সী ভার্য্যা; তোমার সদৃশী নারীদিগের সপত্নীসদ্ভাব অতীব দুঃখদায়ক। আমার এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সুচরিত্র, শ্রীমান্, বীর্য্যবান্, প্রিয়দর্শন, যুবা, অকৃতদার, ভার্য্যা-সুখলাভে বঞ্চিত ও ভার্য্যার্থী; সুতরাং ইনি তোমার এইরূপের অনুরূপ স্বামী হইবেন। হে বিশালাক্ষি! যেরূপ সূর্য্যপ্রভা মেরু পর্ব্বতকে ভজনা করে, তুমি সেইরূপ সপত্নীবিহীনা হইয়া আমার এই ভ্রাতাকে স্বামীরূপে ভজনা কর।”

সেই কামমোহিতা রাক্ষসী রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্তা হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা লক্ষ্মণের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে কহিল, “আমি কামিনীদিগের মধ্যে উত্তমা, সুতরাং আমিই তোমার রূপের যোগ্যা ভার্য্যা; তুমি আমার সহিত সুখে এই সমস্ত দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিবে।”

অনন্তর বক্তৃতা বিশারদ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রাক্ষসী শূর্পণখা কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে এই যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিলেন, “হে কমলবর্ণে! আমি আর্য্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের অধীন দাস, সুতরাং তুমি কি প্রকারে আমার ভার্য্যা হইয়া দাসী হইতে অভিলাষ করিতেছ? হে বিশালাক্ষি! তোমার বর্ণে অণুমাত্রও মালিন্য নাই; তুমি সফল-মনোরথা ও প্রমোদান্বিতা হইয়া সিদ্ধ মনোরথ আর্য্য রামের কনিষ্ঠা ভার্য্যা হও; তাহা হইলে, উনি ঐ নতোদরী, বিরূপা, বিকৃতাকারা ও বৃদ্ধা অসতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমা-কেই ভজনা করিবেন। হে বরবর্ণিনি! কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই শ্রেষ্ঠরূপ পরিত্যাগ করিয়া মানবযোনিজাতা রমণীতে প্রণয় করেন?”

সেই পরিহাসানভিজ্ঞা কামমোহিতা বিকৃতাকারা লম্বোদরী রাক্ষসী লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া তদীয় বাক্য সত্য বোধ করিয়া পর্ণশালা মধ্যে সীতার সহিত উপবিষ্ট অধর্ষণীয় শত্রুতাপন রামের সমীপে যাইয়া তাঁহাকে বলিল, “তুমি এই বিরূপা, বিকৃতা-কারা, নতোদরী ও বৃদ্ধা ভার্য্যার প্রতি আসক্ত হইয়া আমাকে সম্মান করিতেছ না! আমি এক্ষণেই তোমার সমক্ষে এই মানুষীকে ভক্ষণ করিব এবং সপত্নীবিহীনা হইয়া পরম সুখে তোমার সহিত বিচরণ করিব।”

সেই অলাতসদৃশলোচনা শূর্পণখা এইরূপ বলিয়া অতীব ক্রোধান্বিতা হইয়া, রোহিণীর প্রতি মহতী উল্কার ন্যায়, মৃগশিশুনয়না সীতার প্রতি ধাবিতা হইল। সেই যমপাশসদৃশী রাক্ষসীকে অভিমুখে আসিতে দেখিয়া, মহাবল রাম তাহাকে নিগ্রহ করিয়া কুপিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, “হে শুভদর্শন সুমিত্রা-নন্দন! ক্রূরস্বভাব অনার্য্যদিগের সহিত কোন প্রকারেই পরিহাস কর্ত্তব্য নহে; দেখ, বিদেহরাজদুহিতা সীতা দেবী অতিক্লেশে জীবিতা রহিয়াছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি এই কামমত্তা, বিরূপা, মহোদরী, অসতী রাক্ষসীকে বিকৃতরূপা কর।”

মহাবল লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহার সমক্ষেই কোশ হইতে খড়্গ বহির্গত করিয়া সেই রাক্ষসীর কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিলেন। তখন সেই ভয়ঙ্করাকারা শূর্পণখা ছিন্নকর্ণ-নাসা হইয়া বিকট স্বরে চীৎকার করত যথা হইতে আসিয়াছিল, সেই বন অভিমুখে ধাবিতা হইল। অতিভয়ঙ্করাকারা বিরূপা রাক্ষসী শোণিতলিপ্তাঙ্গী হইয়া, বর্ষা-কালীন মেঘের ন্যায়, বিবিধ চীৎকারধ্বনি করিতে লাগিল। ঘোরদর্শনা রাক্ষসী রুধির ক্ষরণ করত বাহু উত্তোলন করিয়া নানাবিধ

গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবনে প্রবেশ করিল। অনন্তর লক্ষ্মণকর্ত্তৃক বিরূপিতা সেই রাক্ষসী জনস্থানস্থিত রাক্ষসসমূহে পরিবৃত উগ্রতেজা ভ্রাতা খরের নিকটে যাইয়া, গগন হইতে অশনির ন্যায়, ভূতলে পতিতা হইল। খরের ভগিনী সেই রাক্ষসী শোণিতলিপ্তাঙ্গী এবং ভয় ও মোহপ্রযুক্ত ভ্রান্তচিত্তা হইয়া তাহার নিকটে ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত রঘুনন্দন রামের বনে আগমন ও তৎকৃত আত্মকর্ণনাসাচ্ছেদনবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিল।

ইতি অষ্টাদশ সর্গ॥ ১৮॥

একোনবিংশ স

রাক্ষস খর সেই ভগিনীকে বিরূপিতা, শোণিতলিপ্তা ও তাদৃশ ভাবে ভূতলে পতিতা দেখিয়া ক্রোধে তাপিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি উত্থিতা হও; মোহ ও সম্ভ্রম বিনাশ কর; বল,—তুমি ঈদৃশী রূপবতী হইয়া কোন্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক বিরূপিতা হইয়াছ, তাহা স্পষ্টরূপে কীর্ত্তন কর। কোন্ ব্যক্তি অভিমুখস্থিত অনপকারী আশীবিষ কৃষ্ণ সর্পকে লীলাক্রমে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা আহত করিতেছে? অদ্য তোমাকে পাইয়া, যে ব্যক্তি উৎকট বিষ পান করিয়াছে, সে মোহপ্রযুক্ত কণ্ঠদেশ কালপাশে আবদ্ধ করিয়া জানিতে পারিতেছে না। তুমি বলবতী ও বিক্রমসম্পন্না; এবং ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিতে ও সর্ব্বত্র যাইতে তোমার সামর্থ্য আছে; তুমি যমসদৃশী হইয়াও কোন্ ব্যক্তির নিকটে যাইয়া ঈদৃশী দুরবস্থাপন্না হইয়াছ? মহাত্মা দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও অন্যান্য প্রাণীদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এরূপ উৎকৃষ্টবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াছে, যে তোমাকে বিরূপিতা করিয়াছে? দেবগণের মধ্যে সহস্রলোচন পাকশাসন মহেন্দ্রব্যতিরেকে, আমার অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারে, আমি লোকমধ্যে এরূপ কোন ব্যক্তিকেই দেখিতেছি না; সে যাহা হউক, হংস যেমন পানোদ্যত হইয়া জলমধ্যবর্ত্তী ক্ষীর গ্রহণ করে; সেইরূপ অদ্য আমি প্রাণান্তকারী শরসমূহদ্বারা তাহার শরীরস্থ প্রাণ গ্রহণ করিব? পৃথিবী যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক শরসমূহদ্বারা ভিন্নকর্ম্মা ও নিহত কোন্ ব্যক্তির ফেনযুক্ত রক্ত পানে বাসনা করিতেছে? কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইলে, পক্ষি সমস্ত মিলিত ও হৃষ্ট হইয়া তদীয় দেহ হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করিবে? যে যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই সেই দীনকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। তুমি ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া যে অবিনয়ী ব্যক্তি বিক্রম প্রকাশ করিয়া বনমধ্যে তোমাকে পরাজয় করিয়াছে, আমার নিকটে তাহাকে নির্দ্দেশ কর।"

অনন্তর শূর্পণখা অতীব ক্রোধান্বিত ভ্রাতা খরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্প মোচন করত তাহাকে ইহা বলিল, "রাজা দশরথের রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুই পুত্র আছে, সেই দুই ভ্রাতা সুকুমার, অতি বলবান্, তরুণ, রূপসম্পন্ন পদ্মসদৃশবিশালনয়ন, ফলমূলাহারী, ধর্ম্মচারী বশীকৃতেন্দ্রিয় ও তপস্যানিরত; তাহাদিগের পরিধান চীর ও উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন; তাহারা রাজলক্ষণান্বিত ও গন্ধর্ব্বরাজসদৃশ; তাহারা দেব কি দানব, ইহা আমি তর্কদ্বারা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাভরণ ভূষিতা সুমধ্যমা এক রূপবতী যুবতী স্ত্রী আছে, ইহা আমি অবলোকন করিয়াছি। তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া সেই প্রমদার নিমিত্ত, অনাথা কুলটার ন্যায়, আমাকে ঈদৃশী অবস্থাপন্না করিয়াছে। রণক্ষেত্রে তাহারা সেই কুটিলচরিত্রা যোষার সহিত নিহত হইলে, আমি তাহাদিগের ফেনযুক্ত রক্তপান করিতে অভিলাষ করিতেছি। তুমি আমার এই প্রথম অভিলাষ সফল কর, আমি মহাযুদ্ধে তাহাদিগের রক্তপান করি।"

শূর্পণখা ঐরূপ বলিলে, খর অতীব ক্রোধযুক্ত হইয়া অন্তকসদৃশ মহাবল চতুর্দ্দশ রাক্ষসদিগকে এরূপ আদেশ করিল, "চীরপরিধারী ও কৃষ্ণাজিনোত্তরবাসা শস্ত্রধারী দুই মানুষ প্রমদার সহিত ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ

করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে ও সেই দুঃশীলা অবলাকে হনন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও; আমার এই ভগিনী তাহাদিগের রক্ত পান করিবেন। রাক্ষসগণ! তোমরা শীঘ্র তথায় যাইয়া বলদ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিয়া আমার ভগিনীর এই অভিলষিত বিষয় সম্পাদন কর। তোমরা যুদ্ধে সেই উভয় ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছ, অবলোকন করিয়া ইনি শারীরিক ও মানসিক প্রমোদসহকারে তাহাদিগের রক্ত পান করিবেন।"

সেই চতুর্দ্দশ রাক্ষসেরা খর-কর্ত্তৃক ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া শূর্পণখার সহিত, বায়ুপ্রেরিত মেঘের ন্যায় তথায় গমন করিল।

ইতি একোনবিংশ সর্গ ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

অনন্তর ভয়ঙ্করাকারা রাক্ষসী শূর্পণখা রঘুনন্দন রামের আশ্রমে যাইয়া রাক্ষসদিগের নিকটে সীতার সহিত সেই উভয় ভ্রাতাকে নির্দ্দেশ করিল। তাহারা পর্ণশালামধ্যে রামকে সীতার সহিত উপবিষ্ট ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সেবিত অবলোকন করিল। অনন্তর রঘুনন্দন রাম সেই রাক্ষসী ও সেই রাক্ষসদিগকে আগত দেখিয়া দীপ্ততেজা ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সুমিত্রানন্দন! তুমি মুহূর্ত্তকাল সীতার নিকটে অবস্থান কর, যাবৎ আমি এই রাক্ষসীর পক্ষপাতী এই সমস্ত রাক্ষসদিগকে বধ না করি।"

আত্মজ্ঞ রঘুনন্দন রামের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া তদীয় বাক্য অভিনন্দন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রামও স্বর্ণভূষিত মহাধনুতে জ্যা আরোপণ করিয়া সেই রাক্ষসদিগকে বলিলেন, "আমরা দুই ভ্রাতা রাজা দশরথের পুত্র; আমাদিগের নাম রাম ও লক্ষ্মণ; আমরা সীতার সহিত এই দুর্গম দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি এবং ইন্দ্রিয় দমনপূর্ব্বক ফলমূল ভোজন করিয়া তপশ্চাচরণ করত ধর্ম্মচারী হইয়া বাস করিতেছি; তোরা কিজন্য আমাদিগের হিংসা করিতেছিস্? তোরা পাপাত্মা ও ঋষিদিগের অনিষ্টকারী; আমি ঋষিদিগের আদেশানুসারে তোদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত ধনুর্দ্ধারী হইয়া এই মহারণ্যে আসিয়াছি। রাক্ষসগণ! তোমাদিগকে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে না; তোরা সন্তুষ্ট হইয়া এই স্থানেই অবস্থিত হ, অথবা যদি ইহলোকে তোদের জীবনে প্রয়োজন থাকে, তবে পলায়ন কর।"

সেই ভয়ঙ্কর কঠোরবাদী শূলধারী ব্রাহ্মণঘাতী চতুর্দ্দশ রাক্ষসেরা মধুরভাষী লোহিতলোচন রামের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রক্তলোচন হইয়া তদীয় পরাক্রমে অনভিজ্ঞতাবশত হর্ষসহকারে তাঁহাকে এই বাক্য বলিল, "তুই আমাদিগের প্রভু মহাত্মা খরের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছিস্, আমরা তোকে যুদ্ধে হনন করিব; তুই সদ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিবি। তুই একক, আমরা অনেক অতএব তুই আমাদিগের সম্মুখেই থাকিতে পারিবি না, সুতরাং তুই আমাদিগের সহিত যুদ্ধস্থলে যুদ্ধ করিতে পারিবি না, ইহা বলা অধিক! তুই এখনই আমাদিগের বাহুপ্রমুক্ত এই সমস্ত শূল, পরিঘ ও পট্টিশদ্বারা আহত হইয়া প্রাণ, বীর্য্য ও হস্তধৃত ধনু পরিত্যাগ করিবি।"

সেই চতুর্দ্দশ রাক্ষসেরা ঐরূপ বলিয়া আয়ুধ ও খড়্গ উদ্যত করিয়া অজেয় রঘুনন্দন রামের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং তাঁহার প্রতি সেই সমস্ত শূল নিক্ষেপ করিল। মহাতেজা কাকুৎস্থ রাম স্বর্ণভূষিত চতুর্দ্দশ শরদ্বারা সেই চতুর্দ্দশ শূল ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পরম ক্রোধান্বিত হইয়া শিলাশাণিত সূর্য্যসদৃশ প্রভান্বিত চতুর্দ্দশ নারাচ গ্রহণ করিলেন। পরে মহেন্দ্র যেমন বজ্র পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত নারাচ গ্রহণপূর্ব্বক ধনু নত করিয়া রাক্ষসদিগকে লক্ষ্য উদ্দেশ করত তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ সর্পেরা বল্মীক হইতে ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই সমস্ত নারাচ বেগসহকারে রাক্ষসদিগের

বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া রক্তলিপ্ত হইয়া তথা হইতে ভূতলে পতিত হইল। তাহারাও সেই সমস্ত নারাচে ভিন্নহৃদয়, শোণিত প্লাবিত দেহ ও গত প্রাণ হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষেরন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তাহাদিগকে ভূতলে পতিত দেখিয়া, রাক্ষসী ক্রোধে অধীরা ও খেদান্বিতা হইয়া ভ্রাতা খরের নিকটে যাইয়া পুনর্ব্বার ভূতলে পতিতা হইল এবং শোকার্ত্তা ও বিরসবদনা হইয়া চীৎকারসহকারে বাষ্প মোচন করিতে লাগিল। তৎকালে রক্ত কিঞ্চিৎ শুষ্ক হওয়ায় সে নির্য্যাসসমন্বিতা লতার সাদৃশ ধারণ করিয়াছিল। যুদ্ধে রাক্ষসদিগকে রামকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া, খরের ভগিনী শূর্পণখা তথা হইতে ধাবিতা হইয়া পুনর্ব্বার তাহার নিকটে যাইয়া আনুপূর্ব্বিক ক্রমে তাহাদিগের বধবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিল।

ইতি বিংশ সর্গ॥ ২০॥

একবিংশ সর্গ।

অনর্থের নিমিত্ত আগতা শূর্পণখাকে পুনর্ব্বার ভূতলে পতিতা দর্শন করিয়া, সেই খর ক্রোধসহকারে তাহাকে পুনর্ব্বার স্পষ্টস্বরে ইহা বলিল, "আমি এক্ষণেই তোমার প্রিয় সম্পাদনার্থে সেই শৌর্য্যশালী মাংসভোজী রাক্ষসদিগকে আদেশ করিয়াছি; তাহারাও আমার নিয়ত ভক্ত, অনুরক্ত ও হিতকারী; তাহারা যে আমার বাক্য পালন করিবে না, ইহা কখনই হইবে না; এবং তাহারা কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া হত হইবারও নহে; তবে তুমি পুনর্ব্বার কেন রোদন করিতেছ? তুমি যে কারণে পুনর্ব্বার 'হা নাথ!' বলিয়া চীৎকার করত ভূতলে সর্পের ন্যায়, অবলুণ্ঠিতা হইতেছ, তাহা কি, ইহা আমি জানিতে অভিলাষ করি। আমি তোমার রক্ষক থাকিতে, তুমি কেন বিলাপ করিতেছ? তুমি ওঠ, ওঠ, আর এরূপ বিলাপ করিও না ক্ষোভ পরিত্যাগ কর।"

ভ্রাতা খরকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা ও আশ্বাসিতা হইয়া, সেই দুর্দ্ধর্ষা রাক্ষসী নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে বলিল, "আমি অনতিবিলম্বে ছিন্নকর্ণনাসা ও রক্তপ্লাবিত দেহা হইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছিলাম; তুমিও আমাকে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করিয়াছিলে। তুমি আমার প্রিয় সম্পাদনার্থে সেই শূলপট্টিশধারী অসহিষ্ণু শৌর্য্যশালী ভয়ঙ্কর চতুর্দ্দশ রাক্ষসদিগকে লক্ষ্মণের সহিত রামকে হনন করিতে প্রেরণ করিয়াছিলে; কিন্তু তাহারা সকলেই যুদ্ধে রাম-কর্ত্তৃক মর্ম্মভেদী বাণগণদ্বারা নিহত হইয়াছে। সেই অতি দ্রুতগামী রাক্ষসদিগকে ক্ষণকালমধ্যে ভূমিতলে পতিত ও রামের তাদৃশ মহৎ কর্ম্ম দর্শন করিয়া, আমার অত্যন্ত ত্রাস হইল। হে নিশাচর! আমি সর্ব্বত্র ভয় দর্শন করত ভীতা, উদ্বিগ্না ও বিষণ্ণা হইয়া তোমার নিকটে পুনর্ব্বার আসিয়াছি; কেন না তুমিই আমার রক্ষাকর্ত্তা। সম্প্রতি ত্রাস যাহার ঊর্ম্মি স্বরূপ, সেই বিষাদরূপ কুম্ভীরে সমাকুল বিপুল শোকসাগরে আমি নিমগ্না হইতেছি; তুমি কি আমাকে পরিত্রাণ করিবে না। যে সমস্ত মাংসভোজী রাক্ষসেরা আমার অনুগামী হইয়াছিল, রাম ভূতলে অবস্থিত হইয়াই নিশিত শরসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে হনন করিয়াছে।

হে নিশাচর! যদি আমার ও সেই সমস্ত রাক্ষসপুত্রের প্রতি তোমার দয়া থাকে এবং যদি তোমার সেই দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসবিনাশী রামের সহিত যুদ্ধ করিতে শক্তি ও তেজ থাকে, তবে তুমি তাহাকে হনন কর। যদি তুমি অদ্য সেই শত্রুহন্তা রামকে বধ না কর, তবে আমি নির্লজ্জা হইয়া তোমার সমক্ষেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব! আমি বুদ্ধিগম্য দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি সৈন্যগণে পরিবৃত হইলেও যুদ্ধে রামের সম্মুখে অবস্থিত হইতে পারিবে না। হে মূঢ়! তুমি শূরাভিমানী; কিন্তু বাস্তবিক শূর নহ; তুমি রাক্ষসবংশের কলঙ্কস্বরূপ; তুমি বান্ধবগণের সহিত শীঘ্র এই জনস্থান হইতে পলায়ন কর, অথবা রাম ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধে বধ কর। যদি তুমি সেই দুই মানব রাম ও লক্ষ্মণকে হনন করিতে না পার, তবে তুমি হীনবীর্য্য ও দুর্ব্বল

য়া কিপ্রকারে এখানে গ্রাস করিবে ? তুমি মের তেজে অভিভূত হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হবে ; কেননা সেই দশরথতনয় রাম অতীব জস্বী এবং তদীয় ভ্রাতাও অতি বীর্য্যবান্ আমাকে বিরূপিতা করিয়াছে।"

মহোদরী রাক্ষসী শূর্পণখা শোকার্ত্তা হইয়া তার নিকটে সেইরূপ নানাবিধ বিলাপ রিয়া সংজ্ঞাবিহীনা হইল এবং অত্যন্ত দুঃখিত ইয়া হস্তদ্বারা উদরে আঘাত করত রোদন রিতে লাগিল।

ইতি একবিংশ সর্গ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর সেই শৌর্য্যশালী তীক্ষ্ণস্বভাব খর র্পণখাকর্তৃক সেইরূপ তিরস্কৃত হইয়া রাক্ষস-গের মধ্যে তাহাকে এই কঠোর বাক্য লিল, "যেরূপ লবণসমুদ্র স্বীয় উচ্ছলিত জল রণ করিতে পারে না সেইরূপ আমিও তামার অপমানে সমুৎপন্ন এই তুলনাবিহীন ক্রোধ ধারণ করিতে পারিব না ; আমি বীর্য্য-প্রযুক্ত ক্ষীণজীবন মানুষ রামকে গণনা করি-না ; সে আত্মদুশ্চরিতহেতুক অদ্য মৎকর্তৃক নহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। তুমি এই ভয়জন্য ব্যাকুলভাব পরিত্যাগ কর, আর বাষ্প মোচন করিও না ; আমি অবশ্যই ভ্রাতৃ হিত রামকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। রাক্ষসি ! অদ্য রাম মদীয় পরশ্বধে নিহত ও ক্ষীণজীবন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে তুমি তদীয় রক্তবর্ণ উষ্ণরুধির পান করিবে।"

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভ্রাতা খরের মুখনির্গত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, শূর্পণখা অজ্ঞাতাপ্রযুক্ত তাহাকে, হর্ষসহকারে পুনর্ব্বার প্রশংসা করিল। শূর্পণখাকর্তৃক প্রথমে নিন্দিত ও পরে প্রশংসিত হইয়া, তখন খর সেনাপতি দূষণকে কহিল, "হে শুভদর্শন ! যাহাদিগের বর্ণ নীল মেঘসদৃশ, যেগ অতি ভয়ঙ্কর ও ক্রীড়া কেবল লোকহিংসা, মদীয় চিত্তানুবর্ত্তী ও যুদ্ধে অনিবর্ত্তী সেই মহোৎসিক্ত চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসদিগকে যুদ্ধার্থে সমুদ্যুক্ত কর। হে সৌম্য ! তুমি আমার রথ এবং অনেক ধনু, শর, বিচিত্র খড়্গ ও বিবিধ নিশিতশক্তি আনয়ন কর। হে যুদ্ধাভিজ্ঞ ! আমি সেই অবিনয়ী রামকে বধ করিবার নিমিত্ত মহাত্মা রাক্ষসদিগের অগ্রেই নির্গত হইতে ইচ্ছা করিতেছি।"

রাক্ষস খর ঐরূপ বলিলে, দূষণ কিয়ৎকাল পরে তাহাকে 'চিত্রবর্ণ অশ্বগণে যোজিত সূর্য্য-সদৃশ বর্ণসমন্বিত রথ উপস্থিত হইয়াছে' ইহা বলিল। তখন খর ক্রোধবশত সেই সাধু-ঘোটকযোজিত, স্বর্ণচিত্রিত স্বর্ণময় চক্রসমন্বিত উৎকৃষ্ট কিঙ্কিণীজালে ভূষিত, বৈদূর্য্যময় কূবর-যুক্ত, ধ্বজসম্পন্ন, সুবিস্তীর্ণ, খড়্গপ্রভৃতি বিবিধ শস্ত্রসমাকুল, মেরুশিখরসদৃশ রথে আরোহণ করিল। সেই রথ অলঙ্কারস্বরূপ স্বর্ণচিত্রিত মৎস্য, বৃক্ষ, পুষ্প, শৈল, পক্ষী ও তারাসমূহে এবং চন্দ্রকান্ত মণিগণে বিভূষিত ছিল। অন-ন্তর রথ, চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজযুক্ত সেই মহৎ সৈন্য সজ্জিত হইয়াছে, অবলোকন করিয়া, খর ও দূষণ সমস্ত রাক্ষসদিগকে "তোমরা নির্গত হও," ইহা বলিল। পরে সেই ভয়ানক চর্ম্ম, আয়ুধ ও ধ্বজযুক্ত রাক্ষসসৈন্য মহাশব্দ করত মহাবেগে জনস্থান হইতে বহির্গত হইল। খরচিত্তানুবর্ত্তী সেই চতুর্দ্দশ সহস্র ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা রথস্থ মুদ্গর, পট্টিশ, শূল, সুতীক্ষ্ণ পরশ্বধ, খড়্গ, দীপ্তিশালী চক্র ও প্রভাযুক্ত তোমর এবং হস্তধৃতশক্তি, ভয়ানক পরিঘ, অতি বৃহৎ ধনু, গদা, অসি, মুষল ও বজ্রসদৃশ ভীমদর্শন অস্ত্রসমূহের সহিত জনস্থান হইতে নির্গত হইল। সেই ভীমদর্শন রাক্ষসদিগকে ধাবিত হইতে দেখিয়া, কিঞ্চিৎ পরে খরের রথ গমন করিল। অনন্তর খরের সারথি তদীয় মত অবগত হইয়া সেই চিত্রবর্ণ স্বর্ণভূষিত অশ্ব সকল চালনা করিল। তখন রিপুঘাতী খরের সেই রথ সারথিকর্তৃক চালিত ও দ্রুত গমনোদ্যত হইয়া, শব্দদ্বারা সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ পূরণ করিল। অতি বলবান্ সেই প্রখরস্বর খর ক্রোধান্বিত ও যমের ন্যায়, শত্রু-বিনাশে ত্বরাযুক্ত হইয়া, শিলাবর্ষী মেঘের ন্যায়, ধ্বনি করত সারথিকে নিয়োগ করিল।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

পর্ব্বতের ন্যায় অরুণবর্ণ মহাভয়ঙ্কর মেঘ, যুদ্ধার্থে প্রস্থিত সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসসৈন্য লক্ষ্য করিয়া তুমুলশব্দ সহকারে রক্তমিশ্রিত জল বর্ষণ করিতে লাগিল। খরের রথে যোজিত সেই দ্রুতগামী অশ্ব সকল হঠাৎ পুষ্পপরিব্যাপ্ত সমতল রাজপথে পতিত হইল। সূর্য্যমণ্ডলে অলাতচক্রসদৃশ এক পরিবেশ হইল; তাহার বর্ণ শ্যাম ও অন্তর্ভাগ রক্তবর্ণ ছিল। অনন্তর এক অতি ভয়ঙ্কর বৃহৎকায় গৃধ্র আসিয়া খরের সমুচ্ছ্রিত স্বর্ণদণ্ড ধ্বজ আক্রমণ করিয়া অবস্থিত হইল। বিকটশব্দকারী মাংসভোজী পশু ও পক্ষীরা জনস্থানের নিকটে আসিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে নানাবিধ শব্দ করিতে লাগিল। মহাশব্দকারী ভয়ঙ্কর শৃগালেরা সূর্য্যাশ্রিত প্রদীপ্ত দিক্ আশ্রয় করিয়া রাক্ষসদিগের অমঙ্গলজনক ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকিল। রক্তমিশ্রিত জলশালী মদমত্ত গজসদৃশ ভয়ঙ্কর জলধরেরা তত্রত্য আকাশ আবরণ করিল। রোমহর্ষজনক এরূপ ভয়ঙ্কর উৎকট অন্ধকার হইল যে, দিক্ বা বিদিক্ উত্তমরূপে দীপ্তি লাভ করিল না। অসময়ে রক্তার্দ্র বস্ত্রসবর্ণ সন্ধ্যাকাল প্রকাশিত হইল। তখন ভয়ঙ্কর পশু ও পক্ষীরা খরের অভিমুখে শব্দ করিতে লাগিল এবং কঙ্ক গোমায়ু ও গৃধ্র সমস্ত তদীয় ভয় কীর্ত্তন করত শব্দ করিতে থাকিল। নিত্য অমঙ্গলকারক শৃগালেরা যুদ্ধে ভয়সূচনা করত মুখদ্বারা জ্বালা উদ্গীরণ করিতে করিতে তদীয় সৈন্যগণের অভিমুখে শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সূর্য্যের নিকটে পরিঘাকার কবন্ধ দৃষ্ট হইল। মহাগ্রহ রাহু অসময়ে সূর্য্যকে গ্রহণ করিল। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল। সূর্য্যের প্রভা মলিনা এবং রাত্রিব্যতিরেকেও নক্ষত্রসমস্ত খদ্যোতসদৃশ প্রভান্বিত হইয়া উদিত হইল। সেই সময়ে বৃক্ষ সমস্ত ফলপুষ্পবিহীন এবং সরোবরস্থ পক্ষী ও মীন সকল স্তব্ধ ও পদ্মসমস্ত শুষ্ক হইল। বায়ু ব্যতিরেকে মেঘসদৃশ ধূসরবর্ণ রেণু উত্থিত হইল। তখন শারিকারা চীচীকুচী শব্দ করিতে লাগিল। ঘোরদর্শনা উল্কা সকল ভয়ঙ্কর শব্দসহকারে ভূতলে পতিত এবং সাগর, উপবন ও মহারণ্য সকলের সহিত সমগ্র ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে থাকিল। এবং রথস্থ গর্জ্জনকারী ধীমান্ খরের ললাট স্রস্ত, বাম হস্ত কম্পিত ও স্বর অবসন্ন হইল। অপিচ সর্ব্বতোভাবে অবলোকন করিতে যত্নপরায়ণ হইলেও তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তথাপি সে মোহপ্রযুক্ত নিবৃত্ত হইল না, প্রত্যুত সেই সমুত্থিত রোমহর্ষজনক উৎকট উৎপাত সকল দর্শন করিয়া হাস্য করিতে করিতে সমস্ত রাক্ষসদিগকে কহিল, "যেমন বলবান্ পুরুষ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া চিন্তিত হয় না, সেইরূপ আমি বীর্য্যপ্রযুক্ত এই সমুত্থিত ঘোরদর্শন তীব্র উৎপাত সমস্ত দর্শন করিয়া চিন্তিত হইতেছি না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে তীক্ষ্ণ শরসমূহ-দ্বারা তারাদিগকে আকাশ-মণ্ডল হইতে পাতিত ও যমরাজকেও মরণ-ধর্ম্মে যোজিত করিতে পারি! অতএব আমি তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা সেই বলদর্পিত রঘুকুলজাত রাম ও তদীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে হনন না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারি না! যাহার নিমিত্ত সেই রাম ও লক্ষ্মণের মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে, আমার সেই ভগিনী তাহাদিগের রক্ত পান করিয়া সফলমনোরথা হউন। পূর্ব্বে কোথায়ও যুদ্ধে আমার পরাজয় হয় নাই, ইহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ; আমি মিথ্যা কহিতেছি না। আমি মত্ত ঐরাবতস্থিত বজ্র-ধারী, দেবরাজকেও হনন করিতে পারি সুতরাং সেই দুই মানবকে হনন করিব, ইহা আর বিচিত্র কি!"

যমপাশে আবদ্ধা সেই মহতী রাক্ষসী সেনাগণের তাদৃশ গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া তুলনাবিহীন হর্ষ লাভ করিল। তখন পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মা দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও ঋষিগণ যুদ্ধদর্শনে অভিলাষী হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা তথায় সমাগত ও মিলিত হইয়া পরস্পরকে উদ্দেশিয়া ইহা বলিলেন "গো, ব্রাহ্মণ ও লোক-সম্মত অন্যান্য প্রাণিদিগের মঙ্গল হউক, যেরূপ চক্রধারী বিষ্ণু অসুরশ্রেষ্ঠদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন

সেইরূপ রঘুনন্দন রাম যুদ্ধে পুলস্ত্যবংশোৎপন্ন রাক্ষসদিগকে পরাজয় করুন।"

সেই প্রদেশে বিমানস্থ দেব ও মহর্ষিরা ঐরূপ ও অন্যান্য বিবিধ বাক্য বিন্যাস করত কৌতূহল সমন্বিত হইয়া সেই আসন্ন-মৃত্যু রাক্ষসসৈন্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন খর বেগে সৈন্যের অগ্রভাগ হইতে বহির্গত হইল। শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জ্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্ম্মুক, মেঘমালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন, এই দ্বাদশ মহাবীর খরের চতুর্দ্দিক্ দিয়া প্রস্থিত হইল। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী ও ত্রিশিরা এই চারি বীর সেনার অগ্রগামী দূষণের অনুগমন করিতে লাগিল। সেই যুদ্ধাভিলাষিণী ভয়ঙ্করী রাক্ষসবীরসেনা ভয়ঙ্কর বেগে গমন করত সহসা, সূর্য্য ও চন্দ্রের নিকটে গ্রহমালার ন্যায়, রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে উপস্থিত হইল।

ইতি ত্রয়োবিংশ সর্গ॥ ২৩॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

তীব্রপরাক্রম খর রামের আশ্রমাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, তিনি ভ্রাতার সহিত সেই উৎপাত সমস্ত অবলোকন করিলেন। নিতান্ত অমর্ষপরবশ রাম প্রজাদিগের অহিতজনক সেই মহাভয়ঙ্কর উৎপাত সকল দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিলেন, "হে মহাবাহো! তুমি রাক্ষসবিনাশার্থে সমুত্থিত এই সর্ব্বভূত বিনাশসূচক মহোৎপাত সকল দর্শন কর। ঐ সমস্ত মেঘ ভয়ঙ্কর শব্দসহকারে রক্তধারা বর্ষণ করিতেছে; আকাশমণ্ডলে গর্দ্দভতুল্য ধূসরবর্ণ প্রচণ্ড মেঘসমস্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! আমার শর সকল ধূমাচ্ছন্ন ও যুদ্ধার্থে প্রফুল্ল হইয়া তূণমধ্যে বিচেষ্টিত হইতেছে; স্বর্ণপৃষ্ঠ শরাসনসমস্তও বিচলিতভাব অবলম্বন করিতেছে; এই প্রদেশে বনচারী পক্ষীরা যেরূপ শব্দ করিতেছে; তাহাতে বোধ হয় যে, অনতিবিলম্বে আমাদিগের ভয় ও জীবনে সংশয় ঘটিবে। হে শূর! সুতুমুল যুদ্ধ হইবে, ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু মদীয় এই দক্ষিণ বাহু বারংবার স্পন্দিত হইয়া ইহা কীর্ত্তন করিতেছি যে, সেই যুদ্ধে আমাদিগের জয় ও শত্রুদিগের পরাজয় হইবে। লক্ষ্মণ! তোমারও বদন প্রসন্ন ও সম্যক্ প্রভাযুক্ত লক্ষিত হইতেছে, ইহাও জয়চিহ্ন; কেন না যাহাদিগের পরমায়ুঃক্ষয় হয়, তাহাদিগের যুদ্ধোদ্যমকালে বদন প্রভাবিহীন হইয়া থাকে। গর্জ্জনকারী রাক্ষসদিগের ও রাক্ষসগণকর্ত্তৃক আহত ভেরী-সমূহের ঐ তুমুল ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। আপদাশঙ্কা হইলে, শুভাভিলাষী বিজ্ঞ পুরুষের আপদাগমের পূর্ব্বেই তাহার প্রতীকার কর্ত্তব্য। অতএব তুমি সশর-শরাসন ধারণ করত বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে গ্রহণ করিয়া বৃক্ষ সমাকুলা অগম্যা পর্ব্বতগুহা আশ্রয় কর। বৎস! তুমি আমার এই বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ না কর, ইহাই আমার অভিলাষ; তুমি আমার পাদ দ্বারা শপথীকৃত হইলে, গমন কর, বিলম্ব করিও না। তুমি বলবান্ ও শৌর্য্যসম্পন্ন, সুতরাং তুমিও ইহাদিগকে হনন করিতে পার, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি স্বয়ংই এই সমস্ত রাক্ষসদিগকে হনন করিতে বাসনা করিতেছি!"

লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া শর ও শরাসন গ্রহণ করিয়া সীতার সহিত দুর্গম্যা পর্ব্বত গুহা আশ্রয় করিলেন। লক্ষ্মণ সীতার সহিত গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, রাম আহ্লাদ সহকারে "আমার বাক্য শীঘ্র সম্পন্ন হইল।" এই বলিয়া কবচ ধারণ করিলেন। তিনি সেই অগ্নিতুল্য দ্যুতিশালী কবচ দ্বারা বিভূষিত হইয়া অন্ধকারস্থ প্রোজ্জ্বলিত মহাগ্নির সদৃশ হইলেন। পরে সেই বীর্য্যবান্ রাম শরসমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক মহাধনু উদ্যত করিয়া জ্যাশব্দে দশ দিক্ পূরণ করত তথায় অবস্থান করিলেন। অনন্তর পুণ্যকর্ম্মা মহাত্মা দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ, ঋষি ও লোকবিখ্যাত ব্রহ্মর্ষিরা যুদ্ধ দর্শনাভিলাষে তথায় সমাগত হইলেন এবং তথায় অবস্থিত ও পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরকে উদ্দেশ করিয়া "গো, ব্রাহ্মণ ও লোকসমুদায়ের মঙ্গল হউক," ইহা কহিলেন। "যেরূপ চক্রধারী বিষ্ণু সমস্ত অসুর-

শ্রেষ্ঠদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন, সেইরূপ রঘুনন্দন রাম পুলস্ত্য বংশজাত রাক্ষসদিগকে পরাজয় করুন।" এই বলিয়া তাঁহারা পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "ধর্ম্মাত্মা রাম একাকী; ভীমকর্ম্মা রাক্ষসেরা চতুর্দ্দশ সহস্র; অতএব কিপ্রকারে যুদ্ধ হইবে।"

সেই প্রদেশে বিমানস্থ দেব, সিদ্ধ, রাজর্ষি ও সশিষ্য ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠেরা সেইরূপ কথোপকথন করত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ দর্শনার্থে অবস্থিত রহিলেন। তখন সমস্ত প্রাণীই সেই যুদ্ধমুখে অবস্থিত উৎকটতেজা রামকে দর্শন করিয়া ভয়ে ব্যথিত হইল। ক্রুদ্ধ মহাত্মা রুদ্রদেবের রূপের ন্যায়, সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের তাৎকালিক রূপের উপমা ছিল না। দেব, গন্ধর্ব্ব ও চারণেরা সেইরূপ সম্ভাষা করিতেছেন, এমত সময়ে ভয়ঙ্কর চর্ম্ম ও আয়ুধধারী ভয়ঙ্কর ধ্বজশালী সেই রাক্ষসসৈন্য তথায় চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিল। সেই গমনকারী রাক্ষসদিগের পরস্পর বীরালাপ, ধনুষ্টঙ্কার, বারংবার জৃম্ভণ, সিংহনাদ ও দুন্দুভি বাদনের তুমুল শব্দ সেই বন পূরণ করিল। বনচারী প্রাণীরা সেই শব্দ শ্রবণে ত্রাসান্বিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত না করিয়া, যথায় সেই শব্দ নাই, সেই প্রদেশে পলায়ন করিল। সাগরসদৃশ গাম্ভীর্য্যশালী সেই নানাবিধ শস্ত্রধারী রাক্ষসসৈন্য মহাবেগে রামের নিকটবর্ত্তী হইল। তখন রণদক্ষ রামও তূণ হইতে শরসমস্ত গ্রহণপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর ধনু আকর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে যুদ্ধার্থে সেই খরসৈন্যের অভিমুখে যাইয়া তাহা দর্শন করিলেন এবং সমস্ত রাক্ষসদিগের বধার্থে অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া, যুগান্তকালীন প্রোজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায়, দুর্দ্দর্শনীয় হইলেন। বন দেবতারাও সেই উগ্রতেজা রামকে দর্শন করিয়া ব্যথা লাভ করিলেন। তখন সেই ক্রোধান্বিত রামের রূপ দক্ষযজ্ঞ-বিনাশোদ্যত মহেশ্বরের রূপের সাদৃশ্য ধারণ করিল। অগ্নিবর্ণ বর্ম্ম, আভরণ, ধনু ও রথসমন্বিত সেই রাক্ষসসৈন্য সূর্য্যোদয়কালীন নীলবর্ণ মেঘের সদৃশ হইল।

ইতি চতুর্ব্বিংশ সর্গঃ॥ ২৪॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

খর অগ্রগামীদিগের সহিত সেই শত্রুঘাতী ধনুর্দ্ধারী ক্রুদ্ধ রামের আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে অবলোকন করিল। সে তাঁহাকে দর্শন করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দকারী জ্যাযুক্ত ধনু উদ্যত করিয়া সারথিকে "রামের অভিমুখে অশ্ব চালনা কর," এরূপ আদেশ করিল। সারথি খরের আজ্ঞানুসারে, যথায় মহাবাহু রাম, ধনু কম্পিত করত অবস্থিত আছেন, সেই স্থানে অশ্বদিগকে চালনা করিল। খরকে রামাভিমুখে ধাবিত হইতে দেখিয়া, তদীয় অমাত্য রাক্ষসেরা মহাশব্দ করত তাহাকে চতুর্দ্দিকে পরিবৃত করিল। তখন রথস্থিত দুর্ব্বিনীত খর সেই রাক্ষসদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তারাগণমধ্যবর্ত্তী মঙ্গলগ্রহের সদৃশ হইল। অনন্তর সে, যুদ্ধে অনুপমতেজা রামকে সহস্র শরে পীড়িত করিয়া মহাশব্দে চীৎকার করিল। পরে সমস্ত রাক্ষসেরা সেই অপরাজেয় ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর শূর রামের প্রতি ক্রোধসহকারে নানাবিধ শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে লৌহময় মুদ্গর, প্রাস, শূল, খড়্গ ও পরশ্বধদ্বারা আঘাত করিল। পরে সেই বৃহৎকায় মহাবল মেঘ-সবর্ণ রাক্ষসেরা যুদ্ধে কাকুৎস্থ রামকে হনন করিতে অভিলাষী হইয়া রথ, অশ্ব ও পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ গজগণ দ্বারা তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল এবং যেমন মহামেঘ সমস্ত পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ তাঁহার উপরি শর ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত ক্রূরদর্শন রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দশী প্রভৃতি তিথিতে পারিষদগণে পরিবৃত মহাদেবের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন এবং সাগর যেমন নদীর বেগ ও নদীবেগ সমস্ত প্রতিগ্রহ করে, সেইরূপ শর সমূহ দ্বারা রাক্ষসগণ প্রেরিত সেই শর সমস্ত প্রতিগ্রহ করিলেন। তিনি সেই ভয়ঙ্কর [illegible] সমূহে বিক্ষতদেহ হইয়াও, [illegible] বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায়, ব্যথিত হইলেন না। [illegible] সর্ব্বাঙ্গে রক্তসিক্ত হইয়া [illegible] মেঘে পরিবৃত সূর্য্যের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। তখন দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও [illegible]

রামকে বহুসহস্র রাক্ষসে পরিবৃত দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর, রঘুনন্দন রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মণ্ডলাকারে ধনু প্রসারণ করত শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে অবারণীয়, অসহনীয়, যুদ্ধে যমপাশসদৃশ, কঙ্কপত্রভূষিত, স্বর্ণচিত্রিত বাণসমস্ত মোচন করিলেন। তৎকর্ত্তৃক অবলীলাক্রমে শত্রুসৈন্যগণের প্রতি প্রযুক্ত সেই প্রদীপ্ত অগ্নিসদৃশ দ্যুতিশালী শরসমস্ত রাক্ষসদিগের দেহ ভেদপূর্ব্বক, কালপাশের ন্যায়, প্রাণগ্রহণ করিয়া রুধিরলিপ্ত ও আকাশে উথিত হইয়া শোভা ধারণ করিতে থাকিল। তখন রামের চাপমণ্ডল হইতে অসঙ্খ্যেয় রাক্ষসপ্রাণাপহারী অত্যুগ্র বাণ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সেই সমস্ত শরদ্বারা শত শত ও সহস্র সহস্র ধনু, ধ্বজাগ্র, চর্ম্ম, বর্ম্ম, আভরণযুক্ত বাহু ও হস্তিহস্তসদৃশ উরু সকল ছেদন করিলেন। তাঁহার ধনুর্গুণনির্ম্মুক্ত বাণ সমস্ত সারথির সহিত রথযোজিত স্বর্ণবর্ম্মযুক্ত অশ্ব, আরোহীদিগের সহিত হস্তী ও অশ্বগণের সহিত সাদীদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পদাতিদিগকে হননপূর্ব্বক যমালয়ে প্রেরণ করিল। অনন্তর রাক্ষসেরা রামকর্ত্তৃক সুতীক্ষ্ণাগ্র নালীক, নারাচ ও বিকর্ণিসমূহে হন্যমান হইয়া ভয়ানক আর্ত্তধ্বনি করিতে লাগিল। তখন সেই রাক্ষস সৈন্য তৎকর্ত্তৃক মর্ম্মভেদী বিবিধ বাণে পীড়িত হইয়া, অগ্নিতেজে শুষ্ক বনের ন্যায়, সুখলাভ করিল না। পরে কোন কোন ভীমবল শূর রাক্ষসেরা অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বীর্য্যবান্ মহাবাহু রামের প্রতি অনেক প্রাস, শূল ও পরশ্বধ নিক্ষেপ করিল। তিনিও বাণসমূহদ্বারা সেই রাক্ষসদিগের প্রেরিত শস্ত্র সমস্ত নিবারণ করিয়া তাহাদিগের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক প্রাণ হরণ করিলেন। তাহারা ছিন্ন কবচ, ছিন্ন ধনু ও ছিন্ন মস্তক হইয়া গরুড়ের পক্ষবাতে বিক্ষিপ্ত পাদপসমূহের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইল। তখন তথায় যে সমস্ত রাক্ষসেরা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা বাণপীড়িত আতুর ও বিষণ্ণ হইয়া আশ্রয় গ্রহণার্থে খরের অভিমুখে ধাবিত হইল।

অনন্তর দূষণ সেই সমস্ত রাক্ষসদিগকে আশ্বাসিত করিয়া অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া ধনু গ্রহণপূর্ব্বক ক্রুদ্ধ রামের প্রতি, ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায়, ধাবিত হইল। তখন সেই সমস্ত মহাবল রাক্ষসেরাও দূষণকে আশ্রয় লাভ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া হস্ত দ্বারা শাল, তাল, শিলা, শূল, মুদ্গর ও পাশ ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র, শস্ত্র, শিলা ও বৃক্ষ সমস্ত বর্ষণ করিতে করিতে রামের অভিমুখে বেগে গমন করিল। পরে রামের সেই রাক্ষসদিগের সহিত পুনর্ব্বার অদ্ভুত রোমহর্ষজনক অতি ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম হইল। সেই রাক্ষসেরা অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে রঘুনন্দন রামকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন মহাবল রাম, সেই রাক্ষসগণে দিক্ ও বিদিক্ সমাকুলা দেখিয়া এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত সেই রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক শরবর্ষে সমাচ্ছাদিত হইয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া তাহাদিগকে উদ্দেশ করত অতি দীপ্তিশালী গান্ধর্ব্ব অস্ত্র যোজনা করিলেন। পরে তাঁহার চাপমণ্ডল হইতে সহস্র সহস্র শর বহির্গত হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা রামকে ভয়ঙ্কর শরসমস্ত গ্রহণ, ধনু আকর্ষণ বা উৎকৃষ্ট বাণ সকল মোচন করিতে দেখিতে পাইল না, কেবল তদীয় শরসমূহে অর্দ্দিত হইতে থাকিল। তখন আকাশমণ্ডল সূর্য্যের সহিত বাণান্ধকারে আচ্ছাদিত হইল; রাম নিরন্তর সেই সমস্ত বাণ নিক্ষেপ করত অবস্থিত হইলেন। তখন যুদ্ধস্থল এককালে নিহত, পতনোদ্যত ও পতিত রাক্ষসসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে রামবাণে ছিন্ন, ভিন্ন, বিদারিত ও নিহত হইয়া পতিত ক্ষীণজীবন সহস্র সহস্র রাক্ষস দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে সেই যুদ্ধস্থল রামের বাণাঘাতে নানাপ্রকারে ছিন্ন উষ্ণীষযুক্ত মস্তক, বলয়সমন্বিত বাহু, হস্ত, উরু, নানাবিধ অলঙ্কার, অশ্ব, শ্রেষ্ঠ হস্তী, রথ, চামর, ব্যজন, ছত্র, বিবিধ ধ্বজ, শূল ও পট্টিশসমূহদ্বারা সমাকীর্ণ হইল। পরে অবশিষ্ট রাক্ষসেরা তাহাদিগকে নিহত অবলোকন করিয়া অতীব আতুর হইয়া [illegible] রামের অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হইল না।

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

মহাবাহু দূষণ স্বীয় সৈন্যদিগকে রামকর্তৃক হন্যমান অবলোকন করিয়া যুদ্ধে অনিবর্ত্তী অপর পঞ্চ সহস্র রাক্ষসকে আদেশ করিল। তাহাদিগের বেগ অতি ভয়ঙ্কর এবং তাহাদিগের নিকটে অন্যের গমন করাও দুঃসাধ্য ছিল। পরে তাহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে অনবরত রামের প্রতি শূল, পট্টিশ, খড়্গ, বৃক্ষ, প্রস্তর ও শরসমস্ত বর্ষণ করিতে লাগিল। ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম তীক্ষ্নবাণসমূহদ্বারা সেই প্রাণহারিণী মহতী বৃক্ষ ও প্রস্তরবৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিলেন এবং বারিধারাগ্রহণকারী বৃষভের ন্যায়, সেই বৃক্ষাদিবৃষ্টি প্রতিগ্রহ করিয়া সমস্ত রাক্ষসদিগের বধার্থে অতীব ক্রোধান্বিত হইলেন। অনন্তর সেই ক্রোধাবিষ্ট রঘুনন্দন রাম তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া দূষণ ও তদীয় সমুস্ত সৈন্যদিগকে শরসমূহদ্বারা সমাকীর্ণ করিলেন। পরে সেনাপতি শত্রুসূদন দূষণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রসদৃশ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করিল। তখন সেই সমরে বীর রাম অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুর অস্ত্র দ্বারা তাহার মহাধনু ছেদন করিয়া চারিটি বাণদ্বারা চারি অশ্বকে বিনাশ করিলেন পরে তিনি বহুসুতীক্ষ্ন বাণে তদীয় অশ্বদিগকে হননপূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা তাহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া তিন বাণে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই রাক্ষস অশ্ব, সারথি ও চাপবিহীন হইয়া এক রোমহর্ষজনক গিরিশৃঙ্গসদৃশ পরিঘ গ্রহণ করিল। সেই শক্রগোপুরবিদারক ও দেবসৈন্যবিমর্দ্দনকারক পরিঘ স্বর্ণময় পট্টদ্বারা বেষ্টিত ও সুতীক্ষ্ন লৌহময় শঙ্কুসমূহদ্বারা সমাকীর্ণ এবং তাহার স্পর্শ, বজ্রের সদৃশ প্রাণহারক ছিল। সমরস্থলে ক্রূরকর্ম্মা নিশাচর দূষণ সেই বৃহৎসর্পসদৃশ পরিঘ গ্রহণ করিয়া রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। সে রঘুনন্দন রামের প্রতি ধাবিত হইলে, তিনি দুই শরে তাহার আভরণযুক্ত দুইটি হস্তই ছেদন করিলেন। দূষণ ছিন্নহস্ত হইলে, তাহার অগ্রে সেই বৃহদাকার পরিঘ সমরস্থলে, ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, পতিত হইল। পরে সেই বিকীর্ণহস্ত মনস্বী দূষণও, বিশীর্ণদন্ত হস্তীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। যুদ্ধস্থলে দূষণকে নিহত ও ভূতলে পতিত অবলোক[ন] করিয়া, সমস্ত প্রাণীই "সাধু সাধু" বলিয় কাকুৎস্থ রামকে পূজা করিল। এই সময়ে মহাকপাল, স্থূলাক্ষ ও প্রমাথী, সেনাগ্রগামী এই তিন মহাবল বীর মৃত্যুপাশে আবদ্ধ [হইয়া] ক্রুদ্ধ হইয়া একেবারে রামের অভিমুখে ধাবি[ত] হইল। মহাকপাল এক বিপুল শূল উদ্যত করিয়া, স্থূলাক্ষ এক পট্টিশ গ্রহণ করিয়া এব[ং] প্রমাথী এক পরশ্বধ ধারণ করিয়া ধাবিত হইল রঘুনন্দন রাম তাহাদিগকে অভিমুখে ধাবি[ত] হইতে দেখিয়া, সমাগত অতিথিদিগের ন্যা[য়] তাহাদের সৎকার করিলেন। তিনি সুতীক্ষ্না[গ্র] বাণসমূহদ্বারা, মহাকপালের মস্তক ছেদ[ন] পূর্ব্বক অসংখ্য বাণসমূহদ্বারা প্রমাথীকে নিহ[ত] করিয়া বহু বাণে স্থূলাক্ষের স্থূল লোচনদ্ব[য়] পূরিত করিলেন। সেও নিহত হইয়া, ব[হু] শাখান্বিত বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতি[ত] হইল। তখন রাম ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পঞ্চ সহস্র বাণদ্বারা সেই দূষণানুগামী প[ঞ্চ] সহস্র রাক্ষসকে নিহত করিয়া যমালয়ে প্রে[রণ] করিলেন।

অনন্তর খর, দূষণ ও তদীয় অনুগা[মী] রাক্ষসদিগকে নিহত দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হই[য়া] মহাবল সেনাপতিদিগকে ইহা আদেশ করি[ল] "হে রাক্ষসগণ! এই দূষণ অনুগামীদিগে[র] ও মহতী সেনার সহিত মানবাধম রামের স[হিত] যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছেন; অত[এব] তোমরা সাবধান হইয়া বিবিধাকার শস্ত্রসম[ূহ] দ্বারা রামকে হনন কর।"

খর সেইরূপ বলিয়া ক্রোধান্বিত হই[য়া] রামেরই অভিমুখে ধাবিত হইল। শ্যেনগ[ামী] পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু বিহঙ্গম; দুর্জ্জয়, করবীর[াক্ষ] পরুষ, কালকার্ম্মুক, হেমমালী; মহামা[লী] সর্পাস্য ও রুধিরাশন, এই দ্বাদশ মহা[বল] সেনাপতি সৈন্যদিগের সহিত উৎকৃষ্ট [শর] সকল মোচন করিতে করিতে রামের অ[ভি]মুখে দ্রুত গমন করিল। অনন্তর তে[জস্বী] রাম স্বর্ণ ও বজ্রমণি-বিভূষিত অগ্নিসদৃশ [শর]সমূহদ্বারা সেই অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে

করিলেন। যেমন বজ্র বৃহৎ বৃক্ষ সকল নিহত করে, তদ্রূপ রাম-প্রেরিত সেই ধূম-যুক্ত বহ্নিসদৃশ রুক্মপুঙ্খ বাণসমস্ত, সেই রাক্ষসদিগকে নিহত করিল। সমরস্থলে রাম এক শত রাক্ষসকে এক শত কর্ণি অস্ত্রদ্বারা এবং সহস্র রাক্ষসকে সহস্র বাণদ্বারা বিনাশ করিলেন। রাক্ষসেরা সেই সমস্ত বাণদ্বারা বিদ্ধ ও রক্তাক্তদেহ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহাদিগের বর্ম্ম, আভরণ ও শরা-সন সমস্ত ও সেই সকল বাণদ্বারা ছিন্ন হইল। যেমন মহা বেদী কুশদ্বারা বিস্তীর্ণা হয়, তদ্রূপ তখন যুদ্ধস্থলে পৃথিবী সেই মুক্তকেশ রক্তাক্তকলেবর রাক্ষসগণদ্বারা বিস্তীর্ণা হইল। সেই সময়ে বনমধ্যে যথায় রাক্ষসগণ নিহত হইল, সেই প্রদেশ রক্ত ও মাংসদ্বারা কর্দ্দম সমন্বিত হইয়া নরকের সাদৃশ্য ধারণ করিল এবং অতীব ভয়ঙ্কর হইল। রাম মনুষ্য ও পদাতি হইয়াও একাকীই চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসকে নিহত করিলেন। সেই সমুদয় সৈন্যমধ্যে মহারথ খর, ত্রিশিরা নামে রাক্ষস ও শত্রুঘাতী রাম অবশিষ্ট রহিলেন। সমরস্থলে অপর মহাবীর অসহ্যপরাক্রম ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা সকলেই লক্ষ্মণাগ্রজ রাম-কর্ত্তৃক নিহত হইল। অনন্তর মহাযুদ্ধে সেই ভীমপরাক্রম সৈন্যদিগকে বলবান্ রাম-কর্ত্তৃক ধর্ম্মানুসারে নিহত অবলোকন করিয়া খর, বজ্রনিক্ষেপোদ্যত ইন্দ্রের ন্যায়, মহা-রথারোহণে রামের নিকটে যাইতে উদ্যত হইল।

ইতি ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

অনন্তর সেনাপতি ত্রিশিরা রাক্ষস রামা-ভিমুখে গমনকারী খরের নিকটে যাইয়া তাহাকে ইহা বলিল, "আমি বিক্রমসম্পন্ন আপনি এই সাহস পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে রামবধার্থে নিয়োগ করিয়া যুদ্ধে মহাবাহু রামকে মৎকর্ত্তৃক নিহত অবলোকন করুন। আমি আপনার নিকটে এই অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমস্ত রাক্ষস-গণের বধ্য রামকে অবশ্যই বধ করিব। হয়, যুদ্ধে আমিই উঁহাকে বিনাশ করিব, না হয়, ওই আমাকে বিনাশ করিবে। আপনি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধবিষয়ক উৎসাহ পরি-ত্যাগ করিয়া মধ্যস্থতা অবলম্বন করুন। রাম মৎকর্ত্তৃক নিহত হইলে, আপনি হৃষ্ট হইয়া জনস্থানে গমন করিবেন, অথবা আমি রামকর্ত্তৃক হত হইলে, স্বয়ংই যুদ্ধার্থে রামের নিকটে যাইবেন।"

সেই ত্রিশিরা ঐরূপে খরকে প্রসন্ন করিল এবং তৎকর্ত্তৃক "যাও, যুদ্ধ কর," এরূপ আদিষ্ট হইয়া রঘুনন্দন রামের অভিমুখে ধাবিত হইল। ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতসদৃশ সেই ত্রিমস্তক রাক্ষস দীপ্তিযুক্ত অশ্বযোজিত রথ-দ্বারা রামের অভিমুখে ধাবিত হইল এবং মহামেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ শতধারা বর্ষণ করত, জলার্দ্রদুন্দুভির ন্যায় শব্দ করিতে থাকিল। রঘুনন্দন রাম ত্রিশিরা রাক্ষসকে অভি-মুখে আগমন করিতে দর্শন করিয়া চাপ-দ্বারা শাণিত শরসমস্ত মোচন করত তাহাকে প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন অতি বলবান্ সিংহ ও কুঞ্জরের ন্যায়, রাম ও ত্রিশিরা রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম হইল। অনন্তর অমর্ষস্বভাব রাম ত্রিশিরারাক্ষসকর্ত্তৃক তিন বাণে ললাটদেশে তাড়িত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গর্ব্বিতভাবে তাহাকে ইহা বলিলেন "অরে বিক্রমসম্পন্ন শূর রাক্ষস! তোর এই-রূপ বল যে, আমি ললাটদেশে ত্বৎকর্ত্তৃক বহু শরদ্বারা যেন পুষ্পসমূহে তাড়িত হইলাম! কি আশ্চর্য্য! সে যাহা হউক, অধুনা তুই আমার ধনুশ্চ্যুত শরসমস্ত প্রতিগ্রহ কর।"

সেই ক্রোধান্বিত তেজস্বী রাম গর্ব্বিতভাবে ঐরূপ বলিয়া ত্রিশিরার হৃদয়ে আশীবিষসদৃশ চতুর্দ্দশ শর নিক্ষেপ করিলেন এবং চারিটি নতপর্ব্ব বাণে তাহার চারি অশ্ব নিহত ও অষ্ট বাণে সারথিকে রথনীড়ে নিপাতিত করিয়া এক বাণে তদীয় সমুচ্ছ্রিত ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সারথি ও অশ্বগণ নিহত

হওয়ায়, [illegible] রথ হইতে ত্রিশিরা রাক্ষস
উৎপাতিত হইলে, রাম বহু বাণদ্বারা তাহার
হৃদয়ে আঘাত করিলেন, সেও জড়ীভূত হইল।
পরে অপ্রমেয়াত্মা রাম ক্রোধপ্রযুক্ত বেগযুক্ত
তিন বাণে সেই রাক্ষসের তিনটি মস্তক ছেদন
করিয়া ফেলিলেন। তখন যুদ্ধপ্রবৃত্ত ত্রিশিরা
রাক্ষস রামবাণে তাড়িত হইয়া ধূমসংবলিত
রক্ত উদ্গিরণ করত পূর্ব্বপতিত মস্তক সকলের
সহিত ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর খরের
আশ্রিত হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা রামবাণে আহত
হইয়া তথায় অবস্থিত থাকিতে পারিল না,
প্রভুত ব্যাঘ্রত্রাসিত মৃগগণের ন্যায়, বিদ্রুত
হইল। খর তাহাদিগকে পলায়নতৎপর
দেখিয়া নিবর্ত্তিত করত ক্রুদ্ধ ও ত্বরান্বিত হইয়া
চন্দ্রের অভিমুখে রাহুর ন্যায়, রামের অভিমুখে
ধাবিত হইল।

ইতি সপ্তবিংশ সর্গ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

দূষণ ও ত্রিশিরা রাক্ষসকে নিহত এবং
রামের বিক্রম দর্শন করিয়া, খরেরও ত্রাস
হইল। সেই রথস্থ মহারথ রাক্ষস খর দূষণ
ও ত্রিশিরাকে অসহনীয় মহাবল রাক্ষসসৈন্য-
সহ একাকী রামকর্ত্তৃক নিহত অবলোকন-
পূর্ব্বক বিমনা হইয়া সেই অল্পাবশিষ্ট সৈন্যের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ইন্দ্রের অভিমুখে নমুচি
দানবের ন্যায়, রামের অভিমুখে গমন করিল
এবং বলসহকারে ধনু আকর্ষণ করিয়া রামের
প্রতি আশীবিষসদৃশ রক্তভোজী বহু নারাচ
নিক্ষেপ করিল। পরে সে বারংবার জ্যা
আকর্ষণ করিয়া স্বীয় শিক্ষা ও অস্ত্রগণ প্রদর্শন
করত বহু শর মোচন করিতে করিতে সমর-
স্থলে নানাপ্রকারে বিচরণ করিতে থাকিল
এবং বাণদ্বারা সমস্ত দিক্ বিদিক্ পূরণ
করিল। অনন্তর রামও তাহাকে দর্শন করিয়া
মহাধনু গ্রহণ করত অগ্নিসম্বন্ধীয় স্ফুলিঙ্গসদৃশ
অসহনীয় শরসমূহদ্বারা, বৃষ্টিদ্বারা মহামেঘের
ন্যায়, আকাশমণ্ডল অবকাশবিহীন করিলেন।
আকাশমণ্ডল খর ও রামের বিমুক্ত শিত বাণ-
সমূহদ্বারা চতুর্দ্দিকে সমাকুল হইয়া সর্ব্বতো[illegible]
ভাবে অবকাশবিহীন হইল। তখন পরস্পরে[illegible]
বধাভিপ্রায়ে যুদ্ধপ্রবৃত্ত সেই উভয় বীরে[illegible]
শরজালে সমাবৃত হইয়া, সূর্য্যও অপ্রকাশি[illegible]
হইলেন। অনন্তর যেরূপ তোত্ত্র-দ্বারা মহ[illegible]
হস্তীকে আঘাত করে, সেইরূপ খর তীক্ষ্ণা[illegible]
নালীক, নারাচ ও বিকর্ণি অস্ত্র সমূহ-দ্বা[illegible]
রামকে আঘাত করিল। সেই সময়ে সম[illegible]
প্রাণীই সতর্কভাবে রথ মধ্যে অবস্থিত ধ[illegible]
র্দ্ধারী খরকে পাশধারী যমের সদৃশ দেখি[illegible]
লাগিল। তখন খরও স্বীয় সমুদায় সৈ[illegible]
বিনাশী পৌরুষ প্রকাশে প্রবৃত্ত মহাবল রাম[illegible]
পরিশ্রান্ত বোধ করিল এবং সিংহের ন্যা[illegible]
বিক্রম প্রকাশ করিয়া বিচরণ করিতে থকি[illegible]
কিন্তু যেমন সিংহ ক্ষুদ্র মৃগকে দেখি[illegible]
উদ্বিগ্ন হয় না, তদ্রূপ তিনি তাহাকে দেখি[illegible]
উদ্বিগ্ন হইলেন না। অনন্তর খর সূর্য্য-স[illegible]
দ্যুতিশালী মহারথ-দ্বারা, অগ্নির নিক[illegible]
পতঙ্গের ন্যায়, মহাত্মা রামের নিকটে যাই[illegible]
হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করত তদীয় শর-যোজি[illegible]
ধনু মুষ্টি-সন্নিহিত ভাগে ছেদন করিয়া ক্রো[illegible]
সহকারে ইন্দ্রের বজ্র-তুল্য-প্রভাশালী অ[illegible]
সপ্ত শর গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে মর্ম্মদে[illegible]
আঘাত করিল এবং পুনর্ব্বার শত সং[illegible]
শর-দ্বারা তাঁহাকে পীড়িত করিয়া স্বীয় অ[illegible]
পম তেজ প্রদর্শন করত মহাশব্দে চীৎক[illegible]
করিতে লাগিল। পরে রামের সূর্য্য-স[illegible]
দ্যুতিশালী সেই কবচ খর-চাপ-মুক্ত উৎ[illegible]
পর্ব্বযুক্ত বাণ-সমূহ-দ্বারা ভিন্ন হইয়া ভূত[illegible]
পতিত হইল। তখন রঘু-নন্দন রা[illegible]
সমস্ত শরীর শর-সমূহ-দ্বারা পীড়িত হই[illegible]
তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রোজ্জ্বলিত নির্দ্ধূম অ[illegible]
ন্যায়, দীপ্তি ধারণ করিলেন। অনং[illegible]
সেই শত্রু-বিনাশী রাম শত্রু-বিনাশার্থে [illegible]
এক গম্ভীর-শব্দকারী বৃহৎ ধনু আযুক্ত ক[illegible]
লেন। তিনি মহর্ষি অগস্ত্য-প্রদত্ত [illegible]
বৃহৎ বৈষ্ণব ধনু উদ্যত করিয়া খরের প্র[illegible]
ক্রুদ্ধ ও ধাবিত হইয়া নতপর্ব্ব স্বর্ণপুঙ্খ
শরে তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। [illegible]
সুদৃশ্য সুবর্ণ-ধ্বজ বহুধা ছিন্ন হইয়া পতনক[illegible]

দৈব নিয়মে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের সাদৃশ্য ধারণ করিল। অনন্তর মর্ম্মজ্ঞ খর, যেমন তোত্র-দ্বারা হস্তীকে আহত করে, তদ্রূপ চারি বাণে রামের হৃদয় ও অন্যান্য মর্ম্মস্থান আহত করিল। তখন সেই ধনুর্দ্ধারি-শ্রেষ্ঠ মহা-ধনুষ্মান্ রাম খরচাপ-বিমুক্ত সেই বহু বাণে বিদ্ধ ও রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দৃঢ়ভাবে উৎকৃষ্ট ধনু গ্রহণপূর্ব্বক সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া ছয় শর মোচন করিলেন। তিনি এক বাণে তাহার মস্তক, দুই বাণে তাহার বাহুদ্বয় ও অর্দ্ধচন্দ্র-তুল্য বক্র তিন বাণে হৃদয় আহত করিলেন। অনন্তর সেই ইন্দ্র-সদৃশ মহাবল মহাতেজা রঘু-নন্দন রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্য-তুল্য দ্যুতিশালী শিলাশাণিত ত্রয়োদশ নারাচ গ্রহণ করিয়া রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তিনি এক বাণে রথের যুগ, চারি বাণে চারি অশ্ব, এক বাণে সারথির মস্তক, তিন বাণে ত্রিবেণু, দুই বাণে অক্ষ ও এক বাণে খরের শরযুক্ত শরাসন ছেদন করিয়া হাস্য করিতে করিতে বজ্র-সদৃশ এক বাণে খরকে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধনু ছিন্ন, রথ ভগ্ন এবং সারথি ও অশ্ব সকল নিহত হইলে, খর হস্ত-দ্বারা গদা গ্রহণ করিয়া সেই রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিত হইল। তৎকালে মহারথ রামের সেই কর্ম্ম অবলোকন করিয়া বিমানস্থ দেব ও মহর্ষিরা পরমহর্ষ লাভ করিলেন এবং পরস্পর মিলিত হইয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক স্তব করত তাঁহাকে পূজা করিলেন।

ইতি অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর খর রথবিহীন হইয়া হস্তে গদা ধারণপূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিত হইলে, মহাতেজা রাম তাহাকে রূঢ়তাসহকারে এই পরুষ বাক্য বলিলেন, "তুই হস্তী, অশ্ব ও রথসমাকুল সৈন্য মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বলোকনিন্দিত অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছিস্। যদি ত্রিলোকের রাজাও পাপাচারী, নৃশংসস্বভাব ও প্রাণিগণের উদ্বেগজনক হয়, তবে বহুকাল জীবিত থাকে না। অরে নিশাচর! সমস্ত ব্যক্তিই লোক-বিরুদ্ধ কর্ম্মকারী তীক্ষ্ণস্বভাব ব্যক্তিকে, সমাগত দুষ্ট সর্পের ন্যায় বধ করে। যে ফল না জানিয়া লোভ বা কামবশত পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই করকাভক্ষণকারিণী বরটীর ন্যায় সেই কার্য্যে ফল দর্শন করিয়া থাকে। রে রাক্ষস! তুই দণ্ডকারণ্যবাসী মহাভাগ ধর্ম্ম-চারী তাপসদিগকে নিহত করিয়া যে কি ফল-প্রাপ্ত হইবি, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না। সমস্ত লোকে নিন্দাভাজন পাপকর্ম্মকারী ক্রূরস্বভাব ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও, শীর্ণমূল বৃক্ষের ন্যায়, দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। বৃক্ষ যেমন নিয়মিত সময়ে পুষ্প লাভ করে, সেইরূপ নিয়মিত কাল উপস্থিত হইলে পাপকর্ম্মকারী পুরুষ অবশ্যই সেই পাপকর্ম্মে ভয়ঙ্কর ফল লাভ করে। অরে নিশাচর! বিষযুক্ত অন্নভোজনের ন্যায়, পাপকর্ম্মানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে অধিক বিলম্ব হয় না। অরে রাক্ষস! আমি ভয়-ঙ্কর পাপাচারী ও লোকের অনিষ্টাভিলাষী ব্যক্তি-দিগের বধার্থে ঋষিগণকর্ত্তৃক এ প্রদেশে আনীত হইয়াছি। যেরূপ সর্প বল্মীক বিদারণ করিয়া নির্গত হয়, তদ্রূপ অদ্য মৎকর্ত্তৃক মুক্ত স্বর্ণ-ভূষিত শরসমস্ত তোর দেহ বিদারণপূর্ব্বক বহির্গত হইবে। পূর্ব্বে তুই যে সমস্ত দণ্ড-কারণ্যবাসী ধর্ম্মচারী তাপসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিস্, অদ্য যুদ্ধে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া সৈন্যগণের সহিত তাহাদিগের অনুগামী হইবি! পূর্ব্বে যাঁহারা ত্বৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া-ছেন, অদ্য সেই মহর্ষিরা বিমানে অবস্থিত হইয়া তোমাকে আমার বাণে নিহত হইতে ও নরকে গমন করিতে দর্শন করুন। অরে অধমবংশজাত! তুই সম্যক্ প্রযত্ন করিয়া আমাকে প্রহার কর; কিন্তু আমি অদ্য অব-শ্যই তালফলের ন্যায় তোর মস্তক পাতিত করিব!"

খর রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া ক্রুদ্ধ, এমন কি, ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইল এবং রক্তনয়ন হইয়া হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিল, "অরে দশরথ-তনয়!

তুই যুদ্ধে ক্ষুদ্র রাক্ষসদিগকে হনন করিয়া বাস্তবিক প্রশংসার্হ না হইয়াও স্বয়ংই কি প্রকারে আপনার প্রশংসা করিতেছিস্? যাঁহারা বলবান্ ও বিক্রমশালী; সেই নরবরেরা স্বীয় তেজে গর্ব্বিত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও শ্লাঘা করেন না। অবিশুদ্ধচিত্ত ক্ষুদ্রস্বভাব অধম ক্ষত্রিয়েরা যেমন নিরর্থক শ্লাঘা করে, তুই সেইরূপ নিরর্থক শ্লাঘা করিতেছিস্! মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, কোন্ বীর স্বীয় বংশ নির্দ্দেশ করিয়া প্রশংসার অযোগ্য বিষয়ে স্বয়ং আপনার প্রশংসা করে? যেমন অগ্নিতাপ দ্বারা সুবর্ণসদৃশ পিত্তলের অধমত্ব প্রদর্শিত হয়, সেইরূপ এই শ্লাঘা দ্বারা তোর নিতান্ত লঘুত্ব প্রদর্শিত হইল। আমাকে গদা ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া, তুই কি বিবিধ ধাতুর আকর ধরাধর পর্ব্বতের ন্যায় অকম্পনীয় বোধ করিতেছিস্ না। আমি গদাধারী হইয়াই, পাশধারী অন্তকের ন্যায়, অবলীলাক্রমে তোর, এমন কি ত্রিলোকবাসী সমুদয় ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করিতে পারি। যদিও তোর বিষয়ে আমার আরও অনেক বক্তব্য আছে, তথাপি আমি আর কিছু বলিব না, কেননা, সূর্য্য অস্তপর্ব্বত অবলম্বন করিতেছে, তৎপরে যুদ্ধের বিঘ্ন হইবে। সে যাহা হউক, তুই যে চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছিস্, অধুনা আমি তোকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের নয়নজল নিবারণ করিব।"

খর ঐরূপ বলিয়া রামের প্রতি সেই অশনির ন্যায় প্রদীপ্তা উৎকৃষ্ট বলভূষিতা গদা নিক্ষেপ করিল। সেই মহতী প্রদীপ্তা গদা খরবাহুদ্বারা প্রেরিত হইয়া বৃক্ষ ও গুল্ম সকল ভস্ম করিতে করিতে রামের দিকে গমন করিল। সেই মৃত্যুপাশসদৃশী মহতী গদাকে আকাশ পথ দিয়া অভিমুখে আসিতে দেখিয়া রাম বহু শর দ্বারা তাহাকে বহু খণ্ডে ছেদন করিলেন। সেই গদা রাম শরে ছিন্না ও বিশীর্ণা হইয়া, মন্ত্র ও ওষধিপ্রভাবে নিপাতিতা সর্পীর ন্যায়, ভূতলে পতিতা হইল।

ইতি ঊনত্রিংশ সর্গ॥ ২৯॥

ত্রিংশ সর্গ।

ধর্ম্মবৎসল রঘুনন্দন রাম বহু বাণে সেই গদা ছেদন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে ক্রোধান্বিত খরকে এই কথা বলিলেন, "অরে রাক্ষসাধম! তোর যত দূর ক্ষমতা, তাহা প্রদর্শন করিলি! তুই আমা হইতে সমধিক হীনবল হইয়া বৃথা গর্জ্জন করিতেছিস্! তুই কেবল নিরর্থক বাগাড়ম্বরেই সমর্থ, কেননা, ঐ গদা আমার বাণে ছিন্না হইয়া 'আমি গদা দ্বারা সমস্ত প্রাণীর প্রাণ বিনাশে সমর্থ, তোর এই বিশ্বাস নিরাশ করত ভূতলগতা হইয়াছে। 'আমি এখনই বিনষ্ট রাক্ষসদিগের নেত্রবারি নিবারণ করিতেছি,' তুই যে এই এই কথা বলিয়াছিলি, তাহাও মিথ্যা! অরে রাক্ষস! তুই নীচ, ক্ষুদ্রস্বভাব ও অসচ্চরিত্র; গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমি তোমার মস্তক হরণ করিব। অদ্য তুই আমার বাণে বিদারিত ও ছিন্ন কণ্ঠ হইলে, পৃথিবী তোর ফেন ও বুদ্বুদযুক্ত রক্ত পান করিবে। তুই ধূলিধূসরিতাঙ্গ হইয়া পৃথিবীর উপরি স্বীয় শিথিল ভুজদ্বয় অর্পণপূর্ব্বক, দুর্লভা মহিলার ন্যায়, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিবি। অরে রাক্ষসাধম! তুই শয়নপূর্ব্বক মহানিদ্রা লাভ করিলে, সমস্ত জীবের আশ্রয়স্বরূপ মুনিগণ এই দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করিবেন। অরে রাক্ষস! তোর জনস্থান আমার শরদ্বারা প্রেতদিগের বাসস্থান হইলে, মুনিরা নির্ভয় হইয়া বনে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিবেন। অদ্য অন্যের ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরা হতবান্ধবা, বাষ্পার্দ্রবদনা ও দীনা হইয়া আমার ভয়ে এস্থল হইতে পলায়ন করিবে। রে পাপাত্মন্! তুই যাহাদিগের পতি; অদ্য তোর সেই তুল্যবংশীয়া পত্নীরা হীনার্থা হইয়া শোকরসে অভিজ্ঞা হইবে।"

অনন্তর, খর, তাদৃশ বাক্যবাদী ক্রোধান্বিত রঘুনন্দন রামকে ক্রোধপ্রযুক্ত অতি তীব্রস্বরে এইরূপে ভর্ৎসনা করিল, "তুই অত্যন্ত গর্ব্বিতস্বভাব ও ভয়জনক বিষয়ে নির্ভয়; সেই কারণেই মৃত্যুর বশীভূত হইবার যোগ্য হইয়াও, কি বক্তব্য, বা কি অবক্তব্য, তাহা

বুঝিতে পারিতেছিস্ না। যে পুরুষেরা কালপাশে আবদ্ধ হয়, তাহাদিগের ছয় ইন্দ্রিয় অবসন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং কি কর্ত্তব্য, বা কি অকর্ত্তব্য, ইহা তাহারা জানিতে পারে না।"

নিশাচর খর, রামকে ঐরূপ বলিয়া ভ্রূকুটীভঙ্গী করিয়া অস্ত্রের নিমিত্ত যুদ্ধস্থলে দৃষ্টিপাত করত অনতি দূরে এক বৃহৎ শাল বৃক্ষ দর্শন করিল। পরে মহাবল রাক্ষস ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক সেই বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া বাহুদ্বয়দ্বারা উত্তোলন করত গর্জ্জনসহকারে রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল এবং "তুই নিহত হইলি," ইহা তাঁহাকে বলিল। প্রতাপশালী রাম বহু বাণে সেই আপতনোদ্যত বৃক্ষ ছেদন করিয়া যুদ্ধে খরকে বধ করিবার জন্য অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন। তিনি তখন রোষপ্রযুক্ত রক্তান্তনয়ন ও স্বেদযুক্ত হইয়া সহস্র বাণে খরকে আঘাত করিলেন। তৎকালে সেই রাক্ষসের রামবাণে ভিন্ন দেহরন্ধ্র হইলে, প্রস্রবণনামক পর্ব্বতের বারিধারা প্রবাহের ন্যায় ফেনযুক্ত বহু রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। খর যুদ্ধে রামকর্ত্তৃক বাণদ্বারা বিকলীকৃত ও রক্তগন্ধে প্রমত্ত হইয়া তাঁহারই অভিমুখে শীঘ্র ধাবিত হইল। কৃতাস্ত্র ধর্ম্মাত্মা রাম সেই রক্তপ্লাবিতদেহ ক্রুদ্ধ রাক্ষসকে আপতনোদ্যত দেখিয়া দ্রুত গমনে পশ্চাদ্ভাগে দুই তিন পদমাত্র গমন করিলেন। পরে তিনি খরের বধার্থে, ধীমান্ মঘবান্ ইন্দ্রের প্রদত্ত অগ্নিতুল্য প্রদীপ্ত, ব্রহ্মদণ্ডসদৃশ শর গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধান করিয়া খরের প্রতি মোচন করিলেন। ধনু আনমনপূর্ব্বক রামকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সেই নির্ঘাতসদৃশ শব্দকারী মহাবাণ খরের হৃদয়ে পতিত হইল, খরও সেই শরানলে দগ্ধ হইয়া, শ্বেতারণ্যে রুদ্রকর্ত্তৃক দগ্ধ অন্ধক দৈত্যের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইল। সে পতনকালে বজ্রহত বৃত্র, ফেনহত নমুচি ও অশনিহত বলের সাদৃশ্য ধারণ করিল।

এই সময়ে দেবগণ চারণগণের সহিত আহ্লাদিত ও হৃষ্ট হইয়া দুন্দুভি বাদন করত চতুর্দ্দিক্ হইতে রামের উপরি পুষ্প বর্ষণ করিলেন। পরে "রাম মহাযুদ্ধে সার্দ্ধমুহূর্ত্তমধ্যেই খরদূষণপ্রধান ইচ্ছানুরূপরূপধারী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে হনন করিলেন। কি আশ্চর্য্য! আত্মতত্ত্বজ্ঞ রামের এই কর্ম্ম কি মহৎ! ইঁহার কি বীর্য্য ও দৃঢ়তা! বিষ্ণুর ন্যায়, ইঁহার বীর্য্য ও দৃঢ়ত্ব দৃষ্ট হইতেছে।" পরস্পর এইরূপ বলিয়া, তাঁহারা সকলে, যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজর্ষি ও মহর্ষিরা সকলে মিলিত হইয়া অগস্ত্য ঋষির সমভিব্যাহারে প্রমোদসহকারে রামকে অভিনন্দনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, "মহাতেজা পাকশাসন পুরন্দর ইন্দ্র এই কারণেই শরভঙ্গ ঋষির পুণ্যজনক আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন।

মুনিগণ এই সমস্ত শত্রু পাপকর্ম্মা রাক্ষসদিগের বধার্থে উপায় দ্বারা তোমাকে এ প্রদেশে আনয়ন করিয়াছেন। হে দশরথনন্দন! অধুনা তুমি আমাদিগের সেই কার্য্য নিষ্পাদন করিলে; মহর্ষিরা অদ্য হইতে দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারিবেন।"

এই সময়ে বীর্য্যসম্পন্ন লক্ষ্মণ সীতার সহিত গিরিদুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সুখে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বিজয়ী রাম মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং লক্ষ্মণকর্ত্তৃক অভিপূজিত হইলেন। পরে বিদেহরাজদুহিতা সীতাদেবী স্বামিকে শত্রুহন্তা ও মহর্ষিদিগের আনন্দবর্দ্ধন দর্শন করিয়া আনন্দিতা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। রাক্ষসদিগকে নিহত ও রামকে অক্ষত দেহ অবলোকন করিয়া, তিনি শারীরিক ও মানসিক আনন্দ লাভ করিলেন। তখন জনকদুহিতা সীতা দেবী প্রমোদান্বিত মহাত্মা ঋষিগণকর্ত্তৃক অভিপূজিত সেই রাক্ষসগণমর্দ্দনকারী রামকে প্রহৃষ্ট বদনে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিয়া আরও সন্তুষ্টা হইলেন।

ইতি ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর অকম্পননামা রাক্ষস ত্বরান্বিত হইয়া বেগে জনস্থান হইতে গমনপূর্ব্বক লঙ্কাতে প্রবেশ করিয়া রাবণকে এই বাক্য বলিল, "হে রাজন্! খর ও জনস্থানস্থিত অনেক রাক্ষসেরা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে; কোন প্রকারে আমি মুক্তি লাভ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছি।"

অকম্পনকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া, দশানন রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও রক্তনয়ন হইল এবং স্বীয় তেজে যেন তাঁহাকে দগ্ধ করত এই কথা বলিল, "কোন্ ব্যক্তি মুমূর্ষু হইয়া আমার সেই ভয়ঙ্কর জনস্থান নষ্ট করিয়াছে? ত্রিলোক মধ্যে কাহার আশ্রয় দুর্লভ হইয়াছে? বিষ্ণু, ইন্দ্র বা যমও আমার অপ্রিয়কার্য্য করিয়া সুখলাভ করিতে পারেন না। আমি কালেরও কাল,—আমি যমকেও বিনাশ করিতে অধ্যবসায় করি এবং অগ্নিকে দগ্ধ ও স্বীয় বেগে বায়ুর বেগ রুদ্ধ করিতে পারি; আমার তেজে সূর্য্য এবং অগ্নিও দগ্ধ হইতে পারে!"

অনন্তর অকম্পন, সেই ক্রোধান্বিত দশবদন রাবণের নিকটে ভয়াকুল বাক্যে অভয় প্রার্থনা করিল। পরে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন রাবণ অকম্পনকে অভয় প্রদান করিলে, সে বিশ্বস্ত হইয়া তাহাকে এই সুস্পষ্ট বাক্য বলিল, "রাজা দশরথের 'রাম' নামে এক পুত্র আছে; সে সিংহসদৃশ দেহবিশিষ্ট, যৌবনসম্পন্ন, শ্যামবর্ণ, শ্রীমান্ ও অতি যশস্বী; এবং তাহার স্কন্ধ মহৎ ও ভুজদ্বয় সুবৃত্ত ও আয়ত। সেই অনুপম বলবিক্রমসম্পন্ন রাম জনস্থানে খর ও দূষণকে হনন করিয়াছে।"

অকম্পনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষসাধিপতি রাবণ, নাগেন্দ্রের ন্যায়, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত তাহাকে এই বাক্য বলিল, "অকম্পন! সেই রাম কি ইন্দ্র ও সমস্ত দেবগণের সহিত জনস্থানে আগমন করিয়াছে, ইহা তুমি নির্দ্দেশ কর।"

রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অকম্পন তাহার নিকটে পুনর্ব্বার মহাত্মা রামের বল ও বিক্রম কীর্ত্তন করিল, "দিব্য অস্ত্র ও গুণসম্পন্ন সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধারি-শ্রেষ্ঠ মহাতেজা রাম যুদ্ধবিষয়ক পরম ধর্ম্ম অবগত আছে। তাহার অনুরূপ বলবান্ রক্তলোচন দুন্দুভি তুল্য শব্দকারী 'লক্ষ্মণ' নামে এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা আছে; তদীয় বদন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ। সেই শ্রীসম্পন্ন রাজশ্রেষ্ঠ রাম সেই ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া অগ্নিসমবেত বায়ুর সাদৃশ্য ধারণ করত জনস্থানে আগমন করিয়াছে। জনস্থান সেই রামকর্ত্তৃক উৎসাদিত হইয়াছে, মহাত্মা দেবতারা তথায় আগমন করেন নাই, আপনি এবিষয়ে সংশয় করিবেন না। রামকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত রুক্মপুঙ্খ পত্রযুক্ত শরসমস্ত পঞ্চানন সর্প হইয়া রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে। রাক্ষসেরা ভীত হইয়া যে যে পথ দিয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সেই পথেই রামকে অগ্রভাগে অবস্থিত দেখিতে পাইয়াছিল। হে অনঘ! সেই রাম এইরূপে আপনার জনস্থান উৎসাদন করিয়াছে।"

অকম্পনের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ "আমি রাম ও লক্ষ্মণকে হনন করিবার নিমিত্ত জনস্থানে গমন করিব," এরূপ বাক্য বলিল। রাবণ ঐরূপ বলিলে অকম্পন তাহাকে ইহা কহিল, "হে রাজন্! রামের যাদৃশ বল ও পৌরুষ, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। সেই মহাযশা রাম ক্রুদ্ধ হইলে, বিক্রমদ্বারা তাহাকে পরাজয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই। সেই শ্রীমান্ সর্ব্বদক্ষ রাম শরসমূহদ্বারা জলপূর্ণা নদীর বেগ নিবারিত, আকাশমণ্ডল হইতে গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাদিগকে পাতিত, অবসন্না পৃথিবীকে উদ্ধৃতা, বেলা ভেদপূর্ব্বক লোক সকল প্লাবিত এবং বায়ু ও সমুদ্রের বেগ রুদ্ধ করিতে পারে। সেই মহাযশা পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম বিক্রমদ্বারা সমস্ত লোক সংহার করিয়া পুনর্ব্বার প্রজাদিগকে সৃষ্টি করিতে সমর্থ। হে দশানন! যেমন পাপী ব্যক্তিরা স্বর্গ লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ আপনি যুদ্ধে রামকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। অধিক কি, সমস্ত রাক্ষসেরাও তাহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। সমস্ত [illegible] মিলিত হইয়াও যে, তাহাকে বধ করিতে পারিবেন, এরূপ

আমি বোধ করি না। তাহাকে বধ করিবার এই একমাত্র উপায় আছে; আপনি একাগ্র-চিত্ত হইয়া আমার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ করুন। সেই রামের সীতানাম্নী এক ভার্য্যা আছে; সেই রত্নভূষিতা সীতা লোকমধ্যে উত্তমা, শ্যামা, সুমধ্যমা ও মহিলাদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপা; মানবীর কথা দূরে থাকুক, কোন দেবী, গন্ধর্ব্বী অপ্সরা বা পন্নগীও তাহার সদৃশী হইতে পারে না। রাম সেই সীতারহিত হইয়া বহুকাল জীবিত থাকিবে না; অতএব আপনি সেই মহাবনে রামকে প্রমথিত করিয়া তাহার ভার্য্যাকে অপহরণ করুন।"

অনন্তর মহাবাহু রাক্ষসাধিপতি রাবণ চিন্তাপূর্ব্বক অকম্পনের সেই বাক্য উপযুক্ত বোধ করিয়া তাহাকে কহিল, "উত্তম! কল্য আমি একাকীই সারথির সহিত তথায় যাইব এবং হর্ষসহকারে বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে এই মহানগরীতে আনয়ন করিব।"

রাবণ অকম্পনকে ঐরূপ বলিয়া তখনই খরযোজিত সূর্য্যসবর্ণ রথ দ্বারা সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত করত গমন করিল। পরে রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই গমনকারী বৃহৎ রথ নক্ষত্র-পথবর্ত্তী হইয়া মেঘমধ্যবর্ত্তিনী চন্দ্রপ্রভার সাদৃশ্য ধারণ করিল। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ বহুদূরবর্ত্তী তাড়কানন্দন মারীচের আশ্রমে যাইয়া তাহার নিকটে গমন করিল এবং তৎকর্ত্তৃক অমানুষলভ্য ভক্ষ্য ও ভোজ্য দ্রব্যদ্বারা পূজিত হইল। মারীচ আসন ও উদক প্রদানপূর্ব্বক রাবণকে পূজিত করিয়া এই অর্থযুক্ত বাক্য বলিল, "হে রাজন্! আমার আশঙ্কা হইতেছে; লোকসকলের কুশল ত? আমি, আপনার এখানে শীঘ্র আগমনের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।"

অনন্তর সেই বক্তৃতাপটু মহাতেজা রাবণ মারীচকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাহাকে এই বাক্য বলিল, "হে তাত! অক্লিষ্টকর্ম্মা রামকর্ত্তৃক আমার দুর্গ নিরুদ্ধ হইয়াছে। সে যুদ্ধে সেই অবধ্য জনস্থান নিপাতিত করিয়াছে; অতএব তুমি তাহার ভার্য্যা হরণ বিষয়ে আমার সাহায্য কর।"

রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মারীচ তাহাকে এই কথা বলিল, "হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! মিত্ররূপী অথচ বাস্তবিক শত্রু এরূপ কোন্ ব্যক্তি আপনার নিকটে সীতার কথা বলিয়াছে? আপনাকর্ত্তৃক প্রমো-দিত হইয়াও, কোন্ ব্যক্তি আপনার প্রতি প্রমুদিত হইতেছে না? 'সীতাকে এখানে আনয়ন কর,' ইহা আপনাকে কে বলিতেছে, কে সমস্ত রাক্ষসলোকের শৃঙ্গচ্ছেদনে অভিলাষী হইতেছে, ইহা আপনি আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। যে আপনাকে এবিষয়ে উৎসাহিত করিতেছে, সে আপনার শত্রু, ইহাতে সংশয় নাই; কেন না সে আপনার-দ্বারা তীব্রবিষ সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। কে আপনাকে এই কর্ম্মদ্বারা কুপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছে? হে রাজন্! আপনি সুখে শয়ন করিতেছেন, এমত সময়ে কে আপনার মস্তকে প্রহার করিয়াছে? হে রাবণ! যাহার বিশুদ্ধবংশে জন্ম ভয়ঙ্কর শুণ্ড, সুস্থিত উভয় বাহু দন্তদ্বয় ও প্রভাব মদ, সেই মদগন্ধযুক্ত রঘুকুলজাত রামরূপ হস্তীকে যুদ্ধার্থে অবলোকন করাও আপনার উচিত নহে। পূর্ব্বে যিনি যুদ্ধমধ্যে অবস্থান ও সন্ধানবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ না হইয়াও যুদ্ধে অভিজ্ঞ রাক্ষসরূপ মৃগদিগকে হনন করিয়াছেন; সম্প্রতি যুদ্ধকৌশলে অভিজ্ঞ সেই শররূপ অঙ্গে সম্পূর্ণ ও নিশিত খড়্গারূপ ভয়ঙ্কর দন্তসম্পন্ন প্রসুপ্ত নরসিংহকে প্রবোধিত করা আপনার অনুচিত। হে রাক্ষসরাজ! যাহার চাপ গ্রাহ, ভুজবেগ পঙ্ক, শরসমূহ উর্ম্মিমালা ও জলবেগ; সেই অতি ভয়ঙ্কর রামরূপ মহাসাগরে আপনার পতিত হওয়া উপযুক্ত নয়। হে লঙ্কেশ্বর! আপনি প্রসন্নতা লাভ করুন। হে রাক্ষসেন্দ্র! আপনি প্রসন্ন হইয়া লঙ্কায় গমন করুন এবং স্বীয় ভার্য্যাতে রত হউন; রামও ভার্য্যার সহিত বনে রমণ করুন।"

দশবদন রাবণ মারীচকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক উত্তম গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর শূর্পণখা খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও ভীমকর্ম্মা চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে যুদ্ধে একাকী রামকর্ত্তৃক নিহত হইতে দেখিয়া পুনর্ব্বার, মেঘের ন্যায়, মহাশব্দ করিতে লাগিল। সে অন্যের দুষ্কর সেই রামকৃত কার্য্য অবলোকন করিয়া অতীব উদ্বিগ্না হইয়া রাবণ-পালিত লঙ্কাপুরীতে গমন করিল এবং দেখিল যে, সপ্তভূমিক গৃহের উপরিভাগে দীপ্ততেজা রাবণ সূর্য্যপ্রভ স্বর্ণনির্ম্মিত পরম আসনে আসীন হইয়া স্বর্ণময়-বেদিমধ্যগত ঘৃত-সমন্বিত প্রোজ্জ্বলিত অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করত, মরুদ্গণ-পরিবৃত বাসবের ন্যায়, অমাত্যগণে পরিবৃত রহিয়াছে। যে, যুদ্ধে মহাত্মা দেব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও অন্যান্য প্রাণীদিগের অজেয় এবং মুখব্যাদান-কারী অন্তক-সদৃশ ভয়ঙ্কর; বিশুদ্ধ-সুবর্ণনির্ম্মিত-কুণ্ডলধারী, সুদৃশ্য পরিচ্ছদশালী, রাজলক্ষণ-লক্ষিত, দেবযুদ্ধে নানাবিধ শস্ত্রদ্বারা সমাহত, যে পর্ব্বত-সদৃশ প্রশস্ত-বাহুযুক্ত বীরের সমস্ত শরীর বজ্র, অশনি ও অন্যান্য দিব্যাস্ত্রগণের আঘাত-চিহ্নে সমাকুল এবং বক্ষঃস্থল ঐরাবত হস্তীর দন্তাঘাতে কিণাঙ্কিত হইয়াছে; যাহার গ্রীবা দশ, বদন সকল বৃহৎ, হস্ত বিংশতি, বক্ষঃস্থল বিশাল, দন্ত শুক্লবর্ণ ও বর্ণ স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য-সদৃশ; যে অক্ষোভ্য সমুদ্র সকল ক্ষুব্ধ, দেবতাদিগকে বিমর্দ্দিত ও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত সমস্ত নিক্ষিপ্ত করিতে পারে; যে অবিলম্বে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; যে নিয়ত যজ্ঞের বিঘ্ন করে; যে সমস্ত ধর্ম্মের উচ্ছেদকারী পরদারা-গমনে রত ও সমস্ত দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগে সমর্থ; যে ভোগবতী নগরীতে যাইয়া বাসুকি ও তক্ষককে পরাজয় করিয়া তক্ষকের প্রেয়সী ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে; যে কৈলাস-পর্ব্বতে যাইয়া নরবাহন কুবেরকে পরাজয় করিয়া তদীয় পুষ্পক-নামক কামগামী বিমান হরণ করিয়াছে; আকারে পর্ব্বতশৃঙ্গ-সদৃশ যে বীর ক্রুদ্ধ হইয়া চৈত্ররথ-নামক দিব্য বন, তন্মধ্যবর্ত্তী নলিনীযুক্ত সরোবর, নন্দনকানন ও দেবোদ্যান সকল বিনষ্ট এবং বাহুদ্বয়-দ্বারা উদয়োন্মুখ শত্রুতাপন মহাভাগ সূর্য্য ও চন্দ্রকে নিবারিত করিতে পারে; পূর্ব্বে যে ধীর মহাবনে থাকিয়া দশ সহস্র বর্ষ তপস্যা করত স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকে স্বীয় মস্তক সকল উপহার দিয়াছে; যুদ্ধে মানব-ব্যতীত, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পিশাচ, কি নাগ, কি উরগ, কাহা হইতেও যাহার মৃত্যুর ভয় নাই; যে মহাবল যজ্ঞশালা-মধ্যে ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থে বৈদিকমন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত পুণ্যজনক সোমরস নষ্ট করে; যে কর্কশস্বভাব, দুষ্টাচারী, ক্রূরকর্ম্মানুষ্ঠায়ী, ব্রাহ্মণঘাতী, প্রাণিগণের অহিতকারী, সমস্ত লোকের ভীতিপ্রদ, নির্দ্দয় ও জীবমাত্রের রোদনহেতু; যে দক্ষিণাকালপ্রাপ্ত যজ্ঞ সকল ধ্বংস করিয়া থাকে; এবং যে সময়ে কালের ন্যায় উদ্যমবিশিষ্ট হয়; সেই পৌলস্ত্যবংশনন্দন রাক্ষসেন্দ্র মহাভাগ মহাবল ক্রূরস্বভাব শত্রুহন্তা ভ্রাতা রাবণ দিব্য বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দিব্য আভরণ ও মাল্যদ্বারা শোভিত ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া স্বচ্ছন্দে আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে, ইহা অবলোকন করিয়া, সেই রামভয়ে বিহ্বলা রাক্ষসী তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে বলিল। তখন মহাত্মা রামকর্ত্তৃক বিরূপিতা সেই নির্ভয়ে বিচরণকারিণী শূর্পণখা রামবিষয়ক লোভ ও তাঁহার ভয়ে বিমোহিতা হইয়া সেই প্রদীপ্ত ও বিস্তৃতলোচনসম্পন্ন রাবণকে আত্মদশা প্রদর্শন করত অতি ভয়ঙ্কর বাক্য বলিতে লাগিল।

ইতি দ্বাত্রিংশ সর্গ ॥৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর দীনা শূর্পণখা ক্রোধসহকারে অমাত্যমধ্যে সমাসীন লোকরোদনজনক রাবণকে এই পরুষ বাক্য বলিল, "তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া কামভোগে প্রমত্ত রহিয়াছ; তোমাকে সুপথে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, এরূপ তোমার অঙ্কুশস্বরূপ মন্ত্রীও নাই; তজ্জন্যই তুমি, অবশ্য জ্ঞাতব্য এই যে উৎকট ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিতেছ না। যে রাজা গ্রাম্যভোগে আসক্ত, স্বেচ্ছাচারী ও

দ্ধ হয়েন, প্রজারা তাঁহাকে, শ্মশানমধ্যবর্ত্তী অগ্নির ন্যায়, সমাদর করে না। যে রাজা স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্য ও সেই সমস্ত কার্য্যের সহিত বিনষ্ট হয়েন। যিনি মহিলা প্রভৃতির অধীন, যাঁহার দর্শন, অতিদুর্লভ এবং যিনি উত্তমরূপে চর নিয়োগ করেন না, হস্তীরা যেমন দূর হইতে পঙ্কযুক্ত নদী পরিত্যাগ করিয়া থাকে তদ্রূপ প্রজারা দূর হইতেই সেই নরপতিকে পরিত্যাগ করে। যে নরাধিপেরা স্বীয় অনায়ত্ত রাজ্য উপায়দ্বারা আয়ত্ত করেন না, সাগরমধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের ন্যায়, তাঁহাদিগের বৃদ্ধি প্রকাশিতা হয় না। তুমি উত্তমরূপে চার নিয়োগ কর না এবং তোমার চিত্তও চঞ্চল, অতএব তুমি বিশুদ্ধচিত্ত দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বদিগের সহিত শত্রুতা করিয়া কি প্রকারে রাজত্ব করিবে? হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি বুদ্ধিহীন, বালকস্বভাব এবং কি জানিতে হয়, তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সুতরাং তুমি কি প্রকারে রাজ্যে স্থির থাকিবে? হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! যাঁহাদিগের চার কোষ ও নীতি আয়ত্ত নহে, সেই মহীপতিরা প্রাকৃত ব্যক্তির তুল্য। নরাধিপেরা চারদ্বারা দূরস্থ সমস্ত বিষয় দর্শন করেন, এই কারণেই তাঁহারা 'দীর্ঘচক্ষু" বলিয়া উক্ত হয়েন। আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি উত্তমরূপে চার নিয়োগ কর না এবং তোমার মন্ত্রীরাও নীচবংশজাত; কেননা, জনস্থান ও তত্রস্থ আত্মীয়গণ যে নিহত হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই। রাম একাকীই খর, দূষণ ও চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে। সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম ঋষিদিগকে অভয় দিয়াছে এবং জনস্থান ধর্ষিত ও দণ্ডকারণ্য মঙ্গলময় করিয়াছে। রাবণ! তুমি লুব্ধ, প্রমত্ত ও পরাধীন; তজ্জন্যই স্বীয় রাজ্যমধ্যে সমুৎপন্ন এই ভয় অবগত হইতে পারিতেছ না। অন্নপ্রদাতা তীক্ষ্ণস্বভাব, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ নরপতি বিপন্ন হইলে, প্রজারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করে না। যে মহীপতি অভিমানী ও ক্রোধনস্বভাব হয়েন, যিনি মনে মনে আপনাকেই অভিজ্ঞ বোধ করেন; এবং যাঁহাকে কেহ কোন বিষয় উপযুক্ত বোধ করাইতে পারে না; ব্যসনকালে তদীয় আত্মীয়গণও তাঁহাকে হনন করে। যে রাজা স্বয়ং কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না এবং ভয়কালেও ভীত হন না; তিনি শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত ও দীন হইয়া তৃণতুল্য হয়েন। শুষ্ককাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও পাংশুদ্বারাও কার্য্য হয়; কিন্তু স্থানভ্রষ্ট ভূপতিদ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা শক্তিসম্পন্ন হইয়াও, পরিত্যক্তবস্ত্র ও বিমর্দ্দিত মাল্যের ন্যায়, নিরর্থক হয়েন। যিনি প্রমাদহীন, রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত হয়েন, সেই রাজা বহুকাল রাজ্যে স্থিরতর থাকেন। যিনি নয়নদ্বারা প্রসুপ্ত হইয়াও নীতিরূপ নেত্রদ্বারা জাগরণ করেন এবং যাঁহার ক্রোধ ও প্রসাদ কার্য্যদ্বারা ব্যক্ত হয়, সকলেই সেই মহীপতিকে পূজা করে। রাবণ! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি ও ঐ সমস্ত গুণে বর্জ্জিত; কেননা তুমি চারদ্বারা রাক্ষসদিগের এই বধ অবগত হইতে পার নাই। তুমি অন্যের অবমাননাকারী, বিষয়াসক্ত, দেশকালবিভাগে অনভিজ্ঞ; এবং গুণদোষ নির্ণয়ে চিত্তসমাধানে অসমর্থ; অতএব শীঘ্রই বিপন্ন ও রাজ্যভ্রষ্ট হইবে।"

ধন, দর্প ও বলসমন্বিত রাবণ ঐরূপে শূর্পণখাকে স্বীয় দোষ সমস্ত কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া বহুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিল।

ইতি ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর অমাত্য মধ্যে আসীন রাবণ শূর্পণখাকে পরুষ বাক্য বলিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ইহা বলিল, "রাম কে? তাহার রূপ, বীর্য্য ও পরাক্রম কীদৃশ? সে কি জন্য দুস্তর দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে? যে যাহার দ্বারা খর, দূষণ ও সেই সমস্ত রাক্ষসদিগকে হনন করিয়াছে; তাহার এরূপ আয়ুধই বা কি? হে মনোজ্ঞাঙ্গি! কে তোমাকে বিরূপিতা করিয়াছে, তাহা যথার্থরূপে বল।"

ক্রোধমোহিতা রাক্ষসী শূর্পণখা রাক্ষসেন্দ্র রাবণকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্তা হইয়া অবিকল রামবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল, "রূপে কন্দর্প-সদৃশ সেই কৃষ্ণাজিন-পরিধারী চীরোত্তরবাসা মহাবল দীর্ঘবাহু বিশাল-নয়ন দশরথনন্দন রাম মহেন্দ্রচাপসদৃশ স্বর্ণবলয়ভূষিত ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক তীব্রবিষযুক্ত সর্পসদৃশ প্রাণহারী প্রদীপ্ত নারাচ সকল মোচন করে। আমি তাহাকে যুদ্ধে ভয়ঙ্কর শর সমস্ত গ্রহণ বা ধনু-আকর্ষণপূর্ব্বক মোচন করিতে দেখি নাই, কেবল এইমাত্র দেখিয়াছি যে, যেরূপ উত্তম শস্য ইন্দ্রকর্ত্তৃক শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনাশিত হয়, সেইরূপ সেই রাক্ষসসৈন্য তৎকর্ত্তৃক শরবৃষ্টি দ্বারা বিনাশিত হইতেছিল। সে পদাতি হইয়াও একাকীই সার্দ্ধমুহূর্ত্তমধ্যে খর, দূষণ ও চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমপরাক্রম রাক্ষসকে তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা নিহত করিয়াছে। সে ঋষিদিগকে অভয় দিয়াছে এবং দণ্ডকারণ্যও মঙ্গলময় করিয়াছে। সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা রাম স্ত্রীবধ শঙ্কা করিয়া কেবল আমাকেই অভিভব করত পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার অনুরক্ত ও ভক্ত 'লক্ষ্মণ' নামে এক ভ্রাতা আছে; সে যেন তাহার দক্ষিণ বাহু, কিংবা বাহ্যসঞ্চারি প্রাণ; সেই বুদ্ধিমান্ বলবিক্রম সম্পন্ন অমর্ষস্বভাব দুর্জ্জয় মহাতেজাও গুণে ও বিক্রমে তাহার তুল্য এবং যুদ্ধে বিচরণে ও শত্রুপরাজয়ে দক্ষ। অপিচ সেই রামের সীতা নামে এক প্রেয়সী ধর্ম্মপত্নী আছে; সে নিরন্তর স্বামীর প্রিয় ও হিতসাধনে তৎপরা রহিয়াছে; সেই যশস্বিনী বিদেহরাজ-জনকের দুহিতা; তাহার বদন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ নয়ন অতিবিশাল, বর্ণ-জ্যোতি কাঞ্চনসদৃশ, কটি ক্ষীণ, নখ তুঙ্গ অথচ রক্তবর্ণ এবং কেশ, নাসা, উরু ও রূপ অতি উত্তম; সে বনদেবতা বা দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় দীপ্তিমতী; আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর বা মানবলোকে পূর্ব্বে আর তাদৃশী রূপবতী নারী অবলোকন করি নাই। সেই সীতা যাহার ভার্য্যা,—সে যাহাকে প্রমোদসহকারে আলিঙ্গন করে; সেই ব্যক্তি সমস্ত প্রাণী, এমন কি, মহেন্দ্র হইতেও সমধিক সুখে জীবন অতিবাহন করে। ভূমণ্ডলে অনুপম রূপবতী, রমণীয়দেহা, বিস্তৃতজঘনা, প্রশস্তবদনা এবং পীন ও উত্তুঙ্গ পয়োধর সমন্বিতা সেই সুশীলা সীতা আপনারই ভার্য্যা হইবার যোগ্যা; আপনিই তাহার উত্তম স্বামী। হে মহাভুজ! আমি আপনার ভার্য্যানিমিত্ত তাহাকে আনয়ন করিতে উদ্যতা হইয়া ক্রূর লক্ষ্মণকর্ত্তৃক বিরূপিতা হইয়াছি। অধুনা যদি আপনি সেই পূর্ণচন্দ্রাননা বিদেহরাজ-দুহিতা সীতাকে দর্শন করেন, তবে নিশ্চয়ই মদনবাণের লক্ষ্য হইয়া উঠেন। যদি তাহাকে ভার্য্যা করিতে আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে এই সময়ে আপনি শীঘ্রই রামকে জয় করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ পদ সঞ্চালন করুন। হে রাক্ষসেশ্বর রাবণ! যদি আপনি মদীয় এই বাক্য উত্তম বোধ করেন, তবে শঙ্কারহিত-চিত্তে আমার বাক্যের অনুযায়ী কার্য্য করিতে উদ্যত হউন। হে মহাবলরাক্ষসরাজ! আপনি তাহাদিগকে অসমর্থ ও আপনাকে সমর্থ বোধ করিয়া সেই অনিন্দিতাঙ্গী সীতাকে ভার্য্যা করিতে প্রযত্ন করুন। খর দূষণ ও জনস্থাননিবাসী রাক্ষসদিগকে রামকর্ত্তৃক অকুটিলগামী শরসমূহদ্বারা নিহত শ্রবণ করিয়া, এক্ষণে যাহা আপনার কর্ত্তব্য হয়, আপনি তাহাই করুন।"

ইতি চতুস্ত্রিংশ সর্গ। ৩৪।

পঞ্চস্ত্রিংশ সর্গ।

রাক্ষসাধিপতি স্থিরবুদ্ধি রাবণ শূর্পণখার সেই রোমহর্ষজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে গমনে অনুমতি দিয়া একাকীই প্রস্থিত হইল। সে মনে মনে সেই কার্য্য উদ্দেশপূর্ব্বক সূক্ষ্মদৃষ্টি সহকারে তাহার শত্রুগুণ ও দোষের বলাবল অবধারণ করিয়া ইহাই কর্ত্তব্য এরূপ নিশ্চয় করত রমণীয় যানগৃহে গমন করিল এবং তথায় যাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে সারথিকে "রথ যোজনা কর," এরূপ আদেশ করিল। রাবণকর্ত্তৃক ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া সারথিও তৎক্ষণাৎ রথ-

স্থানমধ্যে তদীয় অভিমত এক উৎকৃষ্ট রথ যোজনা করিল। অনন্তর কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসাধিপতি শ্রীমান্ রাবণ স্বর্ণভূষিত পিশাচসদৃশ বদন খরসমূহে যোজিত মেঘতুল্য নিনাদকারী সেই কামগামী রথে আরোহণ করিয়া তদ্দ্বারা নদনদীপতি সাগরের অভিমুখে প্রস্থিত হইল। শ্বেতবর্ণ চামর ও ছত্রধারী, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সুরিগণ বিনাশকারী, স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যসদৃশ দীপ্তিশালী, বিশুদ্ধ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত, সুদৃশ্য পরিচ্ছদ সমন্বিত, বিংশতিবাহু; দশগ্রীব, দশানন, দশশেখর পর্ব্বতরাজসদৃশ, কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই বীর্য্যবান্ রাক্ষসরাজ দেবশত্রু রাবণ কামগামী রথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইয়া, মণ্ডলাকার বিদ্যুৎসমূহে ভূষিত বলাকাসমন্বিত মেঘের ন্যায়, শোভা ধারণ করিল। সে হংস, ক্রৌঞ্চ, সারস ও ভেককুলে সমাকুল, চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট শীতল জলবিশিষ্ট পদ্মাকর সরোবর ও বেদিযুক্ত বিশাল আশ্রমসমূহে ভূষিত, কদলীবনে পরিবৃত, সাল, তাল, তমাল, নারিকেলপ্রভৃতি ফলপুষ্পসমন্বিত সহস্র সহস্র বৃক্ষে শোভিত, জিতকামসিদ্ধচারণ ব্রহ্মনন্দন বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, মরীচিপপ্রভৃতি অত্যন্ত নিয়তাহার মুনিগণে বিরাজিত, ক্রীড়া ও রতি বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্যালঙ্কারভূষিত বিদ্যমাল্যশোভিত সহস্র সহস্র অপ্সরোগণে সেবিত, শোভাসম্পন্ন দেবপত্নীগণে উপাসিত, অমৃতপায়ী দেব ও দানবসমূহে বিচরিত বৈদূর্য্যসবর্ণ প্রস্তরসমন্বিত, সাগরসান্নিধ্যবশতঃ শৈত্যযুক্ত ও স্নিগ্ধ, বহু পর্ব্বত পরিব্যাপ্ত এবং সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নাগ ও সুপর্ণগণে শোভান্বিত সাগরসন্নিহিত, জল বহুল প্রদেশ অবলোকন করত যাইতে যাইতে তপঃপ্রভাবে উচ্চলোকপ্রাপ্ত মহাত্মাদিগের তূর্য্যধ্বনিসহকৃত গীতশব্দে নিনাদিত, সুবিস্তৃত, দিব্যমাল্যভূষিত, বহুতর কামগামী পাণ্ডুরবর্ণ বিমান এবং অনেক গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাকে দর্শন করিল। অনন্তর অনেক শুভদর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিকারক সহস্র সহস্র চন্দন, উৎকৃষ্ট অগুরু ফলসমন্বিত সুগন্ধি উৎকৃষ্ট জাতীয় কক্কোল ও যাহা যাহা হইতে নির্যাস নির্গত হয়, সেই সকল বৃক্ষের বন, উপবন, তমালের পুষ্প, মরিচের শুষ্ক গুল্ম, তীরস্থিত মুক্তাসমূহ, পর্ব্বত, উৎকৃষ্ট প্রবালনিচয়, কাঞ্চনময় ও রজতময় শৃঙ্গ, স্বচ্ছজলবিশিষ্ট মনোহর অদ্ভুত প্রস্রবণ এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুল ধনধান্যসমন্বিত স্ত্রীরত্ন পরিবৃত বিবিধ নগর সন্দর্শন করত গমন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে স্বর্গসদৃশ মৃদুস্পর্শ বায়ুযুক্ত সমতল এক সুস্নিগ্ধ প্রদেশ তন্মধ্যে গণপরিবৃত মেঘসদৃশ দীপ্তিশালী এক বটবৃক্ষ তাহার নয়নগোচর হইল।

যে বৃক্ষের চতুর্দ্দিকস্থ শাখা সকল শত যোজন আয়ত ছিল। পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাবল মহাকায় সুপর্ণ গরুড় গজ ও কচ্ছপকে লইয়া ভক্ষণার্থে যাহার বহু পত্রসমন্বিতা শাখায় উপবেশন করিয়া স্বীয় ভারে সহসা তাহা ভগ্ন করিয়াছিলেন। তথায় ব্রহ্মনন্দন বৈখানস, মাষ, বালখিল্য, ধূম্র ও মরীচিপপ্রভৃতি মহর্ষিরা সঙ্গত ছিলেন; পক্ষিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ধর্ম্মাত্মা গরুড় তাঁহাদিগের প্রতি দয়া করিয়া এক পদে স্বীয় বেগে ভগ্না সেই শতযোজনায়তা শাখা এবং অন্য পদে সেই হস্তী ও কচ্ছপকে ধারণ করত তাহাদিগের মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক মহর্ষিদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা নিষাদ রাজ্য বিনাশপূর্ব্বক অনুপম হর্ষ লাভ করত সেই আনন্দে দ্বিগুণ বিক্রমসম্পন্ন হইয়া অমৃতহরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। অনন্তর লৌহনির্ম্মিত জাল ছিন্ন ও উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত গৃহ ভগ্ন করিয়া, তৎকর্ত্তৃক মহেন্দ্রভবন হইতে সুরক্ষিত অমৃত হৃত হইয়াছিল।

কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণ গরুড়কৃত শাখাভঙ্গচিহ্নসমন্বিত, মহর্ষিগণে সেবিত, সুভদ্রনামক সেই বট বৃক্ষ দর্শন করিল এবং তথা হইতে নদীপতি সমুদ্রের পর পারে যাইয়া পুণ্যজনক রমণীয় নির্জ্জন কাননমধ্যে এক আশ্রম ও তন্মধ্যে জটামণ্ডল-ধারী নিয়তাহারী কৃষ্ণাজিনপরিধারী মারীচনামক রাক্ষসকে দর্শন করিয়া যথা-নিয়মে তাহার সহিত সমা-

গত হইয়া অশ্বাদিযুক্ত কাম্যবস্তু সমুদয়দ্বারা তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইল। মারীচস্বয়ং ভোজন ও জল প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে পূজা করিয়া এই অর্থযুক্ত বাক্যে জিজ্ঞাসা করিল; "হে লঙ্কেশ্বর! আপনার ও লঙ্কার মঙ্গল ত? হে রাজন্! আপনি কি প্রয়োজনে পুনর্ব্বার শীঘ্রই এখানে আগমন করিলেন?"

বক্তৃতাপটু মহাতেজা রাবণ মারীচকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাহাকে এই বাক্য বলিল।

ইতি পঞ্চত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশ সর্গ।

"হে মারীচ! আমি বলিতেছি; তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে তাত। আমি আর্ত্ত হইয়াছি, এক্ষণে তুমিই আমার পরম গতি। আমার ভ্রাতা খর ও দূষণ এবং ভগিনী শূর্পণখা আর মহাবাহু মাংসভোজী ত্রিশিরা ও অপর যে বহুতর শূর লব্ধলক্ষ্য নিশাচর রাক্ষসেরা দণ্ডকারণ্যবাসী কর্ম্মচারী মহর্ষিদিগকে পীড়িত করত যথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত; তুমি সেই খরচিত্তানুবর্ত্তী লব্ধলক্ষ্য শূর চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমকর্ম্মা রাক্ষসদিগকে ও সেই জনস্থান অবগত আছ। নানাবিধ শস্ত্রধারী সেই জনস্থান-নিবাসী খর-প্রধান মহাবল রাক্ষসেরা সম্প্রতি অত্যন্ত যত্নপরায়ণ হইয়া যুদ্ধার্থে রামের সহিত সঙ্গত হইয়াছিল। সেই রাম ক্রুদ্ধ হইয়াও কোন পরুষবাক্য না বলিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুকে শরযোজনা করে এবং মনুষ্য হইয়াও পাদচারে যুদ্ধ করত প্রদীপ্ত শরসমূহদ্বারা যুদ্ধস্থলে খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দ্দশ সহস্র ভীমতেজা রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া দণ্ডকারণ্য ভয়শূন্য করিয়াছে। অপিচ ক্রুদ্ধ পিতা কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে ভার্য্যার সহিত নির্ব্বাসিত, কর্কশ স্বভাব, তীক্ষ্ণাচারী, লুব্ধ, মূর্খ, অজিতেন্দ্রিয়, পরিত্যক্ত ধর্ম্মা, অধর্ম্মাত্মা, ক্ষীণজীবন, প্রাণিদিগের অহিতনিরত, রাক্ষস সৈন্যবিনাশী, সেই ক্ষত্রিয়াধম, দুঃশীল, রাম কেবল বল অবলম্বনপূর্ব্বক বৈরব্যতিরেকেও কর্ণ নাসিকা ছেদন করিয়া অরণ্যমধ্যে আমার ভগিনীকে বিরূপিতা করিয়াছে। অতএব আমি বিক্রম করিয়া জনস্থান হইতে তাহার ভার্য্যা সেই দেবকান্যা-সদৃশী সীতাকে আনয়ন করিব; তুমি তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য কর। হে মহাবল! তুমি আমার সহায় হইয়া পার্শ্বদেশে থাকিলে, আমি ভ্রাতৃগণের সহিত সমস্ত দেবগণকেও গণ্য করি না। অতএব তুমিই আমার সহায় হও; তুমিই আমার সাহায্য করিতে সমর্থ; তুমি সর্ব্বমায়া-বিশারদ ও উপায়দক্ষ; বীর্য্যে, দর্পে বা যুদ্ধে তোমার তুল্য কেহ নাই। হে নিশাচর! আমি এই প্রয়োজনেই তোমার নিকটে আসিয়াছি; আমার বাক্যানুসারে মদীয় সাহায্যার্থে তোমাকে যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি; শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত স্বর্ণ মৃগ হইয়া সেই রামের আশ্রমে যাইয়া সীতার সমক্ষে বিচরণ কর, সীতা তোমাকে মৃগরূপী দেখিয়া স্বামী রাম ও দেবর লক্ষ্মণকে 'গ্রহণ কর,' বলিবে, ইহাতে সংশয় নাই। অনন্তর তাহারা স্থানান্তরে গমন করিলে, আমি শূন্য আশ্রমে যাইয়া বিনা বাধায় সুখে, রাহুর চন্দ্রপ্রভাহরণের ন্যায়, সীতাকে হরণ করিব। পরে রাম ভার্য্যাহরণ জন্য শোকে দীন হইলে, আমি কৃতকৃত্যচিত্তে সুখে তাহাকে গাঢ়রূপে প্রহার করিব।"

মহাবনে রামপরাক্রমজ্ঞ মহাত্মা মারীচ সেই রাবণের রামবিষয়িণী বাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইল এবং তাহার বদন শুষ্ক হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই আর্ত্ত ও মৃততুল্য হইয়া শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয় লেহন করত অনিমিষনয়নে রাবণকে দর্শন করিল এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভীত ও বিষাদিতচিত্তে তাহাকে তদীয় ও স্বীয় হিতজনক প্রকৃত বাক্য বলিল।

ইতি ষট্ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বাক্যবিশারদ মহাতেজা মারীচ রাক্ষসেন্দ্র রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে

এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিল, "রাজন্! এই লোকে অহিতসাধন প্রিয়বাক্যের বক্তা নিরন্তরই সুলভ; কিন্তু হিতসাধন অপ্রিয় বাক্যের বক্তা ও গ্রহীতা, উভয়ই দুর্লভ। আপনি চঞ্চলস্বভাব ও সম্যক্ চার নিয়োগে অকৃত প্রযত্ন, সুতরাং রাম যে মহাবীর, গুণসমুন্নত এবং মহেন্দ্র ও বরুণের সদৃশ, ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না, সন্দেহ নাই। হে তাত! সমস্ত রাক্ষসদিগের মঙ্গল হউক,—রাম ক্রুদ্ধ হইয়া লোক সকল রাক্ষসবিহীন না করুন। জনকদুহিতা সীতার নিমিত্ত আপনার মহৎ ব্যসন উপস্থিত না হউক,—তদীয় জন্ম আপনার জীবন বিনাশের হেতু না হউক। আপনি কামাচারী ও সদুপদেশ-বিহীন; আপনাকে স্বামী লাভ করিয়া, আপনার ও রাক্ষসদিগের সহিত লঙ্কাপুরী বিনষ্ট না হউক। আপনার ন্যায় দুঃশীল দুর্ব্বুদ্ধি, কামাচারী ও পাপীদিগের সহিত মন্ত্রণাকারী রাজা আত্মীয়বর্গ ও রাজ্যসহ আপনাকে বিনষ্ট করে। সেই কৌসল্যানন্দ-বর্দ্ধন সর্ব্বপ্রাণিহিতনিরত ধর্ম্মাত্মা রাম দুঃশীল প্রাণিগণের প্রতি তীক্ষ্ণস্বভাব, লুব্ধগুণসম্পন্ন, ধর্ম্মহীন বা মর্য্যাদাশূন্য অধম ক্ষত্রিয় নহেন এবং পিতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তও হন নাই; পরন্তু পিতাকে কেকয়ীকর্ত্তৃক বঞ্চিত দেখিয়া তাঁহাকে সত্যবাদী করিতে অভিপ্রায় করিয়া স্বয়ংই বনে আসিয়াছেন। তিনি পিতা দশরথ ও মাতা কেকয়ীর প্রিয়কার্য্যসাধন নিমিত্ত রাজ্য ও ভোগসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। হে তাত! তিনি অবিদ্বান্, অজিতেন্দ্রিয় বা কর্কশস্বভাব নহেন এবং মিথ্যাচার তাঁহার শ্রবণগোচরও হয় নাই; তাঁহাকে মিথ্যাচারী বলা আপনার উচিত নহে। তিনি দেহবিশিষ্ট সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, সাধু-স্বভাব, সত্যপরাক্রম ও মহেন্দ্র যেমন দেবগণের রাজা, সেইরূপ সমস্ত লোকের রাজা। সেই রামকর্ত্তৃক বীর্য্য দ্বারা অভিরক্ষিতা বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা দেবী, সূর্য্যকর্ত্তৃক অভিরক্ষিতা তদীয় প্রভার ন্যায়, হরণযোগ্যা নহেন; আপনি কিপ্রকারে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে হরণ করিতে অভিলাষ করিতেছেন। শর যাহার শিখা; এবং ধনু ও খড়্গ যাহার ইন্ধন; যুদ্ধে সেই রামরূপ অধর্ষণীয় প্রদীপ্ত অনলে আপনার প্রবেশ করা উচিত নহে। হে তাত! আপনি রাজ্য, সুখ ও প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিয়া যাহার ধনুই ব্যাদিত-প্রদীপ্ত-বদন ও শরই শিখা; সেই ধনুর্ব্বাণধারী তীক্ষ্ণাচারী শত্রুসেনা-বিনাশী অমর্ষস্বভাব রামরূপ অন্তকের নিকটে গমন করিবেন না। সেই জনকদুহিতা সীতা অপ্রমেয়তেজা স্বামী রামের ধনু আশ্রয় করিয়া বনে রহিয়াছেন; অতএব আপনি তাঁহাকে হরণ করিতে সমর্থ নহেন। সিংহসদৃশ বক্ষঃ-স্থলসমন্বিত নরসিংহ ওজস্বী রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা ও নিয়ত অনুগতা ভার্য্যা সেই সুমধ্যমা ভামিনী মিথিলারাজ-দুহিতা সীতা, প্রদীপ্ত অনলের শিখার ন্যায় অধর্ষণীয়া; আপনি তাঁহাকে ধর্ষণা করিতে পারিবেন না; অতএব হে রাক্ষসরাজ! আপনার এই নিষ্ফল প্রযত্ন করিয়া কি হইবে? আপনি যদি রাম-কর্ত্তৃক যুদ্ধে অবলোকিত হন, তবে আপনার রাজ্য, সুখ ও জীবন দুর্লভ হইবে; কেন না, যুদ্ধে তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হওয়া জীবন-বিনাশের হেতু। আপনি আপনার ও রঘুনন্দন রামের বল যথার্থরূপে অবগত হইয়া দোষ ও গুণ সমুদয়ের বলাবল অবধারণপূর্ব্বক বিভীষণ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মিষ্ঠ অমাত্যদিগের সহিত মন্ত্রণা করত নিশ্চয় করিয়া যাহা হিতকর ও কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহাই করুন। হে নিশাচরাধিপতে! আমি বিবেচনা করি, কোশলরাজ দশরথতনয় রামের নিকটে যুদ্ধার্থে গমন করা আপনার বিধেয় নহে। আমি পুনর্ব্বার আপনাকে এই সময়োচিত উপযুক্ত বাক্য বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।

ইতি সপ্তত্রিংশ সর্গ ॥৩৭॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

"আমি পূর্ব্বে কোন স[illegible]য় [illegible] আকারে পর্ব্বতের, বর্ণে নীল মেঘের ও [illegible]ণ সহস্র হস্তীর সদৃশ হইয়া বিশুদ্ধ সুবর্ণনির্ম্মি[illegible] কুণ্ডল, কিরীট

ও পরিঘ অস্ত্র ধারণ করিয়া সহায়গণের সহিত বীর্য্যপ্রযুক্ত প্রাণিবর্গের ভয় উৎপাদনপূর্ব্বক এই পৃথিবী পর্য্যটন করত ঋষিদিগের মাংস ভক্ষণ করিতে করিতে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। অনন্তর মহামুনি ধর্ম্মাত্মা বিশ্বামিত্র আমা হইতে ভীত হইয়া স্বয়ং নরেন্দ্র দশরথের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে ইহা বলিলেন, "হে নরেশ্বর। মারীচ হইতে আমার ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে ; অতএব আমি পর্ব্বকালে সমাধিযুক্ত হইলে, এই রাম আমাকে রক্ষা করুন।"

"তখন ধর্ম্মাত্মা রাজা দশরথ মহাভাগ মহামুনি বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, 'হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই রঘুবংশতিলক রাম এখনও কৃতাস্ত্র হন নাই ; ইহাঁর বয়োমান পঞ্চদশবর্ষ মাত্র ; ইনি যে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবেন, আমার এরূপ বোধ হয় না। তবে আমি স্বীয় সেই সৈন্যের সহিত গমন করিতে স্বীকৃত আছি। যদি আপনার অভিলাষ হয়, তবে আমি স্বয়ংই চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে তথায় যাইয়া আপনার শত্রু নিশাচরকে বধ করিব।"

"সেই মুনি নরপতিকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রাম ব্যতীত অন্য কোন সৈন্য সেই রাক্ষসকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। হে নৃপ! আপনি যুদ্ধে দেবগণেরও রক্ষাকর্ত্তা ; আপনার কর্ম্ম ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত রহিয়াছে ; এবং আপনার সুমহৎ সৈন্য আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি ; কিন্তু হে শত্রুতাপন! সেই সৈন্য আপনার সহিত এই স্থানেই অবস্থিত থাকুক ; কেননা, এই মহাতেজা রাম বালক হইয়াও সেই রাক্ষসের নিগ্রহে সমর্থ ; হে নৃপতে! আমি ইহাঁকেই লইয়া যাইব ; আপনার পরম মঙ্গল হউক।"

বিশ্বামিত্র মুনি রাজা দশরথকে ঐরূপ বলিয়া তদীয় পুত্র সেই রামকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। অনন্তর তিনি দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞার্থে দীক্ষিত হইলে, সেই শ্মশ্রু প্রভৃতি পুরুষচিহ্ন বিহীন শ্রীমান্ শ্যামবর্ণ, শুক্ললোচন, কাকপক্ষধারী, একমাত্র বস্ত্রপরিধায়ী, স্বর্ণমালায় ভূষিত, ধনুর্দ্ধারী রাম বিচিত্র ধনু বিস্ফারণ করত তাঁহার নিকটে অবস্থিত রহিলেন। তখন তিনি স্বীয় প্রদীপ্ত তেজের দ্বারা দণ্ডকারণ্য শোভিত করত নব উদিত চন্দ্রের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অনন্তর আমি স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলধারী ও মেঘ সদৃশ হইয়া বল ও প্রাপ্ত বরের দর্পে সেই আশ্রমমধ্যে গমন করিলাম। আমি আয়ুধ উদ্যত করিয়া যেমন তথায় প্রবিষ্ট হইলাম, অমনি রঘুনন্দন রাম সহসা আমাকে দেখিতে পাইলেন এবং আমাকে দর্শন করিয়া অসম্ভ্রান্ত হইয়া ধনুতে জ্যা যোজনা করিলেন ; কিন্তু আমি অবিমুগ্ধচিত্তে তাঁহাকে বালক বোধ করিয়া অবজ্ঞাত করত ত্বরান্বিত হইয়া বিশ্বামিত্রের সেই বেদির অভিমুখে ধাবিত হইলাম। পরে সেই বীর্য্যশালী রাম শত্রুবিনাশন এক শাণিত শর মোচন করিলেন ; আমি তদ্দ্বারা তাড়িত ও শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র মধ্যে ক্ষিপ্ত হইলাম। হে তাত! তখন তিনি কেবল আমাকে হনন করিতে অনভিলাষী হইয়াই রক্ষা করিলেন। আমি তদীয় শরবেগে ক্ষিপ্ত, ভ্রান্তচিত্ত ও গম্ভীর সাগর নীরে নিপাতিত হইলাম এবং বহুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া লঙ্কাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

হে তাত! তৎকালে সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম বালক ও অকৃতাস্ত্র হইয়াও মদীয় সেই সহায়দিগকে নিহত করিয়া আমাকে ঐরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; অতএব আমি আপনাকে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিতেছি ; তথাপি যদি আপনি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, তবে শীঘ্রই ভয়ঙ্কর বিপদাপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইবেন এবং ক্রীড়া ও রতি বিষয়ে অভিজ্ঞ, সামাজিক উৎসব [illegible] [illegible] নিরর্থক সন্তাপ আনয়ন করিবেন, আর হর্ম্য প্রাসাদ সমাকুলা নানারত্ন ভূষিতা লঙ্কাপুরীকেও

মিথিলারাজ-দুহিতা সীতার নিমিত্ত বিনষ্টা দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা অত্যন্ত শুচি এবং কিছুমাত্র পাপাচরণ করেন না; তাঁহারাও পাপীর আশ্রয়ে থাকিয়া নাগসেবিত হ্রদমধ্যবর্ত্তী মৎস্যদিগের ন্যায়, পরপাপে বিনষ্ট হন। আপনি স্বীয় দোষে, দিব্যাভরণ ভূষিত দিব্যচন্দন লিপ্ত দেহ রাক্ষসদিগকে নিহত ও ভূতলে পতিত অবলোকন করিবেন। হতাবশিষ্ট নিরাশ্রয় রাক্ষসদিগের মধ্যে অনেকে ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া; অনেকে বা ভার্য্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া দশদিকে পলায়ন করিতেছে, ইহাও আপনার নয়নগোচর হইবে। অপিচ আপনি লঙ্কানগরীকেও শরজালসমাকুলা ও অগ্নিশিখাসমাবৃতা এবং তত্রত্য গৃহ সকল দগ্ধ দেখিতে পাইবেন, ইহাতে সংশয় নাই। হে রাজন্! বলপূর্ব্বক পরদারাভিগমন হইতে অন্য কোন মহৎ পাতক নাই; অতএব আপনি স্বীয় ভার্য্যাদিগের প্রতিই নিরত হউন এবং বংশ, মান, বৃদ্ধি, রাজ্য, প্রিয়দর্শন ভার্য্যাসমুদায়, মিত্রবর্গ ও অপরাপর রাক্ষসদিগকে রক্ষা করুন। আপনার ত অন্তঃপুরে সহস্র সহস্র প্রমদা আছে। যদি আপনি বহুকাল রাজ্যাদি উপভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তবে রামের অপ্রিয় কার্য্য করিবেন না। আমি আপনার সুহৃৎ; আমি আপনাকে দৃঢ়রূপে নিবারণ করিতেছি; তথাপি যদি আপনি বলপূর্ব্বক সীতাকে ধর্ষণা করেন, তবে নিশ্চয়ই বান্ধববর্গের সহিত ক্ষীণবল ও রামশরে হতজীবন হইয়া যমালয়ে গমন করিবেন।

ইতি অষ্টত্রিংশ সর্গ॥ ৩৮॥

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

"তৎকালে আমি যে প্রকারে যুদ্ধে রামকর্তৃক সেইরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছি, ইতিমধ্যে ও যাহা ঘটিয়াছিল, আমি বলিতেছি আপনি তাহা শ্রবণ করুন। হে রাবণ! আমি পূর্ব্বে রামকর্তৃক ঐরূপে পরাভূত হইয়াও নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হই নাই, তজ্জন্যই পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণশৃঙ্গসম্পন্ন, অতি ভয়ঙ্করদন্তযুক্ত প্রদীপ্ত জিহ্বাবিশিষ্ট, একমাংসভোজী মহাবল অতি ভয়ানক মহামৃগ হইয়া মৃগরূপধারী দুই রাক্ষসের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তীর্থ, চৈত্য-বৃক্ষ ও অগ্নিহোত্রগৃহমধ্যে তাপসদিগকে ধর্ষণা করত বিচরণ করিতেছিলাম। তখন আমি ঋষিমাংসভোজী তীক্ষ্ণশৃঙ্গযুক্ত ক্রূর মৃগ হইয়া ধর্ম্ম দূষিত করত ধর্ম্মচারী তপস্বীদিগকে হননপূর্ব্বক তাঁহাদিগের রক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়া প্রমত্ত হওত বনবাসিবর্গের ভয় উৎপাদন সহকারে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাপসধর্ম্মাবলম্বী রাম, মহাভাগা বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও সমস্ত প্রাণিগণের হিতনিরত তপস্যাকারী মহারথ লক্ষ্মণের নিকটবর্ত্তী হইলাম এবং পূর্ব্বতন বৈরিভাব ও সেই প্রহার স্মরণ করিয়া প্রজ্ঞাবিহীনতাপ্রযুক্ত বনবাসী মহাবল রামকে তাপসধর্ম্মনিরত জানিয়া অভিভবপূর্ব্বক হনন করিতে অভিলাষ করত ক্রোধসহকারে তাঁহার অভিমুখে বেগে গমন করিলাম। তিনিও সুমহৎ ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক তিনটি শাণিত শর পরিত্যাগ করিলেন। বায়ু ও গরুড়সদৃশ গমনকারী, রক্তপায়ী, শত্রুবিনাশী, বজ্রসদৃশ অতি ভয়ঙ্কর, আনতপর্ব্ব সেই তিন বাণ মিলিত হইয়া আমাদিগের অভিমুখে আসিতে লাগিল। আমি নিতান্ত শঠ এবং পূর্ব্বে রাম হইতে ভয় দর্শন করিয়া তদীয় পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলাম; তজ্জন্য অমনি পলায়ন করিলাম এবং মুক্তও হইলাম কিন্তু সেই উভয় রাক্ষস নিহত হইল।

"হে রাবণ! আমি কোন প্রকারে রামশর হইতে মুক্ত ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে এই স্থলে আসিয়া যোগ অবলম্বন করত তপস্যাচরণ করিতেছি। আমি তদবধি পাশধারী অন্তক সদৃশ সেই চীরপরিধারী কৃষ্ণাজিনোত্তরবাসা ধনুর্দ্ধারী রামকে প্রত্যেক বৃক্ষেই দেখিতে পাই। আমি ভীত হইয়া নিরন্তর সহস্র সহস্র রামকে দর্শন করি,—এই সমস্ত অরণ্যই যেন রাম হইয়া

আমার নিকটে প্রতিভাত হয়; হে রাক্ষসেশ্বর! আমি রামবিহীন প্রদেশেও কেবল সেই রামকেই অবলোকন করি, এমন কি, স্বপ্নেও তাঁহাকে দেখিয়া, সচেতনের ন্যায়, ইতস্তত ধাবিত হই। হে রাবণ! আমি আপনাকে আর অধিক কি বলিব; আমি রাম হইতে এরূপ ত্রাসান্বিত হইয়াছি যে, রত্ন রথ প্রভৃতি যে শব্দের প্রথমে রকার আছে, সেই সকল শব্দও আমার ত্রাস উৎপাদন করে। আমি বিশেষরূপে সেই রঘুনন্দন রামের পরাক্রম অবগত আছি, অতএব তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা আপনার বিধেয় নহে; তিনি বলি বা নমুচিকেও হনন করিতে পারেন। হে রাবণ! আপনি রামের সহিত যুদ্ধই করুন, বা ক্ষান্তই হউন; যদি আমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার নিকটে তাহার কথা বলিবেন না। ইহলোকে ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী যোগাবলম্বী অনেক সাধু পরের অপরাধে বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ আমারও অন্যের অপরাধে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। হে রাক্ষসরাজ! আপনি যাহা উপযুক্ত বোধ করেন তাহাই করুন; কিন্তু আমি আপনার অনুগামী হইব না। সেই মহাতেজা মহাপ্রজ্ঞ মহাবল অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম নিশ্চয়ই রাক্ষসলোকের বিনাশকারী হইবেন, ইহা সম্ভাবিত হইতেছে। যদিও পূর্ব্বে জনস্থাননিবাসী দুরাচার খর শূর্পণখার নিমিত্ত তৎকর্তৃক নিহত হইয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার দোষ কি, তাহা আপনি যথার্থরূপে অবধারণ করুন। আপনি আমার বন্ধু; তজ্জন্যই আমি আপনার হিতার্থে এই যথার্থ বাক্য বলিলাম; যদি আপনি মদীয় বাক্যের অনুবর্ত্তী না হন, তবে বান্ধববর্গের সহিত অবক্রগামী শর সমূহদ্বারা রামকর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিবেন।"

ইতি ঊনচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

যেরূপ মরণাভিলাষী পুরুষ ঔষধ গ্রহণ করে না, তদ্রূপ সেই কালপ্রেরিত রাক্ষসাধিপতি রাবণ হিতকর ও যুক্তিযুক্ত বাক্যবাদী মারীচকর্তৃক উক্ত হইয়া তদীয় যুক্তিযুক্ত সমুচিত বাক্য গ্রহণ করিল না; প্রত্যুত তাহাকে এই যুক্তিবিরুদ্ধ পরুষ বাক্য বলিল, "মারীচ! তুমি অধম বংশে জন্মিয়াছ, তজ্জন্যই আমাকে তাদৃশ যুক্তিবিরুদ্ধ বাক্য বলিলে। তোমার বাক্য উষরভূমিতে কৃতবপন বীজের ন্যায়, নিতান্ত নিষ্ফল; যেহেতু আমি তদ্দ্বারা পাপাচারী মূর্খ মানব রামের সহিত যুদ্ধ করিতে ভীত হইবার যোগ্য নহি। যে সামান্য স্ত্রীবাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা, পিতা, রাজ্য ও বান্ধববর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বে অরণ্যগামী হইয়াছে, আমি তোমার সন্নিধানে অবশ্যই যুদ্ধে খরবিনাশী সেই রামের প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে হরণ করিব। ওহে মারীচ! আমার হৃদয়ে ঈদৃশী বুদ্ধি দৃঢ়নিশ্চয়বতী হইয়া বিদ্যমানা রহিয়াছে; ইন্দ্রের সহিত সুর ও অসুরবর্গও তাহার অন্যথা করণে অসমর্থ। যদি আমি এই কার্য্যের কর্ত্তব্যতা অবধারণার্থে ইহার দোষ, গুণ, উপায় বা ক্ষতি কি, ইহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, তবেই তোমার এরূপ বাক্য বলা সমুচিত হইত। যে বিজ্ঞ মন্ত্রী স্বীয় ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তিনি ভূপতিকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক স্বীয় বক্তব্যবিষয় নিবেদন করিবেন; যেহেতু রাজাদিগের নিকটে মৃদুতাসহকারে উপচার যুক্ত, মনোহর, হিতজনক, অবিরুদ্ধ বাক্যই বলা বিধেয়। হিতজনক, বাক্যও যদি অপমান সহকারে অভিহিত হয়, তবে সম্মানার্থী রাজা সেই সম্মানরহিত বাক্য অভিনন্দন করেন না। হে নিশাচর! অমিততেজা মহাত্মা রাজারা অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও বরুণ, এই পঞ্চদেবদিগের রূপধারণ করত উগ্রতা, বিক্রম, শুভদর্শনতা, দণ্ড ও প্রসন্নতা ধারণ করেন, অতএব নিরন্তর সকল অবস্থাতেই তাঁহারা মাননীয় ও পূজনীয়। তুমি দুরাত্মা নিতান্ত মোহান্বিত ও ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ; তজ্জন্যই

আমি তোমার গৃহে আগত হইলেও, তুমি আমাকে ঈদৃশ পুরুষবাক্য বলিতেছ। ওহে অমিতবিক্রম রাক্ষস! আমি তোমাকে, এ বিষয়ে গুণ ও দোষ বা আপনার ক্ষতি কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তবে এতাবন্মাত্র বলিতেছি যে, তুমি এই কার্য্যে আমার সাহায্য কর। আমার বাক্যানুসারে মদীয় সাহায্যার্থে তোমাকে যে কার্য্য করিতে হইবে, আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত স্বর্ণ মৃগ হইয়া সেই রামের আশ্রমে যাইয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতার সম্মুখে বিচরণ করত তাঁহাকে প্রলোভিতা করিয়া যথাভিলষিত প্রদেশে গমন কর। সেই মিথিলারাজদুহিতা তোমাকে মায়াময় স্বর্ণমৃগ দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিতা হইয়া শীঘ্রই রামকে 'এই মৃগ আনয়ন কর,' এরূপ বলিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর রাম, আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, তুমি বহু দূরে যাইয়া অবিকল তদীয় স্বরে 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' এরূপ বাক্য উচ্চারণ করিও, সীতা, তোমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে রামের নিকটে প্রেরণ করিবে, সেও সৌহার্দ্দ বশত সম্ভ্রান্ত হইয়া অবশ্যই তাহার অনুগামী হইবে। কাকুৎস্থ রাম ও লক্ষ্মণ স্থানান্তরে গমন করিলে, আমি, মহেন্দ্রের শচীহরণের ন্যায়, বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে সুখে হরণ করিব। ওহে সুব্রত নিশাচর মারীচ! তুমি এইরূপে এই কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া যথাভিলষিত প্রদেশে গমন করিও; আমি তোমাকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান করিব। হে শুভদর্শন! তুমি এই কার্য্য পূর্ণ করিবার নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যের পথে মঙ্গলে মঙ্গলে গমন কর; আমি রথস্থ হইয়া তোমার অনুগামী হইব। আমি তোমার সহিত রঘুনন্দন রামকে বঞ্চনাপূর্ব্বক বিনা যুদ্ধে সীতাকে লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া লঙ্কানগরীতে প্রতিগমন করিব। হে মারীচ! মদীয় বলেও তোমাকে অবশ্যই এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে; যদি তুমি আমার এই কার্য্য-সাধন না কর, তবে আমি তোমাকে হনন করিব। কেহই রাজার প্রতিকূলাচারী হইয়া সুখী হয় না। রামের নিকটে গমন করিলে, তোমার জীবন সংশয়ান্বিত হইবে বটে; কিন্তু আমার সহিত বিরোধ করিলে, এখনই তোমার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে; বুদ্ধিদ্বারা যথার্থরূপে ইহা বিচার করিয়া যাহা উচিত বোধ হয়, তুমি তাহাই কর।"

ইতি চত্বারিংশ সর্গ॥ ৪০॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ রাক্ষসাধিপতি রাবণকর্তৃক রাজার ন্যায় সেইরূপ অনভিপ্রেতবিষয়ে আদিষ্ট হইয়া শঙ্কাশূন্যচিত্তে তাহাকে এই পরুষ বাক্য বলিল, হে রাক্ষসরাজ! কোন্ পাপকর্ম্মা তোমাকে তোমার এবং তোমার রাজ্য, পুত্র ও মন্ত্রিবর্গের বিনাশের হেতু এই বিষয় উপদেশ দিয়াছে? কোন্ পাপাচারী তোমার সুখে সুখী হইতেছে না?—কে তোমার নিকটে তোমার এই মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে? হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার হীনবীর্য্য শত্রুরা নিশ্চয়ই তোমাকে বলবান্ ব্যক্তির সহিত বিরোধী করিয়া বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইয়াছে। তোমার অহিতকারী ক্ষুদ্রস্বভাব যে ব্যক্তি তোমাকে স্বকৃত কার্য্যদ্বারা বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইয়া ইহা উপদেশ দিয়াছে, সে কে? হে নিশাচররাজ রাবণ! তুমি উৎপথবর্ত্তী হইলে, যে মন্ত্রীরা তোমাকে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত করে না, তাহারা তোমার বধ্য; কিন্তু তুমি তাহাদিগকে বধ কর না। রাজা কামাচারী হইয়া কুপথবর্ত্তী হইলে, সাধু অমাত্যেরা সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে নিগৃহীত করিয়া থাকেন; আমিও তোমাকে নিগৃহীত করিতেছি; কিন্তু তুমি নিগৃহীত হইতেছ না। ওহে বিজয়িপ্রবর রাক্ষসরাজ রাবণ! অমাত্যেরা স্বামীর প্রসাদে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও যশ লাভ করেন এবং স্বামীর বৈগুণ্যে তৎসমুদায়ের ফলভোগে বঞ্চিত হন। রাজার বৈগুণ্যে প্রজারাও বিপদাপন্ন হইয়া থাকে। নরপালেরা প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও যশ প্রাপ্তির মূল; অতএব সকল অবস্থাতেই প্রজাবর্গের তাঁহাদিগকে

রক্ষা করা বিধেয়। প্রজাবর্গের নিতান্ত প্রতিকূলাচারী, অবিনয়ী, তীক্ষ্ণস্বভাব রাজারা রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন না এবং তীক্ষ্ণাচারে মন্ত্রণাপ্রদাতা মন্ত্রীদিগের সহিত, বন্ধুর প্রদেশে অনুপযুক্ত সারথিচালিত রথের ন্যায়, শীঘ্রই বিনষ্ট হন। ইহলোকে অনেক উপযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সাধুচরিত্র মানবেরা পরের অপরাধে বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন। প্রজারা প্রতিকূলাচারী তীক্ষ্ণস্বভাব স্বামিকর্তৃক রক্ষ্যমাণ হইয়া, গোমায়ুরক্ষিত মৃগগণের ন্যায়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ওহে রাবণ! তুমি দুর্ব্বুদ্ধি, অজিতেন্দ্রিয় ও কর্কশস্বভাব; তুমি যাহাদিগের রাজা সেই রাক্ষসেরা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। যাহাতে তুমি সৈন্যগণের সহিত সম্ভাবিতমৃত্যু হইয়া শোচনীয় হইতেছ; আমি হঠাৎ তাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছি। রাম আমাকে হনন করিয়া অনতিবিলম্বে তোমাকেও হনন করিবেন। আমি যুদ্ধে শত্রুকর্তৃক নিহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব, সুতরাং কৃতকৃত্য হইলাম। আমি রামকে দর্শন করিয়াই বিনষ্ট হইব এবং তুমিও সীতাকে হরণ করিয়া বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইবে, ইহা নিশ্চিতরূপে অবগত হও। যদি তুমি আমার সহিত রামের আশ্রম হইতে সীতাকে আনয়ন কর, তবে তুমি, আমি, লঙ্কা ও রাক্ষসেরা, কেহই থাকিবে না। হে রাক্ষসরাজ! আমি তোমার হিতাভিলাষী হইয়া তোমাকে নিবারণ করিতেছি; কিন্তু তুমি আমার বাক্য গ্রহণ করিতেছ না; অতএব বোধ হইতেছে, তুমি শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, কেন না মৃতকল্প হীনায়ু মানবেরাই বন্ধুগণের কথিত হিতকর বাক্য গ্রহণ করে না।"

ইতি একচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণকে সেইরূপ পরুষ বাক্য বলিয়া তদীয় ভয়ে ভীত হইয়া "আমরা উভয়ে গমন করিব," ইহা নিবেদনপূর্ব্বক কহিল, "সেই ধনুর্ব্বাণধারী খড়্গশালী রাম যদি আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত শস্ত্রউদ্যত করিয়া পুনর্ব্বার আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, তাহা হইলেই আমার জীবন নষ্ট হইবে। হে তাত! যদিও আপনি যমদণ্ড বিফল করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে পারিবেন না; কেন না তিনি আপনার যমস্বরূপ; কিন্তু আমি কি করিব! আপনি দুর্ব্বুদ্ধি-প্রযুক্ত আমার কথা গ্রহণ করিলেন না। হে রাক্ষসরাজ! আপনার মঙ্গল হউক! আমি এই যাইতেছি।"

রাক্ষসরাজ রাবণ মারীচের সেই বাক্যে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া এই বাক্য বলিল, "তুমি মদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া যে বাক্য বলিলে, উহাই তোমার বীরত্বের উপযুক্ত; এক্ষণেই তুমি আত্ম-সদৃশ হইলে, পূর্ব্বে অন্য রাক্ষসের তুল্য ছিলে। সে যাহা হউক, সম্প্রতি আমার সহিত শীঘ্র এই পিশাচ-সদৃশ-বদন খরগণে যোজিত, আকাশগামী, রত্নবিভূষিত রথে আরোহণ কর। পরে তথায় যাইয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে প্রলোভিতা করিয়া অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিও; আমি রাম ও লক্ষ্মণ-রহিত শূন্য আশ্রমে প্রবেশিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব।"

অনন্তর তাড়কা-তনয় মারীচ "তাহাই করিব," বলিল। পরে তাহারা উভয়ে শীঘ্র সেই বিমান-সদৃশ রথে আরোহণ করিয়া উক্ত আশ্রম হইতে গমন করিল এবং অনেক রাষ্ট্র, নগর, পত্তন, বন, পর্ব্বত ও নদী দর্শন করত দণ্ডকারণ্যে যাইয়া রামের আশ্রম দেখিতে পাইল। তৎপরে রাবণ সেই স্বর্ণভূষিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মারীচকে হস্তে ধারণ করিয়া এই বাক্য বলিল, "সখে! কদলীবনে পরিবৃত রামের আশ্রম ঐ দৃষ্ট হইতেছে; আমরা যে কার্য্যের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, অধুনা তুমি শীঘ্রই তাহা সমাধান কর।"

তখন রাক্ষস মারীচ রাবণের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত অদ্ভুত স্বর্ণ মৃগরূপ ধারণ করত রামের আশ্রমের নিকটে বিচরণ

করিতে লাগিল। যাহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট মণি-সদৃশ, মুখ রক্তপদ্ম ও নীলোৎপল-সবর্ণ, বদন-মণ্ডল সিতাসিত-মিশ্রিত-প্রভা-সম্পন্ন বর্ণ ইন্দ্র-নীলমণি ও নীলোৎপল-সবর্ণ, গ্রীবা কিঞ্চিৎ অধিক উন্নত, উদর বর্ণে ইন্দ্রনীলমণি তুল্য, বর্ণ পদ্মকেশর-সদৃশ ও মনোহর চিক্কণ, উভয় পার্শ্বের বর্ণ মধূক পুষ্প-সদৃশ; খুর বৈদূর্য্যমণি-তুল্য; জঙ্ঘা ক্ষীণ, সন্ধিস্থল নিমগ্ন এবং পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ বিচিত্র-বর্ণ ও ঊর্দ্ধে উত্থিত; সেই রাক্ষস ক্ষণকাল-মধ্যে তাদৃশ বিবিধ রত্ন পরিবৃত অতীব শোভান্বিত এক মৃগ হইল এবং বিবিধ ধাতু সমূহে চিত্রিত সুদৃশ্য মনোহর মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই রম্য বন ও রামের আশ্রম প্রদীপিত করিয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে প্রলোভিতা করিবার নিমিত্ত নব তৃণ ভক্ষণ করত শাদ্বল প্রদেশে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সে শত শত রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত পদ্মসদৃশ বিচিত্র পৃষ্ঠ, প্রিয়দর্শন মহা-মৃগ হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইল এবং বৃক্ষ লতা ভক্ষণ করিতে করিতে সীতার দর্শন কামনা করিয়া রামের আশ্রমের নিকটে মন্দগতি অবলম্বনপূর্ব্বক কখন কদলী গৃহ মধ্যে, কখন বা কর্ণিকার বৃক্ষসমূহের দিকে গমন করত সুখে বিচরণ করিতে থাকিল। সেই মৃগরূপধারী রাক্ষস কখন ক্ষণকাল, কখন বা মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত স্থানান্তরে যাইয়া পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রামের আশ্রমের নিকটে, ভূমিতলে ক্রীড়া করত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল এবং মৃগসমূহের অভি-মুখে গমন করত দূরে যাইয়া তাহাদিগের সহিত পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সীতার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয়া তথায় মনোহর মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে থাকিল। বনচারী মৃগ সমস্ত তাহাকে দর্শনপূর্ব্বক তাহার নিকটে আসিয়া গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াই দশ দিকে ধাবিত হইতে লাগিল; কিন্তু সেই রাক্ষস মৃগ বিনাশী হইয়াও স্বরূপ গোপন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াও ভক্ষণ করিল না।

সেই সময়ে খঞ্জনপক্ষি সদৃশ শুভনয়না মনোহর বদনা, যোষিৎপ্রবরা, বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা পুষ্পচয়নে নিবিষ্ট চিত্তা হইয়া বৃক্ষে বৃক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুষ্পচয়ন করত কর্ণিকার, অশোক ও চূতবৃক্ষের নিকটে গমন করিয়া সেই মুক্তা-মণি চিত্রিত দেহ, রজত প্রভৃতি ধাতুসদৃশ রোমা, মনোহর দন্ত ও ওষ্ঠ বিশিষ্ট মৃগ দেখিতে পাইলেন এবং বিস্ময় প্রফুল্ল নয়নে স্নেহ সহকারে তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই মায়াময় মৃগও রামদয়িতা সীতাকে অবলোকন করিয়া সমগ্র বন দীপিত করত তথায় বিচরণ করিতে থাকিল। জনকদুহিতা সীতা অদৃষ্টপূর্ব্ব তাদৃশ বিবিধ রত্নময় মৃগ দর্শন করিয়া পরম বিস্ময় লাভ করিলেন।

ইতি দ্বিচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

সেই বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণা অনিন্দিতাঙ্গী সুমধ্যমা সীতা পুষ্পচয়ন করত স্বর্ণ ও রজতসবর্ণ পার্শ্ব-দ্বয়ে শোভিত সেই মৃগ দর্শন করিয়া অতীব হৃষ্টা হইয়া স্বামীকে ও লক্ষ্মণকে আয়ুধসহ আগমন করিতে আহ্বান করিলেন। "আর্য্য পুত্র! ভ্রাতার সহিত শীঘ্র আগমন করুন! শীঘ্র আগমন করুন!" এই বলিয়া, তিনি এক একবার আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং এক একবার তাহাকে অবলোকন করিতে লাগি-লেন। তখন সেই দুই নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ বিদেহরাজদুহিতা সীতাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত সেই মৃগ দেখিতে পাইলেন। পরে লক্ষ্মণ তাহাকে দর্শনপূর্ব্বক মারীচ আশঙ্কা করিয়া রামকে এই বাক্য বলিলেন, "হে রাম! আমি এই মৃগকে সেই মারীচ রাক্ষস বোধ করিতেছি; হর্ষসহকারে মৃগয়াবিহারী অনেক রাজারা বনমধ্যে এই পাপাচারী পাপরূপী রাক্ষসকর্ত্তৃক ছলদ্বারা নিহত হইয়া-ছেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই মায়াবী রাক্ষসই মায়াদ্বারা ঈদৃশ গন্ধর্ব্বনগর-সদৃশ রমণীয়

দীপ্তিযুক্ত মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে। হে রঘুনন্দন মহীপতে! ভূতলে ঈদৃশ রত্নচিত্রিত মৃগ নাই, ইহা নিশ্চয়ই মায়ার কার্য্য, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।"

মনোহর ঈষৎ হাস্যসমন্বিতা সীতা সেই রাক্ষসের ছলে বিমোহিতা হইয়াছিলেন, সুতরাং তাদৃশ বাক্যবাদী কাকুৎস্থ লক্ষ্মণকে নিবারণ করিয়া হর্ষসহকারে স্বামীকে কহিলেন, "হে আর্য্যপুত্র! এই মৃগ অতি রমণীয়, এ আমার মন হরণ করিতেছে; অতএব হে মহাবাহো! আপনি ইহাকে আনয়ন করুন; এ আমাদিগের ক্রীড়ার নিমিত্ত হইবে। হে মহাবাহো! আমাদিগের এই আশ্রমমধ্যে চমর, সৃমর ও পৃষতপ্রভৃতি অনেক শুভদর্শন মৃগ এবং শ্রেষ্ঠ রূপবিশিষ্ট মহাবল বানর, ঋক্ষ ও কিন্নরেরা দলে দলে বিচরণ করিয়া থাকে; কিন্তু হে রাজন্! আমি পূর্ব্বে ক্ষমা, দীপ্তি ও তেজে এই মৃগবরের সদৃশ অন্য কোন মৃগ অবলোকন করি নাই। বিবিধ বর্ণে বিচিত্রদেহ চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন এই মৃগ সমস্ত অরণ্য শোভিত করত আমার নিকটে রত্নতুল্য হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। আহা! এই বিচিত্রদেহ অদ্ভুত মৃগের কি রূপ, কি কান্তি ও কি উৎকৃষ্ট স্বর! এ যেন আমার মন অপহরণ করিতেছে। যদি আপনি ইহাকে জীবিত গ্রহণ করিতে পারেন, তবে অতি অদ্ভুত ব্যাপার হয়; এ আমাদিগের অনেক বিস্ময় উৎপাদন করিবে। আমরা বনবাসের সময় অতিবাহিত করিয়া রাজ্যস্থ হইলেও, এই মৃগ আমাদিগের অন্তঃপুরের শোভাজনক হইবে। অপিচ হে প্রভো! এই দিব্য মৃগরূপ আমার শ্বশ্রূদিগের এবং আর্য্যপুত্র ভরতেরও বিস্ময় উৎপাদন করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি আপনি এই মৃগবরকে জীবিত গ্রহণ করিতে না পারেন, তথাপি একখানি অজিন হইবে। এই মৃগ আপনাকর্ত্তৃক নিহত হইলে আমি ইহার স্বর্ণময় চর্ম্ম কুশাসনোপরি বিস্তীর্ণ করিয়া উপবেশন করিতে অভিলাষ করিতেছি। মহিলাদিগের ঈদৃশ অতি ভয়ঙ্কর স্বেচ্ছাচারীত্ব অনুচিত; ইহা বিজ্ঞদিগের অভিমত; কিন্তু এই মৃগের তরুণসূর্য্যসবর্ণ, উৎকৃষ্ট মণিময় শৃঙ্গযুক্ত, স্বর্ণময় রোমসমন্বিত, নক্ষত্রপথসদৃশ দীপ্তিশালী দেহদ্বারা আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিয়াছে।"

সীতার সেই বাক্য শ্রবণ ও উক্ত অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া, রঘুনন্দন রামেরও চিত্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। তিনি সীতাকর্ত্তৃক নিয়োজিত ও সেই মৃগরূপে লোভিত হইয়া হর্ষসহকারে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিলেন, "লক্ষ্মণ! বিদেহরাজদুহিতা সীতার বাসনা কি বলবতী, তাহা তুমি বিবেচনা কর; অদ্য এই মৃগ স্বীয় উৎকৃষ্ট রূপহেতু জীবিত থাকিবে না! হে সুমিত্রানন্দন! এই মৃগের সদৃশ অন্য কোন মৃগ নন্দন বা চৈত্ররথ বনেও নাই; পৃথিবীতে থাকিবার সম্ভাবনা কি! এই মৃগের রজতবিন্দুসমূহে চিত্রিত মনোহর রোমরাজি প্রতিলোম ও বিলোমভাবে বিন্যস্ত হইয়া শোভিত হইতেছে। এ জৃম্ভণ করিলে, ইহার অগ্নিশিখাসদৃশী প্রদীপ্তজিহ্বা মুখ হইতে বহির্গতা হইয়া, মেঘমণ্ডলনির্গতবিদ্যুতের ন্যায়, শোভা ধারণ করিতেছে, অবলোকন কর। মুক্তা ও শঙ্খসবর্ণ উদরবিশিষ্ট, ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত চষকাকার-বদনযুক্ত এই অনিরূপণীয় মৃগ কোন্ ব্যক্তির মন না লোভিত করিতে পারে। স্বর্ণসদৃশ প্রভাযুক্ত, বিবিধ রত্নময় এই দিব্য মৃগরূপ দর্শন করিয়া, কাহার চিত্ত না বিস্ময়প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মণ! রাজারা মৃগয়া উপলক্ষে মহাবনে যাইয়া ধনু ধারণপূর্ব্বক বিহারার্থে ও মাংসের নিমিত্ত অনেক মৃগ হনন করিয়া থাকেন। অপিচ, মহারণ্যে নরপতিগণকর্ত্তৃক প্রযত্নদ্বারা মণি, রত্ন ও সুবর্ণসংবলিত বিবিধ ধাতুরূপ বহু ধনও সঞ্চিত হয়। অরণ্যমধ্যবর্ত্তী ধনসমুদায়ই উৎকৃষ্ট ও মানববর্গের কোশবৃদ্ধিকারক; অতএব অরণ্যমধ্যে সকল ব্যক্তিরই, ব্রহ্মের ন্যায়, সমস্ত মানস অভিলাষ সিদ্ধ হয়। লক্ষ্মণ! অর্থাকাঙ্ক্ষী পুরুষ যে বিষয় উদ্দেশ করত নিঃসংশয় চিত্তে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, অর্থশাস্ত্রজ্ঞ অর্থচিন্তানিরত পুরুষেরা তাহাকেই অর্থ বলিয়া থাকেন। সুমধ্যমা বিদেহরাজদুহিতা সীতা এই রত্নতুল্য মৃগের

উৎকৃষ্ট স্বর্ণময় চর্ম্মের উপরিভাগে আমার সহিত উপবেশন করিবেন। আমি বিবেচনা করি, কি কদল (অধোভাগে কর্ব্বুরবর্ণ ও অগ্রভাগে নীলবর্ণ উচ্চ মৃদু রোমযুক্ত মৃগ,) কি প্রিয়ক (উচ্চ, মৃদু, মসৃণ ও ঘনরোমযুক্ত মৃগ,) কি প্রবেণ (ছাগ বিশেষ,) কি মেষ, কাহারও চর্ম্ম স্পর্শে এই মৃগচর্ম্মের সদৃশ হইবে না। এই শ্রীমান্ পৃথিবীচারী মৃগ ও আকাশ-চারী সেই তারাগণমধ্যবর্ত্তী মনোহর মৃগ, এই উভয় মৃগই দিব্য। অথবা হে লক্ষ্মণ! তুমি আমাকে যেরূপ বলিলে, যদি এই মৃগ সেই-রূপই হয়,—মারীচ রাক্ষসের মায়ার কার্য্যই হয়, তথাপি আমার বধ্য। পূর্ব্বে এই অজিত-চিত্ত দুরাচার মারীচ বনে বিচরণকরত অনেক শ্রেষ্ঠ ঋষিদিগকে হিংসা করিয়াছে এবং মৃগয়াকালে মহাতূণধারী অনেক রাজাকেও বিনাশ করিয়াছে; অতএব এ অবশ্যই আমার বধ্য। পূর্ব্বে এই দণ্ডকারণ্যে বাতাপিনামা অসুর তপস্যাকারী ব্রাহ্মণদিগের উদরস্থ হইয়া, যেরূপ অশ্বতরীর গর্ভ তাহাকে বিনাশ করে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে অভিভবপূর্ব্বক বিনাশ করিত। বহুকাল পরে কোন সময়ে সে তেজস্বী অগস্ত্যকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভক্ষ্য হইল। অনন্তর শ্রাদ্ধাবসানে তাহাকে স্বীয় রাক্ষসরূপ ধারণ করিতে অভিলাষী দর্শন করিয়া, ভগবান্ অগস্ত্য "তুই বিচার না করিয়া ইহলোকে বল-দ্বারা অনেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে বধ করিয়া-ছিস্; এই কারণেই জীর্ণ হইলি," ইহা বলি-লেন। হে লক্ষ্মণ! যে মাদৃশ নিয়ত ধর্ম্মনিরত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অতিক্রম করে, বাতাপির ন্যায়, সেই রাক্ষস নিশ্চয়ই জীবিত থাকে না। অতএব এই মৃগ আমার নিকটে আগত হইয়া, অগস্ত্যের নিকটে সমাগত বাতাপির সাদৃশ্য লাভ করিবে। হে রঘুনন্দন! আমি ইহাকে গ্রহণ করিব, কিংবা বধ করিব; কিন্তু যাবৎ আমি ইহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দ্রুত গমন করি, হে সুমিত্রানন্দন! তুমি তাবৎ কাল বদ্ধসন্নাহ হইয়া এই প্রদেশে অবস্থান করত প্রযত্নসহকারে মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে রক্ষা কর; যেহেতু আমা-দিগের কর্ত্তব্য কার্য্য ইহাঁতেই আয়ত্ত রহি-য়াছে। লক্ষ্মণ! বিদেহরাজদুহিতা সীতার এই মৃগচর্ম্মবিষয়ক অভিলাষ যে কীদৃশ বলবান্ তাহা তুমি বিবেচনা কর; এই মৃগ স্বীয় উৎ-কৃষ্ট চর্ম্মের নিমিত্ত অদ্য জীবিত থাকিবে না। হে লক্ষ্মণ! আমি যাবৎ এক বাণদ্বারা এই মৃগকে হনন করি, তুমি তাবৎ কাল অপ্রমত্ত-ভাবে সীতার সহিত আশ্রমমধ্যে অবস্থান কর। আমি ইহাকে হননপূর্ব্বক চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই আগমন করিব। লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে গ্রহণ করিয়া অতি বলবান্ বুদ্ধিমান্ সর্ব্বকার্য্যদক্ষ পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ুর সহিত নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে শঙ্কান্বিত ও অপ্রমত্ত হইয়া অবস্থিত হও।"

ইতি ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

মহাতেজা তীব্রবিক্রম রাজেন্দ্র রঘুনন্দন রাম, ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সেইরূপ আদেশ করিয়া স্বীয় অলঙ্কারস্বরূপ তিন স্থানে নত ধনু ও তূণ-দ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক অসি ধারণ করত প্রস্থিত হইলেন। সেই মৃগবর তাঁহাকে অভিমুখে আপতিত হইতে দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত অন্তর্হিত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার দর্শনপথের পথিক হইল। তিনিও ধনু ও অসি ধারণপূর্ব্বক যথায় সেই মৃগ যাইতে লাগিল, সেই প্রদেশের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তাহাকে কখন রূপদ্বারা বন শোভিত করত অগ্রভাগে অবস্থিত, কখন পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে মহা-বনের অভিমুখে ধাবিত, কখন লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দূরগত, কখন নিকটে আসিয়া লোভিত করিতে উদ্যত, কখন শঙ্কান্বিত হইয়া উল্লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক আকাশে যেন উৎপতিত, কখন দৃষ্টিপথে আগত এবং কখন বা নিবিড় বনমধ্যে বিলীন হইয়া দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হইতে অব-লোকন করিলেন। সেই মৃগরূপী মারীচ, বিচ্ছিন্ন মেঘসমূহে পরিব্যাপ্ত শরৎকালীন চন্দ্র মণ্ডলের ন্যায়, মুহূর্ত্তকাল দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দূরে প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং

এইরূপে কখন দৃষ্ট ও কখন অদৃষ্ট হইয়া রঘু-নন্দন রামকে বহুদূরে অপনীত করিল। তখন কাকুৎস্থ রাম সেই মৃগকর্ত্তৃক মোহিত ও খেদিত হইয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং অতীব শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষছায়া আশ্রয়পূর্ব্বক শাদ্বলপ্রদেশে অবস্থিতি করিলেন। পরে সেই মৃগরূপধারী রাক্ষস বন্য মৃগগণে পরিবৃত ও রামকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে উন্মাদিত করিল এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী দেখিয়া ধাবিত হইয়া ত্রাসপ্রযুক্ত পুনর্ব্বার তখনই অন্তর্হিত হইল। অনন্তর বলবান্ রঘু-নন্দন মহাতেজা রাম তাহাকে পুনর্ব্বার বৃক্ষ-সমূহ হইতে বহির্গত দর্শন করিয়া হনন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ক্রোধসহকারে সূর্য্যকিরণ সদৃশ প্রোজ্জ্বলিত এক শত্রুবিনাশন শর গ্রহণ করিলেন এবং ধনুতে সেই সর্পসদৃশ জাজ্বল্য-মান প্রদীপ্ত ব্রহ্মনির্ম্মিত অস্ত্র দৃঢ়ভাবে যোজনাপূর্ব্বক বলসহকারে আকর্ষণ করিয়া সেই মৃগ উদ্দেশ করত মোচন করিলেন। সেই অশনিসদৃশ উত্তম শর মৃগদেহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তী মারীচের হৃদয় বিদারণ করিল। মারীচ সেই বাণের আঘাতে অতীব আতুর হইয়া তালমাত্র লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইল এবং ক্ষীণজীবন ও ম্রিয়মাণ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করত সেই কৃত্রিম দেহ পরিত্যাগ করিল। অন-ন্তর সেই রাক্ষস রাবণের বাক্যস্মরণপূর্ব্বক কি উপায়ে সীতা লক্ষ্মণকে এস্থানে প্রস্থাপিত করিবেন এবং রাবণ, শূন্য আশ্রমে তাঁহাকে হরণ করিতে পারিবেন, ঈদৃশী চিন্তা করত তৎকালোচিত কার্য্য অবগত হইয়া রঘুনন্দন রামের স্বরে "হা সীতে। হা লক্ষ্মণ!" এরূপ শব্দ করিল। বৃহৎকায় মারীচ রাক্ষস সেই অনুপম শরদ্বারা মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয়রূপ ধারণ করত তাদৃশ শব্দ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিল। ধর্ম্মাত্মা রাম সেই ভীমদর্শন রাক্ষসকে রক্তসিক্তদেহ ও ভূতলে পতিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া লক্ষ্মণের বাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে সীতার বিষয় চিন্তা করিলেন। অনন্তর, 'লক্ষ্মণ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, ইহা মারীচ রাক্ষসের মায়ার কার্য্য; তাহাই সত্য হইল; আমি এই মারীচকে নিহত করিলাম। এই রাক্ষস অতি উচ্চস্বরে "হা সীতে হা লক্ষ্মণ!" এরূপ শব্দ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল; সীতা ইহা শ্রবণ করিয়া কীদৃশী হইবেন এবং মহাবাহু লক্ষ্মণই বা কি অবস্থা লাভ করিবেন।' ঈদৃশী চিন্তা করিয়া তাঁহার রোমহর্ষ হইল। রঘুনন্দন রাম সেই মৃগরূপধারী রাক্ষসকে হননপূর্ব্বক তদীয় তাদৃশ শব্দ শ্রবণ করিয়া বিষাদজন্য তীব্র ভয়ে ভীত হইলেন এবং তখনই অন্য এক মৃগ হননপূর্ব্বক তদীয় মাংস গ্রহণ করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া জনস্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ইতি চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

সীতা স্বামীর সদৃশ সেই আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "যাও এবং রঘু-নন্দন রামের বৃত্তান্ত অবগত হও! রামের সেই উৎকট আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, আমার জীবন স্বস্থানে 'হৃদয়ে' অবস্থিত হইতেছে না। এখন বনমধ্যে চীৎকারকারী ভ্রাতাকে পরিত্রাণ করাই তোমার বিধেয়; তোমার ভ্রাতা, সিংহ দিগের বশপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ বৃষভের ন্যায়, রাক্ষস-বশপ্রাপ্ত হইয়া তোমাকে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন; তুমি শীঘ্র তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হও।"

লক্ষ্মণ সীতাকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়াও ভ্রাতা রামের আদেশ স্মরণ করিয়া গমন করি-লেন না। অনন্তর জনকদুহিতা সীতা ক্ষুভিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে সুমিত্রানন্দন! তুমি ভ্রাতার বাস্তবিক শত্রু; কিন্তু যাহে মিত্রভাব অবলম্বন করিয়া আছ; কেন না এ অবস্থায় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছ না। লক্ষ্মণ! তুমি আমার নিমিত্তই রঘুনন্দন রামকে বিনষ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়াছ,—আমার লোভেই তাঁহার অনুগামী হইতেছ না, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি বোধ করি, তোমার ভ্রাতা মহাদ্যুতি রামের প্রতি স্নেহ নাই;

তদীয় ব্যসনই তোমার প্রিয়; তজ্জন্যই তুমি তাঁহাকে অবলোকন না করিয়া বিশ্রব্ধভাবে অবস্থিত রহিয়াছ। তুমি যাঁহার অধীন হইয়া বনে আসিয়াছ, তিনি তথায় সংশয়াপন্ন হইলে, এস্থানে থাকিয়া মৎকর্ত্তৃক কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে।”

অনন্তর লক্ষ্মণ বাষ্পমোচনসহকারে তাদৃশ বাক্যবাদিনী, শোকাক্রান্তা, মৃগবধূসদৃশ ত্রাসাম্বিতা, বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে বলিলেন, “হে বিদেহরাজকন্যে! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, পন্নগ ও রাক্ষসেরা মিলিত হইয়াও আপনার স্বামীকে পরাজয় করিতে পারেন না, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে দেবি! দেব, ভয়ঙ্কর দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস, মনুষ্য, মৃগ বা পক্ষীদিগের মধ্যে এতাদৃশ কোন ব্যক্তিই নাই, যিনি সেই মহেন্দ্র সদৃশ রামের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতে পারেন। হে শোভনে! রাম যুদ্ধে অবধ্য; আপনার ঈদৃশ বাক্য বলা বিধেয় নহে; আমি রামব্যতিরেকে আপনাকে এই বনমধ্যে পরিত্যাগ করিতে পারি না। অতিবলবান্ ব্যক্তিদিগের বলদ্বারাও রামের বল অভিভূত হইবার নহে, এমন কি, দিক্‌পাল ও অমরগণের সহিত ত্রিলোকবাসী প্রাণীরা সম্যক্ প্রযত্নপরবশ হইয়াও তাঁহার তেজ খর্ব্ব করিতে পারিবেন না। অতএব আপনি এই সন্তাপ পরিত্যাগ করুন, আপনার চিত্ত প্রসন্ন হউক। আপনার স্বামী সেই মৃগবরকে হনন করিয়া শীঘ্রই আগমন করিবেন। সেই স্বর নিশ্চয়ই তাঁহার বা কোন দেবতার নহে; তাহা, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায়, সেই রাক্ষসের মায়ার কার্য্য। হে বরারোহে! মহাত্মা রাম আমারে আপনাকে ন্যাসস্বরূপে প্রদান করিয়াছেন; আমি আপনাকে এস্থানে পরিত্যাগ করিতে পারি না; কেন না, আমরা খরকে হননপূর্ব্বক জনস্থান উৎসন্ন করিয়া রাক্ষসদিগের সহিত শত্রুতা করিয়াছি। হে কল্যাণি! ক্রীড়ার্থে প্রাণিহিংসাকারী রাক্ষসেরা মহাবনমধ্যে বিবিধ রব করিয়া থাকে; অতএব হে দেবি! আপনি চিন্তা করিবেন না।”

সীতা সত্যবাদী লক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা ও অত্যন্ত রক্তনয়না হইয়া ক্রোধসহকারে তাঁহাকে এই পরুষ বাক্য বলিলেন, “ওরে দুরাচার কুলদূষণ! তুই, অনার্য্যদিগের ন্যায়, দয়ার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্! আমি বোধ করি, রামের মহৎ ব্যসন তোর প্রিয়; তুই তজ্জন্যই তাঁহার ব্যসন দর্শন করিয়া এই সকল বাক্য বলিতেছিস্! লক্ষ্মণ! তোর ন্যায়, নিয়ত প্রচ্ছন্নচারী নৃশংসস্বভাব শত্রুর মনে যে কদর্য্য অভিপ্রায় থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে! তুই অত্যন্ত দুষ্টস্বভাব। তুই ভরতকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া বা স্বয়ংই আমাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করত অভিপ্রায় গোপন করিয়া একাকীই একক রামের বনে অনুগমন করিয়াছিস্। ওরে সুমিত্রাপুত্র! তোর বা ভরতের সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। সেই ইন্দীবরতুল্য শ্যামবর্ণ পদ্মনয়ন স্বামী রামকে আশ্রয় করিয়া আমি কি প্রকারে অন্য জনকে কামনা করিব। ওরে সুমিত্রাতনয়! পৃথিবীমধ্যে রামব্যতিরেকে আমি ক্ষণকালও জীবিত থাকিব না; আমি তোর সমক্ষেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, ইহাতে সন্দেহ নাই।”

জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ সীতাকর্ত্তৃক তাদৃশ রোমহর্ষজনক পরুষ বাক্যে উক্ত হইয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, “আপনি আমার দেবতা; আমি আপনাকে ইহার উত্তর প্রদান করিতে পারি না। হে মিথিলারাজতনয়ে! স্ত্রীদিগের অসদৃশ বাক্য বলা বিচিত্র নহে; যেহেতু সমুদায় লোক মধ্যেই তাহাদিগের এরূপ স্বভাব দৃষ্ট হয় যে, তাহারা চঞ্চলচিত্তা, পরিত্যক্ত ধর্ম্মা, তীক্ষ্ণাচারিণী ও ভেদকারিণী হইয়া থাকে। হে বিদেহরাজ-জনকতনয়ে! আমি কর্ণদ্বয়ের মধ্যে ঈদৃশ তপ্তনারাচ সদৃশ বাক্য সহ্য করিতে পারি না। আমি ন্যায্য বাক্য বলিয়া আপনাকর্ত্তৃক যে পরুষ বাক্যে উক্ত হইলাম, বনবাসীরা সকলে আমার সাক্ষী হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। আমি গুরু রামের আদেশ পালনে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, আপনি যখন স্ত্রীত্বপ্রযুক্ত দুষ্টস্বভাববশত আমাকে এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই অদ্য

বিনষ্টা হইবেন; আপনাকে ধিক্! হে বরাননে! যথায় কাকুৎস্থ রাম আছেন, আমি তথায় যাইতেছি; আপনার মঙ্গল হউক,—হে বিশালনয়নে! সমস্ত বনদেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন। আমার নিকটে যে সমস্ত ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তাহাতে রামের সহিত প্রত্যাগত হইয়া যে, আপনাকে দর্শন করিব, এবিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে।"

জনকদুহিতা সীতা লক্ষ্মণকর্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া রোদনসহকারে তীব্র বাষ্পদ্বারা দেহ প্লাবিত করত এই বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি রাম ব্যতিরেকে গোদাবরী নদীতে প্রবিষ্ট হইব; অথবা রজ্জুদ্বারা কণ্ঠদেশ আবদ্ধ করিব; কিংবা উচ্চদেশ হইতে বিষম দেশে পতিত হইয়া স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন করিব। আমি তীক্ষ্ণবিষ পান করিব; কিংবা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইব; কিন্তু রঘুনন্দন রাম ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না।"

শোকসমন্বিতা সীতা লক্ষ্মণের নিকটে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দুঃখবশত রোদন করত দুই হস্তদ্বারা উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন। সুমিত্রানন্দন-লক্ষ্মণ তখন সেই বিশালনয়না সীতাকে আর্ত্তভাবে রোদন করিতে দেখিয়া বিমনা হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন; কিন্তু সীতা তাঁহাকে কিছুই বলিলেন না। অনন্তর মিথিলারাজদুহিতা সীতার দেবর বিশুদ্ধচিত্ত লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি ও কিঞ্চিৎ প্রণত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বারংবার অবলোকন করিয়া রামের নিকটে গমন করিলেন।

ইতি পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ॥ ৪৫॥

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

রঘুনন্দন রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ সীতাকর্তৃক পরুষ বাক্যে উক্ত ও কুপিত হইয়া রামের নিকটে গমন করিতে অভিলাষ করিয়া শীঘ্রই প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর দশানন রাবণ সেই অবকাশ লাভ করিয়া সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করত শীঘ্রই বিদেহরাজদুহিতা সীতার অভিমুখে প্রস্থিত হইল। সে মনোহর কাষায় বর্ণ বসন পরিধায়ী, ছত্রশালী; শিখাধারী ও পাদুকা সম্পন্ন হইয়া বামস্কন্ধে শুভ যষ্টি ও কমণ্ডলু স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহার অভিমুখে গমন করিল। অনন্তর যেমন মহান্ অন্ধকার সূর্য্য ও চন্দ্র বিহীনা সন্ধ্যার নিকটবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ সেই কেতুগ্রহ সদৃশ ভয়ঙ্কর অতিবলবান্ রাক্ষস যশস্বিনী রাজনন্দিনী বনবাসিনী, রাম লক্ষ্মণবিহীনা, বালা সীতার নিকটবর্ত্তী হইল এবং তাঁহাকে চন্দ্রবিহীনা রোহিণীর ন্যায় অবলোকন করিল। সেই উগ্রস্বভাব পাপকর্ম্মা লোহিতলোচন রাক্ষসকে দর্শন করিয়া, জনস্থানস্থিত বৃক্ষ সমস্ত কম্পবিহীন হইল এবং বায়ুও প্রচণ্ডবেগে বহিল না। অপিচ দ্রুতবাহিনী গোদাবরী নদীও রাবণ দর্শন করিতেছে, দেখিয়া মন্দবেগে গমন করিতে লাগিল। রামের ছিদ্রাভিলাষী দশানন রাবণ সেই ছিদ্র লাভ করিয়া ভিক্ষুর রূপ ধারণ করত স্বামীর নিমিত্ত শোককারিণী বিদেহরাজনন্দিনী রামপত্নী যশস্বিনী সীতার নিকটে গমন করিল। সেই অসাধু রাক্ষস সাধুর বেশে তাঁহার অনতি নিকটে, চিত্রার সমীপে শনিগ্রহের ন্যায়, উপস্থিত হইল। অনন্তর, তৃণসমূহে আচ্ছাদিত কূপের ন্যায়, সাধুরূপে আচ্ছাদিত সেই রাক্ষসরাজ রাবণ সহসা তাঁহাকে অবলোকন করত অবস্থান করিল। যাঁহার দন্ত ও ওষ্ঠ মনোহর, বদন চন্দ্রসদৃশ ও নয়ন পদ্মপত্রের তুল্য; শরীরলাবণ্যে পদ্মাসনবিহীন লক্ষ্মীর সাদৃশ্যধারণকারিণী, মনোহারিণী, পীতবর্ণ কৌশেয় বসন পরিধায়িনী, বিদেহরাজনন্দিনী, রামপত্নী, ত্রিলোকবাসিনী মহিলাদিগের অগ্রগণ্যা সেই সীতা তখন পর্ণশালামধ্যে আসীনা হইয়া স্বামীর শোকে সন্তাপান্বিতা হইয়াছিলেন। রাবণ সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণহীন আশ্রমে সমাসীনা দেখিয়া কিয়ৎকাল অবস্থিত হইয়া পরে হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকটে যাইয়া বিলক্ষণ রূপে তাঁহাকে দর্শন করত মদনবাণে বিদ্ধ হইল এবং বেদবিহিত শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক

তাঁহাকে প্রশংসা করত এই বিনয়যুক্ত বাক্য বলিল, "হে পীতবর্ণকৌশেয়বসনপরিধায়িনি! তোমার বর্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চনসদৃশ; তুমি, পদ্মিনীর ন্যায়, মনোহর পদ্মসমূহে সমাকুলা রহিয়াছ। হে বরারোহে! আমি বিবেচনা করি, তুমি মনোহারিণী লক্ষ্মী, শ্রী, হ্রী, কীর্ত্তি, অপ্সরা, ভূতি, অথবা স্বেচ্ছাবিহারিণী রতি হইবে। হে শুভাননে! তোমার দন্তগুলি পরস্পর সমান, অগ্রভাগে কুন্দকোরকসদৃশ, পাণ্ডুরবর্ণ ও মনোহর; নয়নদ্বয় বিশাল, নির্ম্মল, কৃষ্ণবর্ণতারাসম্পন্ন ও প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ; জঘন পীন ও বিস্তৃত; উরু দুইটি হস্তিহস্তসদৃশ, সুবৃত্ত, নিবিড়রূপে সন্নিবেশিত, পরস্পর মিলিত ও প্রাগল্‌ভ্যসমন্বিত; এবং স্তন দুইটি স্নিগ্ধ তালফলসদৃশ, কমনীয়, সমুন্নত, উৎকৃষ্ট মণিমালায় ভূষিত, শিরোভাগও পীন ও অতিমনোহর। হে বিলাসিনি! তোমার দন্ত, নয়ন ও ঈষৎ হাস্য অতিরমণীয়। হে রমণীয়ে! যেমন নদী জলবেগে কুলহরণ করে, তদ্রূপ তুমি স্বীয় রূপে আমার চিত্ত হরণ করিতেছ। হে সুকেশি! তোমার কটিদেশ প্রাদেশদ্বয় পরিমিত ও পয়োধর দুইটী অত্যন্ত সন্নিহিত; কি গন্ধর্ব্বী, কি দেবী, কি যক্ষী, কি কিন্নরী; কি মানবী, ঈদৃশ রূপবতী নারী কখন পূর্ব্বে আমার দৃষ্টিপথে আগমন করে নাই। তোমার এই ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ রূপ, সুকুমারত্ব, বয়ঃক্রম এবং এই নির্জ্জন বনে বাস আমার চিত্ত ক্ষুব্ধ করিতেছে। হে অসিতেক্ষণে! ভয়ঙ্কর কামরূপী রাক্ষসদিগের সেবিত এই প্রদেশে তোমার বাস করা বিধেয় নহে; সমস্ত কাম্য বস্তু-সম্পন্ন, সুগন্ধযুক্ত, রমণীয় প্রাসাদ-শিখর ও নগর সন্নিহিত উপবন সকলই তোমার বাসযোগ্য; আমি বিবেচনা ... স্বামী, মাল্য, বস্ত্র ও গন্ধ, এ সকলই তোমার উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত; অতএব তোমার মঙ্গল হউক,—তুমি এস্থান হইতে স্থান কর। হে শুভহাস্যকারিণি! তুমি কে? তুমি কি রুদ্র, মরুৎ বা বসুগণের মধ্যে কাহারও ভার্য্যা হইবে? হে বরারোহে! ... নিকটে দেবতার ... প্রভিতা লাভ করিতেছ; পরন্তু দেব, গন্ধর্ব্ব বা কিন্নরেরা এই প্রদেশে বিচরণ করেন না; ইহা রাক্ষসদিগের বাসস্থান; তবে তুমি কিপ্রকারে এস্থানে আগমন করিয়াছ? এস্থানে অনেক সিংহ, ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র, বানর, মৃগ, বৃক, ভল্লুক ও কঙ্ক আছে; তুমি কেন ভীতা হইতেছ না? হে বরাননে! তুমি মহারণ্য মধ্যে একাকিনী থাকিয়াও কেন বেগসম্পন্ন মদযুক্ত ভয়ঙ্কর কুঞ্জরগণ হইতে ভয় লাভ করিতেছ না? হে কল্যাণি! তুমি একাকিনী এই রাক্ষস-সেবিত ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে কিজন্য বিচরণ করিতেছ? তুমি কে, কাহার ভার্য্যা এবং কোথা হইতে এস্থানে আগমন করিয়াছ?"

বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা সেই শুভদর্শন মহাত্মা রাবণকর্ত্তৃক ঐরূপে প্রশংসিতা হইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ-বেশে সমাগত দর্শন করিয়া প্রথমত আসন ও পাদ্য আনয়নপূর্ব্বক প্রদান করত সমস্ত অতিথি-সমুচিত সৎকার দ্বারা পূজিত করিলেন, পরে তাহাকে ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ করিয়া "এই সিদ্ধ অন্ন উপস্থিত," ইহা বলিলেন। বেশ দর্শনে যাহাকে রাক্ষস নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না; কুসুম্ভবর্ণ বস্ত্র পরিধান ও কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-বেশে সমাগত সেই রাবণকে দর্শন করিয়া, মিথিলারাজ-দুহিতা সীতা, ব্রাহ্মণের ন্যায়, তাহাকে এইরূপে নিমন্ত্রণ করিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! আপনি এই কুশাসনে যথাসুখে উপবিষ্ট হউন এবং এই পাদ্য গ্রহণ করুন; অপিচ এই সিদ্ধ বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট বন্য অন্ন আপনার নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে, আপনি ভোজন করুন।"

রাবণ মধুরবাদিনী, মিথিলারাজনন্দিনী, নরেন্দ্র রামের পত্নী সীতাকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিয়া আত্ম-বধার্থে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে মনে দৃঢ় নিশ্চয় করিল। তখন সীতাও লক্ষ্মণের সহিত মৃগয়ার্থে গত সুবেশ স্বামীর প্রতীক্ষা করত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিতমহৎ বন দেখিতে পাইলেন, রাম বা লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন না।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

তখন বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা হরিণাক্ষি-লাষী সন্ন্যাসিরূপী রাবণকর্ত্তৃক সেইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনিই আপনাকে কীর্ত্তন করিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ; বিশেষত অতিথি; অতএব আমি প্রত্যুত্তর প্রদান না করিলে, আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে পারেন, মুহূর্ত্তকাল এরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে এই বাক্য বলিলেন, "আপনার মঙ্গল হউক, আমি মহাত্মা জনকের দুহিতা ও রামের প্রেয়সী মহিষী আমার নাম সীতা। আমি মানুষভোগ্য বস্তু সমুদায় ভোগ করত পূর্ণমনোরথা হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের গৃহে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলাম। পরে ত্রয়োদশ বর্ষে প্রভু রাজা দশরথ অমাত্যদিগের সহিত রামকে রাজ্যে অভিষেক করিতে মন্ত্রণা করিলেন। রঘুনন্দন রামের অভিষেকার্থে আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ আহৃত হইতে থাকিলে, আমার মাননীয়া শ্বশ্রূ কেকয়ী দেবী স্বীয় স্বামীর নিকটে বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি স্বীয় স্বামী মদীয় শ্বশুর সত্যপ্রতিজ্ঞ নৃপবর দশরথকে শপথ করাইয়া তাঁহার নিকটে মদীয় স্বামীর বনবাস ও স্বীয় পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক, এই দুই বর প্রার্থনা করিলেন। 'যদি রাম অভিষিক্ত হয়, তবে অদ্য আমি কখনই পান, ভোজন বা শয়ন করিব না; ইহাই আমার জীবনের অন্ত হইবে।' কেকয়ী এরূপ বাক্য বলিলে, আমার শ্বশুর রাজা দশরথ তাঁহাকে অন্যান্য বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তিনি তাহা পূরণ করিলেন না। তখন আমার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ এবং মহাবাহু, মহাতেজা সত্যবান্ শীলসম্পন্ন, পবিত্রস্বভাব, সর্ব্বভূত হিতনিরত, বিশালনয়ন 'রাম' নামে লোক-বিখ্যাত, আমার স্বামীর বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বর্ষ। আমার শ্বশুর কামার্ত্ত মহারাজ দশরথ কেকয়ীর প্রিয় সম্পাদনার্থে তাদৃশ গুণবান্ রামকে অভিষিক্ত করিলেন না। পরে মদীয় স্বামী রাম অভিষেকের নিমিত্ত পিতৃসমীপে আগমন করিলে, কেকয়ী দেবী শীঘ্রই তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন, 'হে রঘুনন্দন! তোমার পিতা আমাকে এরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। হে কাকুৎস্থ! ভরতকে এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতে হইবে এবং তোমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে বাস করিতে হইবে; অতএব তুমি প্রব্রজিত হও এবং পিতাকে অনৃত হইতে মুক্ত কর।"

"অনন্তর আমার স্বামী অকুতোভয় দৃঢ়-সংকল্প রাম কেকয়ী দেবীকে 'যে আজ্ঞা,' ইহা বলিলেন এবং তদীয় বাক্য প্রতিপালন করিলেন। হে ব্রাহ্মণ! রাম দান করিবেন, কিন্তু প্রতিগ্রহ করিবেন না এবং সত্য বলিবেন, কখনও মিথ্যা কহিবেন না, এই উৎকৃষ্ট ব্রত ধারণ করেন। অনন্তর তিনি আমার সহিত বনে প্রস্থিত হইলে, যুদ্ধে সহায়স্বরূপ তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বীর্য্যবান্ শত্রুসূদন পুরুষশ্রেষ্ঠ দৃঢ়ব্রত লক্ষ্মণ ধনু ধারণ করত ব্রহ্ম-চারীর বেশে তাঁহার অনুগমন করিলেন। নিয়ত ধর্ম্মনিরত দৃঢ়ব্রত রাম জটাধারী হইয়া তাপসবেশে আমার ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমরা কেকয়ীর নিমিত্ত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তিন জনে তেজঃপ্রভাবে গম্ভীর বনে বিচরণ করিতেছি। আপনি মুহূর্ত্তকাল আশ্বাস লাভ করুন; এস্থানে বাস করিতে পারিবেন; আমার স্বামী এখনই অরণ্যজাত প্রচুর খাদ্য দ্রব্য এবং অনেক রুরু, গোধা ও বরাহ বধ করিয়া প্রভূত মাংস গ্রহণ করত আগমন করিবেন। হে দ্বিজ! অধুনা আপনি কে, কোন্ বংশে উৎপন্ন হইয়াছেন, কিজন্যই বা একাকী দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিতেছেন এবং আপনার গোত্র কি, এ সমস্ত যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন।"

রামপত্নী সীতা ঐরূপ বলিলে, মহাবল রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে তীব্রবাক্যে প্রত্যুক্তি করিল, "হে সীতে! দেব, অসুর ও মানুষ-সেবিত সমস্ত লোক যৎকর্ত্তৃক বিত্রাসিত হইয়াছে, আমি সেই রাক্ষসরাজ রাবণ। হে কৌশেয়বসনপরিধায়িনি! তোমার লাবণ্য কাঞ্চনতুল্য এবং সমুদায় অবয়ব প্রশংস-নীয়; তোমাকে দর্শন করিয়া, স্বীয় ভার্য্যা-

দিগের প্রতি আমার অনুরাগ হইতেছে না। আমি নানা স্থান হইতে অনেক উত্তমা স্ত্রী আনয়ন করিয়াছি, তুমি আমার মহিষী হইয়া তাহাদিগের সকলেরই প্রধানা হও; তোমার মঙ্গল হউক! হে সীতে! সাগরে পরিবেষ্টিত পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি 'লঙ্কা' নামে এক মহানগরী আছে; তাহা আমার। হে ভামিনি! তুমি তথায় বহুতর উপবনে আমার সহিত বিচরণ করিয়া এরূপ বনবাসে অভিলাষিণী হইবে না। হে সীতে! তুমি যদি আমার ভার্য্যা হও, তবে সমস্ত আভরণে ভূষিতা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যা করিবে।"

অনিন্দিতাঙ্গী বিদেহরাজদুহিতা সীতা রাক্ষসরাজ রাবণকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্তা হইয়া অতীব ক্রোধান্বিতা হইলেন এবং তাহাকে অনাদরপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাপর্ব্বতসদৃশ অকম্পনীয়, মহাসাগরসদৃশ অক্ষোভণীয়, মহেন্দ্র তুল্য, স্বামী রামের প্রতিই আমার চিত্ত অনুরক্ত রহিয়াছে। আমি সমস্ত শুভলক্ষণসম্পন্ন, বটবৃক্ষসদৃশ বিশালদেহ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহাভাগ, মহাবাহু, বিশালবক্ষা, সিংহতুল্য গমনকারী, সিংহসম বিক্রমশালী, নরসিংহ, জিতেন্দ্রিয়, বিস্তৃতকীর্ত্তি, পূর্ণচন্দ্রবদন, রাজনন্দন রামের প্রতিই অনুরাগিণী রহিয়াছি, তাঁহারই অনুগামিনী হইয়া নিরন্তর তদীয় অভিপ্রায় মত কার্য্য করিয়া থাকি এবং তাঁহার মতানুসারেই এই বনে আসিয়াছি। তুই শৃগাল; আমি সিংহী; তুই আমাকে লাভ করিবার যোগ্য নহিস্! তুই আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্; কিন্তু সূর্য্যপ্রভার ন্যায়, কখনই আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবি না। ওরে হতভাগ্য রাক্ষস! তুই যখন রঘুনন্দন রামের ভার্য্যাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, তখন নিশ্চয়ই বৃক্ষ সকল স্বর্ণময় দেখিতেছিস্। তুই রঘুনন্দন রামের প্রেয়সী ভার্য্যাকে লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া মৃগশত্রু বেগশালী ক্ষুধার্ত্ত সিংহ ও সর্পের বদন হইতে, দন্ত উৎপাটন করিতে, কালকূট বিষ পান করিয়া কল্যাণসম্পন্ন হইয়া প্রস্থিত হইতে বা হস্তদ্বারা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দরকে উত্তোলন করিতে অভিলাষী হইয়াছিস্ এবং সূচী দ্বারা চক্ষু বিদ্ধ ও জিহ্বাদ্বারা ক্ষুর স্পর্শ করিতেছিস্। তুই রামের প্রেয়সী ভার্য্যাকে ধর্ষণা করিতে অভিলাষ করিয়া হস্তদ্বয়দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে হরণ করিতে বা কণ্ঠে শিলা বন্ধনপূর্ব্বক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইতেছিস্! তুই শুভচরিত্রা রামভার্য্যাকে হরণ করিতে বাসনা করিয়া, বস্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছিস্! অপিচ তুই রামের সদৃশী ভার্য্যাকে লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া লৌহময় শূলসমূহের উপরিভাগে বিচরণ, করিতে অভিলাষী হইতেছিস্! সিংহে ও শৃগালে, সমুদ্রে ও ক্ষুদ্র নদীতে, উৎকৃষ্ট সুরায় ও সৌবীরক মদ্যে, চন্দনে ও পঙ্কে, হস্তীতে ও বিড়ালে, কাঞ্চনে ও লৌহ বা সীসায়, গরুড়ে ও কাকে, ময়ূরে ও মুদ্গ পক্ষীতে এবং হংসে ও গৃধ্রে যাদৃশ প্রভেদ; রঘুনন্দন রামে ও তোতে তাদৃশ প্রভেদ; সেই ধনুর্ব্বাণধারী, মহেন্দ্রসদৃশ প্রভাবশালী রাম বর্ত্তমান থাকিতে, আমি তৎকর্ত্তৃক হৃতা হইয়াও, মক্ষিকাভুক্ত ঘৃতের ন্যায়, জীর্ণা হইব না।

অদুষ্টভাবা কৃশাঙ্গী সীতা সেই রাক্ষসকে তাদৃশ দুষ্ট বাক্য বলিয়া বায়ুবিলোড়িত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিতা ও ব্যথিতা হইলেন। মৃত্যুসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন রাবণ সীতাকে কম্পিতা দর্শন করিয়া তাঁহার ভয় উৎপাদনার্থে স্বীয় নাম, কুল, বল ও বীর্য্য কীর্ত্তন করিল।

ইতি সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

সীতা তাদৃশ পরুষ বাক্য বলিলে, রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রুকুটীভঙ্গীসহকারে ললাটরেখাঙ্কিত করত তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিল, হে বরবর্ণিনি! আমি কুবেরের বৈমাত্র ভ্রাতা, দশগ্রীব ও প্রতাপশালী; আমার নাম রাবণ। তোমার মঙ্গল হউক। প্রজারা যেমন নিয়ত মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে, তদ্রূপ দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পন্নগ ও ভুজঙ্গেরা নিরন্তর আমা হইতে ভীত হইয়া দশ দিকে

পলায়ন করিতেছে। আমি কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া বৈমাত্র-ভ্রাতা নর-বাহন কুবেরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছি। তিনিও আমার ভয়ে আর্ত্ত হইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ কৈলাস পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতেছেন। আমি বীর্য্যপ্রযুক্ত তাঁহার সেই কামগামী পুষ্পক-নামক মনোহর বিমান গ্রহণ করিয়াছি। আমি তদ্দ্বারা আকাশ-পথে গমন করিতে পারি। হে মিথিলারাজ-নন্দিনি! ক্রোধ সময়ে আমার বদন দর্শন করিয়াই ইন্দ্র প্রভৃতি দেবেরাও ভীত হইয়া পলায়ন করে। আমি যথায় অবস্থান করি, তথায় বায়ু শঙ্কান্বিত হইয়া বহিতে থাকে এবং সূর্য্যও ভীত হইয়া আকাশমণ্ডলে চন্দ্রসদৃশ হয়। আমি যথায় বিচরণ করি বা অবস্থিত হই, সেই প্রদেশে বৃক্ষ-পত্র সকলও কম্পিত হয় না এবং নদীজলও স্তম্ভিত হয়। সমুদ্র পারে আমার লঙ্কা নামে মনোহারিণী পুরী আছে। ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর ন্যায় সেই রমণীয়া নগরী চতুর্দ্দিকে পাণ্ডুরবর্ণ প্রাকারে বেষ্টিতা, শোভান্বিতা, ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণে সেবিতা, স্বর্ণময়-কক্ষ্যা-সমন্বিতা, তূর্য্যশব্দে প্রতিধ্বনিতা, উদ্যান-সমূহে বিভূষিতা, বৈদূর্য্য-ময়তোরণ-সম্পন্না, সমস্ত অভিলষিত ফল-সম্পন্ন বৃক্ষ-সমূহে সমাকুলা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পরিব্যাপ্তা। হে রাজপুত্রি সীতে! তুমি আমার সহিত তথায় বাস কর। হে মনস্বিনি! তাহা হইলে, তুমি আর মনুষ্যজাতীয়া নারীদিগকে স্মরণ করিবে না। হে বরবর্ণিনি! তুমি দেব ও মনুষ্য-ভোগ্য ভোগসমস্ত উপভোগ করিয়া ক্ষীণ-জীবন মনুষ্য রামকে স্মরণ করিবে না। রাজা দশরথ প্রিয় পুত্র ভরতকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া হীন-বীর্য্য জ্যেষ্ঠ নন্দন রামকে অরণ্যে বিবাসিত করিয়াছেন। হে বিশাল-নয়নে! তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট হীনচিত্ত ও তপস্যানিরত তপস্বী রামের দ্বারা কি করিবে! আমি রাক্ষসগণের রাজা; মদনবাণে বিদ্ধ হইয়া স্বয়ং তোমার নিকটে আসিয়াছি; তুমি আমাকে কামনা করিয়া রক্ষা কর, প্রত্যাখ্যান করিও না। হে ভীরু! যেরূপ উর্ব্বশী পুরূরবা রাজাকে চরণদ্বারা আঘাত করিয়া পশ্চাত্তাপান্বিতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া পশ্চাত্তা-পান্বিতা হইবে। হে বরবর্ণিনি! সেই মনুষ্য রাম যুদ্ধে আমার অঙ্গুলির ও তুল্য হইবে না। তোমার ভাগ্যানুসারেই আমি এখানে আগমন করিয়াছি; তুমি আমাকে ভজনা কর।"

রাম ও লক্ষ্মণরহিত আশ্রমে সমাসীনা বিদেহরাজদুহিতা সীতা রাক্ষসাধিপতি রাবণ-কর্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া অতীব ক্রোধা-ন্বিতা ও রক্তনয়না হইলেন এবং তাহাকে এই পরুষ বাক্য বলিলেন, "তুই সর্ব্বদেবনমস্কৃত কুবের দেবকে ভ্রাতা নির্দ্দেশ করিয়া কিপ্র-কারে ঈদৃশ অশুভ কর্ম্ম করিতেছিস্। ওরে রাবণ! তুই নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি, কর্কশস্বভাব ও অজিতেন্দ্রিয়; অতএব তুই যাহাদিগের রাজা, সেই রাক্ষসেরা সকলেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। ইন্দ্রের ভার্য্যা শচীকে অপহরণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে; কিন্তু, আমি রামের ভার্য্যা, আমাকে হরণ করিয়া জীবিত থাকিবে না। ওরে রাক্ষস! তুই বজ্রধর ইন্দ্রের ভার্য্যা অনুপম সৌন্দর্য্যবতী শচীকে ধর্ষণা করিয়াও যদি পরে বহু কাল জীবিত থাকিস্, তথাপি মাদৃশী রমণীকে ধর্ষণা করিয়া, অমৃত পান করিলেও, মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করিবি না।"

ইতি অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

প্রতাপবান্ বক্তৃতাপটু দশবদন রাবণ মিথিলারাজদুহিতা সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্তে হস্ত আঘাত করিয়া অতিবৃহৎ শরীর ধারণ করিল এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার এই বাক্য বলিল, "হে উন্মত্তে! আমি বোধ করি, তুমি আমার বীর্য্য ও পরাক্রম শ্রবণ কর নাই। আমি আকাশে অবস্থিত হইয়া ভুজদ্বয়দ্বারা পৃথিবীকে উত্তোলন করিতে পারি এবং

সমুদ্রও পান করিতে পারি, অধিক কি, যুদ্ধে উদ্যত হইয়া যমকেও নিহত এবং আকাশ-মণ্ডলে অবস্থিত সূর্য্যকেও তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা ভেদপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিতে পারি। তুমি স্বীয় মনোহর রূপে উন্মত্তা হইয়াছ; অধুনা আমাকে মনোহররূপবিশিষ্ট দর্শন কর।"

ঐরূপ বলিয়া, ক্রুদ্ধ রাবণের প্রান্তভাগে কৃষ্ণবর্ণ নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করিল। অনন্তর, কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাক্ষসরাজ বৃহৎকায় রাবণ অবিলম্বে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শুভদর্শন রূপ পরিত্যাগ করিয়া যমরূপসদৃশ স্বীয় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল এবং রক্তনয়ন, দশবদন, বিংশতিবাহু, শ্রীসম্পন্ন, বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারসমূহে ভূষিত, নীলবর্ণ মেঘসদৃশ রাক্ষস হইল। সে, সেই কপট ব্রাহ্মণরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া রক্তাম্বরপরিধায়ী হইয়া, অন্তভাগে কৃষ্ণবর্ণ কেশসমন্বিতা, সমুদায় আভরণে বিভূষিতা, মহিলাদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপা সূর্য্যপ্রভাসদৃশী, মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে অবলোকন করত কিয়ৎ কাল অবস্থিত হইল, পরে তাঁহাকে কহিল, "হে বরারোহে! যদি তুমি ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত স্বামী লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাকে আশ্রয় কর; আমিই তোমার উপযুক্ত স্বামী। হে ভদ্রে! আমিই তোমার শ্লাঘনীয় পতি; প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, কদাচ তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিব না; তুমি চিরকালের নিমিত্ত আমাকে ভজনা কর। হে পণ্ডিতমানিনি মূঢ়ে! যে দুর্ম্মতি স্ত্রীর বাক্যানুসারে রাজ্য ও বান্ধববর্গ পরিত্যাগ করিয়া হিংস্র জন্তুগণে সেবিত এই বনে বাস করিতেছে, তুমি কোন্ কোন্ গুণে সেই রাজ্যভ্রষ্ট, অসিদ্ধমনোরথ, পরিমিতায়ু রামের প্রতি অনুরক্তা রহিয়াছ? মনুষ্যেতে প্রণয় পরিত্যাগ করিয়া আমাতে প্রণয় কর।"

প্রিয়বচনপাত্রী, প্রিয়বাদিনী, মিথিলারাজনন্দিনী, পদ্মনয়না সীতাকে ঐরূপ বলিয়া, সেই কামমোহিত দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ, আকাশে বুধ যেমন রোহিণীকে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ তাঁহাকে গ্রহণ করিল। সে, বামহস্তে তাঁহার কেশ ও দক্ষিণহস্তে উরুদ্বয় ধারণ করিল। বনদেবতারাও তখন সেই করালদন্তবিশিষ্ট, পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ, যমতুল্য, মহাভুজ রাবণকে দর্শন করিয়া ভয়ে আর্ত্তা হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরে রাবণের ভয়ঙ্কর শব্দকারী, স্বর্ণমণ্ডিত, খরযোজিত সেই মায়াময় দিব্য রথ দৃষ্ট হইল। অনন্তর রাবণ যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে পরুষবাক্যে গম্ভীরস্বরে ভর্ৎসনা করত ক্রোড়মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিল। তিনিও তৎকর্তৃক গৃহীতা ও দুঃখার্ত্তা হইয়া বনমধ্যে "রাম।" বলিয়া দূরগত রামকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পরে সেই কামার্ত্ত রাবণ, পন্নগরাজবধূর ন্যায়, বিচেষ্টমানা অকামা সীতাকে গ্রহণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। তখন সীতা দেবী রাক্ষসেন্দ্র রাবণকর্ত্তৃক আকাশ পথে হ্রিয়মাণা হইয়া প্রমত্তা ও খেদান্বিতা ভ্রান্তচিত্তা যোষার সাদৃশ্য ধারণ করিলেন এবং উচ্চ স্বরে এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে মহাবাহো গুরুচিত্তপ্রসাদক লক্ষ্মণ! আমি যে কামরূপী রাক্ষসকর্ত্তৃক হৃতা হইতেছি, ইহা তুমি জানিতে পারিতেছ না!—হে রঘুনন্দন রাম! তুমি ধর্ম্মরক্ষার্থেই অর্থ, সুখ, এমন কি জীবনপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া থাক; কিন্তু আমি অধর্ম্মানুসারে হৃতা হইতেছি, আমাকে উপেক্ষা করিতেছ। হে শত্রুতাপন! তুমি ত নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিদিগকে শাসন কর; ঈদৃশ পাপাচারী রাবণকে কেন শাসন করিতেছ না। নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের ফল সদ্যই দৃষ্ট হয় না, যেহেতু, শস্য সকলের পাকের ন্যায়, কর্ম্মসমুদায়ের ফলনিষ্পত্তিবিষয়েও কাল সহকারী কারণ; এই কারণেই কি এক্ষণে উপেক্ষা করিতেছ!—ওরে রাবণ! তোর চৈতন্য কালকর্ত্তৃক বিনাশিত হইয়াছে; তজ্জন্যই তুই ঈদৃশ কর্ম্ম করিলি; অচিরাৎ রাম হইতে প্রাণান্তকারী ভয়ঙ্কর ব্যসন প্রাপ্ত হ!—হা! আমি বনবাসী ধর্ম্মনিরত রামের

পত্নী হইয়া হৃতা হইতেছি। সম্প্রতি কেকয়ী ও তদীয় বান্ধববর্গের অভিলাষ সিদ্ধ হইল!—হে জনস্থান! হে পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষগণ! আমি তোমাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি; তোমরা শীঘ্র রামকে এরূপ বল যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে। হে হংস সারসসেবিতে গোদাবরিনদি! আমি আপনাকে বন্দনা করিতেছি; আপনি শীঘ্র রামকে 'রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, ইহা বলুন। এই বিবিধ পাদপসমাকীর্ণ বনমধ্যে যে দেবতারা আছেন, আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি; তাঁহারা মদীয় স্বামীকে আমার হরণবার্ত্তা প্রদান করুন। মৃগবিহঙ্গ প্রভৃতি বিবিধজাতিবিভক্ত যে যে প্রাণীরা এস্থানে আছেন, আমি তাঁহাদিগের সকলেরই শরণাগতা হইতেছি; তাঁহারা সকলে রামকে তদীয় প্রাণ হইতেও গরীয়সী প্রেয়সী ভার্য্যার হরণবার্ত্তা প্রদান করুন,—'তোমার সীতা বিবশা হইয়া রাবণকর্ত্তৃক হৃতা হইয়াছে,'—ইহা বলুন। আমি যদি যম কর্ত্তৃকও অপহৃতা হই, তথাপি যদি সেই মহাবল মহাবাহু রাম তাহা জানিতে পারেন, তবে যমলোকে যাইয়াও পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে আনয়ন করিবেন।"

তখন রাবণের বশপ্রাপ্তা সেই সুমধ্যমা আয়তনয়না সীতা অতীব দুঃখিতা ও ভীতা হইয়া তাদৃশ করুণাকর বিবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে করিতে বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট গৃধ্ররাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া উচ্চস্বরে দুঃখগদ্গদ বাক্যে বলিলেন, "হে আর্য্য জটায়ো! আমি অনাথার ন্যায়, এই পাপকর্ম্মা রাক্ষসরাজ রাবণকর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে অপহৃতা হইতেছি; আপনি অবলোকন করুন। আপনি এই বলবান্ বিজয়চিহ্নে সম্পন্ন, দুর্ম্মতি, ক্রূর, আয়ুধধারী, নিশাচর রাবণকে নিবারণ করিতে পারিবেন না; অতএব হে জটায়ো! আপনার রাম ও লক্ষ্মণের নিকটে নিঃশেষরূপে মদীয় হরণবৃত্তান্ত নিবেদন করা উচিত।"

ইতি ঊনপঞ্চাশ সর্গ॥ ৪৯॥

পঞ্চাশ সর্গ।

তখন সেই বৃক্ষমধ্যবর্ত্তী, পর্ব্বতকূটসদৃশ, তীক্ষ্ণতুণ্ড, শ্রীসম্পন্ন, পক্ষিরাজ জটায়ু নিদ্রান্বিত ছিলেন; কিন্তু সেই শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক প্রতিবুদ্ধ হইয়া নয়নদ্বয় নিমীলন করত রাবণ ও বিদেহ-রাজদুহিতা সীতাকে দর্শন করিলেন এবং রাবণকে উদ্দেশ করিয়া এই শুভ বাক্য বলিলেন, "হে ভ্রাতঃ! আমি পুরাতনধর্ম্মনিরত, সত্যপ্রতিজ্ঞ, অতিবলবান্ ও গৃধ্রদিগের রাজা; আমার নাম জটায়ু। হে দশানন! এক্ষণে আমার সমক্ষে তোমার ঈদৃশ নিন্দিত কার্য্য করা বিধেয় নহে। যিনি মহেন্দ্র ও বরুণের সদৃশ এবং সমুদায় লোকের ঈশ্বর ও হিতকারী তুমি যাঁহাকে হরণ করিতে বাসনা করিতেছ, এই যশস্বিনী বরারোহা সীতা দেবী সেই সর্ব্বলোকেশ্বর, দশরথতনয় রামের ধর্ম্মপত্নী। হে মহাবল! রাজপত্নীরা ত বিশেষরূপে রক্ষণীয়া সুতরাং তাঁহাদিগকে ধর্ষণা করা দূরে থাকুক, ধার্ম্মিক রাজা কিপ্রকারে অন্য স্ত্রীকেই বা স্পর্শ করিবেন। আত্মস্ত্রীর ন্যায়, পরস্ত্রীকেও অন্যের ধর্ষণা হইতে রক্ষা করা বিধেয়; বিশেষত অন্যে যে কার্য্যে নিন্দা করে, ধীর ব্যক্তি তাহা আচরণ করেন না।

অতএব তুমি এই পরস্ত্রীধর্ষণাবিষয়িণী নীচ প্রবৃত্তি নিবারণ কর। হে পৌলস্ত্যনন্দন! ধীর প্রজারা শাস্ত্রে অনুল্লিখিত ধর্ম্ম, অর্থ বা কামসম্পাদন বিষয়ে রাজার অনুকরণ করিয়া থাকেন; রাজা সমুদায় দ্রব্যের মধ্যে উত্তম রত্নস্বরূপ এবং প্রজাদিগের পক্ষে যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও কাম,—রাজা হইতেই ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও কাম প্রবর্ত্তিত হয়, অতএব রাজার ধার্ম্মিক হওয়াই উচিত। হে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ! তুমি নিতান্ত চঞ্চলপ্রকৃতি ও পাপস্বভাব; অতএব কিপ্রকারে, পাপীর বিমান লাভের ন্যায়, এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছ। যে ব্যক্তির স্বভাব কামপরতন্ত্র হয়, সে, কখনই সেই স্বভাবের অন্যথা করিতে পারে না, কেন না, ধর্ম্ম দুষ্টাত্মাদিগের নিকটে অধিককাল অবস্থান করেন না। যিনি তোমার রাজ্যে বা নগরে কোন অপরাধ করেন নাই. তুমি সেই ধর্ম্মাত্মা

মহাবল রামের নিকটে কেন অপরাধী হইতেছ। যদিও পূর্ব্বে জনস্থাননিবাসী অত্যাচারী খর অক্লিষ্টকর্ম্মা লোকনাথ রামকর্ত্তৃক শূর্পণখার নিমিত্ত নিহত হইয়াছে, ইহাতে রামের অন্যায় কি, যে, তুমি তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ, তাহা যথার্থরূপে বল। যেমন ইন্দ্রের অশনি বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছে, তদ্রূপ রামের অনলকল্প ভয়ঙ্কর নয়ন যেন তোমাকে দগ্ধ করিয়া না ফেলে; তুমি শীঘ্র বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ কর। তুমি আশীবিষ সর্পকে বস্ত্রপ্রান্তে আবদ্ধ করিয়া জানিতে পারিতেছ না এবং গ্রীবাদেশে কালপাশ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, দেখিতে পাইতেছ না। যে ভারে অবসাদ জন্মাইতে না পারে, সেই ভারই বহন করা উচিত এবং যে অন্ন বিনা ক্লেশে জীর্ণ হয়, সেই অন্নই ভক্ষণ করা বিধেয়। যাহা করিলে, ধর্ম্ম, কীর্ত্তি বা স্থায়ী যশ হয় না, প্রত্যুত কেবল শরীরে খেদ জন্মে, কোন্ ব্যক্তি তাদৃশ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। ওরে রাবণ! ষষ্টি সহস্র বর্ষ অতীত হইয়াছে, আমি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পিতৃপিতামহপ্রাপ্ত রাজ্য যথানিয়মে পালন করিয়াছি। যদিও আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তথাপি তুই যুবা, কবচসম্পন্ন, রথারোহী ও ধনুর্ব্বাণধারী হইয়াও আমার সমক্ষে বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে গ্রহণ করিয়া কল্যাণে কল্যাণে যাইতে পারিবি না। যেরূপ ন্যায়সংযুক্ত হেতুবাদদ্বারা বেদবাক্য অপহরণ করা যায় না, তদ্রূপ তুই আমার সমক্ষে বলদ্বারা সীতাকে অপহরণ করিতে পারিবি না। ওরে রাবণ! যদি তুই শূর হইস্, তবে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ কর্; তাহা হইলে, পূর্ব্বে খর যেমন নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে, তদ্রূপ তুইও নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিবি। যিনি যুদ্ধে বারংবার দৈত্য ও দানবদিগকে বধ করিয়াছেন, সেই চীরবাসা রাম শীঘ্রই তোকে যুদ্ধে বিনাশ করিবেন। সেই দুই রাজনন্দন। বহুদূরে গমন করিয়াছেন; আমি এক্ষণে আর কি করিতে পারি। কিন্তু রে নীচস্বভাব! তুই শীঘ্রই তাঁহাদিগের হইতে ভীত হইয়া বিনষ্ট হইবি, সন্দেহ নাই। আমি জীবিত থাকিতেও, তুই রামের প্রেয়সী মহিষী এই পদ্মনয়না শুভচরিত্রা সীতাকে লইয়া যাইতে পারিবি না। জীবন পরিত্যাগ করিয়াও আমার সেই মহাত্মা দশরথের ও রামের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। ওরে দশানন রাবণ! থাক্ থাক্! মুহূর্ত্ত কাল আমাকে অবলোকন কর্। রে নিশাচর! আমি যথাশক্তি তোকে যুদ্ধে আতিথ্য প্রদান করিব, বৃন্তহইতে ফলের ন্যায়, উৎকৃষ্ট রথ হইতে তোকে পাতিত করিব।"

ইতি পঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

বিশুদ্ধ স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলসম্পন্ন, অমর্ষস্বভাব, রাক্ষসরাজ রাবণ পক্ষিরাজকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া ক্রোধে রক্তনয়ন হইল এবং তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিল। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে, গগনমণ্ডলে বায়ুপ্রেরিত মেঘদ্বয়ের ন্যায়, অতীব তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ দুই মাল্যবানের ন্যায়, তখন গৃধ্ররাজ ও রাক্ষসরাজের অদ্ভুত সংগ্রাম হইল। পরে রাবণ মহাবল গৃধ্ররাজের প্রতি মহাভয়ঙ্কর সুতীক্ষ্ণাগ্রবিকর্ণী, নালীক ও নারাচসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবল পক্ষিরাজ গৃধ্র জটায়ুও রাবণনিক্ষিপ্ত সেই সমস্ত শরজাল গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণনখসম্পন্ন চরণদ্বয়দ্বারা তদীয় গাত্র ক্ষতবিক্ষত করিলেন। অনন্তর, মহাবীর দশগ্রীব রাবণ শত্রুবধার্থে ক্রোধসহকারে যমদণ্ডসদৃশ মহাভয়ঙ্কর দশ বাণ গ্রহণপূর্ব্বক ধনু আকর্ণ আকর্ষণ করত মোচন করিল এবং সেই সমস্ত সুশাণিত, সুতীক্ষ্ণ, অবক্রগামী, ভয়ঙ্কর শরদ্বারা গৃধ্ররাজকে বিদ্ধ করিল। পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা জটায়ু, রাক্ষসের রথমধ্যে বাষ্পপূর্ণনয়না জনকনন্দিনীকে অবলোকন করিয়া সেই সমস্ত বাণ অগ্রাহ্য করত তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং চরণদ্বয়দ্বারা তদীয় শরসংবলিত মণি-মুক্তাবিভূষিত ধনু ভগ্ন করি-

লেন। পরে রাবণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া অন্য ধনু গ্রহণপূর্ব্বক শত শত ও সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন যুদ্ধে শ্রীসম্পন্ন মহাতেজা মহাবল পক্ষিরাজ জটায়ু তৎকর্ত্তৃক শরসমূহে নিবারিত হইয়া, কুলায়প্রাপ্ত পক্ষীর ন্যায়, শোভাযুক্ত হইলেন এবং পক্ষদ্বয়দ্বারা সেই শরজাল সমস্ত বিক্ষিপ্ত করত চরণদ্বয়দ্বারা পুনর্ব্বার তাহার মহাধনু ভগ্ন করিয়া, পক্ষদ্বয়দ্বারা অগ্নিসদৃশ প্রদীপ্ত কবচ বিক্ষিপ্ত, সেই দ্রুতগামী পিশাচসদৃশবদন স্বর্ণবর্ম্মসম্পন্ন দিব্য-খরদিগকে নিহত, ত্রিবেণুসম্পন্ন কামগামী অগ্নিসদৃশ প্রভাশালী মণিচিত্রিত সোপানযুক্ত বিচিত্রাকার মহারথ ভগ্ন, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ ছত্র ও ব্যজনসহ ধারণকারী রাক্ষসদিগকে পাতিত এবং বেগসহকারে তুণ্ডদ্বারা সারথির বৃহৎ মস্তক বিদারিত করিলেন। রথ ও ধনু ভগ্ন এবং সারথি ও অশ্বগণ নিহত হইলে, রাবণ বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া ভূতলে পতিত হইল। রাবণের রথ ভগ্ন এবং তাহাকে ভূতলে পতিত দর্শন করিয়া, সমস্ত প্রাণীই গৃধ্ররাজকে "সাধু! সাধু!" বলিয়া অভিনন্দন করিল।

অনন্তর, রাবণ বার্দ্ধক্যনিবন্ধনজরাগ্রস্ত সেই পক্ষিযূথপতিকে পরিশ্রান্ত দর্শন করিয়া হৃষ্ট হইয়া সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আকাশ-পথে গমন করিতে লাগিল। মহাতেজা গৃধ্ররাজ জটায়ুও খড়্গমাত্রাবশিষ্ট প্রনষ্টযুদ্ধোপকরণ রাবণকে সীতারে ক্রোড়ে রাখিয়া হর্ষসহকারে গমন করিতে দেখিয়া আকাশে উৎপতিত হইয়া তাহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং তাহাকে নিবারিত করিয়া ইহা কহিলেন, "ওরে অল্পজ্ঞান রাবণ! তুই সমস্ত রাক্ষসের বধ নিমিত্তই সেই বজ্রসদৃশস্পর্শসম্পন্নবাণ-ধারী রামের এই ভার্য্যাকে হরণ করিতেছিস্, সন্দেহ নাই। পিপাসিত ব্যক্তি যেমন বিষ-মিশ্রিত জল পান করে, তদ্রূপ তুই অমাত্য, মিত্র, বন্ধু, সৈন্য ও ভৃত্যগণের সহিত এই বিষ পান করিতেছিস্। তুই যেরূপ শীঘ্র বিনষ্ট হইবি; যাহারা ফল না বুঝিয়া কার্য্য করে, সেই অবিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তদ্রূপ শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে। তুই কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্; সুতরাং যেমন মৎস্য, বধার্থে নিক্ষিপ্ত আমিষ-যুক্ত বড়িশ গ্রহণ করিয়া কোন স্থানে যাইয়া মুক্তিলাভ করে না, তদ্রূপ তুইও কোন স্থানে যাইয়া রামের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবি-না। ওরে রাবণ! সেই দুই দুরাধর্ষ কাকুৎস্থ বংশীয় রাজকুমার কখনই তোর কৃত এই আশ্রম পরাভব ক্ষমা করিবেন না। তুই রাম হইতে ভীত হইয়া যে পথ অবলম্বন করিয়া এই লোকনিন্দিত কার্য্য করিলি, এই পথ তস্করদিগের আচরিত, বীরদিগের সেবিত নহে। ওরে রাবণ! যদি তোর শূরত্ব থাকে, তবে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ কর্। তাহা হইলে তোর ভ্রাতা খর যেমন নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে, তদ্রূপ তুইও নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইবি। মৃত্যুর অনতি পূর্ব্বে পুরুষ আত্মবিনাশার্থে যাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে, তুইও আত্মবিনাশার্থে তাদৃশ অধর্ম্ম-কার্য্য করিতেছিস্। যাহার ফল মন্দ, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা বা ইন্দ্রাদি লোকপালেরাও তাদৃশ কার্য্য করিতে পারেন না; অন্যে আর কে করিতে পারে।

যাঁহার নখ, পক্ষ ও মুখই আয়ুধ, সেই বীর্য্যবান্ জটায়ু রাক্ষসরাজ দশানন রাবণকে ঐরূপ বলিয়া তাহার পৃষ্ঠে পতিত হইলেন এবং তাহাকে গ্রহণ করিয়া সুতীক্ষ্ণ নখসমূহ-দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিদারিত করিলেন। যেরূপ গজারোহী দুষ্ট গজে আরূঢ় হইয়া অঙ্কুশদ্বারা তদীয় মস্তক বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ তিনি তাহার পৃষ্ঠদেশে ভার রাখিয়া নখসমূহদ্বারা তদীয় মস্তক বিদারণ করিলেন এবং কেশ সমস্ত উৎপাটন করিলেন। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ গৃধ্ররাজকর্ত্তৃক বারংবার পীড্যমান হইয়া ক্রোধে কম্পিতোষ্ঠ ও কম্পিত কলেবর হইল এবং আর্ত্ত, ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া বামক্রোড়ে সীতাকে স্থাপন করিয়া করতলদ্বারা জটায়ুকে আঘাত করিল। শত্রুদমন বিহঙ্গাধিপতি জটায়ুও তাহাকে অতিক্রম করিয়া তুণ্ডদ্বারা তদীয় বামভাগের দশবাহু ছেদন করিলেন। যেরূপ বল্মীক হইতে বিষজ্বালাযুক্ত পন্নগেরা

বহির্গত হয়, তদ্রূপ ছিন্নবাহু রাবণের দেহ হইতে বাহু সকল সহসা বহির্গত হইল। অনন্তর, বীর্য্যবান্ দশানন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মুষ্টি ও চরণদ্বয়দ্বারা গৃধ্ররাজকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন অনুপম পরাক্রম গৃধ্ররাজ ও রাক্ষসরাজের মুহূর্ত্তকাল তুমুল যুদ্ধ হইল। পরে রাবণ খড়্গ উত্তোলন করিয়া রামের নিমিত্ত যুদ্ধকারী জটায়ুর দুই পক্ষ, পদ ও পার্শ্ব ছেদন করিল। তখন সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু রৌদ্রকর্ম্মা রাক্ষস-কর্ত্তৃক সহসা ছিন্নপক্ষ ও ক্ষীণজীবন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। বিদেহরাজদুহিতা সীতা জটায়ুকে রক্তাক্তদেহ ও ভূতলে পতিত দর্শন করিয়া দুঃখিতা হইয়া, বন্ধুর ন্যায়, তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। রাক্ষসাধিপতি রাবণ, যাঁহার বক্ষঃস্থল পাণ্ডুরবর্ণ, সেই উদারবীর্য্য, নীলমেঘসদৃশ, ভূতলপতিত জটায়ুকে, প্রশান্ত দাবানলের ন্যায়, দর্শন করিল। পরে চন্দ্রবদনা জনকদুহিতা সীতা রাবণবেগে মর্দ্দিত, ভূতলে পতিত, পক্ষিরাজকে বাহুদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন।

ইতি একপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

তখন চন্দ্রবদনা সীতা গৃধ্ররাজকে রাবণকর্ত্তৃক নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অতীব দুঃখিতা হইয়া ঈদৃশ বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হে কাকুৎস্থ রাম! চক্ষুঃস্পন্দনাদি রূপ লক্ষণ, কৃষ্ণপুরুষ-দর্শনাদি বিষয়ক স্বপ্ন, পক্ষিদর্শন এবং পক্ষীর স্বর শ্রবণ, এ সমস্ত নিশ্চয়ই মনুষ্যদিগের সুখ দুঃখ সূচনা করে, দৃষ্ট হইতেছে; অধুনা মৃগ ও পক্ষিগণ আমার নিমিত্ত তোমার অভি-মুখে দ্রুতবেগে গমন করিতেছে, সন্দেহ নাই; অদ্যাপি তুমি মদীয় এই ব্যসন জানিতে পারি-তেছ না। হে রাম! এই পক্ষিরাজ দয়া করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন।"

অনন্তর, বরাঙ্গনা সীতা অতীব ত্রাসান্বিতা হইয়া নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের শ্রবণযোগ্য স্বরে "হে কাকুৎস্থ রাম! হে লক্ষ্মণ! এক্ষণে তোমরা আমাকে পরিত্রাণ কর।" এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে রাক্ষসাধি-পতি রাবণ সেই অনাথার ন্যায় বিলাপকারিণী বিদেহরাজ-দুহিতা মর্দ্দিতমাল্যাভরণ সমন্বিতা সীতার প্রতি ধাবিত হইল। তখন বনমধ্যে রামবিহীনা সীতা, "রাম! রাম!" বলিয়া বিলাপ করত, বেষ্টনকারিণী লতার ন্যায়, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল আলিঙ্গন করিতে থাকি-লেন এবং অন্তকসদৃশ রাক্ষসাধিপতি রাবণও তাঁহাকে "পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর," বলিতে বলিতে বারংবার তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অনন্তর সে, আত্মবিনাশার্থে তাঁহার কেশ ধারণ করিল। তখন বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা রাবণকর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইলে, স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণসহ সমুদায় জগৎ মর্য্যাদা-বিহীন ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারে সমাবৃত হইল,— বায়ু তথায় বহিল না এবং সূর্য্য প্রভাবিহীন হইলেন। শ্রীসম্পন্ন দেবদেব লোকপিতামহ ব্রহ্মা দিব্য নয়ন দ্বারা সীতাকে রাবণকর্ত্তৃক ধর্ষিতা অবলোকন করিয়া "কার্য্য সিদ্ধ হইল!" ইহা বলিলেন। দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষিরা সকলে সীতাকে ধর্ষিতা দর্শন করিয়া ব্যথিত এবং দৈবযোগে রাবণের বিনাশ উপস্থিত হইল, অবগত হইয়া প্রহৃষ্ট হইলেন।

এদিকে রাক্ষসরাজ রাবণ "হে রাম! হে রাম! হে লক্ষ্মণ! হে লক্ষ্মণ!" বলিয়া রোদন-কারিণী সীতাকে গ্রহণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতে লাগিল। তখন বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণা পীতবর্ণকৌশেয়বসন-পরিধায়িনী রাজনন্দিনী সীতা, অতীব শোভান্বিতা বিদ্যুতের ন্যায়, দীপ্তি ধারণ করিলেন। রাবণও বায়ুসমুদ্ধূত তদীয় পীতবর্ণ বসন দ্বারা, অগ্নি দ্বারা প্রদীপ্ত পর্ব্বতের ন্যায়, সমধিক বিরাজমান হইল। তখন সুগন্ধ তাম্রবর্ণ পদ্মপত্র সকল পরমকল্যাণী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতার দেহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া রাবণকে সমাকীর্ণ করিতে থাকিল। যেমন গ্রীষ্ম কালে তাম্রবর্ণ মেঘ সূর্য্যতাপে

শোভিত হয়, তদ্রূপ আকাশে সমুদ্ধৃত তদীয় স্বর্ণবর্ণ কৌশেয়-বসন সূর্য্যকিরণে শোভান্বিত হইল। যদ্রূপ নালব্যতিরেকে পদ্ম বিরাজিত হয় না, সেইরূপ রামব্যতিরেকে তাঁহার রাবণ-ক্রোড়ে স্থিত, প্রভাযুক্ত নির্ম্মল শুক্লবর্ণ দন্তসমূহে ভূষিত, কৃষ্ণাগ্রকেশসমন্বিত, প্রশস্ত ললাটযুক্ত, পদ্মগর্ভসদৃশ, উৎকৃষ্ট নয়নসম্পন্ন, ব্রণবিহীন বদন শোভিত হইল না, পরন্ত নীলবর্ণ মেঘ বিদারণপূর্ব্বক সমুদিত চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিল। যদিও তাঁহার বদন উত্তমনাসিকা-যুক্ত, তাম্রবর্ণ মনোহর ওষ্ঠসম্পন্ন, স্বর্ণ তুল্য প্রভাবিশিষ্ট, মনোহর ও চন্দ্রসদৃশ প্রিয়দর্শন; তথাপি তখন রাক্ষসেন্দ্র রাবণকর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট এবং রামব্যতিরেকে রোদনপরায়ণ ও নয়ন-নীরে সমাকীর্ণ হওয়ায়, দিবসে উদিত চন্দ্রের ন্যায়, শোভিত হইল না। স্বর্ণনির্ম্মিতকাঞ্চী যেমন নীলবর্ণ হস্তীকে আশ্রয় করিয়া শোভিতা হয়, মিথিলারাজ-জনকের দুহিতা স্বর্ণবর্ণা সীতা নীলবর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণকে আশ্রয় করিয়া তদ্রূপ শোভিতা হইলেন। যেমন বিদ্যুৎ মেঘমধ্যে বিরাজিত হয়, তদ্রূপ স্বর্ণ-তুল্যকান্তিমতী, পদ্মকেশরবর্ণা, বিশুদ্ধ স্বর্ণ-নির্ম্মিত অলঙ্কারসমূহে ভূষিতা, বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা রাবণের ক্রোড়মধ্যে বিরাজিতা হইলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ তদীয় ভূষণশব্দে শব্দযুক্ত হইয়া শব্দযুক্ত নীলবর্ণ নির্ম্মল মেঘের সদৃশ হইল। তখন রাবণকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণা সীতার মস্তক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ভূতলে চতুর্দ্দিকে পড়িতে লাগিল। সেই পুষ্পবৃষ্টি কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দশানন রাবণের বেগে আকৃষ্টা হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে তদীয় শরীর সমাকীর্ণ করিল। যেমন নির্ম্মল নক্ষত্রমালা শ্রেষ্ঠ মেরু পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তিনী হয়, তদ্রূপ সেই পুষ্পবৃষ্টি তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইল। পরে বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার চরণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, তদীয় বিদ্যুন্মণ্ডলসদৃশ নূপুর ভূতলে পতিত হইল। যেমন কাঞ্চননির্ম্মিতা কক্ষ্যা হস্তীকে শোভিত করে, তদ্রূপ নব তরুণপল্লবসদৃশ রক্তবর্ণা বিদেহ-রাজতনয়া সীতা নীলবর্ণ রাক্ষসরাজ রাবণকে শোভিত করিলেন। কুবেরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাবণ আকাশমার্গ অবলম্বন করিয়া স্বীয় তেজে, মহতী উল্কার ন্যায়, দীপ্যমানা সীতাকে হরণ করত যাইতে থাকিল। তাঁহার সেই সমস্ত অগ্নিবর্ণ শব্দায়মান অলঙ্কার তদীয় দেহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, যেমন ক্ষীণপুণ্য নক্ষত্রলোক প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়, তদ্রূপ ভূতলে পতিত হইল। বিদেহরাজদুহিতা সীতার চন্দ্রসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ট হার তদীয় স্তন-দ্বয়ের মধ্যভাগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতনসময়ে গগন হইতে ভূতলে পতনোদ্যতা গঙ্গার সাদৃশ্য ধারণ করিল। পক্ষিসমূহে পরিব্যাপ্ত পাদপ সকল ঊর্দ্ধগামী বায়ুদ্বারা সমাহত ও কম্পিতাগ্র হইয়া যেন তাঁহাকে "ভয় করি-বেন না।" ইহা বলিতে লাগিল। পদ্ম সকল বিধ্বস্ত এবং মীন-প্রভৃতি জলচারী জন্তু সমস্ত ত্রস্ত হওয়ায়, পদ্মাকর সরোবর সকল, উৎসাহ-বিহীনা সখীর ন্যায়, যেন মিথিলারাজ-দুহিতা সীতার নিমিত্ত শোক করিতে লাগিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ ও পক্ষীরা রোষান্বিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া সীতার ছায়ার অনুগমন করত তাঁহার অনু-গামী হইল। সীতা হ্রিয়মাণা হইলে, পর্ব্বতেরা শৃঙ্গস্বরূপ সমুচ্ছ্রিত বাহু-সম্পন্ন ও নির্ঝর হইতে বহির্গত জলস্বরূপ অশ্রুদ্বারা প্লাবিতবদন হইয়া যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল; শ্রীমান্ সূর্য্যও বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে হ্রিয়মাণা দর্শন করিয়া দীন ও প্রভা বিহীন হইলেন এবং তদীয় পরিবেশও পাণ্ডুরবর্ণ হইল। সমস্ত প্রাণীই দলে দলে" যখন রাবণ, রামের ভার্য্যা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে হরণ করিতেছে, তখন ধর্ম্ম, সত্য, ঋজুতা বা অনৃশংসতা, কিছুই নাই।" এরূপ বিলাপ করিতে থাকিল। মৃগ শাবকেরা ত্রাসান্বিত ও দীনমুখ হইয়া ভয়-সহকারে শোভাবিহীন—ঊর্দ্ধনয়নে তাঁহাকে অবলোকন করত যেন রোদন করিতে লাগিল। সীতাকে তাদৃশ দুঃখ প্রাপ্তা ও রোদনপরায়ণা দর্শন করিয়া, বনদেবতা-দিগেরও দেহ অতীব কম্পিত হইল। দশানন রাবণ, "হা রাম! হা লক্ষ্মণ!" বলিয়া রোদনকারিণী, বারংবার ভূতলদর্শিনী, মন-

স্বিনী,—বিদেহরাজনন্দিনী, কম্পিতাগ্র কেশ-সমূহে সন্নাকুলা, লুপ্তপ্রায় বিশেষক-সমন্বিতা সীতাকে আত্মবিনাশার্থে হরণ করিল। অনন্তর মনোহর দন্তবিশিষ্টা, পবিত্র-হাস্য-সমন্বিতা, বিদেহরাজদুহিতা সীতা বন্ধুজনবিহীনা হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে না পাইয়া ভয়ভারে পীড়িতা ও বিবর্ণবদনা হইলেন।

ইতি দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

ভয়ঙ্কর-নয়ন রাক্ষসাধিপতি রাবণ-কর্তৃক হ্রিয়মাণা বিদেহরাজদুহিতা সীতা তাহাকে আকাশপথে গমন করিতে দেখিয়া দুঃখিতা, উদ্বিগ্না, মহাভয়ে নিমগ্না এবং রোষ ও রোদন প্রযুক্ত রক্তনয়না হইয়া রোদনসহকারে এই করুণান্বিত বাক্য বলিলেন, "রে নীচস্বভাব রাবণ! তুই এই কার্য্য করিয়া লজ্জিত হইতেছিস্ না। তুই আমাকে রাম-লক্ষ্মণ বিহীনা জানিয়া, চৌরের ন্যায় অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিস্। রে দুরাত্মন্! তুই নিতান্ত ভীরু, তজ্জন্যই আমাকে হরণ করিতে অভিলাষী হইয়া মায়াময় মৃগরূপ দ্বারা মদীয় স্বামীকে অপবাহিত করিয়াছিস্, সন্দেহ নাই। ওরে রাক্ষসাধম! সম্প্রতি যিনি আমাকে পরিত্রাণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তুই মদীয় শ্বশুরের সখা সেই বৃদ্ধ গৃধ্ররাজকেও নিপাতিত এবং স্বীয় নাম কীর্ত্তন করিয়া আমাকেও যুদ্ধে পরাজিতা করিলি। তবে ত তোর অত্যন্ত পরাক্রম দৃষ্ট হইতেছে। ওরে নীচ! তুই অন্যের অসমক্ষে ভার্য্যাহরণরূপ ঈদৃশ নিন্দিত কার্য্য করিয়া কেন লজ্জিত হইতেছিস্ না। রে শূরমানিন্! সমুদায় লোকমধ্যে অধিবাসীরা তোর নিন্দিত অতিনৃশংস অধর্ম্ম্য কর্ম্ম কীর্ত্তন করিবেন। তুই যাহা বলিয়াছিলি, তোর সেই বল ও বীর্য্যে ধিক্! অপিচ তোর লোকমধ্যে বংশনিন্দাকর ঈদৃশ চরিত্রেও ধিক্। তুই অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছিস্, সুতরাং এক্ষণে আমি কি করিতে পারি। যদি মুহূর্ত্তকালও অবস্থিত হইস্, তবে আর জীবন লইয়া প্রতিগমন করিব না। তুই সৈন্যগণসহও সেই রাজনন্দনের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া মুহূর্ত্ত কালমাত্রও জীবিত থাকিতে পারিবি না। যেমন পক্ষী বনমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নি স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তুই কোন প্রকারেই তাঁহাদিগের শরস্পর্শ সহ্য করিতে পারিবি না। ওরে রাবণ! তুই মঙ্গলে মঙ্গলে স্বীয় হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হ,—মঙ্গলে মঙ্গলে আমাকে পরিত্যাগ কর্। যদি আমাকে পরিত্যাগ না করিস্, তবে আমার স্বামী স্বীয় ভ্রাতার সহিত আমার ধর্ষণায় ক্রোধান্বিত হইয়া তোর বিনাশার্থে প্রযত্ন করিবেন। ওরে নীচ! তুই যে অভিপ্রায়ে বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিতে অভিলাষ করিতেছিস্, তোর সেই অভিপ্রায় নিষ্ফল হইবে। আমি সেই দেবসদৃশ স্বামীকে দর্শন না করিয়া শত্রুর বশবর্ত্তিনী হইয়া বহুকাল প্রাণ ধারণ করিতে বাসনা করি না। তুই নিশ্চয়ই আত্মহিতকর পথ্য বিষয় দেখিতে পাইতেছিস্ না, পরন্তু মৃত্যু সময়ে মনুষ্য যেমন বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ বিপরীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্। মুমূর্ষু মাত্রেরই হিতকর বিষয় রুচিকর হয় না; এই কারণে আমি তোর কণ্ঠদেশ কালপাশে আবদ্ধ করিতেছি। ওরে নিশাচর! তুই যে ঈদৃশ ভয়স্থানে ভীত হইতেছিস্ না, তজ্জন্য বোধ হইতেছে যে, তুই নিশ্চয়ই স্বর্ণময় বৃক্ষ সকল, রক্তবাহিনী ভয়ঙ্করী বৈতরিণী নদী ও খড়্গরূপপত্রযুক্ত বৃক্ষসমূহে সমাকুল ভয়ঙ্কর বন অবলোকন করিতেছিস্। রাবণ! তুই অবিলম্বে লৌহময় কণ্টকসমূহে সমাকুল, তপ্তকাঞ্চনতুল্য পুষ্পনিচয়সম্পন্ন, উৎকৃষ্ট বৈদূর্য্য মণিসদৃশ পত্রযুক্ত, সেই সুতীক্ষ্ণ শাল্মলীবৃক্ষ দর্শন করিবি। ওরে নির্দ্দয়! যেমন কেহ বিষ পান করিয়া বহু কাল জীবিত থাকে না, তদ্রূপ তুই সেই মহাত্মা রামের ঈদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া বহু কাল জীবিত থাকিতে পারিবি না। রাবণ! তুই দুর্নিবার কালপাশে বদ্ধ হইয়াছিস্; আমার মহাত্মা স্বামীর অপকার করিয়া কোথায় যাইয়া সুখলাভ করিবি।

যিনি ভ্রাতার সাহায্যব্যতিরেকেও নিমেষ কালমধ্যে যুদ্ধে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে হনন করিয়াছেন; সেই বলবীর্য্যসম্পন্ন সর্ব্বাস্ত্র-কুশল রঘুনন্দন রাম অবশ্যই তোকে সুতীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা বধ করিবেন, যেহেতু তুই তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যাকে হরণ করিতেছিস্।'

বিদেহরাজদুহিতা সীতা রাবণের ক্রোড়-গতা, ভীতা ও শোকসমন্বিতা হইয়া ঐরূপ ও অন্যান্যরূপ বিবিধ করুণাযুক্ত পরুষ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন পাপা-চারী রাবণ কম্পিতকলেবর হইয়াও সেই অতিদুঃখিতা বিলাপপূর্ব্বক নানাবিধ করুণা-কর বাক্যবাদিনী, মুক্তিলাভার্থে প্রযত্ন-কারিণী, নৃপনন্দিনী, তরুণী, ভামিনী সীতাকে হরণ করিল।

ইতি ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বরারোহা বিশালনয়না, বিদেহরাজতনয়া সীতা রাবণকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণা হইয়া কাহাকেও রক্ষক দেখিতে না পাইয়া যাইতে যাইতে পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট প্রধান প্রধান পাঁচটি বান-রকে দর্শন করিলেন এবং যদি তাহারা রামের নিকটে কীর্ত্তন করে, এই মনে করিয়া তাহা দিগের নিকট সুবর্ণপ্রভ উত্তরীয় কৌশেয় বস্ত্র ও মনোহর অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিলেন। তিনি যে দেহ হইতে বস্ত্র ও অলঙ্কার সকল মোচন করিয়া সেই বানর দিগের নিকট নিক্ষেপ করিলেন, দশানন রাবণ সম্ভ্রমপ্রযুক্ত সেই কার্য্য জানিতে পারিল না। তখন পিঙ্গলবর্ণনয়ন সেই শ্রেষ্ঠ বানরেরা অনিমেষনয়নে রোদনকারিণী বিশালনয়না সীতাকে দর্শন করিতে লাগিল। রাক্ষসেশ্বর রাবণও রোদনকারিণী মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে গ্রহণ করিয়া পম্পানদী অতিক্রম-পূর্ব্বক লঙ্কাপুরীর অভিমুখে গমন করিল। সে হৃষ্ট হইয়া আত্মমৃত্যুস্বরূপ সীতাকে, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা তীব্রবিষা সর্পীর ন্যায়, ক্রোড়ে করিয়া লইয়া চলিল। পরে সে আকাশপথে গমন করত, ধনুর্মুক্ত শরের ন্যায় শীঘ্র বিবিধ বন, নদী, পর্ব্বত ও সরোবর অতিক্রমপূর্ব্বক তিমি ও নক্রসমূহে সেবিত, নদীগণের আশ্রয়, বরুণালয়, অক্ষয় সমুদ্রের নিকটে যাইয়া তাহা অতিক্রম করিল। বিদেহরাজদুহিতা সীতা হ্রিয়মাণা হইলে, সমুদ্র সম্ভ্রমপ্রযুক্ত উর্ম্মিবিহীন এবং তত্রত্য মীন ও বৃহৎ বৃহৎ সর্পসকল স্তব্ধ হইল। তখন অন্তরীক্ষস্থ চারণেরা বিবিধ বাক্যপ্রয়োগ করিলেন এবং সিদ্ধেরা "ইহাই দশানন রাবণের বধের উপায়," এরূপ বলিতে লাগিলেন। দশানন রাবণও স্বীয় মৃত্যুস্বরূপা বিচেষ্টমনা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া লঙ্কা পুরীতে প্রবিষ্ট হইল। সে, সম্যক্ বিভক্ত মহাপথসমূহে বিরাজিত, সুবিস্তৃত, বহুজনা-কীর্ণকক্ষাসমূহে বিভূষিতা লঙ্কা নগরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল এবং ময় যেমন আসুরীমায়াকে রক্ষা করিয়াছিল, তদ্রূপ তথায় সেই শোকমোহসমন্বিতা কুটিলাপাঙ্গী সীতাকে রক্ষা করিল। পরে সে ঘোরদর্শনা পিশাচীদিগকে বলিল, "পুরুষ বা স্ত্রী, কেহই আমার অনভিপ্রায়ে এই সীতাকে অবলোকন করিতে না পারে, এ বিষয়ে তোমরা যত্নবতী থাক। মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, বস্ত্র বা অলঙ্কার ইনি যখন যাহা প্রার্থনা করিবেন, তোমরা তখনই ইঁহাকে তাহা প্রদান করিও। জ্ঞান-বশতই হউক বা অজ্ঞানবশতই হউক, যে ইঁহাকে অপ্রিয়বাক্য বলিবে, তাহার জীবন প্রিয় নহে, অর্থাৎ আমি তাহাকে হনন করিব।"

ব্রহ্মার বরদানপ্রযুক্ত মোহিত, প্রতাপবান্, মহাবীর, রাক্ষসরাজ রাবণ সেই রাক্ষসীদিগকে ঐরূপ বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, ইহা চিন্তা করিতে করিতে মাংসভোজী মহাবীর আট জন রাক্ষসকে দেখিতে পাইল এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া বল ও বিক্রম বিষয়ে প্রশংসা করত এই বাক্য বলিল, "পূর্ব্বে জনস্থান খরের আলয় ছিল; সম্প্রতি রাক্ষসগণ নিহত হওয়ায় যাহা প্রেতদিগের বাসস্থান হইয়াছে, তোমরা ত্বরা-যুক্ত হইয়া নানাবিধ আয়ুধ গ্রহণ করত শীঘ্র

"এস্থান হইতে সেই জনস্থানে গমন কর এবং পৌরুষ অবলম্বনপূর্ব্বক ভয়কে দূরে বিক্ষেপ করিয়া তথায় বাস কর। পূর্ব্বে আমি সেই জনস্থানে খর ও দূষণসহ অতিবীর্য্যশালী বহুসৈন্য-সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম; তাহারা সকলেই রামের বাণে নিহত হইয়াছে। সেই কারণে আমার ক্রোধ ধৈর্য্যকে অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। অপিচ রামের প্রতি মহান্ বৈরিভাব জন্মিয়াছে; আমি তদীয় সেই বৈরনির্য্যাতন করিতে বাসনা করিতেছি, অধিক কি, যুদ্ধে সেই মহাশত্রুকে বধ না করিয়া নিদ্রা লাভ করিতে পারিব না। যেমন নির্দ্ধন পুরুষ ধনলাভ করিয়া সুখ লাভ করে, তদ্রূপ অধুনা আমি খরদূষণবিনাশী রামকে বিনাশ করিয়া সুখ লাভ করিব। তোমরা জনস্থানে বাস করিয়া, রাম কখন্ কি করিবে ইহা যথার্থরূপে অবগত হইয়া তাহার প্রবৃত্তিবিষয়িণী বার্ত্তা আমাকে প্রদান করিও। হে নিশাচরগণ! তোমরা সেই রঘুকুলজাত রামকে বধ করিতে প্রযত্নও করিও। তথায় অপ্রমত্ত ভাবেই তোমাদিগের গমন করা বিধেয়। আমি যুদ্ধস্থলে বহু বার তোমাদিগের বল অবগত হইয়াছি; তজ্জন্যই তোমাদিগকে সেই জনস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছি।"

অনন্তর সেই অষ্ট রাক্ষস রাবণের উক্ত অর্থযুক্ত বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে অভিবাদন করত লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক মিলিত ও তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অন্যের অলক্ষিত হইয়া জনস্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিল। রাবণ, বলপূর্ব্বক বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে গ্রহণ ও স্পর্শসহকারে হরণ করত রামের সহিত মহৎ বৈর উৎপাদন করিয়া মোহপ্রযুক্ত শারীরিক ও মানসিক প্রমোদ লাভ করিল।

ইতি চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণ সেই ভয়ঙ্কর অষ্ট রাক্ষসকে ঐ রূপ আদেশ করিয়া বুদ্ধিভ্রমবশত আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করিল; এবং বিদেহরাজনন্দিনী সীতাকে চিন্তা করত কামবাণে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে সেই রমণীর গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিল, যে, সীতা শোকভারে পীড়িতা, দুঃখসমন্বিতা দীনভাবে অধোগত অশ্রুপূর্ণবদনে রাক্ষসীদিগের মধ্যে অবস্থিতা হইয়া, কুক্কুরীসমূহে পরিবৃতা মৃগযূথভ্রষ্টা মৃগী ও সমুদ্রমধ্যে বায়ুবেগে আক্রান্তা মজ্জনোদ্যতা নৌকার সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন। অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ শোকপ্রযুক্ত দীনা বিবশা সীতাকে বলপূর্ব্বক ইন্দ্রের অন্তঃপুরসদৃশ স্বীয় হর্ম্ম্যপ্রাসাদসমূহে সমাকুল, সহস্র সহস্র মহিলায় সমাকীর্ণ, নানাবিধ রত্নসম্পন্ন নানাবিধ পক্ষিসমূহে সেবিত অন্তঃপুর দর্শন করাইয়া তাঁহার সহিত দিব্য দুন্দুভিশব্দে নিনাদিত তপ্তকাঞ্চনভূষিত কাঞ্চনময় বিচিত্র সোপানসমূহে আরোহণ করিল। সেই সোপানসমূহ হস্তিদন্ত, সুবর্ণ, রজত ও স্ফটিকনির্ম্মিত দৃষ্টিমনোহর বজ্রমণি ও বৈদূর্য্যমণিচিত্রিত স্তম্ভসমূহের উপরি সন্নিবেশিত এবং চতুর্দ্দিকে হস্তিদন্ত ও রজতনির্ম্মিত প্রিয়দর্শন বহু গবাক্ষসমন্বিত সুবর্ণজালসমাবৃত প্রাসাদসমূহে পরিবৃত ছিল। পরে দশানন রাবণ শোকসমন্বিতা মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে অন্তঃপুরে সুধাধবলিত মণিচিত্রিত ভূভাগ সমুদায় দর্শন করাইয়া তীরভাগে বিবিধ পুষ্পবৃক্ষে শোভিত পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা সমস্ত দর্শন করাইল। সেই পাপাত্মা রাবণ বিদেহরাজদুহিতা সীতার প্রলোভনাভিলাষে তাঁহাকে স্বীয় অন্তঃপুর দর্শন করাইয়া কহিল, "হে সীতে! এই নগরীতে বালক ও বৃদ্ধব্যতিরেকে দ্বাত্রিংশৎ কোটি ভীমকর্ম্মা রাক্ষস আছে; আমি তাহাদিগের প্রভু। আমার একেকেরই এক সহস্র ভৃত্য আছে। হে বিশালনয়নে! অধুনা আমার এই সম্পূর্ণ রাজ্যতন্ত্র ও জীবন তোমারই অধীন হইয়াছে; তুমি আমার প্রাণ হই-

তেও প্রিয়তমা হইয়াছ। হে প্রিয়ে! আমার অন্তঃপুরে অনেক উত্তমা স্ত্রী আছে, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া তাহাদিগের প্রধানা হও। তুমি অন্য প্রকার অভিপ্রায় করিয়া কি করিবে। আমার বাক্য উত্তমরূপে গ্রাহ্য করিয়া আমাকে ভজনা কর; আমি তোমার নিমিত্ত তাপিত হইতেছি; সুতরাং আমার প্রতি প্রসন্না হওয়া তোমার উচিত। এই শত-যোজনায়তা লঙ্কা নগরী চতুর্দ্দিকে সমুদ্রে পরিবেষ্টিতা রহিয়াছে, ইন্দ্রসহিত দেব ও দানব সকলেও ইহাকে ধর্ষণা করিতে পারে না। আমি দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষপ্রভৃতি ত্রিলোকবাসী প্রাণীদিগের মধ্যে ঈদৃশ কোন ব্যক্তিকেই দেখিতেছি না যে, আমার বীর্য্যে তুল্য হইতে পারে। হে সীতে! তুমি সেই অল্পতেজা রাজ্যভ্রষ্ট, পাদচারী, তাপসধর্ম্মাবলম্বী, দীনভাবাপন্ন, মনুষ্য রামকে লইয়া কি করিবে? আমাকে ভজনা কর, আমি তোমার উপযুক্ত স্বামী হইব। হে ভীরু! যৌবন চিরস্থায়ী নহে, অতএব এই নগরীতে আমার সহিত বিহার কর। হে বরাননে সীতে! তুমি সেই রঘুকুলজাত রামকে দর্শন করিতে বাসনা করিও না, যেমন কেহ আকাশমণ্ডলে বায়ুকে পাশদ্বারা আবদ্ধ করিতে বা প্রদীপ্ত অগ্নীর নির্ম্মলশিখা হস্তদ্বারা ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ সে মনোরথের দ্বারাও এখানে আগমন করিতে পারিবে না। হে শোভনে! তুমি আমার বাহুদ্বারা রক্ষিতা হইলে, বিক্রমদ্বারা তোমাকে লইয়া যাইতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন কোন পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে না। তুমি এই সুমহৎ লঙ্কা রাজ্য অনুপালন কর,—অভিষেকজলে ধৌতদেহা হইয়া সন্তোষপূর্ব্বক আমার সহিত রমণ কর, তাহা হইলে, আমি তোমার দাস হইব, দেবতারাও, অধিক কি, স্থাবরজঙ্গম-প্রাণিগণসহ সম্পূর্ণ জগৎই তোমার দাস হইবে। পূর্ব্বে তোমার যে দুষ্কর্ম্ম ছিল, তাহা বনবাসদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে তোমার যে সুকর্ম্ম আছে, তাহার ফল লাভ কর। হে মিথিলারাজনন্দিনি! এস্থানে মুখ্য মুখ্য বহু অলঙ্কার ও দিব্য গন্ধযুক্ত সমুদায় পুষ্পই আছে; তুমি আমার সহিত তৎসমুদয় উপভোগ কর। হে সুমধ্যমে সীতে! মদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের, প্রভায় সূর্য্যসদৃশ, দ্রুত গমনে মানসসদৃশ রমণীয় এক বৃহৎ বিমান ছিল; আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করিয়া তাহা লাভ করিয়াছি; তুমি তদুপরি আরোহণ করিয়া যথাসুখে আমার সহিত বিহার কর। হে বরারোহে! তোমার পদ্মসদৃশ, নির্ম্মল, মনোহর নয়ন, চারুদর্শন বদন শোকম্লান হইয়া বিরাজিত হইতেছে না।”

রাবণ ঐরূপ বলিলে, বরাঙ্গনা সীতা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা চন্দ্রসদৃশ বদন আবরণপূর্ব্বক, অনুস্বার ন্যায়, মন্দ মন্দ অশ্রু মোচন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং চিন্তাপ্রযুক্ত মলিনা হইলেন। তখন নিশাচরাধিপতি বীর রাবণ তাঁহাকে পুনর্ব্বার এই বাক্য বলিল, হে বিদেহরাজনন্দিনি! তুমি ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় লজ্জান্বিতা হইও না। কেন না, হে দেবি! যদ্দ্বারা তোমার ও আমার প্রণয়ানুবন্ধ হইবে, সেই বিবাহ ঋষিদিগের সম্মত। আমি মস্তক সকলের দ্বারা তোমার ঐ মনোহর চরণদ্বয় পীড়িত করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার প্রতি প্রসন্না হও; আমি তোমার বশীভূত দাস হইব। রাবণ কোন স্ত্রীকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করে না; কিন্তু নিতান্ত কামপীড়িত হইয়াই ঈদৃশ বাক্য সকল বলিতেছে; পরন্ত যাহাতে এই বাক্য সকল নিরর্থক না হয়, তুমি তাহাই কর।”

দশানন রাবণ যমের বশীভূত হইয়া মিথিলা রাজ জনকদুহিতা সীতাকে ঐরূপ বলিয়া ইনি আমারই হইবেন, এরূপ বোধ করিল।

ইতি পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

শোকতাপিতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা রাবণ কর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া মধ্যে এক গাছি তৃণ রাখিয়া নির্ভয়ে তাহাকে প্রত্যুক্তি করি-

লেন, "রাজা দশরথ ধর্ম্মের পর্ব্বতসদৃশ অভেদ্য সেতুস্বরূপ ছিলেন; যিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত তোর প্রাণ বিনাশ করিবেন, সেই 'সত্যপ্রতিজ্ঞ' বলিয়া ত্রিলোকবিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা, দীর্ঘবাহু, সিংহসদৃশ স্কন্ধ, বিশালনয়ন রঘুকুলনন্দন রাম তাঁহার পুত্র। ইক্ষ্বাকু-কুল-সম্ভূত রাম আমার স্বামী ও দেবতা। যদি আমি তাঁহার সমক্ষে বলপূর্ব্বক ত্বৎকর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইতাম, তবে, যেমন জনস্থানবাসী খর নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিয়াছে, তদ্রূপ তুইও নিহত হইয়া যুদ্ধস্থলে শয়ন করিতিস্। তুই যে ঘোররূপ মহাবল রাক্ষসদিগকে নির্দ্দেশ করিলি, সর্পেরা যেমন গরুড়ের নিকটে হীনতেজা হয়, তদ্রূপ তাহারা সকলে রঘুনন্দন রামের নিকটে হীনতেজা হইবে। যেরূপ গঙ্গার তরঙ্গ সকল কূল ভেদ করে, তদ্রূপ তাঁহার ধনুগুর্ণমুক্ত কাঞ্চনভূষিত বাণ সকল তাহাদিগের শরীর ভেদ করিবে। অরে রাবণ! যদিও তুই দেব ও দানবগণের অবধ্য হইয়াছিস্, তথাপি তাঁহার সহিত মহৎ শত্রুত্ব উৎপাদন করিয়া জীবিত থাকিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবি না। সেই বলবান্ রঘুনন্দন রাম তোর জীবন বিনাশ করিবেন; অতএব যূপবদ্ধ পশুর ন্যায়, তোর জীবন দুর্ল্লভ হইয়াছে। রে রাক্ষস! তিনি যদি রোষপ্রদীপ্ত নয়ন দ্বারা তোকে দর্শন করেন, তবে, যেমন মদন মহাদেবের রোষপ্রদীপ্ত নয়নে অবলোকিত হইয়া দগ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ তুইও দগ্ধ হইবি। যিনি চন্দ্রকে আকাশমণ্ডল হইতে পাতিত ও নিহত এবং সাগর শোষিত করিতে পারেন, তিনি আমাকেও এস্থান হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। তুই বলবিহীন, শ্রীভ্রষ্ট, অবসন্নেন্দ্রিয় ও গতাসু হইয়াছিস্; লঙ্কাপুরী তোর অপরাধেই বিধবা হইবে। তুই আমার অনভিপ্রায়ে যে বলপূর্ব্বক আমাকে স্বামীর সান্নিধ্য হইতে আনয়ন করিয়াছিস্, তোর এই পাপকার্য্য ভবিষ্যতে সুখজনক হইবে না। মদীয় স্বামী মহাদ্যুতি রাম ভ্রাতার সহিত বীর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ভয়ে জনশূন্য দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেছেন। তিনি যুদ্ধে শরবর্ষ দ্বারা তোর দেহ হইতে বল, বীর্য্য, দর্প ও ঈদৃশ ঔদ্ধত্য অপনীত করিবেন। দেখা যাইতেছে, যখন প্রাণিগণের বিনাশকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহারা সময়ের বশীভূত হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিবেক বিহীন হইয়া থাকে; অতএব রে রাক্ষসাধম! তুই যখন আমাকে ধর্ষণা করিয়াছিস্, তখন তোর নিজের, রাক্ষসদিগের ও অন্তঃপুরের বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে। রে পাপাচার রাক্ষসাধম! যেরূপ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা পবিত্রীকৃতা, স্রুক্ প্রভৃতি ভাণ্ডসমূহে বিভূষিতা যজ্ঞবেদি চণ্ডালের স্পর্শযোগ্যা নহে; সেইরূপ আমিও তোর স্পর্শযোগ্যা নহি যেহেতু আমি সেই নিয়ত ধর্ম্মনিরত রামের ধর্ম্মপত্নী এবং আমার সঙ্কল্পও অত্যন্ত দৃঢ়। যে হংসী নিরন্তর রাজহংসের সহিত পদ্মসমূহের উপরিভাগে ক্রীড়া করে, সে কিপ্রকারে তৃণমধ্যবর্ত্তী মদ্গুপক্ষীকে দর্শন করিবে। রে রাক্ষস! আমার এই সংজ্ঞাবিহীন দেহ বা জীবন রক্ষণীয় নহে; তুই ইহাকে বন্ধন বা হনন কর, আমি পৃথিবীমধ্যে স্বীয় কলঙ্ক বিস্তার করিতে পারিব না।"

বিদেহরাজ জনকদুহিতা সীতা ক্রোধপ্রযুক্ত রাবণকে তাদৃশ পরুষ বাক্য বলিয়া পুনর্ব্বার আর কিছুই বলিলেন না। পরে রাবণ সীতার সেই রোমহর্ষজনক পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই ভীতি প্রদর্শন বাক্যে প্রত্যুক্তি করিল, "হে চারুহাসিনি মিথিলারাজনন্দিনি! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। হে ভামিনি! তুমি যদি সংবৎসর কালের মধ্যে আমার অনুগতা না হও; তবে পাচকেরা আমার প্রাতর্ভোজনের নিমিত্ত তোমাকে খণ্ডে খণ্ডে ছেদন করিবে।"

যাহার প্রভাবে শত্রুরা আর্ত্তধ্বনি করে, সেই রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে তাদৃশ পরুষ বাক্য বলিয়া বিরূপা, ঘোরদর্শনা রক্তমাংসভোজনা রাক্ষসীদিগকে "তোরা শীঘ্র ইহার দর্প অপনয়ন কর্" এই বাক্য বলিল। সেই ঘোরদর্শনা ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরা অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাহার বাক্যানুসারে সীতাকে বেষ্টন

করিল। পরে রাক্ষসরাজ রাবণ যেন পদভরে ভূমণ্ডল কম্পিত ও বিদারিত করত তাহাদিগকে কহিল, "তোরা সকলে, বন্য হস্তিনীর ন্যায়, এই মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে অশোক বনমধ্যে লইয়া গিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে থাকিয়া ইহাকে গুপ্তভাবে রক্ষা করত সান্ত্বনাপূর্ণ ও ভয়ঙ্কর ভৎসনাপূর্ণ বাক্য সমূহের দ্বারা আমার বশীভূতা করিয়া দে।"

রাক্ষসীরা রাবণকর্ত্তৃক সেইরূপ আদিষ্টা হইয়া মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক, নিরন্তর প্রমত্ত বিহঙ্গগণে সেবিত, নানাবিধ অভিলষিত ফল পুষ্প সম্পন্ন বৃক্ষ সমূহে পরিবৃত অশোক বনে গমন করিল। তখন মিথিলারাজ জনকদুহিতা মহাশোকসমন্বিতা মলিনা সীতা রাক্ষসীদিগের বশীভূতা হইয়া, ব্যাঘ্রীদিগের বশীভূতা বা পার্শ্ববদ্ধা মৃগীর ন্যায়, সুখলাভ করিলেন না। তিনি বিরূপনয়ন রাক্ষসীগণকর্ত্তৃক অতীব ভৎর্সিতা হইয়া সুখ লাভ করিতে পারিলেন না, প্রত্যুত প্রিয় স্বামী ও দেবরকে স্মরণ করত শোকে ও ভয়ে তাপিতা হইয়া অচেতন হইলেন।

ইতি ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ ॥৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে মৃগরূপে বিচরণকারী কামরূপী মারীচ রাক্ষসকে হনন করিয়া রাম অবিলম্বে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করত বেগে প্রস্থিত হইল; গোমায়ু তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ভয়ঙ্কর স্বরে নিনাদ করিল। রাম গোমায়ুর সেই শব্দে শঙ্কান্বিত হইয়া মারীচের তাদৃশ রোমহর্ষজনক শব্দ চিন্তা করত ঈদৃশী আশঙ্কা করিলেন, "ঐ গোমায়ু যেরূপে শব্দ করিতেছে, তাহাতে আমি বোধ করিতেছি যে, অশুভ ঘটিবে। এক্ষণে যদি রাক্ষসেরা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ভক্ষণ না করে, তবেই মঙ্গল হয়। মৃগরূপধারী মারীচ বিস্বরভাষাপূর্ব্বক আমার স্বর লক্ষ্য করিয়া যে শব্দ করিয়াছে, যদি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাহা শ্রবণ করেন, তবে স্বয়ংই অথবা সেই শব্দ শ্রবণকারিণী মিথিলারাজদুহিতা সীতাকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকটে সত্বর আগমন করিতে পারেন। রাক্ষসেরা সকলে মিলিত হইয়া সীতাকে বধ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, সন্দেহ নাই; যেহেতু মারীচ রাক্ষস কাঞ্চনমৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক আশ্রম হইতে আমাকে বহুদূরে অপনীত করিয়া মদীয় শরে আহত হইয়া লক্ষ্মণকেও অপনীত করিবার মানসে 'হা লক্ষ্মণ! আমি নিহত হইলাম!' এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। আমি জনস্থান বিনাশ করিয়া রাক্ষসদিগের সহিত শত্রুত্ব উৎপাদন করিয়াছি; অধুনা অতিভয়ঙ্কর অনেক দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে; যদি মদ্ব্যতিরেকে তাহারা কুশলে থাকেন, তবেই মঙ্গল!"

বিশুষ্কচিত্ত মহাত্মা রঘুনন্দন রাম প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সেই গোমায়ুশব্দ শ্রবণপূর্ব্বক ঐরূপ চিন্তা করত দ্রুতবেগে আশ্রমের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি মৃগরূপধারী রাক্ষসকর্ত্তৃক নিজের অপনয়ন চিন্তা করত শঙ্কান্বিত হইয়া দীনমানসে ও দীনভাবে জনস্থানে আগমন করিলেন। তখন মৃগ ও পক্ষীরা তাঁহাকে বামভাগে রাখিয়া গমন করত নানাবিধ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। রঘুনন্দন রাম সেই সমস্ত ভয়ঙ্কর দুর্নিমিত্ত অবলোকন করত যাইতে যাইতে পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে প্রভাবিহীন হইয়া অভিমুখে আগমন করিতে দর্শন করিলেন। অনন্তর, লক্ষ্মণ ক্রমে রামের নিকটবর্ত্তি হইলেন। তখন তাঁহারা উভয়েই দুঃখিত ও বিষাদসমন্বিত ছিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে রাক্ষসসেবিত নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাগত দেখিয়া, স্বীয় দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে নিন্দা করত আর্ত্তের ন্যায়, এই শ্রবণকঠোর মধুরার্থক বাক্য বলিলেন, "হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! তুমি সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছ, তোমার এই কার্য্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। সম্প্রতি মঙ্গল হইলেই উত্তম। হে বীর!

এক্ষণে জনকদুহিতা সীতা বনচারী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক বিনাশিতা বা ভক্ষিতা হইয়া থাকিবেন, এবিষয়ে আমার অণুমাত্রও সংশয় হইতেছে না; যেহেতু আমার নিকটে নানাবিধ অশুভ নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! আমরা কি আশ্রমে যাইয়া জনকদুহিতা সীতাকে জীবিতা ও কুশলসমন্বিতা লাভ করিব? হে মহাবল! গোমায়ু, মৃগ ও পক্ষিসমূহ সূর্য্যসেবিত প্রদীপ্তা দিক্ আশ্রয় করিয়া যাদৃশ শব্দ করিতেছে, তাহাতে কি রাজনন্দিনী সীতার কুশল সম্ভাবিত হইতে পারে। ঐ মৃগরূপধারী রাক্ষস আমাকে প্রলোভনপূর্ব্বক আশ্রম হইতে বহু দূরে অপনীত করিয়া মৎকর্ত্তৃক বহু পরিশ্রমে কোন প্রকারে নিহত হইয়া মরণকালে রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়াছে। হে লক্ষ্মণ! আমার মন দীনভাবাপন্ন ও বিষণ্ণ এবং বামচক্ষু স্পন্দিত হইতেছে; সীতা আশ্রমে নাই; তিনি মৃতা কি রাক্ষসকর্ত্তৃক হৃতা হইয়াছেন, অথবা ম্রিয়মাণা হইয়া পথিমধ্যে বর্ত্তমানা রহিয়াছেন, ইহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

ইতি সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

দশরথতনয় ধর্ম্মাত্মা রাম লক্ষ্মণকে বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সমাগত বিষণ্ণচিত্ত ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেও, যিনি আমার অনুগামিনী হইয়াছেন এবং তুমি যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, সেই বিদেহরাজদুহিতা সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন?—আমি রাজ্যভ্রষ্ট ও দীনভাবাপন্ন হইয়া দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছি, এ সময়েও যিনি আমার দুঃখভোগে সহায়তা করিতেছেন; সেই তনুমধ্যমা বিদেহরাজদুহিতা সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন?—হে বীর আমি ত্বদ্ব্যতিরেকে মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে অভিপ্রায় করি না,—যিনি আমার প্রাণের সহায়তাকারিণী; সেই দেবকন্যাসদৃশী সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন? লক্ষ্মণ! বিদেহরাজ জনকের দুহিতা তপ্তকাঞ্চনসদৃশপ্রভান্বিতা সীতা আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা, আমি তদ্ব্যতিরেকে পৃথিবীর বা দেবলোকের প্রভুত্ব লাভ করিতে বাসনা করি না; তিনি ত জীবিতা আছেন? হে বীর! আমি যে উদ্দেশে বিবাসিত হইয়াছি, তাহা কি সিদ্ধ হইবে?—লক্ষ্মণ! আমি সীতার নিমিত্ত মৃত হইলে এবং তুমি অযোধ্যায় গমন করিলে কেকয়ী দেবী কি সফলমনোরথা হইয়া সুখ লাভ করিবেন?—যাঁহার পুত্রই রাজা থাকিবে, আমার জননী তপস্বিনী কৌসল্যা দেবী মৃতপুত্রা হইয়া কি বিনীতভাবে সেই কেকয়ী দেবীর সেবা করিবেন? লক্ষ্মণ! সাধুচরিতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা যদি জীবিতা থাকেন, তবেই আমি পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইব; পরন্তু যদি তিনি জীবিতা না থাকেন, তবে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। লক্ষ্মণ! আমি আশ্রমে গমন করিলে, যদি বিদেহরাজদুহিতা সীতা আমার অগ্রভাগে হাস্য করিতে করিতে আমাকে সম্ভাষা না করেন, তবে আমি বিনাশ প্রাপ্ত হইব। লক্ষ্মণ! তপস্বিনী বিদেহরাজ জনকদুহিতা সীতা অধুনা জীবিত আছেন; কি না, তাহা তুমি বল। তুমি প্রমত্ত হইলে, তিনি কি রাক্ষসগণকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়াছেন? যিনি চিরকালই দুঃখ ভোগের অযোগ্যা, সেই সুকুমারী বালা বিদেহরাজদুহিতা সীতা অধুনা আমার বিয়োগে দুর্ম্মনা হইয়া শোক করিতেছেন, সন্দেহ নাই। সেই দুরাত্মা ক্রূর রাক্ষস উচ্চস্বরে 'হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া সর্ব্ব প্রকারে তোমারও ভয় উৎপাদন করিয়াছে। আমি বোধ করি, বিদেহরাজদুহিতা সীতা মদীয় স্বর সদৃশ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। পরে তিনি ভীতা হইয়া তোমাকে প্রেরণ করিলে, তুমি আমাকে দেখিবার নিমিত্ত শীঘ্র এখানে আগমন করিয়াছ। সে যাহা হউক, তুমি সীতাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব প্রকারেই ক্লেশকর কার্য্য করিয়াছ

এবং নৃশংস রাক্ষসদিগকে প্রতীকার করিতে অবসর দিয়াছ। মাংসভোজী ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা খরের বিনাশে দুঃখিত হইয়াছে; অতএব তাহারা সীতাকে বিনাশ করিয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই! হে শত্রুসূদন! আমি সর্ব্বতোভাবে ব্যসনমগ্ন মগ্ন হইলাম। হা! এক্ষণে আর কি করিব! আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আমার ঈদৃশ ব্যসন অবশ্যম্ভাবী।"

পিপাসায় শুষ্কবদন এবং ক্ষুধা ও পরিশ্রমে বিষাদ সম্পন্ন সেই রঘুনন্দন বীর রাম দুঃখার্ত্ত লক্ষ্মণকে ঐরূপ জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক নিন্দা করিতে করিতে বরারোহা সীতাকেই চিন্তা করত লক্ষ্মণের সহিত ত্বরান্বিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-সহকারে, জনস্থানে যে প্রদেশে আশ্রম ছিল, তথায় আগমন করিলেন এবং আশ্রম সন্নিহিত প্রদেশ শূন্য দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাও শূন্য দেখিলেন। পরে তিনি আশ্রম সন্নিহিত প্রত্যেক বিহার স্থানে যাইয়া তৎসমস্ত শূন্য দেখিয়া আমার এই ভার্য্যা বিয়োগরূপ ব্যসন অবশ্যম্ভাবী, ইহা বিবেচনা করিয়া হৃষ্টরোমা ও ব্যথিত হইলেন।

ইতি অষ্টপঞ্চাশ সর্গ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতম সর্গ।

রঘুনন্দন রাম আশ্রম হইতে সমাগত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত আশ্রমের অভিমুখে গমন করত দুঃখ-প্রযুক্ত পথিমধ্যে পুনর্ব্বার তাঁহাকে এই বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখন আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করিয়াই বনমধ্যে বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; তখন তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কিপ্রকারে এখানে আগমন করিয়াছ? লক্ষ্মণ! তুমি মিথিলা রাজদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আগমন করিতেছ, দর্শন করিয়া, আমার চিত্ত যে সুমহৎ পাপ আশঙ্কা করত ব্যথিত হইতেছে, তাহা সত্য; যেহেতু পথি মধ্যে দূর হইতেই তোমাকে সীতাবিহীন দেখিয়া আমার হৃদয় এবং বাম হস্ত ও নয়ন কম্পিত হইতেছে।"

শুভলক্ষণ, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ দুঃখান্বিত রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া আরও দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, "আমি ইচ্ছাবশত স্বয়ং এ স্থানে আগমন করি নাই, পরন্ত সীতাকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আপনার নিকটে আসিয়াছি। লক্ষ্মণ! পরিত্রাণ কর!" আপনার তুল্য ভয়ব্যাকুল স্বরে এই যে বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহা বিদেহরাজদুহিতা সীতার শ্রবণগোচর হইয়াছিল। হে আর্য্য! তিনি সেই আর্ত্তধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ে ব্যাকুলা হইয়া আপনার প্রতি স্নেহবশত রোদন করত আমাকে শীঘ্র যাও! শীঘ্র যাও! ইহা বলিলেন। আমি মিথিলারাজদুহিতা সীতাকর্ত্তৃক বারংবার 'গমন কর, এই বাক্যে নিয়োজিত হইয়া তদীয় বিশ্বাসজনক এই বাক্যে তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলাম, 'রামের ভয় উৎপাদন করিতে পারে, ঈদৃশ কোন রাক্ষসকে আমি দেখিতে পাইতেছি না; তাঁহাতে ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করাও সম্ভাবিত নহে; অতএব এই বাক্য কোন রাক্ষসকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই; আপনি সুস্থিতা হউন! হে সীতে! যিনি দেবতাদিগকেও পরিত্রাণ করেন, সেই আর্য্য রাম কিপ্রকারে "আমাকে পরিত্রাণ কর।" এই নীচোচিত নিন্দিত বাক্য বলিবেন। কোন রাক্ষস কোন কারণে আমার ভ্রাতা রামের স্বর অবলম্বন করিয়া ভয় বিপর্য্যস্ত স্বরে "লক্ষ্মণ! আমাকে পরিত্রাণ কর!" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকিবে। হে শোভনে! "আমাকে ত্রাণ কর," এই বাক্য ত্রাসপ্রযুক্ত কোন রাক্ষসকর্ত্তৃকই উক্ত হইয়াছে; আপনি, নীচবংশীয়া মহিলার ন্যায়, ব্যথিতা হইবেন না। ইন্দ্রপ্রমুখ, দেবেরাও যুদ্ধে রঘুনন্দন রামকে জয় করিতে পারিবেন না; অধিক কি তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে, ত্রিলোকমধ্যে ঈদৃশ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে নাই, করিতেছে না এবং করিবেও না।

অতএব আপনি বিষাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুস্থা হইয়া আমাকে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ করুন।'

"তখন বিদেহরাজদুহিতা সীতার চিত্ত মোহিত হইয়াছিল, সুতরাং তিনি মৎকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্তা হইয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে আমাকে এই সুদারুণ বাক্য বলিলেন, 'তুই আমার প্রতি অত্যন্ত পাপাভিসন্ধি করিয়াছিস্! রাম নিহত হইলে, তুই আমাকে লাভ করিতে বাসনা করিতেছিস্; কিন্তু আমাকে লাভ করিতে পারিবি না! বোধ হইতেছে যে, তুই ভরতের সঙ্কেতানুসারে রামের অনুগমন করিয়াছিস্; যেহেতু তিনি পরিত্রাণার্থে অত্যন্ত চীৎকার করিতেছেন, তথাপি তুই তাঁহার নিকটে গমন করিতেছিস্ না! তুই রঘুনন্দন রামের শত্রু; আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত তদীয় ব্যসন কামনা করিয়া গুপ্ত ভাবে মিত্ররূপে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিস্; তজ্জন্যই এ সময়ে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছিস্ না!'

"বিদেহরাজ দুহিতা সীতা ঐরূপ বলিলে, আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইল, এমন কি, ক্রোধে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। পরে আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছি।"

লক্ষ্মণ ঐরূপ বলিলে রাম সন্তাপে মোহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে "শুভদর্শন! তুমি যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছ, ইহাতে ত্বৎকর্ত্তৃক অতি মন্দ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমি রাক্ষসদিগকে নিবারণ করিতে পারি, ইহা বিশেষরূপে অবগত থাকিয়াও তুমি কিপ্রকারে মিথিলারাজদুহিতা সীতার ঐ ক্রোধ বাক্যে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়াছ। তুমি যে ক্রোধান্বিতা মিথিলারাজদুহিতা সীতার পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইতেছি না। তুমি সীতাকর্ত্তৃক নিয়োজিত ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে আমার আদেশ পালন কর নাই, তোমার এই কার্য্য সর্ব্বতোভাবে নীতিবিরুদ্ধ। যে মৃগরূপে আমাকে আশ্রম হইতে অপনীত করিয়াছে, সেই রাক্ষস মৎকর্ত্তৃক শরদ্বারা নিহত হইয়া ঐ ভূতলে শয়ন করিতেছে। আমি অবলীলাক্রমে ধনু আকর্ষণপূর্ব্বক শর সন্ধান করিয়া মোচন করিলে ও তদ্দ্বারা তাড়িত হইয়া মৃগদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর শব্দ করত কেয়ূরধারী রাক্ষস হইল। তুমি যে বাক্য শ্রবণ করিয়া মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আগমন করিয়াছ, ঐ রাক্ষস আমার শরে আহত হইয়া বহু দূরস্থ ব্যক্তির শ্রবণযোগ্য মদীয় স্বর অবলম্বনপূর্ব্বক আর্ত্তভাবে সেই সুদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে।"

ইতি উনষষ্টিতম সর্গ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর, রাম আশ্রমের অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করত স্খলিতপদ হইলেন এবং তাঁহার বাম নয়ন স্পন্দিত ও শরীর কম্পিত হইল। তিনি বারংবার অশুভ নিমিত্ত সকল দর্শন করত "সীতার কি মঙ্গল হইবে;" বলিলেন এবং সীতাকে দেখিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইয়া আশ্রমে যাইয়া তাহা শূন্য দর্শন করত উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। পরে রঘুনন্দন রাম হস্ত বিক্ষেপসহকারে আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বেগে ভ্রমণ করত সেই সেই স্থান শূন্য দেখিয়া পর্ণকুটিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাও সীতাশূন্য, ও হেমন্তে হিমবিধ্বস্ত পদ্মসমাকুল পদ্মাকর সরোবরসদৃশ শ্রীভ্রষ্ট দর্শন করিলেন। আশ্রমমণ্ডল সীতারহিত, বনদেবতাগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, বিষাদান্বিত মৃগপক্ষিসমূহে সেবিত, শ্রীভ্রষ্ট এবং পতিত কট, কুশাসন, অজিন ও কুশসমূহে সমাকুল হইয়া মলিনপুষ্পযুক্ত বৃক্ষসমূহদ্বারা যেন ঊর্দ্ধহস্তে রোদন করিতেছে, দেখিয়া, তিনি বারংবার বিলাপ করত কহিলেন, হা! "সীতা মরিয়াছেন, কি অদৃষ্টা হইয়াছেন। অথবা রাক্ষসেরা তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়াছে, কি হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। কিংবা সেই ভীরু সীতা বন আশ্রয় করিয়া

লুক্কায়িতা হইয়াছেন কি পুষ্প চয়ন বা ফল আহরণ করিবার নিমিত্ত গিয়াছেন, অথবা জল আনয়নার্থে নদীতে গমন করিয়াছেন, কিংবা ভ্রমণার্থে পথিমধ্যে নির্গতা হইয়াছেন।"

অনন্তর, শ্রীমান্ রাম প্রযত্নসহকারে বনমধ্যে প্রেয়সী সীতাকে অনুসন্ধান করত প্রাপ্ত না হইয়া শোকে লোহিতলোচন হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি শোকরূপপঙ্কযুক্ত সাগরমধ্যে নিমগ্ন হইয়া বৃক্ষে বৃক্ষে, নদনদীতে ও পর্ব্বতে সকলে ভ্রমণ করত বিলাপ করিতে লাগিলেন, "অহে কদম্ব! তুমি আমার প্রেয়সী মনোহরবদন সীতার প্রিয়, তুমি কি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছ? যদি তুমি তাঁহাকে অবগত থাক, তবে আমাকে বল। অহে বিল্ব! মনোহরপল্লবসদৃশ দ্যুতিশালিনী, পীতবর্ণকৌশেয় বসনপরিধায়িনী সীতার স্তন তোমার ফলের সদৃশ; যদি তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাক, বল।—অহে অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রেয়সী জনকদুহিতা কৃশাঙ্গী সীতার প্রিয়; অধুনা তিনি জীবিতা আছেন, কি না, ইহা তুমি আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। এই ককুভ বৃক্ষ লতা, পল্লব ও পুষ্পসমূহে সমাকুল হইয়া অতীব শোভিত হইয়াছে; এ নিশ্চয়ই প্রশস্ত উরুসমন্বিতা মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে অবগত থাকিবে।—অহে শোকনাশক অশোক! আমি অত্যন্ত ক্রোধাক্রান্ত-চিত্ত হইয়াছি; তুমি সত্বর আমারে প্রিয়াকে প্রদর্শন করিয়া শোকবিহীন কর।—অহে তাল! যাঁহার স্তন তোমার পক্ক ফলের সদৃশ, যদি তুমি সেই বরারোহা সীতাকে দর্শন করিয়া থাক এবং যদি তোমার আমার প্রতি দয়া হয়, তবে আমার নিকটে তাহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর।—অহে জম্বুবৃক্ষ! যদি আমার প্রেয়সী স্বর্ণবর্ণা সীতার বৃত্তান্ত তোমার অবগত থাকে,—যদি তুমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাক, তবে নিঃশঙ্ক-চিত্তে আমাকে তাহার বার্ত্তা প্রদান কর।—অহে কর্ণিকার! এক্ষণে তুমি পুষ্পিত হইয়া অত্যন্ত শোভান্বিত হইয়াছ। তুমি মদীয় প্রেয়সী সাধ্বী সীতার প্রিয়; যদি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া থাক, তবে আমার নিকটে বল।"

মহাযশা রাম বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আম্র, কদম্ব, পনস, মহাশাল, কুরব, দাড়িম, বকুল, পুন্নাগ, চন্দন ও কেতর বৃক্ষের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক সীতার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত, উন্মত্তের ন্যায়, লক্ষিত হইলেন। "অহে মৃগ! তুমি কি আমার প্রেয়সী মৃগশিশুনয়না মিথিলারাজ দুহিতা সীতাকে অবগত আছ? তিনি মৃগ দর্শনে ঔৎসুক্যবশত মৃগীদিগের সমভিব্যাহারিণী হইয়া থাকিবেন।—অহে গজবর! যাঁহার উরু তোমার করের সদৃশ; তুমি সেই সীতাকে দর্শন করিয়া থাকিবে; আমি বোধ করি, তুমি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত আছ, আমার নিকটে কীর্ত্তন কর।—ওহে ব্যাঘ্র! যদি তুমি আমার প্রেয়সী মিথিলারাজ তনয়া চন্দ্রাননা সীতাকে দর্শন করিয়া থাক, তবে আমার নিকটে বিশ্বস্তচিত্তে কীর্ত্তন কর; তোমার ভয় নাই।—হে প্রিয়ে। তুমি কেন ধাবিতা হইতেছ? হে কমলনয়নে! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি; তুমি কি কারণে বৃক্ষমধ্যে লুকায়িতা হইয়া আমার সহিত সম্ভাষা করিতেছ না? হে বরারোহে! তুমি অবস্থিতা হও; তোমার কি আমার প্রতি করুণা নাই? তুমি ত অত্যন্ত হাস্যশীলা, তবে কি জন্য আমাকে উপেক্ষা করিতেছ? হে বরবর্ণিনি! আমি তোমাকে ধাবিতা হইতে দেখিয়াছি; তুমি পীতবর্ণ কৌশেয় বসনদ্বারা পরিচিতা হইয়াছ; এক্ষণে যদি আমার প্রতি তোমার প্রণয় থাকে, তবে অবস্থিতা হও। না, এ ত সেই চারুহাসিনী সীতা নহে, কেন না, তিনি ঈদৃশ ক্লেশের সময়ে কখনই আমাকে উপেক্ষা করিতেন না; রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে হিংসা করিয়া থাকিবে। মাংসভোজী রাক্ষসেরা আমার অসন্নিধানে নিশ্চয়ই মদীয় প্রেয়সী বালা সীতার অবয়ব সমস্ত বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। তাঁহার সেই মনোহর দন্তযুক্ত উৎকৃষ্টনাসিকাবিশিষ্ট, শুভকুণ্ডলসমন্বিত, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বদন রাক্ষসগ্রস্ত হইয়া প্রভাবিহীন

হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আমার প্রেয়সী সীতা বিলাপ করিতে থাকিলে, তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রৈবেয়যোগ্যা, চন্দনসবর্ণা, কোমলা, মনোহারিণী গ্রীবা রাক্ষসকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়াছে। রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই সীতাকর্ত্তৃক ইতস্তত বিক্ষিপ্যমাণ, কম্পিতাগ্র, পল্লবসদৃশ কোমল, বলয় ও অন্যান্য আভরণযুক্ত তদীয় হস্তদ্বয় ভক্ষণ করিয়াছে। যেমন কোন স্ত্রী বহুবান্ধবা হইয়াও বনমধ্যে সহচরকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া হিংস্র জন্তুকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হয়, তদ্রূপ সীতা বহুবান্ধবা হইয়াও আমাদিগকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া রাক্ষসকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়াছেন; আমি তাঁহার মৃত্যুর নিমিত্তই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম!—হে মহাবাহো লক্ষ্মণ! তুমি কি প্রেয়সী সীতাকে দেখিতে পাইতেছ?—হা প্রিয়ে সীতে! তুমি কোথায় গিয়াছ? হা ভদ্রে!” বারংবার এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে, তিনি বনে বনে বেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রেয়সীর অন্বেষণে তৎপর হইয়া, কখন বেগে ভ্রমণ, কখন বা বলসহকারে লম্ফ প্রদান করিতে এবং কখন বা, উন্মত্তের ন্যায়, দৃষ্ট হইতে থাকিলেন। পরে তিনি অনেক পর্ব্বত, নদী, প্রস্রবণ, কানন ও বনমধ্যে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও অবস্থিত হইলেন না। পরে তিনি এক অতি বৃহৎ মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র বন ভ্রমণ করিয়াও সীতার প্রাপ্তিবিষয়ে পূর্ণাভিলাষ হইলেন না, তথাপি পুনর্ব্বার প্রেয়সীর অনুসন্ধানে পরম প্রযত্ন করিতে লাগিলেন।

[ইতি ষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ।

দশরথতনয় রাম আশ্রম প্রদেশ শূন্য, পর্ণশালা সীতারহিতা ও আসন সমস্ত পতিত অবলোকনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়াও বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া মনোহর হস্তদ্বয় উৎক্ষেপণ করত চীৎকার করিলেন এবং কহিলেন, “লক্ষ্মণ! আমার প্রেয়সী বিদেহরাজনন্দিনী সীতা কোথায়? তিনি এস্থান হইতে কোন্ স্থানে গিয়াছেন? হে সুমিত্রানন্দন! তাঁহাকে কি কেহ হরণ করিয়াছে, কিংবা কেহ ভক্ষণ করিয়াছে?—হে সীতে! যদি তুমি বৃক্ষমধ্যে লুক্কায়িতা হইয়া আমার সহিত উপহাস করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে আমার এই অত্যন্ত দুঃখের সময়ে তোমার আর উপহাস করিবার আবশ্যক নাই, শীঘ্র আমাকে ভজনা কর। হে শুভদর্শনে সীতে! তুমি যে সমস্ত সুবিশ্বস্ত মৃগশিশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে, অধুনা উহারা তোমার বিরহে অশ্রুব্যাপ্তনয়ন হইয়া তোমাকে ধ্যান করিতেছে।—লক্ষ্মণ! আমি সীতাবিহীন হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না, সুতরাং আমি সীতাহরণজন্য শোকে মৃত হইলে, মদীয় পিতা মহারাজ দশরথ পরলোকে আমাকে দর্শন করিবেন এবং আমার কামচারিত্ব, মিথ্যাবাদিত্ব ও নীচত্বপ্রযুক্ত আমাকে নিশ্চয়ই এইরূপ বাক্য বলিলেন যে, তুমি মৎকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমার নিকটে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সেই সময় পূরণ না করিয়া কিপ্রকারে আমার নিকটে আসিয়াছ। তোমাকে ধিক্!—হে বরারোহে সীতে! অধুনা আমি ভগ্নমনোরথ, শোকসন্তপ্ত, দীনভাবাপন্ন ও অস্বাধীন হইয়া তোমার দয়ার যোগ্য হইয়াছি, কিন্তু কীর্ত্তি যেরূপ কুটিলচরিত্র ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? হে সুমধ্যমে! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না; কেন না, আমি তোমার বিরহে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিব।”

রঘুনন্দন রাম এইরূপ বিলাপ করত সীতাদর্শনাভিলাষী ও অতিদুঃখার্ত্ত হইয়া জনকদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে হস্তী যেমন বিপুল পঙ্কে পতিত হইয়া অবসন্ন হয়, তদ্রূপ তিনি সীতার অপ্রাপ্তিনিবন্ধন শোকে নিমগ্ন হইয়া অবসন্ন হইলে, লক্ষ্মণ তদীয় হিতাভিলাষে তাঁহাকে কহিলেন, “হে মহাবুদ্ধে! আপনি বিষাদ করিবেন না, প্রত্যুত, আমার সহিত এই বহুকন্দর শোভিত গিরিকাননে তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হউন। হে বীর! হে মিথিলারাজদুহিতা সীতা বন-

দর্শনে নিতান্ত সমুৎসুকা এবং বনভ্রমণও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, সুতরাং তিনি কোন বনে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন; বা কোন পুষ্প-শোভিত পদ্মাকর সরোবরে, কি মৎস্য ও বঞ্জুল-নামকবিহগসেবিতা নদীতে গিয়া থাকিবেন; অথবা আমাদিগকে ত্রাসিত করিবার কিংবা আপনার ও আমার তাঁহার প্রতি যে কতদূর প্রীতি ও ভক্তি, তাহা জানিবার অভিলাষে কোন বনে লুক্কায়িতা হইয়া থাকিবেন; অতএব হে শ্রীসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ! চলুন, শীঘ্র আমরা তাঁহার অন্বেষণে প্রযত্ন করি। হে কাকুৎস্থ! আপনি বৃথা শোকে মনোনিবেশ করিবেন না; আপনি যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তবে, জনকদুহিতা সীতা যথায় থাকুন, আমরা সকল বনই অন্বেষণ করি।"

রাম লক্ষ্মণকর্তৃক সৌহার্দ্দবশত সেইরূপ উক্ত হইয়া প্রযত্নসহকারে তাহার সহিত অন্বেষণ করিতে উপক্রম করিলেন। তখন সেই দুই দশরথনন্দন বিবিধ বন, পর্ব্বত, সরোবর, নদী এবং পর্ব্বতের সানু, শিখর, ও সমতল প্রদেশে সীতার অন্বেষণ করত তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন না। রাম সমগ্র পর্ব্বত অন্বেষণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! এই পর্ব্বতে শুভচরিতা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইতেছি না।"

অনন্তর, লক্ষ্মণ দুঃখসন্তপ্ত হইয়া দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করত প্রদীপ্ততেজা ভ্রাতা রামকে কহিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! যেরূপ মহাবাহু বিষ্ণু বলিকে বন্ধন করিয়া এই পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ আপনি মিথিলারাজ জনকদুহিতা সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন।"

দুঃখাভিহতচিত্ত রঘুনন্দন রাম বীর লক্ষ্মণ-কর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কাতরস্বরে বলিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! সমগ্র বন, প্রস্ফুটিতপদ্ম পদ্মাকর সরোবর সকল এবং এই বিবিধ কন্দর ও নির্ঝরসমন্বিত পর্ব্বত অন্বেষণ করা হইল, কিন্তু প্রাণ হইতেও গুরুতরা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে দেখিতেছি না।"

সীতাহরণসন্তপ্ত কমলোচন রাম দীনভাবে ঐরূপ বিলাপ করত অতীব শোকাবিষ্ট হইয়া মুহূর্ত্ত কাল বিহ্বল হইলেন। তিনি দীন, আতুর বুদ্ধিহীন, চৈতন্যশূন্য ও স্পন্দহীন-দেহ হইয়া সুদীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অবসাদ প্রাপ্ত হইলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বাষ্পগদ্গদ স্বরে বারংবার "হা প্রিয়ে!" ইহা বলিতে লাগিলেন। প্রিয়-বান্ধব লক্ষ্মণ তখন শোকার্ত্ত হইয়া বিনয়-সহকারে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে থাকিলেন, কিন্তু তিনি তদীয় মুখ-নির্গত বাক্যে অনাদর করিয়া প্রেয়সী সীতাকে দেখিতে না পাইয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ইতি একষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

কমললোচন মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া শোকে হতচৈতন্য হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরে তিনি কামবাণে পীড়িত হইয়া সীতাকে দেখিতে পাইয়াও যেন তাঁহাকে দর্শন করত এই বিলাপযুক্ত দুঃখসমন্বিত বাক্য বলিলেন, "হে প্রিয়ে! পুষ্প তোমার অত্যন্ত প্রিয়; তুমি আমার শোকবর্দ্ধনার্থে অশোকশাখা-শাখাসমূহ দ্বারা স্বীয় শরীর আবরণ করিতেছ। হে দেবি! আমি তোমার অঙ্গুলীরূপ কদলী-যুক্ত কদলীকাণ্ডসদৃশ উরু দেখিতে পাইতেছি; তুমি আত্মগোপন করিতে পারিবে না। হে ভদ্রে! হাস্য করিতে করিতে কর্ণিকার বনে তুমি বিচরণ করিতেছ। হে দেবি! আর আমার পীড়াদায়ক পরিহাসে তোমার আবশ্যক নাই। হে প্রিয়ে! আমি বোধ করিতেছি যে, তোমার স্বভাব নিতান্ত পরিহাস প্রিয়; পরন্তু আশ্রমসন্নিধানে ঈদৃশ পরিহাস প্রশস্ত নহে। হে বিশালনয়নে! তোমার পর্ণকুটীর শূন্য রহিয়াছে; শীঘ্র আগমন কর।—লক্ষ্মণ! সীতা নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ-কর্তৃক হৃতা বা ভক্ষিতা হইয়াছেন; যেহেতু, আমি বিলাপ করিতে থাকিলে, তিনি কখনই পরিহাসচ্ছলেও

আমাকে উপেক্ষা করিতেন না। লক্ষ্মণ ঐ সমস্ত মৃগসমূহ অশ্রুপূর্ণনয়ন হইয়া যেন আমাকে বলিতেছে যে, সীতা দেবী রাক্ষসগণকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হইয়াছেন।—হা আর্য্যে তুমি কোথায় গিয়াছ? হা বরবর্ণিনি। হা সাধ্বি!—হা! অধুনা কেকয়ী দেবী আমার বিষয়ে পূর্ণমনোরথা হইলেন। হা! আমি সীতার সহিত নির্গত হইয়া তদ্ব্যতিরেকে অযোধ্যা নগরীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক কি প্রকারে স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব। সকলেই আমাকে নির্দ্দয় ও বীর্য্যহীন বলিবে; সীতাহরণ দ্বারা আমার দীনত্ব স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে। বনবাসান্তে যখন বিদেহরাজ জনক আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে কি প্রকারে অবলোকন করিব। তিনি আমাকে সীতাবিহীন দেখিয়া কন্যার বিনাশে সন্তপ্ত হইয়া মোহের বশীভূত হইবেন। স্বর্গগত পিতাই কৃতার্থ হইয়াছেন। তিনি স্বর্গেই বাস করুন। আমিও ভরতপালিতা অযোধ্যা নগরীতে যাইব না; যেহেতু স্বর্গও যদি সীতা রহিত হয়, তবে তাহাও আমার মতে শূন্য।—লক্ষ্মণ! তুমি আমাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া মনোহারিণী অযোধ্যা নগরীতে গমন কর; আমি সীতা ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই জীবিত থাকিব না। তুমি ভরতকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া আমার বাক্যানুসারে ইহা বলিও যে, তুমি রামকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়াছ, রাজ্যপালন কর। হে রিপুসূদন! তুমি আমার আজ্ঞানুসারে মধ্যমা জননী কেকয়ী দেবী, সুমিত্রা দেবী ও কৌসল্যা দেবীকে অভিবাদন করিও; অপিচ আমার মতানুবর্ত্তী হইয়া আমার জননীর রক্ষণে যত্নবান্ হইও এবং বিস্তার ক্রমে আমার ও সীতার বিনাশবার্ত্তা তাঁহাকে প্রদান করিও।"

রঘুনন্দন রাম সীতা ব্যতিরেকে বনমধ্যে দীনভাবে ঐরূপ বিলাপ করিলে, লক্ষ্মণ অতীব দুঃখিত চিত্ত, ভয়ে বিকলমুখ ও আতুর হইলেন।

ইতি দ্বিষষ্টিতম সর্গ॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাজনন্দন রাম প্রিয়া বিহীন, আর্ত্ত এবং ভয় ও শোকে পীড়িত হইয়া ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বিষাদিত করত আরও তীব্র বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বিপুল শোকে মগ্ন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত রোদন করিতে করিতে শোকাক্রান্ত লক্ষ্মণকে শোকজনক ব্যসনানুরূপ এই কথা বলিলেন, "আমি বোধ করি যে, পৃথিবীতলে আমার তুল্য দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তি আর নাই; কেননা, শোক পরম্পরা আমার হৃদয় ও মন বিদ্ধকরত আমাকে আক্রমণ করিতেছে। পূর্ব্বে আমি নিশ্চয়ই অভিলাষপূর্ব্বক বারংবার বহুতর পাপজনক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি; অধুনা তাহার ফল উপস্থিত হইয়াছে,—আমি ক্রমশ দুঃখ পরম্পরা প্রাপ্ত হইতেছি। লক্ষ্মণ! রাজ্যনাশ, স্বজন বিচ্ছেদ, পিতৃবিনাশ ও জননীবিয়োগ, এ সমস্ত চিন্তা করিলে, আমার শোকবেগ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। লক্ষ্মণ! বনমধ্যে ক্লেশ অনুভব করিয়াও, আমার এসমস্ত দুঃখ শরীরে প্রশান্ত হইয়াছিল; কিন্তু কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি যেমন সহসা প্রদীপ্ত হয়, তদ্রূপ সীতাবিয়োগ দ্বারা পুনর্ব্বার প্রদীপ্ত হইয়াছে। আমার প্রিয়া শুভচরিতা ভীরু সীতা নিশ্চয়ই রাক্ষসকর্ত্তৃক আকাশপথে অপহৃতা হইয়াছেন। তখন সেই সুস্বরভাষিণী ভয় বশত অতি বিস্বরে বারংবার চীৎকার করিতেছিলেন। আমার প্রেয়সীর নিরন্তর উত্তম প্রিয়দর্শন হরিচন্দন যোগ্য সুবৃত্ত স্তনদ্বয় নিশ্চয়ই শোণিতরূপ পঙ্কে লিপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে; ঐরূপ আমার পতন হয় না। যেমন চন্দ্র রাহুমুখে শোভিত হয় না, তদ্রূপ আমার প্রিয়ার মনোহর, সুস্পষ্ট মৃদুবাক্যবাদী, কুঞ্চিত কেশভারশোভিত, বদন নিশ্চয়ই রাক্ষসগ্রস্ত হইয়া শোভিত হয় নাই। রুধিরভোজী রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই শূন্যপথে আমার প্রেয়সী সুব্রতা সীতার সেই নিরন্তর হারপরিশোভিতা গ্রীবা ভেদ করিয়া রক্তপান করিয়াছে। তখন আয়ত মনোহর নয়না সীতা নির্জ্জন বনমধ্যে নিশ্চয়ই মহিষীনা ও রাক্ষসগণকর্ত্তৃক

আবরণপূর্ব্বক আক্রম্যমাণা হইয়া, কুররীর ন্যায়, দীনভাবে চীৎকার করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে এই প্রদেশে মনোহর হাস্যমুখী উদারস্বভাবা সীতা শিলাতলে উপবিষ্টা হইয়া হাস্য করিতে করিতে তোমাকে বিবিধ বাক্য বলিয়াছিলেন। এই নদীপ্রবরা গোদাবরী সর্ব্বদাই আমার প্রিয়ার অত্যন্ত প্রিয়া; আমি এরূপ চিন্তা করিতেছি যে, তথায় গিয়া থাকিবেন; কিন্তু তিনি একাকিনী কখনই যাইতেন না। পদ্মপলাশ-লোচনা পদ্মবদনা সীতা পদ্ম আনয়নার্থে গিয়া থাকিবেন; তাহাও অযুক্ত; যেহেতু তিনি কখনই আমা ব্যতিরেকে পদ্ম আনয়নার্থে গমন করিতেন না। ইহা হইতেও পারে যে, তিনি এই নানাবিধ পক্ষিসমূহে সেবিত পুষ্পিত বৃক্ষসমূহশোভিত বনে গিয়াছেন; কিন্তু তাহাও অযুক্ত; কেন না, তিনি অতি-ভীরুস্বভাবা একাকিনী কোথায়ও যাইতে অত্যন্ত ভয় করিতেন।—হে সর্ব্বলোককৃতা-কৃতজ্ঞ আদিত্য! আপনি সমস্ত লোকের সত্য ও অনৃত কর্ম্মের সাক্ষী; আমি নিতান্ত শোকাক্রান্ত হইয়াছি; আমার প্রেয়সী সীতা হৃতা হইয়াছেন, বা কোথায়ও গিয়াছেন, আপনি সমস্ত বলুন।—হে পবন! সমুদায় লোকমধ্যে এরূপ কিছুই নাই, যাহা আপনি বিদিত নহেন; বলুন, কুলমর্য্যাদারক্ষিণী সীতা হৃতা কি মৃতা হইয়াছেন, অথবা পথিমধ্যে বর্ত্তমানা আছেন।"

অদীনচিত্ত ন্যায়পথে স্থিত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ঐরূপ বিলাপকারী শোকাক্রান্তদেহ চৈতন্যশূন্য রামকে তৎকালোচিত এই কথা বলিলেন, "অধুনা আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করত তাঁহার অন্বেষণে উৎসাহী হউন; যেহেতু উৎসাহসম্পন্ন মানবেরা ইহ লোকে অতিদুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হন না।"

রঘুবংশীয়শ্রেষ্ঠ রাম ঐরূপ আপ্তবাক্যবাদী প্রবরপৌরুষ লক্ষ্মণকে লক্ষ্যও না করিয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিলেন এবং আরও সমধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

দীনভাবাপন্ন রাম দীনবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ তুমি শীঘ্র গোদাবরী নদীতে যাইয়া অবগত হও; যদি সীতা পদ্ম আনয়নার্থে তথায় গিয়া থাকেন।"

ত্বরিতগামী লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া রমণীয়া ঘট্টশোভিতা গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন এবং তথায় অন্বেষণ করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "আমি গোদাবরীর সমুদায় তীর্থ দর্শন করিয়াছি, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না; অপিচ অনেক চীৎকারও করিয়াছি, তথাপি তিনি শুনিতে পান নাই। সেই তনুমধ্যমা ক্লেশনাশিনী সীতা কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না।"

সন্তাপমোহিত দীনভাবাপন্ন রাম লক্ষ্মণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ংই গোদাবরী নদীতে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে "সীতা কোথায়?" জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত প্রাণী ও গোদাবরী নদী তাঁহাকে ইহা বলিলেন না যে, যথার্থ রাক্ষসেন্দ্র রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। গোদাবরী নদী শোককারী রামকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা ও প্রাণিগণকর্ত্তৃক "ইহাঁকে প্রিয়ার বার্ত্তা বল," এরূপ নিয়োজিতা হইয়াও তাঁহাকে তাহা বলিলেন না। তিনি দুরাত্মা রাবণের তাদৃশ রূপ ও কর্ম্ম চিন্তা করিয়া ভয়ে রামকে বিদেহ-রাজদুহিতা সীতার বার্ত্তা কহিলেন না। রাম সেই নদী হইতে সীতাদর্শনে নিরাশ ও সীতার অদর্শনে ব্যথিত হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! এই গোদাবরী নদী কিছুই প্রত্যুত্তর করিতেছেন না; আমি বিদেহরাজদুহিতা সীতা ব্যতিরেকে মাতার ও জনকরাজার নিকটে যাইয়া কি অপ্রিয় কথা বলিব? রাজ্যভ্রংশের পরে বনমধ্যে বন্য ফলমূলাদিদ্বারা জীবন রক্ষা করিবার সময়েও, যিনি আমার শোক অপনয়ন করিতেন, সেই বিদেহরাজদুহিতা সীতা কোথায় গিয়াছেন? আমি জ্ঞাতিবর্গবিহীন হইয়া সীতাকেও দেখিতে না পাইয়া জাগরণ করিতে

থাকিলে, আমার পক্ষে রাত্রি সকল অতি বৃহৎ হইবে। যদি সীতাকে পাওয়া যায়, তবে আমি মন্দাকিনী, জনস্থান ও ঐ প্রস্রবণনামক পর্ব্বত, এই সকল স্থানেই বিচরণ করিতে পারি। হে বীর! ঐ মহামৃগ সকল আমাকে বারংবার অবলোকন করিতেছে; আমি উহাদিগের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া বোধ করিতেছি যে, উহারা যেন আমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছে।"

পরে রঘুনন্দন রাম মৃগদিগকে নিরীক্ষণ করত বাষ্পগদ্গদ বাক্যে "সীতা কোথায়?" ইহা বলিলেন। সেই মৃগ সকল নরেন্দ্র রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া সহসা উত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে আকাশমণ্ডল প্রদর্শন করত দক্ষিণাভিমুখ হইল এবং মিথিলারাজদুহিতা সীতা যে দিক্ দিয়া হৃতা হইয়াছেন, সেই দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক নরপতি রামকে দর্শন করত গমন করিতে লাগিল। তাহারা যে পথ দিয়া গমন করত পথ ও ভূমি নিরীক্ষণ করিতেছিল, ধীমান্ লক্ষ্মণ তাহা লক্ষ্য করিলেন এবং তাহাদিগের বচনসর্ব্বস্ব স্বরূপ সেই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন। পরে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে আর্ত্তের ন্যায় বলিলেন, 'দেব! আপনি সীতা কোথায়,' ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, ঐ মৃগ সকল সহসা উত্থিত হইয়া দক্ষিণদিক্ ও ভূমি প্রদর্শন করিতেছে, অতএব চলুন, আমরা দক্ষিণদিকে গমন করি; যদি তথায় আর্য্যা সীতা লক্ষিতা হন, অথবা তাঁহার প্রাপ্তির কোন উপায় অবধারিত হয়।'

তখন শ্রীসম্পন্ন কাকুৎস্থ রাম লক্ষ্মণকে "তাহাই হউক," বলিয়া তাঁহার সহিত ভূমিভাগ দর্শন করত দক্ষিণদিকে প্রস্থিত হইলেন। সেই উভয় ভ্রাতা পরস্পর সম্ভাষা করত যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, পথ পতিত পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীর রাম ভূতলে পুষ্পবৃষ্টিপতন দর্শন করিয়া দুঃখিত হইয়া দুঃখক্রান্ত লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিলেন, লক্ষ্মণ! আমি জানিতে পারিতেছি, যে, বিদেহরাজদুহিতা সীতা কাননমধ্যে মৎপ্রদত্ত যে সমস্ত পুষ্প অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, এখানে সেই সমস্ত পুষ্প ঐ পতিত রহিয়াছে। আমি বিবেচনা করি যে, বায়ু, সূর্য্য ও যশস্বিনী পৃথিবী দেবী আমার প্রিয় সম্পাদন করত এ সমস্ত পুষ্প রক্ষা করিয়াছেন।"

মহাবাহু ধর্ম্মাত্মা রাম পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া বহুপ্রস্রবণযুক্ত প্রস্রবণনামক পর্ব্বতকে বলিলেন, "অহে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! তুমি কি রমণীয় বনমধ্যে মদ্বিরহিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কমনীয়া সীতাকে দর্শন করিয়াছ?"

অনন্তর সেই পর্ব্বত উত্তর না দিলে, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বলে, তদ্রূপ রাম ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, "অহে পর্ব্বত! আমি যাবৎ তোমার সানু সকল বিধ্বংসিত না করি, তন্মধ্যে তুমি আমারে হেমবর্ণা হেমাঙ্গী সীতাকে দেখাইয়া দেও।"

প্রস্রবণ গিরি মিথিলারাজদুহিতা সীতার বিষয়ে রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহারে সীতাকে দেখাইতে অভিলাষ করিয়াও দেখাইতে পারিলেন না। অনন্তর দশরথতনয় রাম তাহাকে আবার বলিলেন, "রে পর্ব্বত! তুই আমার বাণানলে দগ্ধ, ভস্মীভূত এবং চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ, তৃণ ও পল্লবশূন্য হইয়া সকল ব্যক্তিরই অসেবনীয় হইবি।"

অনন্তর "লক্ষ্মণ! এই গোদাবরী নদী যদি আমাকে চন্দ্রাননা সীতার বার্ত্তা প্রদান না করেন, তবে আমি ইহাঁকেই শরানলে শোষণ করিব।" এরূপ বলিয়া, রাম ক্রোধান্বিত হইয়া নয়ন দ্বারা যেন দগ্ধ করত ইতস্তত অবলোকন করিতে করিতে ভূমিতলে রাক্ষসের মহৎ পদচিহ্ন সকল দেখিতে পাইলেন। অপিচ রাম দর্শনাভিলাষিণী, ইতস্তত প্রধাবিতা, ত্রাসাম্বিতা রাক্ষসকর্ত্তৃক অনুগম্যমানা, বিদেহরাজদুহিতা সীতারও অনেক পদচিহ্ন তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি সীতা ও রাক্ষসের পরিভ্রমণচিহ্ন, ভগ্ন ধনু, ভগ্ন তূণদ্বয় ও বহুধা বিশীর্ণ রথ অবলোকন করিয়া সম্ভ্রান্তহৃদয় হইয়া প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! দেখ, সীতার ভূষণের স্বর্ণখণ্ড সকল ও বিবিধ মাল্য ঐ পতিত রহিয়াছে। হে সুমিত্রানন্দন! ভূমিতল চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ-

বিন্দুসদৃশ বিচিত্র রক্তবিন্দুসমূহে সমাবৃত রহিয়াছে অবলোকন কর। আমি বোধ করি যে, কামরূপী রাক্ষসেরা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ছেদন করিয়া বিভাগপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছে। হে সুমিত্রানন্দন! সীতার নিমিত্ত বিবাদ করিয়া, উভয় রাক্ষসের এস্থলে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। হে শুভদর্শন! এই ভূতলপতিত, মুক্তামণিসমাচিত, সুবিভূষিত, রমণীয়, ভগ্ন ধনু কাহার? বৎস! এই তরুণ-সূর্য্য-সবর্ণ, বৈদূর্য্যময়-গুলিকা-সমাচিত ধনু রাক্ষসদিগের বা দেবতাদিগের হইবে। এই ভূতলপতিত বিশীর্ণ কাঞ্চনময় কবচ ও দিব্য মাল্যশোভিত শতশলাকাসমন্বিত ছত্র কাহার? কাহার ঐ ভগ্নদণ্ড রথ ভূতলে পতিত রহিয়াছে? কাহার এই ভয়ঙ্কররূপ, বৃহৎকায়, কাঞ্চনময় উরশ্ছদসম্পন্ন পিশাচবদন খর সকল যুদ্ধে নিহত হইয়াছে? কাহারই বা এই প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ দ্যুতিসম্পন্ন যুদ্ধধ্বজ ও ভগ্ন সাংগ্রামিক রথ পতিত রহিয়াছে? কাহার এই রথাক্ষপরিমিত, স্বর্ণভূষিত, ভয়ঙ্করাকার শর সকল নষ্ট ও সমাকীর্ণ হইয়াছে? লক্ষ্মণ! দেখ, শরপূর্ণ তূণদ্বয় বিধ্বস্ত হইয়াছে। কাহার এই প্রতোদ ও রশ্মিধারী সারথি নিহত হইয়াছে? ঐ পদসঞ্চার নিশ্চয়ই কোন রাক্ষসের হইবে। হে শুভদর্শন! অতিঘোর হৃদয় কামরূপী রাক্ষসদিগের সহিত আমার জীবনান্তকর অতিমহৎ বৈর উৎপন্ন হইয়াছে, অবলোকন কর। তপস্বিনী সীতা মৃতা, অথবা রাক্ষসগণকর্ত্তৃক হৃতা কি ভক্ষিতা হইয়াছেন; মহাবনমধ্যে তিনি ম্রিয়মাণা হইলে, ধর্ম্ম তাঁহাকে পরিত্রাণ করিলেন না। হে শুভদর্শন লক্ষ্মণ! যখন বিদেহরাজদুহিতা সীতা হৃতা কি ভক্ষিতা হইলেন, তখন দেবতারা আমার আর কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। লক্ষ্মণ! প্রাণীরা এই সকল কারণেই অজ্ঞানপ্রযুক্ত সমস্ত লোকের কর্ত্তা, পরম দয়ালু, শূরবর, পরমেশ্বরকেও অবমাননা করিয়া থাকে। আমি মৃদুস্বভাব, লোকহিতনিরত ও পরমদয়ালু; একারণে দেববরেরা আমাকে নিশ্চয়ই নির্বীর্য্য বোধ করেন। লক্ষ্মণ! দেখ, গুণ সকলও আমাতে দোষরূপে পরিণত হইল। শশী যেমন স্বীয় স্নিগ্ধ কিরণ সংহার করিয়া মহাসূর্য্য হয়, তদ্রূপ অদ্য মদীয় তেজ সমস্ত গুণ সংহার করিয়া রাক্ষসদিগের, এমন কি, সমস্ত প্রাণীর নাশার্থে প্রদীপ্ত হইবে। লক্ষ্মণ! যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর বা মানব, কেহই সুখ লাভ করিতে পারিবে না! লক্ষ্মণ! দেখ, আমার বাণসমূহে আকাশমণ্ডল অবিলম্বে সমাকীর্ণ হইবে। অদ্য আমি বাণসমূহদ্বারা ত্রিলোকবাসী প্রাণীদিগের গমাগম রুদ্ধ করিব। অদ্য মৎকর্ত্তৃক বাণজালে গ্রহসঞ্চার ও চন্দ্রোদয় নিবারিত, নির্ম্মলবায়ু বিনাশিত, সাগর শোষিত, সূর্য্যকিরণ রুদ্ধ, পর্ব্বতশিখর সকল নিপাতিত এবং সমুদায় কানন, বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম বিধ্বংসিত হইলে, তিন লোকই সংহারকালের সাদৃশ্য ধারণ করিবে। হে সুমিত্রানন্দন! যদি দেবতারা মঙ্গলে মঙ্গলে আমারে সীতাকে প্রদান না করেন, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমার পরাক্রম দর্শন করিবেন। লক্ষ্মণ! সমস্ত আকাশচারী প্রাণীরা মদীয় ধনুর্গুণমুক্ত বাণজালসমূহে সমাকীর্ণ অবকাশবিহীন আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারিবে না। লক্ষ্মণ! অদ্য জগৎ চারিদিকে মর্দ্দিত, বিধ্বস্ত ও ভ্রান্ত মৃগপক্ষিসমূহে সমাবৃত, মর্য্যাদাবিহীন ও অত্যন্ত ব্যাকুল হইবে, অবলোকন কর। অদ্য আমি মিথিলারাজদুহিতা সীতার নিমিত্ত মানবলোকে অবারণীয় আকর্ণসমাকৃষ্ট শরসমূহদ্বারা জগৎ পিশাচ ও রাক্ষসবিহীন করিব। অদ্য দেবতারা মদীয় ক্রোধপ্রযুক্ত দূরগামী শরসমূহের বল দর্শন করিবেন। মদীয় ক্রোধে ত্রৈলোক্য নাশিত হইলে, দেব, দৈত্যেয়, পিশাচ বা রাক্ষস, কেহই থাকিবে না। দেব, দানব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগের লোক সকল অদ্য মদীয় বাণসমূহে বিচ্ছিন্ন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে পতিত হইবে। হে সুমিত্রানন্দন! সীতা হৃতা কি মৃতাই হইয়া থাকুন, যদি দেবতারা আমাকে আমার প্রেয়সী তাদৃশ রূপবতী বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে প্রদান না করেন, তবে আমি তাঁহার দর্শনাবধি শরসমূহদ্বারা সচরাচর ত্রৈলোক্য,

এমন কি, সমুদায় জগৎ সন্তাপিত ও বিনাশিত করিব।"

রাম এইরূপ বলিয়া ক্রোধে রক্তনয়ন ও প্রস্ফুরিতৌষ্ঠপুট হইয়া বল্কল ও অজিন বন্ধনপূর্ব্বক জটাভার বন্ধন করিতে লাগিলেন। তখন সেই ক্রোধাক্রান্ত, তাদৃশ রূপবিশিষ্ট, শ্রীসম্পন্ন, পরপুরবিজয়ী, ধীমান্ রামের দেহ, ক্রুদ্ধ ত্রিপুরবিনাশী রুদ্রের দেহের ন্যায় প্রকাশিত হইল। পরে তিনি লক্ষ্মণের নিকট হইতে ধনু গ্রহণপূর্ব্বক আশীবিষ সর্পসদৃশ ভয়ঙ্কর শর গ্রহণান্তে তাহাতে সন্ধান করিলেন এবং ক্রুদ্ধ যুগান্তাগ্নি সদৃশ হইয়া এই বাক্য বলিলেন, "যেমন জরা, মৃত্যু, কাল ও বিধি নিয়তই সমস্ত প্রাণীর প্রতি প্রতিহত হয় না, তদ্রূপ আমিও ক্রোধান্বিত হইয়া অনিবারণীয় হইয়াছি, সন্দেহ নাই। যদি দেবতারা অগ্রে আমার নিকটে সেই মনোহরদন্তা, অনিন্দিতা, বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে প্রদান না করেন, তবে আমি দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পন্নগ ও পর্ব্বতগণের সহিত জগৎ মর্দ্দিত করিব।"

ইতি চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

তখন রাম সীতাহরণপ্রযুক্ত কাতর, সন্তাপিত ও সাম্বর্ত্তক অনলের ন্যায়, লোক সকলের বিনাশে উদ্যত হইয়া বারংবার গুণযুক্ত ধনুর্দ্দর্শন ও পুনঃপুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত, যুগান্ত কালে মহাদেবের ন্যায় সমদায় জগৎ দগ্ধ করিতে অভিলাষ করিলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব ক্রোধান্বিত অবলোকন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পরিশুষ্কমুখে এই বাক্য বলিলেন, "আপনি পূর্ব্বে মৃদু, বশীকৃতেন্দ্রিয় ও সমস্ত প্রাণীর হিতনিরত হইয়া অধুনা ক্রোধের বশে স্বীয়প্রকৃতি পরিত্যাগ করিবেন না। চন্দ্রে লক্ষ্মী, সূর্য্যে প্রভা, বায়ুতে গতি ও পৃথিবীতে ক্ষমা; কিন্তু এই সমুদায় গুণ ও অনুত্তম যশ আপনাতে নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি জানিতে পারিতেছি যে, একজনই আপনার অপকার করিয়াছে, কেন না একেরই সাংগ্রামিক রথ পতিত রহিয়াছে; অতএব একের অপরাধে সমুদায় লোক বিনাশ করা আপনার বিধেয় নহে। কোন কারণে কোন ব্যক্তির সহিত কোন ব্যক্তির যুদ্ধ হইয়াছিল; যেহেতু এই প্রদেশ অশ্বখুর ও নেমিরেখাসমূহে সমাকীর্ণ ও রক্তবিন্দুসমূহে সংসিক্ত হইয়াছে। হে বাগ্মিপ্রবর রাজনন্দন! এস্থলে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহা একেরই সহিত একেরই যুদ্ধ, দুই জনের সহিত নয়; মহাচমূর পদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না; অতএব একের নিমিত্ত সমুদায় লোক বিনাশ করা উচিত নহে। রাজারা মৃদু, শান্তস্বভাব ও যুদ্ধে দণ্ডপ্রদাতা হইয়া থাকেন; বিশেষত আপনি সমস্ত প্রাণীর শরণ্য ও পরমা গতি। হে রঘুনন্দন! দেব, গন্ধর্ব্ব, দানব, সাগর বা নদী, কে আপনার ভার্য্যা-বিনাশ সাধুবোধ করিতেছে। হে রঘুনন্দন! যেমন সাধুরা যজ্ঞার্থে দীক্ষিত ব্যক্তির অপ্রিয় করেন না, তদ্রূপ আপনারও কেহ অপ্রিয় করিতেছে না। যে সীতাকে হরণ করিয়াছে, আমার ও মহর্ষিদিগের সহিত ধনুর্দ্ধারী হইয়া আপনার তাহাকেই অন্বেষণ করা উচিত। আমরা সমুদ্র, পর্ব্বত, বন, বিবিধ ভয়ঙ্কর গুহা, পদ্মাকর সরোবর, দেবলোক ও গন্ধর্ব্বলোকসকল প্রযত্নসহকারে তাবৎকাল অন্বেষণ করিব, যাবৎ আপনার ভার্য্যাপহারী ব্যক্তিকে প্রাপ্ত না হইব। হে কোশলেন্দ্র! যদি দেববরেরা সামদ্বারা আপনার পত্নীকে প্রদান না করেন, তবে পশ্চাৎ যাহা কালোচিত হয়, তাহাই করিবেন। হে নরেন্দ্র! যদি আপনি স্বভাব, সাম, নয় ও বিনয়দ্বারা সীতাকে প্রাপ্ত না হন, তবে পশ্চাৎ মহেন্দ্রবজ্রসদৃশ সুদৃঢ় স্বর্ণ পুঙ্খ শরসমূহদ্বারা সমুদায় জগৎ উৎসাদন করিবেন।"

ইতি পঞ্চষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর শোকসন্তপ্ত, মহামোহাবিষ্ট, কাতর, চৈতন্যহীন রাম পূর্ব্ববৎ, অনাথের ন্যায়, বিলাপ করিতে থাকিলে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তদীয় চরণ মর্দ্দনপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করত এইরূপে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, "দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায়, রাজা দশরথ মহাতপস্যা ও মহাযাগদ্বারা আপনাকে পুত্র লাভ করিয়াছেন। তিনি আপনার গুণে বদ্ধ হইয়া আপনার বিয়োগেই দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি ইহা ভরতের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। হে কাকুৎস্থ! যদি আপনি এই সমুপস্থিত দুঃখ সহ্য না করিবেন, তবে অল্পপ্রাণ অপর আর কে সহ্য করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি আশ্বস্ত হউন; আপৎ, অগ্নির ন্যায়, সকল প্রাণীকেই স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণ কালমধ্যেই দূরীভূত হয়। রাজন্! স্বভাবতঃই প্রাণি সকলের আপৎ হইয়া থাকে; দেখুন; নহুষপুত্র যযাতি ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেও, অনীতি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। যিনি আমাদিগের পিতার পুরোহিত, সেই মহর্ষি বসিষ্ঠের এক দিনে শত পুত্র জন্মে ও এক দিনেই বিনষ্ট হয়। হে কোশলেশ্বর! জগতের মাতা, সর্ব্বলোকনমস্কৃতা ভূমিরও কম্প দেখা যায়। যাঁহারা জগতের প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষী এবং যাহাদিগের উপর বিশ্বব্যবহারসমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই সূর্য্য ও চন্দ্রও, রাহু ও কেতু গ্রহকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া থাকেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সামান্য দেহীদিগের কথা দূরে থাকুক, দেবতা ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ প্রাণীরাও দৈব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন না। হে নরবর। ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও নীতি ও অনীতি শ্রুত হইয়া থাকে; অতএব আপনি ব্যথিত হইবেন না। হে বীর রঘুনন্দন! বিদেহরাজদুহিতা সীতা মৃতা বা অপহৃতা হইলেও, স্বভাবানুবর্ত্তী ব্যক্তির ন্যায়, আপনার শোক করা বিধেয় নহে। হে বীর! আপনার সদৃশ সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞ, হিতদর্শী মানবেরা সুমহৎ বিপৎপাতেও শোক করেন না। হে নরশ্রেষ্ঠ! প্রাজ্ঞেরা বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করিয়া শুভ ও অশুভ অবগত হয়েন; আপনিও বুদ্ধিদ্বারা যথার্থরূপে শুভাশুভ বিবেচনা করুন। প্রত্যক্ষে যাহাদিগের গুণ ও দোষ অবগত হওয়া যায় না এবং যাহারা ফল উৎপাদন করিয়াই বিনষ্ট হয়, সেই কর্ম্মসমুদায়ের অনুষ্ঠানব্যতীত সুখ বা দুঃখরূপ ফল প্রবৃত্ত হয় না। হে বীর! পূর্ব্বে আপনিই আমাকে অনেক বার ঐরূপ বলিয়াছেন, আপনাকে কে উপদেশ দিতে পারে। সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও পারেন না। হে মহাপ্রাজ্ঞ! দেবগণও আপনার বুদ্ধির ইয়ত্তা করিতে পারেন না; আমি কেবল আপনার শোকপ্রসুপ্ত-চিত্ত প্রবোধিত করিতেছি। হে ইক্ষ্বাকুপ্রবর! আপনি স্বীয় দিব্য ও মানুষ পরাক্রম বিবেচনা করিয়া শত্রুদিগের বধার্থে প্রযত্ন করুন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার সমুদায় লোক বিনাশ করিবার প্রয়োজন কি? আপনি সেই পাপাচারী শত্রুকে অবগত হইয়া সীতাকে উদ্ধার করুন।"

ইতি ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

মহাবাহু লক্ষ্মণাগ্রজ রঘুনন্দন সারগ্রাহী রাম, লক্ষ্মণকর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়া সার গ্রহণপূর্ব্বক বলসহকারে স্বীয় প্রবৃদ্ধ ক্রোধ নিবারণ করিয়া বিচিত্র ধনু ধারণ করত তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস লক্ষ্মণ! আমরা কি করিব, কোথায় যাইব এবং কি উপায়েই বা সীতাকে দেখিতে পাইব, চিন্তা কর।"

অনন্তর, লক্ষ্মণ পরিতাপকারী রামকে বলিলেন, এই বিবিধ বৃক্ষ ও লতাসমূহে সমাবৃত, রাক্ষসগণ সমাকীর্ণ জনস্থান অন্বেষণ করাই আপনার বিধেয়; এস্থানে অনেক গিরিদুর্গ, বিদীর্ণ পাষাণখণ্ড, কন্দর, নানাবিধ মৃগগণে সমাকুলা ভয়ঙ্করী গুহা এবং কিন্নর ও গন্ধর্ব্বদিগের ক্রীড়াস্থান আছে; আপনি আমার সহিত সমাহিত হইয়া তৎসমুদায় অন্বেষণ

করুন। যেরূপ পর্ব্বতেরা বায়ুবেগে কম্পিত হয় না, তদ্রূপ আপনার সদৃশ বুদ্ধিসম্পন্ন মহাত্মা নরবরেরা বিপৎপাতে কম্পিত হন না।”

ক্রোধাক্রান্ত রাম লক্ষ্মণকর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া ধনুতে এক ভয়ঙ্কর ক্ষুর অস্ত্র সন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত সেই সমগ্র বন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তিনি পর্ব্বতকূটসদৃশ, রুধিরলিপ্ত, পক্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাভাগ জটায়ুকে ভূতলে পতিত দেখিতে পাইলেন এবং সেই পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ পক্ষীকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, ‘এ নিশ্চয়ই রাক্ষস, গৃধ্ররূপধারণ করত কাননমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, এ বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে ভক্ষণ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ সীতাকে ভক্ষণ করিয়া যথাসুখে বিশ্রাম করিতেছে, আমি প্রদীপ্তাগ্র অবক্রগামী শরসমূহদ্বারা ইহাকে বধ করিব।”

রাম ঐরূপ বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সাগরান্তা পৃথিবী চালিত করত ধনুতে ক্ষুর অস্ত্র যোজনা পূর্ব্বক তাহাকে দেখিতে ধাবিত হইলেন। পরে পক্ষিরাজ জটায়ু ফেনযুক্ত রক্ত বমন করত কাতরবাক্যে সেই দীনভাবাপন্ন দশরথনন্দন রামকে বলিলেন, “হে আয়ুষ্মন্! তুমি যাঁহাকে মহাবনে ওষধীর ন্যায় অন্বেষণ করিতেছ, সেই সীতা ও মদীয় প্রাণ, এই উভয়ই রাবণকর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। তোমার ও লক্ষ্মণের অসন্নিধানে বলবান্ রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া, আমি সীতার পরিত্রাণের নিমিত্ত তাহার সহিত যুদ্ধ করিলাম। পরে মৎকর্তৃক যুদ্ধে তাহার রথ ও ছত্র ভগ্ন হইলে, সে ভূতলে পতিত হইল। ঐ উহার ভগ্ন ধনু, শর ও সাংগ্রামিক রথ পতিত রহিয়াছে। অপিচ উহার ঐ সারথিও মদীয় পক্ষাঘাতে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে। পরিশেষে আমি পরিশ্রান্ত হইলে, রাবণ খড়্গদ্বারা আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে লইয়া আকাশপথে গমন করিয়াছে। আমি পূর্ব্বে রাক্ষসকর্তৃক নিহত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার আর আমাকে আঘাত করা উচিত হয় নাই।”

রাম জটায়ুর নিকটে সীতাবিষয়ক প্রিয়বাক্য অবগত হইয়া মহাধনু পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অবশ ও ভূতলে পতিত হইলেন এবং রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরতর হইয়াও অসহায় গৃধ্ররাজ জটায়ুকে অতিকষ্টজনক মর্ম্মকষ্ট বায়ুমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আরও দ্বিগুণ পরিতাপে আর্ত্ত ও দুঃখিত হইলেন এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বলিলেন, “আমার রাজ্যভ্রংশ, বনে বাস ও সীতানাশ হইয়াছে, অধুনা এই পক্ষীও নিহত হইলেন; আমার ঈদৃশ দুর্ভাগ্য যে, অগ্নিকেও দগ্ধ করিতে পারে। যদি এক্ষণে আমি ইচ্ছা করি যে, জলপূর্ণ সাগরে সন্তরণ করিব, তবে নদীপতি সমুদ্রও আমার দুর্ভাগ্যপ্রভাবে শুষ্ক হইয়া উঠিবে। সচরাচর লোকমধ্যে আমা হইতে সমধিক মন্দভাগ্য আর কেহই নাই; যেহেতু আমি এই মহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। মদীয় পিতার বয়স্য এই গৃধ্ররাজ জটায়ু আমারই ভাগ্যদোষে আহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিতেছেন।”

রঘুনন্দন রাম বারংবার ঐরূপ বলিয়া পিতৃস্নেহ প্রদর্শন করত লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। পরে তিনি সেই ছিন্নপক্ষ, রক্তসিক্তদেহ, গৃধ্ররাজ জটায়ুকে “আমার প্রাণসমা সীতা কোথায় গিয়াছেন?” এ রূপ জিজ্ঞাসিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

ইতি সপ্তষষ্টিতম সর্গ। ৬৭।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রাম ভয়ঙ্কর রাক্ষসকর্তৃক গৃধ্ররাজ জটায়ুকে ভূতলে পতিত দেখিয়া পরম মিত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিলেন, “এই পক্ষী আমার অর্থসাধনার্থে প্রযত্নপরায়ণ ও রাক্ষসকর্তৃক যুদ্ধে আহত হইয়া আমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছেন। লক্ষ্মণ! ইহার শরীরে প্রাণ অতিকষ্টযুক্ত হইয়া বিদ্যমান আছে; ইনি মৃত্যুকালোচিত স্বরবিহীনও হইয়াছেন এবং অতিদীনভাবে অবলোকন

করিতেছেন।—হে জটায়ো! আপনার মঙ্গল হউক। যদি আপনি আর কথা কহিতে পারেন, তবে স্বীয় বধ ও সীতাহরণবৃত্তান্ত বর্ণন করুন। রাবণ কি নিমিত্ত সাধ্বী সীতাকে হরণ করিয়াছে? আমি তাহার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, সে সেই অপরাধ উদ্দেশ করিয়া আমার প্রেয়সীকে হরণ করিয়াছে? হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ! তখন সীতার সেই মনোহর চন্দ্রসদৃশ বদন কিরূপ হইয়াছিল এবং তিনি কি কি কথাই বা বলিয়াছিলেন? হে তাত! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই রাক্ষসের বীর্য্য ও চরিত্র কিরূপ, রূপ কেমন এবং নিবাস কোথায়? আপনি বলুন।"

তখন ধর্ম্মাত্মা জটায়ু নিরবধি বিলাপকারী রামকে দীনস্বরে এই বাক্য বলিলেন, "দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ প্রচণ্ডবায়ু ও দুর্দ্দিনকারিণী মহতী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়াছে। হে তাত! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইলে, রাবণ আমার পক্ষদ্বয় ছেদন করিয়া বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণদিক্ অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। হে রঘুনন্দন! আমার প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইতেছে এবং নয়নদ্বয় ঘুরিতেছে; আমি উশীররূপকেশযুক্ত সুবর্ণময় বৃক্ষ সকল দর্শন করিতেছি। রাবণ যে মুহূর্ত্তে সীতাকে লইয়া গমন করিয়াছে; সেই মুহূর্ত্তে যাহার কোন ধন অপহৃত হয়, সেই ব্যক্তি অবিলম্বে সেই ধন লাভ করে। হে কাকুৎস্থ! সেই মুহূর্ত্তের নাম বিন্দ; রাবণ তাহা বুঝিতে পারে নাই। যেরূপ মৎস্য বড়িশ গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সেও অবিলম্বে বিনষ্ট হইবে। তুমি বিদেহরাজ জনকদুহিতা সীতার প্রতি অন্যথাভাব করিও না; যুদ্ধে রাবণকে নিহত করিয়া শীঘ্রই তাঁহার সহিত বিহার করিবে।"

অনন্তর রামের সহিত সম্ভাষাকারী সেই অবিমূঢ়চিত্ত ম্রিয়মাণ গৃধ্ররাজ জটায়ুর মুখ হইতে মাংসযুক্ত রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। পরে "রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা,"—এইমাত্র বলিয়াই, তিনি দুর্লভ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া "আরও বলুন, আরও বলুন, এইরূপ বলিতে থাকিলে, গৃধ্ররাজের প্রাণ শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশে উত্থিত হইল। তিনি ভূমিতলে মস্তক বিক্ষেপসহকারে চরণদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক স্বীয় শরীর বিক্ষিপ্ত করত পতিত হইলেন। রাম সেই পর্ব্বত সদৃশ গৃধ্ররাজ তাম্রনয়ন জটায়ুকে গতজীবন দেখিয়া বহু দুঃখে দীনভাবাপন্ন হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "এই পক্ষিরাজ রাক্ষসদিগের আবাস দণ্ডকারণ্যে বহু বর্ষ সুখে বাস করিয়া অধুনা দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। বহু বর্ষ হইল, ইঁহার জন্ম হইয়াছিল,—ইনি অত্যন্ত প্রাচীন হইয়াছিলেন; অধুনা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতেছেন; কালের প্রভাব নিতান্ত অনতিক্রমণীয়। লক্ষ্মণ! দেখ, আমার উপকারী এই গৃধ্ররাজ জটায়ু সীতাকে মোচন করিতে উদ্যত হইয়া বলবান্ রাবণকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। ইনি আমার নিমিত্ত পিতৃপিতামহপ্রাপ্ত মহৎ গৃধ্ররাজ্য ও প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হে সুমিত্রানন্দন! জ্ঞানসম্পন্ন জীবদিগের কথা দূরে থাকুক, পক্ষিযোনিগত জীবদিগের মধ্যেও দুর্ব্বলের আশ্রয়, শৌর্য্যসম্পন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সাধু সকল দৃষ্ট হইয়া থাকেন।' হে শত্রুতাপন প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণ! আমার নিমিত্ত নিহত এই গৃধ্ররাজের বিনাশে আমার যাদৃশ দুঃখ হইতেছে, সীতার হরণে আমার তাদৃশ দুঃখ হইতেছে না। মহাযশা শ্রীমান্ রাজা দশরথ আমার যেরূপ পূজনীয় ও মাননীয়, এই পক্ষিরাজও সেইরূপ পূজনীয় ও মাননীয়। হে সুমিত্রানন্দন! তুমি কাষ্ঠ আহরণ কর; আমি অগ্নি উৎপন্ন করিয়া এই গৃধ্ররাজকে দগ্ধ করিব; কেন না, ইনি আমার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন। হে সুমিত্রানন্দন! ভয়ঙ্কর রাক্ষসকর্ত্তৃক নিহত এই পক্ষিরাজকে আমি চিতায় আরোপণপূর্ব্বক দগ্ধ করিব।—হে মহাবল গৃধ্ররাজ! নিরন্তর যজ্ঞানুষ্ঠায়ী আহিতাগ্নি, সংগ্রামে অনিবর্ত্তী ও ভূমিপ্রদায়ী ব্যক্তিদিগের যে যে লোকে গতি হয়, আপনি মৎকর্ত্তৃক সংস্কৃত ও অনুজ্ঞাত হইয়া সেই সমুদয় উৎকৃষ্ট লোকে গমন করুন।'

ধর্ম্মাত্মা রাম ঐরূপ বলিয়া দুঃখিত হইয়া স্বীয় বন্ধুর ন্যায়, প্রদীপ্তচিতামধ্যে পক্ষিরাজ জটায়ুকে আরোপণপূর্ব্বক দগ্ধ করিলেন। পরে মহাযশা বীর্য্যবান্ রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত বনে যাইয়া স্থূল স্থূল মৃগ সকল হনন করিয়া সেই পক্ষিরাজকে উদ্দেশ করত রমণীয় হরিতবর্ণ শাদ্বলপ্রদেশে কুশ আস্তরণ করিলেন। অনন্তর, তিনি মৃগমাংস কর্ত্তনপূর্ব্বক পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া বিস্তৃত কুশোপরি তাঁহার উদ্দেশে তাহা প্রদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা যে মন্ত্রজপকে প্রেত ব্যক্তির স্বর্গসাধন বলিয়া থাকেন, সেই মন্ত্র জপ করিলেন। তৎপরে রাজনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ গোদাবরী নদীতে যাইয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুকে জল প্রদান করিলেন। তখন সেই দুই রঘুনন্দন স্নানপূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারে তাঁহার তর্পণ করিলেন। গৃধ্ররাজ জটায়ু যশস্কর সুদুষ্কর কার্য্য করিয়া যুদ্ধে নিপাতিত ও মহর্ষিকল্প রামকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া স্বীয় কল্যাণদায়িনী পুণ্যগতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারাও তাঁহার প্রতি অচলভাবে চিত্ত নিবেশপূর্ব্বক তাঁহার তর্পণ করিয়া সীতার প্রাপ্তিবিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন এবং সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায়, উভয়ে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি অষ্টষষ্টিতম সর্গ ॥৬৮॥

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ পক্ষিরাজের তর্পণ করিয়া ধনু, শর ও অসি ধারণপূর্ব্বক প্রস্থিত হইয়া পশ্চিমদিক্ অভিমুখে সীতাকে অন্বেষণ করত যাইতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সেই দিক্ হইতে দক্ষিণদিক্ অভিমুখে গমন করত চতুর্দ্দিকে বহু বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাসমূহে সমাবৃত, অগম্য, ঘোরদর্শন, সমাগম চিহ্নশূন্য আরণ্য পথ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, সেই দুই মহাবল রঘুনন্দন দক্ষিণদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক বেগসহকারে উক্ত পথ অতিক্রম করত সেই ভয়ঙ্কর মহারণ্য অতিক্রম করিলেন এবং জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ দূরে যাইয়া ক্রৌঞ্চনামক নিবিড় অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে তাঁহারা সীতাহরণে দুঃখিত হইয়া সীতার দর্শনাভিলাষে স্থানে স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বিবিধ নিবিড়মেঘসদৃশ, চতুর্দ্দিকে প্রফুল্লিত, নানাবিধ বর্ণসম্পন্ন মনোহর পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ, মৃগ ও পক্ষিসমূহে সমাকুল সেই ক্রৌঞ্চারণ্য অন্বেষণ করিলেন। অনন্তর, নরবর দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক তিন ক্রোশ দূরে যাইয়া মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য ভয়ঙ্কর মৃগ ও পক্ষিসমূহে সমাকুল, বিবিধ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ, অতি নিবিড়, ভয়ঙ্কর বন দর্শন করত এক পর্ব্বত ও তন্মধ্যে এক পাতালসদৃশ গম্ভীর, নিরন্তর অন্ধকারসমাবৃত কন্দর দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহারা সেই গুহার অনতি দূরে আসিয়া এক লম্বোদরী, করালদন্তা, ঘোরদর্শনা, দুর্ব্বলদিগের ভয়দায়িনী, কঠিনচর্ম্মশালিনী, বিকৃতবদনা, বিকটরূপা, ভয়ঙ্করী মুক্তকেশী রাক্ষসীকে ভয়ঙ্কর মৃগসকল ভক্ষণ করিতে দর্শন করিলেন। সেই রাক্ষসীও তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া অগ্রজ রামের অগ্রে গমনকারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে "আইস; আমরা উভয়ে বিহার করি," ইহা বলিয়া আহ্বান করিল এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই বাক্য বলিল, "হে নাথ! আমার নাম অয়োমুখী; তোমার পরম লাভ হইল,—তুমি আমার প্রিয় হইলে। হে বীর! তুমি চিরকাল—স্বীয় সমুদায় পরমায়ু পর্ব্বতদুর্গে ও নদীপুলিনমধ্যে আমার সহিত বিহার করিবে।"

শত্রুসূদন লক্ষ্মণ রাক্ষসীকর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাহার কর্ণ, নাসিকা ও স্তন ছেদন করিলেন। নাসিকা ও কর্ণ ছিন্ন হইলে, সেই ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বিকট স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল এবং যথা হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে ধাবিতা হইল। সে গমন করিলে, শত্রুসূদন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বেগে গমন করত এক গহন বন প্রাপ্ত হইলেন। পরে সত্ত্ববিশিষ্ট, শীলসম্পন্ন, পবিত্রস্বভাব, মহাতেজা লক্ষ্মণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া

প্রদীপ্ততেজা ভ্রাতা রামকে এই বাক্য বলিলেন, "হে আর্য্য ! আমার বামবাহু অত্যন্ত স্পন্দিত হইতেছে ; মনও যেন উদ্বিগ্ন হইতেছে এবং প্রায়ই অনিষ্টজনক নিমিত্ত সকল দেখিতে পাইতেছি ; অতএব আপনি আমার বাক্য রক্ষা করুন,—সজ্জীভূত হউন। হে রাম ! আমার নিকটে দুর্নিমিত্ত সকল সদ্যই ভয়সম্ভাবনা কীর্ত্তন করিতেছে, পরন্তু ঐ অতি-ভয়ানক বঞ্জুল পক্ষী যেন আমাদিগের যুদ্ধে বিজয় কীর্ত্তন করত শব্দ করিতেছে।"

অনন্তর, রাম ও লক্ষ্মণ সেই সমগ্র বন অন্বেষণ করিতে থাকিলে, এক বিপুল শব্দ যেন উহা ভগ্ন করত প্রাদুর্ভূত হইল। সেই গহন বন হঠাৎ প্রচণ্ড বায়ুতে বেষ্টিত হইয়া উঠিল এবং তন্মধ্যে এক শব্দ সমগ্র বন নিনাদিত করত উৎপন্ন হইল। রাম লক্ষ্মণের সহিত অসি ধারণপূর্ব্বক সেই শব্দের উৎপত্তিস্থান অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া ভ্রমণ করত এক বিপুলবক্ষা বৃহৎকায় রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেই রাক্ষস কবন্ধ সুতীক্ষ্ণাগ্র রোমসমূহে সমাকীর্ণ, নীলমেঘসবর্ণ, অতি প্রবৃদ্ধ, ভয়ঙ্কর ও মেঘসদৃশ শব্দকারী ; তাহার মস্তক ও গ্রীবা নাই ; কেবল উদরে একটি মুখ আছে ; অগ্নিজ্বালাসদৃশ, প্রদীপ্ত, পিঙ্গলবর্ণ, ললাটস্থিত, অতি বৃহৎ পক্ষ্মসমন্বিত, আয়ত, অত্যন্ত দর্শন-ক্ষম, স্ফুলিঙ্গ একমাত্র নয়নসমন্বিত তদীয় বৃহৎ দন্তযুক্ত বৃহৎ বদন লেলিহান রহিয়াছে। অপিচ, সে স্বীয় যোজনায়ত ভয়ঙ্কর উভয় হস্ত পরিচালন করত মহাভয়ঙ্কর সিংহ, ভল্লূক, মৃগ ও পক্ষীদিগকে ভক্ষণ করিতেছিল এবং উভয় হস্তদ্বারা বিবিধ পক্ষী, ভল্লূক ও মৃগসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছিল। সে রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতার পথরোধ করিয়া অবস্থিত ছিল। অনন্তর, তাঁহারা এক ক্রোশ-মাত্র পথ অতিক্রম করিয়া সেই অতি ভয়ঙ্করা-কার, ঘোরদর্শন, বৃহৎকায়, হস্তদ্বারা বিবিধ জন্তু আকর্ষণকারী, আকারে কবন্ধসদৃশ, কব-ন্ধকে উগ্ররূপে দেখিতে পাইলেন। তখন মহাবাহু কবন্ধ বিপুল হস্তদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে বলসহকারে পীড়িত করত একবারে গ্রহণ করিল। দৃঢ় ধনু ও খড়্গধারী, তীব্রতেজা, মহাবল, মহাভুজ, সেই উভয় ভ্রাতা কবন্ধকর্তৃক আকৃষ্যমাণ হইয়া অবশ হইলেন। তখন শৌর্য্যসম্পন্ন রঘু-নন্দন রাম ধৈর্য্যপ্রযুক্ত ব্যথিত হইলেন না ; কিন্তু তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ বাল-কতা ও অনাশ্রয়তাপ্রযুক্ত ব্যথিত হইলেন এবং বিষণ্ণ হইয়া রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, "হে বীর ! দেখুন, আমি বিবশ হইয়া রাক্ষ-সের বশীভূত হইয়াছি ; আপনি এই রাক্ষসেরে কেবল আমাকে প্রদান করিয়াই মুক্ত হউন,— আমাকে ইহারে বলি প্রদান করিয়া যথাসুখে পলায়ন করুন। হে কাকুৎস্থ রাম ! আমার বোধ হইতেছে যে, আপনি অবিলম্বে বিদেহ-রাজদুহিতা সীতাকে লাভ করিবেন। আপনি পিতৃপিতামহ প্রাপ্ত ভূমণ্ডল লাভপূর্ব্বক রাজ্যস্থ হইয়া নিরন্তর যেন আমাকে স্মরণ করিবেন।"

রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হে বীর তোমার সদৃশ ব্যক্তিরা ত বিষণ্ণ হন না ; তুমি বৃথা ত্রাস করিও না।"

এই সময়ে মহাবাহু দানবশ্রেষ্ঠ কবন্ধ ক্রূরতাবিহীন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে কহিল, "তোদিগের স্কন্ধ বৃষের ন্যায়, তোরা বৃহৎ খড়্গ ও ধনু ধারণ করিয়াছিস্ ; তোরা কে ? তোরা দৈবানুসারেই এই ভয়ঙ্কর প্রদেশে আসিয়া আমার নয়নগোচর হইয়াছিস্। আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এই স্থানে অবস্থিত রহি-য়াছি ; তোরা ধনু, বাণ খড়্গ ধারণপূর্ব্বক তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের সদৃশ হইয়া এখানে আগমন করিয়াছিস্ ; তোরা কেন এখানে আসিয়াছিস্—তোদের আসিবার প্রয়োজন কি, বল্ ? সে যাহা হউক, যখন তোরা আমার নিকটে আসিয়াছিস্, তখন নিশ্চয়ই তোদের জীবন দুর্লভ হইয়াছে।"

দুরাত্মা কবন্ধের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম শুষ্ক বদন হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সত্যবিক্রম ! আমি প্রেয়সী সীতাকে পাইলাম না, পরন্তু ক্লেশ হইতে আরও অধিক ক্লেশ

প্রাপ্ত হইয়া জীবনান্তকর দারুণ ব্যসন প্রাপ্ত হইলাম। হে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ! কাল সমুদায় প্রাণী হইতেই সমধিক বীর্য্যসম্পন্ন; দেখ, আমরাই কালের প্রভাবে ব্যসনে মোহিত হইলাম। হে লক্ষ্মণ! প্রাণীগণকে দুঃখ প্রদান করিতে কালের কিছুই ভার নাই; যেরূপ বালুকাময় সেতু সকল বিশীর্ণ হয়, তদ্রূপ শৌর্য্যসম্পন্ন, বলবান, কৃতাস্ত্র ব্যক্তিরাও কাল-প্রেরিত হইয়া যুদ্ধে অবসন্ন হন।"

সত্য ও অনতিক্রমণীয় সুদৃঢ় বিক্রমসম্পন্ন, মহাযশা, প্রতাপশালী, দশরথনন্দন রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে অবলোকন করত এই-রূপ বলিয়া জ্ঞানপ্রভাবে স্বীয় চিত্ত স্থির করিলেন।

ইতি একোনসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম সর্গ।

কবন্ধ দানব স্বীয় বাহুপাশে আবদ্ধ রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে তথায় অবস্থিত দেখিয়া এই বাক্য বলিল, "অরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, তোরা আমাকে দেখিয়া কি বৃথা অবস্থিত রহিয়াছিস্? তোরা দৈবকর্ত্তৃক হতচৈতন্য হইয়া আমার আহার-রূপে বিহিত হইয়াছিস্।"

লক্ষ্মণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত ও বিক্রম প্রকাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, রামকে তৎকালোচিত হিতকর এই বাক্য বলিলেন, "ঐ রাক্ষসাধম কিঞ্চিৎ বিলম্বে আপনাকে ও আমাকে গ্রহণ করিবে। আসুন, আমরা ইতিমধ্যে শীঘ্রই অসিদ্বারা উহার গুরুতর হস্তদ্বয় ছেদন করি! ঐ ভয়ঙ্কর বৃহৎ-কায় ভুজবিক্রমী রাক্ষস সমুদায় লোক পরা-জিত করিয়া আপনাকে ও আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছে; হে পৃথিবীপালক রঘুনন্দন! চেষ্টাবিহীন হইয়া, যজ্ঞীয় পশুর ন্যায়, মৃত হওয়া নিতান্ত নিন্দিত।"

রাক্ষস উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বদন বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিতে উপক্রম করিল।

তখন দেশ ও কালোচিত কার্য্যবিধানে বিজ্ঞ সেই দুই রঘুনন্দন হৃষ্ট হইয়া তদীয় বাহুমূল-যুগল ছেদন করিলেন। সুদক্ষ রাম তাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিলেন এবং লক্ষ্মণ তদীয় বাম হস্ত ছেদন করিলেন। পরে ভয়ঙ্কর স্বরসম্পন্ন মহাবাহু রাক্ষস ছিন্নবাহু হইয়া, মেঘের ন্যায় শব্দ করিয়া আকাশ, পৃথিবী ও দিক্ সকল নিনাদিত করত পতিত হইল। অনন্তর, সে রক্তসিক্ত দেহ হইয়া স্বীয় হস্তদ্বয় ছিন্ন দেখিয়া দীনভাবে তাহাদিগকে "তোমরা কে?" জিজ্ঞাসা করিল। কবন্ধ এইরূপ বলিলে, মহাবল শুভলক্ষণ কাকুৎস্থ লক্ষ্মণ তাহাকে বলিলেন, "ইনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; ইঁহার নাম রাম, ইহা সকলেরই বিদিত আছে। আমি ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম লক্ষ্মণ, ইহা তুই অবগত হ। বিমাতা কেকয়ীকর্ত্তৃক রাজ্যপ্রাপ্তি নিবা-রিতা হইলে, ইনি বনে প্রব্রাজিত হইয়াছেন এবং আমার ও ভার্য্যার সহিত মহাবনে বিচরণ করিতেছেন। বনবাসকালে এই দেবতুল্য প্রভাবশালী রামের ভার্য্যা রাবণকর্ত্তৃক অপ-হৃতা হইয়াছে; আমরা তাঁহারই অভিলাষে এখানে আসিয়াছি। তুই কে, কি জন্যই বা তোর প্রদীপ্ত বদন উদরে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং কেনই বা তুই ভগ্নজঙ্ঘ ও কবন্ধসদৃশ হইয়াছিস্?"

কবন্ধ লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া ইন্দ্রের সেই বাক্য স্মরণ করত প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে এইরূপে প্রত্যুক্তি করিল, "হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়! আপনাদের আগমন ত শুভ? আমি ভাগ্যানু-সারে আপনাদিগকে অবলোকন করিলাম। আমার ভাগ্যানুসারেই আপনারা মদীয় বন্ধন-স্বরূপ হস্তদ্বয় ছেদন করিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ রাম! আমার অবিনয়ে যে প্রকারে মদীয় রূপ ঈদৃশ বিরূপ হইয়াছে, তাহা আমি যথার্থ-রূপে আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইতি সপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম সর্গ।

"হে মহাবাহো রাম! পূর্ব্বে আমার উৎকট বল ও পরাক্রমসম্পন্ন, ত্রিলোকবিখ্যাত, কমনীয় রূপ সূর্য্য ইন্দ্র ও চন্দ্রের রূপের সদৃশ পরে আমি এইরূপ লোক ভয়ঙ্কর বিকটরূপ ধারণ করত বনগত ঋষিদিগকে ত্রাসিত করিতাম। একদা আমি এইরূপ ধারণ করিয়া বিবিধ বন্যদ্রব্য সঞ্চয়কারী স্থূল শিরোনামক মহর্ষিকে ধর্ষিত ও কোপিত করিয়াছিলাম। পরে তিনি অভিশাপ প্রদান করত আমাকে অবলোকনপূর্ব্বক 'তোর এই লোকনিন্দিত নৃশংস রূপই থাকুক, ইহা বলিলেন। তখন আমি সেই ক্রুদ্ধ ঋষিকে প্রসাদন-পূর্ব্বক 'মদীয় অপরাধে আপনার প্রদত্ত অভিশাপের অন্ত হউক্, ইহা বলিলে, তিনি এই বাক্য বলিলেন, 'রাম যখন তোর হস্তছেদন-পূর্ব্বক নির্জ্জন বন-মধ্যে তোকে দগ্ধ করিবেন, তখন তুই স্বীয় সুবিপুল মনোহর আকার লাভ করিবি।'

"হে লক্ষ্মণ! আমি দনুর পুত্র; পূর্ব্বে অতীব শোভাসম্পন্ন ছিলাম; পরে ইন্দ্রের ক্রোধে যুদ্ধস্থলে আমার ঈদৃশ রূপ হইয়াছে। আমি সেই ঋষিশাপে ঘোরমূর্ত্তি হইয়া উগ্র-তপস্যাদ্বারা পিতামহ ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলাম; তিনি আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিলেন। তৎপরে আমার চিত্তবিভ্রম ঘটিল; আমি দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়াছি, ইন্দ্র আমার কি করিতে পারেন, এই মনে করিয়া যুদ্ধে তাঁহাকে ধর্ষণা করিলাম। অনন্তর তদীয় বাহুপ্রমুক্ত শতপর্ব্ব বজ্রদ্বারা আমার জঙ্ঘাদ্বয় ভগ্ন ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত হইল। পরে 'আমার এখনই মৃত্যু বিধান করুন,' মৎকর্ত্তৃক এরূপ প্রার্থিত হইয়াও, মহেন্দ্র আমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন না, পরন্তু 'পিতামহ ব্রহ্মার সেই বাক্য সত্য হউক' ইহা বলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে 'হে বজ্রধর! বজ্রাঘাতে আমার জঙ্ঘা, গ্রীবা ও মুখ ভগ্ন হইয়াছে; আমি কিপ্রকারে অনাহারে সুদীর্ঘ কাল জীবিত থাকিব?' এরূপ বলিলে, তিনি আমার ঐ যোজনায়ত হস্তদ্বয় ও কুক্ষিমধ্যে এই ভয়ঙ্কর-দন্তযুক্ত মুখ সম্পাদন করিলেন। আমি সেই অবধি ঐ সুদীর্ঘ ভুজ-দ্বয়-দ্বারা এই বনচারী সিংহ, ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র ও মৃগ সমস্ত আকর্ষণ-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া থাকি। তখন ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণ তোমার বাহুদ্বয় ছেদন করিবেন, তখন তুমি স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। হে তাত রাজশ্রেষ্ঠ! আমি তদবধি এই শরীরে এই বনমধ্যে থাকিয়া, যাহা যাহা দেখিতে পাই, তাহাই গ্রহণ করি। রাম অবশ্যই মৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইবেন, ইহা আমার বিদিত আছে; আমি ঐ স্থির-নিশ্চয়ানুসারে দেহ পরিত্যাগার্থে নিরন্তর বাহু-পরিচালন-রূপ পরিশ্রম করিতেছি। হে রঘুনন্দন! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি নিশ্চয়ই রাম; কেন না, আমি অন্য-কর্ত্তৃক নিহত হইবার নহি, ইহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু সেই মহর্ষি এইরূপই বলিয়াছেন। হে নরশ্রেষ্ঠদ্বয়! আমি আপনাদিগ-কর্ত্তৃক অগ্নি দ্বারা সম্যক্ সংস্কৃত হইয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে সহায়তা করিব এবং এক্ষণে আপনাদিগের যাঁহার সহিত মিত্রতা করা উচিত, তাহা বলিব।"

ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম দানব-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে তাহাকে এই কথা বলিলেন, "আমি ভ্রাতার সহিত জনস্থান হইতে নির্গত হইলে, রাবণ আমার ভার্য্যা যশস্বিনী সীতাকে পরম সুখে হরণ করিয়াছে। আমরা সেই রাক্ষসের নাম মাত্র অবগত আছি; তাহার রূপ, নিবাস বা প্রভাব অবগত নহি। আমরা শোকার্ত্ত হইয়া অনাথের ন্যায় এইরূপে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছি; তুমি আমাদিগের উপকার করিয়া সমুচিত দয়া প্রকাশে প্রবৃত্ত হও। হে বীর! আমরা হস্তিগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন শুষ্ক কাষ্ঠ সকল আনয়ন-পূর্ব্বক সুকল্পিত গর্ত্তমধ্যে তোমাকে দগ্ধ করিব। যদি তুমি যথার্থরূপে অবগত থাক, তবে সীতা যে ব্যক্তিকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া যথায় আছেন, তাহা বলিয়া আমাদিগের অত্যন্ত কল্যাণ বিধান কর।"

বক্তৃতাপটু রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত

হইয়া, সেই সুবক্তা দানবশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে এই উৎকৃষ্ট বাক্য বলিল, "অধুনা আমার দিব্যজ্ঞান নাই; মিথিলারাজ নন্দিনী সীতা যে এক্ষণে কোথায় আছেন, তাহা আমি জানি না। হে রাম! যিনি সেই রাক্ষসকে অবগত আছেন এবং আপনাকে সীতার বার্ত্তা প্রদান করিবেন, আমি আপনাকর্ত্তৃক দগ্ধ হইয়া স্বীয় রূপ লাভ করত পরে আপনার নিকটে তাঁহাকে কীর্ত্তন করিব। হে প্রভো! আমি দগ্ধ না হইলে, যে মহাবীর্য্য রাক্ষস আপনার সীতাকে হরণ করিয়াছে, তাহাকে অবগত হইতে আমার সামর্থ্য নাই। হে রঘুনন্দন! আমার উৎকৃষ্ট দিব্যজ্ঞান শাপপ্রভাবে নষ্ট হইয়াছে; আমি স্বীয় কার্য্যদোষে এই লোকবিনিন্দিত রূপ লাভ করিয়াছি। রাম! সে যাহা হউক, সম্প্রতি যে পর্য্যন্ত সূর্য্য পরিশ্রান্তবাহন হইয়া অস্তাচল অবলম্বন না করেন, আপনি তন্মধ্যেই আমাকে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া যথাবিধি দগ্ধ করুন। হে মহাবীর রঘুনন্দন! যিনি সেই রাক্ষসকে অবগত হইবেন, আমি গর্ত্তমধ্যে আপনাকর্ত্তৃক যথাবিধি দগ্ধ হইয়া আপনার নিকটে তাঁহাকে কীর্ত্তন করিব। হে লঘুপরাক্রম রঘুনন্দন! সেই সদাচারীর সহিত আপনাকে সখ্য করিতে হইবে; তিনি আপনার সাহায্য করিবেন। হে রঘুনন্দন! পূর্ব্বে তিনি কোন কারণে সমুদায় লোক পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার কোন স্থানই অবিদিত নাই।"

ইতি একসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭১॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

সেই দুই বীর্য্যসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ কবন্ধকর্ত্তৃক সেইরূপ উক্ত হইয়া কোন এক নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে অগ্নি নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ প্রজ্বলিত মহোল্কাসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে চিতা প্রজ্বলিতা করিলে সেই চিতা সর্ব্বতোভাবে জ্বলিয়া উঠিল। অনন্তর, অগ্নি ঘৃতপিণ্ড সদৃশ, মেদঃপরিপূর্ণ সেই কবন্ধের শরীর মন্দভাবে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে মহাবল কবন্ধ শীঘ্র চিতা কম্পিত করত নির্ম্মল বস্ত্র পরিধান ও দিব্য মাল্য ধারণপূর্ব্বক, ধূমবিহীন অগ্নির ন্যায়, উত্থিত হইল। তখন সেই মহাতেজা কবন্ধ নির্ম্মল বস্ত্রপরিধায়ী, দীপ্তিশালী, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কৃত ও আনন্দিত হইয়া চিতা হইতে উত্থিত হইল এবং অন্তরীক্ষস্থিত হংসযোজিত, যশস্কর, প্রদীপ্ত বিমানে অবস্থিত হইয়া স্বীয় প্রভাদ্বারা দশ দিক্ বিরাজিত করত রামের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক কহিল, "হে রঘুনন্দন! আপনি যে প্রকারে সীতাকে লাভ করিবেন, আমি তাহা যথার্থরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রাজন্! লোকমধ্যে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়, এই ছয় যুক্তি আছে; রাজারা এই সমস্ত যুক্তিদ্বারা সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া থাকেন। হে রাম! সুদশার শেষ হইলে, মানব দুর্দ্দশাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়; আপনিও লক্ষ্মণের সহিত সুদশাবিহীন ও দুর্দ্দশাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন; তজ্জন্যই এই ভার্য্যাহরণরূপ ব্যসন প্রাপ্ত হইলেন। হে বন্ধুপ্রবর! আমি চিন্তা করিয়াও আপনার তাঁহার সহিত সখ্য করা-ব্যতীত ইষ্টসিদ্ধির অন্য উপায় দেখিতেছি না; অতএব আপনার অবশ্যই তাঁহার সহিত সখ্য করা বিধেয়। রাম! আমি তাঁহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। বিশুদ্ধাত্মা বীর বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব স্বীয় ভ্রাতা ইন্দ্রনন্দন ক্রুদ্ধ বালিকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া বানরচতুষ্টয়ের সহিত অন্তভাগে পম্পা নদীদ্বারা শোভিত, ঋষ্যমূকনামক, শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। রাম! আপনি শোকে চিত্ত নিবেশ করিবেন না; সেই তেজস্বী, মহাবীর, অনুপমদ্যুতি, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীতস্বভাব, ধৈর্য্যযুক্ত, প্রশস্তবুদ্ধি, মহত্ত্বশালী, সুদক্ষ, অতিপ্রগল্‌ভ, মহাবল, তীব্রপরাক্রম, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রাজ্যনিমিত্ত স্বীয় ভ্রাতা মহাত্মা বালিকর্ত্তৃক বিবাসিত হইয়াছেন; অতএব তিনি অবশ্যই আপনার মিত্র ও সীতার অন্বেষণে সহায় হইবেন। হে ইক্ষ্বাকুপ্রবর! ইহলোকে যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার অন্যথা করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই, কেন না,

কাল নিতান্ত অনতিক্রমণীয়। হে রঘুনন্দন বীর! অধুনা আপনি এস্থান হইতে শীঘ্রই প্রস্থান করুন এবং তথায় যাইয়া পরস্পরের প্রতি দ্রোহ না করিবার উদ্দেশে প্রদীপ্ত অগ্নি সাক্ষী করিয়া শীঘ্রই বানররাজ মহাবল সুগ্রীবের সহিত সখ্য করুন। আপনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবেন না; যেহেতু তিনি কৃতজ্ঞ, বীর্য্যসম্পন্ন ও কামরূপী; অপিচ বালীর নিগ্রহার্থে সাহায্য প্রার্থনাও করিতেছেন; আপনারাও তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সমাধানে সমর্থ। তিনিও সিদ্ধমনোরথ হউন বা নাই হউন, অবশ্যই আপনার কার্য্য সমাধান করিবেন। তিনি ঋক্ষরজার পত্নীর গর্ভে ভাস্করের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সম্প্রতি বালিকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া শঙ্কান্বিতচিত্তে পম্পাতীরে ভ্রমণ করিতেছেন। হে রঘুনন্দন! আপনি শীঘ্র তথায় যাইয়া আয়ুধ স্থাপনপূর্ব্বক শপথ করিয়া সেই বনচারী ঋষ্যমূকনিবাসী বানররাজের সহিত সখ্য করুন; কেন না, তিনি নৈপুণ্য প্রযুক্ত ইহলোকে নরমাংসভোজী রাক্ষসদিগের সমুদায় নিবাসস্থানই উত্তমরূপে অবগত আছেন; অধিক কি, ইহলোকে তাঁহার কোন স্থানই অবিদিত নাই। হে শত্রুতাপন রঘুনন্দন! সহস্রকিরণ সূর্য্য যেপর্য্যন্ত প্রকাশিত করেন, তন্মধ্যে যত নদী, বৃহৎ পর্ব্বত, গিরিদুর্গ ও কন্দর আছে, তিনি বানরগণদ্বারা তৎসমুদায় অন্বেষণ করত আপনার ভার্য্যাকে জানিতে পারিবেন। হে রঘুনন্দন! তিনি বৃহৎকায় বানরদিগকে আপনার বিয়োগে শোকসমন্বিতা, মিথিলারাজদুহিতা, বরারোহা সীতার অন্বেষণার্থে চতুর্দ্দিকে ও রাবণের নিবাস স্থানে প্রেরণ করিবেন। আপনার প্রেয়সী অনিন্দিতা সীতা মেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গের অগ্রভাগেই থাকুন বা পাতালতলেই থাকুন, কপিরাজ সুগ্রীব সেই স্থানেই যাইয়া রাক্ষসদিগকে বিনাশপূর্ব্বক আপনারে তাঁহাকে প্রদান করিবেন।"

ইতি দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

অর্থজ্ঞ কবন্ধ রামকে সীতার অন্বেষণের উপায় বলিয়া পুনর্ব্বার এই অর্থযুক্ত বাক্য বলিল, "হে রাম! পম্পার পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী ঐ প্রদেশ যাইতে এই পথ অতিশুভ; যাহার চতুর্দ্দিকে পুষ্পযুক্ত মনোহর বৃক্ষসমূহে সমাবৃত রহিয়াছে,—যথায় জম্বু, পিয়াল, পনস, বট, প্লক্ষ, তিন্দুক, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, আম্র, ধব, নাগকেশর, করঞ্জ, তিলক, নীল, অশোক, কদম্ব, পুষ্পিত করবীর, রক্তচন্দন, রক্ত অশোক, পারিজাত এবং অন্যান্য অনেক বৃক্ষ আছে; আপনারা তাহাদিগকে বল দ্বারা ভূতলে পাতন বা তাহাদিগের উপরি আরোহণপূর্ব্বক অমৃতকল্প ফল ভক্ষণ করত গমন করিবেন। হে কাকুৎস্থ! সেই বন অতিক্রমপূর্ব্বক নন্দনকানন ও উত্তরকুরুসদৃশ বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ অন্য এক বন প্রাপ্ত হইবেন। চৈত্ররথ বনের ন্যায়, তথায় সর্ব্বদা সকল ঋতুই বর্ত্তমান থাকে, তজ্জন্য তত্রত্য বৃক্ষসকল সকল সময়েই মধুর ফল প্রসব করে। তথায় চতুর্দ্দিকেই মেঘ ও পর্ব্বতসদৃশ, সুবৃহৎ বিটপসমন্বিত বৃক্ষ সকল ফলভারে অবনত হইয়া শোভিত রহিয়াছে; লক্ষ্মণ তাহাদিগকে ভূতলে পাতন বা তাহাদিগের উপরি আরোহণপূর্ব্বক যথাসুখে অমৃতকল্প ফল আহরণ করিয়া আপনাকে প্রদান করিবেন। হে বীরদ্বয়! আপনারা এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে ও এক বন হইতে অন্য বনে গমন করত অনেক পর্ব্বত ও বন অতিক্রমপূর্ব্বক পদ্মসমূহে সমাকুলা পম্পা নদী প্রাপ্ত হইবেন। হে রাম! সেই নদী কঙ্করবিহীনা, সুসমতীর্থা, পতনসম্ভবনারহিতা, বালুকাপরিবৃতা, শ্বেত ও নীল পদ্মসমূহে শোভিতা এবং শৈবালশূন্যা; তথায় জলমধ্যে ক্রৌঞ্চ, হংস, কুরর ও প্লবনামক পক্ষিগণ বিচরণ করত মনোহর স্বরে শব্দ করিয়া থাকে। হে রঘুনন্দনদ্বয়! তাহারা পূর্ব্বে কখন কোন ব্যক্তি-কর্ত্তৃক নিহত হয় নাই, সুতরাং বধ বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ; আপনারা সেই স্থূলকায় ঘৃতপিণ্ডসদৃশ পক্ষীদিগকে এবং রোহিত চক্রতুণ্ড ও নলনামক মৎস্য

সকল ভক্ষণ করিবেন। হে রাম! আপনাতে ভক্তিসম্পন্ন লক্ষ্মণ বাণসমূহদ্বারা পম্পা নদীমধ্যে অনেক স্থূলকায় উৎকৃষ্ট বহু কণ্টকযুক্ত মৎস্য হননপূর্ব্বক ত্বক্ ও পক্ষবিহীন এবং লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া অগ্নির তাপে পাক করত আপনাকে প্রদান করিবেন। অনন্তর আপনি পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ পম্পাতীরে উপবিষ্ট হইয়া সেই সমস্ত মৎস্য ভক্ষণ করিতে লাগিলে, তিনি পদ্মপত্রদ্বারা রজত ও স্ফটিকসদৃশ স্বচ্ছ, পদ্মগন্ধযুক্ত, সুখজনক শীতল, অরোগজনক, অক্লেশদায়ক ও মনোহর পম্পার জল আনয়নপূর্ব্বক আপনাকে পান করাইবেন। হে রাম! সায়ংকালে তিনি বিচরণ করত আপনাকে অনেক স্থূলকায়, গিরিগুহাশায়ী, বনচারী বানর দেখাইবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি জললোভে সমাগত, স্থূলকায় বৃষভগণসদৃশ গভীর নিনাদকারী বানরদিগকে পম্পা নদীতে জল পান করিতে দর্শন করিবেন। হে রাম! আপনি সায়ংকালে বিচরণ করত পুষ্পসমূহে শোভিত বৃক্ষ সকল ও পম্পা নদীর মনোহর জল দর্শন করিয়া শোকবিহীন হইবেন। হে রঘুনন্দন! সেই প্রদেশে তিলক ও করঞ্জ বৃক্ষ সকল পুষ্পসমূহে সমাকুল রহিয়াছে এবং প্রস্ফুটিত শ্বেত ও নীল পদ্ম সকল বিরাজমান আছে। হে রঘুনন্দন! তথায় কোন ব্যক্তিই নাই যে, সেই সমস্ত মাল্য ধারণ করে; কিন্তু তাহারাও শীর্ণ অথবা মলিন হয় না। পূর্ব্বে তথায় মতঙ্গ ঋষির শিষ্য, সমাহিতচিত্ত অনেক ঋষি বাস করিতেন। একদা তাঁহারা গুরুর নিমিত্ত বিবিধ বন্য দ্রব্য আহরণ করত ভারাক্রান্ত হইয়া তাপিত হইলে, তাঁহাদিগের শরীর হইতে যে সমস্ত স্বেদবিন্দু ভূতলে পতিত হয়; তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাবে সেই স্বেদবিন্দু সকল মাল্যরূপে পরিণত হইয়াছে। হে রঘুনন্দন! তাঁহাদিগের স্বেদবিন্দুজাত সেই মাল্য সকল কদাচ নষ্ট হয় না। হে কাকুৎস্থ! তাঁহারা স্বর্গে গিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের শবরীনাম্নী, তপস্তাকারিণী, চিরজীবিনী পরিচারিণী তথায় দৃষ্টা হন। রাম! আপনি, দেবের ন্যায়, সমস্ত প্রাণিগণকর্তৃক নমস্কৃত; আপনাকে অবলোকন করিয়াই, নিয়ত ধর্ম্মাচরণনিরতা শবরী স্বর্গগমন করিবেন। হে কাকুৎস্থ রাম! তদনন্তর আপনি পম্পা নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী, ভূমণ্ডলমধ্যে তুলনাবিহীন সেই গুহ্য আশ্রম অবলোকন করিবেন। হে রঘুনন্দন! মতঙ্গ ঋষির প্রভাববশত তথায় হস্তীরা আক্রমণ করিতে পারে না। হে রাম! 'মতঙ্গবন' নামে বিখ্যাত সেই বিবিধ বিহঙ্গকুলে সমাকুল কানন নন্দনকানন ও অন্যান্য দেবকানন-সদৃশ; অতএব আপনি তথায় সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া বিহার করিবেন। গজশিশুসমূহে অভিরক্ষিত, বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে সুশোভিত, ব্রহ্মকর্তৃক নির্ম্মিত ঔদার্য্যান্বিত, দুরারোহণীয় ঋষ্যমূক পর্ব্বত সেই পম্পাতীরবর্ত্তী মতঙ্গ ঋষির আশ্রমের সম্মুখে আছে। হে রাম! যে ধার্ম্মিক পুরুষ সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে শয়ন করিয়া স্বপ্নে যে ধনলাভ করেন, তিনি জাগরিত হইয়া অবশ্যই সেই ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি কোন অধর্ম্মানুষ্ঠান নিরত পাপকর্ম্মা পুরুষ তথায় আরোহণ করে, তবে সে নিদ্রিত হইলে, রাক্ষসেরা তাহাকে ধারণপূর্ব্বক প্রহার করিয়া থাকে। হে রাম! তথা হইতে পম্পা নদীমধ্যে ক্রীড়াকারী মতঙ্গাশ্রমসন্নিহিত বননিবাসী হস্তিশিশুদিগের তুমুল শব্দ শ্রবণগোচর হয়। পম্পাতীরে মদধারাসমন্বিত, মেঘসবর্ণ, বেগসম্পন্ন, বৃহৎ বৃহৎ হস্তীরা কখন পরস্পর মিলিত হইয়া কখন বা পৃথক্ পৃথক্ বিচরণ করিয়া থাকে। পরে তাহারা পম্পা নদীর অত্যন্ত সুখজনক স্পর্শবিশিষ্ট, অতীব সুগন্ধযুক্ত, মনোহর, সুনির্ম্মল জল পান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে। আপনি তথায় ঋক্ষ, নীলমণিসদৃশ কোমলকান্তিবিশিষ্ট হস্তী ও হননশঙ্কাবিহীন পলায়নে অনুদ্যত রুরু মৃগদিগকে দেখিয়া শোক পরিত্যাগ করিবেন। হে কাকুৎস্থ রাম! সেই পর্ব্বতের উপরিভাগে এক সুবৃহৎ প্রস্তরে আচ্ছাদিতা মহতী গুহা আছে; তাহাতে প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টজনক; কেন না, তাহার দ্বারের সম্মুখেই চতুর্দ্দিকে বিবিধ মূল ও ফলসম্পন্ন বৃক্ষসমূহে পরিবৃত এক রমণীয় হ্রদ আছে। ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বানরদিগের সহিত

সেই গুহাতে বাস করেন, কখন কখন পর্ব্বতের শিখরদেশেও থাকেন।"

সূর্য্যসদৃশ প্রদীপ্ত, মাল্যধারী, বীর্য্যশালী কবন্ধ রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতার নিকট ঐরূপ নির্দ্দেশ করিয়া আকাশে অবস্থান করত শোভিত হইল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে পম্পা নদীর অভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইয়া স্বরূপপ্রাপ্ত সেই মহাভাগ দানবকে "তুমি গমন কর," এই বাক্য বলিলেন। কবন্ধও তখন সেই সুসন্তুষ্টচিত্ত উভয় ভ্রাতাকে "আপনারাও কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন করুন" ইহা কহিল এবং তাঁহাদিগের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত হইল। কবন্ধ স্বীয় পূর্ব্বরূপ লাভপূর্ব্বক শোভাসমন্বিত ও প্রদীপ্তদেহ হইয়া রামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপসহকারে তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করত "সুগ্রীবের সহিত সখ্য করুন," ইহা বলিল।

ইতি ত্রিসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর, রঘুনন্দন রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ কবন্ধের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক পম্পার পশ্চিম প্রদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সুগ্রীবের দর্শনার্থে পর্ব্বতশিখরস্থিত পুষ্পিত ও মধুসদৃশ মধুর ফলসমন্বিত বৃক্ষ সকল দর্শন করত যাইতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে এক পর্ব্বতশৃঙ্গে রজনী যাপন করিয়া প্রভাতে প্রস্থিত হইয়া ক্রমে পদ্মশোভিতা পম্পার পশ্চিম তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা তথায় যাইয়া শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখিতে পাইলেন এবং সেই বিবিধ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ রমণীয় আশ্রম দর্শন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শবরীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। তখন তপঃসিদ্ধা শবরী শ্রীমান্ রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শনপূর্ব্বক উত্থিতা ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করত তাঁহাদিগকে পাদ্য ও আচমনীয়প্রভৃতি অতিথিদেয় দ্রব্য সমস্ত প্রদান করিলেন। অনন্তর, রাম সেই ধর্ম্মনিরতা তাপসীকে কহিলেন, "হে তপোধনে! তুমি ত বিঘ্ন সকল নিবারণ করিয়াছ? তোমার তপস্যা ত বৃদ্ধি পাইতেছে? তুমি শোক ও আহার সংযম করিয়াছ ত? বিহিত নিয়ম সকল ত তোমাকর্ত্তৃক সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইতেছে? তোমার চিত্ত ত নিরন্তর প্রসন্ন থাকে? অপিচ, হে চারুভাষিণি! তোমার গুরুশুশ্রূষা ত ফলবতী হইয়াছে?

সিদ্ধদিগের অভিমতা তপঃসিদ্ধি বৃদ্ধা শবরী রামকর্ত্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিতা হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত তাঁহাকে কহিলেন, "হে সুরশ্রেষ্ঠ রাম! অদ্য যখন আপনি আমার দর্শনপথের পথিক ও মৎকর্ত্তৃক পূজিত হইলেন, তখন অবশ্যই আমি তপস্যার সিদ্ধিলাভ করিলাম। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অদ্য আমার জন্ম, গুরুসেবন ও তপস্যাচরণ সফল হইল। 'অদ্যই আমি স্বর্গ লাভের অধিকারিণী হইলাম। হে মানপ্রদ শুভদর্শন অরিদমন রাম! আমি আপনার শুভজনক নেত্রনিক্ষেপদ্বারা পবিত্রীকৃতা হইয়া আপনার প্রসাদে অক্ষয় লোক সকল লাভ করিব। আপনি যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছিলেন, তখন আমি যাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতাম, তাঁহারা অনুপমপ্রভাযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। স্বর্গগমনকালে সেই ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ মহর্ষিরা আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন; 'রাম, লক্ষ্মণের সহিত তোমার এই পুণ্যজনক আশ্রমে আগমন করিবেন; তুমি সেই দুই প্রিয় অতিথিকে সমাদরসহকারে পূজা করিও। তুমি রামকে দর্শন করিয়া অক্ষয় উৎকৃষ্ট লোক সকল লাভ করিবে।'

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তখন সেই মহাভাগেরা আমাকে ঐরূপ বলিয়াছেন; অতএব হে পুরুষপ্রবর! আমি আপনার নিমিত্ত পম্পাতীরজাত বিবিধ সুখাদ্য বন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি।"

ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন রাম নিয়ত তত্ত্ববিজ্ঞাননিরতা শবরীকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাহাকে

এই বাক্য বলিলেন, "আমি দনুপুত্রের প্রমুখাৎ সেই মহাত্মাদিগের ও তোমার প্রভাব শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতে বাসনা করি; যদি তোমার মত হয়, প্রদর্শন কর।"

শবরী রামের মুখনির্গত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের উভয়কে সেই বৃহৎ বন প্রদর্শন করত কহিলেন, "হে রঘুনন্দন! আপনি মৃগ ও পক্ষিসমূহে সমাকুল নিবিড়-মেঘসদৃশ, 'মতঙ্গ বন' নামে বিখ্যাত এই বন অবলোকন করুন। হে মহাদ্যুতে! এই স্থানে বিশুদ্ধচিত্ত মদীয় গুরুগণ বেদমন্ত্রপুরস্কৃত যজ্ঞোদ্দেশে বেদমন্ত্রানুসারে হবন করিতেন। এই বেদির নাম প্রত্যক্‌স্থলী; আমার পরম পূজনীয় গুরুগণ শ্রমপ্রযুক্ত কম্পান্বিত হস্তদ্বারা এই স্থানে দেবতাদিগকে পূজা করিতেন। হে রঘুনন্দন! এই অনুপমপ্রভাসমন্বিতা বেদি তাঁহাদিগের তপস্যাপ্রভাবে অদ্যাপি প্রভাদ্বারা দিক্‌ সকল উদ্ভাসিত করিতেছে, অবলোকন করুন। একদা তাঁহারা উপবাসজন্য শ্রমে অলস ও গমনে অসমর্থ হইয়া চিন্তা করিলে, ঐ স্থানে সপ্ত সাগর আসিয়া মিলিত হইয়াছে, দেখুন। হে রঘুনন্দন! তাঁহারা স্নান করিয়া এই প্রদেশে বৃক্ষ সকলের উপরি বল্কল রাখিতেন; অদ্যাপি তৎসমুদায় শুষ্ক হয় নাই। তাঁহারা দেবগণের উদ্দেশে নীলপদ্ম, অন্যান্য পুষ্প ও যে যে দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন, কিছুই মলিন হয় নাই। যাহা যাহা শ্রবণ করিতে হয়, আপনি তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়াছেন এবং এই সমগ্র বনও অবলোকন করিলেন; অধুনা আমাকে শরীর পরিত্যাগে অনুমতি প্রদান করেন, আমার এরূপ অভিলাষ হইতেছে। আমি যাঁহাদিগের পরিচারিকা এবং এই আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন, আমি সেই বিশুদ্ধচিত্ত ঋষিদিগের নিকটে যাইতে বাসনা করিতেছি।"

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রশংসিতব্রতসমন্বিতা শবরীর ঐ ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অনুপম আনন্দ লাভ করিয়া "এ সমস্ত ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য," ইহা বলিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, "হে ভদ্রে! আমি তোমা-কর্ত্তৃক সম্যক্‌ অর্চ্চিত হইয়াছি; তুমি যথাসুখে অভিলষিত প্রদেশে গমন কর।"

চীর ও কৃষ্ণাজিনপরিধায়িনী জটাধারিণী শবরী রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্তা ও শরীর মোচনে অনুজ্ঞাতা হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে স্বীয় দেহ হবনপূর্ব্বক দিব্য অনুলেপন ও মাল্যধারিণী, দিব্য বস্ত্রপরিধায়িনী, দিব্য আভরণসমূহে বিভূষিতা, প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ দীপ্তিসমন্বিতা ও প্রিয়দর্শনা হইলেন এবং সুদামনন্দিনী বিদ্যুতের ন্যায়, সেই প্রদেশ উদ্ভাসিত করত স্বর্গে গমন করিলেন। যে স্থানে সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিরা বিহার করিতেছেন, শবরী আত্মসমাধি প্রভাবে সেই বহু পুণ্যলভ্য স্থানে গমন করিলেন।

ইতি চতুঃসপ্ততিতম সর্গ॥ ৭৪॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

শবরী তপস্যাপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিলে, রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই মহাত্মা মহর্ষিদিগের প্রভাব চিন্তা করিলেন। তিনি কিয়ৎকাল তাঁহাদিগের প্রভাব চিন্তা করিয়া হিতকারী একাগ্রচিত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে শুভদর্শন! সেই বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিদিগের এই বিশ্বস্ত মৃগ ও ব্যাঘ্রগণে সমাকুল, বিবিধ পক্ষিসমূহে সেবিত, বহু আশ্চর্য্য ব্যাপারসমন্বিত আশ্রম মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি সেই মহর্ষিদিগের স্থাপিত সপ্ত সাগরের তীর্থে স্নানপূর্ব্বক পিতৃগণের তর্পণ করিয়া জল পান করিয়াছি। লক্ষ্মণ! আমাদিগের অশুভ নষ্ট ও শুভ উপস্থিত হইয়াছে; তজ্জন্যই আমার মন হৃষ্ট হইতেছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমার হৃদয়ে বোধ হইতেছে যে, শীঘ্রই শুভ ঘটিবে, অতএব আমারা সেই প্রিয়দর্শনা পম্পা নদীতে গমন করি। সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব বালীর ভয়ে ভীত হইয়া বানরচতুষ্টয়ের সহিত যথায় নিরন্তর বাস করিতেছেন, সেই ঋষ্যমূক পর্ব্বত পম্পা নদীর অনতিদূরে দীপ্তি পাইতেছে। আমি বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দর্শন করিতে ত্বরান্বিত

হইয়াছি; কেন না সীতার অন্বেষণরূপ মদীয় কার্য্য, তাঁহারই আয়ত্ত।"

রাম এইরূপ কহিলে, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, "আমারও চিত্ত ত্বরান্বিত হইতেছে, অতএব চলুন আমরা সকলে গমন করি।"

অনন্তর সুদক্ষ নরপতি রাম, লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া পম্পা নদীর অভিমুখে গমন করিলেন। তিনি শব্দকারী বংশের শব্দে এবং কোষষ্টি, ময়ূর, শতপত্র ও অন্যান্য বিবিধ পক্ষিসমূহের শব্দে নিনাদিত, চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত, বিবিধ পুষ্পসমাকীর্ণ মহৎ বন এবং বিবিধ বৃক্ষ ও সরোবর দর্শন করত যাইতে যাইতে কামবাণে তাপিত হইয়া উৎকৃষ্ট হ্রদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি মধুর জলবাহিনী পম্পা নদীর অন্তর্ব্বর্ত্তী সেই মতঙ্গসরসনামক হ্রদের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া তন্মধ্যে গমন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন সেই দুই রঘুনন্দন একাগ্রচিত্ত ও যত্ন সমন্বিত হইয়া তথায় গমন করিতে লাগিলেন। পরে, যে নদী, তীরস্থ তিলক, অশোক, পুন্নাগ, উদ্দাল ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষসমূহে বিভূষিতা, সখী সদৃশ লতাসমূহে পরিবেষ্টিতা, রমণীয় বনসমূহে পরিবৃতা, পদ্মসমূহে সমাবৃতা ও শ্লক্ষ্ণবালুকা সমন্বিতা; যাহার জল প্রান্তভাগে স্ফটিকসদৃশ নির্ম্মল ও মধ্যভাগে পদ্মসমূহে সমাকুল; এবং যথায় গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সর্প, যক্ষ ও রাক্ষসগণ বিচরণ করিয়া থাকে; শোকসমাবিষ্ট দশরথনন্দন রাম সেই মৎস্য ও কচ্ছপসমূহে সমাকুলা শীতলজলা, রমণীয়া, মনোহারিণী পম্পা নদীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। কহ্লার এবং শ্বেত, রক্ত ও নীল পদ্মসমূহে সমাকীর্ণা পুষ্পিত আম্রবনসমূহে পরিবৃতা, ময়ূরশব্দে নিনাদিতা সেই নদী কোথায়ও রক্ত পদ্ম ও কহ্লারসমূহে সমাকুলা হইয়া তাম্রবর্ণা, কোথায়ও নীলপদ্মসমূহে সমাকুলা হইয়া নীলবর্ণা, কোথায়ও বা কুমুদ-সমূহে সমাকুলা হইয়া শুক্লবর্ণা হইয়াছে; এবং নানাবর্ণসমন্বিত চিত্রকম্বলের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে। তেজস্বী দশরথনন্দন সত্যবিক্রম রাম, সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের সহিত অলঙ্কার-সমূহে ভূষিতা রমণীর ন্যায়, অলঙ্কারস্বরূপ তীরস্থ তিলক, অশোক, বট, বীজপূর, লোধ্র, পুষ্পিত করবীর, পুষ্পযুক্ত পুন্নাগ মালতীলতা, কুন্দ, ভাণ্ডীর, নিচুল, সপ্তপর্ণ, কেতক, মাধবী-লতা ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষসমূহে বিভূষিতা পম্পা নদী দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিলেন। পরে "এই নদীর পূর্ব্ব তীরে সেই পূর্ব্বোক্ত, বিবিধ বিচিত্র পুষ্পিত বৃক্ষ-সমূহে পরিবৃত, বিবিধ ধাতুসমূহে অলঙ্কৃত, 'ঋষ্যমূক' নামে বিখ্যাত পর্ব্বত আছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! মহাত্মা ঋক্ষরাজার ক্ষেত্রজ পুত্র, 'সুগ্রীব' নামে বিখ্যাত সেই মহাবীর বানর-শ্রেষ্ঠ তথায় অধিবসতি করেন; তুমি তাঁহার নিকট গমন কর।" লক্ষ্মণকে এই বাক্য বলিয়া, তিনি পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, "লক্ষ্মণ! আমি সীতা ব্যতিরেকে কিপ্রকারে জীবন ধারণে সমর্থ হইব।"

রাম সীতাগতচিত্ত ও মদনবাণে পীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া অতীব শোক প্রকাশ করত সেই পদ্মসমাকীর্ণা মনোরমা পম্পা নদীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তিনি লক্ষ্মণের সহিত মতঙ্গ বন হইতে বহির্গত হইয়া বিবিধ বন দর্শনপূর্ব্বক গমন করত ক্রমে নানা-বিধ পক্ষিসমূহে সমাকুলা, প্রিয়দর্শন কানন-পরিবৃতা পম্পা নদী দেখিতে পাইলেন এবং তাহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ ॥ ৭৫ ॥

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত।

রামায়ণ।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রাম লক্ষ্মণের সহিত নানাবিধ মৎস্য এবং শ্বেত, রক্ত ও নীল পদ্মসমূহে সমাকীর্ণ পম্পা নদীতে যাইয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পম্পা দর্শন করিয়া, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ হর্ষপ্রযুক্ত চঞ্চল হইল; তিনি কামবশীভূত হইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন, "হে সুমিত্রানন্দন! বিবিধ বৃক্ষসমূহে বিরাজিতা, বৈদূর্য্যমণিসদৃশ নির্ম্মল জল সমন্বিতা, প্রফুল্ল কমল সমূহে সমাকীর্ণা পম্পা অতিশয় শোভা পাইতেছে। লক্ষ্মণ! যথায় বৃক্ষ সকল, শিখরবান্ শৈল সমূহের ন্যায়, বিরাজিত হইতেছে; তুমি সেই পম্পাতীরবর্ত্তী প্রিয়দর্শন কানন অবলোকন কর। আমি বহু শোকে আক্রান্ত হইয়াছি,—নানাবিধ মানসিক পীড়া আমাকে নিরন্তর পীড়িত করিতেছে; বিশেষত অধুনা আমি ভরতের দুঃখ স্মরণ ও সীতাহরণ নিবন্ধন লোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইতেছি; তথাপি সর্প, হিংস্র পশু, মৃগ ও পক্ষিসমূহে সেবিতা, প্রস্ফুটিত বিবিধ পুষ্পসমূহে শোভিতা, সুশীতল জলসমন্বিতা, পদ্মসমূহে সমাবৃতা, মনোহারিণী অত্যন্ত প্রিয়দর্শনা, পম্পা নদী আমার নিকটে অতিশয় শোভা পাইতেছে। নীল মিশ্রিত পীতবর্ণ নবতৃণ সম্পন্ন এই প্রদেশ বৃক্ষ সকলের পতিত বিবিধ পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া যেন কুথা দ্বারা সমাবৃত রহিয়াছে এবং সমধিক বিরাজিত হইতেছে। অপিচ চতুর্দ্দিকে বিবিধ বৃক্ষসমূহের অগ্রভাগ পুষ্পিতাগ্র লতাসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া পুষ্পসমূহ দ্বারা অত্যন্ত শোভান্বিত হইয়াছে। হে সুমিত্রানন্দন! এই সৌরভপরিপূর্ণ বসন্তকাল অত্যন্ত কামোদ্দীপনকারী; কেননা, এ সময়ে বৃক্ষ সকল পুষ্প ও ফলসমূহে শোভান্বিত হয় এবং সুখসেব্য বায়ু বহিতে থাকে। লক্ষ্মণ! তুমি জলবর্ষণকারী জলদজালসদৃশ পুষ্পবর্ষণকারী বিবিধ পুষ্পশালী অরণ্যসকলের সৌন্দর্য্য দর্শন কর। রমণীয় শিলাতলবর্ত্তী বিবিধ বৃক্ষ সকল বায়ুবেগে প্রচলিত হইয়া পুষ্পসমূহদ্বারা পৃথিবীকে সমাকীর্ণা করিতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! বায়ু যেন চতুর্দ্দিকে বৃক্ষস্থ এবং বৃক্ষ হইতে পতিত ও পতমান কুসুমসমূহদ্বারা ক্রীড়া করিতেছে, অবলোকন কর। পুষ্পিত বৃক্ষশাখা সকল বায়ুকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, স্থানভ্রষ্ট ভ্রমরগণ যেন বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত গান করিতেছে, বায়ু, গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হইয়া যেন নিনাদকারী প্রমত্ত কোকিলগণদ্বারা গান করত বৃক্ষদিগকে নৃত্যবিষয়ে শিক্ষা দিতেছে। এই পাদপ সমস্ত বায়ুকর্ত্তৃক অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও শাখাগ্রদ্বারা পরস্পরে সংযোজিত হইয়া যেন গ্রথিত হইয়াছে। চন্দনসদৃশ সুশীতল, শ্রমনিবারক এই সুখ সেব্য বসন্তবায়ু উত্তম গন্ধ বহন করত প্রবাহিত হইতেছে। এই মধুগন্ধবিশিষ্ট বনমধ্যে বৃক্ষ সমস্ত বায়ু-

কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত হইয়া যেন শব্দকারী ভ্রমরগণ দ্বারা ধ্বনি করিতেছে। রমণীয় গিরিপ্রস্থমধ্যে সমুৎপন্ন, পুষ্পসম্পন্ন, মনোহর বৃহৎ বৃক্ষ সমূহদ্বারা যেন শিখরবিশিষ্ট হইয়া এই সমস্ত পর্ব্বত বিরাজিত হইতেছে। এই শব্দকারী মধুকরগণে সমাকুল পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ বৃক্ষ সকল বায়ুকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যেন নৃত্য ও গান করিতেছে। চতুর্দ্দিকে এই সুপুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষ সমস্ত সুবর্ণভূষিত পীতাম্বরপরিধারী মনুষ্যদিগের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে, দর্শন কর। হে সুমিত্রানন্দন! একে আমি সীতাবিহীন হইয়া শোকাক্রান্তই রহিয়াছি, তাহাতে আবার বিবিধ বিহগশব্দকৃত এই বসন্তকাল আমার আরও শোক উদ্দীপন করিতেছে। আমার ঈদৃশ শোকসময়েও, মন্মথ আমাকে সন্তাপিত করিতেছে। ঐ কোকিল হর্ষসহকারে নিনাদ করত যেন স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিতেছে। লক্ষ্মণ! আমি মদনবাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াছি, পরন্তু ঐ রমণীয় কাননির্ঝরমধ্যবর্ত্তী দাত্যূহক পক্ষী হৃষ্ট হইয়া ধ্বনি করত আমাকে আরও সমধিক শোকাক্রান্ত করিবে, বোধ হইতেছে; কেননা, পূর্ব্বে আশ্রমমধ্যে অবস্থিতা আমার প্রেয়সী সীতা ইহার শব্দ শ্রবণ করিয়া হর্ষসহকারে আমাকে আহ্বান করত অতিশয় আনন্দিত করিতেন। হে সুমিত্রানন্দন! চতুর্দ্দিকে বিবিধ বিচিত্র বিহঙ্গ সকল নানাবিধ ধ্বনি করত বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাসমূহের উপরি নিপতিত হইতেছে, দর্শন কর। পম্পাতীরে মধুর স্বরবতী ভ্রমরীরা ভ্রমরদিগের সহিত মিলিতা ও ভ্রমরগণদ্বারা প্রমোদান্বিতা হইয়া স্বজাতীয়াদিগের মধ্যে অভিনন্দিতা হইতেছে এবং বিবিধ পক্ষী প্রমুদিত হইয়া যূথে যূথে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। ঐ পাদপ সমস্ত রতিকালে শব্দকারী দাত্যূহ ও পুংস্কোকিলগণ দ্বারা যেন ধ্বনি করত আমার কাম উদ্দীপন করিতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! অশোকস্তবক সকল যাহার প্রদীপ্ত অঙ্গার স্বরূপ, তাম্রবর্ণ কোমল পল্লব সমস্ত যাহার শিখা স্বরূপ, ও ভ্রমরশব্দ যাহার ধ্বনিস্বরূপ, সেই বসন্তরূপ অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিবে। সূক্ষ্মতাম্রিণী, সুকেশী, পদ্মনয়না সীতাকে দেখিতে না পাওয়ায়, আমার আর জীবনে প্রয়োজন নাই। হে অনঘ! এই বসন্তকাল আমার প্রেয়সীর অত্যন্ত প্রিয়; এই কালে কানন সকল কোকিলকুলে সমাকুল হইয়া অতিশয় রমণীয় হয়। মদনপীড়াসম্ভূত এই শোকাগ্নি, মন্দবায়ু বহনাদিরূপ বসন্তগুণসমূহদ্বারা বিবর্দ্ধিত হইয়া অনতি বিলম্বে আমাকে দগ্ধ করিবে। বনিতা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া মনোহর বৃক্ষ সকল অবলোকন করত, আমার এই শোক ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। অধুনা সীতার অদর্শন ও এই মন্দ পবনদ্বারা স্বেদনিবারক বসন্ত কালের দর্শন আমার শোক বৃদ্ধি করিতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! আমি একে চিন্তা ও শোকে আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে আবার মৃগশিশুনয়না সীতার অদর্শন ও কাননসম্বন্ধী বসন্তবায়ু আমাকে আরও তাপিত করিতেছে। স্থানে স্থানে ঐ সমস্ত ময়ূর নৃত্য করিতেছে এবং উহাদিগের স্ফটিকমণিচিত্রিত গবাক্ষসদৃশ বিন্দুজালসমন্বিত পক্ষ সকল মন্দবায়ুকর্ত্তৃক প্রকম্পিত হওয়ায়, অতিশয় শোভমান হইতেছে। একে আমি মদনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছি, তাহাতে আবার উহারা ময়ূরীগণে পরিবৃত ও মদনমোহিত হইয়া আমার আরও কাম বৃদ্ধি করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ দেখ, গিরি সানু মধ্যে ময়ূরী কামার্ত্তা হইয়া নৃত্যকারী ময়ূরের নিকটে নৃত্য করিতেছে; ময়ূরও মনোহর পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্ব্বক ধ্বনিদ্বারা যেন আমাকে উপহাস করত প্রেয়সীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ময়ূরের প্রেয়সী নিশ্চয়ই রাক্ষসকর্ত্তৃক হৃতা হয় নাই; তজ্জন্যই রমণীয় বনমধ্যেও, কান্তাসহ নৃত্য করিতেছে। লক্ষ্মণ! এই বসন্তকালে সীতার বিরহে বাস করা আমার পক্ষে নিতান্ত কঠিন কর্ম্ম; কেন না, অধুনা পক্ষিজাতিরও মদনানুরাগ জন্মিয়া থাকে; দেখ, ময়ূরীও কামার্ত্তা হইয়া ময়ূরের নিকটবর্ত্তিনী হইতেছে, যদি বিশালনয়না জনকদুহিতা সীতা হৃতা না হইতেন, তবে

তিনিও মদনবশীভূতা হইয়া এইরূপে আমার অনুগমন করিতেন। লক্ষ্মণ! দেখ, বসন্তকালে পুষ্পভারে সমৃদ্ধিশালী কানন সকলের পুষ্পসমস্ত আমার নিকটে নিষ্ফল হইতেছে। মধুকরসমূহে সমাকীর্ণ, মনোহর, অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন বৃক্ষ পুষ্প সকল নিরর্থক ভূতলে পতিত হইতেছে। বিহঙ্গ সকল আমার কাম উদ্দীপন করত হৃষ্টান্তঃকরণে যূথে যূথে মনোহর শব্দ করিতে করিতে পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। অধুনা আমার প্রেয়সী সীতা যথায় বাস করিতেছেন, সেই প্রদেশেও যদি বসন্তকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তিনিও কামার্ত্তা হইয়া, আমার ন্যায়, শোক করিতেছেন, সন্দেহ নাই। সেই নীলোৎপলনয়না যথায় আছেন, বোধ হয়, তথায় বসন্তকাল উপস্থিত হয় নাই; তাহা না হইলেও, তিনি কি প্রকারে আমার বিরহে, অবস্থান করিবেন। অথবা, আমার প্রেয়সী সুমধ্যমা সীতা যথায় আছেন, যদি তথায় বসন্ত কাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তথাপি তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না, যে হেতু অধুনা তিনি শত্রুগণকর্ত্তৃক পীড়িতা রহিয়াছেন। আমার প্রেয়সী, মৃদুভাষিণী, পদ্মনয়না, শ্যামা সীতা বসন্ত কাল পাইয়া নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিবেন। আমার হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে, পতিব্রতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা আমার বিরহে কখনই জীবন ধারণে সমর্থা হইবেন না; কেন না আমার অন্তঃকরণ তাঁহাতে এবং তাঁহার অন্তঃকরণ আমাতে সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত রহিয়াছে। আমি প্রেয়সী সীতার নিমিত্ত চিন্তান্বিত রহিয়াছি; তজ্জন্যই এই পুষ্পগন্ধবহনকারী, সুখজনকস্পর্শশালী, সুশীতল বায়ুও আমার নিকটে পাবকতুল্য প্রতীয়মান হইতেছে। পূর্ব্বে কান্তাসহযোগে আমি যে বসন্তবায়ুকে অত্যন্ত সুখজনক বোধ করিতাম, অধুনা সীতার বিরহে তাহাই আমার শোক উৎপাদন করিতেছে। ঐ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট বায়স, আমাকে সীতাবিহীন দেখিয়া প্রশান্ত আকাশে উৎপতনপূর্ব্বক শোক প্রকাশচ্ছলে ধ্বনি করিয়া পরে বৃক্ষোপরি, অবস্থিত হইয়া আমার অভিমুখে হর্ষসহকারে ধ্বনি করিতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, ও যেন আমার বার্ত্তাবহ হইয়া বিদেহরাজদুহিতা বিশালনয়না সীতার নিকটে যাইবে এবং আমাকে তথায় উপনীত করিবে, অর্থাৎ তাঁহাকে আমার বার্ত্তা প্রদান করিবে। লক্ষ্মণ! পুষ্পশোভিত বৃক্ষসমূহের উপরি অবস্থিত, কলরবকারী বিহঙ্গগণের কামোদ্দীপনকর মনোহর ধ্বনি শ্রবণ কর। ঐ মধুকর সহসা, মদোন্মাদিনী প্রেয়সীর ন্যায়, বায়ুবেগে সঞ্চালিতা তিলকমঞ্জরীর নিকটে আগমন করিতেছে। কামিনীগণের অতিশয় শোকবর্দ্ধনকারী এই অশোকবৃক্ষ, বায়ুবেগে বিক্ষিপ্ত স্তবকসমূহ দ্বারা যেন আমাকে তর্জ্জন করত অবস্থিত রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! এই পুষ্পিত চূতবৃক্ষ সমস্ত, শৃঙ্গাররসে নিবিষ্টচিত্ত অঙ্গরাগবিশিষ্ট মনুষ্যদিগের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ! পম্পাতীরবর্ত্তী বিচিত্র কাননসমূহ মধ্যে কিন্নরেরা কিন্নরীদিগের সহিত স্থানে স্থানে বিচরণ করিতেছে এবং পম্পাজলমধ্যে এই শুভগন্ধবিশিষ্ট রক্তপদ্ম সমস্ত সর্ব্বথা তরুণসূর্য্য সদৃশ বিরাজিত হইতেছে, অবলোকন কর। জলার্থী মাতঙ্গ ও মৃগসমূহে শোভান্বিতা, নিরন্তর চক্রবাকসমূহে সেবিতা স্বচ্ছসলিল সমন্বিতা, শ্বেত ও নীল পদ্মসমূহে সমাবৃতা, হংস ও কারণ্ডব সমূহে পরিবৃতা, ভ্রমরগণকর্ত্তৃক সমাহৃত কেশরবিশিষ্ট তরুণসূর্য্য সবর্ণ চতুর্দ্দিকস্থিত রক্তপদ্ম সমূহে সুশোভিতা, কহ্লারসমূহে সমাকীর্ণা, বিচিত্র কাননমধ্যবর্ত্তিনী পম্পানদী অতিশয় শোভা পাইতেছে। লক্ষ্মণ! পম্পার নির্ম্মল জলমধ্যে পদ্ম সমস্ত পবনাঘাতে বেগবিশিষ্ট তরঙ্গসমূহ দ্বারা আন্দোলিত হইয়া অতিশয় বিরাজিত হইতেছে। পদ্ম সমস্ত যাঁহার অত্যন্ত প্রিয়; সেই বিদেহরাজনন্দিনী পদ্মসদৃশ বিশালনয়না সীতাকে না দেখিয়া, আমি জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ করি না। অধুনা বিধি আমার অবিদিত প্রদেশে সীতা হইয়াছেন

এবং যাঁহাকে লাভ করা অসম্ভব, কন্দর্প আমারে সেই হিতকাঙ্ক্ষিণী কল্যাণী সীতাকে স্মরণ করাই-তেছে; অতএব উহার কি কুটিলতা! যদি বিবিধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহে শোভিত এই বসন্ত কাল আমাকে পীড়িত না করে, তবে আমি এই সমুপস্থিত কামবেগ সহ্য করিতে পারি। পূর্ব্বে সীতা বিদ্যমানে যে সমস্ত বস্তু আমার চিত্ত সন্তুষ্ট করিত, অধুনা সীতাবিরহে তৎসমুদায়ই আমার চিত্ত তাপিত করিতেছে। লক্ষ্মণ! ঐ পদ্মকোষ সমস্ত সীতার নেত্রকোষ-সদৃশ, অতএব তৎসমুদায় দর্শন করিতে আমার নয়ন ব্যগ্র হইতেছে। ঐ বৃক্ষ সমূহের মধ্যে ইহাতে বিনির্গত পদ্মকেশর সংসর্গে সুবাসিত এই মনোহর বায়ু, সীতার নিশ্বাসের ন্যায়, প্রবাহিত হইতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! পম্পার দক্ষিণ ভাগে ঐ গিরিপ্রস্থমধ্যে পরম শোভান্বিত সুপুষ্পিতকর্ণিকার বৃক্ষ অবলোকন কর। গৈরিকাদি ধাতুসমূহে সমধিক বিভূষিত ঐ শৈলরাজ বায়ুবেগদ্বারা বিঘূর্ণিত বিচিত্র ধূলিপটল বিসর্জ্জন করিতেছে। হে সুমিত্রা-নন্দন! গিরিপ্রস্থ সকল চতুর্দ্দিকস্থ পুষ্পিত পত্ররহিত অতি রমণীয় কিংশুক বৃক্ষসমূহদ্বারা যেন প্রদীপ্ত রহিয়াছে। পম্পাতীরে জলসংসিক্ত মধুগন্ধযুক্ত স্থলপদ্ম, মালতী, মল্লিকা, করবীর, সিন্ধুবার, কেতকী, বাসন্তী, মাতুলুঙ্গ, পূর্ণ, কুন্দ-গুল্ম, করঞ্জ, মধুক, বঞ্জুল, বকুল, চম্পক, তিলক নাগকেশর, পদ্মক ও নীল অশোক বৃক্ষ সকল পুষ্প সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া অতিশয় শোভা পাইতেছে। গিরিপ্রস্থ-সমূহে সুপুষ্পিত বকুল, নাগকেশর, লোধ্র, অঙ্কোঠ, নীলঝিণ্টী, চূর্ণক, মন্দার, আম্র, পাটলি, কোবিদার, মুচুকুন্দ, অর্জ্জুন, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপ ধব, শাল্মলী, কিংশুক, রক্তকুরুবক, তিনিশ, করঞ্জ, চন্দন, স্যন্দন, হিন্তাল, পুন্নাগ ও তিলক বৃক্ষ সকল দৃষ্ট হইতেছে। হে সুমিত্রানন্দন! পম্পাতীরে পুষ্পিতাগ্র-লতা-সমূহে পরিবেষ্টিত, সুপুষ্পিত মনোহর বৃক্ষ সকল অবলোকন কর। যেমন প্রমত্তা বরাঙ্গনারা স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হয়েন, তদ্রূপ লতা সমস্ত বায়ুদ্বারা কম্পিতাগ্রা আশ্রিত বৃক্ষ সকলের অনুবর্ত্তিনী হইতেছে। এই বায়ু বন হইতে বনান্তরে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ও শৈল হইতে শৈলান্তরে বিচরণ করিতে করিতে বিবিধ রস আস্বাদন করত যেন প্রমোদান্বিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। অনেক বৃক্ষ পর্য্যাপ্তরূপে পুষ্প-সমন্বিত ও মধুগন্ধ-যুক্ত এবং অনেক বৃক্ষ মুকুল-সমাকীর্ণ ও শ্যামবর্ণ পুরুষ-সদৃশ হইয়া বিরাজিত হই-তেছে। ইহা প্রফুল্লিত, ইহা সুস্বাদু ও ইহা অতি সুন্দর, এরূপ বিবেচনা করিয়া, ঐ মধুকর অনুরা-গান্বিত হইয়া পুষ্প-সমূহে বিলীন হইতেছে। ঐ মধুলুব্ধ মধুকর কিয়ৎক্ষণ এক পুষ্পমধ্যে বিলীন থাকিয়া পরে তথা হইতে উৎপতন-পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করত পম্পাতীরবর্ত্তী বৃক্ষ-সমূহের উপরি বিচরণ করিতেছে। ঐ প্রদেশ স্বয়ং পতিত পুষ্প সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া শয্যার সদৃশ সুখকর হইয়াছে। হে সুমিত্রানন্দন! পর্ব্বতসানু-সমূহে পীত-রক্ত-প্রভৃতি নানাবর্ণা, সুবিস্তীর্ণা নানাবিধ শয্যা নানাবর্ণ বিবিধ পুষ্প সমূহ-দ্বারা নির্ম্মিতা রহিয়াছে। লক্ষ্মণ! হিম ঋতু বিগত ও বসন্ত ঋতু সমাগত হওয়ায়, বৃক্ষগণের পুষ্প-সমুদ্ভব অবলোকন কর; বৃক্ষ-গণ যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া পুষ্পিত হই-য়াছে এবং পুষ্পসমূহে শোভান্বিত হইয়া মধুকরগণ-দ্বারা শব্দ করিয়া যেন পরস্পরকে আহ্বান করত বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ কার-ণ্ডব পক্ষী মনোহর পম্পাজল-মধ্যে কান্তাসহ বিহার করত আমার কাম বর্দ্ধন করিতেছে। যাহার সৌন্দর্য্য প্রভৃতি মনোহর গুণ সমস্ত জগন্মধ্যে বিখ্যাত রহিয়াছে, সেই মন্দাকিনী নদীররূপ যাদৃশ মনোহর, এই পম্পানদীর রূপও তাদৃশ মনোহর। হে রঘুকুলতিলক! যদি সাধ্বী সীতা দৃষ্টা হন এবং আমি তাঁহার সহিত একস্থানে বাস করিতে পাই, তবে ইন্দ্র-নগরী বা অযোধ্যা নগরীতে গমন করিতে আমার অভিলাষ হয় না। ঈদৃশ রমণীয় নবতৃণসম্পন্ন প্রদেশে সীতা-সহ বিহার করিতে থাকিলে, আমার চিন্তা বা অন্যত্র গমনে বাসনা হয় না। ঐ কানন-মধ্যবর্ত্তী বিবিধ পর্ণ ও পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষ সকল, সীতার বিরহ-প্রযুক্তই আমার চিন্তা উৎপাদন করিতেছে।

হে সুমিত্রা-নন্দন! ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কারণ্ডব ও অন্যান্য জলচর পক্ষি সমূহে সেবিতা, শীতল-জল-সমন্বিতা, উৎকৃষ্ট মৃগগণে সমাকীর্ণা, পদ্ম-সমাকুলা পম্পা নদী দর্শন কর; এই নদী মনোহর ধ্বনি-কারী বিবিধ বিহঙ্গগণে সমাকীর্ণা হইয়া সমধিক বিরাজিতা হইতেছে। প্রিয়া-সহযোগে সমধিক প্রমোদান্বিত বিবিধ বিহঙ্গগণ যেন প্রেয়সী পদ্মনয়না চন্দ্রবদনী শ্যামা সীতাকে আমার স্মৃতিপথে উদিত করিয়া মদীয় কাম উদ্দীপন করিতেছে। বিচিত্র পর্ব্বতসানু মধ্যে প্রিয়াসহ বিচরণকারী মৃগদিগকে প্রমোদান্বিত ও আমাকে বিদেহ-রাজদুহিতা মৃগশিশু নয়না সীতার বিরহে শোকাক্রান্ত অবলোকন কর; উহারা প্রিয়াসহ ইতস্তত বিচরণ করত আমার চিত্ত ব্যথিত করিতেছে। প্রমত্ত বিহঙ্গকুলে সমাকুল এই রমণীয় গিরিসানুমধ্যে যদি প্রেয়সী সীতাকে দেখিতে পাই, তবেই মঙ্গল। হে সুমিত্রা-নন্দন! যদি বিদেহরাজ দুহিতা সুমধ্যমা সীতা আমার সহিত পম্পাতীরে মনোহর বায়ু সেবন করেন, তাহা হইলেই, আমি জীবন ধারণ করিতে পারি। লক্ষ্মণ! যাঁহারা ধন্য, তাঁহারাই প্রিয়াসহ পম্পাতীরবর্ত্তী কাননমধ্যে পদ্ম ও কহ্লারসমূহের সৌরভ বহনকারী, শোক-বিনাশক, মনোহর বায়ু সেবন করেন। অধুনা আমার প্রেয়সী বিদেহরাজনন্দিনী পদ্মপলাশ-নয়না, শ্যামা সীতা মদ্বিরহিতা ও অন্যের বশীভূতা হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছেন! যখন সত্যবাদী ধর্ম্মজ্ঞ বিদেহরাজ জনক জনতামধ্যে আমাকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহার নিকটে কি সুমঙ্গল কথা বলিব। আমি জনককর্তৃক অরণ্যে বিবাসিত ও হীনার্থ হইলেও, যিনি পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক আমার অনুগামিনী হইয়াছেন, সেই প্রেয়সী সীতা এক্ষণে কোথায় আছেন! লক্ষ্মণ! আমি রাজ্যভ্রষ্ট ও শোকাক্রান্ত চিত্ত হইলেও, যিনি আমার অনুগমন করিয়াছেন, আমি তাঁহার বিরহে কাতর হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব। সীতার সেই ব্রণরহিত, সৌন্দর্য্যসমন্বিত, সুপূজিত পদ্মসদৃশনয়ন শোভিত, সৌগন্ধসম্পন্ন, মনোহর বদন দর্শন না করিয়া, আমার চিত্ত অত্যন্ত বিষাদান্বিত হইতেছে। লক্ষ্মণ! আমি কবে জনকনন্দিনীর উপমারহিত, মনোহর ঈষৎ হাস্যসহকৃত, প্রসাদগুণ সমন্বিত, মধুর বাক্য শ্রবণ করিব। আমি মদনবাণে তাপিত হইলে, শ্যামা পতিব্রতা সীতা বনমধ্যে দুঃখ পাইয়াও যেন দুঃখবিহীনা ও প্রমোদান্বিতা হইয়া আমাকে মনোহর বাক্য বলিতেন। হে রাজ-নন্দন! আমি অযোধ্যানগরীতে গমন করিলে, যখন জননী মনস্বিনী কৌসল্যা দেবী আমাকে 'বধূ সীতা কোথায়?' ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহার নিকটে কি বলিব? লক্ষ্মণ! আমি জনকনন্দিনী সীতার বিরহে জীবন ধারণ করিতে পারিব না; তুমি অযোধ্যা নগরীতে যাইয়া ভ্রাতৃবৎসল ভ্রাতা ভরতকে অবলোকন কর।"

মহাত্মা রাম, অনাথের ন্যায়, ঐরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ তাঁহাকে এই যুক্তিযুক্ত সার্থক বাক্য বলিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি চিত্ত স্তম্ভিত করিয়া শোক সম্বরণ করুন; আপনার সদৃশ বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের ত ঈদৃশ চিত্তমালিন্য হয় না। আপনি প্রিয়জনের বিয়োগজন্য দুঃখসম্বরণ করিয়া প্রিয়জনের প্রতি সমধিক স্নেহ পরিত্যাগ করুন; যেহেতু সমধিক স্নেহ নিতান্ত সন্তাপকর, দেখুন, বর্ত্তিকা জলার্দ্রা হইয়াও সমধিক তৈল সংযোগে দগ্ধ হয়।

হে রঘুনন্দন! যদি রাবণ পাতালে বা ততোধিক নিম্ন প্রদেশেও গমন করে, তথাপি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে অগ্রজ! অধুনা সেই পাপাত্মা রাক্ষসের বাসস্থান অনুসন্ধান করুন; তাহা হইলেই, সে সীতাকে পরিত্যাগ করিবে, অথবা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। রাবণ যদি মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে প্রদান না করিয়া তাঁহার সহিত অসুরজননী দিতির গর্ভেও প্রবিষ্ট হয়, তথাপি আমি তথায় যাইয়া তাহাকে নিহত করিব। হে বীর্য্য সাধুস্বভাব রাম! প্রয়োজনীয় বস্তু অপহৃত হইলে, যদি

যত্ন না করা যায়, তবে কখনই পুনর্ব্বার উহা লাভ করা যায় না; অতএব আপনি সুস্থ হউন এবং এই দীনবুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। হে আর্য্য! উৎসাহই পরম বল, উহা হইতে আর উৎকৃষ্ট বল নাই; কেন না, উৎসাহ-সম্পন্ন জীবগণের লোকমধ্যে কিছুই দুর্ল্লভ হয় না; তাঁহারা উৎসাহবলে কোন কার্য্যেই অবসন্ন হন না; আমরা কেবল উৎসাহ অবলম্বন করিয়াই জনকদুহিতাকে পুনর্ব্বার লাভ করিব। আপনি যে মহাত্মা ও বিশুদ্ধচিত্ত, কেন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। অধুনা শোকসম্বরণ পূর্ব্বক কামজন্ত চিত্তব্যাকুলতা দূর করুন।"

শোকাক্রান্ত-চিত্ত অচিন্ত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ঐরূপে সম্যক্ প্রবোধিত হইয়া শোক ও মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৈর্য্যান্বিত হইলেন এবং স্থিরচিত্ত হইয়া বায়ুবিক্ষিপ্ত তীরস্থ বৃক্ষসমূহে শোভান্বিতা, রমণীয়া, মনোহারিণী পম্পানদী অতিক্রম করিলেন। তখন যদিও তাঁহার চিত্ত নিতান্ত দুঃখাক্রান্ত ছিল, তথাপি তিনি বিবেচনাসহকারে সহসা ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক তাহা স্তম্ভিত করিয়া লক্ষ্মণসহ বন, নির্ঝর ও কন্দর সমস্ত দর্শন করত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া ঋষ্যমূকের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, বিলাসসহকারে গমনকারী রঘুনন্দন রাম গমন করিতে লাগিলে, তদীয় ইষ্টসম্পাদননিরত মহাত্মা লক্ষ্মণ একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহার অনুগমন করত নীতি ও বীর্য্য-বলে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ঋষ্যমূকগিরিতটে বিচরণকারী, বেগশালী বানরাধিপতি সুগ্রীব বিচরণ করত প্রিয়দর্শন রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিলেন এবং ত্রাসান্বিত ও ভোজনাদি ইষ্ট বিষয়ে চেষ্টারহিত হইলেন। গজসদৃশ মন্দগমনকারী সেই মহাত্মা বানরাধিপতি বিচরণ করত তাঁহাদিগকে তথায় বিচরণ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদান্বিত, চিন্তিত ও ভয়ভারে সমাক্রান্ত হইলেন। অনন্তর বানরপ্রধান সুগ্রীব ও তদীয় অমাত্য সকল বালী ও তদনুগত বানরদিগের অগম্য, সর্ব্ব-প্রাণিশরণ্য, অতি সুখজনক, বানরগণসেবিত সেই মাতঙ্গাশ্রমসন্নিহিত কাননমধ্যে মহাবীর্য্য-সম্পন্ন রাম ও লক্ষ্মণকে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া ত্রাসান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে বালিপ্রেরিত বোধ করত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইতি প্রথম সর্গ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব উত্তমাস্ত্রধারী মহাত্মা মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে দর্শন করত শঙ্কান্বিত হইলেন এবং উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া দিক্ সমস্ত অবলোকন করত কোন স্থানেই বহুক্ষণ অবস্থান করিতে পারিলেন না। তিনি মহাবল রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া এক স্থানে অবস্থান করিতে অভিপ্রায় করিলেন না। তখন সেই অতি ভয়াতুর বানররাজের চিত্ত অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া উঠিল। অনন্তর বানররাজ ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব পরম উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে অবস্থান ও প্রস্থান বিষয়ে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ চিন্তা করিয়া স্বীয় অমাত্য বানরদিগের সহিত তাহা বিবেচনা করিবার উদ্দেশে পরম উদ্বেগসহকারে তাঁহাদিগকে রাম ও লক্ষ্মণকে প্রদর্শন করত কহিলেন, "ঐ দুই জন নিশ্চয়ই বালিকর্ত্তৃক স্বীয় অগম্য এই কাননমধ্যে প্রেরিত হইয়াছেন; উহাঁরা চীর-বসন পরিধান করিয়া ছদ্মবেশে বিচরণ করত এই প্রদেশে আগমন করিয়াছেন; অতএব আমাদিগের এস্থান হইতে প্রস্থান করা বিধেয়।"

অনন্তর সুগ্রীবের অমাত্য যূথপতি বানর-প্রধানেরা রাম ও লক্ষ্মণকে পরম ধনুর্দ্ধারী দর্শন করিয়া সেই গিরিতট হইতে এক উৎকৃষ্ট শৃঙ্গোপরি গমন করিলেন এবং শীঘ্র তথায় যাইয়া যূথপশ্রেষ্ঠ বানররাজ সুগ্রীবকে বেষ্টন-পূর্ব্বক অবস্থিত হইলেন। তখন সুগ্রীবের অমাত্য সেই মহাবল বানরপ্রধানেরা সকলে একরূপ গতি অবলম্বনপূর্ব্বক বেগদ্বারা বহু প্রত্যন্ত পর্ব্বতের শিখর সকল কম্পিত করত এক প্রত্যন্ত পর্ব্বত হইতে অন্য প্রত্যন্ত পর্ব্বতে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই মহাপর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে বিচরণপূর্ব্বক দুর্গম

প্রস্ফুটিত পুষ্পিত বৃক্ষ সকল ভগ্ন এবং শার্দ্দূল, মৃগ ও মার্জ্জারদিগকে ত্রাসিত করত যাইতে থাকিলেন। পরে তাঁহারা সেই মহা-পর্ব্বতের শিখরে যাইয়া বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া সাবধান চিত্তে অবস্থিত হইলেন। অনন্তর, কালোচিত বক্তৃতা-পটু হনুমান্, বালীর পাপাচরণাশঙ্কার শঙ্কিত ও ভয়ে ত্রাসান্বিত বানররাজ সুগ্রীবকে এই কথা বলিলেন, "হে বানরপ্রধান। আপনি সকলের সহিত বালীর পাপাচরণ শঙ্কানিবন্ধন এই ভীতভাব পরিত্যাগ করুন, কেন না এই মলয় পর্ব্বতে বালী হইতে ভয়সম্ভাবনা নাই। আপনি যাহা হইতে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমি এস্থানে ত সেই ভীমদর্শন ক্রুর বালীকে দেখিতে পাইতেছি না। হে প্রিয়দর্শন! যাহা হইতে আপনার ভয় আছে, আপনার অগ্রজ সেই পাপকর্ম্মা দুষ্টাত্মা বালী ত এস্থানে নাই; অতএব আমি এক্ষণে আপনার কিছুমাত্র ভয়-কারণ দেখিতেছি না। হে কপিবর! আপনি যে লঘুচিত্ততাপ্রযুক্ত বিবেচনাবিষয়ে চিত্ত সমাধান করিতেছেন না, ইহাতে আপনার বানরত্ব স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। আপনি বুদ্ধি ও বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ইঙ্গিতদ্বারা সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করুন; কেন না, রাজা বুদ্ধিহীন হইয়া প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারেন না।"

সুগ্রীব হনুমানের ঐ শুভজনক বাক্য নিঃশেষরূপে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ঈদৃশ অতিশুভ বাক্য বলিলেন, "ধনু, বাণ ও অসি-ধারী, বিশাল নয়ন, দীর্ঘবাহু এই দেবকুমার সদৃশ মানবপ্রধানকে, অবলোকন করিয়া কাহার না ভয় জন্মে? আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, ইহাঁরা বালিকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন; রাজাদিগের বিজাতীয় প্রাণি-মধ্যেও মিত্রতা থাকে; অতএব তাঁহা-দিগের উপরিও আমাদিগের বিশ্বাস করা বিধের নহে। বিশ্বাসের অযোগ্য, ছদ্মচারী রিপুদিগকে বিশ্বাস করিলে, উহারা ছিদ্র পাইয়া বিশ্বাসকারীদিগকে প্রহার করিয়া থাকে; অতএব সকলেরই তাদৃশ শত্রুদিগকে বিশেষরূপে অবগত হওয়া উচিত। বালীরও কর্ত্তব্য বিষয়ে উত্তম জ্ঞান আছে; রাজারাও শত্রুবিনাশবিষয়ক বিবিধ উপায়জ্ঞ এবং শত্রু-বিনাশে সমর্থ; অতএব উদাসীনবেশধারী চারদ্বারা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হওয়া উচিত। হে বানরপ্রধান! তুমি উদা-সীনবেশে তথায় যাইয়া আকার, ইঙ্গিত ও উক্তিপ্রত্যুক্তি দ্বারা উহাঁদিগের অভিপ্রায় অবগত হও। হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি ইঙ্গিত ও বারংবার প্রশংসা দ্বারা উহাঁদিগকে বিশ্বস্ত করত উহাঁদিগের অভিপ্রায় লক্ষ্য কর। যদি তোমার ঐ দুই ধনুর্দ্ধারীর চিত্ত হৃষ্ট বোধ হয়, তবে তুমি আমার অভিমুখে অবস্থিত হইয়া উহাঁদিগের এই বনে আসিবার প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিও। হে কপিবর! যদি তুমি সামান্যত উহাঁদিগকে শুদ্ধাত্মা বোধ কর, তথাপি আকার, ইঙ্গিত ও উক্তিপ্রত্যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে উহাঁদিগের অভিপ্রায়ের অদুষ্টতা অবগত হইও।"

যাঁহার নিকটে যাওয়া দুঃসাধ্য, সেই বানর-রাজ অত্যন্ত ভয়ান্বিত সুগ্রীবকর্তৃক ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া, মহানুভাব বায়ুনন্দন কপিবর হনুমান্, যথায় রাম ও লক্ষ্মণ আছেন, তথায় যাইতে অভিপ্রায় করিলেন এবং "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার বাক্য অভিনন্দন করত, যথায় অতি বলবান্ রাম লক্ষ্মণসহ ভ্রমণ করিতেছেন, তথায় গমন করিলেন।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

বায়ুপুত্র কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ মহাত্মা সুগ্রীবের বাক্য অবগত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে, যথায় রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ আছেন, সেই প্রদেশে গমন করিলেন। পরে তিনি শঠতা প্রযুক্ত স্বীয় বানররূপ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিলেন এবং বিনয়সহকারে সেই দুই রঘুনন্দনের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক সমুচিত প্রশংসা করত অতি

মনোহর সুমধুর বাক্যে উক্তি করিলেন। তখন বানর প্রধান হনুমান্ বীর্য্যসম্পন্ন সত্যপরাক্রম রাম ও লক্ষ্মণকে যথাবিধ পূজাকরত স্বেচ্ছানুসারে এই মৃদু বাক্য বলিলেন, "বোধ হইতেছে যে, আপনারা তপস্যানিরত ব্রহ্মচারিপ্রধান, অথচ বলবান্; আপনাদিগের ব্রত অতি কঠোর; এবং আপনারা রাজর্ষি ও দেবসদৃশ; আপনারা কিকারণে পম্পাতীরবর্ত্তী বৃক্ষসমস্ত দর্শন করিতে করিতে এই শুভজলা পম্পানদী শোভিতা এবং মৃগ ও অন্যান্য বন্যপশুদিগকে ত্রাসিত করত এই প্রদেশে আগমন করিয়াছেন? আপনারা উৎকৃষ্ট বর্ণ, রূপ, কান্তি, শ্রী, তেজ ও ধৈর্য্যসম্পন্ন এবং পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ বৃষভসদৃশ; আপনাদিগের হস্ত হস্তিহস্তসদৃশ ও অতি উৎকৃষ্ট; আপনারা বলবীর্য্যসম্পন্ন, পরাক্রমশালী ও মহেন্দ্রকার্ম্মুকসদৃশ কার্ম্মুক ধারণপূর্ব্বক শত্রুবিনাশে সমর্থ; অপিচ, আপনারা চীরবসন পরিধান করিয়াছেন, কিন্তু, সিংহের ন্যায় দৃষ্টিনিক্ষেপসহকারে বিচরণ করত এই বন্য পশুদিগকে পীড়িত করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে যেন শোকপ্রযুক্ত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আপনাদিগকে 'মানবপ্রধান' বলিয়া বোধ হইতেছে, বস্তুত আপনারা কে? হে বীরদ্বয়! আপনাদিগের প্রভাদ্বারা ঐ পর্ব্বতরাজ সমুদ্ভাসিত হইয়াছে; আপনাদিগের নয়ন পদ্মপত্রসদৃশ; অপিচ আপনারা দেবসদৃশ ও সাম্রাজ্য লাভের উপযুক্ত; আপনারা জটামণ্ডল ধারণপূর্ব্বক কিজন্য এ প্রদেশে আগমন করিয়াছেন? হে বীরদ্বয়! আপনারা সকল বিষয়েই পরস্পর পরস্পরের সদৃশ হইয়া যেন স্বর্গ হইতে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—বোধ হয়, যেন আপনারা চন্দ্র ও সূর্য্য, যদৃচ্ছাক্রমে ভূতলে আগমন করিয়াছেন। আপনারা কামমত্ত শ্রেষ্ঠ বৃষভদ্বয়ের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছেন; আপনাদিগের স্কন্ধ সিংহ-স্কন্ধসদৃশ, বক্ষঃস্থল অতি বিশাল ও উৎসাহ অতি মহৎ; অপিচ বোধ হইতেছে যে, আপনারা মানব, কিন্তু আপনাদিগের রূপ দেবরূপসদৃশ। আপনাদিগের পরিঘসদৃশ আয়ত সুবৃত্ত বাহু সকল ভূষণার্হ হইয়াও কিজন্য সমস্ত অলঙ্কারে বিভূষিত হয় নাই? আমার বিবেচনা হইতেছে যে, আপনারা উভয়েই সুমেরু ও বিন্ধ্য পর্ব্বতদ্বারা বিভূষিত, সাগরপরিবৃত, বিবিধ বনসমন্বিত সমগ্র ভূমণ্ডল রক্ষা করিতে পারেন। আপনাদিগের বিচিত্র অনুলেপন যুক্ত, বিচিত্র এই দুই মনোহর ধনু, স্বর্ণ ও বজ্রমণিবিভূষিত ইন্দ্রকার্ম্মুকদ্বয়ের ন্যায়, বিরাজিত হইতেছে। আপনাদিগের প্রদীপ্ত ভয়ঙ্কর পন্নগসদৃশজীবনান্তকর নিশিথ শরসমূহে পরিপূর্ণ ঐ তূণ সকলও অত্যন্ত প্রিয়দর্শন। আপনাদিগের বিশুদ্ধ স্বর্ণচিত্রিত ঐ সুদীর্ঘ বিপুল খড়্গাদ্বয়, কঞ্চুকবিহীন পন্নগদ্বয়ের ন্যায়, প্রকাশিত হইতেছে।"

কপিবর হনুমান্ ঐরূপ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ তূষ্ণী অবলম্বনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাম ও লক্ষ্মণকে বলিলেন, "আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিন্তু আপনারা কেন আমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছেন না? সুগ্রীবনামক কোন ধর্ম্মাত্মা বীর্য্যসম্পন্ন বানরপ্রধান অগ্রজকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া দুঃখিতভাবে জগন্মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন। আমি বানর; আমার নাম হনুমান্; আমি সেই মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই এই স্থানে আসিয়াছি। তিনি আপনাদিগের সহিত সখ্য করিতে অভিলাষ করিতেছেন। আমি ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীবের মন্ত্রী; বায়ুদেবের ঔরসে বানবীর গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে, ইহা আপনারা অবগত হউন। আমি অভিলষিত রূপ ধারণে ও ইচ্ছানুরূপ গমনে সমর্থ; অধুনা সুগ্রীবের প্রিয়ানুষ্ঠানমানসে সন্ন্যাসীর রূপ ধারণপূর্ব্বক ঐ ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে এই প্রদেশে আগমন করিয়াছি।"

দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনাসহকারে বাক্য প্রয়োগে অভিজ্ঞ বক্তৃতাপটু হনুমান্ রাম ও লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া পুনর্ব্বার আর কিছুই বলিলেন না। তদীয় ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীমান্ রাম হৃষ্টবদন হইয়া পার্শ্বভাগে অবস্থিত ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, "হে সুমিত্রানন্দন

অরিন্দম লক্ষ্মণ! আমি যাঁহার দর্শন লাভ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, সেই বনরাজ মহাত্মা সুগ্রীবের অমাত্য এই কপিবর আমার নিকটে আসিয়াছেন। তুমি সুগ্রীবের মন্ত্রী এই বক্তৃতাপটু কপিবরকে স্নেহসহকারে সুমধুর বাক্যে প্রত্যুক্তি কর। ঋগ্বেদজ্ঞ যজুর্বেদজ্ঞ বা সামবেদজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটিও অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ করেন নাই; অতএব বোধ হইতেছে, যে, ইনি নিশ্চয়ই ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যুৎপাদক গ্রন্থ বহুবার অধ্যয়ন করিয়াছেন। বাক্যপ্রয়োগকালে, ইহাঁর মুখে নয়নে, ললাটে ভ্রূমধ্যে বা অপর কোন অবয়বেই অণুমাত্রও বিকার লক্ষিত হয় নাই। ইনি বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠগত মধ্যমঃস্বর অবলম্বনপূর্ব্বক পদবিন্যাসক্রম অতিক্রম না করিয়া শ্রুতিকটু পদশূন্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; ইহাঁর বাক্য সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সন্দেহ রহিত। ইনি পদবিন্যাসক্রম অতিক্রম না করিয়া সংস্কার রূপ গুণসম্পন্ন হৃদয়ানন্দদায়ক, মনোহর অদ্ভুত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। বক্ষঃস্থল প্রভৃতি স্থানত্রয়গত স্বরে উচ্চারিত ঐ বিচিত্র বাক্য দ্বারা কাহার চিত্ত না প্রসন্ন হয়? খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক হননোদ্যত শত্রুরও চিত্ত উহার দ্বারা প্রসন্ন হইয়া থাকে। হে অনঘ! যে রাজার ঈদৃশ দূত না থাকে, তাঁহার কার্য্য সমস্ত কি প্রকারে সিদ্ধ হয়; যাঁহার ঈদৃশ বিবিধ গুণযুক্ত দূত আছে, তাঁহার দূতবাক্যদ্বারাই সমস্ত বিষয় সিদ্ধ হয়।"

বক্তৃতাপটু সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া সুগ্রীবের অমাত্য, কপিবর, পবননন্দন সুবক্তা হনুমান্‌কে কহিলেন, "হে বিদ্বন্! মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের গুণসমস্ত আমাদিগের বিদিত আছে; আমরা তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতেছি। হে সাধুপ্রবর হনুমন্! তুমি সুগ্রীবের বাক্যানুসারে আমাদিগের নিকটে যাহা বলিলে, আমরা তোমার কথানুসারে অবশ্যই তাহা সম্পাদন করিব।"

পবননন্দন কপিবর হনুমান্ লক্ষ্মণের ঐ সমুচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া সুগ্রীবের জয়লাভ বিষয়ে চিত্ত সমাধান করত তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার সখ্য সম্পাদন করিতে যত্নবান্ হইলেন।

ইতি তৃতীয় সর্গ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ রামের বাক্যশ্রবণ ও মধুর ভাব দর্শন করিয়া সুগ্রীবসহ তাঁহার প্রয়োজনসদ্ভাব বিবেচনা করত হৃষ্টচিত্ত হইয়া মনে মনে সুগ্রীবের বিষয় চিন্তা-পূর্ব্বক এরূপ বিবেচনা করিলেন যে, যখন ইহাঁর সুগ্রীবদ্বারা সম্পাদনীয় কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে,—ইনি সুগ্রীবদ্বারা কার্য্যসাধনার্থী হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই মহাত্মা সুগ্রীবের রাজ্যলাভ হইবে। পরে তিনি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া বাক্য বিশারদ রামকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, "আপনি অনুজ ভ্রাতার সহিত কিনিমিত্ত পম্পাতীরবর্ত্তী কাননরাজি বিরাজিত নানাবিধ হিংস্র পশুসমূহে সেবিত এই দুর্গম ভয়ঙ্কর বনে আগমন করিয়াছেন?"

হনুমানের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মহাত্মা দশরথনন্দন রাম লক্ষ্মণকে উত্তর প্রদানে অনুমতি করিলে, তিনি তাঁহার নিকটে তদীয় বৃত্তান্ত আমূল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে 'দশরথ' নামে প্রভাবসম্পন্ন অতি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মানুসারে নিরন্তর ব্রাহ্মণপ্রভৃতি প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেন। কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে দ্বেষ করিত না; তিনিও কোন ব্যক্তিকে দ্বেষ করিতেন না, পরন্তু পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায়, সকল প্রাণীকেই দয়া করিতেন। তিনি সদক্ষিণ অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইহাঁর নাম রাম; সকলেই ইহাঁকে অবগত আছে; অপিচ, ইনি সকল প্রাণীরই আশ্রয়স্বরূপ ও পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী। হে মহাভাগ! এই বশীকৃতেন্দ্রিয় রাম রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও গুণেও তদীয়

সকল পুত্র হইতেই শ্রেষ্ঠ এবং ইহাঁর শরীরেও রাজলক্ষণসমস্ত বিরাজমান আছে; কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তিসময়ে কোন কারণবশত রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, ইনি আমার ও ভার্য্যা সীতার সহিত বনে বাস করিবার নিমিত্ত, যেরূপ মহাতেজা সূর্য্য দিবাসানে প্রভার সহিত অস্তাচলে প্রবিষ্ট হন, তদ্রূপ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আমি এই বহু শাস্ত্রজ্ঞ কৃতজ্ঞ রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পরন্তু ইহাঁর গুণে, দাসের ন্যায়, ইহাঁর পরিচর্য্যা করি; আমার নাম লক্ষ্মণ। রাজ্য-নাশ ও বনবাসকালে এই মহামূল্য অলঙ্কার-সমূহে ভূষণার্হ, নিরন্তর সুখানুভবযোগ্য, সমস্ত প্রাণীর হিতানুষ্ঠাননিরত রামের ভার্য্যা আমা-দিগের অসমক্ষে কামরূপী রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছেন, যে রাক্ষস ইহাঁর ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে, আমরা তাহাকে বিশেষরূপে অবগত নহি। ঋষিশাপে রাক্ষসত্বপ্রাপ্ত দিতিপুত্র দনু রামকে বলিয়াছে যে, মহাবীর বানররাজ সুগ্রীবই এবিষয়ে সমর্থ, তিনিই আপনার ভার্য্যাপহারী রাক্ষসকে অবগত হইবেন। দনু এইরূপ বলিয়া বিরাজমান হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। হে হনুমন্! তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তৎসমস্ত যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিলাম। রাম ও আমি, আমরা সুগ্রীবের শরণাগত হইয়াছি। পূর্ব্বে ইনি স্বয়ংই প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন, বিবিধ বিত্ত বিতরণ করিয়া অনুত্তম যশও লাভ করি-য়াছেন; অধুনা সুগ্রীবের আশ্রয় বাঞ্ছা করি-তেছেন! সীতা যাঁহার পুত্রবধূ এবং যিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ও সকল লোকের আশ্রয়-স্বরূপ, সেই রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম সুগ্রীবের শরণাগত হইয়াছেন! হা! সর্ব্ব-লোকশরণ্য, ধর্ম্মাত্মা, মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রঘুনন্দন রাম পূর্ব্বে সকল লোকের আশ্রয়স্বরূপ হইয়া অধুনা সুগ্রীবের শরাণাগত হইলেন! হা! পূর্ব্বে প্রজাগণ যাঁহার প্রসাদে সর্ব্বদা প্রসন্ন হইত, সুতরাং যাঁহার প্রসন্নতা আকাঙ্ক্ষা করিত, সেই রাম এক্ষণে বানররাজ সুগ্রীবের প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন! পৃথিবীতে রাজোচিত সমস্ত গুণসম্পন্ন যত রাজা আছেন, যিনি নিরন্তর তাঁহাদিগের সমুচিত সম্মান করিতেন, সেই সম্রাট্ দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই ত্রিলোকবিখ্যাত রাম বানররাজ সুগ্রীবের শরণাগত হইলেন, ইহা কি আক্ষেপের বিষয়! সে যাহা হউক, এক্ষণে বানর প্রধানদিগের সহিত সুগ্রীবের এই শোকার্ত্ত শরণাগত রামের প্রতি দয়া করা উচিত।"

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অশ্রুমোচন সহকারে ঐরূপ সকরুণ বাক্য বলিলে, বাক্য বিশারদ হনুমান্ তাঁহাকে ঈদৃশ বাক্যে প্রত্যুক্তি করি-লেন, "বানরেন্দ্র সুগ্রীবের আপনাদিগের সদৃশ জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ বিজ্ঞদিগকে দর্শন করা আবশ্যক হইয়াছে, পরন্তু আপনারা তাঁহার ভাগ্যানুসারেই তদীয় দর্শনপথের পথিক হই-য়াছেন। সুগ্রীব ও রাজ্যভ্রষ্ট ও বালিভয়ে ভীত হইয়া এই বনে বাস করিতেছেন, কোন কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সহিত তাঁহার বিরোধ জন্মিয়াছে, তজ্জন্য সে তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। সে যাহা হউক, সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব আমাদিগের সমভিব্যাহারে অবশ্যই আপনা-দিগের সীতান্বেষণ বিষয়ে সাহায্য করিবেন।"

হনুমান্ ঐরূপ মনোহর বাক্য বলিয়া রঘু-নন্দন লক্ষ্মণকে পুনর্ব্বার মধুর বাক্যে বলিলেন যে, তবে চলুন, আমরা সুগ্রীবের নিকটে গমন করি। তিনি এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, "হে রঘুনন্দন! এই বায়ুনন্দন কপিবর মহাবীর হনুমান্ হৃষ্ট হইয়া যেরূপ কহিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছে, যে, সুগ্রী-বেরও আপনার সদৃশ ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদনার্হ কার্য্য আছে, অতএব আপনি কৃতকার্য্য হই-লেন। ইহাঁর মুখবর্ণ প্রহৃষ্ট লক্ষিত হইতেছে; ইনি বাস্তবিক হৃষ্ট হইয়াই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; অতএব ইহাঁর বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না; তবে এক্ষণে আর গমনে বিলম্ব কেন?

অনন্তর রাম সম্মত হইলে, রঘুনন্দন মহা-প্রাজ্ঞ কপিবর হনুমান্ সেই দুই মহাবীর রঘু-নন্দনকে গ্রহণ করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবের

উদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি ভিক্ষুকরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় বানররূপ অবলম্বন করত সেই দুই বীরকে পৃষ্ঠদেশে আরোপণ করিয়া প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই বিপুলযশা, শুভমতি, মহাপরাক্রম, পবননন্দন, বানরপ্রধান হনুমান্, কৃতকার্য্য পুরুষের ন্যায়, প্রহৃষ্ট হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের সহিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকের উপরি আরোহণ করিলেন।

ইতি চতুর্থ সর্গ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

অনন্তর হনুমান্ ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে তদেকদেশবর্ত্তী "মলয়" নামে বিখ্যাত পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক কপিরাজ সুগ্রীবের নিকটে সেই দুই মহাবীর রঘুনন্দনের বৃত্তান্ত এইরূপে কীর্ত্তন করিলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞ! এই সুদৃঢ় পরাক্রম রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিকটে আসিয়াছেন। পিতার আদেশানুবর্ত্তী অতি ধার্ম্মিক, দশরথনন্দন এই সত্যপরাক্রম রাম ইক্ষ্বাকুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগানুষ্ঠান দ্বারা যৎকর্ত্তৃক অগ্নি সম্যক্ তর্পিত হইয়াছেন; যিনি শতসহস্র গো দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন; এবং সত্যবাক্য ও তপস্যাপ্রভাবে যৎকর্ত্তৃক ভূমণ্ডল রক্ষিত হইয়াছে; সেই রাজা দশরথের পুত্র এই জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা রাম পিতৃদত্ত বিমাতার বর প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত অরণ্যে আগমন করিয়াছেন। পরে বনবাসকালে রাবণ ইহাঁর ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে; অতএব ইনি আপনার শরণাগত হইয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ এই উভয় ভ্রাতা আপনার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; ইহাঁরা উভয়েই পূজনীয়তম; আপনি ইহাঁদিগের সহিত সখ্য করিয়া ইহাঁদিগকে পূজিত করুন।"

বানররাজ সুগ্রীব হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতি প্রফুল্ল ও প্রিয়দর্শন হইয়া প্রীতিসহকারে রঘুনন্দন রামকে বলিলেন, "আপনি ধার্ম্মিক, তপস্বী ও সর্ব্বলোকপ্রিয়; বায়ুনন্দন হনুমান্ আমার নিকটে আপনার গুণসকল যথার্থরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। হে প্রভো! আমি বানর; আপনি যে আমার সহিত সখ্য করিতে বাসনা করিতেছেন, ইহা আমার পরম লাভ ও পরম সম্মান। আমি এই হস্ত প্রসারণ করিলাম; যদি আমার সহিত সখ্য করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে স্বীয় হস্তদ্বারা মদীয় হস্ত ধারণ করিয়া অক্ষয় প্রীতিবন্ধন করুন।"

রাম সুগ্রীবের ঐ কালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া স্বীয় হস্তদ্বারা তদীয় হস্ত ধারণ করত সখ্যভাব অবলম্বনপূর্ব্বক হর্ষসহকারে গাঢ়রূপে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর ভিক্ষুকরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বরূপপ্রাপ্ত অরিদমন হনুমান্ কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদনপূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে পুষ্পসমূহদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে সেই সুপূজিত প্রদীপ্ত অগ্নি স্থাপন করিলেন। পরে রঘুনন্দন রাম ও বানররাজ সুগ্রীব পরস্পর সখ্যভাব অবলম্বন করিয়া সেই প্রদীপ্ত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং অত্যন্ত হৃষ্ট চিত্ত হইয়া পরস্পরকে দর্শন করত পরিতৃপ্ত হইলেন না। তদনন্তর রঘুনন্দন রাম হৃষ্ট হইয়া সুগ্রীবকে বলিলেন, যে, তুমি আমার প্রিয় বয়স্য হইলে,—অদ্য হইতে তোমারও আমার সুখ ও দুঃখ সমতাপ্রাপ্ত হইল। পরে সুগ্রীব শালবৃক্ষের এক পল্লবসমন্বিতা সুপুষ্পিতা শাখা ভগ্ন করিয়া পাতিত করত রঘুনন্দন রামের সহিত তদুপরি উপবেশন করিলেন। অনন্তর বায়ুনন্দন হনুমান্ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া উপবেশনার্থে লক্ষ্মণকে এক সুপুষ্পিত চন্দনশাখা প্রদান করিলে, সুগ্রীব অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্ল নয়নে মনোহর মধুর বাক্যে রামকে কহিলেন, "হে মহাভাগ রঘুনন্দন! আমি শত্রুকর্ত্তৃক নিগৃহীত ও হৃতদার এবং শত্রুভয়ে পীড়িত হইয়া তদীয় অগম্য এই বন আশ্রয় করিয়াও ভয়সহকারে বিচরণ করিয়া থাকি। কোন কারণবশতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সহিত আমার বিরোধ জন্মিয়াছে; তজ্জন্য সে আমাকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়াছে; আমি তদবধি ভীত ও বিষণ্ণচিত্ত

হইয়া নিরন্তর ভয়সহকারে তদীয় অগম্য এই প্রদেশে বাস করিতেছি। হে কাকুৎস্থ! আমি বালী হইতে অতিশয় ভয়ার্ত্ত হইয়াছি, আপনি আমার ভয় অপনয়ন করুন; অধুনা যাহাতে আমার ভয় না থাকে, আপনারও তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।"

ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রিয়, তেজস্বী, কাকুৎস্থ রাম সুগ্রীবকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া হাস্য করত তাঁহাকে প্রত্যুক্তি করিলেন, "হে কপিবর! পরস্পর উপকার করাই যে মিত্রতার ফল ইহা আমার বিদিত আছে; আমি তোমার ভার্য্যাপহারী বালীকে অবশ্যই বধ করিব। অদ্য আমার সূর্য্যসদৃশ প্রভান্বিত, কঙ্কপত্রশোভিত, সরলপর্ব্বসমন্বিত বজ্রতুল্য অমোঘ, সুতীক্ষ্ণাগ্র শরনিকর, রোষান্বিত সর্পগণের ন্যায়, বেগসহকারে সেই দুরাত্মা বালীর উপরি নিপতিত হইবে এবং তুমি তাহাকে সদৃশ জীবনান্তকর মদীয় সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে নিহত ও ভগ্ন পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে পতিত অবলোকন করিবে।"

সুগ্রীব আত্মহিতজনক ঐ রামবাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই উৎকৃষ্ট কথা বলিলেন, "হে বীর্য্যসম্পন্ন নরসিংহ! আমি আপনার প্রসাদে অবশ্যই রাজ্য ও প্রেয়সীকে লাভ করিব, কিন্তু আপনি এরূপ বিধান করুন, যাহাতে মদীয় শত্রু অগ্রজ ভ্রাতা বালী আর কখন আমাকে হিংসা করিতে না পারে।"

সুগ্রীব ও রামের প্রণয়প্রসঙ্গকালে কমলনয়না সীতা, সুবর্ণসবর্ণনয়ন বানররাজ বালী ও অগ্নিসদৃশ উজ্জ্বল নয়নবিশিষ্ট রাবণের বামনেত্র এককালীন স্পন্দিত হইতে লাগিল।

ইতি পঞ্চম সর্গ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

সুগ্রীব প্রীতিসহকারে পুনর্ব্বার রঘুনন্দন রামকে কহিলেন, "হে রাম! আপনি যে মিত্রিত্ত ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত এই নির্জ্জন বনে আগমন করিয়াছেন এবং বনবাসকালে আপনার ছিদ্রান্বেষী হইয়া রাক্ষসপ্রধান রাবণ যে উপায়দ্বারা আপনাকে ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে অপসারিত করিয়া গৃধ্ররাজ জটায়ুকে হননপূর্ব্বক ভবদীয় ভার্য্যা মিথিলারাজ জনক দুহিতা বিলাপনিবারিতা সীতাকে হরণ করত আপনাকে ভার্য্যা বিয়োগজন্য দুঃখে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা আপনার সেবক এই মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ আমার নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছেন। আপনি শীঘ্রই ভার্য্যাবিয়োগজন্য দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবেন; যেরূপ বিষ্ণু অসুরকর্ত্তৃক অপহৃতা ব্রহ্মমুখনির্গতা শ্রুতিকে উদ্ধার করিয়াছেন, তদ্রূপ আমি রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃতা ভবদীয় ভার্য্যাকে উদ্ধার করিব। হে অরিদমন রঘুনন্দন রাম! আপনার ভার্য্যা রসাতলেই থাকুন, বা নভঃস্থলেই থাকুন, আমি তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক আপনাকে প্রদান করিব; আপনি আমার এই বাক্য যথার্থ বোধ করুন। হে মহাবাহো! যেমন কোন ব্যক্তিই বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারে না, তদ্রূপ ইন্দ্র প্রভৃতি দেব ও দানবগণও আপনার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারিবেন না; আমি অবশ্যই আপনার প্রেয়সীকে আনয়ন করিব; আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। হে মহাবাহো! কএক দিবস পূর্ব্বে এক ভীষণকর্ম্মা রাক্ষস এক রমণীকে হরণ করিয়া আকাশ পথে গমন করিতেছিল, আমি অবলোকন করিয়াছি; অধুনা অনুমানে বোধ হইতেছে যে, তিনিই মিথিলারাজনন্দিনী হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; কেননা তখন তিনি সেই রাক্ষসের ক্রোড়ে, পন্নগেন্দ্র বধূর ন্যায়, বিচেষ্টমানা হইয়া বিকট স্বরে 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ!' বলিয়া রোদন করিতেছিলেন। তৎকালে আমরা এই পাঁচজনে শিলাতলে উপবিষ্ট ছিলাম; সেই রমণী আমাদিগকে দর্শন করিয়া উত্তরীয় বসন ও আভরণ সকল এখানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হে রঘুনন্দন! আমরা সেই সমস্ত আভরণ গ্রহণ করিয়া রক্ষা করিয়াছি, অধুনা আনয়ন করিয়াছি, আপনি দর্শন করুন।"

অনন্তর রাম সেই প্রিয়বাদী সুগ্রীবকে বলিলেন যে, হে সখে! তুমি কি জন্য বিলম্ব করিতেছ! শীঘ্র সেই আভরণ সকল আনয়ন কর। সুগ্রীব রঘুনন্দন রামকর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তদীয় প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় শীঘ্রই দুর্গম্য পর্ব্বত গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সেই উত্তরীয় বসন ও আভরণ সকল গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া রামকে "দর্শন করুন," বলিয়া তৎসমুদায় দেখাইলেন। রাম সেই উত্তরীয় বসন ও শুভ আভরণ সকল গ্রহণ করিয়া বাষ্পসমাবৃত হইয়া নীহার পরিবৃত চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিলেন, এবং সীতার প্রতি স্নেহ বশতঃ বিগলিত বাষ্পদ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক "হা! প্রিয়ে!" এই বলিয়া রোদন করতঃ ভূতলে পতিত হইলেন। পরে তিনি উত্থিত হইয়া বারম্বার সেই উৎকৃষ্ট অলঙ্কার সমস্ত বক্ষঃস্থলে ধারণ করতঃ, গর্ত্তস্থিত ক্রোধান্বিত ভুজঙ্গের ন্যায়, মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অনবরত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি পার্শ্বভাগে অবস্থিত দীনভাবাপন্ন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে তাপিত করতঃ কহিলেন, "লক্ষ্মণ! বিদেহ রাজ-দুহিতা সীতা রাক্ষসকর্তৃক হ্রিয়মাণা হইয়া দেহ হইতে এই উত্তরীয়বসন ও ভূষণ সমস্ত উন্মোচন পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন, অবলোকন কর। এই অলঙ্কার সকল পূর্ব্বের ন্যায়ই দৃষ্ট হইতেছে; অতএব বোধ হয় যে, তিনি রাক্ষসকর্তৃক হ্রিয়মাণা হইয়া নিশ্চয়ই প্রভূত নবতৃণসম্পন্ন ভূতলে এই অলঙ্কার সকল নিক্ষেপ করিয়াছেন।"

লক্ষ্মণ রামকর্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি প্রতিদিন সীতার চরণবন্দন করিতাম, সুতরাং এই দুইটি নূপুরমাত্র অবগত আছি; কিন্তু কেয়ূর ও কুণ্ডল অবগত নহি; কেননা তদীয় চরণ ব্যতীত অন্য কোন অবয়ব কখনও অবলোকন করি নাই।"

অনন্তর রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবকে এই কথা বলিলেন, "হে সুগ্রীব! তুমি ভীষণকর্ম্মা রাক্ষসকে সীতারে হরণপূর্ব্বক কোন্ প্রদেশে গমন করিতে দেখিয়াছ, কীর্ত্তন কর। আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা সীতা রাক্ষস কর্তৃক অপহৃত হইয়া কোন্ প্রদেশে নীতা হইয়াছেন? যে আমাকে মহৎ ব্যসনে নিক্ষেপ করিয়াছে, এবং আমি যাহার নিমিত্তে সমুদায় রাক্ষসকে বিনাশ করিব, সেই রাক্ষসপ্রধান রাবণই বা কোথায় বাস করিতেছে? সেই রাক্ষস নিশ্চয়ই স্বীয় জীবন পরিত্যাগার্থে সীতাকে হরণপূর্ব্বক আমাকে ক্রোধান্বিত করিয়া মৃত্যুদ্বার মুক্ত করিয়াছে। হে বানরপতে! যে আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া মদীয় প্রিয়তমা সীতাকে বন হইতে হরণ করিয়াছে, মদীয় রিপু সেই রাক্ষস কোথায় আছে, তাহা তুমি বল; আমি অদ্যই তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।"

ইতি ষষ্ঠ সর্গ॥ ৬॥

সপ্তম সর্গ।

বানরাধিপতি সুগ্রীব শোকার্ত্ত রামকর্তৃক ঐরূপ উক্ত ও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অঞ্জলি বন্ধন-সহকারে বাষ্পগদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, "হে অরিদমন! সেই অধমবংশজাত পাপাচারী রাক্ষস যে অধুনা কোথায় আছে, তাহা আমি জানি না, এবং তাহার বংশ, সামর্থ্য ও পরাক্রমও বিশেষ রূপে অবগত নহি; কিন্তু আপনার নিকটে শপথ করিয়া বলিতেছি, যে, আপনি যাহাতে মিথিলারাজ-দুহিতা সীতাকে লাভ করিবেন, তাদৃশ যত্ন করিব; আপনি শোক পরিত্যাগ করুন্। আপনি যাহাতে প্রীত হইবেন, আমি অচির কালমধ্যেই স্বীয় পৌরুষ চরিতার্থ করতঃ রাবণকে সগণে নিহত করিয়া সেইরূপ করিব। আপনি স্বীয় ধৈর্য্য স্মরণ করিয়া এই দীনভাব পরিত্যাগ করুন্; কেন না, আপনার সদৃশ ব্যক্তিদিগের ঈদৃশ বুদ্ধিলাঘব উপযুক্ত নহে। আমিও ভার্য্যাবিরহজন্য সুমহৎ ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু ধৈর্য্যও পরিত্যাগ করি নাই, এবং এইরূপ শোকও করি না। আমি হীন-

জাতি বানর হইয়াও প্রিয়ার নিমিত্তে ঈদৃশ শোক করি না; কিন্তু আপনি মহাত্মা, অত্যন্ত ধৈর্য্যসম্পন্ন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও কিপ্রকারে এরূপ শোক করিতেছেন? সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিগণ যাহার দ্বারা অবিচলিতভাবে ন্যায়পথে অবস্থান করেন, সেই ধৈর্য্য পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না; অতএব আপনি ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক স্বীয় বিগলিত অশ্রুবেগ সংবরণ করুন্। মহৎ ব্যসন, অর্থনাশ ও জীবনান্তকর ভয় উপস্থিত হইলেও, ধৈর্য্যসম্পন্ন পুরুষ স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা, তৎসমুদায় প্রারব্ধ কার্য্যের ফল, ইহা বিবেচনা করতঃ অবসন্ন হয়েন না। মূর্খ ব্যক্তিরাই বিবেচনাদ্বারা চিত্তবৈকল্য নিবারণে অসমর্থ হইয়া তদনুবর্ত্তী হয়, এবং অতিশয় ভারাক্রান্তা তরণীর ন্যায়, অবশ হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে। আমি প্রণয়বশতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি; আপনি পৌরুষ অবলম্বন করুন্, অধুনা আর শোককে অবকাশ প্রদান করা আপনার উচিত হইতেছে না। নিতান্ত শোকানুবর্ত্তী হইলে, সুখ একবারে তিরোহিত হয়, এবং তেজও ক্ষীণ হইয়া পড়ে; এই কারণে শোকানুবর্ত্তী হওয়া আপনার বিধেয় নহে। হে রাজেন্দ্র! নিতান্ত শোকাক্রান্ত পুরুষের জীবনেও সংশয় উপস্থিত হয়, অতএব আপনি একমাত্র ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করুন্। আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি না, কেবল সখ্য ভাব অবলম্বন করতঃ ভবদীয় হিতজনক বাক্যই বলিতেছি, আপনি আমার সখ্য ভাব রক্ষা করতঃ আর শোকান্বিত হইবেন না।"

সর্ব্বকার্য্যদক্ষ রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবকর্ত্তৃক তাদৃশ মধুর বাক্যে সান্ত্বিত ও তদীয় বাক্যানুসারে প্রকৃতিস্থ হইয়া বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা অশ্রুপরিব্যাপ্ত বদন মার্জ্জনা করিলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন "হে সুগ্রীব! বয়স্যের শোকনাশার্থে হিতানুষ্ঠাননিরত স্নেহান্বিত বয়স্যের যেরূপ কার্য্যসম্পাদন করা উচিত, তুমি তদনুরূপ যুক্তিযুক্ত কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছ। হে সখে! আমি তোমাকর্ত্তৃক অনুনীত হইয়াই প্রকৃতিস্থ হইলাম। ঈদৃশ বিপৎসময়ে তোমার সদৃশ বন্ধু নিতান্ত দুর্ল্লভ! অধুনা মিথিলারাজদুহিতা সীতা ও দুরাত্মা ভীমকর্ম্মা রাক্ষস রাবণের অন্বেষণ বিষয়ে প্রযত্ন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে। সম্প্রতি আমাকেও তোমার যে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তুমি বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহা বল; যেমন বর্ষাকালে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে রোপিত বীজ ফলদায়ক হয়, তদ্রূপ আমার নিকটে অভিহিত ত্বদীয় বাক্যও ফলদায়ক হইবে। হে হরিশার্দ্দূল! আমি অহঙ্কারপূর্ব্বক এই যে বাক্য বলিলাম, তুমি তাহা যথার্থ বোধ কর। আমি তোমার নিকটে সত্যদ্বারা শপথ করতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যে, আমি পূর্ব্বে কখন মিথ্যা কথা বলি নাই, এবং ভবিষ্যতেও কখন তাহা বলিব না।"

রঘুনন্দন রামের শপথসহকারে প্রতিজ্ঞাত ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীব বানরপ্রধান সচিবগণসহ প্রহৃষ্ট হইলেন। অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ রাম ও বানরপ্রধান সুগ্রীব, উভয়ে মিত্রভাবে একান্ত মিলিত হইয়া অনন্যসদৃশ সুখ ও দুঃখবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তখন হরিবীরপ্রধান বিদ্বান্ সুগ্রীব নরপতিগণের অধিপতি মহানুভাব রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে স্বীয় কার্য্য সুসিদ্ধ বোধ করিলেন।

ইতি সপ্তম সর্গ ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

সুগ্রীব লক্ষ্মণাগ্রজ শূর রামের সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে অনঘ রাম! আপনাতে সমুদয় গুণই বিদ্যমান আছে; আপনি যখন আমার সখা হইলেন, তখন বোধ হইতেছে, যে, আমি সর্ব্বতোভাবেই দেবগণের অনুগ্রহপাত্র হইয়াছি। হে প্রভো! আপনি সহায় হইলে, দেবরাজ্যও অনায়াসে লাভ করা যাইতে পারে, সুতরাং স্বরাজ্য লাভ করা অতিশয় তুচ্ছ কর্ম্ম! হে রঘুনন্দন! আপনার সুপ্রসিদ্ধ রঘুবংশে জন্ম হইয়াছে; অতএব

আমি অগ্নিকে সাক্ষী করতঃ আপনাকে মিত্র করিয়া নিশ্চয়ই সুহৃৎ ও বান্ধবদিগের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছি। আত্মগুণকীর্ত্তন নিতান্ত নিন্দিত কার্য্য, এইজন্যই আমি আপনার নিকটেও আত্মগুণ সকল কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইতেছি; কিন্তু আপনি ক্রমে জানিতে পারিবেন যে, আমিও আপনার অনুরূপ বয়স্য। হে বিশুদ্ধচিত্ত প্রধান! আপনার সদৃশ বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মাদিগের ধৈর্য্য ও প্রণয় কোন ক্রমেই বিচলিত হয় না। সাধু মিত্রেরা সাধু মিত্রদিগকে, রজত স্বর্ণ ও মনোহর আভরণপ্রভৃতি সকল বিষয়েই তুল্যাধিকারী বোধ করেন। বয়স্য আঢ্য, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী, নির্দ্দোষ বা সদোষ হইলেও বয়স্যের পরম আশ্রয়স্বরূপ। হে অনঘ! যাদৃশ স্নেহ দর্শনে ধন সুখ ও দেশ ত্যাগ করা যায়, বয়স্যদিগের তাদৃশ স্নেহ অবলোকন করিয়া, বয়স্যেরা তাঁহাদিগের নিমিত্তে ধন, সুখ ও দেশ ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।"

প্রিয়দর্শন সুগ্রীব ঐরূপ বলিলে, রাম মহেন্দ্রসদৃশ শোভাসম্পন্ন ধীমান্ লক্ষ্মণের সমক্ষে তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য।"

অনন্তর পর দিবসে রঘুনন্দন মহাবল রাম লক্ষ্মণসহ প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে নিকটে উপস্থিত হইলে, বানররাজ সুগ্রীব তাঁহাদিগকে দেখিয়া বনের চতুর্দ্দিকে চঞ্চল ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ অনতিদূরে ভ্রমরসমূহে শোভান্বিত, ঈষৎ পুষ্পিত, বহুপত্রসমন্বিত এক শাল বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন, এবং সেই বৃক্ষের বহুপত্রসমন্বিতা সুশোভিতা এক শাখা ভগ্ন করিয়া রামের উপবেশনার্থে পাতিত করতঃ তাঁহার সহিত তদুপরি উপবেশন করিলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন, অবলোকন করিয়া, হনুমান্ এক শালশাখা ভঞ্জনপূর্ব্বক পাতিত করতঃ তদুপরি লক্ষ্মণকে বিনয়সহকারে উপবেশিত করিলেন। অনন্তর গিরিবর ঋষ্যমূকের শালপুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ সেই প্রদেশে পরম সুখে উপবিষ্ট রামকে অক্ষুব্ধ সাগরসদৃশ প্রসন্নমূর্ত্তি দর্শন করতঃ আনন্দিত হইয়া, সুগ্রীব তাঁহাকে প্রণয়সহকারে হর্ষগদ্গদ স্বরে স্বীয় কল্যাণজনক মনোহর বাক্যে বলিলেন, "হে রঘুনন্দন! আমি অগ্রজ বালিকর্ত্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত ও হৃতদার এবং তদীয় ভয়ে পীড়িত হইয়া দুঃখিত ভাবে এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকের উপরিই বিচরণ করিয়া থাকি। কোন কারণবশতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীর সহিত আমার বিরোধ জন্মিয়াছে, তজ্জন্য সে আমাকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়াছে; অতএব আমি নিরন্তর ভীত, এমন কি, ভয়সাগরে নিমগ্ন হইয়া সন্ত্রস্ত চিত্তে এই বনমধ্যে বাস করিতেছি। আপনি সমস্ত জীবকেই অভয় প্রদান করিয়া থাকেন; আমিও বালী হইতে নিতান্ত ভীত হইয়াছি, এবং আপনি ভিন্ন আমার ভয়পরিত্রাতা আর কেহই নাই; আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন,—আমাকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন।"

ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রিয়, তেজস্বী, কাকুৎস্থ রাম সুগ্রীবকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে কহিলেন, "উপকারদ্বারা মিত্রতা এবং অপকারদ্বারা শত্রুতা জন্মিয়া থাকে; অতএব আমি অদ্যই তোমার ভার্য্যাপহারী বালীকে বধ করিব। হে মহাভাগ! দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের জন্মস্থান শরবণসমুদ্ভূত, সুবর্ণদ্বারা অলঙ্কৃত, কঙ্কপত্রবিভূষিত, অগ্রভাগে সুতীক্ষ্ণফলাসমন্বিত, উৎকৃষ্ট পর্ব্বযুক্ত, প্রখর প্রতাপবিশিষ্ট মদীয় এই শর সমস্ত, মহেন্দ্রের অশনি ও ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায়, জীবনান্তকর; তোমার অগ্রজ অথচ অপকারকারী পরম শত্রু বালী অদ্যই আমার শরসমূহদ্বারা নিহত হইয়া, ভিন্ন পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইবে, অবলোকন কর।"

বানরসেনাপতি সুগ্রীব রঘুনন্দন রামকর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তুলনাবিহীন আনন্দ লাভ করিলেন, এবং "সাধু! সাধু!" বলিয়া তাঁহাকে বলিলেন "হে রাম!" আমি শোকে অতিশয় অভিভূত হইয়াছি, তজ্জন্যই বয়স্য বোধে আপনার নিকটে শোক প্রকাশ করিতেছি;

আপনিও শোকার্ত্তদিগের পরমগতি। আমি অগ্নির সমক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া আপনাকে সখা করিয়াছি; আপনি আমার প্রাণ হইতেও সমধিক প্রিয় হইয়াছেন, ইহা আমি সত্যদ্বারা শপথ করিয়া বলিতে পারি। যাহা নিরন্তর আমার চিত্ত ব্যথিত করিতেছে, আমি সখা বোধে বিশ্বস্ত চিত্তে আপনার নিকটে সেই দুঃখ কীর্ত্তন করিতেছি।—”

ঐমাত্র বলিয়াই, তেজস্বী সুগ্রীবের বাষ্পধারা নয়নদ্বয় সমাকীর্ণ ও স্বর অবরুদ্ধ হইল, সুতাং তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, পরন্তু রামের সন্নিধানে ধৈর্য্যধারণ করতঃ, নদী বেগের ন্যায়, সহসা সমাগত সেই অশ্রুবেগ সংবরণ করিলেন, এবং অশ্রুবেগ সংবরণপূর্ব্বক শুভ নয়নদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, “হে রাম! বলবান্ বালী আমাকে অত্যন্ত পরুষ বাক্যে ভর্ৎসনা করতঃ রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া আমার জীবন হইতেও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে, এবং মদীয় বান্ধবদিগকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে রঘুনন্দন! সেই দুরাত্মা এইরূপ করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, নিরন্তর আমার জীবনবিনাশেও যত্নবান্ রহিয়াছে। সে, আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্তে অনেক বার অনেক বানরকে এখানে প্রেরণ করিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে নিহত করিয়াছি। হে রাম! এই আশঙ্কা করিয়া, আমি আপনাকে দেখিয়াও ভীত হইয়াছিলাম, তজ্জন্যই আপনার নিকটে গমন করি নাই; উৎকট ভয়সময়ে প্রাণিমাত্রেরই সকল বিষয়ে ভয় জন্মিয়া থাকে। কেবল এই হনুমান্‌প্রভৃতি চারি জন বানর আমার সহায় আছেন; আমি ইঁহাদিগের বুদ্ধি ও বিক্রমবলেই ঈদৃশ বিপন্ন হইয়াও এপর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। এই বানরপ্রধানেরা আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন,—আমি যথায় গমন করি, আমার সহিত তথায় গমন করেন, এবং যথায় অবস্থিত হই আমার সহিত তথায় অবস্থিত হয়েন। হে রাম! আপনার নিকটে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিবার আবশ্যক কি? সংক্ষেপতঃ আমার বৃত্তান্ত এই যে, জগন্মধ্যে বিখ্যাতপৌরুষ মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীই আমার পরম শত্রু; সম্প্রতি সে বিনষ্ট হইলেই, আমার দুঃখ দূরীভূত হয়; তাহার বিনাশই আমার জীবন ও সুখের নিদান হইয়াছে। হে রাম! সখা দুঃখিতই থাকুন, বা সুখান্বিতই থাকুন, সকল সময়েই সখার দুঃখ মোচনে প্রবৃত্ত করিয়া থাকেন; অতএব আমি নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া আপনার নিকটে স্বীয় দুঃখনিবারণের উপায়কীর্ত্তন করিলাম।”

রাম সুগ্রীবের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে বানরশ্রেষ্ঠ! কিকারণে তোমার বালীর সহিত শত্রুতা জন্মিয়াছে, তাহা আমি যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। আমি তোমার বালীর সহিত শত্রুতা জন্মিবার কারণ শ্রবণ করিয়া কার্য্যের গৌরব ও লাঘব বিবেচনা করতঃ, যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহা করিব। তুমি অপমানিত হইয়াছ, ইহা শ্রবণ করিয়াই, আমার ক্রোধবেগ, বর্ষাকালীন নদীবেগের ন্যায়, পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, এবং হৃদয় কম্পিত করিতেছে। যাবৎ কাল আমি ধনুতে জ্যা আরোপণ না করিতেছি, তাবৎ কাল পর্য্যন্তই তোমার শত্রু বালীর জীবন আছে; আমি অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই, সে নিহত হইবে; অতএব তুমি হৃষ্ট হইয়া বিশ্বস্ত চিত্তে আমার নিকটে তাহার সহিত শত্রুতা জন্মিবার কারণ কীর্ত্তন কর।”

সুগ্রীব লক্ষ্মণাগ্রজ মহাত্মা কাকুৎস্থ রাম কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া বানরচতুষ্টয়ের সহিত অতুল আনন্দলাভ করিলেন, এবং প্রহৃষ্ট বদনে তাঁহার নিকটে বালিসহ শত্রুতা জন্মিবার কারণ বর্ণন করিতে লাগিলেন।

ইতি অষ্টম সর্গ॥ ৮॥

নবম সর্গ

সুগ্রীব কহিলেন, "মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই শত্রুবিনাশী বালী পিতার অত্যন্ত প্রীতি পাত্র ছিল; আমিও পূর্ব্বে তাহাকে অতিশয় সম্মান করিতাম। অনন্তর পিতা পরলোক গমন করিলে, মন্ত্রীরা সকলের সম্মতিক্রমে জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাহাকে বানররাজ্যের রাজা করিলেন। সে পিতৃ পিতামহপ্রাপ্ত সুবৃহৎ বানররাজ্য শাসন করিতে থাকিলে, আমি দাসের ন্যায়, তাহার নিকটে সর্ব্বদা প্রণত থাকিতাম।

ইতিপূর্ব্বে মহাতেজা দুন্দুভি নামক অসুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত রমণীর নিমিত্তে বালির শত্রুত্ব জন্মিয়াছিল; সে অত্যন্ত তেজস্বী ও মায়াবী ছিল; তাহার নামও মায়াবী। এই সময়ে একদিন রজনীকালে সকলে নিদ্রিত হইলে, সেই অসুর কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর দ্বারনিকটে আসিয়া ক্রোধ সহকারে বালীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করতঃ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন বালী নিদ্রান্বিত ছিল; কিন্তু সেই গর্জ্জনকারী অসুরের ভয়ঙ্কর শব্দে প্রতিবুদ্ধ হইয়া তাহা শ্রবণপূর্ব্বক সহ্য করিতে পারিল না, এবং বেগসহকারে তথায় গমন করিতে উদ্যত হইল। পরে আমি ও তদীয় ভার্য্যারা গমন করিতে নিষেধ করিলে, সে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া সেই অসুরশ্রেষ্ঠ মায়াবীকে বধ করিবার নিমিত্তে প্রস্থিত হইল। মহাবল বালী রমণীদিগকে ভৎসনাপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করিয়া পুরী হইতে বহির্গত হইল; আমিও সৌহার্দ্দপ্রযুক্ত তাহার সহিত নির্গত হইলাম। অসুর মায়াবী দূর হইতে আমাকে ও মদীয় ভ্রাতাকে যুদ্ধার্থে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত ত্রাসান্বিত হইয়া অতি বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। সে ভীত হইয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইলে, আমরাও অতিদ্রুতবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। তখন সমুদিত চন্দ্রের আলোকে পথ অতিশয় প্রকাশিত হইয়াছিল। অনন্তর সেই অসুর তৃণসমূহে সমাকীর্ণ অতি দুর্গম এক বৃহৎ ভূবিবরমধ্যে অতিবেগে প্রবেশ করিল; আমরা তাহার দ্বারদেশে যাইয়া অবস্থিত হইলাম। বালী শত্রুকে গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া ক্রোধ বশবর্ত্তী ও বিচলিতেন্দ্রিয় হইয়া আমাকে এই কথা বলিল, 'সুগ্রীব! আমি এই বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে কালপর্য্যন্ত যুদ্ধে শত্রুকে বিনাশ না করি, তুমি তাবৎকাল যত্নবান্ হইয়া এইস্থানে অবস্থান কর।

শত্রুসূদন বালীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমি তৎসমভিব্যাহারে গর্ত্তমধ্যে গমন করিতে প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু সে চরণের শপথদ্বারা আমাকে নিবারণপূর্ব্বক স্বয়ং গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। সে গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, ক্রমে সম্পূর্ণ সংবৎসর কাল অতীত হইল; আমি তাবৎকাল গর্ত্তদ্বারে অবস্থিত রহিলাম। সংবৎসর অতীত হইলেও, যখন আমি ভ্রাতা বালীকে দেখিতে পাইলাম না, তখন আমার চিত্ত তদীয় অনিষ্ট আশঙ্কা করিতে লাগিল; আমি তাহাকে মৃত মনে করিয়া স্নেহপ্রযুক্ত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতে থাকিলাম। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে সেই গর্ত্ত হইতে ফেনযুক্ত রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, ইহা দর্শন করিয়া, আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম; কেননা, তখন কেবল গর্জ্জনকারী অসুরদিগের গর্জ্জনশব্দই আমার শ্রবণগোচর হইল, কিন্তু যুদ্ধনিরত মদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী গর্জ্জন করিতে থাকিলেও তাহা আমার শ্রবণগোচর হইল না। হে সখে! আমি সেই সমস্ত চিহ্নদ্বারা ভ্রাতা বালীকে নিহত মনে করিয়া এক প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গর্ত্তদ্বার রুদ্ধ করিলাম, এবং শোকার্ত্ত হইয়া তাহার উদকক্রিয়া সম্পাদন করতঃ কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে প্রত্যাগত হইলাম। পরে যত্নসহকারে প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করিতে থাকিলেও, মন্ত্রিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া সকলে মিলিত হইয়া আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। হে রঘুনন্দন! অনন্তর আমি যথারীতি রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে, বানরশ্রেষ্ঠ বালীশত্রু দানবকে বিনাশ করিয়া আমার নিকটে আগমন করিল, এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া মদীয় রাজ্যাভিষেককারী অমাত্যদিগকে বন্ধন-

পূর্ব্বক পরুষ বাক্য বলিতে লাগিল। যখন মদীয় ভ্রাতা সেই পাপাচারী বৃহৎকায় বালী শত্রুকে নিহত করিয়া পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল, তখন আমি তাহাকে নিগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু ভ্রাতৃগৌরববশতঃ তাহাকে নিগ্রহ করিতে আমার অভিপ্রায় হইল না। এই কারণে আমি তাহাকে সমুচিত সম্মান করিয়া অভিবাদন করিলাম; পরন্তু সে হৃষ্টচিত্ত হইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিল না। হে প্রভো! আমি মুকুটদ্বারা বালীর চরণ স্পর্শ করতঃ তাহাকে প্রণাম করিলাম, তথাপি সে ক্রোধপ্রযুক্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হইল না।

ইতি নবম সর্গ ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

"অনন্তর আমি সেই সমাগত ক্রোধাবিষ্টচিত্ত অতিক্রুদ্ধ ভ্রাতাকে প্রসন্ন করতঃ আত্মহিতার্থে কহিলাম, 'হে নাথ! আপনি আমার ভাগ্যানুসারেই কুশলী হইয়া সমাগত হইলেন, আমার ভাগ্যানুসারেই আপনার শত্রু নিহত হইয়াছে। আপনিই আমার আনন্দদাতা ও ও রক্ষাকর্ত্তা; আপনি ভিন্ন অন্য কেহই আমার পরিত্রাতা নাই। আমি এতদিন আপনার এই সমুদিত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বিরাজমান, বহু শলাকা-সমন্বিত ছত্র ও চামর ধারণ করিয়াছিলাম; অধুনা অর্পণ করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন্। হে রাজন্! আমি আপনার চিন্তায় কাতর হইয়া সংবৎসর কাল সেই বিবরদ্বারে অবস্থিত ছিলাম। অনন্তর একদিন গর্ত্তের অভ্যন্তর হইতে দ্বারদেশে রক্ত নির্গত হইতেছে, অবলোকন করিয়া এবং আপনার গর্জ্জন ধ্বনি শুনিতে না পাইয়া আপনাকে নিহত বিবেচনা করতঃ, আমার চিত্ত শোকপ্রযুক্ত উদ্বিগ্ন এবং ইন্দ্রিয় সকল ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পরে আমি এক পর্ব্বত শৃঙ্গদ্বারা সেই গর্ত্তদ্বার আচ্ছাদনপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করতঃ পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে প্রবেশ করিলাম। আমি বিষণ্ণ হইয়া একাকী পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, ইহা দেখিয়া আমাত্য ও পৌরগণ আপনাকে মৃত মনে করিয়া আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন; আমি কিছু স্বেচ্ছাবশতঃ অভিষিক্ত হই নাই; তথাপি আমার যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা করুন্। আপনিই রাজা ও আমার সম্মানভাজন; আমি আপনার নিকট চিরকালই সমান,—পূর্ব্বে যেমন দাসের ন্যায়, আপনাকে সেবা করিতাম, এখনও সেইরূপ সেবা করিব; কেবল আপনার বিনাশ আশঙ্কা করিয়াই পৌর ও অমাত্যগণ আমাকে রাজ্যপালনে নিয়োগ করিয়াছেন। হে অরিদমন! অমাত্য, পৌর ও নগর সহিত এই রাজ্য আমার নিকটে ন্যাসরূপে অর্পিত হইয়াছিল; আমি আপনাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলাম; একাল পর্য্যন্ত এই রাজ্যে অরাজকতা দোষজনিত কোন অত্যাচার ঘটে নাই। হে প্রিয়দর্শন! আমি অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক অবনত মস্তকে আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; আপনি আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না। হে রাজন্! অমাত্য ও পৌরগণ সকলে মিলিত হইয়া রাজ্যের অরাজকতা দোষ নিবারণার্থে বলপূর্ব্বক আমাকে রাজ্যপালনে নিয়োগ করিয়াছেন।'

আমি ভক্তিসমন্বিত হইয়া ঐরূপ বলিলে বানরশ্রেষ্ঠ বালী আমাকে ভৎর্সনা করতঃ 'তোকে ধিক্!' ইহা বলিয়া আরও নানাবিধ পরুষ বাক্য বলিল, এবং স্বীয় মতানুবর্ত্তী অমাত্য ও পৌরদিগকে আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগের সমক্ষে আমাকে উদ্দেশ করিয়া এই পরম গর্হিত কথা বলিতে লাগিল, 'তোমাদিগের বিদিত আছে যে, পূর্ব্বে নিশীথকালে অতি ক্রূর মহাসুর মায়াবী আমার সহিত যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা করতঃ আমাকে আহ্বান করিয়াছিল, এবং আমিও তাহার গর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম। তখন মদীয় এই অনুজ ভ্রাতা আমার অনুগামী হইয়াছিল। অনন্তর সেই মহাবল অসুর রজনীকালে আমাকে সহায় সম্পন্ন দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়া ধাবিত হইল,

এবং আমাদিগকেও পশ্চাৎ ধাবিত হইতে দেখিয়া অতিবেগে ধাবিত হইয়া এক বৃহৎ গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি তাহাকে অতি ভয়ঙ্কর বৃহৎ গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া এই ক্রূরাচারী ভ্রাতাকে কহিলাম যে, ইহাকে বধ না করিয়া এস্থান হইতে পুরীতে প্রতিগমন করিতে আমার অভিপ্রায় হইতেছে না; অতএব যাবৎ আমি ইহাকে নিহত করিতে না পারি, তাবৎ তুমি এই স্থানে আমার নিমিত্তে অপেক্ষা কর। এ দ্বারদেশে অবস্থিত রহিল, এই মনে করিয়া, আমি সেই দুর্গম গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনন্তর, তথায় সেই ভয়াবহ শত্রুকে অন্বেষণ করিতে করিতে, আমার সংবৎসর কাল অতীত হইল, তথাপি আমি নির্ব্বিঘ্ন না হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করতঃ দেখিতে পাইলাম, এবং তখনই তাহাকে ও তদীয় বান্ধবদিগকে নিহত করিলাম। তখন সে মৎকর্ত্তৃক ভূতলে পাতিত হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, এবং তদীয় দেহনির্গত প্রভূত রক্ত দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া, সেই গর্ত্তও অগম্য হইয়া উঠিল। পরে আমি সেই বিক্রম সম্পন্ন অসুরকে নিহত করিয়া সুখে দ্বারদেশে আসিয়া নির্গমনের পথ দেখিতে পাইলাম না; কেন না গর্ত্তের দ্বার আচ্ছাদিত ছিল। অনন্তর আমি "সুগ্রীব! সুগ্রীব" বলিয়া বারংবার চীৎকার করিয়াও কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, এবং বহু পদাঘাতে সেই প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করিলাম। পরে আমি সেই পথ দিয়া বহির্গত হইয়া নগরীতে আগমন করিয়াছি। এই নৃশংস সুগ্রীব রাজ্যাভিলাষী হইয়া ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ বিস্মরণ-পূর্ব্বক আমাকে তথায় রুদ্ধ করিয়াছিল।,

"বানরশ্রেষ্ঠ বালী নির্ভয়ে সভা-মধ্যে ঐরূপ বলিয়া আমাকে উত্তরীয়-পর্য্যন্ত লইতে না দিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছে। হে রঘুনন্দন! সে আমাকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে; আমি ভার্য্যাহরণ-প্রযুক্ত দুঃখিত হইয়া তাহার ভয়ে সাগর ও বন-পরিবৃত সমগ্র ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছি, পরিশেষে এই ঋষ্যমূক-নামক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতে প্রবিষ্ট হইয়াছি; কোন কারণে বালী এস্থানে আসিতে পারে না। হে রঘুনন্দন! আমি আপনার নিকটে বালীর সহিত শত্রুতা জন্মিবার এই সুমহৎ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; দেখুন, আমি বিনা অপরাধে ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বীর! আপনি সকল প্রাণীরই ভয় নিবারণ করেন; আমিও বালীর ভয়ে কাতর হইয়াছি, অধুনা আপনি তাহাকে নিগ্রহ করিয়া আমার প্রসন্নতা সম্পাদন করুন।"

তেজস্বী ধর্ম্মজ্ঞ রাম সুগ্রীব-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া যেন ঈষৎ হাস্য করতঃ তাঁহাকে এই ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিলেন, "মদীয় সূর্য্য-সদৃশ প্রদীপ্ত, সুশাণিত এই অমোঘ শর সকল ক্রোধান্বিত হইয়া সেই দুরাচার বালীর উপরি পতিত হইবে। যাবৎ আমি তোমার ভার্য্যাপহারী, দূষিত-চিত্ত, পাপাত্মা বালীকে দেখিতে না পাইব, তাবৎ কালই সে জীবিত থাকিবে। আমি আত্ম অবস্থা অনুমান করিয়াই জানিতে পারিতেছি, যে, তুমি শোক-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছ; আমি নিশ্চয়ই তোমাকে উদ্ধার করিব; তুমি পরম সুখ লাভ করিবে।"

হর্ষ ও পৌরুষ-বর্দ্ধনকারী রামের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীব পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে অতি উৎকৃষ্ট-কথা বলিলেন।

ইতি দশম সর্গ ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

সুগ্রীব হর্ষ ও পৌরুষবর্দ্ধনকারী সেই রাম-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রশংসাপূর্ব্বক সম্মানিত করতঃ কহিলেন, "হে রঘুনন্দন! আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া মর্ম্মভেদি, সমুজ্জ্বল, সুতীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা, প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায়, সমুদায় লোক দগ্ধ করিতে পারেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; তথাপি আমি বালীর পৌরুষ, ধৈর্য্য ও বীর্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করতঃ, যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহাই করুন। বালী অতিশয়

বীর্য্যবান্; তাহার কোন কার্য্যেই শ্রান্তি বোধ হয় না; অরুণোদয়ের পর সূর্য্য উদিত হইতে না হইতেই, সে প্রতি দিন অনায়াসে পূর্ব্ব সাগর হইতে পশ্চিম সাগরে, পশ্চিম সাগর হইতে দক্ষিণ সাগরে ও দক্ষিণ সাগর হইতে উত্তর সাগরে গমন করে; এবং পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিয়া বেগসহকারে বৃহৎ বৃহৎ শিখর সকল উৎপাটনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করতঃ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া থাকে। অপিচ স্বীয় বল জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তে বনমধ্যে সমধিক সারবিশিষ্ট নানা জাতীয় বৃক্ষ সকল বলদ্বারা ভগ্ন করিয়াছে।

"পূর্ব্বে আকারে কৈলাসশৃঙ্গসদৃশ, বীর্য্যবান্, দুন্দুভিনামক এক মহিষাকার অসুর ছিল; সে তপস্যার প্রভাবে সহস্র মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিত। হে রাজন্!' একদা সেই বৃহৎকায় অসুর বর লাভপ্রযুক্ত মোহিতচিত্ত ও স্বীয় বীর্য্যপ্রাচুর্য্যবশতঃ উদ্ধত হইয়া নদীপতি সমুদ্রের নিকটে গমন করিল, এবং তরঙ্গসমাকীর্ণ বিবিধ রত্ননিচয়সম্পন্ন সাগর অতিক্রম পূর্ব্বক মহাসাগরে যাইয়া তদধিষ্ঠাতা বরুণ দেবকে উদ্দেশ করতঃ 'আমাকে যুদ্ধ প্রদান কর,' ইহা বলিল। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মহাবল সমুদ্রাধিষ্ঠাতা বরুণ দেব সমুত্থিত হইয়া সেই কালপ্রেরিত অসুরকে এই কথা বলিলেন, 'হে যুদ্ধবিশারদ! আমি তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিতে সমর্থ নহি; পরন্তু যিনি তোমাকে যুদ্ধ প্রদান করিবেন, তাঁহার কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্বীদিগের পরম আশ্রয় স্বরূপ, দেব দেব শঙ্করের শ্বশুর, বিবিধ বৃহৎ প্রস্রবণসম্পন্ন, বহুগহ্বর ও নির্ঝর সমন্বিত, 'হিমালয়" নামে বিখ্যাত এক পর্ব্বতরাজ মহারণ্যমধ্যে অবস্থান করেন, তিনিই তোমাকে যুদ্ধপ্রদান করিতে সমর্থ; তিনি যুদ্ধ করিয়া তোমার অতুল আনন্দ সম্পাদন করিবেন।'

অনন্তর অসুরপ্রধান দুন্দুভি সমুদ্রাধিষ্ঠাতা বরুণ দেবকে ভীত বিবেচনা করিয়া, ধনুর্মুক্ত শরের ন্যায় অতি সত্বর হিমালয়সন্নিহিত বনে যাইয়া বারংবার সেই পর্ব্বতের ঐরাবতসদৃশ শ্বেতবর্ণ প্রস্তর খণ্ড সকল ভূমিতলে নিক্ষেপ করতঃ গর্জ্জন করিতে লাগিল পরে শ্বেতবর্ণ মেঘসদৃশ, প্রীতিজনক আকারবিশিষ্ট, প্রিয়দর্শন হিমালয় স্বীয় শিখর দেশে অবস্থিত হইয়া তাহাকে এই বাক্যে উক্তি করিলেন, 'হে ধর্ম্মপ্রিয় দুন্দুভে! আমাকে ক্লেশ প্রদান করা তোমার উচিত নহে; আমি শান্তিপরায়ণ তাপসদিগের আশ্রয়, সুতরাং যুদ্ধকার্য্যে সমর্থ নহি।'

"ধীমান্ পর্ব্বতরাজের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুন্দুভি ক্রোধরক্তনয়ন হইয়া তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিল, 'যদি তুই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ, এবং আমার ভয়ে উদ্যম বিহীন হইয়া থাকিস্, তবে যে আমাকে যুদ্ধ প্রদান করিতে পারিবে, তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া দে; যেহেতু সম্প্রতি আমার বলবতী যুদ্ধবাসনা হইয়াছে।'

'বাক্যবিশারদ ধর্ম্মাত্মা হিমালয় অসুরপ্রধান দুন্দুভির বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, পূর্ব্বে কখন যাদৃশ বাক্য বলেন নাই, তাহাকে তাদৃশ বাক্য বলিলেন, 'মহাপ্রাজ্ঞ, প্রতাপবান্, শ্রীমান্ ইন্দ্রনন্দন বানররাজ বালী অতিশয় দীপ্তিমতী কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে বাস করিতেছেন। মহেন্দ্র যেমন নমুচিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করিতে সেই যুদ্ধবিশারদ মহাপ্রাজ্ঞ বানররাজই সমর্থ। তিনি যুদ্ধকার্য্যে শৌর্য্যসম্পন্ন ও নিতান্ত অসহিষ্ণু; এক্ষণে যদি তোমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন কর।'

দুন্দুভি হিমালয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। পরে সেই মহাবল তীক্ষ্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট মহিষাকার অসুর, বর্ষাকালীন জলপূর্ণ মেঘের ন্যায়, ভয়াবহ হইয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর দ্বারদেশে আসিয়া খুরদ্বারা নিকটস্থ বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও ভূমণ্ডল বিদীর্ণ এবং হস্তীর ন্যায়, দর্পসহকারে শৃঙ্গদ্বারা দ্বারদেশ ভেদ করতঃ, দুন্দুভির ন্যায় নিনাদ করিতে লাগিল। তাঁহার শব্দে ভূমণ্ডল কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন বালী অন্তঃপুরে ছিল, সেই শব্দ শ্রবণ

করিয়া তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া রমণীগণে পরিবৃত হইয়া, তারাগণপরিবৃত চন্দ্রের সাদৃশ্য ধারাণ করতঃ তথা হইতে বহির্গত হইল, এবং স্পষ্টাক্ষরে অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে দুন্দুভিকে কহিল, ' আমি বনচারী বানরগণের অধীশ্বর ; আমার নাম বালী ; তুই কি জন্য আমার নগরীর দ্বার রোধ করিয়া গর্জ্জন করিতেছিস্ ? অরে মহাবল ! আমি জানিতে পারিয়াছি, তুই দুন্দুভিনামক অসুর ; অধুনা জীবন রক্ষা কর্ ।'

দুন্দুভি, ধীমান্ বানরেন্দ্র বালীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া তাহাকে এই কথা বলিল, ' অরে বানর বীর ! মহিলাগণের নিকটে কথায় গর্ব্ব প্রকাশ করা তোর উচিত নহে, পরন্তু কার্য্যদ্বারাই প্রকাশ করা উচিত ! এখন আমার সহিত যুদ্ধ কর্, তাহা হইলেই, তোর বল জানিতে পারিব ! অথবা অদ্য রজনীতে আমি এই সমুপস্থিত ক্রোধ ধারণ করিব ; কেন না, যে, তোর মত মদমত্ত, সুপ্ত, শরণাগত, পলায়নোদ্যত, আয়ুধরাহিত ও ক্ষীণবল ব্যক্তিকে বিনাশ করে, সে "ভ্রূণহত্যাকারী" বলিয়া লোকমধ্যে বিখ্যাত হয় ; অতএব তুই সূর্য্যোদয় কালপর্য্যন্ত ইচ্ছানুরূপ কামভোগে প্রবৃত্ত থাক্,—তুই বানরগণের রাজা, রজনীমধ্যে প্রিয় বানরদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অভিলষিত পুরস্কার দে, বান্ধবদিগকে সম্মানিত কর্, উত্তমরূপে কিষ্কিন্ধ্যা নগরী অবলোকন করিয়া নে, সকল পুরবাসীকেই আত্মতুল্য সুখী কর্ আর মহিলাগণের সহিত ইচ্ছানুরূপ বিহার করিয়া নে, কল্য প্রভাতে আমি তোর দর্প নাশ করিব ।'

তখন বালী ক্রুদ্ধ হইয়া তারা প্রভৃতি রমণীদিগকে বিদায় করিয়া হাস্য করতঃ ধীরে ধীরে সেই অসুরপ্রধানকে কহিল, ' তুই আমাকে প্রমত্ত বোধ করিস্ না, পরন্তু আমার এই মদ্যপান, বীরগণের যুদ্ধকালীন মদ্যপান বোধ কর্, এবং যদি যুদ্ধ করিতে ভীত না হইয়া থাকিস্, তবে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হ ।'

বানরশ্রেষ্ঠ বালী দুন্দুভিকে ঐরূপ বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা মহেন্দ্রের প্রদত্ত কাঞ্চনমালা ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে উদ্যত হইল, এবং গর্জ্জনসহকারে পর্ব্বতসদৃশ দুন্দুভির শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করতঃ ভয়ঙ্কর শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল। বালিকর্ত্তৃক ভূপাতিত দুন্দুভির শ্রোত্রদ্বয় হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিল। তখন ক্রোধজনিত সংরম্ভসহকারে পরস্পরকে পরাজিত করিতে অভিলাষী বালী ও দুন্দুভির অতিভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। তৎকালে পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য বালী মুষ্টি, জানু, পাদ, প্রস্তর ও বৃক্ষসমূহদ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলে, ক্রমে অসুরশ্রেষ্ঠ দুন্দুভি হীনবল হইয়া পড়িল, এবং বানরশ্রেষ্ঠ বালী সমধিক বলবান্ হইয়া উঠিল, আর দুন্দুভিকে ভূতলে পাতিত করিল। তখন সেই জীবনান্তকর যুদ্ধে মহাবাহু দুন্দুভি বালিকর্ত্তৃক ভূতলে পাতিত ও নিষ্পিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্টভাবে পতিত হইল, এবং তাহার মুখ প্রভৃতি নবদ্বার হইতে সমধিক রক্ত ক্ষরিত হইতে লাগিল। অনন্তর বেগবান্ বালী বাহুদ্বয়দ্বারা জীবনবিহীন অচেতন দুন্দুভিকে উত্তোলনপূর্ব্বক বেগে একেবারে এক যোজন অন্তরে নিক্ষেপ করিল। পরে বেগসহকারে বালিকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত দুন্দুভির মুখ হইতে নির্গত রক্তবিন্দু সমস্ত বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে পতিত হইল।

হে মহাভাগ ! সেই সময়ে মহর্ষি মতঙ্গ আশ্রমমধ্যে ছিলেন। তিনি তথায় রক্তবিন্দুপাত দর্শন করিয়া রক্তবিন্দুনিক্ষেপকারীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, কে ইহা নিক্ষেপ করিল, এরূপ চিন্তা করিলেন। অনন্তর ' যে দুরাত্মা আমার শরীরে রক্তবিন্দু নিক্ষেপ করিয়াছে, সেই অজিতচিত্ত দুর্ব্বুদ্ধি জ্ঞানহীন পুরুষ কে ? ইহা বলিয়া, মুনিবর মতঙ্গ আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া এক পর্ব্বতাকার জীবনহীন মহিষকে ভূতলে পতিত অবলোকন করিলেন, এবং তপস্যা প্রভাবে, ইহা বানরের কার্য্য, জানিতে পারিয়া সেই অসুরদেহনিক্ষেপকারী বানরকে এই উৎকট অভিশাপ প্রদান করিলেন, ' যে এই অসুরদেহ নিক্ষেপ করতঃ

মদাশ্রিত বন দূষিত ও বৃক্ষ সকল ভগ্ন করিয়াছে, সে কদাচ আর এই প্রদেশে প্রবেশ না করুক্, এই প্রদেশে প্রবেশ করিলেই, তাহার জীবন বিনাশ হইবে। যদি সেই দুর্ব্বুদ্ধি আমার আশ্রমের চতুর্দ্দিকে একযোজন মধ্যে আগমন করে, তবে সে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। অপিচ তদীয় যে সমস্ত অমাত্য আমার এই বনে বাস করিতেছে, তাহাদিগেরও এখানে বাস কথা বিধেয় নহে; তাহারা আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাসুখে স্থানান্তরে গমন করুক্। যদি তাহারা আর আমার পুত্রতুল্য নিয়ত রক্ষিত এই বনে থাকে, তবে আমি তাহাদিগকেও অভিশাপ প্রদান করিব; কেন না, তাহারা পত্র, অঙ্কুর, ফল ও মূল অপচয় করিয়া থাকে। অদ্যই তাহাদিগের এস্থানে থাকিবার শেষ দিন; অতঃপর আমি এস্থানে যে বানরকে দর্শন করিব, সে বহু সহস্র বৎসর প্রস্তর হইয়া থাকিবে।”

“অনন্তর বানরেরা মতঙ্গ ঋষির কথিত বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক তদীয় বন হইতে বহির্গত হইয়া বালীর নিকটে গমন করিল। পরে বালী তাহাদিগকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘হে বানরগণ! তোমরা মতঙ্গ বনে বাস করিতে, অধুনা কি কারণে সকলে মিলিত হইয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছ? বানরগণের মঙ্গল ত?’

“বানরগণ ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কাঞ্চনমালাধারী বালীর নিকটে আসিবার সমস্ত কারণ ও তৎপ্রতি মতঙ্গপ্রদত্ত অভিশাপ কীর্ত্তন করিল। তাহাদিগের কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, বালী তখনই সেই মহর্ষির নিকটে যাইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শাপমোচনার্থে প্রার্থনা করিল! কিন্তু মহর্ষি তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বালীও শাপ প্রদান ভয়ে ভীত ও বিহ্বলচিত্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থিত হইল। হে নরবর! তদবধি সে শাপভয়ে ভীত হইয়া এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকে আগমন করিতে বা দূর হইতে ইহাকে দর্শন করিতেও অভিলাষ করে না। হে রাম! এই মহাবনে সে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহা জানিয়াই, আমি অমাত্যগণের সহিত বিষাদরহিত হইয়া এস্থানে বিচরণ করিয়া থাকি। বীর্য্যপ্রাচুর্য্যবশতঃ বালীকর্ত্তৃক নিহত দুন্দুভি অসুরের গিরিকূটসদৃশ বৃহৎ অস্থিনিচয় ঐ প্রকাশিত হইতেছে। ঐ যে প্রভূতশাখাসম্পন্ন প্রকাণ্ড সাতটি শাল বৃক্ষ রহিয়াছে, বালী বেগদ্বারা এককালে ঐ সাতটি বৃক্ষই পত্ররহিত করিতে প্রযত্ন করিত। হে রাজশ্রেষ্ঠ রাম! আমি আপনার নিকটে বালীর ঈদৃশ অনুপম পরাক্রম প্রকাশ করিলাম; আপনি কিপ্রকারে যুদ্ধে তাহাকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন!”

সুগ্রীব ঐরূপ বলিলে, লক্ষ্মণ হাস্য করতঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, রাম কি কার্য্য করিলে, তুমি বিশ্বাস করিতে পার, যে, উনি বালীকে বধ করিতে পারিবেন? অনন্তর সুগ্রীব তাঁহাকে কহিলেন, “হে লক্ষ্মণ! পূর্ব্বে বালী অনেকবার এই সাতটি সাল বৃক্ষই একে একে পত্ররহিত করিয়াছিল; যদি রাম এই সাতটি বৃক্ষের মধ্যে একটি শাল বৃক্ষও এক বাণে বেধ করেন, এবং এক পাদদ্বারা এই নিহত মহিষাকার দুন্দুভির অস্থিরাশি উত্তোলন পূর্ব্বক বেগদ্বারা দুই শত ধনু অন্তরে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তবেই উঁহার পরাক্রম অবগত হইয়া বালীকে নিহত জ্ঞান করিতে পারি”

সুগ্রীব লক্ষ্মণকে ঐরূপ বলিয়া মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করতঃ কাকুৎস্থ রামকে এই কথা বলিলেন “হে নরবর! বানরশ্রেষ্ঠ বালী বলবান্, শৌর্য্যসম্পন্ন ও শৌর্য্যাভিমানী; তাহার বল ও বিক্রম লোকমধ্যে বিখ্যাত আছে, এবং সে অদ্যাবধি যুদ্ধে কখন পরাজিত হয় নাই। দেবগণও যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না, বালিকর্ত্তৃক তৎসমস্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে; দেখা গিয়াছে; আমি তাহার সেই সমস্ত কার্য্য চিন্তা করতঃ তদীয় ভয়ে ভীত হইয়া এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতেছি। অধিক আর কি বলিব, আমি সেই অমর্ষণস্বভাব অজেয় অধর্ষণীয় বানররাজ বালীকেই চিন্তাকরতঃ এই ঋষ্যমূক-পর্ব্বত পরিত্যাগ করিতে পারি না, প্রত্যুত

উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিতচিত্ত হইয়া হনুমৎপ্রভৃতি অনুরক্ত প্রধান অমাত্যদিগের সহিত কেবল এই পর্ব্বতসন্নিহিত মহাবনমধ্যেই বিচরণ করিয়া থাকি। হে মিত্রবৎসল! আপনি, হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায়, অক্ষোভণীয়; যখন আপনাকে মিত্র ও আশ্রয়রূপে লাভ করিয়াছি, তখন আমার বালিকৃত নিগ্রহও শ্লাঘনীয় বোধ হইতেছে। হে রঘুনন্দন! আমি সেই প্রভূতবলসম্পন্ন দুষ্টস্বভাব ভ্রাতা বালীর যুদ্ধকালে বল অবলোকন করিয়াছি, কিন্তু আপনার যুদ্ধকালীন পরাক্রম অবলোকন করি নাই; তজ্জন্যই এইরূপ বাক্য বলিতেছি, ইহাতে কিছু আপনাকে তাহার সহিত তুলিত, অপমানিত বা ভীষিত করিতেছি না। হে রাম! আপনি যে বালীকে বিনাশ করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আপনার বাক্যই যথেষ্ট প্রমাণ; আপনার আকার ও ধৈর্য্যই ভবদীয় পরম তেজঃ সূচনা করতঃ আপনাকে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিসদৃশ বোধ করাইতেছে, তথাপি তাহার অতি ভয়ঙ্কর কার্য্য সকল চিন্তা করতঃ আমার চিত্ত অতিশয় কাতর হইতেছে। এই কারণেই আমি আপনার কিঞ্চিৎ বিক্রম অবলোকন করিতে অভিলাষী হইয়াছি।”

মহাত্মা বানররাজ সুগ্রীবের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া রাম ঈষৎ হাস্য করতঃ তাঁহাকে এই বাক্যে প্রত্যুক্তি করিলেন, “হে বানরপ্রধান! যদি তোমার মদীয় পরাক্রমে বিশ্বাস হয় নাই, তবে আমি যুদ্ধকালে প্রশংসার্হ কার্য্য করিয়া এখনই তোমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছি।”

রঘুনন্দন বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণাগ্রজ মহাবাহু রাম সুগ্রীবকে ঐরূপ বলিয়া সান্ত্বনা করতঃ অবলীলাক্রমে পদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দুন্দুভি অসুরের অস্থিমাত্রাবশিষ্ট দেহ উত্তোলনপূর্ব্বক পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বারাই দশ যোজন অন্তরে নিক্ষেপ করিলেন। সন্তাপদাতা মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যসদৃশ রামকর্ত্তৃক দুন্দুভির দেহ নিক্ষিপ্ত হইল, অবলোকন করিয়াও, সুগ্রীব রামের পরাক্রমবিষয়ে জাতবিশ্বাস হইলেন না, এবং লক্ষ্মণ ও বানরগণের সমক্ষে তাঁহাকে এই হেতুযুক্ত বাক্যে উক্তি করিলেন, “হে সখে! যখন দুন্দুভির শরীর মদীয় অগ্রজ বালিকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে মদমত্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, এবং এই শরীরও আর্দ্র, মাংসযুক্ত ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট ছিল; অধুনা ইহা মাংসরহিত হইয়া লঘু, এমন কি, তৃণতুল্য হইয়াছে, তাহাতে আবার সুস্থ অবস্থায় আপনি ইহা নিক্ষেপ করিলেন; অতএব এই কার্য্যদ্বারা আপনার ও বালীর মধ্যে কাহার বল অধিক, তাহা জানা যাইতে পারে না; কেন না, আর্দ্র ও শুষ্ক এতদুভয়ের অনেক প্রভেদ আছে; অতএব আপনার ও তাহার বল তারতম্যবিষয়ে আমার সেইরূপ সংশয়ই আছে; আপনি একটি শালবৃক্ষ বিদ্ধ করিলেই, আপনার ও তাহার বলাবল প্রকাশিত হইতে পারে। আপনি ধনু জ্যাযুক্ত করিয়া আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক হস্তিহস্তসদৃশ এক মহা শর মোচন করুন; অপনার প্রমুক্ত শর এই শাল বৃক্ষ বিদারিত করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে রাজন্! আপনাকে আমার শপথ, আপনি আমার নিতান্ত প্রিয়কার্য্য বোধ করিয়াই এই কার্য্য সম্পাদন করুন, বিচার করিবার আবশ্যক নাই; যেমন তেজস্বীদিগের মধ্যে সূর্য্য, মহাপর্ব্বত সকলের মধ্যে হিমালয় ও চতুষ্পাৎ প্রাণীদিগের মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ, তেমনই আপনিও বিক্রমদ্বারা মানবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

ইতি একাদশ সর্গ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

সুগ্রীবের উত্তমরূপে কথিত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সম্মানপ্রদ বলবান্ মহাতেজা রাম তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার নিমিত্তে ধনুঃ ও এক ভয়ঙ্কর শর গ্রহণপূর্ব্বক সূর্য্যপথ সমাবৃত করতঃ শালবৃক্ষের উদ্দেশে সেই শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহার প্রমুক্ত সেই স্বর্ণবিভূষিত শর সাতটি শালবৃক্ষ ও গিরিপ্রস্থ ভেদ করতঃ পাতালে প্রবৃষ্ট হইল, এবং শালবৃক্ষ সকল ভেদ করিয়া মুহূর্ত্তকালমধ্যে মহাবেগে প্রত্যাগমন করতঃ তূণমধ্যে প্রবেশ

করিল। বানরপ্রধান সুগ্রীব সাতটি শালবৃক্ষই বিদারিত দেখিয়া রামের শরবেগ বিবেচনা করতঃ পরম বিস্ময়ান্বিত ও প্রীত হইলেন, এবং ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠাভরণ প্রভৃতি অলঙ্কার সকল লম্বমান হইল। পরে তিনি উত্থিত ও সমীপে অবস্থিত সর্ব্বাস্ত্রজ্ঞপ্রবর শৌর্য্যসম্পন্ন ধর্ম্মজ্ঞ রঘুনন্দন রামের সেই কার্য্য দ্বারা পরম হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করতঃ অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন, হে সর্ব্ব-কার্য্যদক্ষ পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি বাণসমূহদ্বারা যুদ্ধে ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবকেও নিহত করিতে সমর্থ; বালীকে নিহত করা আপনার পক্ষে অতি সহজ কর্ম্ম। হে কাকুৎস্থ! আপনি যখন একবাণে সাতটি শালবৃক্ষ, পর্ব্বত ও পৃথিবী বিদারণ করিলেন, তখন আর যুদ্ধে আপনার সম্মুখে কোন্ ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে! আপনি পরাক্রমে মহেন্দ্র ও বরুণ দেবের সদৃশ; অধুনা আমি যখন আপনাকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি,তখন নিশ্চয়ই আমার শোক বিগত ও পরম আনন্দ সমুপস্থিত হই-য়াছে! আমি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, যে, আপনি অদ্যই আমার প্রীতিসম্পাদনার্থে মদীয় শত্রু ভ্রাতা বালীকে নিহত করুন্।”

অনন্তর, লক্ষ্মণাগ্রজ রাম প্রিয়দর্শন সুগ্রী-বকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সম্মতিক্রমে কহি-লেন, যে, আমরা এস্থান হইতে কিষ্কিন্ধ্যানগ-রীতে গমন করিতে অভিপ্রায় করিতেছি, তুমি আমাদিগের অগ্রে অগ্রে চল, এবং তথায় যাইয়া স্বীয় ভ্রাতৃগন্ধমাত্রবিশিষ্ট পরম শত্রু বালীকে যুদ্ধার্থে আহ্বান কর। পরে তাঁহারা সকলে বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরীর সন্নিহিত গহন বন মধ্যে বৃক্ষসমূহদ্বারা স্ব স্ব দেহ আবৃত করিয়া অবস্থিত হইলেন। তখন সুগ্রীব দৃঢ়রূপে বস্ত্র দ্বারা কটিদেশ আবদ্ধ করিয়া বেগসহকারে তথা হইতে নগরীর নিকটে যাইয়া বালীকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত যেন নভোমণ্ডল বিদারণ করতঃ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগি-লেন। মহাবল বালী ভ্রাতার সেই গর্জ্জন শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধান্বিত হইয়া ক্রোধ জনিত সংরম্ভ সহকারে, অস্তপর্ব্বত হইতে সূর্য্যের বহির্গমনের ন্যায়, নগরী হইতে বহির্গত হইল। অনন্তর যেমন নভোমণ্ডলে বুধ ও মঙ্গলের তুমুল যুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভূমণ্ডলে বালী সুগ্রী-বের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। বালী ও সুগ্রীব, উভয় ভ্রাতা ক্রোধে অধীর হইয়া অশনি সদৃশ তল ও বজ্র সদৃশ মুষ্টিদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলে, রঘুনন্দন রাম ধনুঃ ধারণপূর্ব্বক সেই বীর্য্যসম্পন্ন উভয় ভ্রাতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু উভয়েরই একাকার ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় সদৃশ স্বরূপ, এজন্য বিবেচনা করতঃ, কে বালী ও কে সুগ্রীব, তাহা অবধারণ করিতে অক্ষম হইলেন, সুতরাং জীবনান্তকর শরমোচন করিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে সুগ্রীব বালিকর্ত্তৃক সমাহত হইয়া রঘুনন্দন রামকে রক্ষক দেখিতে না পাইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতের অভিমুখে ধাবিত হইলেন, বালীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল; কিন্তু তিনি বালিকৃত বিবিধ প্রহারে জর্জ্জরীকৃত ও সর্ব্বাঙ্গে রক্তসিক্ত হইয়াও অতি বেগে গমন করতঃ ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সন্নিহিত মতঙ্গবনে প্রবেশ করিলেন। সুগ্রীব মতঙ্গবনে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিয়া অভিশাপ ভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে “যা মুক্ত হইলি,” বলিয়া, মহাবল বালী তথা হইতে নিবৃত্ত হইল। রঘু-নন্দন রাম ও ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও কপিবর হনুমানের সহিত যথায় সুগ্রীব আছেন, সেই বনে গমন করিলেন, লজ্জাশালী সুগ্রীব রামকে লক্ষ্মণসহ সমাগত দেখিয়া ভূতলে অবলোকন করতঃ দীনভাবে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “হে রঘুনন্দন! পূর্ব্বে বিক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে ‘বালীরে আহ্বান কর’ বলিয়া অধুনা শত্রুদ্বারা ঘাতিত করতঃ, আপনি একি কার্য্য করিলেন। সেই সময়েই আপনার যথার্থরূপে বলা উচিত ছিল যে, আমি বালীকে নিহত করিব না, তাহা হইলে আমি কখনই এস্থান হইতে তথায় যাইতাম না।”

মহাত্মা সুগ্রীব করুণস্বরে ঐরূপ বলিলে,

রঘুনন্দন রাম দীনস্বরে তাঁহাকে কহিলেন, "হে স্নেহভাজন সুগ্রীব! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর; যে কারণে আমি বালীর জীবনান্তকর শর মোচন করি নাই, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। হে বানরপ্রধান! বালীর ও তোমার আকার, অলঙ্কার, বেশ ও গমন এক প্রকার; আমি দেহ লাবণ্য, কটাক্ষবিক্ষেপ, স্বর, বিক্রম বা বাক্যদ্বারা তোমাদিগের কিছুমাত্র প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারি নাই, সুতরাং তোমাদিগের রূপসাদৃশ্যে মোহিত হইয়া অতীব বেগযুক্ত শত্রুবিনাশক শর বিসর্জ্জন করি নাই। আমি তোমাদিগের রূপসাদৃশ্যে শঙ্কান্বিত হইয়া, পাছে মৎকর্ত্তৃক আমাদিগের উভয়ের মূল আহত হয়, ইহা বিবেচনা করতঃ জীবনান্তকর ভয়ঙ্কর শর পরিত্যাগ করি নাই। হে বীর্য্য সম্পন্ন কপিরাজ! যদি আমি চিত্তলাঘব ও অজ্ঞানবশতঃ তোমাকে নিহত করিতাম, তবে ইহ কালে লোকমধ্যে আমার অনভিজ্ঞতা ও মূঢ়তা বিখ্যাত হইত, এবং পর কালে আমাকে দত্তাভয়বধনামক মহাভয়ঙ্কর নরকে গমন করিতে হইত। অধুনা বরবর্ণিনী সীতা, লক্ষ্মণ ও আমি, আমাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যপ্রভৃতি সমস্তই তোমার অধীন হইয়াছে; এই বনবাসকালে তুমিই আমাদিগের আশ্রয়; তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই শর পরিত্যাগ করি নাই; তুমি আমার প্রতি অন্যথা আশঙ্কা করিও না; পরন্তু পুনর্ব্বার বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন কর; এই মুহূর্ত্তমধ্যেই তোমাদিগের যুদ্ধসময়ে বালীকে মৎকর্ত্তৃক এক বাণে নিহত ও ভূতলে পতিত হইয়া অঙ্গ পরিচালন করিতে অবলোকন করিবে। হে বানরেশ্বর! তুমি বালীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যাহার দ্বারা আমি তোমাকে অবগত হইতে পারি, অধুনা তুমি তাদৃশ কোন অভিজ্ঞান চিহ্ন ধারণ কর।—লক্ষ্মণ! তুমি এই গজপুষ্পীনাম্নী পুষ্পিতা প্রিয়দর্শনা লতা উৎপাটনপূর্ব্বক মহাত্মা সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে আবদ্ধ কর।"

অনন্তর, লক্ষ্মণ সেই গিরিতটসমুৎপন্না, সুপুষ্পিতা, প্রফুল্লিতা, গজপুষ্পীনাম্নী লতা উৎপাটনপূর্ব্বক সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে আবদ্ধ করিলেন। নিবিড় মেঘ সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত ও বলাকামালায় বিভূষিত হইয়া যাদৃশ শোভিত হয় তখন শ্রীমান্ সুগ্রীব সেই কণ্ঠলগ্নলতাদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া তাদৃশ শোভিত হইলেন, এবং রামের কথায় প্রযত্ন সমন্বিত ও লতাদ্বারাবিরাজিত দেহ হইয়া পুনর্ব্বার কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর অভিমুখে গমন করতঃ তৎসমীপবর্ত্তী হইলেন।

ইতি দ্বাদশ সর্গ॥ ১২॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

ধর্ম্মাত্মা রাম স্বর্ণভূষিত সুমহৎ ধনুঃ উদ্যত করিয়া সূর্য্যসদৃশ প্রভান্বিত যুদ্ধোপযোগী কএকটি শর গ্রহণপূর্ব্বক সুগ্রীবের সহিত ঋষ্যমূক পর্ব্বত হইতে বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যানগরীর অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। তখন মহাবল দৃঢ়গ্রীবমহাত্মা রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণের অগ্রভাগে গমন করিতে লাগিলেন, এবং বানরযূথপতিদিগের যূথপতি তার, নল, নীল, ও হনুমান্ তাঁহাদিগের অনুগামী হইলেন। তাঁহারা সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইয়া পুষ্পভারসমন্বিত বিবিধ বৃক্ষ, অনেক স্বচ্ছজলবাহিনী সাগরগামিনী নদী, বিবিধ কন্দর ও নির্ঝর, অনেক শৈল, নানাবিধ পর্ব্বত, অনেক গুহা ও প্রিয়দর্শনা দরী, নানা স্থানে ইতস্ততঃ বিচরণকারী মৃদুতৃণাঙ্কুরাহারী নির্ভয়চিত্ত অনেক হরিণ, শব্দদ্বারা গিরিতট প্রতিধ্বনিত করিতে সমুদ্যত শুক্লবর্ণ দন্তদ্বারা শোভান্বিত আকারদ্বারা গমনসক্ষমপর্ব্বতসদৃশ একাকী বিচরণকারী কূলবিদারী তড়াগবৈরী বহু মদমত্ত ভয়ঙ্কর বন্য হস্তী, তাদৃশ হস্তিসদৃশ রেণুজালসমাবৃত অনেক বানর, সিংহ ব্যাঘ্রপ্রভৃতি নানাবিধ পশু, আকাশচারী বহু পক্ষী এবং হংস, কারণ্ডব, সারস, বঞ্জুল, জলকুক্কুট, চক্রবাক ও অন্যান্য জলচর পক্ষিগণে সমাকীর্ণ, শোকনিবারক পদ্মকোরকসমূহে শোভিত, বৈদূর্য্যমণিসদৃশ নির্ম্মল জলসমন্বিত অনেক

তড়াগ অবলোকন করতঃ সত্বরভাবে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সত্বরভাবে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর অভিমুখে গমনকালে রঘুনন্দন রাম পথিমধ্যে বিবিধ বৃক্ষবিরাজিত এক কানন অবলোকন করতঃ সুগ্রীবকে কহিলেন, "হে সখে! এই বৃক্ষসমূহ, মেঘসমূহের ন্যায়, প্রকাশিত হইতেছে; অন্তভাগে কদলী বৃক্ষসমূহে পরিবৃত নিবিড় মেঘসদৃশ এই বন যে পূর্ব্বে কি ছিল, তাহা আমি অবগত হইতে বাসনা করিতেছি, এতৎবৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; অধুনা তুমি এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার ঔৎসুক্য অপনয়ন কর, ইহাই আমার বাসনা।"

মহাত্মা রঘুনন্দন রামের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া, সুগ্রীব গমন করিতে করিতে তাঁহার নিকটে সেই বনের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন, "হে রঘুনন্দন! সুস্বাদু মূল, ফল ও জলসমন্বিত বিবিধ কাননশোভিত এই সুবিস্তীর্ণ বন পূর্ব্বে এক শ্রমনিবারক আশ্রম ছিল। পূর্ব্বে এই আশ্রমে প্রশংসিত ব্রতানুষ্ঠায়ী 'সপ্তজন' নামে বিখ্যাত সপ্ত মহর্ষি ছিলেন। তাঁহারা অধোমস্তক হইয়া নিরন্তর জলমধ্যে থাকিতেন। সপ্ত দিবস পরে বায়ুমাত্রভোজনকারী সেই নিরন্তর জলবাসী মহর্ষিরা সপ্ত শত বৎসরান্তে সকায়ে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। বৃক্ষরূপ প্রাকারে পরিবেষ্টিত এই আশ্রম তাঁহাদিগের তপস্যাপ্রভাবে অদ্যাপি ইন্দ্রসহিত সুর ও অসুরগণেরও অধর্ষণীয়। পক্ষী ও অন্যান্য বনচারী প্রাণীরা এই আশ্রমে প্রবেশ করে না; যাহারা মোহপ্রযুক্ত ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। এস্থানে মহিলাগণের অলঙ্কারশব্দ ও মনোহর অক্ষরযুক্ত তূর্য্যধ্বনিসহকৃত গানশব্দ শ্রবণগোচর এবং মনোহর গন্ধ ঘ্রাণগোচর হয়। বোধ হয়, ইহার মধ্যে ত্রিবিধ অগ্নিই প্রজ্বলিত হইয়া থাকে; কেন না, কপোত ও অঙ্গারসদৃশ ধূসরবর্ণ নিবিড় মেঘের ন্যায়, ঐ ধূম বৃক্ষশিখর সমস্ত বেষ্টন করতঃ দৃষ্ট হইতেছে। শিখরভাগে ধূমসমাকীর্ণ হইয়া, ঐ সমস্ত বৃক্ষ, মেঘজালসমাকীর্ণ বৈদূর্য্যমণিসবর্ণ পর্ব্বতের ন্যায়, প্রকাশিত হইতেছে। হে ধার্ম্মিক রঘুনন্দন রাম! আপনি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত প্রযতচিত্ত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিদিগকে উদ্দেশ করতঃ প্রণাম করুন্; কেন না, যাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন, তাঁহাদিগর শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও অশুভ থাকে না।"

অনন্তর রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই মহাত্মা মহর্ষিদিগকে উদ্দেশ করতঃ প্রণাম করিলেন। পরে ধর্ম্মাত্মা রাম, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তাঁহাদিগকে উদ্দেশিয়া প্রণাম করতঃ প্রহৃষ্টচিত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই সপ্তজননামক মহর্ষিদিগের আশ্রমসন্নিধান হইতে বহির্গত হইয়া বহু দূর পথ অতিক্রমপূর্ব্বক বালিপালিতা অধর্ষণীয়া কিষ্কিন্ধ্যানগরী দেখিতে পাইলেন। অনন্তর রাম, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবপ্রভৃতি বানরগণ স্ব স্ব আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক শত্রু ইন্দ্রপুত্র বালীকে বধ করিবার নিমিত্তে পুনর্ব্বার তাহার বীর্য্যদ্বারা পালিতা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সকলেরই উৎকট তেজঃ প্রকাশ পাইতেছিল।

ইতি ত্রয়োদশ সর্গ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

রাম ও অন্যান্য সকলে বালিপালিতা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর নিকটবর্ত্তী হইয়া নিবিড় বনমধ্যে বৃক্ষসমূহদ্বারা স্ব স্ব দেহ আবৃত করতঃ অবস্থিত হইলেন। তখন কাননপ্রিয় বিপুলগ্রীব সুগ্রীব চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া বালীকে আহ্বান করিবার নিমিত্তে ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গর্জ্জনশব্দে নভোমণ্ডল যেন বিদারিত হইতে থাকিল। অনন্তর দর্পযুক্ত সিংহসদৃশ গমনকারী তরুণ সূর্য্যসবর্ণ সুগ্রীব বায়ুবেগে আন্দোলিত মহামেঘের ন্যায়, গর্জ্জন করিয়া ক্রিয়াদক্ষ

রামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে বীর! আমরা বাগুরা-স্বরূপ বানরগণে পরিবৃতা, তপ্তকাঞ্চনভূষিতা বালিপালিতা, যন্ত্র ও ধ্বজসমূহে সমাকীর্ণা কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর নিকটে আগমন করিয়াছি; আপনি পূর্ব্বে বালিবধার্থে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অধুনা, যেমন কাল লতাকে ফলবতী করে, তদ্রূপ শীঘ্রই সেই প্রতিজ্ঞা ফলবতী করুন।"

শত্রুসূদন রঘুনন্দন ধর্ম্মাত্মা রাম সুগ্রীব-কর্ত্তৃক ঐরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "হে বীর! লক্ষ্মণ এই যে হস্তিপুষ্পী নাম্নী লতা উৎপাটনপূর্ব্বক তোমার গলদেশে আবদ্ধ করিয়াছেন, ইহা তোমার উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞানচিহ্ন হইয়াছে; তুমি এই গললগ্নলতাদ্বারা সমধিক শোভাসম্পন্ন হইয়াছ। যদি আকাশ-মণ্ডলে ঈদৃশী বিপরীত ঘটনা ঘটে,—যদি সূর্য্য-মণ্ডল নক্ষত্রমালা দ্বারা বিরাজিত হয়, তবেই তোমার সাদৃশ্য ধারণ করিতে পারে! হে বানররাজ সুগ্রীব! অদ্য আমি যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র বাণ মোচন করিয়াই তোমার বালিসহ বিরোধ ও বালিজনিত ভয় অপনয়ন করিব। অধুনা তুমি আমারে তোমার শত্রুরূপী ভ্রাতা বালীকে প্রদর্শন কর; তাহা হইলেই, সে মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধূলীর উপরি বিলুণ্ঠিত হইবে। যদি এবারে সে আমার দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া জীবন লইয়া প্রতিগমন করিতে পারে, তবে তুমি অবিলম্বে আমাকে দোষী বিবেচনা করতঃ ভর্ৎসনা করিও। আমি তোমার সমক্ষে এক বাণে সেই সাতটি শাল-বৃক্ষ বিদারণ করিয়াছি; অধুনা তুমি মদীয় তাদৃশ বলদ্বারা বালীকে যুদ্ধে নিহত মনে কর। আমার চিত্ত কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠানেই নিরত; অতএব আমি প্রাণান্তকর ব্যসনে নিমগ্ন হইয়াও পূর্ব্বে কথন মিথ্যা কথা বলি নাই, এবং ভবিষ্যতেও বলিব না। যেমন শতযাজি-মেধরাজী মহেন্দ্র বৃষ্টিদ্বারা ধান্যবৃক্ষ সকল সফল করেন, তদ্রূপ আমি অবশ্যই স্বীয় প্রতিজ্ঞা ফলবতী করিব; তুমি ভয়বিহীন হও। হে সুগ্রীব! অধুনা বানরশ্রেষ্ঠ স্বর্ণমালাধারী বালী যাদৃশ শব্দ শ্রবণ করিয়া নগরী হইতে বহির্গত হয়, তুমি তাহাকে আহ্বান করতঃ তাদৃশ শব্দ কর। বালী নিতান্ত যুদ্ধপ্রিয়, শত্রুবিজয়ে গর্ব্বিত ও বিজয়চিহ্নে বিরাজিত; অতএব সে যদি এখন মহিলাসন্নিধানে থাকে, তথাপি ত্বৎকর্ত্তৃক যুদ্ধার্থে আহূত হইয়া অবশ্যই মহিলা সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরী হইতে বহির্গত হইবে; কেন না, শৌর্য্যসম্পন্ন বীরেরা স্ব স্ব বীর্য্য স্মরণ করতঃ শত্রুগণের যুদ্ধবিষয়ক আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহা সহ্য করিতে পারেন না, বিশেষতঃ মহিলাগণের সমক্ষে তাহা কখনই সহ্য হয় না।"

স্বর্ণসদৃশ পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া যেন নভোমণ্ডল বিদরণ করতঃ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, শ্রেষ্ঠ বৃষভেরা ভীত ও প্রভারহিত হইয়া, রাজদোষে অন্যকর্ত্তৃক পরামৃষ্টা ব্যাকুলভাবাপন্না কুল-মহিলাদিগের ন্যায়, প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইল, মৃগগণ, যুদ্ধে সমাহত অশ্বগণের ন্যায়, বেগে গমন করিতে লাগিল, এবং পক্ষীরা, ক্ষীণপুণ্য গ্রহগণের ন্যায়, ভূতলে পতিত হইতে থাকিল। রাম এবারে অবশ্যই বালীকে বধ করিবেন, এরূপ বিশ্বাসান্বিত ও শৌর্য্যপ্রকা-শার্থে তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া, তখন সূর্য্যনন্দন সুগ্রীব, বায়ুদ্বারা সমালোড়িত তরঙ্গমালাসমন্বিত সাগর ও নিবিড় মেঘের ন্যায়, নিনাদ করিতে লাগিলেন।

ইতি চতুর্দ্দশ সর্গ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ।

অনন্তর, অমর্ষণস্বভাব বালী অন্তঃপুরমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় ভ্রাতা মহাত্মা সুগ্রীবের সেই গর্জ্জনশব্দ শ্রবণ করিল। সকল প্রাণীই যাহা শ্রবণ করতঃ কম্পান্বিতকলেবর হইয়া উঠে, সুগ্রীবের তাদৃশ গর্জ্জন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তখনই তাহার প্রমত্তভাব অপগত ও সমধিক ক্রোধ উপস্থিত হইল। তৎকালে ঘোরদন্তবিশিষ্ট স্বর্ণবর্ণ বালী এরূপ ক্রোধান্বিত

হইল, যে, তদীয় নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নির সাদৃশ্য ধারণ করিল; কিন্তু সে, রাহু-গ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায়, প্রভাবিহীন ও পদ্মরহিত মৃণালমাত্র সমন্বিত হ্রদের ন্যায়, শ্রীভ্রষ্ট হইল; তথাপি শূরগণের নিতান্ত অসহনীয় তাদৃশ গর্জ্জনধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক সহ্য করিতে না পারিয়া বেগযুক্ত পাদবিক্ষেপদ্বারা যেন পৃথিবীকে বিদারণ করতঃ সেই শব্দ উদ্দেশে গমন করিতে লাগিল। তখন তদীয় পত্নী পতিব্রতা তারা স্নেহপ্রযুক্ত ভীতা ও ভয়জনিত ব্যাকুলভাব সমন্বিতা হইয়া সখিভাব প্রদর্শন করতঃ তাহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই হিতজনক বাক্য বলিলেন, "হে বীর! যেমন প্রভাতে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া উপভুক্ত মাল্য পরিত্যাগ করিয়া থাক, তদ্রূপ নদীবেগের ন্যায় সমাগত এই ক্রোধ মঙ্গলে মঙ্গলে পরিত্যাগ কর। হে বীর্য্যসম্পন্ন বানররাজ! তুমি কল্য প্রভাতে সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিও; যদিও তোমার শত্রু তোমা হইতে সমধিক বীর্য্যবান্ নহে, এবং তুমিও শত্রু হইতে হীনবীর্য্য নহ, তথাপি অধুনা তোমার সহসা বহির্গমন আমার অভিমত হইতেছে না। আমি যে কারণে তোমাকে গমনে নিবারণ করিতেছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুগ্রীব কিয়ৎকালপূর্ব্বে ক্রোধ প্রযুক্ত সমাগত হইয়া তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে, তুমি নগরী হইতে বহির্গত হইয়া তাহাকে সমধিক প্রহার করতঃ দূরীকৃত করিয়াছিলে, এবং সেও পলায়ন তৎপর হইয়া দশ দিক্ আশ্রয় করিয়াছিল। সে অনতিপূর্ব্বে তোমা কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পীড়িত ও নিরাকৃত হইয়াও যে এক্ষণে পুনর্ব্বার আসিয়া তোমাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে, ইহা আমার মহতী শঙ্কা উৎপাদন করিতেছে। তাহার গর্জ্জন-শব্দে যাদৃশ অধ্যবসায়, দর্প ও উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে, তাদৃশ অধ্যবসায়, দর্প ও উৎসাহ যে সামান্য কারণে হইয়াছে, ইহা কখনই বোধ হয় না। আমি বিবেচনা করি, যে, সুগ্রীব কখনই সহায়বিহীন হইয়া এখানে আগমন করে নাই; সে নিশ্চয়ই সহায়-সম্পন্ন হইয়াছে, এবং সহায়কে আশ্রয় করিয়াই এরূপ গর্জ্জন করিতেছে। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব স্বভাবতঃই অতি কার্য্যদক্ষ, অথচ অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ও বটে; সে বীর্য্য পরীক্ষা না করিয়া কখনই সখ্য করে নাই। হে বীর! ইতিপূর্ব্বে আমি কুমার অঙ্গদের প্রমুখাৎ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমার হিতার্থে বলিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্য কুমার অঙ্গদ বনমধ্যে বিচরণ করিতে গিয়াছিলেন। তখন চারগণ তৎসমীপে এই বিবরণ নিবেদন করিয়াছে, যে, অযোধ্যাধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশজাত দশরথের দুই পুত্র কোন কারণ বশতঃ অরণ্যবাসী হইয়াছেন; তাঁহাদিগের নাম রাম ও লক্ষ্মণ; তাঁহারা অত্যন্ত শৌর্য্যসম্পন্ন ও যুদ্ধে অজেয়, অধিক কি, যুদ্ধে তাঁহাদিগের নিকটে গমন করাও অসাধ্য; তাঁহারা সুগ্রীবের প্রিয়কার্য্য সাধনার্থী হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আগমন করিয়াছেন। পরে অঙ্গদ আমার নিকটে আসিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন। যুগান্তকালীন প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসদৃশ, শত্রুবলবিনাশী সেই লোকবিখ্যাত রাম তোমার ভ্রাতার যুদ্ধ বিষয়ে সহায় হইয়াছেন। সমর কার্য্যে উপমাবিহীন সেই অজেয় মহাত্মা রাম জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পন্ন, পিতার আদেশানুবর্ত্তী, সাধুগণের আশ্রয়বৃক্ষস্বরূপ, বিপন্ন ব্যক্তিদিগের পরমগতি, শত্রুপীড়িত জনগণের শত্রুনাশার্থে আশ্রয়ণীয় এবং যেমন শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত ধাতু-সমূহের আধার, তদ্রূপ গুণগণের আধার; অতএব তাঁহার সহিত তোমার বিরোধ করা বিধেয় নহে। হে শূর! আমি তোমাকে কোন কথা বলিতেছি, কিন্তু আমার বাসনা, যে তুমি তদ্বিষয়ে অসূয়া প্রকাশ না কর; অধুনা যাহা তোমার মঙ্গলজনক, আমি তাহাই বলিতেছি; তুমি শ্রবণ করিয়া তদুচিত কার্য্য কর। হে বীর! তুমি আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত বিরোধ করিও না, পরন্তু মঙ্গলে মঙ্গলে তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর। হে রাজন্! অধুনা শত্রুভাব দূরে নিক্ষেপ করিয়া সুগ্রীব ও রামের সহিত তোমার সখ্যভাব অবলম্বন করাই আমার বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হইতেছে। বানরশ্রেষ্ঠ বিপুলগ্রীব সুগ্রীব

মদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং তাহাকে বিশেষ-রূপে তোমার পালন করাই উচিত; সে দূরেই থাকুক, বা নিকটেই থাকুক, সর্ব্বতোভাবেই তোমার পরম বন্ধু—আমি পৃথিবী মধ্যে তোমার ঈদৃশ কোন বন্ধুকেই দেখিতেছি না, যিনি তাহার সদৃশ হইতে পারেন; অতএব তুমি তাহাকে পূর্ব্ববৎ অধিকার প্রদান ও সম্মান প্রভৃতি সমুচিত সৎকার দ্বারা সকল বিষয়ে আত্মতুল্য কর, অর্থাৎ যুবরাজ কর, এবং সেও ত্বৎকর্ত্তৃক পরম বন্ধুরূপে অভিমত হইয়া বৈরিভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ অবলম্বন করতঃ তোমার নিকটে থাকুক; অধুনা এতদ্ভিন্ন তোমার জীবন রক্ষার অন্য উপায় নাই। যদি তুমি আমাকে হিতকারিণী বোধ কর, এবং মদীয় প্রিয়কার্য্যসাধনে অভিলাষী হও, তবে মঙ্গলে মঙ্গলে আমার কথা রক্ষা কর, আমি প্রণয়বশতঃই তোমার নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এবং মদীয় বাক্য শ্রবণ কর; অধুনা তুমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইও না; যেহেতু ইন্দ্রসমতেজস্বী কোশলরাজপুত্র রামের সহিত বিরোধ করা তোমার অনুচিত।"

তখন পতিব্রতা তারা বালীর হিতকর ও অবশ্য পালনীয় ঐরূপ বাক্য বলিলেন; কিন্তু মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়ায়, বালী কালের বশীভূত হইয়াছিল, সুতরাং উহা তাহার রুচিকর হইল না।

ইতি পঞ্চদশ সর্গ ॥ ১৫

ষোড়শ সর্গ।

চন্দ্রবদনা তারা ঐরূপ বলিলে, বালী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিল এবং এই কথা বলিল, "হে বরাননে! আমি কি কারণে ঐ সংরম্ভ সহকারে গর্জ্জনকারী পরম শত্রু কনিষ্ঠ ভ্রাতার গর্জ্জনধ্বনি সহ্য করিব? হে ভীরু যাঁহারা কখন শত্রুকর্ত্তৃক ধর্ষিত বা যুদ্ধে নিবৃত্ত হন নাই, তাদৃশ শূরগণের শত্রুকৃতধর্ষণা সহ্য করা মৃত্যু হইতেও সমধিক ক্লেশকর; অতএব আমি ঐ যুদ্ধাভিলাষী ক্ষীণগ্রীব সুগ্রীবের যুদ্ধ বিষয়ক আটোপ ও গর্জ্জনধ্বনি সহ্য করিতে পারিব না। তুমি রঘুনন্দন রাম হইতে ভয় সম্ভাবনা বিবেচনা করতঃ আমার নিমিত্ত বিষাদ করিও না; কেন না, তিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও কর্ত্তব্য বিষয়ে সমধিক জ্ঞানবান্, তিনি কিপ্রকারে বানরবধরূপ পাপ কার্য্য করিবেন? আমার প্রতি তোমার যাদৃশ সৌহার্দ্দ ও ভক্তি আছে, তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে; তুমি আর কেন আমার অনুগামিনী হইতেছ? অধুনা মহিলাগণের সহিত নিবৃত্তা হও। আমি তথায় যাইয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করতঃ তদীয় দর্পমাত্র অপনয়ন করিব, কিন্তু তাহার জীবন বিনাশ করিব না; তুমি এই ভয়জনিত ব্যাকুলভাব পরিত্যাগ কর। আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত দুরাত্মা সুগ্রীবের অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদন করিব; সে কখনই আমার দর্প ও সুদৃঢ় প্রহার সহ্য করিতে পারিবে না, অতএব মৎকর্ত্তৃক বৃক্ষ ও মুষ্টিপ্রহারে পীড়িত হইয়া প্রতিগমন করিবে সন্দেহ নাই। হে তারে! আমার প্রতি তোমার সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করা ও মদীয় সাহায্য করা হইয়াছে; তোমাকে আমার জীবনের শপথ, 'তুমি পরিজনগণের সহিত নিবৃত্ত হও; আমি যুদ্ধে ভ্রাতা সুগ্রীবকে পরাজয় করিয়া এখনই প্রত্যাগমন করিব।"

অনন্তর মন্ত্রজ্ঞানকুশলা প্রিয়বাদিনী অনুকূলা তারা মন্দ মন্দ রোদন করতঃ বালীকে আলিঙ্গন করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তদীয় বিজয় বাসনা করতঃ মন্ত্রানুসারে তাহার স্বস্ত্যয়ন করিয়া শোকে মোহান্বিতা হইয়া পরিচারিণীগণসহ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। তিনি পরিচারিণীগণের সহিত স্বীয় ভবনে প্রবিষ্টা হইলে, শ্রীমান্ বালী অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, মহাসর্পের ন্যায়, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নগরী হইতে মহাবেগসহকারে নির্গত হইল এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ শত্রুদর্শনার্থে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইল যে, স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করতঃ যুদ্ধাভিলাষে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছেন। সুগ্রীবকে

যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া পরম ক্রোধনস্বভাব মহাবাহু বীর্য্যবান্ বালী দৃঢ়রূপে বস্ত্র পরিধান করিল এবং দৃঢ়বদ্ধবস্ত্র হইয়া মুষ্টি উত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করতঃ সতর্কতাসহকারে তদীয় অভিমুখে ধাবিত হইল। যুদ্ধকৌশলাভিজ্ঞ সুগ্রীবও দৃঢ়বদ্ধ মুষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক স্বর্ণমালাধারী বালীকে উদ্দেশ করতঃ সংরম্ভসহকারে বেগে অগ্রসর হইলেন। তিনি ক্রোধে রক্তনয়ন হইয়া বালীর অভিমুখে মহাবেগে গমন করিতে থাকিলে, সে তাঁহাকে এই কথা বলিল যে, মদীয় এই সুদৃঢ়বদ্ধ নিয়তাঙ্গুলি মুষ্টি মৎকর্তৃক বেগসহকারে তোর উপরি পাতিত হইয়া তোর জীবন গ্রহণ করিয়াই নিবৃত্ত হইবে। সুগ্রীব বালিকর্তৃক এইরূপ উক্ত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মদীয় মুষ্টিই প্রাণ হরণ করিবার নিমিত্ত তোর মস্তকে পতিত হউক। পরে বালী বেগসহকারে তাঁহাকে আক্রমণ করতঃ প্রহার করিলে, তিনি রক্ত ক্ষরণ করতঃ নির্ঝর সমন্বিত পর্ব্বতের সদৃশ হইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলদ্বারা এক শালবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা পর্ব্বতে আঘাত করেন, তদ্রূপ সেই শালবৃক্ষদ্বারা বালীর সমস্ত মর্ম্ম স্থানে আঘাত করিলেন। বালী শালবৃক্ষের প্রহারে জর্জ্জরীকৃত ও বিহ্বল হইয়া বিবধ পণ্যসমাকীর্ণা গুরুতরভারে আক্রান্তা সাগর মধ্যবর্ত্তিনী নৌকার সাদৃশ্য ধারণ করিল। অনন্তর, ভয়ঙ্কর বলবীর্য্যসম্পন্ন, গরুড়সদৃশবেগবান্, ভয়ঙ্করাকার সেই দুই বানরপ্রধান পরস্পর শত্রুবিনাশে সমুদ্যত হইয়া পরস্পরের ছিদ্র অন্বেষণ করতঃ, আকাশমণ্ডলে সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায়, যুদ্ধ করিতে থাকিলে, ক্রমে বালী বলবীর্য্য সমন্বিত হইয়া সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সূর্য্যপুত্র মহাবীর সুগ্রীব হীনবল হইতে থাকিলেন। ক্রমে সুগ্রীব বালীর অপেক্ষায় অতিশয় হীনপরাক্রম হইলেন এবং তদীয় দর্প বালিকর্তৃক বিনাশিত হইল। তখন তিনি তাঁহার প্রতি ক্রোধবশতঃ রঘুনন্দন রামকে তাঁহাকে প্রদর্শন করিলেন। সেই সময়ে, ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, সুগ্রীব ও বালীর মুষ্টি, জানু, পাদ, বাহু, শাখাযুক্ত বৃক্ষ, পর্ব্বতশৃঙ্গ ও কোটি বজ্রসদৃশ নখসমূহদ্বারা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই দুই বনচারী বানরপ্রধান রক্তাক্ত কলেবর হইয়া, মহামেঘদ্বয়ের ন্যায়, উৎকট ধ্বনি করতঃ পরস্পরকে ভৎসনা করিতে করিতে যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। অনন্তর, বানররাজ সুগ্রীব অতিশয় হীনবল ও পীড়িত হইয়া বারংবার দশদিক্ অবলোকন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া, মহাতেজা মহাবীর রঘুনন্দন রাম এক সর্পসদৃশ জীবনান্তকর বাণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং ধনুতে সেই বাণ যোজনা করিয়া যমের কালচক্র আকর্ষণের ন্যায় তাহা আকর্ষণ করিলেন। তখন তাঁহার জ্যা ও তলশব্দে ভীত ও যুগান্ত সময়ে প্রাণিগণ যেমন মোহিত হয়, তাহার ন্যায় মোহিতচিত্ত হইয়া পক্ষী ও মৃগ সকল ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। পরে তিনি বালীর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া প্রদীপ্ত বজ্রসদৃশ প্রজ্বলিত ও শব্দকারী সেই মহাবাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তদীয় বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। বীর্য্যবান্ মহাতেজা বানররাজ বালী সেই অতিবেগযুক্ত বাণদ্বারা সমাহত, বল ও সংজ্ঞাবিহীন, আবদ্ধস্বর ও বাষ্পদ্বারা রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আশ্বিন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে সমুত্থাপিত ইন্দ্রধ্বজ যেরূপ উৎসবান্তে ভূতলে পতিত হয় তদ্রূপ তখন বালী ধীরে ধীরে মহীতলে নিপতিত হইল। তৎকালে কালান্তক যমসদৃশ নরোত্তম রামকার্ম্মুকচ্যুত, হরমুখবিসৃষ্ট সধূম অগ্নি ও যমদণ্ডসদৃশ সুবর্ণবিভূষিত শত্রুবিনাশক্ষম প্রজ্বলিত মহাশর প্রভাবে ইন্দ্রপুত্র বালী চৈতন্যরহিত ও রুধিরধারায় সংসক্ত হইয়া যুদ্ধস্থলে পতিত হওয়ায়, পাতিত ইন্দ্রধ্বজ ও গিরিজাত সুপুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ইতি ষোড়শ সর্গ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

রণকর্কশ বালী রামকর্তৃক শরদ্বারা সমাহত হইয়া সহসা ছিন্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে

পতিত হইল। তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত ভূষণসমূহে অলঙ্কৃত বানরাধিপতি বালী ভূমিতলে সমস্ত অঙ্গ বিন্যাস করতঃ বন্ধনরজ্জুমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় নিপতিত হইলে, নভোমণ্ডল যেন চন্দ্রপ্রভারহিত হইল এবং ভূমণ্ডলও আর পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইল না। পরন্তু মহাত্মা বালী ভূমিতলে পতিত হইলেও তদীয় দেহ, জীবন, শোভা, তেজঃ ও পরাক্রম পরিত্যাগ করিল না; কেন না, তখন সেই ইন্দ্রপ্রদত্ত, বিবিধ রত্নভূষিতা, স্বর্ণনির্ম্মিতা মালা, বালীর জীবন, তেজঃ ও সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতেছিল। বানররাজ বালী সেই স্বর্ণমালাদ্বারা অন্তভাগে সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় বিরাজিত হইল। সে ভূতলে পতিত হইলেও তাহার কান্তি দেহ, মালা ও মর্ম্মঘাতী শর এই তিন অংশে বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। রামের শরাসনমুক্ত সেই অস্ত্র বীর্য্যবান্ বালীকে স্বর্গপথ প্রদর্শন করতঃ পরম গতি লাভের অধিকারী করিল। অনন্তর, যাহার বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত, বাহুদ্বয় অতিবৃহৎ, বদন প্রদীপ্ত ও নয়ন পিঙ্গলবর্ণ, সেই স্বর্ণমালাধারী ইন্দ্রপুত্র বালী যুদ্ধস্থলে পতিত হইয়া শিখারহিত অগ্নি, পুণ্যক্ষয়ান্তে দেবলোক হইতে ভূতলে পতিত যযাতি এবং যুগান্তকালে কালদ্বারা ভূতলে পাতিত সূর্য্য, দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র ও দুঃসহ উপেন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিলে, রাম লক্ষ্মণের সহিত তাহাকে অবলোকন করতঃ তৎসমীপে যাইতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর, মহাবীর রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতা বহুমানসংকারে সেই ভূতলপতিত, শিখারহিত অগ্নিসদৃশ, অল্পে অল্পে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত বালীর সমীপবর্ত্তী হইলে, বালী মহাবল রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া ধর্ম্মযুক্ত ও বিনয়ান্বিত অথচ শ্রবণকঠোর বাক্য বলিল। তখন সে রণগর্ব্বিত, রামকর্ত্তৃক সমাহত, বলহীন ও অচেতনপ্রায় হইয়াও ধৈর্য্য ধারণ করতঃ গর্ব্বসহকারে তাঁহাকে ঈদৃশ অর্থযুক্ত বাক্যে উক্তি করিল, "আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকায় তোমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছি; তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে বধ করিয়া কি যশো লাভ করিলে? হে রাজন্! পৃথিবীমধ্যে সকল প্রাণীই তোমার ঈদৃশ যশঃ কীর্ত্তন করিয়া থাকে যে, রাম বিশুদ্ধ রাজবংশে সমুৎপন্ন, মহোৎসাহসম্পন্ন, বলবান্, তেজস্বী, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি বিবিধ ব্রতানুষ্ঠায়ী, সকল জীবের হিতকারী, দয়াপ্রকাশে সুদক্ষ, পরম দয়ালু, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কোন্ সময়ে কি কর্ত্তব্য ও কোন্ সময়ে কি অকর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ; বিশেষতঃ শম, দম, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বল, পরাক্রম ও অপরাধী ব্যক্তিকে সমুচিত দণ্ড প্রদান, এ সমস্ত রাজাদিগের স্বাভাবিক গুণ; অতএব বিশুদ্ধ রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করা প্রযুক্ত তোমারও সেই সমস্ত গুণ আছে ইহা অবধারণ করিয়াই আমি তারাকর্ত্তৃক যুদ্ধ করিতে নিবারিত হইয়াও সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমাগত হইয়াছিলাম। তোমার স্বভাব বিশেষরূপে অবগত না থাকাতেই আমার ঈদৃশী বুদ্ধি হইয়াছিল যে, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রমত্ত হইলে তুমি কখনই আমাকে আঘাত করিতে পারিবে না। আমি পূর্ব্বে তোমাকে পাপাচারী, পাপাচরিতা গোপনার্থে ধার্ম্মিক বেশধারী ও ভস্মসমাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় গুপ্তভাবে অনিষ্টকারী জানিতে পারি নাই; অধুনা জানিতে পারিলাম যে, তুমি বাস্তবিক অধার্ম্মিক ধার্ম্মিকচিহ্নমাত্রধারী, পাপাচারী, সাধুদিগের প্রাণাপহারী ও তৃণসমাবৃত কূপের ন্যায় গুপ্তভাবে অনিষ্টকারী। হে রাজন্! তুমি নরপতি দশরথের পুত্র, প্রিয়দর্শন ও সকল জীবের বিশ্বাসভাজন এবং তোমাতে ধার্ম্মিক সূচক চিহ্নও দেখা যাইতেছে; আর আমি ফলমূলভোজী বানর, বনমধ্যে বাস করিয়া থাকি; আমার সহিত তোমার বিরোধ জন্মিবার সম্ভাবনাই নাই; বিশেষতঃ আমি তোমাকে অবজ্ঞাও করি নাই,—তোমার রাজ্যে বা নগরে কিঞ্চিন্মাত্রও পাপাচরণ করি নাই এবং তোমার সহিত যুদ্ধ করিতেও প্রবৃত্ত হই নাই, অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলাম; তবে তুমি বিনা অপরাধে কেন আমার হিংসা করিলে? যিনি ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং যথাবিধি বেদ অধ্যয়ন করতঃ সংশয় বিহীন

হইয়াছেন, ঈদৃশ কোন্ ব্যক্তি ধার্ম্মিকতাসূচক চিহ্ন ধারণ করতঃ ক্রূ রজনোচিত কার্য্য করিয়া থাকেন? হে রাজন্। সাম, দান, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, সত্য পরাক্রম, ক্ষমা ও অপরাধীদিগকে সমুচিত দণ্ডপ্রদান, এ সমস্ত রাজাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ গুণ; তুমিও প্রসিদ্ধ রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং "ধার্ম্মিক" বলিয়াও লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছ, কিন্তু কি জন্য বাস্তবিক অশান্তপ্রকৃতি হইয়া শান্তপ্রকৃতির চিহ্ন ধারণ করতঃ বিচরণ করিতেছ? হে নরনাথ রাম! তুমি পুরুষপ্রধান; সুতরাং আমাদিগের বন ও ফলমূল প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় আছে, তোমার কোন মতেই সেই সকল বিষয়ে লোভ জন্মিতে পারে না, উর্ব্বরা ভূমি, স্বর্ণ ও রজত, এই সমস্ত বিষয়ই তোমাদিগের অন্যকে নিগ্রহ করিবার কারণ, কিন্তু আমরা ফল মূলভোজী বনবাসী পশু, আমাদিগের ভূমি উর্ব্বরা নহে ও স্বর্ণ রজতপ্রভৃতি ধনও নাই; এবং আমাদিগেরও স্বভাব এই যে, আমরা ফলমূল ভোজনাদি প্রাকৃতিক কার্য্য সমাধা করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া বনমধ্যে বাস করি, নগর বা নগরীর সুখে লোভ করি না; অতএব আমাদিগের সহিত তোমার বিরোধ জন্মিবার কোন কারণই নাই। হে নরনাথ! নীতি ও অনীতি এবং অনুগ্রহ ও নিগ্রহ, এ সমস্ত বিষয়ে রাজব্যবহার কখন সঙ্কীর্ণ হয় না, অর্থাৎ রাজারা নীতির অনুবর্ত্তন করিবার স্থলে অনীতির অনুবর্ত্তন বা অনীতির অনুবর্ত্তন করিবার স্থলে নীতির অনুবর্ত্তন করেন না এবং অনুগ্রহ করিবার স্থলে নিগ্রহ বা নিগ্রহ করিবার স্থলে অনুগ্রহ করেন না; যেহেতু তাঁহারা ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না, বস্তুতঃ ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারেই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু তুমি ক্ষত্রিধর্ম্মে অনাস্থাবান্, কামপ্রধান, ক্রোধনস্বভাব, অনবস্থিতচিত্ত, রাজব্যবহারের বিপরীতাচারী ও কেবল শরাসনধারী এবং তোমার বুদ্ধি অর্থ বিষয়েও অভিজ্ঞা নহে; তুমি কেবল কামচারী হইয়া ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক যথেষ্ট বিষয়ে আকৃষ্যমাণ [illegible] হে কাকুৎস্থ। তুমি বিনা অপ-

রাধে বাণদ্বারা আমাকে হত্যা করতঃ অতিনিন্দিত কার্য্য করিয়া সাধুদিগের নিকটে কি বলিবে? ব্রাহ্মণঘাতী, রাজবিনাশী, গোহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী, অকৃতদার জ্যেষ্ঠসত্ত্বে দারপরিগ্রাহী, চৌর, দুঃশীল, নাস্তিক, বিনা অপরাধে প্রাণিবিনাশক, মিত্রঘাতক ও পরাপকারক, এই সকল ব্যক্তি পাপাত্মাদিগের গম্য নরকে গমন করে, ইহাতে সংশয় নাই। হে রঘুনন্দন! তোমার সদৃশ সাধুচরিত্র ধার্ম্মিকদিগের মদীয় মাংস অভক্ষ্য এবং অস্থি, চর্ম্ম ও রোম সমস্তও অব্যবহার্য্য; কেন না, শশ, গণ্ডার, শল্লকী, গোধা ও কূর্ম্ম, এই পাঁচটি পঞ্চনখ পশুই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের ভক্ষ্য, এতদতিরিক্ত পঞ্চনখ পশুমাত্রই অভক্ষ্য। হে রাম! আমি ঈদৃশ পঞ্চনখ পশু যে, আমার মাংস অভক্ষ্য; অধিক কি, মনীষাসম্পন্ন মানবেরা আমার চর্ম্ম ও অস্থিপর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না; তথাপি তুমি কি প্রয়োজনে আমাকে হত্যা করিলে? অধুনা বোধ হইতেছে যে, তারার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল বিষয়েই জ্ঞান আছে; কেন না, তিনি আমাকে যে হিতকর বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য! হা! আমি তাঁহার বাক্য অতিক্রম করিয়াই কালের বশীভূত হইলাম! হে কাকুৎস্থ! তুমি পৃথিবীর নাথ বট, কিন্তু বিধর্ম্মাবলম্বী; অতএব যেমন সুশীলা মহিলা বিধর্ম্মাবলম্বী স্বামীর দ্বারা নাথবতী হন না, তদ্রূপ তোমার দ্বারা পৃথিবী দেবীও নাথবতী হয়েন নাই। তুমি ক্ষুদ্রস্বভাব, নীচ, শঠ, প্রতারক ও পাপাচারী এবং তোমার চিত্তও বাস্তবিক প্রশান্ত নহে; তুমি কি প্রকারে মহাত্মা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? হা! যে সাধুচরিত্ররূপ কক্ষা ছেদন করিয়াছে এবং ধর্ম্মরূপ অঙ্কুশবিহীন হইয়াছে; আমি তাদৃশ রামরূপ হস্তিকর্ত্তৃক নিহত হইলাম! তুমি ঈদৃশ যুক্তিবিরুদ্ধ, সাধুগণনিন্দিত, অশুভ কার্য্য করিয়া সাধুগণের সহিত সঙ্গত হইয়া কি বলিবে? হে রাম! আমি তোমার কিছুমাত্র অপকার করি নাই; কিন্তু আমার প্রতি তোমার যাদৃশ বিক্রম [illegible]

করিয়াছে, তাহার প্রতি ও তোমার তাদৃশ বিক্রম প্রকাশ দুষ্ট হইতেছে না। হে রাজনন্দন! যদি তুমি মদীয় নয়ন-গোচর হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে, তবে নিশ্চয়ই মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া অদ্যই সূর্য্যপুত্র যমদেবকে দর্শন করিতে। যেমন পাপাসক্ত, অগাধনিদ্রান্বিত মানব সর্পকর্ত্তৃক অলক্ষ্যভাবে নিহত হয়, তদ্রূপ আমি তোমাকর্ত্তৃক অলক্ষ্য-ভাবে নিহত হইলাম; কিন্তু তুমি দৃশ্যভাবে আমার নিকটেও আসিতে পারিতে না। তুমি যে বিষয় উদ্দেশে সুগ্রীবের প্রিয়কার্য্যসাধনার্থ আমাকে নিহত করিলে, যদি পূর্ব্বে আমাকে সেই বিষয় সম্পাদনার্থে আদেশ করিতে, তবে আমি এক দিনেই তোমার সীতাকে আনয়ন করিতাম এবং তোমার ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা রাক্ষসকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তদীয় কণ্ঠদেশে রজ্জু বন্ধন করতঃ তাহারে তোমার নিকট সম-র্পণ করিতাম। মিথিলারাজদুহিতা সীতা সমুদ্রজলেই থাকুন, বা পাতালেই থাকুন; যেমন বিষ্ণু শ্বেতবর্ণা অশ্বতরীরূপিণী শ্রুতি দেবীকে পাতাল হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি তোমার আদেশানুসারে তাঁহাকে তথা হইতে আনয়ন করিতাম। আমি স্বর্গে গমন করিলে, সুগ্রীব রাজ্য লাভ করে, ইহা উপযুক্ত বটে; কিন্তু তুমি যে তাহার রাজ্য-লাভার্থে অধর্ম্মানুসারে আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হনন করিলে, ইহা নিতান্ত অযুক্ত। দেহিগণ প্রাকৃ-তিক নিয়মবশতঃই কালকর্ত্তৃক দেহ হইতে বিয়োজিত হয়, অতএব আমার দেহ বিয়োগে দুঃখ হইতেছে না। সে যাহা হউক, যদি তুমি বোধ করিয়া থাক যে, উপযুক্ত কার্য্যই করি-য়াছ, তবে আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর চিন্তা কর।"

ইন্দ্রপুত্র মহাত্মা বালী সূর্য্যসদৃশ রামকে ঐরূপ বলিয়া শরাঘাতজন্য ব্যথিত ও শুষ্কবদন হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ মৌন-ভাব অবলম্বন করিল।

ইতি সপ্তদশ সর্গ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

বানররাজ বালী রামকর্ত্তৃক সমাহত হইয়া রাহুগ্রস্ত প্রভাবিহীন সূর্য্য, কৃতবর্ষণ মেঘ ও নির্ব্বাণোন্মুখ অনলের সাদৃশ্য ধারণ করতঃ তাঁহাকে ব্যাকুলচিত্তে ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত, বিনয়া-ন্বিত, তাদৃশ হিতকর, অথচ শ্রবণকঠোর বাক্য বলিল। তখন রাম বালিকর্ত্তৃক সেইরূপ ভৎর্সিত হইয়া তাহাকে এই ধর্ম্মার্থযুক্ত গুণ-সমন্বিত উৎকৃষ্ট বাক্য বলিলেন, "ওহে বানর-রাজ! তুমি ধর্ম্ম, অর্থ ও লৌকিক নিয়ম বিশেষ রূপে অবগত না হইয়া কি জন্য অজ্ঞানভাবশতঃ আমাকে নিন্দা করিতেছ? তুমি চপল স্বভাব, বিশেষতঃ যাঁহারা জ্ঞানো-পার্জ্জনদ্বারা আর্য্যগণের আদরভাজন হইয়া-ছেন, তাদৃশ বিজ্ঞ বৃদ্ধদিগের নিকটেও ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন কর নাই; তজ্জন্যই আমাকে ঈদৃশ বাক্য বলিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছ; কিন্তু আমি সদাচারী, পর্ব্বত, বন ও কানন সহিত সমগ্র ভূমণ্ডলই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত; তাঁহারা মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষি-প্রভৃতি সমস্ত জীবের প্রতিই নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে পারেন। যাঁহাতে সত্য, ধর্ম্ম এবং পালন ও দণ্ডপ্রদানবিষয়ক জ্ঞান বিশেষরূপে আছে, যিনি দেশ ও কাল বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং যাঁহার প্রভূত পরাক্রম মদীয় দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; অধুনা সেই ধর্ম্মাত্মা সরল-স্বভাব সত্যনিরত ভরত এই পৃথিবীর রাজা,—দুষ্টের প্রতি নিগ্রহ ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ পৃথিবী পালন করিতেছেন। তিনি বিশেষ রূপে পৃথিবী রক্ষা করিতেছেন, এই কারণেই কোন প্রদেশেই কেহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারে না। আমি ও অপরাপর অনেক রাজা সেই ধর্ম্মাত্মা নর-পতিশ্রেষ্ঠ ভরতের আদেশানুসারে ধর্ম্মপ্রচারে অভিলাষী হইয়া সমগ্র ভূমণ্ডল মধ্যে বিচরণ করিতেছি। আমরা ভরতের আদেশানুসারে স্বীয় পরম ধর্ম্মপথে থাকিয়া ধর্ম্মপথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে যথাবিধি দণ্ডপ্রদান করিয়া থাকি। তুমিও রাজার আশ্রয়ণীয় ধর্ম্মপথে অবস্থিত নহ,—কামাচারী হইয়া অত্যন্ত নিন্দিত কার্য্যের

অতএব আমাদিগের তোমাকে দণ্ড প্রদান করা বিধেয়। 'যিনি ধর্ম্মপথে অবস্থান করেন, তাঁহার পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও বিদ্যাপ্রদাতা, এই তিন জন কেই পিতার ন্যায় বোধ করা এবং পুত্র, কনিষ্ঠভ্রাতা ও সদ্গুণ-সম্পন্ন শিষ্য এই তিন জনকেই পুত্রবৎ বিবেচনা করা উচিত; এ বিষয়ে ধর্ম্মই কারণ। অহে কপিবর! সাধুগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম পরম সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয়; সমস্ত জীবের হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত পরমাত্মাই কেবল কি ধর্ম্ম ও কি অধর্ম্ম তাহা জানেন। তুমি স্বয়ং চপল-স্বভাব এবং চপল-স্বভাব অবিশুদ্ধচিত্ত বানরদিগের সহিতই মন্ত্রণা করিয়া থাক, সুতরাং যেমন আজন্ম অন্ধ ব্যক্তি আজন্ম অন্ধ ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণা করতঃ কিছুই অবগত হইতে পারে না, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্ম অবগত হইতে পার নাই। আমি তোমার নিকটে এই কথার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া বলিতেছি; কেবল ক্রোধ-বশতঃ তোমার আমাকে নিন্দা করা উচিত নহে। আমি যে কারণে তোমাকে বধ করিয়াছি, তাহা এই যে, তুমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাতে অভিগমন করিতেছ, ইহা তুমি অবগত হও। হে কপিবর! এই মহাত্মা সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং ইঁহার পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূ-সদৃশী; কিন্তু তুমি কামপরতন্ত্র হইয়া ইঁহার জীবনাবস্থাতেই ইঁহার ভার্য্যাতে অভিগমন করিতেছ; অতএব নিতান্ত কামপরতন্ত্র, সনাতন ধর্ম্মভ্রষ্ট ও পাপাচারী হইয়াছ; তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-ভার্য্যাগমন অপরাধে আমি তোমাকে ঈদৃশ দণ্ডপ্রদান করিয়াছি। অহে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি লৌকিকাচার-পরিত্যাগী লোক-বিরোধী অতএব আমি তোমার সদৃশ ব্যক্তির ঈদৃশ দণ্ড-ব্যতিরেকে অন্য কোন দণ্ড সমুচিত বোধ করি না; কেন না, যে ব্যক্তি কাম-প্রযুক্ত সহোদরা ভগিনী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-ভার্য্যাতে গমন করে, তাহার বধই প্রকৃত দণ্ড, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, অতএব তোমাকে বধ করিয়াছি। আমি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং তোমার ঈদৃশ পাপ ক্ষমা করিতে পারি না। ভরত পৃথিবীর রাজা, আমরা তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী এবং তুমিও ধর্ম্মভ্রষ্ট, সুতরাং তোমাকে কি প্রকারে উপেক্ষা করিতে পারি? হে কপিরাজ! প্রাজ্ঞ ভরত ধর্ম্মানুসারে সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ ও অসাধুদিগের প্রতি নিগ্রহ করিতে সমুদ্যত হইয়া ধার্ম্মিকদিগকে পালন ও অধার্ম্মিকদিগকে দণ্ড প্রদান করিতেছেন এবং আমরাও তাঁহার আদেশ অবলম্বন করতঃ তোমার সদৃশ ধর্ম্ম মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে নিগৃহীত করিতে সমুদ্যত রহিয়াছি অতএব তুমি আমাদিগের উপেক্ষণীয় নহ; বিশেষতঃ লক্ষ্মণের সহিত আমার যাদৃশ সখ্য ভাব আছে, রাজ্য ও ভার্য্যা নিমিত্ত সুগ্রীবের সহিতও তাদৃশ সখ্য ভাব জন্মিয়াছে, অপিচ যখন উনি আমার ইষ্ট-সম্পাদনে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং আমিও বানরগণ সমক্ষে উঁহার ইষ্টসম্পাদনে অঙ্গীকার করিয়াছি; তখন মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারেই বা অঙ্গীকার পালনে পরাঙ্মুখ হইতে পারে? এই সমস্ত ধর্ম্মযুক্ত সুমহৎ কারণে আমি তোমার প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছি, তাহা তুমি উপযুক্ত বোধ কর। যিনি ধার্ম্মিক, তাঁহার বয়স্যের উপকার অবশ্য কর্ত্তব্য, একারণেও তুমি আমার বধ্য; সে যাহা হউক্ তোমার এই নিগ্রহ ধর্ম্মানুসারেই হইয়াছে, এরূপ বোধ করাই তোমার উচিত। তুমিও মৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মদীয় আদেশ পালন রূপ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করতঃ আমার সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি আমার আশ্রয়ণীয় নহ, যেহেতু আমার বধার্হ। 'মানবেরা পাপ কার্য্য অনুষ্ঠান করতঃ যদি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তবে পাপ বিহীন হইয়া সুকৃতীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। চৌর প্রভৃতি পাপাচার ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিতই হউক, আর কোন কারণে রাজদণ্ড হইতে বিমুক্তই হউক, উভয়থাই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে, কিন্তু তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান না করাতে, রাজা তদীয় পাপের ফলভাগী হন।' প্রজাপতি মনু এই যে দুই শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন, ধর্ম্মকুশল রাজারাও এই দুই

সোহকরণমর্ম্ম গ্রহণ করতঃ কার্য্য করিয়া আসি-তেছেন, আমিও তদনুরূপ কার্য্যই করিয়াছি। পূর্ব্বে কোন জৈনধর্ম্মাবলম্বী তোমার ন্যায় পাপ কর্ম্ম করিলে আর্য্য মান্ধাতাও তাঁহার অভি লাষানুরূপ ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন এবং অন্য রাজারাও অনবধানতা বশতঃ পাপ কার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন, তাহা-তেই তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত পাপের শান্তি হয়। হে কপিবর! আমরা নিয়ত রাজধর্ম্মের বশবর্ত্তী; সুতরাং সেই ধর্ম্মানুসারেই তোমার বধ সাধন করিয়াছি; অতএব অকারণ পরি-তাপ করিও না। এবিষয়ে আরও অন্য মহৎ কারণ শ্রবণ করিয়া মানসিক দুঃখ পরিত্যাগ কর। দেখ, মাংসপ্রিয় মনুষ্যগণ তৃণ লতাদি দ্বারা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়াই আর অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক্, পরাবর্ত্তিত, ধাবিত, আশ্বস্ত, দণ্ডায়মান, সতর্ক, অসতর্ক ও বিমুখ মৃগ সক লকে বাগুরা ও পাশ প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকে, সুতরাং প্রচ্ছন্নভাবে তোমার বধ করিয়া আমার মনস্তাপ বা শোক হয় নাই এবং ধর্ম্মজ্ঞ রাজর্ষিরাও ঐরূপ মৃগয়ায় গমন করিয়া থাকেন; অতএব ইহাতে কোন দোষও বিবেচনা করি না। তুমি শাখামৃগ, এজন্য প্রতিযুদ্ধ করিয়াই হউক্, যুদ্ধ না করিয়াই হউক্, বাণ দ্বারা যুদ্ধে তোমাকে নিহত করিয়াছি। হে বানরেন্দ্র! রাজারাই দুর্লভ ধর্ম্ম ও শুভদায়ক জীবন, উভয়ই দিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাদিগকে হিংসা, নিন্দা ও অপমান করিবে না ও অপ্রিয়ও বলিবে না; যেহেতু দেবতারাই মনুষ্যরূপে মহীতলে বিচরণ করেন। আমি পিতৃপিতামহপ্রচলিত ধর্ম্মনিরত, তুমি ধর্ম্ম না জানিয়া কেবল ক্রোধমাত্র আশ্রয় করতঃ আমাকে নিন্দা করিতেছ। রাম এইরূপ বলিলে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ বালী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দোষ প্রদান করিলেন না। তদনন্তর, বানরাধি-পতি বালী কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা [illegible] যথার্থ, [illegible] বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে সমর্থ নহি। প্রমাদযুক্ত পূর্ব্বে যাহা অযুক্ত ও অপ্রিয় বাক্য বলিয়াছি, তদ্বি-ষয়ে সামান্য দোষ গ্রহণ করিবেন না; আপনি ধর্ম্মতত্ত্ব জানিয়া প্রজাগণের হিত অভিলাষ করতঃ নির্ম্মল বুদ্ধিদ্বারা পাপ ও দণ্ড উভয়ের নিশ্চয় করিয়াছেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমারে ধর্ম্ম হইতে স্খলিত জানিয়া ধর্ম্মযুক্ত বাক্যদ্বারা পুরস্কৃত করিয়া পরলোকে রক্ষা করুন।

বালী সমীপস্থ রামকে অবলোকন করিয়া পঙ্কমগ্ন হস্তীর ন্যায় আর্ত্তরব করতঃ বাষ্পাবরুদ্ধ-কণ্ঠে ক্রমে ক্রমে বলিলেন, আমি আপনার নিমিত্ত বা তারা ও বান্ধবগণের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, কেবল সুবর্ণঅঙ্গদধারী সর্ব্বগুণাগ্র-গণ্য পুত্র অঙ্গদের জন্য শোক করিতেছি; যেহেতু বাল্যপ্রভৃতি লালিত অঙ্গদ আমার অদর্শনে বারিশূন্য সরোবরের ন্যায় দিন দিন কৃশ হইবে, অতএব বালক অপরিপক্ববুদ্ধি তারাগর্ভসম্ভূত অদ্বিতীয় মহাবল মদীয় প্রিয় পুত্রকে রক্ষা করতঃ সুগ্রীব ও অঙ্গদের প্রীতি বিধান করিয়া আপনি নিপুণভাবে তাহাদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে রক্ষা ও শাসন করিবেন। হে নরনাথ! ভরত, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অঙ্গদের সহিত সেইরূপ ব্যব-হার করিবেন। আমার দোষে দুরিতা পতি-ব্রতা তারাকে সুগ্রীব যাহাতে অবমান না করেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আপ-নার অনুগৃহীত ব্যক্তই এই বানররাজ্য শাসন করিতে পারে, এমন কি, বশবর্ত্তী হইয়া অভি প্রায়ানুরূপ কার্য্য করিলে স্বর্গরাজ্য লাভ ও বসুধা শাসন করিতে সমর্থ হয়। তারা নিবা রণ করিলেও আপনার নিকটে আত্মবধ অভি লাষ করতঃ ভ্রাতা সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি বার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলাম।

কপীশ্বর বালী এই কথা বলিয়া বিরত হইলে রাম ধর্ম্মার্থযুক্ত সাধুসম্মত বাক্যে প্রবু বালীকে আশ্বাসিত করিলেন। হে কপীশ্বর তুমি স্বয়ং প্রাজ্ঞ এবং আমরাও [illegible] অভিজ্ঞ; অতএব আমাদিগের এই কা[illegible] অন্যায়রূপে কৃত হইয়াছে, এরূপ বিবেচ[illegible] করিও না এবং অন্য বিষয়েও আর শো[illegible] পরায়ণ হইও না। যেহেতু তিনি দণ্ডযো[illegible]

দণ্ড বিধান করেন এবং যে দোষানুসারে দণ্ড প্রাপ্ত হয়, উভয়েই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া অবসন্ন হন না। তুমি এই রাজদণ্ড-বিধানহেতু পাপমুক্ত হইয়া দণ্ডনির্দ্দিষ্ট বর্ম্মানুসারে ধর্ম্মযুক্ত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে, অতএব হৃদয়স্থিত ভয়, শোক ও মোহ পরিত্যাগ কর; যেহেতু পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারিবে না। অঙ্গদের প্রতি তুমি যেরূপ ব্যবহার করিতে, সুগ্রীব ও আমি সেইরূপ ব্যবহার করিব সন্দেহ নাই।

বানরশ্রেষ্ঠ বালী রণজেতা মহাত্মা রামের ধর্ম্মপথানুসারী নির্ব্বিবাদ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, হে ইন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী মহীশ্বর! আমি শরপীড়ায় পীড়িত ও বিচেতন হইয়া অজ্ঞানপূর্ব্বক যাহা বলিয়াছি প্রসন্ন হইয়া তাহা ক্ষমা করিবেন।

ইতি অষ্টাদশ সর্গ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ।

শরপীড়িত হইয়া শয়ান বানরাধিপতি বালী রামের নিকট হেতুপূর্ণ বাক্যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া উত্তর করিতে পারিলেন না ও রামশরে তাড়িত, প্রস্তরাঘাতে ভগ্নাঙ্গ ও বৃক্ষদ্বারা আহত হইয়া জীবনাবসান সময়ে মোহ প্রাপ্ত হইলেন। অঙ্গদপক্ষীয় মহাবল বানরগণ ধনুর্দ্ধারী রামকে অবলোকন করিয়া ভীত হওত পলায়ন করিতে লাগিল। যূথপতি বিনষ্ট হইলে মৃগগণ যেরূপ ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, তাহার ন্যায় ভীত হইয়া বানরগণকে সত্বরভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া পতিব্রতা তারা দুঃখিতা হইয়া, বাণ সকল পশ্চাৎ আসিতে থাকিলে, যেরূপ ত্রস্ত হয়, তাহার ন্যায় রামভয়ে ভীত কপিসকলের সমীপে আসিয়া বলিলেন যে, হে বানরগণ! তোমরা যে রাজসিংহের সহচর ছিলে, তাঁহারে ত্যাগ করিয়া ভীত ও দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া কোথায় গমন করিতেছ? রাজ্যের নিমিত্ত ক্রূরবর্ত্তি ভ্রাতা সুগ্রীব দূরে থাকিয়া রামকর্ত্তৃক প্রেরিত দূরগামী মার্গণদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছে।

কপিপত্নী তারার বাক্য শুনিয়া কামরূপী বানরগণ সর্ব্ববাদিসম্মত সময়োচিত বাক্যে তাঁহাকে বলিল যে, হে পুত্রবতি! নিবৃত্তা হও, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা কর; যেহেতু অন্তক রামরূপে বালীকে হনন করিয়া লইয়া যাইতেছে। বালী প্রচুর শিলা ও বহুবিধ বৃক্ষদ্বারা আঘাত করিয়া বজ্রাঘাতের ন্যায় বজ্রসমকঠিন বাণে নিপাতিত হইয়াছেন। শক্রতুল্যপরাক্রমসম্পন্ন প্লবগশার্দ্দূল হত হওয়াতে এই বানরসৈন্য ভয়ে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে, অতএব বীর পুরুষদ্বারা নগরের রক্ষা বিধান করিয়া অঙ্গদকে অভিষেক কর; বালীর পুত্রকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত ও অধিষ্ঠিত দেখিয়া বানরগণ সেবা করিবে। ইহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেই বা কি হইবে, যেহেতু রাম ও সুগ্রীবাদি বানরগণ অদ্যই দুর্গ ও তোমার অভিলষিত স্থান সকল অধিকার করিবে। পরন্তু সুগ্রীবপক্ষীয় সস্ত্রীক ও স্ত্রীরহিত যে সকল বনচারী অবস্থান করিতেছে, তাহারা পূর্ব্বে আমাদের কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া এক্ষণে রাজ্যাভিলাষী হইয়া আসিয়াছে, অতএব তাহাদিগের হইতে সুমহৎ ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

চারুহাসিনী তারা আত্মীয়গণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া তৎকালোচিত স্বীয় কর্ত্তব্য ব্যক্ত করিলেন যে, যখন কপিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ ভর্ত্তা বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন পুত্র, রাজ্য ও শরীরে প্রয়োজন কি? অতএব রামপ্রেরিত শরে নিপাতিত সেই মহাত্মার পাদপদ্ম সমীপে গমন করিব। এই কথা বলিয়া শোকাভিভূতা ও রোরুদ্যমানা হইয়া বাহুদ্বারা বক্ষঃ ও শিরে আঘাত করিতে করিতে গমনপূর্ব্বক সমরে অনিবর্ত্তী বানররাজগণের বিনাশক ভূতলে পতিত পতিকে দেখিলেন। তদনন্তর, ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তাঁহার ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতনিক্ষেপকারী, বায়ুতুল্য বেগবান্, মহামেঘসমূহসম শব্দকারী, ইন্দ্রসদৃশ, পরাক্রমশালী, গর্জ্জনশীল, জলদসমূহের মধ্যে ঘোর গর্জ্জনকারী, শৌর্য্যবান্ বীর ব্যাঘ্রের ন্যায় আমিষের নিমিত্ত বহুতর মেষকদম্ব যূথকে বধ

করে, গরুড়কর্তৃক সর্পের নিমিত্ত সর্ব্বলোক-পূজিত বেদি ও পতাকাসম্পন্ন চৈত্য যেমন মথিত হয়, তাহার ন্যায় রাজ্য নিমিত্ত মহাবীর রামকর্তৃক পাতিত পতিকে দেখিয়া স্থিরভাবে অবস্থিত ধনুর্দ্ধারী অনুজের সহিত রাম ও স্বামীর অনুজ ভ্রাতা সুগ্রীবকে দেখিলেন। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে নিহত পতির নিকট যাইয়া দুঃখিত ও সন্ত্রান্ত হইয়া ভূমিতলে পতিতা হইলেন; পুনরায় সুপ্তার ন্যায় উত্থিতা হইয়া "হা আর্য্যপুত্র!" এই শোকসূচক বাক্য বলিয়া মৃত্যুরূপ রজ্জুবদ্ধ স্বামীকে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে কুররীর ন্যায় রোরুদ্যমানা ও অঙ্গদকে আগমন করিতে দেখিয়া সুগ্রীব অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

ইতি ঊনবিংশ সর্গ।

ত্রিংশ সর্গ।

প্রসিদ্ধ সুন্দরী চন্দ্রবদনা তারা রামের চাপ হইতে বিনির্মুক্ত বিনাশকর শরে অভিহত ও ভূমিতে পতিত পতির সমীপে গমন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং সুমেরু পর্ব্বতসদৃশপ্রভা-সম্পন্ন, কুঞ্জরতুল্য বানর বালীকে প্রাণাভিহত হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত দেখিয়া দুঃখ ও শোকে অভিহতচিত্ত হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে যুদ্ধবিক্রান্ত বীর বানরশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমি সমীপে আসিয়াছি, তুমি আমার সহিত অদ্য কি নিমিত্ত সম্ভাষণ করিতেছ না? উত্থান করিয়া আমার সহিত উত্তম শয্যায় শয়ন কর; যেহেতু প্রধান নৃপতিগণ এ অবস্থায় ভূমিতলে শয়ন করেন না। হে বসুধাধিপ! বোধ হয়, বসুধা তোমার অতিশয় প্রিয়; কেন না, গতপ্রাণ হইয়াও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা তাহাকে সেবা করিতেছ। হে বীর! ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়াছ, তুমি স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, তোমার নিমিত্ত স্বর্গমার্গে কিষ্কিন্ধ্যার ন্যায় আর একটী মনোহর পুরী নির্ম্মিত হইয়াছে। অনুগতকে আমোদিত বনমধ্যে তোমার সহিত যে সকল বিহার করিয়াছি, এক্ষণে সেই সকল বিহারেরও উপরম হইল। হে মহাযূথপতিপ্রবর! তোমার মৃত্যুদশা উপস্থিত হওয়াতে আমি আনন্দ ও আশাশূন্য হইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি; তোমাকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয় যখন সহস্রধা বিদীর্ণ হয় নাই, তখন বোধ হয়, আমার হৃদয় অতিশয় কঠিন। হে হরীশ্বর! পূর্ব্বে সুগ্রীবের ভার্য্যাহরণ ও তাঁহাকে যে বিবাসিত করিয়াছিলে, অদ্য প্রাণনাশরূপ তাহার পরিণাম উপস্থিত হইল এবং আমি মঙ্গল ও হিতানুসন্ধিৎসু হইয়া হিতকর বাক্য বলিলে, মোহপ্রযুক্ত আমার বাক্যে অনাদর করিয়া আমারে তিরস্কার করিয়াছিলে। হে মানদ! অধুনা তুমি দেবলোকে গমন করতঃ রূপ ও যৌবনে সুশোভিতা সরলা অপ্সরাগণেরও মন মদনপীড়ায় পীড়িত করিবে; বোধ হয় কালই নিশ্চয় তোমার প্রাণনাশ করিয়াছে, যেহেতু তুমি সুগ্রীবের অনায়ত্ত হইয়াও বলপূর্ব্বক বশতাপন্ন হইলে। কাকুৎস্থ রাম অন্যের সহিত যুদ্ধপরায়ণ বালীকে অন্যায়রূপে হননরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়া সন্তাপ করিতেছেন না, ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

পূর্ব্বে দুঃখভোগ না করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলাম, অধুনা অতিশয় দুঃখিত হইয়া অনাথার ন্যায় শোকপ্রদ বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিব এবং আমাকর্তৃক প্রতিপালিত সুখার্হ সুকুমার বীর অঙ্গদ, পিতৃব্য ক্রোধাবিষ্ট হইলে, কি অবস্থায় অবস্থান করিবে! হে বৎস পুত্র! ধর্ম্মবৎসল পিতাকে সন্তুষ্ট কর; যেহেতু পরে আর তাঁহার দর্শন পাইবে না। হে প্রিয়তম! পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রবাসে আসিয়াছিলে, অতএব ইহাকে আশ্বাসিত এবং প্রিয়বাক্যে উপদেশ কর। রাম তোমাকে হনন করিয়া অতি সুমহৎ কার্য্য করিয়াছেন কেননা সুগ্রীবের সহিত প্রতিশ্রুতরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। হে সুগ্রীব! তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইল, যেহেতু তোমার অমিত্র ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন, অতএব নিরুদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্যভোগ

ও রুমার সহবাস করিতে পারিবে।—নাথ! আমি তোমার প্রিয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছি তথাপি আমার সহিত কি নিমিত্ত সম্ভাষণ করিতেছ না এবং তোমার এই প্রধান প্রধান ভার্য্যা সকল রহিয়াছেন অবলোকন কর। সেই দুঃখিতা বানরীগণ তাহার বিলাপ শুনিয়া শোকে সন্তাপিত হওত সর্ব্ব দিক্ হইতে আসিয়া অঙ্গদকে গ্রহণ করতঃ রোদন করিতে লাগিল।

হে অঙ্গদশোভিত বাহো! অভিলষিত অলঙ্কারাদিদ্বারা চারুবেশ সম্পন্ন গুণশীল পুত্র অঙ্গদকে ত্যাগ করিয়া চিরপ্রবাস যাওয়া তোমার উচিত নহে। হে নাথ! না জানিয়া যদি তোমার কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তবে মস্তকদ্বারা তোমার পাদস্পর্শ করিয়া বলিতেছি, তাহা ক্ষমা কর। অনিন্দ্যরূপা তারা এইরূপ করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে যে স্থলে বালী পতিত আছেন, তথায় বানরীগণের সহিত প্রায়োপবেশন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইতি বিংশ সর্গ॥ ২০॥

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর, বানরযূথপতি হনুমান্ অম্বরতর হইতে ভ্রষ্ট তারার ন্যায় তারাকে ক্রমে ক্রমে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। সম দম-রাগাদদ্বারা কৃত স্বর্গনরকাদি ফলপ্রদ যে সকল কর্ম্ম আছে, প্রাণিগণ ইহলোকে আগমন করিয়া অনুকূল হওত সেই সকল শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মফলানুসারে শোচনীয়া হইয়া স্বীয় কর্ম্মফলানুগত ভর্ত্তার নিমিত্ত কেন শোক করিতেছ? স্বকর্ম্ম কর্ম্মেই দীনা হইয়াছ, অতএব পুত্রাদির নিমিত্ত করুণা করিওনা, যেহেতু জলবিম্বের ন্যায় ক্ষণমাত্র স্থায়ী এই দেহ; সুতরাং কেহ কাহারও শোচনীয় হইতে পারেনা। অঙ্গদ অতিশয় [illegible] [illegible] যাহাতে শোক হইতে নিবৃত্ত হয়েন, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

প্রাণিদিগের এইরূপ অস্থির যাতায়াতের বিষয় জানিয়া পণ্ডিতেরা ঐহিক ও পারত্রিক সুখাবহ শুভ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, ইহা আপনার অবিদিত নাই। জীবিতাবস্থায় যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া শত শত, সহস্র সহস্র, নিযুত নিযুত বানর সৌভাগ্যভাজন হইয়াছিল, অদ্য তাঁহার পরমায়ুর শেষ হইল। ইনি সাম, দান ও ক্ষমাপরায়ণ হইয়া নীতিশাস্ত্রানুসারে রাজকার্য্য করতঃ ধার্ম্মিক রাজাদিগের গতি লাভ করিয়াছেন; অতএব ইহাঁর নিমিত্ত আপনার শোক করা উচিত নহে। হে অনিন্দিতে! শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বানরগণ, আপনার পুত্র অঙ্গদ ও বানরাধিপতির রাজ্য, এ সকল আপনার দ্বারাই এক্ষণে সনাথ হইয়াছে; অতএব শোকসন্তপ্ত অঙ্গদ ও সুগ্রীব উভয়কে সংপ্রতি সময়োচিত কার্য্য সম্পাদনা নিয়োগ করুন্। তদনন্তর, অঙ্গদ আপনাকর্ত্তৃক আদৃত হইয়া মেদিনী শাসন করুন্, এবং সম্প্রতি রাজার পরলোকহিতকর যে সমস্ত কর্ম্ম পুত্রের কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করুন্, তাহাই এক্ষণকার উচিত কার্য্য, হরিরাজ বালীর সংস্কার সাধন করিয়া অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষেক করুন্। আপনি অঙ্গদকে সিংহাসনস্থ দেখিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিবেন।

তারা স্বামীর মৃত্যুরূপ ব্যসনে পীড়িতা হইয়া সম্মুখে অবস্থিত হনুমানের বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন, অঙ্গদসদৃশ শত পুত্র অপেক্ষা মৃত বীরের গাত্রসংশ্লেষ আমার পক্ষে শ্রেষ্ঠ এবং অঙ্গদের পিতৃব্য বর্ত্তমান থাকিতে অঙ্গদ ও বানররাজ্য এ উভয়ে আমার প্রভুত্ব হইতে পারে না; যেহেতু সুগ্রীব সর্ব্ব কার্য্যেই অন্তরঙ্গ। হে কপিবর! অঙ্গদের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে বিবেচনা করা আমার উচিত নহে; যেহেতু পিতাই পুত্রের বন্ধু, মাতা কখন বন্ধু হইতে পারেন না। সম্প্রতি সম্মুখ সংগ্রামহত বীর বালীর সেবিত শয্যা সেবা করাই আমার উচিত; [illegible] না, আমার পক্ষে এই বানর-[illegible] [illegible] পরলোকে [illegible] আর

দ্বাবিংশ সর্গ।

মৃতপ্রায় বালী সর্ব্ব দিক্ অবলোকন ও অল্প অল্প নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ সম্মুখে অবস্থিত অনুজ সুগ্রীবকে দেখিলেন। তদনন্তর, বিজয়ী বানরাধিপতি, সুগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া সুস্পষ্টবাক্যে স্নেহের সহিত বলিলেন, সুগ্রীব! পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত ও অবশ্যম্ভাবী মোহবশতঃ আমি বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, ইহা অবগত হইয়া আমাকে তোমার অপকারক বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে। হে ভ্রাতঃ! বোধ হয়, আমাদের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ ও রাজ্যসুখ যুগপৎ বিহিত হয় নাই, যুগপৎ বিহিত হইলে সেই সৌহার্দ্দ ও রাজ্যভোগজনিত সুখ কখনই বিঘটিত হইত না। সে যাহা হউক, প্রাণ, রাজ্য, প্রিয়বস্তু, বিপুল রাজলক্ষ্মী ও অনিন্দনীয় যশঃ এ সকল শীঘ্র ত্যাগ করিয়া অদ্যই আমি যমালয়ে গমন করিব; অতএব তুমি অদ্যই এই বনবাসীদিগের রাজ্য গ্রহণ কর এবং এই অবস্থায় আমি যাহা বলি, তাহা দুষ্কর হইলেও সম্পাদন করা তোমার উচিত। হে বীর! সুখোচিত ও সুখবর্দ্ধিত বুদ্ধিমান্ বালক অঙ্গদ বাষ্পপরিপূর্ণমুখ হইয়া ভূমিতে পতিত আছে, অবলোকন কর! ও বালক, অদ্যাপি উহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। আমার অবর্ত্তমানে আমার প্রাণতুল্য ঐ প্রিয়তম পুত্রকে তুমি আপনার ঔরস পুত্রের ন্যায় সকল বিষয়ে প্রতিপালন করিও এবং আমি যেমন ইহার পিতা, সকল বিষয়ে রক্ষাকর্ত্তা এবং ভয় সময়ে অভয়দাতা ছিলাম, সেইরূপই তুমি থাকিলে। তোমার তুল্য পরাক্রমশালী শ্রীমান্ অঙ্গদ, রাক্ষসদিগের বধসাধন কালে তোমাদিগের অগ্রগামী হইবে এবং তেজস্বী বলবান্ যুবা অঙ্গদ যুদ্ধে আমার অনুরূপ বিক্রম প্রকাশ [illegible] কার্য্য করিবে। হে ভ্রাতঃ! এই সুষেণদুহিত[illegible] কার্য্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মনির্ণয়ে, উৎপাতজ্ঞ[illegible] বিবিধ কার্য্য বিজ্ঞানে এবং অন্যান্য সক[illegible] নিপুণা; অতএব ইনি যাহা বলিলে[illegible] [illegible] করিয়া সংশয়শূন্য হই[illegible] করিবে; তাহার [illegible] অন্যথা হয় না। অবিশঙ্কিত হইয়া রামের কার্য্য করিবে, যদি না কর, তবে অধর্ম্ম হইবে এবং তিনি অবমানিত হইলে তোমার হিংসা করিবেন। হে সুগ্রীব! এক্ষণে এই স্বর্গীয় কাঞ্চনময়ী মালা গ্রহণ কর; যেহেতু আমি মৃত হইলে, এই মালা শ্রীহীন হইবে।

সুগ্রীব বালিকর্ত্তৃক ভ্রাতৃস্নেহপ্রযুক্ত এইরূপ কথিত হইয়া হর্ষ ত্যাগ করতঃ, রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায়, কাতর হইলেন। তদনন্তর, বালীর বাক্যে শান্ত ও মালাগ্রহণে অনুজ্ঞাত হইয়া অনলসভাবে তাঁহার সহিত কর্ত্তব্য ব্যবহার করিয়া সেই কাঞ্চনময়ী মালা গ্রহণ করিলেন।

মরণে কৃতনিশ্চয় বালী কাঞ্চনময়ী মালা দান করিয়া সমীপস্থ পুত্র অঙ্গদকে অবলোকন করতঃ স্নেহপ্রযুক্ত বলিলেন, হে মহাবাহো! সুখদুঃখসহনশীল ক্ষমাপরায়ণ ও দেশকাল অবগত হইয়া সর্ব্বদা সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইবে, নিজ প্রিয়াপ্রিয় সময় বিবেচনা করিবে না; কেন না, আমি যেমন তোমার বাল্যকাল হইতে তোমাকে লালন করিয়াছি, তুমি তদ্রূপে অবস্থান করিলে সুগ্রীব তোমাকে সমাদর করিবেন না এবং উহাঁর প্রতি অতিশয় প্রণয় বা অপ্রণয় করাও কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু উভয়ই দোষাবহ, অতএব উহাতে বিরত হইবে। শরপীড়িতবালী এইরূপ বলিয়া নয়ন ঘূর্ণায়মান ও ভয়ঙ্কর দশনাবলী প্রকাশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তদনন্তর, যূথপতিবিরহিত প্লবগসত্তম বানর সকল খিদ্যমান হইয়া সেই স্থলে এইরূপে রোদন করিতে লাগিল। বানরেশ্বর স্বর্গগত হওয়ায় অদ্য কিষ্কিন্ধ্যা, উদ্যান, পর্ব্বত ও কানন সকল শূন্য হইল এবং বানরশ্রেষ্ঠ বিনষ্ট হওয়ায় বানরগণ প্রভারহিত হইল। যিনি মহাবাহু মহাত্মা গন্ধর্ব্ব গোলভের সহিত পঞ্চদশ বর্ষ কাল সুমহৎ যুদ্ধ করিয়াছিলেন; যে যুদ্ধ রাত্রি ও দিবসে নিবৃত্তি পায় নাই। তদনন্তর, ষোড়শ বর্ষে গোলভ, বালীকর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হয়। তীক্ষ্ণদশন ঘোরদর্শন বালী সেই দুর্ব্বিনীত গন্ধর্ব্বকে হনন করিয়া আমাদের [illegible] হইয়াও অধুনা কেন নিহত হইবেন।

সিংহাশ্রিত বনে গোযূথপতি বিনষ্ট হইলে বনচারী গো সকল যেমন কিছুতেই সুখ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ বানরাধিপতি হত হওয়ায় বনবাসী বানরগণ সে সময়ে কিছুতেই সুখ লাভ করিতে পারিল না। তদনন্তর ব্যসনার্ণবে ভাসমানা তারা মৃত ভর্ত্তাকে অবলোকন করিয়া, আশ্রিত লতা যেমন ছিন্ন মহাদ্রুমের অনুগতা হয়, তাহার ন্যায় বালীকে আলিঙ্গন করিয়া ভূমিশায়িনী হইলেন।

ইতি দ্বাবিংশ সর্গ।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

তদনন্তর, ইহলোকে প্রসিদ্ধা তারা কপিরাজের মুখ সমীপবর্ত্তিনী হইয়া মৃত পতিকে বলিলেন, হে বীর! আমার বাক্য না শুনিয়া প্রস্তরাকীর্ণ, দুঃখপ্রদ, উন্নতানত বসুধাতলে কষ্টের সহিত শয়ান আছ; অতএব বোধ হয়, আমা হইতে মহী তোমার প্রিয়তরা; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া আমার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়া ভূমিতে শয়ান আছ। হে সাহসিকপ্রিয়! এই রাম যখন সুগ্রীবের বশতাপন্ন হইলেন, তখন ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? সুগ্রীবই অতিশয় পরাক্রমশালী। যে সমস্ত প্রধান প্রধান বলশালী ভল্লুক ও বানরগণ তোমার উপাসনা করিতেছে; তাহাদের ও শোকসন্তপ্ত অঙ্গদের বিলাপ এবং আমার এই শোকসূচক বাক্য শুনিয়া তুমি কেন প্রবুদ্ধ হইতেছ না? পূর্ব্বে শত্রু সকলকে যুদ্ধে নিহত করিয়া যেস্থলে শয়ন করাইয়াছিলে, অধুনা তুমি যুদ্ধে হত হইয়া সেই রণশয্যায় স্বয়ং শয়ান আছ? হে বিশুদ্ধবংশোৎপন্ন প্রিয়! আমি অনাথা, আমাকে একাকিনী রাখিয়া তুমি কোথায় গমন করিলে? বীরপত্নীকে বিধবা ও মৃতপ্রায়া দেখিয়া জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরা বীরপুরুষকে আর কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। আমার রাজপত্নীভাবে অভিমান ও চিরস্থায়ী সুখসেতু ভগ্ন হইল, আমি অগাধ বিপুল শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম। হায়! [illegible] হৃদয় প্রস্তরসদৃশ কঠিন; যেহেতু অদ্য ভর্ত্তাকে নিহত দেখিয়া শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না। আমার ভর্ত্তা সুহৃদ, স্বভাবতঃ প্রিয় ও শূর হইয়াও যুদ্ধে শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। যে নারী পতিবিহীনা, তিনি ধন ও ধান্যে সমৃদ্ধিসম্পন্না এবং পুত্রবতী হইলেও ইহলোকে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে 'বিধবা' বলিয়া থাকেন। হে নাথ! তুমি ইন্দ্রগোপকীট সবর্ণ আস্তরণে আচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিতে, এক্ষণে নিজ দেহক্ষরিত রুধিরমণ্ডলে শয়ন করিয়া যেন সেই ইন্দ্রগোপকীট সবর্ণ শয্যাতেই শয়ন করিয়া আছ? তোমার দেহ ধূলি ও শোণিত দ্বারা চতুর্দ্দিকে আবৃত হওয়ায় আমি বাহু দ্বারা তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সুদারুণ যুদ্ধে রাম প্রেরিত একমাত্র বাণদ্বারা যে সুগ্রীবের ভয় অপহৃত হইল, তাহাতে সুগ্রীবই অদ্য কৃতকার্য্য হইলেন, তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে। আমি তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছি, অথচ তোমার হৃদয় নিহিত শরদ্বারা তোমার শরীরসংস্পর্শে বঞ্চিত হইতেছি।

সেই সময়ে নীল তাহার এইরূপ বিলাপধ্বনি শুনিয়া, পর্ব্বতগহ্বর-প্রবিষ্ট প্রদীপ্ত আশীবিষের ন্যায়, শরীরপ্রবিষ্ট শর উদ্ধৃত করিলেন। যেমন অস্তগমন সময়ে রশ্মিশূন্য সূর্য্যের প্রভা প্রকাশ পায়, সেই নিষ্কৃষ্যমাণ বাণের প্রভা তৎকালে সেইরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেমন তাম্রবর্ণ গৈরিক ধাতুমিশ্রিত ধরাধর হইতে ক্ষরিত ধারা পতিত হয়, তাহার ন্যায়, তাঁহার সমস্ত ব্রণস্থান হইতে রুধিরধারা পতিত হইতে লাগিল। তখন তারা রণ ধূলিদ্বারা আকীর্ণ ও অস্ত্রসমাহত ভর্ত্তা বীর বালীকে হস্তদ্বারা মার্জ্জনা করতঃ নেত্রজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন এবং রুধিরপ্লুত নিহত পতিকে দেখিয়া পিঙ্গলবর্ণলোচন অঙ্গদকে বলিলেন, পুত্র! দেখ, অদ্য তোমার পিতার সুদারুণ মৃত্যু অবস্থা হওয়াতে পূর্ব্বকৃত পাপকর্ম্ম সমুৎপন্ন বৈরিতার অবসান হইল। আমি বালসূর্য্যসদৃশ [illegible]দেহ, যমালয়গমনোদ্যত, [illegible]

অঙ্গদ তারাকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া উত্থান করতঃ আমি "অঙ্গদ" এই কথা বলিয়া স্থূল অঙ্গদ গোলোকার বাহুদ্বারা পিতার চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন। তখন তারা কহিলেন, হে নাথ! তোমার অভিবাদনকারি অঙ্গদকে তুমি "হে পুত্র! দীর্ঘায়ু হও" এইরূপ বাক্যে পূর্ব্বের ন্যায় অধুনা কেন স্নেহ সহ প্রিয়সম্ভাষণ করিতেছ না? তুমি অচেতনাবস্থায় ভূতলে পতিত আছ, সবৎসা গাভি যেমন সিংহকর্ত্তৃক সদ্যঃ পাতিত গোবৃষের সমীপবর্ত্তিনী হয়, তদ্রূপ আমি পুত্রসহায় হইয়া তোমার নিকটে অবস্থান করিতেছি। যুদ্ধরূপ যজ্ঞে রামের প্রহরণরূপ বারিদ্বারা পত্নীব্যতীত কি প্রকারে স্নান করিলে? দেবরাজ ইন্দ্র যুদ্ধে তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়া যে স্বর্ণনির্ম্মিত মালা প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য সেই প্রিয়তরা মালা কেন অবলোকন করিতেছি না? হে মানদ! সূর্য্য অস্তমিত হইলেও তাঁহার প্রভা যেমন শৈলরাজকে ত্যাগ করে না, তদ্রূপ তুমি প্রাণশূন্য হইলেও রাজশ্রী তোমাকে ত্যাগ করিতেছে না। পূর্ব্বে আমি হিতজনক উপদেশ প্রদান করাতেও তুমি তদনুযায়ী কর্ম্ম করিলে না, আমিও তোমার নিবারণে সমর্থা হই নাই; তুমি যুদ্ধে নিহত হওয়ায় আমি পুত্রের সহিত হত হইলাম এবং রাজশ্রীও আমাকে পরিত্যাগ করিল।

ইতি ত্রয়োবিংশ সর্গ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

তখন তারাকে সুগভীর শোকসাগরে নিমগ্না ও অশ্রুপ্রবাহ-সম্পন্না দেখিয়া বালীর সহোদর বলবান্ মনস্বী সুগ্রীব অসদৃশ ভ্রাতৃবধহেতু পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং নেত্রজল অভিষিক্তা তারাকে ক্ষণমাত্র অবলোকন করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে পরিতাপ করিতে করিতে ভৃত্যসমভিব্যাহারে শনৈঃশনৈঃ রামের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর আশীবিষতুল্য বাণ ও ধনুর্দ্ধারী, সরল-স্বভাব, যশস্বী, সুলক্ষণযুক্ত [illegible] রাঘবের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনি আমাকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার উপায়স্বরূপ প্রত্যক্ষ এই কার্য্য আপনি করিলেন; কিন্তু আমার জীবিত অতি গর্হিতপ্রযুক্ত রাজ্যভোগে আমার মনঃ নিবৃত্ত হইয়াছে। রাম! বানররাজ বালী নিহত হওয়ায় ঐ রাজমহিষী তারা অতিশয় রোদনপরা ও রাজপুত্র অঙ্গদ জীবনে সংশয়াপন্ন হওয়াতে এবং রাজপুরস্থ জন সকল দুঃখসন্তপ্ত হইয়া নিরতিশয় ক্রন্দন করাতে আমার মনঃ রাজ্যভোগে বিরত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমার প্রতি জ্যেষ্ঠকৃত অত্যন্ত পরাভবহেতু আমার ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতাপ্রযুক্ত ভ্রাতৃবধ আমার অভিমত হইয়াছিল; কিন্তু ইদানী হরিযূথপতি সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিহত হওয়াতে আমি সাতিশয় অনুতাপিত হইতেছি। এক্ষণে যে কোন প্রকারে স্বজাতীয় বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতঃ সেই শৈলপ্রবর ঋষ্যমূকেই চির বাস করা আমার শ্রেয়; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া স্বর্গ লাভও আমার পক্ষে শ্রেয় নহে, ইহা বিবেচনা করিতেছি। সেই মতিমান্ মহাত্মা যে আমাকে বলিতেন "আমি তোমাকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি এখান হইতে অন্যত্র গমন কর" তাঁহার ঐরূপ কথা তাঁহারই অনুরূপ হইয়াছিল এবং আমার এই কর্ম্ম ও বাক্য আমারই অনুরূপ হইয়াছে। রাম! কোন ভ্রাতা কামনার বশতাপন্ন হইলেও রাজ্যভোগজনিত সুখ এবং ভ্রাতৃবধজনিত দুঃখ এ উভয়ের শুভাশুভ তারতম্য বিচার করিয়া মহাগুণসম্পন্ন ভ্রাতার প্রাণ বিনাশ কারণে কি প্রকারে অভিরুচি করিতে পারে? পাছে তাঁহার মাহাত্ম্য ব্যতিক্রম হয়, অর্থাৎ 'বালী অনুচিত কর্ম্ম করিয়াছে' লোকে এইরূপ অযশঃ প্রসঙ্গ করে, এজন্য আমারে বিনাশ করিতে তাঁহার মতি হয় নাই; কিন্তু আমার বুদ্ধির অপকৃষ্টতাপ্রযুক্ত তাঁহার প্রাণ বিনাশ করণে আমার মতির ব্যতিক্রম হইয়াছিল। আমি বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া মুহূর্ত্তকাল চিৎকার করিয়া দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিলে, তি[illegible] আমাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেন, 'তুমি এরূপ কর্ম্ম আর করিও না' তিনি ভ্রাতৃভাব, আর্য্যভাব এবং

ধর্ম্মভাব রক্ষা করিতেন, আমি ক্রোধভাব, কামভাব এবং বানরভাব প্রদর্শন করিলাম। হে বয়স্য! যেমন ইন্দ্র, ত্বষ্টৃসন্তান বিশ্বরূপকে বিনাশ করিয়া পাপভাজন হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমি ভ্রাতৃবধ করিয়া অচিন্তনীয়, পরিবর্জনীয়, অনভিলষণীয়, অদর্শনীয় পাপগ্রস্ত হইলাম ইন্দ্রের পাপ পৃথিবী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীগণ, অভিলাষানুসারে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বানরের পাপ, কে সহ্য করিতে পারিবে এবং কেই বা এই পাপ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিবে? হে রঘুনন্দন! আমি কুলনাশক অধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম করিয়া প্রজাদিগের সম্মানভাজন হইবার যোগ্য কি, যৌবরাজ্য পাইবারও যোগ্য নহি, রাজ্য প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা কি? সুতরাং সর্ব্ব প্রকারেই আমি রাজ্যভোগের উপযুক্ত নহি। আমি লোকনিন্দিত লোকাপকারক অত্যন্ত পাপ করিয়াছি; এপ্রযুক্ত, যেমন বৃষ্টির জলবেগ নিম্ন প্রদেশে গমন করে, সেইরূপ মহান্ শোক আমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। যেমন মত্ত হস্তী নদীকূল অভিহত করে, সেইরূপ মৎকৃত সহোদরবধ রূপ অর্দ্ধ শরীর ও সন্তাপরূপ শুণ্ড, চক্ষু, মস্তক ও দন্তযুক্ত অপরার্দ্ধ শরীরবিশিষ্ট বর্দ্ধনশীল হস্তী আমাকে অভিহত করিতেছে। হে রঘুনন্দন! যেমন বিবর্ণ সুবর্ণ অগ্নিতে তপ্যমান হইলে তাহার মল সকল নিবৃত্ত অর্থাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমার হৃদয়ে অবিষহ্য এমন বলবৎ সন্তাপ নিহিত হইয়াছে যে, তাহাতে আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাধুচরিত্র নিবৃত্ত হইতেছে; কারণ, কোন বলবৎ বস্তুর নিকটে সামান্য বস্তু থাকিতে পারে না! আমার নিমিত্ত এই অঙ্গদের শোক সন্তাপ যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এই মহাবল বানরকুলের অর্দ্ধপ্রাণ অবশিষ্ট রহিয়াছে। হে বীর! অঙ্গদের সদৃশ সুলভ্য, সুজন ও সুবশ্য সুপুত্র কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়? আর যে প্রদেশে সহোদরসন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এমন প্রদেশও বা কোথায়? আমার নিশ্চয় জ্ঞান হইতেছে, বীরপ্রবর অঙ্গদ অদ্য জীবিত থাকিবে না, অতঃ মাতার জীবন পুত্রের প্রতি স্নেহনিবন্ধন তাহার প্রতিপালনার্থই রক্ষিত হয়, অতএব সন্তাপার্ত্তা দীনা তারা পুত্রের জীবন ব্যতিরেকে কথনই জীবিত থাকিবেন না। হে মনুজেন্দ্রপুত্র! আমার অসত্ত্বেও আপনার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে; হে রাম! আমি কুলহন্তা অপরাধী, আপনি আমাকে অনুমতি করুন, আমি ভ্রাতা ও পুত্রের তুল্য গতি কামনা করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করি, আপনার আজ্ঞানুসারে এই সকল বর্ত্তমান প্রধান প্রধান বীর বানরগণ সীতার অন্বেষণ করিবেন।

পরবীরহন্তা রঘুবীর রাম শোকার্ত্ত সুগ্রীবের ঐরূপ কথা শুনিয়া বাষ্পাকুলিতচিত্তে মুহূর্ত্তকাল বিমনা হইলেন। বিশ্বরক্ষক ক্ষমাবান্ রাম বিমনা হইয়া সেই সময়ে পুনঃপুন ভূতল অবলোকন করিতেছিলেন; তৎকালে চারুনয়না কপিরাজপত্নী অদীনসত্ত্বা তারা ব্যসনমগ্না হইয়া রোদন করতঃ মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রধান প্রধান মন্ত্রী সকল উত্থাপন করিতেছিল; এমন সময়ে রাম সমুৎসুকনয়নে তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থাপন্না দেখিতে পাইলেন, তারাও স্বামির নিকট হইতে অপনীতা ও কম্পমানা হইয়া রামকে দেখিতে পাইলেন।

মৃগশাবকনয়না তারা অদৃষ্টপূর্ব্বপুরুষপ্রধান রামকে স্বতেজে সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ধনুর্ব্বাণধারী রাজলক্ষণসমন্বিত মনোহর লোচনবিশিষ্ট অবলোকন করিয়া 'ইনিই সেই কাকুৎস্থবংশোদ্ভব রাম' ইহা জানিতে পারিলেন। শোকার্ত্তা ব্যসনাপন্না আর্য্যা মানিনী তারা বিহ্বলা হইয়া ইন্দ্রসদৃশ দুষ্প্রাপ্য মহানুভাব রামের সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। তখন তাঁহার শোকে শরীরভাব বিচলিত হইয়াছিল; তিনি রণে লব্ধলক্ষ্য বিশুদ্ধাত্মা রামকে বলিতে লাগিলেন, হে বীর! তুমি দেশ কালের অপরিচ্ছেদ্য পরমাত্মস্বরূপ, অতএব তুমি যোগিদিগের দুর্জ্ঞেয় ও জিতেন্দ্রিয় এবং পুরুষোত্তমদিগের যে ধর্ম্ম, তোমাতে সেইরূপ ধর্ম্ম সকলই আছে; তোমার কীর্ত্তি অক্ষয়; তুমি বিচক্ষণ; তুমি ক্ষিতির ন্যায় ক্ষমাবান্,

এবং সুলক্ষণসম্পন্ন পুরুষদিগের যেরূপ লোহিত চক্ষু হইয়া থাকে, সেইরূপ চক্ষু তোমার, তুমি মহাবলবান্ ও দৃঢ় শরীর; তুমি মনুষ্য দেহ ভোগ্য অভ্যুদয় পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেহ ভোগ্য অভ্যুদয় সংযুক্ত হইয়াছ; অতএব তুমি যে বাণদ্বারা আমার প্রিয় বালীকে নিহত করিয়াছ, ধনুর্ব্বাণধারী হইয়া সেই বাণদ্বারা আমাকে বিনাশ কর; আমি নিহতা হইয়া পতির নিকটে গমন করি, কারণ, পরলোকে বালী আমা ব্যতিরেকে কাহারও সহিত ক্রীড়া করিবেন না। হে নির্ম্মল পদ্মপত্রলোচন! তিনি স্বর্গে গমন করিয়াছেন, কিন্তু সেখানে আমাকে দেখিতে না পাইয়া বিচিত্র বেশধারিণী তাম্রবর্ণ মুকুটাদি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা নানাবিধ অপ্সরাগণের সহিতও ক্রীড়া করিবেন না। তুমি যেমন মনোরম গিরিবরের তটপ্রদেশে বিদেহরাজনন্দিনী ব্যতীত শোকার্ত্ত ও বিবর্ণ হইয়াছ, সেই প্রকার তিনি স্বর্গে আমা ব্যতীত শোকার্ত্ত ও বিবর্ণ হইবেন। যুবা পুরুষ, বনিতাবিহীন হইলে যে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা তুমি সকলই অবগত হইয়াছ; অতএব বালী আমার অদর্শন জন্য দুঃখ প্রাপ্ত না হয়েন, তন্নিমিত্ত তুমি আমাকে নিহত কর। হে মহাত্মন্ মনুজেন্দ্রপুত্র! যদি তুমি এমন মনে কর যে, 'স্ত্রীবধ জন্য দোষ আমাতে অর্শিবে' তাহাতে 'এ তারা নহে, বালীর আত্মা' ইহা মনে করিয়া আমাকে বিনাশ কর, তাহা হইলে স্ত্রীবধজনিত দোষ তোমার হইবে না। শাস্ত্রানুসারে প্রকৃষ্টরূপে পতির সহিত পত্নীর যোগ এবং বিবিধ অধিকার আছে, আর বেদেও পত্নী পতি শরীরের অর্দ্ধভাগ বলিয়া কথিত হইয়াছে, অতএ পত্নী পুরুষের অভিন্নরূপ অতএব আমাকে বধ করিলে স্ত্রীবধ জন্য দোষ হইবে না। অধিকন্তু জ্ঞানবানদিগের মতে লোকে [illegible] তুল্য উত্তম দান আর দুই হয় না; অতএব ধর্ম্মানুসারে তুমি আমাকে আমার প্রিয় উদ্দেশে দান করিবে, তাহাতে স্ত্রীবধ জন্য অধর্ম্ম তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না [illegible] আর্ত্তা, অনাথা এবং প্রিয় [illegible] অন্য স্থানে [illegible]

হই নাই এবং মাতঙ্গের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতেছি; আমি সেই ধীমান্ বানরশ্রেষ্ঠ উত্তম হেমমাল্যধারী পতি ব্যতীত কখনই জীবিত থাকিতে পারিব না, অতএব তুমি আমার জীবন বিনাশ কর।

বালিভার্য্যা তারা এইরূপ কহিলে, মহাত্মা বিভু তাঁহাকে আশ্বাস করিয়া এইরূপ হিতবাক্য বলিলেন, হে বীরভার্য্যে! তুমি শোকে চিত্ত নিবেশ করিও না, সমস্ত লোকই বিধাতাকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, সমস্ত লোককেই সুখ দুঃখে সংযুক্ত করিয়া বিধাতা সৃষ্ট করিয়াছেন, ইহা লোক জনেরা কহিয়াছেন। ত্রিভুবন মধ্যে কেহই বিহিত বিধানকে অতিক্রম করিতে পারে না, সকলেই বিধাতার বিধানের বশতাপন্ন। বালী তোমার সকাশে পরমা প্রীতি প্রাপ্ত হইবে, তোমার পুত্র যৌবরাজ্য লাভ করিবে, বিধাতা এইরূপ বিধান করিয়াছেন আর দেখ, বীরপত্নীগণ নিহত পতি নিমিত্ত পরিবেদনা করেন না।

বীরপত্নী সুবেশরূপা তারা শক্রতাপন, প্রভাবশালী মহাত্মা রামকর্ত্তৃক আশ্বাসিতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

ইতি চতুর্ব্বিংশ সর্গ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

কাকুৎস্থ রাম লক্ষ্মণ তারা সুগ্রীব ও অঙ্গদের সমান শোকাপন্ন হইয়াছিলেন; রাম শোকার্ত্ত হইয়াও তারা, সুগ্রীব ও অঙ্গদকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন. মৃতব্যক্তির নিমিত্ত শ্রেয়স্কর যে কার্য্য অনুষ্ঠেয়, তাহা তোমরা করিলে, পরন্তু শোক তাপ করিলে মৃতব্যক্তির শ্রেয় হয় না, অতএব এক্ষণে ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য যাহা করিতে হয়, তাহা করিতে তোমরা সযত্ন হও, কারণ, যথাকালে কর্ত্তব্য কোন কর্ম্ম উত্তরকালে অনুষ্ঠিত হইলে তাহা প্রশস্ত হয় না। দেখ, জগতে নিয়তি অর্থাৎ অদৃষ্ট সকল বিষয়ের কারণ, নিয়তিই সমস্ত প্রাণির কার্য্য নিয়োগ করেন এবং নিয়তি সমুদয় কর্ম্মের সাধন। কেহ কোন

কর্ম্মের কর্ত্তা নহে, প্রবোজকও নহে; সমস্ত লোক ব্যবহার স্বভাবাধীন অর্থাৎ নিয়তিসাপেক্ষ হইয়াই প্রবৃত্ত হয়, পরন্তু কালকে আশ্রয় করিয়াই সেই স্বভাব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কালাত্মক ভগবান্ কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না, তিনিও পরিহীন হয়েন না এবং অদৃষ্টকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয়েন না। কালের বন্ধুত্ব নাই, তাহার কেহ কারণ নাই, কোন পরাক্রমই তাঁহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না, এবং তাহার মিত্র কি জ্ঞাতি কোন সম্বন্ধী নাই তিনি আপনার বশতাপন্ন নহেন, এমতে সাধুদর্শী বিবেকী ব্যক্তি "সুখ দুঃখাদি ও ধর্ম্মার্থকাম সমস্তই স্বকর্ম্ম জন্য অদৃষ্টাধীনই সম্পাদিত হইয়া থাকে" ইহা বোধ করিবেন; অতএব বালী সাম দানজনিত অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যদ্বারা পবিত্র কর্ম্মফল ও স্বকীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই মহাত্মা বালী পূর্ব্বে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা স্বর্গ জয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। হরিযূথপতি বালী কালকৃত ব্যবস্থানুসারে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার নিমিত্ত পরিতাপ করা বৃথা, এক্ষণে যথোচিত সময়ে তাঁহার অন্তিমক্রিয়া সম্পাদন কর।

রামের বাক্যাবসানে পরবীরহন্তা লক্ষ্মণ শোকার্ত্ত সুগ্রীবকে বিনীত বাক্যে বলিলেন, সুগ্রীব! তুমি তারা ও অঙ্গদকে লইয়া বালীর দাহাদি অন্তিমকার্য্য সম্পাদন কর। তাঁহার সংস্কার নিমিত্ত বহুল শুষ্ক কাষ্ঠ ও দিব্য চন্দনকাষ্ঠ আনয়ন নিমিত্ত আদেশ কর! এইক্ষণে ঐ রাজপুরী তোমার অধীন, অতএব দীনচিত্ত অঙ্গদকে প্রবোধদ্বারা আশ্বাসিত কর, শোকাহতচিত্ত হইয়া অজ্ঞানব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা তোমার উচিত নহে। অঙ্গদ বিবিধ বস্ত্র মাল্য গন্ধ ঘৃত তৈল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল আনয়ন করুন।— অহে তার! তুমি শীঘ্র শিবিকা লইয়া আইস, বিশেষতঃ এক্ষণে কালবিলম্ব করা উচিত নহে। যাহারা শিবিকাবহনে উপযুক্ত, বলবান্ ও সমর্থ এরূপ বানর সকল সজ্জীভূত হউক।

অঙ্গদসহিত সুগ্রীব [illegible] বলিলে, তার বানর সত্বর লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সত্বরচিত্তে শিবিকানিমিত্ত পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিয়া শিবিকাবহনযোগ্য শূর বানরগণের দ্বারা শিবিকা উত্থাপিত করাইয়া আনয়নপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিল। সেই শিবিকা পক্ষী, বৃক্ষলতাদি প্রভৃতি বিবিধ আকৃতিদ্বারা চিত্রিত, জালসদৃশ বাতায়নে সমন্বিত, শিল্পনিপুণ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক উত্তমরূপে কাষ্ঠ ও প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, বিচিত্র কারুকার্য্যে পরিষ্কৃত, উত্তম আভরণ, হার ও বিচিত্র মাল্যে উপশোভিত, দুষ্প্রবেশ পঞ্জরাবৃত, সুচারু কারুকার্য্যহেতু উজ্জ্বলিত পুষ্পাদিতে সমাচ্ছাদিত, তরুণ সূর্য্যসবর্ণ দীপ্যমান পদ্মমালাসমূহে পরিবৃত, তন্মধ্যে রাজোপযুক্ত বিস্তৃত মহার্হ আসনে সংযুক্ত দিব্য ও বিশাল ছিল।

রাম এতাদৃশ শিবিকা দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! বালীকে শীঘ্র দহন স্থানে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার অন্ত্যেষ্টি কর্ম্ম করাইবার নিমিত্ত উদ্যোগ কর। অনন্তর, অঙ্গদের সহিত সুগ্রীব রোদন করিতে করিতে গতজীবিত বালীকে বিবিধ অলঙ্কার বস্ত্র ও মাল্য দ্বারা ভূষিত ও উত্তোলন করিয়া শিবিকায় আরোপিত করিলেন। তখন প্লবগপতি রাজা সুগ্রীব কহিলেন, "আর্য্যভ্রাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নদীকূলে সম্পাদন করিতে হইবে, অতএব বানরেরা অগ্রে অগ্রে নানাবিধ রত্ন বিতরণ করিতে করিতে গমন করুক, তৎপশ্চাৎ শিবিকা যাউক। পৃথিবীমধ্যে রাজার যাদৃশ সম্পত্তি দৃষ্ট হইতেছে বানরদিগের তদনুসারেই তাঁহার সৎকার কর্ত্তব্য।" বালীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্যমতই সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হইল। হতবান্ধব তারাপ্রভৃতি বানরী ও বানর সকল অঙ্গদকে আলিঙ্গন করতঃ সত্বর হইয়া রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। বালীর অনুগত বানরী সকল হা বীর! হা বীর! বলিয়া চীৎকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। বানর সকল প্রিয় বালীর নিমিত্ত পুনঃপুনঃ ক্রন্দন করিতে লাগিল। তারাপ্রভৃতি বানরী সকল হতবান্ধব হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পতিকে অনুগমন করিতে

লাগিল। বনমধ্যে সেই সকল বানরীরা রোদন করিতে থাকিলে, বোধ হইল যেন চতুর্দ্দিকস্থ বন ও পর্ব্বত সকল রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। বনচারী বহুল বানরগণ গিরিসন্নিহিত নদীতটে জলসংবৃত বিবিক্ত স্থানে চিতা প্রস্তুত করিল। শোকাপন্ন শিবিকাবাহক উৎকৃষ্ট বানর সকল নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া স্কন্ধ হইতে শিবিকা অবতরণ করিয়া অবস্থিত হইল। অনন্তর তারা, পতিকে শিবিকামধ্যশায়ী দেখিয়া সুদুঃখিতান্তঃকরণে স্বকীয় ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বানরাধিপতি মহারাজ! হা নাথ! হা মদীয় প্রীতিভাজন! হা মহার্হ! হা মহাবাহো! হা মদীয় প্রিয়বল্লভ! তুমি আমাকে নিরীক্ষণ কর; এই অধীনা শে [illegible] রিপীড়িতা হইয়াছে, ইহার প্রতি কেন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছ না? হে মানপ্রদ! তুমি গতাসু হওয়াতেও অস্তাচলাবলম্বি সূর্য্যসমবর্ণ তোমার মুখ জীবিত ব্যক্তির ন্যায় হর্ষান্বিত দেখিতেছি। হে বানরেন্দ্র! কালই রামরূপে তোমাকে কর্ষণ করিলেন, তিনি রণে এক বাণেই সকলকে বিধবা করিলেন। হে রাজেন্দ্র! তোমার সেই এই বানরী সকল প্লুতগতিক্রমে পদদ্বারা দূর পথে এখানে আসিয়াছে, তুমি তাহাদিগকে কি কারণে জানিতে পারিতেছ না? হে প্লবগনাথ! তোমার এই সকল চন্দ্রনিভাননা প্রিয় ভার্য্যাদিগকে এবং সুগ্রীবকে এক্ষণে তুমি কি কারণে নিরীক্ষণ করিতেছ না? হে রাজন্! তোমার তারপ্রভৃতি সচিবগণ এবং পুরবাসী জনসকল বিষণ্ণ হইয়া তোমাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন. হে শত্রুদমন! তুমি পূর্ব্বের মত এই সচিবদিগকে বিদায় করিয়া দাও, তোমার অপরাপর ভার্য্যা ও আমি, আমরা সকলে এই বনে মদনোন্মত্তা হইয়া ক্রীড়া করি।

তারা ঐরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, শোকার্ত্ত অন্য বানরী সকল তাঁহাকে উত্থাপিত করিল। সুগ্রীবের সহিত অঙ্গদ শোকে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে করিতে পিতাকে চিতায় আরোহণ করাইলেন। অনন্তর, অঙ্গদ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া মৃত পিতাকে বিধিপূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করতঃ দগ্ধ চিতা পরিক্রমণ করিলেন। এইরূপে বালীর অন্তিম সংস্কার করিয়া বানরপ্রধানদিগের সহিত একত্র হইয়া উদকক্রিয়া করিবার নিমিত্ত উত্তম জলসম্পন্না শুভ নদীতে আগমন করিলেন। তদনন্তর সুগ্রীব, তারা ও অন্যান্য বানরপ্রবর সকল অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া জলপ্রাদানিক ক্রিয়া সম্পাদন করি[illegible]। [illegible] বলশালী রঘুনন্দন, দীনভাবাপন্ন সুগ্রীবের সহিত সমান শোকাপন্ন ও দীনভাবে আক্রান্ত হইয়া বালীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। অনন্তর, সুগ্রীব পৌরুষসম্পন্ন বালীকে অগ্নি সংস্কৃত করিয়া প্রদীপ্তাগ্নিতুল্য তেজস্বী রাম ও লক্ষ্মণের সমীপে উপনীত হইলেন।

ইতি পঞ্চবিংশতি সর্গ॥ ২৫॥

ষড়্‌বিংশতি সর্গ।

তদনন্তর, প্রধান শাখামৃগগণ শোকাগ্নিসন্তপ্ত, আর্দ্রবসনপরিধায়ী সুগ্রীবকে পরিবেষ্টন করিয়া সমীপে উপবেশন করিল অনন্তর, তাহারা সকলে ব্রহ্মার সমীপে ঋষিগণের ন্যায়, অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবাহু রামের সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত হইল পরে কাঞ্চনশৈলপ্রভাসম্পন্ন, তরুণসূর্য্যসঙ্কা[শ] মুখশ্রীসমন্বিত, পবনপুত্র হনুমান্ কৃতাঞ্জ[লি] হইয়া বলিলেন, হে প্রভু কাকুৎস্থ! এই পি[তৃ]পিতামহ সম্বন্ধীয় মহৎরাজ্য, যাহা বিশাল দং[ষ্ট্রা]বিশিষ্ট মহাত্মা বানরদিগেরও দুষ্প্রাপ্য, তা[হা] আপনার প্রসাদে লব্ধ হইল। এইক্ষণে সুহৃদ[্]গণের সহিত সুগ্রীব আপনার অনুজ্ঞা লইয়া শুভ নগরে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদায় রাজকার্য্য বিধান করিবেন, উনি যথাবিধি স্নাত হইয়া ওষধি, বিবিধ গন্ধ, মাল্য ও রত্নদ্বারা আপনাকে বিশেষরূপে পূজা করিবেন। আপনি ঐ মনোরম্য গিরিগুহাতে গমন করুন, বানরদিগের উপর প্রভুত্ব করিয়া তাহাদিগকে হর্ষি[ত] করুন।

হনুমান্, বীর শত্রুহন্তা রঘুনন্দন রামকে

ঐরূপ কহিলে বাক্যকোবিদ বুদ্ধিমান্ রাম হনুমান্‌কে কহিলেন, হে সৌম্য হনুমন্! পিতার আজ্ঞানুসারে আমি চতুর্দ্দশ বৎসর কোন গ্রামে কি নগরে প্রবেশ করিব না। বানরশ্রেষ্ঠ বীর সুগ্রীব সুসমৃদ্ধিসম্পন্ন দিব্য গুহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। ইহা কহিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, সুগ্রীব! তুমি নীতিজ্ঞ, অতএব সদ্‌বৃত্ত উদার বল বিক্রম, বীর অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর; জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠপুত্র তাহার তুল্য বিক্রমসম্পন্ন অদীনাত্মা অঙ্গদ যৌবরাজ্যের উপযুক্ত পাত্র! জলবর্ষণকাল চারিমাস বর্ষাকাল বলিয়া উক্ত হয়, তাহার এই প্রথম শ্রাবণ মাস প্রবৃত্ত, হে সৌম্য! এক্ষণে আমাদিগের সীতার উদ্ধার নিমিত্ত উদ্যোগের সময় নহে, অতএব তুমি এসময়ে পুরীপ্রবেশ কর, আমিও লক্ষ্মণের সহিত এই পর্ব্বতে বাস করি। এই গিরিগুহা প্রশস্ত ও মনোহর, ইহাতে বায়ুর গমনাগমন হইয়া থাকে, এস্থানে সমীপবর্ত্তী প্রভূত জলসম্পন্ন প্রচুর কমলোৎপলের জলাশয় আছে, অতএব এস্থানে আমাদিগের বাস সুখজনক হইবে। হে সৌম্য! বর্ষা নিবৃত্তি হইলে কার্ত্তিক মাসে রাবণ বধের নিমিত্ত তুমি উদ্যোগী হইবে, এক্ষণে তাহার সময় নয়, অতএব তুমি এক্ষণে নিজালয়ে গমনপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সুহৃদ্‌দিগকে আনন্দিত কর।

বানরেন্দ্র সুগ্রীব রামকর্ত্তৃক ঐরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া বালিপালিত মনোরম্য কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। সহস্র সহস্র বানর, বানরপতি সুগ্রীবকে পরিবেষ্টন করিয়া পুরী প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর, প্রজা সকল সমাহিত ও বসুধাতলে পতিত হইয়া অবনত মস্তকে বানরেশ্বর সুগ্রীবকে প্রণাম করিল। মহাবল বীর্য্যবান্ সুগ্রীব সেই সমস্ত প্রকৃতিবর্গকে সম্ভাষণপূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া ভ্রাতার মনোরম অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, যেমন দেবগণ দেবরাজকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই প্রকার সুহৃদ্‌গণ পুর প্রবিষ্ট ভীমবিক্রম বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। স্বর্ণপরিষ্কৃত পাণ্ডুর বর্ণ ছত্র, সুবর্ণদণ্ডযুক্ত যশস্কর মূল্যবান ব্যজনদ্বয়, সর্ব্ব প্রকার রত্ন, সর্ব্বৌষধি, বটবৃক্ষের অধঃস্থলের জটা ও পুষ্প, বহুমূল্য বস্ত্র, শ্বেত অনুলেপন, সুগন্ধি মাল্য সকল, স্থলপদ্ম ও জলপদ্ম, দিব্য চন্দন, নানাবিধ বহুল গন্ধদ্রব্য, অক্ষত, কাঞ্চন, প্রিয়ঙ্গু, মধু, ঘৃত, দধি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মূল্যবান্ উপানহদ্বয়, এই সকল দ্রব্য অভিষেক নিমিত্ত আহৃত হইল। প্রশংসনীয় ষোড়শ জন কন্যা হর্ষান্বিত হইয়া অনুলেপন দ্রব্য গোরোচন ও মনঃশিলা লইয়া সেই স্থলে আগমন করিল। অনন্তর, বানরপ্রবর সুগ্রীবের অভিষেক নিমিত্ত রত্ন, বস্ত্র ও বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্যদ্বারা দ্বিজবরদিগকে পরিতুষ্ট করা হইল এবং মন্ত্রজ্ঞ জনেরা কুশাস্তীর্ণ জলন্ত অগ্নিতে মন্ত্রপূত হবির্দ্বারা আহুতি প্রদান করিল। অনন্তর, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্, এই সকল বানরপ্রবর সুগ্রীবকে মনোহর চিত্রিত মাল্য শোভিত প্রাসাদ শিখরোপরি উত্তম আস্তরণাবৃত মহা পরিষ্কৃত আসনে মন্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক বিধিবৎ পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইয়া চতুর্দ্দিক্ স্থিত সমস্ত নদ নদী ও সাগর হইতে আনীত বিমল জলদ্বারা কনক কুম্ভ ও বৃষশৃঙ্গপূর্ণ করতঃ মহর্ষিবিহিত শাস্ত্র দৃষ্টিপূর্ব্বক সেই সকল সুগন্ধি তীর্থজলদ্বারা বসুগণকর্ত্তৃক বাসবের অভি[ষে]কের ন্যায়, অভিষেক করিল। সুগ্রীব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে শত সহস্র মহা তেজস্বী বানরপ্রবর হর্ষাবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বানরাধিপতি সুগ্রীব রামের আদেশানুসারে অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে মহাত্মা বানর সকল সুগ্রীবকে 'সাধু সাধু' বলিয়া নিনাদপূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব ও অঙ্গদ কিষ্কিন্ধ্যা তাদৃশরূপে অবস্থিত হইলে সকলেই মহা[ত্মা] রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি প্রীত হইয়া সন্তো[ষ] প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন গিরিগহ্বরস্থিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরী হৃষ্টপুষ্ট জনসমূহে সমাকীর্ণ ধ্বজপতাকায় [illegible]

মনোরম্য হইল। বীর্য্যবান্ কপিবাহিনীপতি সুগ্রীব মহাত্মা রামকে আপন অভিষেকের বিষয় বিজ্ঞাপন করতঃ ভার্য্যা রুমাকে লাভ করিয়া ত্রিদশনাথ ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ সর্গ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত ও বানর সকল নিজ নিজ গুহায় প্রবিষ্ট হইলে, রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত প্রস্রবণ নামক পর্ব্বতে আগমন করিলেন। অনন্তর, রাম মৃগ ও শার্দ্দূলসমূহে শব্দিত, ভীষণ শব্দকারী সিংহগণ দ্বারা পরিবৃত, ঋক্ষ, বানর, গোপুচ্ছ ও মার্জ্জার প্রভৃতি পশু সকলে নিষেবিত, নানাবিধ গুল্ম ও লতাজালে সমাচ্ছাদিত, বহুল পাদপসমাকুল, মেঘরাশি সদৃশ, নিত্য পবিত্রকর সেই শৈলমধ্যে আগমন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত তাহার শিখরে অতি বিস্তৃত এক গুহা অবলম্বন করিলেন।

পরে অনঘ রঘুনন্দন রাম সুগ্রীবের সহিত অঙ্গীকার করিয়া বিনীত ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে তৎকালোচিত এইরূপ মহৎ বাক্য বলিলেন যে, হে সুমিত্রানন্দন! এই গিরিগুহা পরম রমণীয়, বিস্তৃত এবং ইহাতে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, অতএব বর্ষা কয়েক মাস এই স্থানে অবস্থিতি করিব। এই গিরিশিখর অতি উৎকৃষ্ট ও আনন্দজনক; ইহার কোন কোন স্থান শ্বেত, কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ শিলা দ্বারা সুশোভিত, কোন স্থান নানাবিধ ধাতু দ্বারা পরিব্যাপ্ত, কোন স্থান বিবিধ বৃক্ষষণ্ড ও মনোহর চিত্রিত লতাজালে সমাচ্ছাদিত, কোন স্থান নদীজাত শব্দসমন্বিত, কোন স্থান বিবিধ বিহঙ্গগণ দ্বারা শব্দিত, কোন স্থান ময়ূর রবে নিনাদিত, কোন কোন স্থান পুষ্পিত মালতী, কুন্দ, গুল্ম, সিন্দুবার শিরীষ, কদম্ব, অর্জ্জুন ও সর্জ্জ প্রভৃতি বৃক্ষসমূহে সুশোভিত রহিয়াছে। হে নৃপনন্দন! এই যে প্রফুল্ল পঙ্কজরাজি বিরাজিত রমণীয় সরোবর দেখিতেছ, জল বৃদ্ধি হইলে ইহা আমাদিগের গুহার সমীপবর্ত্তি হইবে। আর এই গুহা পূর্ব্বোত্তর ভাগে অবনত এবং পশ্চাৎভাগে উন্নত থাকায় বাসের অতিশয় সুখকর হইবে, যেহেতু ইহাতে বর্ষাকালের বায়ুর সমাগম হইবে না। এই গুহাদ্বারে বিদলিত অঞ্জনরাশি সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ আয়ত সলিলের ন্যায় স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল যে, এক খণ্ড শিলা রহিয়াছে, ইহা আমাদিগের উপবেশনের উপযোগী হইবে।

হে বৎস! দেখ এই শৈলশৃঙ্গ উত্তরভাগে বিদলিত অঞ্জনাকার অম্বুদের ন্যায় উদিত হইয়াছে এবং দক্ষিণভাগে নানা ধাতুবিরাজিত কৈলাসশিখর সদৃশ শ্বেতবর্ণ অম্বরের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। আরও দেখ গুহার অগ্রভাগে ত্রিকূটশিখরস্থিতা জাহ্নবীর ন্যায় সুনির্ম্মল প্রাচীনবাহিনী নদী চন্দন, তিলক, শাল, তমাল, অতিমুক্তক, পদ্মক, শরল ও জলবেতস, তিমির, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিমিশ, নীপ, বেতস, কৃতমালক, অশোক প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণীদ্বারা সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। নানা রূপ পঙ্কজরাজিদ্বারা বিরাজিত হইয়া, বসন ও আভরণাদি অলঙ্কারসমূহে অলঙ্কৃতা প্রমদার ন্যায়, ইতস্ততঃ দীপ্তি পাইতেছে। শত শত বিহঙ্গগণের বিবিধ ধ্বনিদ্বারা নিনাদিতা, পরস্পর অনুরক্ত চক্রবাকনিচয়ে সুশোভিতা, পরম রমণীয়া পুলিনসমন্বিতা, হংস ও ও সারস সকলে নিষেবিতা এবং নানা রত্নে বিভূষিতা হইয়া ইহা এরূপ প্রতিভা পাইতেছে, বোধ হয়, যেন হাস্য করিতেছে। ইহা কোন স্থানে নীলোৎপলদ্বারা ও কোন স্থানে রক্তোৎপলদ্বারা সমাচ্ছন্না হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, কোন স্থানে বা শুক্লবর্ণ দিব্য কুসুমমুকুলদ্বারা আবৃত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। অপিচ, এই শুভদর্শনা নদী শত শত পারিপ্লব পক্ষিসমন্বিতা, বর্হি ও ক্রৌঞ্চরবে নিনাদিতা এবং মুনিসমূহে নিষেবিতা হইয়া অধিকতর সুশোভিত হইয়াছে।

লক্ষ্মণ! দেখ এই মনোহর চন্দন ও

ককুভ বৃক্ষশ্রেণী সকল মনের অভিলাষ মতই প্রকাশিত হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। হে অরিন্দমন! এই স্থান অতি আশ্চর্য্যজনক ও পরম রমণীয়; অতএব এই স্থানে আমরা সুখে অবস্থিতি করতঃ দৃঢ়রূপে ক্রীড়া করিব। আর সুগ্রীবের পুরী বিচিত্র কাননসমন্বিতা মনোহরা সেই কিষ্কিন্ধ্যাও ইহার নিকটবর্ত্তিনী হইবে। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে কপিবর সুগ্রীব ভার্য্যা, রাজ্য মহতী সম্পত্তি লাভ করতঃ সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত হইয়া নিত্য আনন্দ লাভ করিতেছে; কেন না, মৃদঙ্গ ও ডম্বর বাদ্যের সহিত গীতকারী বানরগণের গীত ও বাদিত্র শব্দ শ্রুত হইতেছে।

রঘুনন্দন রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সেই বহুল সুদৃশ্য গুহা ও কুঞ্জসমন্বিত প্রস্রবণ নামক পর্ব্বতে বাস করিলেন। পরন্তু অতিশয় সুখসাধন বহু দ্রব্যসমন্বিত সেই ধরণীধর পর্ব্বতে বাস করিয়া, প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা ভার্য্যা সীতাকে স্মরণ করতঃ, বিশেষতঃ উদয়াচলে সমুদিত শশাঙ্ক দর্শন করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও সুখী হইলেন না; এমন কি, নিশাকালে শয়ন করিলে, সীতাবিরহ জন্য শোকসমুদ্ভূত বাষ্পদ্বারা চিত্ত উপহত হওয়ায় নিদ্রা তাঁহার নয়নে আবির্ভূত হইত না।

সর্ব্বদা শোকপরায়ণ কাকুৎস্থ রাম এইরূপে শোক করিতে থাকিলে, সমদুঃখভাগী ভ্রাতা লক্ষ্মণ অনুনয়পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন যে, হে বীর! আপনি বৃথা ব্যথিত হইবেন না এবং শোক করাও আপনার উচিত হইতেছে না; আপনার ইহা বিদিত আছে যে, পুরুষ শোকার্ত্ত হইলে তাহার সমস্ত অর্থই অবসন্ন হয়। হে রঘুনন্দন! আপনি ক্রিয়াবান্, দেবপরায়ণ, আস্তিক, ধর্ম্মশীল ও ব্যবসায়ী হইয়া এক্ষণে শোকনিবন্ধন এরূপ উদ্যমবিহীন হইলে, বিক্রম বিষয়ে জিহ্মকারী সেই শত্রু রাক্ষস রাবণকে সমরে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন না; বরং আপনি সর্ব্বতোভাবে শোক উন্মূলিত করিয়া স্বীয় ব্যবসায় স্থিরীকৃত করুন, তাহা হইলেই সেই রাক্ষসকে সপরিবারে বিনাশ করিতে পারিবেন। রাবণের কথা দূরে থাকুক, আপনি সাগর, কানন ও পর্ব্বতসমন্বিতা বসুন্ধরাকেও অধরীকৃত করিতে পারেন। যাহা হউক, এক্ষণে এই প্রাবৃট্‌কাল সমাগত; শরৎকাল প্রতীক্ষা করুন, তাহা হইলেই রাষ্ট্র ও বান্ধববর্গের সহিত সেই রাবণকে বধ করিতে পারিবেন। পরন্তু যেমন হোমকালে প্রদীপ্ত আহুতি প্রদান করিলে ভস্মাচ্ছাদিত অনল প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ আমি এতাদৃশ বীররসোদ্দীপক বাক্যদ্বারা আপনার প্রসুপ্ত বীর্য্য প্রতিবোধিত করিতেছি।

রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণের কথিত মঙ্গলকর ও হিতজনক সেই বাক্য সম্মানিত করিয়া প্রিয়তর বয়স্য লক্ষ্মণকে এই কথা বলিলেন যে, লক্ষ্মণ! অমোঘ বিক্রমসম্পন্ন, অনুরক্ত, বয়স্য ও হিতকারী ব্যক্তির যাহা বক্তব্য, তুমি তাহাই বলিলে; অতএব আমি সর্ব্ব কার্য্যাবসাদক এই শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক বিক্রমে অপ্রতিহত তেজকে প্রকৃষ্টরূপে উৎসাহিত করিতে লাগিলাম এবং তোমার বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া সুগ্রীবের চিত্তসৌমনস্য ও নদী সকলের স্বচ্ছোদকতারূপ প্রসন্নতা পালন করতঃ শরৎকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বোধ হয়, তৎকালে সুগ্রীব আমার সাহায্য করিবেন; কেন না, বীর পুরুষেরা উপকৃত হইলে অবশ্যই প্রত্যুপকার করিয়া থাকে, যদ্যপি তাহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া প্রত্যুপকার না করে, তাহা হইলে সাধুদিগের চিত্ত কখনই আর তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইবে না।

লক্ষ্মণ 'রামের বাক্যই উপযুক্ত' এইরূপ সমাধান করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বাক্য সম্মানন করিলেন এবং আপনার শুভদর্শিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রিয়দর্শন রামকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

লক্ষ্মণ কহিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনার যাহা অভিলষিত, তাহা আপনি ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু কপিপ্রবর সুগ্রীব অচিরাৎ তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না; অতএব আপনি শত্রুনিগ্রহে স্থিরনিশ্চয় হইয়া শরৎকাল প্রতীক্ষা করতঃ উপস্থিত বর্ষা কয়েক মাস সহ্য

করুন্। আপনি ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক শরৎ-কালের প্রতীক্ষায় মাস চতুষ্টয় সহ্য করিয়া আমার সহিত মৃগরাজসেবিত এই পর্ব্বতমধ্যে অবস্থিতি করুন্, তাহা হইলেই শত্রু বধে সমর্থ হইবেন।

ইতি সপ্তবিংশ সর্গ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

তখন রাম বালিবধানন্তর সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের উপরি-ভাগে অবস্থিতি করতঃ লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই সেই বর্ষাকাল উপস্থিত। দেখ, অদ্য পর্ব্বতাকারি মেঘসমূহদ্বারা নভোমণ্ডল সমাবৃত হইয়াছে; নভোমণ্ডল কার্ত্তিকাবধি আষাঢ় পর্য্যন্ত নব মাস সূর্য্যরশ্মিদ্বারা সমুদ্র সকলের সলিল পান করিয়া এতাবৎকাল উদরে ধারণ করতঃ উপস্থিত বর্ষা সময়ে উদর-স্থিত সেই সলিল বিসর্জ্জন করিতেছে; কুটজ ও অর্জ্জুন বৃক্ষ সকল মেঘসোপানপঙ্‌ক্তি-দ্বারা গগনমার্গে আরোহণ করিয়া যেন দিবাকরকে অলঙ্কৃত করিতে উদ্যত হই-তেছে, অম্বরতল উত্থিত সন্ধ্যারাগে তাম্রবর্ণ, অভ্যন্তরে পাণ্ডুবর্ণ, কিঞ্চিজ্জলসংসর্গে স্নিগ্ধ, মেঘরূপ ছিন্নপটদ্বারা যেন বদ্ধ ব্রণের ন্যায় বোধ হইতেছে। অপিচ, মন্দ মারুত নিশ্বাস-স্বরূপ হওয়ায় এবং সন্ধ্যারূপ চন্দনে চর্চ্চিত ও ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ জলদজালে পরিবৃত হওয়ায় কামাতুরের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সূর্য্য-কিরণসন্তপ্তা সেই বসুন্ধরা সম্প্রতি নববারি-ধারায় পরিপ্লুতা হইয়া যেন শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় বাষ্পবারি বিমোচন করিতেছে। মেঘোদর হইতে বিনির্ম্মুক্ত কর্পূরদলের ন্যায় শীতল, কেতকপরিমলবাহী এই সমীরণকে অঞ্জলিদ্বারা পান করিবার উপযুক্ত বোধ হই-তেছে; কেতক পুষ্পদ্বারা সুবাসিত, পুষ্পিত অর্জ্জুনবৃক্ষসমন্বিত এই শৈলবর শাস্তারি সুগ্রী-বের ন্যায় বারিধারায় অভিষিক্ত হইতেছে; মেঘরূপ কৃষ্ণাজিনধারী ও ধারারূপ যজ্ঞোপ-

হওয়ায় ঐ পর্ব্বত সকল যেন উচ্চস্বরে বেদ-পাঠক ব্রাহ্মণগণের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; সুবর্ণময়ী কশার ন্যায় বিদ্যুতের দ্বারা তাড়িত গগনমণ্ডল অন্তর্গত স্তনিতরূপ নির্ঘোষদ্বারা যেন বেদনাযুক্তের ন্যায় বোধ হইতেছে; নবীন নীলমেঘাশ্রিত বিদ্যুত স্ফুরিত হওত, রাবণাঙ্কে কম্পিতা তপস্বিনী বিদেহরাজ-নন্দিনী সীতার ন্যায় আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে; এই পূর্ব্বাদি দিক্ সমস্ত গ্রহ নক্ষ-ত্রাদিবিহীন তামসী রজনীর ন্যায় মেঘজালে আবৃত হওয়ায় কোন্ দিক্ পূর্ব্ব ও কোন্ দিক্ পশ্চিম, কিছুই বোধ হইতেছে না, তজ্জন্য ইহা কামাশক্ত ব্যক্তিদিগের সুখকর হইয়া উঠি-য়াছে।

হে সুমিত্রানন্দন! দেখ, কোন গিরি-শিখরে বর্ষাগমহেতু সমুৎসুক বাষ্পসংরুদ্ধ, পুষ্পিত কুটজ বৃক্ষ সমস্ত আমি শোকে অভি-ভূত হওয়ায় আমার কামোদ্দীপন করতঃ অব-স্থিত রহিয়াছে। অদ্য ধূলি সকল বিনষ্ট হইয়াছে; সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; গ্রীষ্মদোষ তাপাদি প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে; বসুধাধিপতি নৃপতি সকলের যুদ্ধযাত্রা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং প্রবাসি পুরুষেরা প্রিয়াবিরহে বিদেশে অবস্থান করিতে অশক্ত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিতেছে। সম্প্রতি চক্রবাক্ সমস্ত মানস সরোবরে বাস করিবার নিমিত্ত অভি-লাষী হইয়া প্রিয়া সমভিব্যাহারে গমন করি-তেছে; অতিশয় বর্ষবারিদ্বারা পথ সকল বিক্ষত হওয়ায় রথাদি যান সকল সঞ্চরণ করি-তেছে না; জলধর সকল বিক্ষিপ্ত থাকায় নভোমণ্ডল কোথাও প্রকাশ ও কোথাও অপ্র-কাশ হইয়া স্থানে স্থানে পর্ব্বতদ্বারা অবরুদ্ধ তরঙ্গবিহীন মহাসমুদ্রের ন্যায় রূপ ধারণ করতঃ বিরাজিত হইতেছে। সর্জ্জ ও কদম্ব পুষ্প-মিশ্রিত পর্ব্বতের ধাতুদ্বারা তাম্রবর্ণ ময়ূরের কেকারবে অনুসৃত নববারি পার্ব্বতীয় নদী সকল দ্রুতবেগে বহন করিতেছে; লোক সকল ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সরস জম্বুফল [illegible]

ভূমিতলে পতিত হইতেছে; বিদ্যুৎপতাকা-বিশিষ্ট বকপঙ্ক্তিসমন্বিত, শৈলেন্দ্রশিখরাকার উৎকট শব্দকারী মেঘ সকল যুদ্ধস্থিত মত্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে।

লক্ষ্মণ! দেখ, কাননমধ্যে বলাহকবৃন্দ প্রচুররূপে বারিবর্ষণ করায় এবং বর্ষবারিদ্বারা শাদ্বলসমস্ত পরিতৃপ্ত ও ময়ূর সকল নৃত্যোৎসবে প্রবৃত্ত হওয়ায় এই কানন সমস্ত অপরাহ্নকালে অধিকতর শোভা বিস্তার করিতেছে। আর জলধরসকল বকপঙ্ক্তিতে পরিবেষ্টিত হইয়া অতিশয় সলিলভার বহন করতঃ, গর্জ্জন করিতে করিতে সুমহৎ শৈলশিখরে এক এক বার বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার গমন করিতেছে। বলাকাপঙ্ক্তি গর্ভার্থ মেঘাশক্ত হইয়া হর্ষসহকারে আকাশমার্গে বিচরণ করতঃ, গগনমণ্ডলের বায়ুবেগে কম্পিত লম্বমান ও মনোহর পুণ্ডরীকমালার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। বালইন্দ্রগোপদ্বারা অভ্যন্তরে চিত্রিতা নবশাদ্বলসমন্বিতা এই ভূমি, গাত্রসম্পৃক্ত শুকবর্ণ ও মধ্যদেশে লাক্ষাবিন্দু-সিক্তকম্বলদ্বারা আবৃতা নারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। উৎসবনিবন্ধন নিদ্রা অল্পে অল্পে কেশবের সন্নিহিত হইতেছে, নদী সকল দ্রুতবেগে সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে, বলাকা হর্ষাবিষ্ট হইয়া গর্ভধারণার্থ মেঘের সমীপবর্ত্তী হইতেছে, উত্তমা স্ত্রী কামাশক্ত হইয়া স্বীয় স্বামির নিকট গমন করিতেছে। বনের প্রান্তভাগ ময়ূরগণের নৃত্য স্থান হইয়াছে, কদম্ববৃক্ষ পুষ্পিত পল্লবপুঞ্জে পরিবৃত হইতেছে, গো ও বৃষ সকল পরস্পর তুল্যরূপে কামবশবর্ত্ত হইতেছে, মহীমণ্ডল শস্য ও বনরাজিদ্বারা রমণীয় হইয়াছে।

এদিকে নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে, মেঘসমূহ বর্ষণ করিতেছে, মত্ত মাতঙ্গগণ নিনাদ করিতেছে, বনান্তভাগ সুশোভিত হইতেছে, প্রিয়াবিহীন পুরুষেরা চিন্তান্বিত হইতেছে, শিখিকুল আনন্দভরে নৃত্য করিতেছে, প্লবঙ্গমগণ সুগ্রীবের রাজ্যলাভহেতু আশ্বাসিত হইতেছে। অরণ্যস্থিত নির্ঝরে কেতকপুষ্প গন্ধের আঘ্রাণে হর্ষিত এবং মদমত্ত মাতঙ্গ সকল প্রপাতশব্দে আকুলিত হইয়া ময়ূরগণের সহিত নিনাদ করিতেছে। কদম্বশাখাবলম্বিত ভ্রমর সকল ধারানিপাতে অভিহত হইয়া উৎসবসহকারে অর্জ্জিত পুষ্পসমূহের রসাস্বাদহেতু প্রবৃদ্ধ মদ মন্দ মন্দ বিসর্জ্জন করিতেছে, পিণ্ডাকার অঙ্গারচূর্ণসদৃশ, বহুল, যথেষ্ট রসসংযুক্ত ফলদ্বারা জম্বুবৃক্ষের শাখাসমস্ত এইরূপ প্রকাশ পাইতেছে যে, বোধ হয় ভ্রমরসকল যেন, উহা পান করিতেছে। যেরূপ যুদ্ধস্থলে রণোৎসুক হস্তি সকলের আকৃতি প্রতিভাত হয়, তড়িৎপতাকায় সুশোভিত গম্ভীর ও মহৎ শব্দকারী মেঘসমূহের আকৃতিও তদ্রূপ প্রকাশিত হইতেছে। মার্গানুগামী শৈল ও পর্ব্বতের অনুসারী মত্ত গজেন্দ্র যুদ্ধকামনায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পশ্চাতে মেঘরব শ্রবণ করতঃ শত্রুধ্বনি শঙ্কা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। সমস্ত অরণ্যের প্রান্তভাগ কোন স্থানে ষট্পদ সকলের সহিত যেন সঙ্গীত, কোন স্থানে ময়ূরগণের সহিত যেন নৃত্য করায় এবং কোন স্থানে বারণবৃন্দের সহিত যেন প্রমত্ত হওয়া[illegible] অনেকের আশ্রয়ী রূপে প্রকাশ পাইতেছে মধুসদৃশ বারিদ্বারা পরিপূর্ণ, কদম্ব, সাল অর্জ্জুন ও কন্দল বৃক্ষসমন্বিত বনান্তভূ[illegible] ময়ূরগণের মত্ততা, ধ্বনি ও নৃত্য-দ্বা[illegible] আপানভূমির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। জ[illegible] সেকবশতঃ বিবর্ণপক্ষ তৃষিত বিহঙ্গমগণ [illegible] হইয়া মেঘ হইতে পতিত, সুরেন্দ্রদত্ত, পত্রপু[illegible] সংলগ্ন, মুক্তাসম উজ্জ্বল সুনির্ম্মল সলিল প[illegible] করিতেছে; মেঘধ্বনিসম মৃদঙ্গবাদ্যের স[illegible] ভ্রমরধ্বনিরূপ মধুর বীণাশব্দ ও ভেকসমূ[illegible] উচ্চরিত ধ্বনি কণ্ঠতালরূপে আবিষ্কৃত হও[illegible] অরণ্যমধ্যে যেন সঙ্গীত আরব্ধ হইতে[illegible] আর অরণ্যের কোন স্থানে লম্বমান বর্হাভূ[illegible] বিভূষিত ময়ূরগণ মনোহর নৃত্য, কোন স্থ[illegible] উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করায় এবং কোন স্থানে বৃ[illegible] অগ্রভাগে শরীর সংলগ্ন করিয়া থাকায় [illegible] হয় যেন অরণ্যে নৃত্য গীত আরম্ভ হইয়া[illegible] মেঘগর্জ্জন শ্রবণে প্রবুদ্ধ, নানারূপাকৃতি, বি[illegible] বর্ণ ও বিচিত্র শব্দকারী ভেক সকল নবব[illegible] ধারায় অভিহত হইয়া চির নিদ্রা পরিত্যা[illegible]

পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতেছে; নদী সকল চক্রবাকরূপ স্তন উদ্বহন করতঃ শীর্ণতটরূপ বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক ও নূতন পুষ্পাদি উপহার দ্বারা ভোগ পূর্ণ করিয়া কামাতুরা কামিনীর ন্যায় উদ্ধতা হইয়া স্বীকৃত স্বীয়স্বামীব নিকট গমন করিতেছে; নববারিপূর্ণ মেঘসমস্ত নীল-মেঘে আসক্ত হইয়া কখন বদ্ধমূল নীলমেঘের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে এবং দাবাগ্নিদগ্ধশৈলে সংলগ্ন হইয়া সেই শৈলের ন্যায়ই প্রকাশ পাইতেছে।

এদিকে শব্দায়মান প্রমত্ত ময়ূরগণদ্বারা নিষেবিত, ইন্দ্রগোপকীটাচ্ছাদিত শাদ্বলসমন্বিত, অর্জ্জুন ও কদম্বপুষ্পদ্বারা সুবাসিত, সুরম্য বনমধ্যে মাতঙ্গকুল বিচরণ করিতেছে; ভ্রমর সকল নববারিধারায় হতকেশর সরোরুহনিকর গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া কেশরসমন্বিত নূতন কদম্বপুষ্পকে আনন্দভরে চুম্বন করিতেছে; অরণ্যে গজেন্দ্র সকল মত্ত হইতেছে; বৃষভকুল হর্ষিত হইতেছে; মৃগেন্দ্রসমূহ বিপুলবিক্রম প্রকাশ করিতেছে; পর্ব্বতবৃন্দ পরম সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে; নরেন্দ্রবর্গ প্রচ্ছন্ন হইতেছে এবং সুরপতি ইন্দ্র জলধর সকলের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন; সমুদ্রনাদতিরস্কারী, গগণাবলম্বী মেঘ সকল, প্রচুর জল বর্ষণদ্বারা নদী, তড়াক, সরোবর, বাপী এবং সমস্ত পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিতেছে; বিপুল বেগে বৃষ্টি পতিত হইতেছে; প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং নদী সকল অতিশয় বেগবতী হইয়া সমস্ত কূল ভগ্ন ও রাজমার্গ প্রতিবদ্ধ করতঃ সত্বর সলিল বহন করিতেছে; নরগণদ্বারা অভিষিক্ত নরেন্দ্রের ন্যায়, নগেন্দ্র সকল বায়ুকর্ত্তৃক উপনীত সুরেন্দ্র দত্ত, মেঘরূপ জলকুম্ভদ্বারা যেন অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতেছে।

আর দেখ, গগণমণ্ডল মেঘজালে সমাবৃত হওয়ায়, নক্ষত্র বা দিনকর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না এবং দিক্ সকলও নিবিড়ান্ধকারে বিলিপ্ত থাকায় প্রকাশ পাইতেছে না; কেবল পৃথিবী, নববারি বর্ষণে সমধিক তৃপ্তি লাভ করিতেছে; মহীধরসমূহের বারিধারায় ধৌত অতি মহৎ শিখরসমস্ত লম্বমান বৃহৎ মুক্তাকলাপের ন্যায় বিপুল নির্ঝরনিকরদ্বারা অতিশয় শোভা পাইতেছে; পর্ব্বতীয় পাষাণদ্বারা বেগস্খলিত হওয়ায় প্রকাণ্ড প্রপাতসমস্ত শৈলবর পর্ব্বত সকলের ময়ূরধ্বনিসমন্বিত গুহামধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া মুক্তামালারন্যায় প্রকাশ পাইতেছে; আর শৃঙ্গের বিপুল উপরিতল ধৌতকারী মুক্তাকলাপ সদৃশ দ্রুতবেগে পতিত মহাবেগশালী প্রপাত সমস্ত গিরিগুহার উৎসঙ্গতল দ্বারা ধৃত হইতেছে; দিব্য স্ত্রী সকলের সুরতকালীন পরস্পর গাত্র সংশ্লেষ দ্বারা বিচ্ছিন্ন অনুপম হারস্থিত মুক্তা সমূহের ন্যায় বারিধারা চতুর্দ্দিকে পতিত হইতেছে। অপিচ বিহঙ্গগণ বৃক্ষ শাখায় বিলীন হওয়ায় এবং পদ্ম সকল নিমীলিত ও মালতী মুকুল বিকসিত হওয়াতেই দিবাকর অস্তগামী হইয়াছেন, বোধ হইতেছে; সলিল দ্বারা রাজাদিগের যুদ্ধযাত্রা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে; সেনা সকল যুদ্ধার্থ প্রস্থিত হইয়া পথিমধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং বৈর ও মার্গ সকল রুদ্ধ হইয়াছে; আর ভাদ্রমাসে যে সকল বেদাধ্যয়নাভিলাষী সামগ ব্রাহ্মণগণ গুরু সন্নিধানে সংস্কারপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের এই সেই অধ্যয়ন কাল উপস্থিত হইয়াছে; কোশলাধিপতি ভরত আষাঢ় মাসের দিবস প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞস্থানের আচ্ছাদনাদি কার্য্য সমস্ত সম্পাদন করতঃ ও প্রজাবর্গের জীবনোপায় সঞ্চয় করিয়া নিশ্চয়ই কৃতকৃত্য হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! যৎকালে আমি অযোধ্যানগরী হইতে বনে আগমন করি, তখন আমাকে বনগামী দেখিয়া অযোধ্যাবাসী জনগণের, যেরূপ কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল; বোধ করি এক্ষণে সলিল পরিপূর্ণা সরযূরও সেইরূপ স্রোতঃশব্দ বর্দ্ধিত হইতেছে।

হে সুমিত্রানন্দন! সুগ্রীব শত্রু জয় করিয়া এই প্রবৃদ্ধ বর্ষা সময়ে সুমহৎ রাজ্যমধ্যে ভার্য্যার সহিত অবস্থিতি করতঃ সুখভোগ করিতেছেন; পরন্তু আমি হৃতদার ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বিক্লিন্ন নদীকূলের ন্যায় অবসন্ন হইতেছি।

অপিচ আমার শোক বিস্তীর্ণ হওয়ায় এবং অতি দুর্গম বর্ষা উপস্থিত হওয়ায় মহান্ শত্রু রাবণ অবধ্যরূপে আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে। আমি অপরিমিত বর্ষা নিবন্ধন যাত্রাভাবও পথ সকল অতিশয় দুর্গম বোধ করিয়া সুগ্রীব কার্য্যানুরোধে প্রণত হইলেও সীতার অন্বেষণার্থে তাহাকে কিছুমাত্র বলি নাই। যদিও ভার্য্যাসমাগম বহু কাল সাধ্য হইলে কষ্টকর হয়, তথাপি স্বীয় কার্য্যের গৌরব বশতঃই বানরগণকে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে সুগ্রীব স্বয়ং উপস্থিত সময় বিবেচনাপূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়া পরে প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমি সেই জন্যই সুগ্রীবের চিত্ত সৌমনস্য ও নদী সকলের স্বচ্ছোদকতারূপ প্রসন্নতা পালন করতঃ শরৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। বীর পুরুষেরা উপকৃত হইলে অবশ্যই প্রত্যুপকার করিয়া থাকে, যদ্যপি তাহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া প্রত্যুপকার না করে, তাহা হইলে সাধুদিগের চিত্ত তদ্বিষয়ে আর কখনই প্রবৃত্ত হইবে না।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামকর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া প্রণিধানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার বাক্য সম্মানিত করিয়া আপনার শুভদর্শিত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রিয়দর্শন রামকে বলিলেন যে, হে নরেন্দ্র! আপনকার যাহা অভিলষিত, আপনি তাহা ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু বানরেন্দ্র সুগ্রীব তাহা অচিরাৎ সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব আপনি শত্রুনিগ্রহে স্থিরনিশ্চয় হইয়া শরৎকাল প্রতীক্ষা করতঃ উপস্থিত বর্ষাকাল অতিবাহিত করুন।

ইতি অষ্টাবিংশ সর্গ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর বক্তৃতাপটু বায়ুপুত্র হনুমান্ বিদ্যুৎ ও মেঘবিহীন বিমল রমণীয় চন্দ্রিকাবৃত শব্দায়মান সারসসমূহে নিষেবিত গগনমণ্ডল অবলোকন করিয়া হরীশ্বর সুগ্রীবের সমীপে গমন করতঃ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন; তুমি সমৃদ্ধিশালী হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ সংগ্রহে অযত্নবান্ হইয়াছ; তোমার চিত্ত অসৎপথে অতিশয় আসক্ত হইয়াছে, তুমি বালিবধ কার্য্য সম্পাদন ও রাজ্য লাভ করিয়া প্রমদাগণের সহিত সর্ব্বদা রমণ করিতেছ। তোমার অভিপ্রেত সমস্ত অর্থই সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি মনোভিলষিতা স্বীয় বনিতা রুমা ও তারার সহিত অহোরাত্র সচ্ছন্দে বিহার করতঃ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়াকারী বাসবের ন্যায় কৃতার্থ হইতেছ। রাজকার্য্য সমস্ত মন্ত্রিহস্তে ন্যস্ত করিয়া মন্ত্রিকার্য্য কিছুই অবলোকন করিতেছ না এবং রাজ্যপালনে নিঃসন্দেহ হইয়া কামবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সুখে অবস্থিতি করিতেছ।

সর্ব্বশাস্ত্রার্থনির্ণেতা তত্বজ্ঞ ও কালধর্ম্মবেত্তা হনুমান্ প্রণয়নিবন্ধন প্রীতিযুক্ত বিশ্বাসে কৃতনিশ্চয় তত্বজ্ঞ বানরপতি সুগ্রীবকে হেতুসম্বলিত মনোজ্ঞ বিবিধ বাক্য দ্বারা প্রসাদিত করিয়া সত্য, অথচ হিত, সাম, ধর্ম্ম, অর্থ ও নীতিযুক্ত এইরূপ বাক্য বলিলেন যে, হে ভূমিপ! তুমি রাজ্য ও যশঃ প্রাপ্ত হইয়াছ এবং তোমার কুলপরম্পরাগত শ্রীও বর্দ্ধিত হইয়াছে। পরন্তু অবশেষে তোমার মিত্রসংগ্রহ করা উচিত হইতেছে; যেহেতু মিত্রমধ্যে যে ব্যক্তি কালজ্ঞ মিত্র লাভ করিতে পারেন, তিনি সততঃই সুখে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহার রাজ্য, কীর্ত্তি ও প্রতাপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে ব্যক্তি কোশ, দণ্ড, মিত্র ও আত্মা এই সমস্তকে সমভাব বোধ করেন, তিনিই মহৎ রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন। অপিচ আপনি বিত্তসম্পন্ন ও সৎপথাবলম্বী; অতএব আপনার মিত্রের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাত বিষয় যথাবৎ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কেন না যিনি স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহপূর্ব্বক ত্বরা সহকারে মিত্রকার্য্য সম্পাদনার্থে প্রবৃত্ত না হন, তিনি অনর্থে অবরুদ্ধ হয়েন এবং যিনি কার্য্যোচিত কাল অতিক্রম করিয়া মিত্রকার্য্যসাধনার্থে যত্নবান্ হয়েন, তিনি মহৎ কার্য্য করিলেও মিত্রার্থে প্রবৃত্ত হয়েন না। হে অরিন্দম! যদি তুমি মিত্র-

কার্য্যসাধনার্থে কাল অতিক্রম না কর, তবে এক্ষণে রঘুনন্দন রামের এই সীতার অন্বেষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। রাজন্! তোমার যে সেই কাল অতীত হয় নাই, তাহা তোমার একান্ত বশম্বদ প্রাজ্ঞ ও কালবিৎ এই হনুমান্ ত্বরান্বিত হইয়া নিবেদন করিতেছে।

হে বানরেন্দ্র! অপরিমিত প্রভাবশালী রাম তোমার মহৎ বংশের বৃদ্ধির কারণ এবং চিরবন্ধু, তুমিও তাদৃশ অপ্রতিম গুণসম্পন্ন, সুতরাং তাঁহার কার্য্য সাধনার্থে যত্নবান্ হওয়া তোমার উচিত। রাম পূর্ব্বে তোমার কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি তাঁহার আদেশ ব্যতিরেকে কপীন্দ্রগণকে সীতান্বেষণার্থে নিযুক্ত করিলে,তোমাকে কালাতিক্রম জন্য দোষে দূষিত হইতে হইবে না; যেহেতু আদেশানুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হইলেই কালের ব্যতিক্রম হয় না। হে হরীশ্বর! যাহারা কখন কাহারও উপকার করে না, তুমি তাদৃশ লোকদিগেরও উপকার করিয়া থাক; পরন্তু রাম তোমার উপকারী, তাঁহার প্রত্যুপকার না করিলে তোমার রাজ্য বা ধনে কি হইবে? তুমি শক্তিমান্, বিক্রমসম্পন্ন এবং বানর ও ঋক্ষ সকলের প্রভু, তবে কি নিমিত্ত আদেশ অপেক্ষা করিয়া তাঁহার কার্য্যসাধনে বিলম্ব করিতেছ? দশরথনন্দন রাম সমরে শরদ্বারা সুর, অসুর ও নাগগণকে অনায়াসে বশীকৃত করিতে পারেন; কিন্তু তিনি তোমার অঙ্গীকার দেখিতেছেন। আর পৃথিবী ও আকাশের মধ্যে রামের সীতা অন্বেষণ করিয়া দিবে বলিয়া রাম প্রাণত্যাগে শঙ্কাশূন্য হইয়া তোমার প্রিয়কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন। সমরে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, মরুদ্গণ যক্ষ এবং রাক্ষসেরা যে রামের ভয় উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তাদৃশ শক্তিশালী রামকর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া তুমি সেই রামের প্রিয়কার্য্যসাধনে কেন যত্ন করিতেছ না? আমাদিগের মধ্যে যে বানরেরা তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিবে, তাহারা পৃথিবীর অধোভাগে, জলমধ্যে কি আকাশবিবরে হানি প্রাপ্ত হইবে না। অতএব হে অনঘ! তোমার অধীনে অসংখ্য বানর আছে, তন্মধ্যে কাহাকে কাহাকে কোন্ কোন্ কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আজ্ঞা কর।

হনুমানের সাধুবাক্য সকল শ্রবণ করিয়া সত্ত্বগুণাবলম্বী সুগ্রীবের প্রকৃত বুদ্ধির উদয় হইল এবং অতি মনস্বী সুগ্রীব দিগ্‌দিগন্তরে সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিত্যোদ্যোগী নীলকে আদেশ করিলেন যে, যূথপতি ও সেনাপতি সকল শ্রেণীবদ্ধপূর্ব্বক সেনা সকল অগ্রে করিয়া যাহাতে আগমন করে, তাহা কর। তন্মধ্যে যাহারা দিগন্তরক্ষক, শীঘ্রগামী এবং যুদ্ধবিশারদ বানর, আমার শাসনানুসারে তাহাদিগকে শীঘ্র আনয়ন কর এবং তোমার নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান কর। পঞ্চদশ দিবসের পরে যে সকল বানরেরা সমাগত হইবে, তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিবে, ইহাতে কোন বিচার করিবে না। আমার আজ্ঞা মতে তুমি অঙ্গদের সহিত প্রাচীন বানরগণের নিকট গমন কর। বীর্য্যবান্ কপিরাজ সুগ্রীব এইরূপ ব্যবস্থা বিধান করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইতি একোনত্রিংশৎ সর্গ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর, সুগ্রীব গৃহে প্রবেশ করিলেও গগনমণ্ডল মেঘবিহীন হইলে বর্ষারাত্রে অবস্থিত, কামশোকপীড়িত রাম, পাণ্ডুরবর্ণ আকাশ, বিমল চন্দ্রমণ্ডল, জ্যোৎস্নানুলেপনা শারদীয়া রজনী, জনকনন্দিনী সীতা বিনষ্টা ও সুগ্রীবকে কামপ্রবৃত্ত অবলোকন করতঃ অতিশয় আতুর হইয়া মোহিত হইলেন। পরন্তু সেই মতিমান্ নৃপতি রঘুনন্দন রাম মুহূর্ত্তকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতাচিত্ত সন্নিহিতা হইলেও তাঁহার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে রাম হেমবর্ণধাতুদ্বারা বিভূষিত শৈলাগ্রে উপবিষ্ট হইয়া বিদ্যুৎ ও বলাহকবিহীন, শব্দায়মান সারসগণ সেবিত বিমল গগনমণ্ডলের শারদীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মনে মনে প্রিয়াকে স্মরণ

করতঃ আর্ত্তবাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, সারসরবসদৃশ শব্দকারিণী যে বালা সারসরবদ্বারা আশ্রমে ক্রীড়া করিতেন, আমার প্রিয়া সেই সীতা অদ্য কিরূপে ক্রীড়া করিবেন? যিনি কাঞ্চনপুষ্পের ন্যায় নির্ম্মল পুষ্পিত অসনবৃক্ষ দর্শন করিয়া ক্রীড়া করিতেন, তিনি আমাকে ও সেই বৃক্ষ সকলকে না দেখিয়া কিরূপে ক্রীড়া করিবেন? মধুরভাষিণী মনোহরাঙ্গী যে বালা পূর্ব্বে কলহংসরবে প্রতিবোধিত হইয়া ক্রীড়া করিতেন, তিনি অদ্য কিরূপে ক্রীড়া করিবেন? পুণ্ডরীকসদৃশ বিশালনয়না যে বালা, সহচারি চক্রবাকসমূহের শব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রীড়া করিতেন, তিনি অদ্য কিরূপে ক্রীড়া করিবেন? আমি সরোবর, সরিৎ, বাপী, কানন ও উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করতঃ অদ্য সেই মৃগলোচনা সীতাবিরহে কুত্রাপি সুখ লাভ করিতেছি না এবং কাম শারদীয় গুণসমূহের সহিত নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিয়া আমার বিয়োগ ও স্বীয় সৌকুমার্য্যবশতঃ সেই ভামিনী সীতাকে অতিশয় পীড়ন করিতেছে।

ত্রিদশনাথ ইন্দ্রের সমীপে সলিলাকাঙ্ক্ষী চাতক পক্ষীর ন্যায় নরশ্রেষ্ঠ নৃপনন্দন রাম সীতাকাঙ্ক্ষী হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে, লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ ফলার্থী হইয়া রম্য গিরিগুহায় ভ্রমণ করতঃ তথায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। প্রশস্তমনা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামকে বিজনস্থিত, একাকী, দুঃসহ চিন্তাযুক্ত ও সংজ্ঞাবিহীন দেখিয়া ভ্রাতার বিষাদবশতঃ অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দীনভাবে বলিলেন, হে আর্য্য! আপনি কামবশবর্ত্তী হইয়া কি নিমিত্ত স্বীয় পৌরুষ হানি করিতেছেন? কাম হইতে শোক উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারাই সমাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে; অতএব আপনার সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক শোক নিবারণে যত্নবান্ হওয়া উচিত। হে তাত! আপনি অক্ষীণসত্ত্ব হইয়া সহায় ও সামর্থ্যরূপ স্বীয় কর্ম্মের হেতুভূত, সর্ব্বকালীন সমাধিযোগের অনুগত ও চিত্তপ্রসাদজনক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করুন। হে মানববংশনাথ! যেমন কোন ব্যক্তি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা স্পর্শ করতঃ দগ্ধ হইয়া সুখ লাভে সমর্থ হয়েন না, তদ্রূপ শত্রুগণ আপনাকর্ত্তৃক সনাথা সেই জানকীকে লাভ করিয়া সুখী হইবে না।

শুভলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণ প্রগল্ভতাশূন্য এইরূপ স্বাভাবিক বাক্য বলিতে থাকিলে রাম তাঁহাকে বলিলেন যে, তুমি যাহা বলিলে, তাহা হিত, সত্য, রাজনীতিসম্বলিত, সামসহিত ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত, অতএব ভবদুক্ত বাক্য নিঃসংশয়রূপে প্রতিপালনপূর্ব্বক আমার কর্ম্মযোগানুবর্ত্তী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে; নতুবা কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত, দুরাসদ ও বীর্য্যবান্ কর্ম্মের ফলানুসন্ধান করা উচিত হইতেছে না।

অনন্তর, রাম পদ্মপলাশলোচনা মিথিলারাজনন্দিনী সীতাকে স্মরণ করতঃ ম্লানবদন হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন যে, হে নৃপনন্দন! সহস্রলোচন ইন্দ্র সলিলদ্বারা বসুন্ধরাকে পরিতৃপ্ত করিয়া শস্য সমস্ত সম্পাদন করতঃ কৃতকার্য্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। দীর্ঘ গম্ভীর শব্দকারী মেঘ সকল বৃক্ষ ও শৈলাদি আচ্ছাদনপূর্ব্বক সলিল বিসর্জ্জন করিয়া সর্ব্বতোভাবে শান্ত হইয়াছে এবং নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ বেগবিহীন বলাহকবৃন্দ দশ দিক্ শ্যামীকৃত করিয়া মদবিহীন মাতঙ্গগণের ন্যায় অবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। হে সৌম্য বর্ষা সময়ে সলিলগর্ভ, কুটজ ও অর্জ্জুন বৃক্ষের গন্ধসমন্বিত, মহাবেগশালী সমীরণ উদ্যত হইয়া সঞ্চরণ করতঃ সম্প্রতি বিরত হইতেছে লক্ষ্মণ! মেঘ, হস্তী, ময়ূর ও প্রস্রবণ সকলের ধ্বনি সহসা প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। বিচিত্র সানুসমন্বিত নির্ম্মল শৈল সকল মহামেঘদ্বারা ধৌত হওয়ায় যেন চন্দ্ররশ্মিদ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। অদ্য শরৎ সপ্তচ্ছদ বৃক্ষশাখায়, নক্ষত্র, সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রভা এবং শ্রেষ্ঠ হস্তী সকলের লীলায় সৌন্দর্য্য বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কেন না সম্প্রতি শরৎ গুণসম্পন্ন, অনেক বিষয়াশ্রিত বিচিত্র সৌন্দর্য্যশালী শোভা সূর্য্যকিরণদ্বা

প্রতিবোধিত পদ্মাকরে অতিশয় প্রকাশ পাইতেছে। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের কুসুমগন্ধশালী ভ্রমরকুলদ্বারা অনুগীয়মান ও পবনানুসারী শরৎ মত্ত মাতঙ্গগণের দর্প সম্বর্দ্ধিত করতঃ অধিকতর শোভা পাইতেছে।

লক্ষ্মণ! দেখ, এই শরৎ সময়ে মনোহর ও বিশালপক্ষসমন্বিত, কন্দর্পপ্রিয়, পদ্মরজোদ্বারা আচ্ছাদিত, মহানদীর পুলিনে অভ্যাগত চক্রবাক্ সমূহের সহিত হংস সকল ক্রীড়া করিতেছে; মদপ্রগল্ভ হস্তী, দর্পিত গোসমূহ ও নির্ম্মল সলিলসম্পন্ন নদীপ্রভৃতিতে শারদীয় সৌন্দর্য্য বহুধা বিভক্ত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। মেঘবিনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডল সন্দর্শনে ময়ূরগণ উৎসববিহীন, সৌন্দর্য্যরহিত ও প্রিয়াতে অনাসক্ত হইয়া বর্হাভরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ হইয়া অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। মনোজ্ঞ গন্ধসমন্বিত, পুষ্পভারে অবনত, স্ববর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, নয়নরঞ্জন প্রিয়ক নামক বৃক্ষসমূহদ্বারা বনান্তর যেন প্রদীপিত হইয়া রহিয়াছে। করিণীনিকরে পরিবেষ্টিত, নলিনীপ্রিয়, বনস্বামী, সপ্তচ্ছদ-কুসুমগন্ধে উদ্ধত, মদোৎকট ও মদলালস উৎকৃষ্ট মাতঙ্গগণের গতি অদ্য মন্দ হইয়া গিয়াছে; আকাশমণ্ডল শাণিত শস্ত্রের ন্যায় ধৌত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে; নদীজল ক্ষীণপ্রবাহ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে; কহ্লারগন্ধে সুবাসিত সুশীতল সমীরণ সঞ্চরণ করিতেছে এবং দিক্ সকল তমোবিহীন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

এই ভূমি সূর্য্যাতপসংসর্গে পঙ্কবিহীন ও বহু কালানন্তর ঘনীভূত রেণুসমন্বিত হওয়ায় অদ্য পরস্পর বৈরযুক্ত নরপতিবর্গের যুদ্ধের উদ্যোগ কাল উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি মদোদ্ধত বৃষ সকল শরৎগুণবর্দ্ধিতরূপ সৌন্দর্য্য সমন্বিত গোসমূহের মধ্যগত হইয়া নিনাদ করিতেছে; কামাসক্তা তীব্রতর অনুরাগযুক্তা ও মন্দগামিনী হস্তিনী পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া বনগামী মদান্বিত ভর্ত্তাকে দৃঢ়তর আলিঙ্গন করতঃ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে; ময়ূর নদীতীরে গমন করতঃ সারসগণকর্ত্তৃক যেন ভৎর্সিত ও বিমনা হইয়া দীনভাবে প্রস্থান করিতেছে; বিকসিতকমলালঙ্কারে বিভূষিত সরোবরমধ্যে বিভিন্নগণ্ডস্থলশালী গজেন্দ্রগণ উৎকটশব্দদ্বারা কারণ্ডব ও চক্রবাক্ সকলকে ত্রাসিত করতঃ পুনঃপুনঃ ক্ষুব্ধ হইয়া জল পান করিতেছে; হংস সকল পঙ্কবিহীন, বালুকাযুক্ত, নির্ম্মল সলিলসম্পন্ন, গো-সমূহে সমাকুল ও সারসরবে নিনাদিত নদীমধ্যে হৃষ্টান্তঃকরণে নিপতিত হইতেছে। সম্প্রতি নদী, মেঘ, প্রস্রবণ, জল, অতিপ্রবৃদ্ধ বায়ু, ময়ূর, ও উৎসব বিহীন ভেক সকলের ধ্বনি বিনষ্ট হইয়াছে, এবং বিবিধ বর্ণ তীক্ষ্ণ বিষধর সর্প সকল নবজলধরের সমাগম কালে বহু দিবস উপোষিত ও আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া বিবর মধ্যে অবস্থিতি করতঃ সম্প্রতি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহার অন্বেষণার্থ বিবর হইতে বহির্গত হইতেছে।

লক্ষ্মণ! একটি আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ, যেমন অনুরাগিণী কোন নায়িকা নায়কের সুন্দর করস্পর্শে হর্ষিত হইয়া নয়নতারা ঈষৎ নিমীলিত করতঃ স্বয়ংই বসনগ্রন্থি বিমোচন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই লোহিতবর্ণা সন্ধ্যা সুন্দর চন্দ্রকিরণ স্পর্শে হর্ষিত হইয়া নয়নতারারূপ তারকা সমস্ত ঈষৎ প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং অম্বরতল পরিত্যাগ করিতেছে। অপিচ, সমুদিত শশাঙ্ক মনোহর মুখস্বরূপ হওয়ায় তারাগণ উন্মীলিত সুচারু নয়ন স্বরূপ হওয়ায় এবং জ্যোৎস্না আবরণ বস্ত্রস্বরূপ হওয়ায় বিভাবরী যেন শুক্ল বসন দ্বারা সংবৃতাঙ্গী নারীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। সুচারু সারসশ্রেণী বিপক্ক ব্রীহি শস্য ভোজন করতঃ হর্ষিত হইয়া বায়ু সঞ্চালিত গ্রথিত পুষ্পমালার ন্যায় দ্রুতবেগে গগনমণ্ডল আক্রমণ করিতেছে; প্রসুপ্ত হংসসমূহে পরিব্যাপ্ত ও কুমুদযুক্ত মহাহ্রদস্থ সলিল, নিশাকালে মেঘ বিনির্ম্মুক্ত, পূর্ণচন্দ্র সমন্বিত, তারাগণ সমাকীর্ণ গগনমণ্ডলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে; ইতঃস্ততঃ বিস্তৃত হংসরূপ মেখলা দ্বারা পরিবেষ্টিত, প্রফুল্ল কমল ও উৎপল মালায় বিরাজিত,

বিভূষিতা বরাঙ্গণাগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে; প্রভাত সময়ে বেণু ও তূর্য্যরব মিশ্রিত অনিলসঞ্জাত শব্দ সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়া গো বৃষের ন্যায় পরস্পর কীচক সমস্তকে পরিপূরিত করিতেছে; নদীকূল মৃদুমারুত দ্বারা কম্পিত, প্রস্ফুটিত নবকুসুম দ্বারা এবং বিমল ধৌত পট্টবসন সদৃশ কাশরাশি দ্বারা বিভূষিত হইতেছে; প্রাগলভ, মধুপানে মত্ত পুষ্প ও অসন পুষ্পের রেণু দ্বারা পীতবর্ণ, হর্ষাবিষ্ট, প্রিয়া সমভিব্যাহারী ভ্রমরকুল বনমধ্যে মত্ত হইয়া বায়ুর অনুগমন করিতেছে।

লক্ষ্মণ! সলিল সমস্ত নির্ম্মল, কুসুম সকল বিকসিত, ক্রৌঞ্চরব প্রাদুর্ভূত, শালিবন বিপক, বায়ু মৃদুগামী ও চন্দ্রমণ্ডল সুনির্ম্মল হওয়ায় বর্ষা ব্যপনয়নকারী শরতের আগমন লক্ষিত হইতেছে; প্রাতঃকালীন কান্তোপভোগে অলসগামিনী কামিনীগণের মন্থরগতির ন্যায় সমীপে লক্ষিত মীনরূপ মেখলাধারিণী নদী সকলের অদ্য মন্দগতি হইয়াছে এবং সমস্ত নদীমুখ ও চক্রবাক, শৈবল ও কাশদ্বারা পরিবৃত হওয়ায় গোরোচনা চর্চ্চিত, পত্রলেখাদ্বারা চিত্রিত দুকুলসংবৃত বধূমুখের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। অদ্য কন্দর্প প্রফুল্ল কুসুমশরাসনদ্বারা চিত্রিত ও প্রহৃষ্ট অলিকুলদ্বারা শব্দিত বনমধ্যে উদ্যত চাপরূপ প্রচণ্ড দণ্ড গ্রহণ করতঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। মেঘ সকল বৃষ্টিদ্বারা লোক সকলকে সন্তুষ্ট, নদীতড়াগ পরিপূর্ণ ও বসুন্ধরাকে শস্যশালিনী করিয়া সম্প্রতি নভোমণ্ডল পরিত্যাগ করতঃ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর উপস্থিত শরৎ সময়ে সরিৎ সকল নব সঙ্গমলজ্জিতা যোষিৎগণের জঘনদেশের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পুলিন সমস্ত প্রদর্শন করিতেছে।

হে শুভদর্শন! সমস্ত জলাশয়ই বিমল সলিলসম্পন্ন, চক্রবাকসমূহে সমাকীর্ণ এবং কুরর পক্ষিণীনিকরে নিনাদিত হইয়া সুশোভিত হইতেছে। হে নৃপনন্দন! পরস্পর বদ্ধবৈর বিজিগীষু পৃথিবীপতি রাজাদিগের অদ্য উদ্যোগ সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহাই পার্থিবগণের যুদ্ধযাত্রার প্রথম সময়; কিন্তু সুগ্রীবকে সেরূপ উদ্যোগী দেখিতেছি না। গিরিসানুগত অসন, সপ্তপর্ণ, কোবিদার, বন্ধু জীব ও তমাল-প্রভৃতি বৃক্ষ সমস্ত পুষ্পিত দেখিতেছি। দেখ, সমস্ত নদীতীর হংস, সারস, চক্রবাক ও কুরর পক্ষিদ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। লক্ষ্মণ! আমি সীতার অদর্শন জন্য শোকে সন্তপ্ত হওয়ায় বর্ষার চারি মাস শত বর্ষ পরিমাণে গত হইয়াছে। যেমন উদ্যানমধ্যে চক্রবাকী স্বকীয় স্বামী চক্রবাকের অনুগমন করে, তদ্রূপ অঙ্গনা সীতা দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আমার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ! আমি প্রিয়াবিহীন, দুঃখার্ত্ত, রাজ্যচ্যুত ও বিবাসিত হইয়াছি বলিয়া সুগ্রীব আমার প্রতি কৃপা করিতেছে না এবং "ইনি অনাথ, হৃতরাজ্য, রাবণকর্ত্তৃক ধর্ষিত, দীন, দুরভিলাষী, কামাসক্ত এবং আমারই অনুগত" এইরূপ বোধ করিয়াছে।

হে অরিদমন! এই সমস্ত কারণেই আমি সেই দুরাত্মা বানররাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইতেছি। সেই দুর্ম্মতি সুগ্রীব সময় অবধারণপূর্ব্বক সীতার অন্বেষণ বিষয়ে যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিল, এক্ষণে কৃতার্থ হইয়া তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে; অতএব তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া আমায় বচনানুসারে গ্রাম্যসুখে প্রমত্ত মূর্খ সেই বানরেন্দ্র সুগ্রীবকে বল, "যে পূর্ব্বের উপকারী, বলবান্, অথচ বীর্য্যসম্পন্ন অর্থিদিগের আশা পূরণে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা পূরণ না করে, লোকে তাহাকে অধম পুরুষ কহে। আর যিনি শুভ বা অশুভ স্বীয় স্বীকৃত বাক্য সত্যরূপে প্রতিপালন করেন, লোকে তাঁহাকে বীর ও উত্তম পুরুষ কহিয়া থাকে। যাহারা স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়া অকৃতার্থ মিত্রদিগের কার্য্য সাধনে যত্নবান্ না হয়, তাহাদিগকে কৃতঘ্ন কহে; তাহারা মৃত হইলে ক্রব্যাদগণও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না এবং আরও কহিবে যে, তুমি আকৃষ্ট কাঞ্চনপৃষ্ঠ ধনুর বিদ্যুৎস্বরূপ রূপ দর্শনে এবং আমি ক্রুদ্ধ হইলে যুদ্ধস্থলে বজ্রনির্ঘোষসদৃশ আমার ধনুর ভয়ঙ্কর জ্যা-শব্দশ্রবণে কি ইচ্ছা করিয়াছ?"

হে বীর লক্ষ্মণ! এইরূপে তোমাকর্ত্তৃক আমার পরাক্রম সকল সুগ্রীবের নিকট প্রকাশিত হইলে অবশ্যই তাহার মনে চিন্তা হইবে যে, লক্ষ্মণসহায় রাম যখন বালি বধ করিয়াছেন, তখন আমাকেও বধ করিতে পারেন। হে শত্রুনিসূদন! সীতার উদ্ধার নিমিত্তে এই দুর্ব্বধ্য বালীকে বধ করিয়া যে সুগ্রীবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলাম; মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় সে তাহা কি বিস্মৃত হইয়া গেল? যে বানরেশ্বর সুগ্রীব বর্ষাকালের পরেই সীতার অন্বেষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সম্প্রতি সে নারীগণের সহিত বিহার করতঃ তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছে? আমরা শোকাকুল রহিয়াছি জানিয়াও সামান্য লোকের সহিত বিহার ও মদ্যপান করতঃ আমাদিগের প্রতি তাহার দয়া হইতেছে না? অতএব হে মহাবল লক্ষ্মণ! তুমি সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া আমার এই সকল ক্রোধের কথা বল যে, "সুগ্রীব! তোমার ভ্রাতা বালী হত হইয়া যে পথে গমন করিয়াছে, অদ্যাপি সে পথ রুদ্ধ হয় নাই; অতএব তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, বালীর পথে গমন করিও না। আমি এক বাণে একমাত্র বালীকে নিহত করিয়াছি, তুমি সত্য হইতে বিচলিত হইলে তোমাকে সবান্ধবে বিনষ্ট করিব।"

হে পুরুষপ্রবর! সুগ্রীবকে এইরূপ কহিলে সে যদি বিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কহিবে যে, তুমি কাল ব্যতিক্রম না করিয়া শীঘ্র হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আরও কহিবে যে, হে কপীশ্বর! তুমি যেরূপ যতো প্রতিশ্রুত আছ, শাশ্বত ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহা প্রতিপালন কর; কিন্তু আমার বাণে বদ্ধ হইয়া অদ্য তুমি বালীর পথ দর্শন করিও না।

নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ এইরূপে রামকর্ত্তৃক কথিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় ক্রুদ্ধ, বিলাপশীল ও অতিদীন নিরীক্ষণ করতঃ সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন।

ইতি ত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

রামানুজ লক্ষ্মণ অদীনসত্ত্ব, শোকাভিপন্ন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দাশরথি রামচন্দ্রকে কহিলেন যে, বানররাজ সুগ্রীবের চরিত্র উত্তম বোধ হয় না এবং তাহার বহু ভাগ্যদ্বারা লব্ধ বানররাজ্যলক্ষ্মী ভোগ হইবে না; যেহেতু এখন পর্য্যন্ত তাহার সুবুদ্ধি হয় নাই। হতবুদ্ধি সুগ্রীব আপনকার প্রসাদবলে হতশত্রু হইয়া নিষ্কণ্টক বিহারে আসক্ত রহিয়াছে। হে বীর! সুগ্রীব উহার অগ্রজ বালীকে স্মরণ করুক্। হে প্রভো! এইরূপ দুশ্চেষ্ট বানরকে রাজ্যাধিকারী করা উচিত হয় নাই; অতএব আমার ক্রোধ সম্বরণ হইতেছে না। আমার ইচ্ছা হয়, অসত্যপ্রতিজ্ঞ সুগ্রীবকে আমি অদ্যই নিহত করি এবং বালীপুত্র অঙ্গদ বানরগণের সহিত নরেন্দ্রনন্দিনী জানকীর অন্বেষণ করুক্।

প্রচণ্ড কোপদ্বারা প্রজ্বলিত ধনুর্দ্ধারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এইরূপে নিবেদন করিলে পর শত্রুহন্তা রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা করতঃ বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন যে, এই মর্ত্ত্যলোকে ত্বদ্বিধ ধর্ম্মজ্ঞ লোকেরা মিত্রবধরূপ পাপকার্য্য করে না; যেহেতু বিবেকের দ্বারা যাহারা কোপ নিবারণ করে, তাহারাই বীর এবং শ্রেষ্ঠপুরুষ। হে লক্ষ্মণ! তুমি সচ্চরিত্র, অতএব মিত্রবধে প্রবৃত্তি না করিয়া সেই সুগ্রীবের সহিত পূর্ব্ববৎ প্রীতি সংস্থাপন কর এবং রুক্ষবাক্য পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রীবের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করতঃ তাহাকে কহিবে যে, বহুকাল অতীত হইয়াছে, তথাপি তুমি মৌন হইয়া রহিয়াছ কেন?

অগ্রজ রামকর্ত্তৃক যথাবৎ শিক্ষিত বীরবর পুরুষপ্রবর লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয় ও হিতকার্য্যে রত হইয়া সুগ্রীবের পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর, ভ্রাতৃহিতৈষী প্রজ্ঞাশালী শুভমতি লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রোধান্বিত [illegible] কালান্তকের ন্যায় ভয়ঙ্কর, গিরিশৃঙ্গসদৃশ, শক্রচাপসম শরাসন ধারণ করতঃ সানুসমন্বিত মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় কপিরাজ সুগ্রীবের গৃহে গমন করিলেন।

আজ্ঞানুবর্ত্তী রামানুজ লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রতি নিজ বক্তব্য ও সুগ্রীবের প্রত্যুত্তর এবং তাহার উত্তরবাক্য এই সকল মনে মনে সমালোচন করতঃ ভ্রাতার কামজন্য ক্রোধসমুত্থিত অনলে পরিবৃত ও অপ্রীত হইয়া বায়ুর ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ বলপূর্ব্বক বেগদ্বারা শাল, তাল, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ও গিরিশিখর সমস্ত ভগ্ন করতঃ পাদদ্বারা শিলাসমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কার্য্যবশতঃ এক এক পদ দূরে সত্বর নিক্ষেপপূর্ব্বক দ্রুতগামী গজেন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।

পরে ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন লক্ষ্মণ বানরসেনায় পরিব্যাপ্ত, পর্ব্বতমধ্যবর্ত্তী, সেই কপিরাজ সুগ্রীবের দুর্গম মহাপুরী কিষ্কিন্ধ্যা অবলোকন করতঃ তাহার প্রতি রোষবশতঃ ওষ্ঠ প্রস্ফুরিত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যামধ্যে বহিশ্চর ভয়ঙ্কর বানরগণকে দর্শন করিলেন। কুঞ্জরসদৃশ বানর সকল সেই পুরুষপ্রবর লক্ষ্মণকে আগমন করিতে দেখিয়া শৈলশিখরে, অতিবৃহৎ বৃক্ষে ও পর্ব্বতাভ্যন্তরে পলায়ন করিল। পরন্তু লক্ষ্মণ সেই বানর সকলকে অস্ত্রধারী দেখিয়া বহু ইন্ধনযুক্ত অনলের ন্যায় দ্বিগুণতর প্রজ্লিত হইলেন। বানরগণ প্রলয় ও মৃত্যুস্বরূপ লক্ষ্মণকে অবলোকন করতঃ ভীত হইয়া নানা দিকে পলায়ন করিল।

অনন্তর, প্রধান প্রধান বানরগণ সুগ্রীবের ভবনে প্রবিষ্ট হইয়া লক্ষ্মণের ক্রোধ ও আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি তারার সহিত বিহারসুখে আসক্ত থাকায় তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিলেন না। পরে সেই গিরি ও কুঞ্জর সদৃশ রোমহর্ষণ বানরগণ সচিবকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নগর হইতে নির্গত হইল। তন্মধ্যে কেহ কেহ নখ ও দশনরূপ আয়ুধধারী, মহাবীর, ভীমদর্শন, কেহ কেহ শার্দ্দূলসম বিশাল দন্তসমন্বিত, বিকট দর্শন, কেহ কেহ দশাধিক শত নাগসম বলশালী, কেহ কেহ সহস্র নাগ তুল্য তেজস্বী। লক্ষ্মণ সেই সকল বৃক্ষহস্ত মহাবল বানরগণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত দুর্গম কিষ্কিন্ধ্যা অবলোকন করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে তখন তাহারা প্রাকারের বহিঃস্থিত পরিখা হইতে বহির্গত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ অবস্থিত হইল।

বীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রমাদ ও অগ্রজ রামের অর্থসিদ্ধির বিষয় বিচার করতঃ পুনরায় ক্রোধবশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ দীর্ঘ ও উষ্ণ সমধিক নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কোপনিবন্ধন রক্তনেত্র হইয়া সধূম পাবক এবং বাণ ও শল্যসদৃশ প্রস্ফুরিত জিহ্বাসমন্বিত, ধনুরূপভোগবিশিষ্ট স্বীয় তেজোরূপ বিষদ্বারা পরিব্যাপ্ত পন্নগের ন্যায় গমন করিতে থাকিলে অঙ্গদ তাঁহাকে প্রজ্বলিত কালানল এবং কোপান্বিত নাগেন্দ্রের ন্যায় অবলোকন করিয়া ত্রাসবশতঃ অতিশয় বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। পরে রোষনিবন্ধন রক্তনয়ন মহাযশা লক্ষ্মণ অঙ্গদের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাকে কহিলেন যে, বৎস! তুমি সুগ্রীবকে আমার আগমনবৃত্তান্ত বল। হে অরিদমন! তুমি তাঁহাকে এইরূপ বলিবে যে, রামানুজ লক্ষ্মণ ভ্রাতৃব্যসনে সন্তপ্ত হইয়া তোমার নিকট আগমন করতঃ দ্বারদেশে অবস্থিত রহিয়াছেন; যদি আপনার অভিলাষ হয়, তবে আপনি তাঁহার বাক্য সফল করুন্। বৎস! তুমি তাঁহাকে আমার এই কথা বলিয়া শীঘ্র তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান কর।

অনন্তর, লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণে শোকাবিষ্ট অঙ্গদ তাঁহার সুতীব্রবাক্যদ্বারা সম্ভ্রান্তচিত্ত ও শুষ্কবক্ত্র হইয়া তাঁহার নিকট হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পিতৃব্য সমীপে আগমন করতঃ প্রথমতঃ তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, পরে রুমার চরণদ্বয় বন্দনা করিয়া পুনর্ব্বার পিতৃব্য, মাতা ও রুমার পাদদ্বয় বন্দনা করতঃ উক্ত বাক্য বিস্তারক্রমে নিবেদন করিতে লাগিলেন। তখন সুগ্রীব নিদ্রানিবন্ধন ক্লান্তিযুক্ত এবং মদমত্ত ও মদনকর্ত্তৃক বিমোহিত থাকায় অঙ্গদের বাক্য অবগত হইতে সমর্থ হইলেন না।

এদিকে বানর সকল ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দর্শন করতঃ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করতঃ কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিল। বানরগণ লক্ষ্মণের নিকট মহাপ্রবাহসদৃশ, বজ্র ও অশনিশব্দতুল

সিংহনাদসম শব্দ করিতে থাকিলে মদবিহ্বল, রক্তনয়ন, পুষ্পমালায় বিভূষিত, প্রসুপ্ত সুগ্রীব সেই মহৎ শব্দে জাগরিত হইলেন।

অনন্তর, বানরেন্দ্র সুগ্রীবের ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ের মন্ত্রী যক্ষ ও প্লাভাব নামক অমাত্যদ্বয় অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সুগ্রীবের নিকট আগমন করিল এবং তাহারা সুগ্রীবকে হিতাহিত বাক্য বলিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণের আগমনবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। মন্ত্রিগণ সমাসীন সুগ্রীবকে অর্থের নিশ্চয়যুক্ত বাক্য দ্বারা প্রসাদিত করতঃ শক্রসম সুগ্রীবের নিকট উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন যে, তোমার রাজ্যপ্রদ রাজ্যার্হ, সত্যসন্ধ, মহাভাগ্যশালী যে দুই ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ একাকী আপনার দ্বারে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছেন; বানরগণ তাঁহারই ভয়ে কম্পিত হইয়া নিনাদ করিতেছে। সেই বাক্যসারথি, ব্যবসায়রথ রামানুজ লক্ষ্মণ রামের আদেশানুসারে এথানে আগমন করিয়াছেন। হে অনঘ রাজন্! তিনিই তারার প্রিয় পুত্র এই অঙ্গদকে আপনকার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বানরপতে! সেই বীর্য্যবান্ লক্ষ্মণ রোষপূর্ণ নয়ন দ্বারা বানরগণকে যেন দগ্ধ করতঃ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; অতএব আপনি পুত্র ও বান্ধববর্গের সহিত তাঁহার নিকট শীঘ্র গমন করিয়া মস্তক অবনতি পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করতঃ ক্রোধ নিবারণ করুন্ এবং ধর্ম্মাত্মা রাম যাহা আদেশ করিয়াছেন, আপনি সমাহিত হইয়া সেই আদেশ পালন করতঃ শপথ পালনপূর্ব্বক সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন।

ইতি একত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশৎ সর্গ।

অনন্তর মনস্বী সুগ্রীব অঙ্গদের বাক্য ও লক্ষ্মণের ক্রোধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সচিবগণের সহিত আসন হইতে উত্থিত হইলেন। মন্ত্রণা কুশল সুগ্রীব গুরুলাঘব বিবেচনা না করিয়া মন্ত্রজ্ঞ মন্ত্রিগণকে বলিতে লাগিলেন যে, আমি রামকে কোন দুর্ব্বাক্য বলি নাই এবং তাঁহার কোন দুঃখকর দুষ্কার্য্যও করি নাই, তবে কি নিমিত্ত রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমার উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, আমার অপকারী ও সততঃ ছিদ্রান্বেষী শক্রগণ সেই লক্ষ্মণকে আমার অসম্ভূত দোষ প্রদর্শন করিয়া থাকিবে; যাহা হউক, এক্ষণে যাহার যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারে সকলেরই ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মণের ক্রোধের নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য হইতেছে। রাম বা লক্ষ্মণ হইতে আমার নিশ্চয়ই ভয় নাই; কিন্তু মিত্র অকারণ কুপিত হইলে ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। মিত্রতা অনায়াসে লাভ করা যায়; কিন্তু তাহা প্রতিপালন করা দুষ্কর, কেননা চিত্তের চাঞ্চল্য বশতঃ অল্প কারণেই প্রীতির বিভিন্নতা হইয়া থাকে। অপিচ আমি এই নিমিত্ত ভীত হইতেছি যে, মহাত্মা রাম আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, আমি তাঁহার তাদৃশ কোন প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই।

সুগ্রীব এইরূপ বলিলে পর বানর মন্ত্রিপ্রধান হরিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ স্বীয় যুক্তি অনুসারে তাঁহাকে বলিলেন যে, হে হরীশ্বর! রাম অবিশ্বস্তরূপে আপনার মঙ্গল স্বরূপ যে উপকার করিয়াছেন, তাহা যে আপনি বিস্মৃত হয়েন নাই, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। মহাবীর রঘুনন্দন রাম আপনকার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ ভয়বিহীন হইয়া শক্রসম পরাক্রমশালী বালীকে নিহত করিয়াছেন। তিনি প্রণয়নিবন্ধন আপনার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; তজ্জন্যই স্বীয় ভ্রাতা লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। হে কালজ্ঞপ্রবর! প্রফুল্ল সপ্তচ্ছদ কুসুমদ্বারা শ্যামবর্ণ শুভলক্ষণসম্পন্ন শরৎকাল সমাগত হইয়াছে, আপনি প্রমত্ত হইয়া তাহা জানিতে পারিতেছেন না। বলাহকবিহীন নভোমণ্ডল নির্ম্মল গ্রহ নক্ষত্রদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে; সরোবর, সরিৎ ও দিক্ সকল প্রসন্ন হইয়াছে। হে হরিপুঙ্গব! আপনি প্রমত্তভাবে থাকিয়া এই উপস্থিত উদ্যোগ কাল জানিতে না পারায় লক্ষ্মণ আপনাকে অবগত করাইবার জন্য

এখানে আগমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেই হুতদার, আর্ত্ত, মহাত্মা রাঘবের কথিত পরুষ বাক্য যাহা বলিবেন, আপনি তাহা সহ্য করিবেন। রাজন্! আপনি রামের নিকট অপরাধী হইয়াছেন; অতএব আপনার অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক লক্ষ্মণের প্রসাদন ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ান্তর দেখিতেছি না। হিতার্থি মন্ত্রিদিগের পার্থিবগণকে হিতবাক্য বলাই উচিত, এই জন্য আমি নির্ভয়ে আপনাকে এই নিশ্চিত বাক্য বলিতেছি। রাম ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন ধারণপূর্ব্বক দেব, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণসমন্বিত জগন্মণ্ডল বশীকৃত করিতে পারেন, আপনি কৃতজ্ঞতা সহকারে রামকৃত পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবারণে যত্নবান্ হউন্; কেন না, যাঁহাকে প্রসন্ন করিতে হইবে, তাঁহাকে ক্রোধান্বিত করা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব হে রাজন্! আপনি পুত্র ও সুহৃজ্জনের সহিত অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বকীয় স্বীকৃত বিষয়ে অবস্থানপূর্ব্বক ভর্ত্তার বশবর্ত্তিনী ভার্য্যার ন্যায় তাঁহার বশবর্ত্তী হউন। হে কপীন্দ্র! আপনি মনের দ্বারাও রাম ও রামানুজ লক্ষ্মণের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না; যেহেতু আপনার মন সুরেন্দ্রসম তেজস্বী সেই রাম ও লক্ষ্মণের মনুষ্য লোকাতীত বল বিদিত আছে।

ইতি দ্বাত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্গ।

অনন্তর পরবীরঘাতী লক্ষ্মণ নিতান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া রামের আদেশানুসারে পরম রমণীয় গুহা মধ্যবর্ত্তি কিষ্কিন্ধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দ্বারস্থিত বৃহৎকায় মহাবল পরাক্রম বানরগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলেই কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক অবস্থিত হইল এবং তাঁহাকে ক্রোধ বশতঃ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া ভীত হইয়া অন্তঃপুর প্রবেশে নিষেধ করিতে সমর্থ হইল না।

পরে শ্রীমান্ লক্ষ্মণ রত্নময়, দিব্য পুষ্পিত কানন সমন্বিত, প্রকাণ্ড গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সেই গুহা পরস্পর নিকটবর্ত্তী হর্ম্ম্য ও প্রাসাদ সমূহ সমন্বিত, নানা রত্নে সুশোভিত, সর্ব্ব প্রকার অভিলষিত ফলপ্রদ পুষ্পিত তরুনিকর দ্বারা বিরাজিত, দিব্য মাল্যাম্বরধারী, প্রিয়দর্শন, দেব ও গন্ধর্ব্ব পুত্র এবং কামরূপি কপিগণ দ্বারা শোভিত, চন্দন, অগুরু ও পদ্মগন্ধে সুবাসিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার পথ সকলও বিশেষ মধুগন্ধে আমোদিত হইয়াছে। রঘুবংশসম্ভূত লক্ষ্মণ এইরূপ গুহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া এবং তথায় বিন্ধ্য ও মেরু গিরিসদৃশ প্রভূত প্রাসাদ ও গিরিনদী সকল অবলোকন করতঃ রাজমার্গে অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গবয়, গবাক্ষ, গজ, সরভ, বিদ্যুন্মালি, সম্পাতি, সূর্য্যাক্ষ, হনুমান্, বীরবাহু, সুবাহু, নল, কুমুদ, সুষেণ, তার, জাম্ববান্, দধিবক্ত্র, নীল, সুনেত্র ও সুপাটল প্রভৃতি মহা কপিশ্রেষ্ঠ বানরগণের পাণ্ডুরবর্ণ মেঘ সদৃশ প্রভান্বিত, গন্ধমাল্যযুক্ত, প্রভূত ধনধান্য সমন্বিত ও স্ত্রীরত্নে সুশোভিত অত্যুৎকৃষ্ট গৃহ সকল দর্শন করিলেন।

পরে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ পাণ্ডুরবর্ণ শিলাময় বপ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত, ইন্দ্রসদন সদৃশ, কৈলাস শিখর সম শুক্লবর্ণ প্রাসাদ শিখর দ্বারা সুশোভিত, সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত ফলপ্রদ পুষ্পিত বৃক্ষ সমন্বিত, মহেন্দ্রদত্ত নীল মেঘ সদৃশ সৌন্দর্য্যশালী, মনোহর ফল পুষ্প সমন্বিত শীতলচ্ছায়াযুক্ত তরুনিকরে পরিব্যাপ্ত, দ্বারদেশে শস্ত্রপাণি মহাবল বানরগণ দ্বারা সমাবৃত, দিব্য মাল্যে সুশোভিত, তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত তোরণ সমন্বিত সুগ্রীবের ভবনে মহামেঘ মধ্যে প্রবিষ্ট মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রবেশ করিয়া পান ও আসন দ্বারা সমাবৃত সপ্ত কক্ষ্যা অতিক্রম করতঃ সুবর্ণ ও রজত নির্ম্মিত মহামূল্য পর্য্যঙ্ক ও উৎকৃষ্ট আসন দ্বারা পরিবৃত সুগ্রীবের একান্ত গুপ্ত অন্তঃপুর দর্শন করিলেন। লক্ষ্মণ সেই অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সমতাল, পদ ও অক্ষরসংযুক্ত তন্ত্রীগীত সমাকীর্ণ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাই-

লেন এবং তথায় নানারূপা রূপ ও যৌবন ভরে গর্ব্বিতা সুন্দরী স্ত্রী সকল দর্শন করিলেন। লক্ষ্মণ অন্তঃপুর মধ্যে মহদ্বংশ সম্ভূত উৎকৃষ্ট মাল্যগুম্ফনে নিযুক্ত এবং উত্তম মাল্য ও ভূষণ দ্বারা বিভূষিত যোষিদ্গণকে দর্শন করিয়া তথায় অতিশয় সন্তোষশীল, পরিচর্য্যা বিষয়ে ত্বরা রহিত ও প্রশস্ত অলঙ্কার বিহীন সুগ্রীবের অনুচরগণকে অবলোকন করিলেন।

তদনন্তর মহাবীর শ্রীমান্ সুমিত্রানন্দন নূপুর এবং কাঞ্চীরব শ্রবণে লজ্জিত ও রোষভরে অতিশয় কুপিত হইয়া জ্যা-শব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূরিত করিলেন। মহাবাহু লক্ষ্মণ রামের কার্য্যসাধনে সুগ্রীবের ঔদাসীন্য দর্শন করিয়া কুপিত হইলেও সদাচার বশতঃ অন্তঃপুর প্রাসাদ প্রবেশে নিবৃত্ত হইয়া একান্তে অবস্থিত রহিলেন।

অনন্তর প্লবগাধিপতি সুগ্রীব চাপশব্দে লক্ষ্মণের আগমন অবগত ও ভীত হইয়া সিংহাসন হইতে বিচলিত হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, পূর্ব্বে অঙ্গদ আমাকে যাঁহার বিষয় আবেদন করিয়াছিল, সেই ভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সত্যই আগমন করিয়াছেন। পরে বানররাজ সুগ্রীব অঙ্গদের নিকট লক্ষ্মণের আগমন শ্রবণ করিয়া এবং জ্যা শব্দে তাহা নিশ্চিতরূপে অবগত ও ভীত হইয়া ম্লানবদনে প্রিয়দর্শনা তারাকে কহিলেন, "হে সুভ্রু! এই মৃদুস্বভাব লক্ষ্মণ যে ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন, তাহার কারণ কি? তুমি কুমার লক্ষ্মণের ক্রোধের কারণ কিছু বুঝিয়াছ? আমার বোধ হয় নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ অল্প কারণে ক্রোধ করেন নাই। হে ভামিনি! যদি আমি রামের কোন অপ্রিয় কার্য্য করিয়া থাকি, ইহা বুঝিতে পার, তবে তুমি তাহা বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া শীঘ্র আমার নিকট প্রকাশ কর, অথবা তুমি স্বয়ংই এই লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা ইহাঁকে প্রসন্ন কর। বিশুদ্ধ স্বভাব লক্ষ্মণ তোমাকে দর্শন করিয়া কোপ করিবেন না; যেহেতু মহাত্মা লোকেরা স্ত্রীলোকের প্রতি কখনই নিষ্ঠুর আচরণ করেন না; অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া সান্ত্বনাবাক্যদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন কর; তদনন্তর আমি সেই অরিন্দম কমললোচন লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

পরে যাঁহার অঙ্গযষ্টি স্তনভরে অবনত, পদদ্বয় মদজন্য অলসদ্বারা বিচলিত ও নয়নযুগল আকুলিত সেই শুভলক্ষণসম্পন্না, লম্ববান কাঞ্চী ও হেমসূত্রধারিণী তারা সুগ্রীবের আদেশানুসারে লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন। মনুজেন্দ্রপুত্র ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ বানরবনিতা তারাকে দর্শন করিয়াই স্ত্রীসন্নিকর্ষবশতঃ ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক অধোমুখ হইয়া ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর, প্রণয়বশতঃ প্রগল্ভতাযুক্ত তারা নরেন্দ্রপুত্র লক্ষ্মণের প্রসন্নভাব দর্শন করিয়া এবং মদ্যপাননিবন্ধন লজ্জাবিহীন হইয়া লক্ষ্মণকে মহান্ অর্থসম্বলিত সান্ত্বনাযুক্ত বাক্যে বলিলেন, "হে নরেন্দ্রপুত্র! আপনার আদেশ বাক্যানুসারে সকলে অবস্থিতি করিতেছে; অতএব আপনার কোপের কারণ কি? কোন্ ব্যক্তি শুষ্ক বৃক্ষসমন্বিত বনমধ্যে সমুপস্থিত দাবানল দর্শন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থিতি করিতে পারে?"

নিঃশঙ্কচিত্ত লক্ষ্মণ তারার সান্ত্বনাযুক্ত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণয়যুক্ত বাক্যে বলিলেন, "হে ভর্ত্তৃহিতকারিণি! তোমার স্বামী সুগ্রীব কামবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যে ধর্ম্ম ও অর্থ লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি তুমি জানিতেছ না? তিনি রাজ্যের স্থিরতা নিশ্চয় করতঃ সামান্য পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নিয়তই কাম সেবা করিতেছেন; কিন্তু আমরা যে শোকে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, তাহার প্রতীকার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন না। অপিচ, সেই প্লবগাধিপতি সুগ্রীব এইরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, চারি মাস পরে সীতার অন্বেষণে নিযুক্ত হইব; কিন্তু এক্ষণে তিনি সুরাপানে মত্ত হইয়া বিহার করতঃ সেই সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা বোধ করিতেছেন না। ধর্ম্ম ও অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সুরাপান প্রশস্ত নহে;

যেহেতু সুরাপানে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের হানি হইয়া থাকে, আর যদি কোন ব্যক্তি উপকার করে, তাহার প্রত্যুপকার না করিলে মহান্ ধর্ম্ম লোপ হয় এবং গুণবান্ মিত্রের সহিত মিত্রতা বিনষ্ট করিলে মহান্ অর্থ লোপ হয়। অর্থবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ এই দুই প্রকার মিত্র প্রসিদ্ধ; পরন্তু তোমার ভর্ত্তা সুগ্রীব সেই দুই প্রকার মিত্রই পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্মে অবস্থিত হইতেছেন না। যাহা হউক্ তুমি হিতাহিত কার্য্যবিধানে কুশল, অতএব উপস্থিত কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা তুমি উপদেশ কর।"

তারা লক্ষ্মণের ধর্ম্ম, অর্থ ও নিয়মযুক্ত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনুজেন্দ্র রামের প্রয়োজনীয় কার্য্য বিষয় অনুশীলন করতঃ পুনর্ব্বার বিশ্বাসযুক্ত বাক্যে বলিলেন, "হে ক্ষিতিপালপুত্র! আপনার ক্রোধের সময় নয় এবং আত্মীয় জনের প্রতি আপনার ক্রোধ করা বিধেয় নহে; অতএব আপনার প্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে একান্ত অভিলাষী সেই সুগ্রীব যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা আপনার মার্জ্জনা করা উচিত; কেন না, এমন কোন্ ব্যক্তি প্রশস্তগুণসম্পন্ন হইয়া আপন অপেক্ষা অপকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি কোপ করিয়া থাকে এবং ত্বদ্বিধ কোন্ ধর্ম্মসন্তান স্বকীয় স্বাভাবিক সত্ত্বগুণ পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধের বশীভূত হইয়া থাকেন?

হে নরশ্রেষ্ঠ! হরিবীরবন্ধু রামের ক্রোধ, সীতার অন্বেষণকার্য্যের বিলম্ব, তুমি আমাদিগের যাহা উপকার করিয়াছ, তদ্বিষয়ে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, কন্দর্পের সেই অবিষহ্য বল এবং সুগ্রীব কামাসক্ত হইয়া যে প্রিয়জনে আবদ্ধ হইয়াছেন, এই সমস্ত বৃত্তান্তই আমি জানি। পরন্তু হে কুমার! আপনার বুদ্ধি কখনই কামতন্ত্রে প্রবৃত্ত হয় নাই, তথাপি যখন আপনি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়াছেন এবং মনুষ্যেরাও কামাসক্ত হইলে যখন দেশ, কাল, ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে বিবেচনা করিতে অসমর্থ হয়; এমন কি, যখন ধর্ম্ম ও তপোনিষ্ঠ মহর্ষিরাও কামাভিলাষী হইয়া ভার্য্যাসুখে বিমোহিত হন, তখন স্বভাবতঃ চঞ্চল এই বানর জাতি কপিরাজ সুগ্রীব বনিতাভোগসুখে কেন আসক্ত না হইবেন? অতএব হে পরবীরঘাতিন্! স্বীয় ভ্রাতার ন্যায়, কামাসক্ত, কামবশতঃ সর্ব্বদা আমার সন্নিকৃষ্ট ও স্বয়াবেশ জন্য নির্লজ্জ সেই বানরবংশনাথ সুগ্রীবের প্রতি ক্ষমা করুন্।"

মত্ততানিবন্ধন চঞ্চলনয়না বানররাজপত্নী তারা অপরিমিত বলশালী লক্ষ্মণকে এইরূপ মহান্ অর্থযুক্ত বাক্য কহিয়া পুনর্ব্বার আক্ষেপপূর্ব্বক ভর্ত্তার হিতজনক এই কথা বলিলেন, "হে নরোত্তম! সুগ্রীব কামপরতন্ত্র হইলেও আপনার আগমনের পূর্ব্বেই মন্ত্রিগণকে আপনাদের কার্য্যসাধনার্থে উদ্যোগ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং নানা পর্ব্বতনিবাসি কামরূপি মহাবীর শত সহস্র কোটি বানরগণও আগমন করিয়াছে। হে মহাবাহো! আপনার চরিত্র বিশুদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং সাধু পুরুষেরা অকপট মিত্রভাবেই প্রমদাগণকে অবলোকন করিয়া থাকেন; অতএব আপনি আমার সহিত অন্তঃপুরমধ্যে সুগ্রীবের নিকট আগমন করুন্।"

মহাবাহু অরিদমন লক্ষ্মণ তারার বচনানুসারে ত্বরান্বিত হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করতঃ কাঞ্চননির্ম্মিত ও মহামূল্য আস্তরণযুক্ত উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট, দিব্য অভরণদ্বারা বিভূষিত; দিব্য মল্যাম্বরধারী, রূপবান্, যশস্বী, মহেন্দ্রের ন্যায় প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত সূর্য্যসদৃশ সুগ্রীবকে অবলোকন করিয়া নয়নযুগল রক্তবর্ণ করতঃ কৃতান্তের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে সিংহাসনস্থ হেমবর্ণ মহাবীর সুগ্রীব রুমাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া মহাবল বিশাললোচন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে অবলোকন করিলেন।

ইতি ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশৎ সর্গ।

সুগ্রীব সেই অপ্রতিহততেজা, ক্রুদ্ধ, অন্তঃপুরপ্রবিষ্ট পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে অবলোকন করিয়া ভয়ে অবষ্টব্ধ হইলেন, পরে তিনি যেন স্বীয় তেজদ্বারা প্রজ্জলিত, ভ্রাতৃব্যসনে, সন্তপ্ত দশরথনন্দন লক্ষ্মণকে ক্রোধবশতঃ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সুন্দর ও অলঙ্কৃত সুদীর্ঘ ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় উত্থিত হইলেন। যেমন তারাগণ সমুদিত পূর্ণ চন্দ্রের পশ্চাৎ উদিত হয়, তদ্রূপ সুগ্রীব উত্থিত হইলে রুমাপ্রভৃতি মহিলাগণ পশ্চাৎ উত্থিত হইল।

অনন্তর, রক্তনেত্র শ্রীমান্ সুগ্রীব কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রকাণ্ড কল্পবৃক্ষের ন্যায় অবস্থিত লক্ষ্মণের সমীপে গমন করিলেন। লক্ষ্মণ তারাগণমধ্যবর্ত্তী শশাঙ্কের ন্যায় নারীমধ্যগত রুমাসমভিব্যাহারী সুগ্রীবকে অবলোকন করতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, "যে রাজা বীর্য্যবান্, বলসম্পন্ন, দয়ালু, ইন্দ্রিয়সংযমী, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী হয়েন তিনি ইহলোকে মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন, আর যে রাজা উপকারি মিত্রদিগের উপকার করিতে অঙ্গীকার করিয়া প্রতিপালন না করে, সেই অধার্ম্মিক; তাহা হইতে নৃশংসতর আর কেহই নাই। পুরুষ একটি অশ্ব দানে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা দান না করিলে শত অশ্ব বধের পাপভাগী হয়, একটি গো দানে প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করিলে সহস্র গোবধের পাপভাগী হয় এবং পুরুষের উপকারার্থ প্রতিশ্রুত হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা হানি করিলে আত্মবধ ও স্বজনবধের দোষভাগী হয়।

হে প্লবগেশ্বর! যিনি প্রথমতঃ মিত্রেরদ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া পরে মিত্রকার্য্য সম্পাদন না করেন, সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন এবং সকল প্রাণীর বধ্য। ব্রহ্মা সকল লোকের শিরোধার্য্য এই শ্লোককীর্ত্তন করিয়াছেন; পরন্তু রাম তোমাকে কৃতঘ্ন বোধ করিয়া যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা গোঘ্ন, সুরাপায়ী, ভগ্নব্রত ব্যক্তিদিগেরও নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন; কিন্তু কৃতঘ্ন পুরুষের নিষ্কৃতি বিধান করেন নাই। হে বানর! যখন তুমি রামকর্ত্তৃক কৃতার্থ হইয়া তাহার প্রতিকার করিতেছ না, তখন সুতরাং তুমিই অনার্য্য, কৃতঘ্ন ও মিথ্যাবাদী হইতেছ। সুগ্রীব তোমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব যদ্যপি রামের প্রত্যুপকার করা বাসনা হয়, তবে সীতার অন্বেষণে তোমার যত্ন করা কর্ত্তব্য। যেমন মণ্ডূক গ্রহণাভিলাষী সর্প মণ্ডূকের ন্যায় শব্দ করিতে থাকিলে লোকে তাহা সর্প বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ তুমি গ্রাম্য সুখে মত্ত হইয়া মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ হইবে, রাম এরূপ তোমাকে জানিতে পারেন নাই। তুমি দুরাত্মা বানরাধম, মহাত্মা করুণাময় রাম তোমাকে এরূপ না জানিয়াই তোমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। যদ্যপি তুমি মহাত্মা রঘুনন্দন রামের কৃত উপকার স্বীকার না কর, তাহা হইলে সদ্যই শাণিত শস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়া বালীকে দর্শন করিবে। অপিচ, বালী নিহত হইয়া যে পথে গমন করিয়াছে, সেই পথ অদ্যাপি সঙ্কুচিত হয় নাই; অতএব তুমি প্রতিজ্ঞাপথে অবস্থিত হও, বালীর পথে গমন করিও না; হে সুগ্রীব! যখন তুমি গ্রাম্যসুখে সুখী হইয়া রামের কার্য্য মনের দ্বারাও পর্য্যালোচনা করিতেছ না, তখন নিশ্চয়ই ইক্ষ্বাকুপ্রবর রামের শরাসনচ্যুত বজ্রসদৃশ শর সকল দর্শন করিবে।"

ইতি চতুস্ত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশৎ সর্গ।

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রোধনিবন্ধন স্বীয় তেজদ্বারা যেন প্রজ্জলিত হইয়া সুগ্রীবকে সেইরূপ পরুষ বাক্য বলিতে থাকিলে চন্দ্রবদনা তারা তাঁহাকে বলিলেন যে, "লক্ষ্মণ! এই বানরাধিপতি সুগ্রীবকে আপনার এরূপ পরুষবাক্য বলা উচিত নয় এবং সুগ্রীবেরও আপনার মুখনির্গত এইরূপ পরুষবাক্য শ্রবণ করাও উচিত নয়; কেন না, সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ, শঠ, দারুণ, মিথ্যাবাদী বা জিহ্মকারী নহেন। হে বীর! রাম বালির সমরে-

সুগ্রীবের যে অনন্তসাধ্য উপকার করিয়াছেন, ইনি তাহাও বিস্মৃত হয়েন নাই এবং রামের প্রসাদেই কীর্ত্তি, শাশ্বত বানর রাজ্য, স্বীয় বনিতা রুমা ও আমাকে প্রাপ্ত হইয়া এই কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে পরম সুখ ভোগ করিতেছেন। সুগ্রীব পূর্ব্বে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিয়া সম্প্রতি এই অনুত্তম সুখ লাভ করতঃ মহামুনি বিশ্বামিত্রের ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে বিমূঢ় হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! ধর্ম্মাত্মা মহামুনি বিশ্বামিত্র যখন অপ্সরা ঘৃতাচীতে আসক্ত হইয়া দশ বর্ষ একাহ বোধ করতঃ কর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেচনা বিহীন হইয়াছিলেন, তখন সামান্য বানরজাতি এই সুগ্রীব কিরূপে বিবেচনা করিতে সমর্থ হইবে? অতএব হে লক্ষ্মণ! পশুধর্ম্মগত, পরিশ্রান্ত এবং কামভোগে অবিতৃপ্ত, এই সুগ্রীবের প্রতি রামের ক্ষমা করা উচিত।

হে তাত লক্ষ্মণ! অর্থের নিশ্চয় করিতে না পারিয়া প্রাকৃত পুরুষেরা যেরূপ সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ আপনার ক্রোধ করা উচিত হইতেছে না; যেহেতু ত্বদ্বিধ সাত্ত্বিক পুরুষেরা বিবেচনা না করিয়া সহসা কখনই ক্রোধের বশীভূত হয়েন না। অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি সুগ্রীবের নিমিত্ত সমাহিত হইয়া আপনারে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া এই রোষসমুদ্ভূত মহান্ ক্ষোভ পরিত্যাগ করুন্। আমার এইরূপ নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, সুগ্রীব রামের প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে আমাকে এবং রুমা, অঙ্গদ, ধন, ধান্য ও পশু প্রভৃতি রাজ্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। সুগ্রীব সেই রাক্ষসাধম রাবণকে নিহত করিয়া রোহিণীর সহিত শশাঙ্কের ন্যায় সীতার সহিত রামকে আনয়ন করিবেন; কিন্তু লঙ্কামধ্যে পরার্দ্ধাতিরিক্ত অর্থাৎ অসংখ্য যে রাক্ষসসৈন্য অবস্থিতি করিতেছে, সেই কামরূপী দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণকে নিহত না করিলে সীতাপহারী রাবণ বিনষ্ট হইবে না; সুগ্রীবও একাকী সেই রাক্ষস সকল এবং ক্রূরকর্ম্মা রাবণকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি রাবণের বলপ্রাপ্তির বিষয় যাহা বলিতেছি, তাহা আমার কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই; পরন্তু সর্ব্বজ্ঞ বানরেশ্বর বালী আমাকে এইরূপ বল প্রাপ্তির বিষয় কহিয়াছিলেন।

সুগ্রীব এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ আপনাকে একাকী রাবণবধে অসমর্থ বোধ করিয়া আপনাদিগের যুদ্ধের সাহায্যার্থ, রাবণসৈন্য অপেক্ষা বহুগুণ বানরসৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই মহাবলপরাক্রম বানরগণের প্রতীক্ষা করিয়াই রামের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত গমনে বিলম্ব করিতেছেন।

হে সুমিত্রানন্দন! সুগ্রীব মিত্রগণকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, সহস্র কোটি ঋক্ষ, শত কোটি গোলাঙ্গূল এবং অসংখ্য অপরিমিত বলশালী বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া শীঘ্র আগমন করিবে। ইনি পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, সেই মতই অদ্য বহু কোটি সৈন্য আগমন করিবে এবং অদ্যই আপনকার সহিত গমন করিবে; অতএব আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। লক্ষ্মণ! বানরবনিতাগণ পূর্ব্বে বালী বধে যেরূপ ভীত হইয়াছিল, অদ্য আপনার এই রক্তনয়নসমন্বিত বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া তদ্রূপ ভয়ের আশঙ্কা করিতেছে'।"

ইতি পঞ্চত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গ।

শান্তপ্রকৃতি সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ তারার এতাদৃশ ধর্ম্মসম্বলিত বিনয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বাক্যে স্বীকৃত হইলে বানরগণাধিপতি সুগ্রীব মলিনবস্ত্রের ন্যায় লক্ষ্মণ হইতে সুমহৎ ত্রাস পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর, বানরেশ্বর সুগ্রীব স্বীয় কণ্ঠস্থিত বহুগুণযুক্ত মনোহর মাল্য ছেদনপূর্ব্বক মদশূন্য হইয়া ভীমবল লক্ষ্মণকে প্রহর্ষিত করতঃ বিনয়যুক্ত বাক্যে বলিতে লাগিলেন। "হে সুমিত্রানন্দন! পূর্ব্বে আমার যে সকল সম্পত্তি, কীর্ত্তি ও শাশ্বত রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে আমি রামের প্রসাদে সেই সকল পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হই-

রয়াছি। হে নৃপনন্দন! ধনুর্ভঙ্গ ও বালীবধরূপ কর্ম্মদ্বারা বিখ্যাত, তেজস্বী সেই রামের একাংশেও তাদৃশ প্রত্যুপকার করিতে কেহ সমর্থ হইবে না, কেবল আমি সহায়মাত্র হইব; রাম স্বীয় তেজদ্বারাই রাবণকে নিহত করতঃ সীতাকে প্রাপ্ত হইবেন। হে লক্ষ্মণ! যিনি একবাণে প্রকাণ্ড সাতটি বৃক্ষ, পর্ব্বত ও পৃথিবী বিদারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বিস্ফারিত শরাসনশব্দে সশৈল পৃথিবী কম্পিত হয়, তাঁহার সহায়ের প্রয়োজন কি? হে নরেন্দ্র! মনুজেন্দ্র রাম যখন যুদ্ধে অগ্রগামী সৈন্যগণের সহিত শত্রু রাবণকে বিনাশ করিতে গমন করিবেন, তখন আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব; অতএব বিশ্বাস বা প্রণয় নিবন্ধন এই ভৃত্যের যদি কিছু অপরাধ হইয়া থাকে, তবে তাহা ক্ষমা করিবেন; কেন না, ভৃত্য কখনই প্রভুর অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয় না।"

মহাত্মা সুগ্রীব এই কথা বলিলে পর লক্ষ্মণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণয়যুক্ত বাক্যে বলিলেন, "হে বানরেশ্বর! তুমি বয়স্য হওয়ায় আমার ভ্রাতা রাম সর্ব্বতোভাবে সহায়বান্ হইয়াছেন। সুগ্রীব! তোমার যাদৃশ পরাক্রম এবং ইন্দ্রিয়গণ তোমার যেরূপ বশীকৃত হইয়াছে, তাহাতেই তুমি বানর-রাজ্যের অতি উৎকৃষ্ট সম্পত্তি ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছ। হে সুগ্রীব! প্রতাপবান্ রাম তোমাকে সহায় করিয়া অচিরাৎ সমরে শত্রু রাবণকে সংহার করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ; অতএব ভবদুক্ত বাক্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। অপিচ, হে বানরসত্তম। তুমি বা রাম ভিন্ন কোন্ বিদ্বান্ সামর্থ্য সত্ত্বেও তোমার ন্যায় এরূপ বাক্য কহিতে সমর্থ হয়? তুমি বল ও বিক্রমে রামের সদৃশ বলিয়া দৈবই তোমাকে রামের চির বন্ধু করিয়া দিয়াছেন; অতএব তুমি আমার সহিত শীঘ্র এস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভার্য্যাহরণ জন্য দুঃখিত স্বীয় বয়স্য রামকে সান্ত্বনা কর। আর সখে! আমি শোকাকুল রামের বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া তোমাকে যে সকল পরুষবাক্য কহিয়াছি, তুমি তাহা ক্ষমা কর।"

ইতি ষট্‌ত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশৎ সর্গ।

সুগ্রীব লক্ষ্মণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুনন্দন হনুমান্‌কে এই কথা বলিলেন যে, "হিমালয়, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, কৈলাস ও মন্দরপ্রভৃতি এই পঞ্চ পর্ব্বতে যে সকল বানর বাস করিতেছে, যাহারা তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান পর্ব্বতমধ্যে, সমুদ্রান্তে এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিতি করিতেছে; যাহারা সায়ং কালের মেঘের ন্যায় রক্তবর্ণ, উদয়াচল, অস্তাচল এবং পদ্মাচল পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; অঞ্জনসবর্ণ, মেঘসদৃশ ও প্রশস্ত কুঞ্জরতুল্য মহাবলশালী যে সকল বানর অঞ্জন পর্ব্বতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; সুবর্ণবর্ণ যে সকল বানর মহাশৈলের গুহায় বাস করিতেছে এবং মেরুপার্শ্ব গত যে সকল বানর ধূম্রগিরি আশ্রয় করিয়াছে; তরুণসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী ভীমপরাক্রম যে সকল বানর মৈরেয় মধু পান করতঃ মত্ত হইয়া মহারুণ পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছে; যাহারা সুরম্য, সুগন্ধ-যুক্ত মহারণ্যে এবং রমণীয় তাপসাশ্রমে বসতি করিতেছে, তুমি বেগবত্তর বানরগণদ্বারা সাম ও দানাদি উপায় অনুসারে সেই সেই বানর সকলকে শীঘ্র আনয়ন কর, আর পূর্ব্বে মহাবেগশালী যে সকল দূত সৈন্যসংগ্রহার্থে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকেও আমি বিশেষ রূপে জানি; সেই দূত সকলের সত্বর আগমন জন্য পুনরায় দূত প্রেরণ কর। যে সকল বানর কামাসক্ত ও দীর্ঘসূত্র তাহাদিগকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। যাহারা আমার আজ্ঞা-নুসারে দশ দিবসের মধ্যে আগমন না করিবে, সেই রাজশাসন উল্লঙ্ঘনকারী দুরাত্মা বানর-গণকে বিনাশ করিবে। আর আমার নির্দেশ-বর্ত্তি বানরগণের মধ্যে শত, সহস্র ও কোটি পরিমিত বানর সৈন্য আমার আদেশানুসারে অদ্য গমন করুক; মেঘ ও পর্ব্বতসদৃশ ঘোর-

দর্শন কপীন্দ্রগণ অম্বরতল আচ্ছাদন করতঃ এই স্থান হইতে গমন করুক। নানা দেশজ্ঞ বানরগণ পৃথিবীমধ্যে নানা স্থানে গমন করিয়া আমার আদেশানুসারে সত্বর সমস্ত বানর আনয়ন করুক।"

বায়ুনন্দন হনুমান্ বানররাজ সুগ্রীবের আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া বিক্রমসম্পন্ন বানরগণকে নানা দিকে প্রেরণ করিলেন। নক্ষত্র ও বিহঙ্গপথগামী সেই বানর সকল রাজাকর্তৃক প্রেষিত হইয়া রামের কার্য্য সাধন জন্য অপরাপর বানরগণকে সমুদ্র, পর্ব্বত, বন ও সরোবরমধ্যে প্রেরণ করিয়া আপনারা আকাশপথে গমন করিল এবং কপিগণ দূতমুখে কাল ও মৃত্যুস্বরূপ মহারাজ সুগ্রীবের আদেশবার্ত্তা শ্রবণ করতঃ ভীত হইয়া সকলে সত্বর আগমন করিতে লাগিল।

অনন্তর, অঞ্জন পর্ব্বত হইতে অঞ্জনবর্ণ মহাবলপরাক্রম তিন কোটি বানর রামের নিকট গমন করিল। সহস্রাংশু সূর্য্য যে পর্ব্বতে অস্ত হয়েন, সেই অস্তাচলস্থিত তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দশ কোটি বানর উপস্থিত হইল। সিংহকেশরসবর্ণ সহস্র কোটি বানর কৈলাসশিখর হইতে আগমন করিল। যাহারা হিমালয়ে থাকিয়া ফল মূল ভোজন করতঃ জীবন ধারণ করে, তথা হইতে পদ্মপরিমিত বানরসৈন্য সমাগত হইল। বিন্ধ্যাচল হইতে অঙ্গারকসদৃশ ভীমকর্ম্মা ভয়ঙ্কর সহস্র কোটি বানর দ্রুতবেগে উপনীত হইল। তমাল বন ও ক্ষীরোদ সমুদ্রের বেলাভূমি হইতে নারিকেল ফলভোজী অসংখ্য বানর সমাগত হইল। আর বন, গহ্বর ও সরিৎ সকল হইতে মহাবল বানরসৈন্য সকল সূর্য্যকে যেন গ্রাস করতঃ আসিতে লাগিল।

অনন্তর, পূর্ব্বে মহাদেব পুণ্যজনক গিরিবর হিমালয়ের যে বৃক্ষমূলে দেবতা সকলের চিত্তসন্তোষজনক মনোরম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বানরগণ সৈন্যদিগের ত্বরা জন্য হনুমান্‌কর্তৃক প্রেষিত হইয়া হিমালয়ে গমন করতঃ সেই প্রসিদ্ধ যজ্ঞস্থল দর্শন করিল। এবং তথায় চরুক্ষরণদ্বারা সঞ্জাত, অমৃতের ন্যায় স্বাদুযুক্ত ফল মূল সমস্ত দর্শন করিয়া তন্মধ্যে কোন কোন বানর সেই চরুসম্ভূত দিব্য মনোহর ফল মূল একবার ভোজন করিয়া এক মাস তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল, অর্থাৎ এক মাস কাল তাহাদিগের ক্ষুধা ও পিপাসা কিছুই ছিল না। পরে ফলমূলভোজী হরিযূথপতি বানর সকল সেই যজ্ঞালয় হইতে সুগ্রীবের সন্তোষ জন্য সুরভিগন্ধ সমন্বিত নানাবিধ পুষ্প দিব্য ফল মূল ও সঞ্জীবনী প্রভৃতি ঔষধ সমস্ত আনয়ন করিল।

সেই হরিশ্রেষ্ঠ বানরগণ পৃথিবীস্থ বানর সকলকে সুগ্রীবের নিকট প্রেরণ করিয়া দ্রুতবেগে তাহাদিগের অগ্রে গমন করিল। পরে সেই শীঘ্রগামী কপিগণ ত্বরান্বিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীবের নিকট গমন করতঃ উপহার স্বরূপ সেই ফল, মূল ও ঔষধ সমস্ত তাঁহাকে প্রদান করিয়া এই কথা বলিল, "আমরা সমস্ত শৈল, সমুদ্র ও কানন মধ্যে গমন করিয়া আপনার শাসনানুসারে পৃথিবীস্থ সমস্ত বানরগণকেই আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি।

প্লবগাধিপতি সুগ্রীব তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করতঃ প্রীত হইয়া উপহার সমস্ত গ্রহণ করিলেন।

ইতি সপ্তত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশৎ সর্গ।

সুগ্রীব বানরগণের উপহার সমস্ত গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করতঃ সকলকেই রামের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং সেই মহাশূর কৃতকর্ম্মা হরিগণকে প্রেরণ করিয়া রঘুনন্দন রামকে ও আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিলেন।

তখন লক্ষ্মণ ভীমবল বানরসত্তম সুগ্রীবকে প্রমোদিত করতঃ বিনয়গর্ভবাক্যে কহিলেন, "হে শুভদর্শন! যদি আমার সহিত তোমার যাইবার অভিলাষ হয়, তবে তুমি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে বিনির্গত হও।"

সুগ্রীব লক্ষ্মণের এইরূপ মধুর বাক্য শ্রবণে

পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, "আমার ইহাই অভিমত হইতেছে যে, আমি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে গমন করিয়া আপনকার শাসনে অবস্থিতি করিব।"

সুগ্রীব শুভলক্ষণসম্পন্ন লক্ষ্মণকে এইরূপ বলিয়া তারাপ্রভৃতি ভার্য্যাদিগকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করতঃ হরিশ্রেষ্ঠ বানরগণকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলেন। কপিগণ সুগ্রীবের আহ্বানবাক্য শ্রবণ করিয়া তন্মধ্যে যাহারা অন্তঃপুর গমনে সক্ষম, তাহারা সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট আগমন করিল।

তদনন্তর, সূর্য্যসদৃশ প্রভাবশালী বানররাজ সুগ্রীব সেই সমাগত শাখামৃগগণকে সত্বর শিবিকা আনয়ন করিতে আদেশ করিলে তাহারা সুগ্রীবের সেই সুসজ্জিত শিবিকা শীঘ্র আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি সমীপবর্ত্তী শিবিকা দর্শন করতঃ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে সত্বর আরোহণ করিতে কহিয়া লক্ষ্মণের সহিত সুবর্ণনির্ম্মিত, সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল, বহু বানরযুক্ত সেই শিবিকায় আরোহণ করিলেন। সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া মস্তকোপরি ধ্রিয়মাণ পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র, ইতস্ততঃ সঞ্চালিত শুক্লবর্ণ বালব্যজন, শঙ্খনিনাদ, ভেরীনির্ঘোষ এবং বন্দিবর্গের স্তুতিপাঠদ্বারা অনুত্তম রাজ্যশ্রী লাভ করতঃ আনন্দিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরী হইতে নির্গত হইলেন। পরে লক্ষ্মণসমভিব্যাহারী সুগ্রীব শস্ত্রপাণি, তীক্ষ্ণতেজা, বহু শত বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রামের নিকট গমন করতঃ শিবিকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত হইলে বানরগণও সেইরূপে অবস্থিত হইল।

রাম ঈষদ্বিকসিত পঙ্কজরাজিবিরাজিত তড়াগের ন্যায় সুশোভিত বানরসৈন্য দর্শন করিয়া সুগ্রীবের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে বানরেশ্বর সুগ্রীব অবনতমস্তকে রামের পদতলে নিপতিত হইলে ধর্ম্মাত্মা রাম প্রণয় ও বহুমানবশতঃ তাঁহাকে উত্থাপিত করতঃ আলিঙ্গন করিয়া উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর, সুগ্রীব ক্ষিতিতলে উপবিষ্ট হইলে রাম তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বীর! যিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে যথাকালে বিভাগ করিয়া সততঃ সেবা করিয়া থাকেন, তিনিই রাজ্যভোগে সমর্থ হয়েন। বৃক্ষাগ্রে সুপ্ত ব্যক্তি পতিত হইয়া যদ্রূপ প্রতিবুদ্ধ হয়, তদ্রূপ যিনি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সততঃই কামসেবায় অনুরক্ত হয়েন, তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রতিবুদ্ধ হয়েন। আর যিনি শত্রুবধে উদ্যুক্ত, মিত্র সংগ্রহে রত এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ যথা কালে বিভাগ করিয়া তাহার ফলভোগে আসক্ত হয়েন, তিনিই রাজধর্ম্মে যুক্ত হয়েন। পরন্তু হে শত্রুনিসূদন! সীতার অন্বেষণের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি মন্ত্রিবর্গের সহিত তাহার উপায় চিন্তা কর।"

সুগ্রীব রামকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে মহাবাহো! আমার যে সম্পত্তি, কীর্ত্তি ও শাশ্বত বানররাজ্য নষ্ট হইয়াছিল, আপনার প্রসাদেই আমি সেই সমস্ত পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ! যখন আপনার ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের প্রসাদে আমি এই প্রণষ্ট রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন আপনার প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ হইলে আমার অধর্ম্মসঞ্চার হইবে; কেন না, যে ব্যক্তি উপকারি মিত্রদিগের প্রত্যুপকার না করে, তাহাকে লোকে অধার্ম্মিক বলিয়া থাকে। অতএব হে অরিদমন! আপনার কার্য্যসাধন জন্য এই মদীয় প্রধান প্রধান বানরসৈন্য সকল আমার আদেশানুসারে পৃথিবীস্থ সমস্ত মহাবলশালী বানরসৈন্য সংগ্রহ করিয়া আগমন করিয়াছে। হে রাঘব! ঋক্ষ, বানর ও গোলাঙ্গুলপ্রভৃতি এই সমাগত সৈন্য সকল দুর্গম পথ, বন ও দুর্গের উপায় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছে এবং ইহারা দেখিতেও অতি ভয়ঙ্কর। আর দেব ও গন্ধর্ব্বদিগের ঔরসজাত কামরূপি বানরগণ স্বীয় স্বীয় বহু সংখ্য সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া পথিমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং মেরু ও বিন্ধ্যাচলনিবাসি, মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায়

মহাকায়, ইন্দ্রসম বিক্রমশালী সমুদ্র এবং পরার্দ্ধপরিমিত, হরিযূথপতি সকল কেহ শত, কেহ শত সহস্র, কেহ কোটি, কেহ অযুত কেহ শঙ্কু, কেহ অর্ব্বুদ, কেহ অর্ব্বুদ শত, কেহ মধ্য ও কেহ বা অন্ত্যসংখ্য সৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে আগমন করতঃ রাক্ষসাধিপতি রাবণকে নিহত করিয়া মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে আনয়ন করিবে।”

বসুধাধিপতি দশরথনন্দন মহাবীর রাম আজ্ঞানুবর্ত্তি বানররাজ সুগ্রীবের এইরূপ উদ্যোগ দর্শন করিয়া প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায় আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

ইতি অষ্ট ত্রিংশৎ সর্গ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশৎ সর্গ।

ধর্ম্মাত্মা রাম সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বাহুদ্বয়দ্বারা গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করতঃ কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, “হে সৌম্য! ইন্দ্র যে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন, এই সহস্রাংশু সূর্য্য যে নভোমণ্ডল তমোবিহীন করিয়া থাকেন, চন্দ্রমা যে রজনীকে স্বীয় প্রভাদ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং ত্বদ্বিধ লোক যে প্রত্যুপকারদ্বারা মিত্রের প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহা যেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তদ্রূপ তুমি যে প্রত্যুপকারার্থ সৈন্যসংগ্রহরূপ সুন্দর কার্য্য করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? সখে সুগ্রীব! তুমি যে সততঃই প্রিয়বাক্য বলিয়া থাক এবং তুমিই যে আমার একমাত্র সুহৃদ্, তাহা আমি জানি; অতএব তোমাকে সহায় করিয়া সমরে সমস্ত শত্রু সংহার করিব, তদ্বিষয়ে তোমার সাহায্য করা উচিত হইতেছে। যেমন অনুহ্লাদ আত্ম বিনাশ জন্য ইন্দ্রকে বঞ্চনা করিয়া পুলোম-দুহিতা শচীকে অপহরণ করিয়াছিল, তদ্রূপ সেই রাক্ষসাধম রাবণ আত্ম বিনাশার্থই আমাকে বঞ্চনা করিয়া মিথিলা রাজনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়াছে। শতক্রতু ইন্দ্র যেমন গর্ব্বিত পুলোম ও অনুহ্লাদকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি নিশিত শরদ্বারা সেই রাক্ষসরাজ রাবণকে সত্বর সংহার করিব।”

রাম সুগ্রীবের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে সৈন্যগণের পদরেণু সহস্ররশ্মি সূর্য্যের তীব্রতর উষ্ণ প্রভা আচ্ছাদনপূর্ব্বক গগনাঙ্গনে উত্থিত হইল। পরে সেই ধূলিদ্বারা দিক্ সকল কলুষিত হইল এবং সৈন্যগণের পদবিক্ষেপে সসাগরা বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল।

অনন্তর, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র ও অপরাপর অরণ্যবাসী নাগেন্দ্রসদৃশ, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রায়ুধধারী, মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী মহাবলশালী বানরযূথপতি সকল স্বীয় স্বীয় অসংখ্য সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সুগ্রীবের নিকট আগমন করতঃ সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন করিল। পরে সুগ্রীব দেখিলেন যে, শতবলি নামে বানর তরুণসূর্য্য সবর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় গৌরবর্ণ ও পদ্মকেশরের ন্যায় পীতবর্ণ হিমালয়বাসী এক কোটি দশ সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছে, কাঞ্চনপর্ব্বতপ্রতিম তারার পিতা বহু সহস্র ও কোটি সেনা সমভিব্যাহারে আসিয়াছে; রুমার পিতা সহস্র কোটি সৈন্য লইয়া আসিয়াছে; পদ্মকেশরসদৃশ প্রভাশালী তরুণ সূর্য্যের ন্যায় অনিনসমন্বিত সর্ব্ব বানরসত্তম হনুমানের পিতা কেশরী বহু সহস্র সৈন্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আগমন করিয়াছে; গোলাঙ্গুলাধিপতি গবাক্ষ নামক বানর কোটি সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছে; মহাবেগশালী ঋক্ষগণাধিপতি ধূম্র দুই সহস্র কোটি সৈন্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া আসিয়াছে; মহাবীর যূথপতি পনস তিন কোটি সৈন্যে অধিরূঢ় হইয়া উপনীত হইয়াছে; নীলবর্ণ পর্ব্বতাকার মহাকায় যূথপতি নীল দশ কোটি সৈন্যে পরিবৃত হইয়া সমাগত হইয়াছে; কাঞ্চনশৈলসবর্ণ মহাবীর গবয় পঞ্চদশ কোটি সৈন্যে সমাবৃত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে; যূথপতি মহাবল দধীমুখ সহস্র কোটি সৈন্যে আবৃত হইয়া আগমন করিয়াছে; অশ্বিপুত্র মহাবীর মৈন্দ ও দ্বিবিদ কোটি ও সহস্র সৈন্য লইয়া আগত হইয়াছে; বলবান্ গজ তিনকোটি এবং মহাতেজা ঋক্ষরাজ জাম-

বান্ দশ কোটি সৈন্যে ব্যাপ্ত হইয়া আগমন করিয়াছে; বানররাধিপতি মহাতেজা রুমণ অতিশয় বিক্রমসম্পন্ন শত কোটি বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়াছেন; গন্ধমাদন সহস্র কোটি ও শত সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছে।

অনন্তর, পিতৃতুল্যপরাক্রমশালী যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শত শঙ্খ সৈন্যে সমাবৃত হইয়া আগমন করিলেন; তারার ন্যায় দীপ্তিমান্ মহাবীর তার ভয়ঙ্কর বিক্রমসম্পন্ন পঞ্চ কোটি বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া আগমন করিলেন; মহাবীর ইন্দ্রজানু একাদশ কোটি সৈন্যে সমাবৃত হইয়া উপস্থিত হইলেন; তরুণ-সূর্য্যসবর্ণ রম্ভ এক অযুত এক সহস্র এক শত সৈন্য সমভিব্যাহারে উপনীত হইলেন; যূথপতি মহাবীর দুর্ম্মুখ দুই কোটি সৈন্যে আবৃত হইয়া আগমন করিলেন; হনুমান্ কৈলাসশিখরাকার ভীমবিক্রম সহস্র কোটি বানরসৈন্যে সমাবৃত হইলেন; মহাবীর নল দ্রুমবাসি শত কোটি ও শত সহস্র সৈন্যে পরিবৃত হইয়া আসিলেন; দরীমুখ দশ কোটি সৈন্যে আরূঢ় হইয়া সিংহ-নাদ করতঃ আগমন করিলেন।

এইরূপে বানরযূথপতি শরৎ কুমুদ, বহ্নি, রম্ভ ও অন্যান্য কামরূপি অসংখ্য বানরগণ পৃথিবী, কানন ও পর্ব্বত সমস্ত পর্য্যটন করিয়া গর্জ্জন করতঃ লম্ফ প্রদান করিতে করিতে আসিয়া, বলাহকবৃন্দ যেমন সূর্য্যকে বেষ্টন করে, তদ্রূপ তাহারা সুগ্রীবকে পরিবেষ্টন করিল। প্রকৃষ্ট বাহুশালী সেই বানরগণ বানরেন্দ্র সুগ্রীবকে প্রণাম করিয়া বহুবিধ শব্দকরতঃ স্বীয় স্বীয় পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। পরে অপরাপর বানরপ্রধানেরা সুগ্রীবের নিকট সমাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল।

ধর্ম্মজ্ঞ সুগ্রীব ত্বরাসহকারে ত্বরান্বিত সেই বানর সকলকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "হে বানরেন্দ্রগণ! তোমরা যথাসুখে পর্ব্বত, বন ও নির্ঝর সমস্ত অন্বেষণ করিয়া যে সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছ, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি অতিশয় বলবান্, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহার পরিচয় প্রদান কর।"

উনচত্বারিংশৎ সর্গ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, সমৃদ্ধিসম্পন্ন কপিরাজ সুগ্রী শত্রুবলবিমর্দ্দনকারী মনুজেন্দ্র রামকে কহিলে "হে অরিদমন! আমার রাজ্যস্থিত যে সক কামচারী মহেন্দ্রতুল্য বলবান্ বানরেন্দ্রগ আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় সৈ সমভিব্যাহারে যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইয় ছেন। দৈত্য ও দানবতুল্য, ভয়ঙ্কর, ভীমবিক্র সেই বানরগণ বহু স্থানে বিক্রম প্রকাশ করিয় ছেন, তাঁহারা সকলেই বলবান্, জিতক্ল উৎকৃষ্ট ব্যবসায়যুক্ত ও পরাক্রমশালী, আ এই যে নানা পর্ব্বতনিবাসি স্থলচর ও জলচ বানরগণ উপস্থিত রহিয়াছেন, ইহাঁরা আপনা কিঙ্কর এবং ইহাঁরা সকলেই আজ্ঞানুবর্ত্তী গুরুহিতৈষী; অতএব আপনার অভিপ্রে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ দৈত্য ও দানবসদৃশ ভয়ঙ্কর এই বানরগণও ব বিক্রমসম্পন্ন বহু সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহা আগমন করিয়াছেন এবং ইহাঁরা আপনা সৈন্য ও আপনারই বশবর্ত্তী; অতএব উ স্থিত সময়ে আপনার যাহা অভিলাষ হয়, তা ইহাঁদিগের প্রতি আদেশ করুন্। আ ইহাঁদের কার্য্য বিশেষরূপে অবগত আি পরন্তু আপনি আপনার যুক্তি অনুসারে আে করুন্।"

সুগ্রীব সেইরূপ কহিলে পর দশরথনন্দন তাঁহাকে বাহুদ্বয়দ্বারা গাঢ়রূপে আলি করিয়া এই কথা বলিলেন যে, "হে মহাপ্র সুগ্রীব! বিদেহরাজনন্দিনী সীতা যদ্য জীবিত থাকেন এবং রাক্ষস রাবণ যে স্থ অবস্থিতি করে, ইহা তুমি বিশেষরূপে অব হও। বৈদেহীর জীবন বৃত্তান্ত এবং রাব বাসস্থান যদ্যপি জানিতে পারা যায়, ত হইলে আমি তোমার সহিত তৎকালো কার্য্য বিধানে প্রবৃত্ত হইব। হে বানরে আমি কি লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণার্থ বানরগ

প্রেরণ করিতে সমর্থ নহি, তুমিই এই কার্য্যের হেতু ও প্রভু; অতএব তুমি আমার এই কার্য্য বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে বানরগণকে আদেশ কর। হে কপিবর! তুমিই আমার কার্য্য অবগত আছ, ইহা আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে। হে বীর! তুমি সুহৃদ্‌গণের মধ্যে প্রধান, বিক্রমসম্পন্ন, প্রজ্ঞাশালী, কালবিশেষজ্ঞ, সর্ব্বার্থবিৎ ও আমাদিগের হিতকারী।"

রাম সুগ্রীবকে এইরূপ বলিলে পর তিনি রাম ও লক্ষ্মণের সমীপে শৈলসদৃশ, মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী, মহাবল বানরযূথপতি বিনত নামা বানরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কপিবর! তুমি দেশ, কাল ও নীতি বিষয়ে বিজ্ঞ ও কার্য্যদক্ষ; অতএব তুমি সোম ও সূর্য্যসদৃশ বানরসমূহের সহিত, শত সহস্র বলবান্ বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া বিদেহরাজনন্দিনী সীতা ও রাবণের বাসস্থান অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত পর্ব্বত ও কাননসমন্বিত পূর্ব্ব দিকে গমন কর। সেই পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত পর্ব্বত, দুর্গ, বন ও নদী আছে, সেই সেই স্থানে অন্বেষণ করিবে।

ভাগীরথী, সরযূ, কৌশিকী, কালিন্দী যমুনা ও যমুনা যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাগিরি যামুন, সরস্বতী, সিন্ধু, মণিসম সলিল সম্পন্ন শোণ, শৈল ও কাননসমূহে সুশোভিত শৈলময়ী প্রভৃতি এই সমস্ত নদী এবং ব্রহ্ম, মাল, বিদেহ, মালব, কাশি, কোশল, মাগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র ও অঙ্গ প্রভৃতি এই সকল দেশ; কোশাকার ভূমি অর্থাৎ কোশেয় তন্তুৎপাদক জন্তুদিগের উৎপত্তি স্থান, রজতাকর অর্থাৎ রজতের খনি, এই সকল স্থানে ইতস্ততঃ রামের প্রিয় ভার্য্যা সীতাকে অন্বেষণ করিবে। পরে সমুদ্রের অন্তর্গত পর্ব্বত, সমুদ্র দ্বীপ সমীপবর্ত্তী নগর, মন্দর পর্ব্বতের কোটিস্থিত গ্রাম সকল এবং যাহাদিগের কর্ণপূর অতিশয় বিশাল; যাহাদিগের কর্ণ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত, মুখ লৌহের ন্যায় কঠিন; যাহারা অতিশয় বেগবান্, এক পাদ, অক্ষয়, বলবান্ ও নরমাংস ভোজী; যাহাদিগের কেশপাশ অতিশয় সূক্ষ্ম; যাহারা স্বর্ণকান্তি ও সুন্দর দর্শন; যাহারা অপক্ব মৎস্যভোজী, জলচর ও ঘোর দর্শন, এই সমস্ত দ্বীপবাসি নরশ্রেষ্ঠ কিরাতদিগের আশ্রম এবং যে যে দেশে পর্ব্বত লঙ্ঘনপূর্ব্বক অথবা প্লবন ও ভেলা দ্বারা গমন করা যায়, সেই সেই দেশ অন্বেষণ করিবে।

অনন্তর তোমরা যত্নবান্ হইয়া সপ্তরাজ্যে পরিবেষ্টিত যবদ্বীপ, স্বর্ণকার সমূহে সুশোভিত সুবর্ণ দ্বীপ অন্বেষণ করিবে। পরে যবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া দেব ও দানবগণ নিষেবিত শৃঙ্গদ্বারা গগণস্পর্শকারী শিশির নামক পর্ব্বত এবং উক্ত দ্বীপস্থিত গিরি, দুর্গ, প্রপাত ও বন সকল অন্বেষণ করিবে। পরে সমুদ্র পার হইয়া সিদ্ধ ও চারণগণ নিষেবিত শীঘ্রগামী রক্তসম সলিল সম্পন্ন শোণ নদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার সুরম্য তীর্থ ও বিচিত্র কানন মধ্যে বিদেহ রাজনন্দিনী সীতা ও রাবণকে অন্বেষণ করিবে। যাহার তীরে ভয়ঙ্কর যবন সকল বাস করিয়া থাকে, সেই পর্ব্বতসম্ভূত সরিৎ সকল এবং প্রশস্ত গুহা সমন্বিত পর্ব্বত ও অরণ্য সমূহ অন্বেষণ করিবে।

তদনন্তর ঊর্ম্মিমান্, অনিলোদ্ধত মহাশব্দ সমন্বিত ভয়ঙ্কর ইক্ষু নামক মহাসমুদ্রের সমীপবর্ত্তী সুপ্রশস্ত দ্বীপ অন্বেষণ করিয়া দেখিবে। সেই সমুদ্র সমীপে মহাকায় অসুর সকল বহুকাল বুভুক্ষিত থাকিয়া ব্রহ্মার বর প্রভাবে নিরন্তর প্রাণিগণের ছায়া ভক্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সদৃশ, মহোরগ নিষেবিত, ভীষণ শব্দকারী সেই মহোদধি যে কোন উপায় দ্বারা অতিক্রম করিয়া রক্তসম সলিলসম্পন্ন ভয়ঙ্কর লোহিত সাগরে গমন করতঃ এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ দেখিতে পাইবে। সেই বৃক্ষসমীপে বিশ্বকর্ম্মা বিনতানন্দন গরুড়ের নানা রত্নে বিভূষিত কৈলাস সদৃশ এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শৈলসদৃশ, ভীমদর্শন, নানারূপ, ভয়ঙ্কর মন্দেহ নামক রাক্ষস সকল সেই গৃহের সমীপস্থিত শৈলের শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা প্রতিদিন সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তি ব্রাহ্ম তেজ দ্বারা সন্তপ্ত ও নিহত হইয়া জল মধ্যে

নিপতিত হয় এবং জলমধ্যে জীবন প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সেই শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন করে।

হে দুর্দ্ধর্ষ কপিগণ! তোমরা লোহিত সাগর অন্বেষণ করিয়া পাণ্ডুরবর্ণ মেঘসদৃশ মুক্তামালারূপ ঊর্ম্মিমালায় সুশোভিত ক্ষীরোদ সাগরে গমন করিয়া তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ, দিব্য গন্ধযুক্ত, পুষ্পিত তরুনিকরে পরিবৃত ঋষভ নামক যে মহাপর্ব্বত এবং উজ্জ্বল হেমবর্ণ কেশরসমন্বিত রজতবর্ণ পদ্মনিকরে পরিব্যাপ্ত, রাজহংসসমূহে সমাকুল সুদর্শন নামক যে সরোবর দেখিতে পাইবে, তথায় অন্বেষণ করিবে। দেব, চারণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ রমণেচ্ছু হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই সরোবরে আগমন করিয়া থাকে। পরে ক্ষীরোদ সাগর অতিক্রম করিয়া সর্ব্ব জীবের ভয়াবহ জলোদ সাগর শীঘ্র দেখিতে পাইবে। সেই জলোদ সাগরে ব্রহ্মা ঔর্ব্ব ব্রহ্মর্ষির কোপজ হয়মুখ নামক সুমহৎ তেজ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন; সেই অদ্ভুত মহাবেগশালী তেজ প্রলয় কালে চরাচরাত্মক জগৎ সংহার করিয়া থাকে।

সেই সাগরে বড়বামুখ দর্শন করিয়া তাহার পতনভয়ে বিক্রোশকারি আত্মরক্ষণে অসমর্থ সাগরবাসি প্রাণিদিগের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। স্বাদুজলসম্পন্ন সেই সাগরের উত্তর তীরে কনকসমপ্রভাশালী জাতরূপ শিলা নামক ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত অতি মহৎ এক পর্ব্বত আছে; তথায় শশাঙ্কের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পদ্মপলাশসদৃশ বিশাললোচন ধরণীধর সর্প দেখিতে পাইবে। পরে সেই পর্ব্বতের অগ্রভাগে অবস্থিত সহস্র শিরা, নীলবাসা, সর্ব্বদেবনমস্কৃত অনন্তদেবকে দর্শন করিবে। তথায় সেই মহাত্মা অনন্তদেবের কাঞ্চনময় ত্রিশিরা বেদি সহিত তালকেতু বিরাজ করিতেছে; পূর্ব্ব দিকে ত্রিদশনাথ ইন্দ্র তাহার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাইবে।

তদনন্তর, হেমময় শ্রীমান্ উদয়াচল দেখিতে পাইবে; তাহার স্বর্ণময় সূর্য্যসদৃশ দিব্য পুষ্পিত শাল, তাল, তমাল ও কর্ণিকার বৃক্ষে সুশোভিত, শত যোজন বিস্তৃত, বেদিসমন্বিত, মনোহর স্বর্ণময়, শিখরদেশ স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়া বিরাজ করিতেছে। সেই পর্ব্বতের এক যোজন বিস্তৃত, দশ যোজন উন্নত, সুবর্ণময় শাশ্বত সৌমনস নামক শৃঙ্গ আছে; পূর্ব্বে ত্রিবিক্রম কালে পুরুষোত্তম বিষ্ণু তথায় প্রথম পদ অর্পণ করিয়া সুমেরুর শিখরে দ্বিতীয় পাদ অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরভাগে জম্বুদ্বীপ; দিবাকর সেই জম্বুদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া অতিশয় উন্নত সেই সৌমনস শিখরে অবস্থিত হইলে জম্বুদ্বীপবাসী প্রাণিগণের প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়েন। সেই স্থানেই সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, তপস্বী বৈখানস ও বালখিল্যপ্রভৃতি মহর্ষিগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার অগ্রভাগে প্রাগুক্ত সুদর্শন দ্বীপ বর্ত্তমান রহিয়াছে; সেই সৌমনসশিখরে সূর্য্য উদিত হইলে সকল প্রাণিদিগেরই তেজ ও চক্ষু প্রকাশিত হয়। সেই শৈলের পশ্চাদ্দেশবর্ত্তি কন্দর ও অরণ্যে ইতস্ততঃ বৈদেহী সীতা ও রাবণকে অন্বেষণ করিবে।

পূর্ব্বে দিক্ মহাত্মা সূর্য্য ও কাঞ্চন শৈলের প্রভাদ্বারা রক্তবর্ণ হইয়া আকাশ পাইয়া থাকে ঐ দিক্ ভুবনের প্রথমদ্বারস্বরূপ এবং সূর্য্যের উদয় স্থান হওয়ায় উহা পূর্ব্ব দিক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই শৈলের পৃষ্ঠদেশে যে গুহা ও নির্ঝর আছে, তথায় রাবণ ও সীতার অন্বেষণ করিবে। তাহার পর পূর্ব্বদিকে গমন করিতে পারা যায় না; যেহেতু সেই পূর্ব্ব দিক্ দেবগণসমাবৃত, চন্দ্রসূর্য্যরহিত ও অন্ধকারাবৃত, সুতরাং কেহই তথায় গমন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব হে কপীন্দ্রগণ! আমি যে সমস্ত শৈল, গুহা, কানন ও নদীর কথা কহিলাম, আর যাহা কহিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমরা সেই সমস্ত স্থান অন্বেষণ করিবে এবং এই স্থান পর্য্যন্তই গমন করিতে সমর্থ হইবে। পরন্তু, যে স্থানে সূর্য্য প্রকাশিত না হন, সে স্থানে তোমরা গমন করিতে পারিবে না এবং তাহার পর আমারও বিদিত নাই; অতএব তোমরা উদয়াচল পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া মাস পূর্ণ হইলে প্রত্যাগমন করিবে। এক মাসের ঊর্দ্ধ

বাস করিলে তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে; অতএব সীতার বৃত্তান্ত অবগত ও কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিবে।

হে বানরগণ! বনখণ্ডে বিভূষিত মহেন্দ্র প্রিয়া প্রাচী দিক্ ভ্রমণ করিয়া রঘুবংশসম্ভূত রামের প্রিয় ভার্য্যা সীতার অনুসন্ধানপূর্ব্বক আগমন করতঃ সুখী হইবে।

ইতি চত্বারিংশৎ সর্গ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, কপিবর সুগ্রীব পূর্ব্ব দিকে সেই মহাবল বানর সৈন্য প্রেরণ করিয়া কার্য্যদক্ষরূপে নির্ণীত অগ্নিপুত্র নীল, হনুমান্ পিতামহসুত মহাতেজা জাম্ববান্, সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, গজ, গবাক্ষ, গবয়, সুষেণ, বৃষভ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গন্ধমাদন, হুতাশনসুত উল্কামুখ ও অনঙ্গ এবং অঙ্গদ প্রভৃতি বেগ ও বিক্রমসম্পন্ন বীরগণকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিতে মনোনীত করিলেন। পরে কপীশ্বর সুগ্রীব প্রভৃত বলসম্পন্ন অঙ্গদকে হরিবীরবর্গের প্রধান সেনাপতি করিয়া দক্ষিণ দিকে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন এবং সেই দক্ষিণ দিকের যে সকল স্থান ভয়ঙ্কর ও দুর্গম, তাহা কপিগণকে কহিতে লাগিলেন।

তিনি কপিগণকে কহিলেন যে, সহস্রশিখরসমন্বিত, নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাসমূহে সমাচ্ছাদিত, বিন্ধ্যগিরি এবং মহোরগনিষেবিত রমণীয় নর্ম্মদা, গোদাবরী, মহানদী, কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি নদী সকল অন্বেষণ করিবে। পরে মেকল, উৎকল, দশার্ণ, নগর, আব্রবন্তী, অবন্তী, বিদর্ভ, ঋষ্টিক, মাহিষিক, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিকপ্রভৃতি এই সকল দেশ অনুসন্ধান করিয়া পর্ব্বত, নদী ও গুহাসমন্বিত দণ্ডকারণ্য, গোদাবরী নদী এবং দণ্ডকারণ্যবর্ত্তী গোদাবরীপ্রদেশ অন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, পাণ্ড্য ও কেরলপ্রভৃতি এই সকল স্থান অন্বেষণ করিবে। পরে গৈরিকাদি ধাতুসমূহে বিভূষিত, বিচিত্র শিখরসমন্বিত, বিবিধ পুষ্পিত কাননদ্বারা অলঙ্কৃত, পরম রমণীয় অয়োমুখ পর্ব্বতে গমন করিয়া তাহার চন্দন বনোদ্দেশবর্ত্তি শৃঙ্গগিরি মলয়কে অন্বেষণ করিবে এবং তথায় অপ্সরোগণের বিহারভূমি প্রসন্নসলিলসম্পন্না যে কাবেরী নদী আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে। সেই মলয় পর্ব্বতের অগ্রভাগে সমাসীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ঋষিসত্তম অগস্ত্যকে দর্শন করিবে। মহাত্মা অগস্ত্য প্রসন্ন হইলে তাঁহার আজ্ঞানুসারে গ্রাহকুলসমাকুলা মহানদী তাম্রপর্ণী উত্তীর্ণ হইবে। যেমন কোন যুবতী কামিনী স্বীয় কান্তকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ চিত্র চন্দনবনদ্বারা প্রচ্ছন্ন দ্বীপধারিণী সেই তরঙ্গিণী সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিতেছে।

হে বানরগণ! তোমরা সেই সরিৎ অতিক্রম করিয়া পাণ্ড্য নগরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাকারপরিবেষ্টিত প্রাগুক্ত নগরের পুরদ্বারস্থিত মুক্তামণিবিভূষিত সুবর্ণনির্ম্মিত কপাট দর্শন করিবে; পরে সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া তৎ সন্তরণের উপায় অবধারণ করিবে। সেই সমুদ্রমধ্যে মহাত্মা অগস্ত্যকর্ত্তৃক নিবেশিত, বিচিত্র সানুসমন্বিত, সুবর্ণময়, পরম সৌন্দর্য্যশালী মহেন্দ্রপর্ব্বত সাগর অবগাহনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে; নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষ ও লতাপুঞ্জে পরিবৃত, দেব, ঋষি, যক্ষ, অপ্সর সিদ্ধ ও চারণগণে নিষেবিত সেই সুরম্য পর্ব্বত মধ্যে প্রতি পর্ব্ব দিবসে সহস্র লোচন ইন্দ্র আগমন করিয়া থাকেন। সমুদ্রের অপর পারে শত যোজনবিস্তৃত, অতিশয় প্রভাযুক্ত মনুষ্যদিগের অগম্য একদ্বীপ আছে; সেই দ্বীপে বিশেষ করিয়া সীতার অনুসন্ধান করিবে কেন না, সেই স্থানেই আমাদিগের বধ্য সুরেন্দ্রসম তেজস্বী রাক্ষসাধিপতি দুরাত্মা রাবণ বাস করিয়া থাকে। সেই দক্ষিণসমুদ্রে রাবণের অনুচরী অঙ্গারকা নামে এক রাক্ষসী আছে, সে প্রাণিগণের ছায়া আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপ সংশয়াপন্ন দেশ সকলকে সংশয়বিহীন করিয়া অমিততেজা রামের বনিতা সীতাকে অন্বেষণ করিবে।

পরে শত যোজন সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রজলমধ্যে সিদ্ধ

চারণগণনিষেবিত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-যুক্ত পুষ্পিতক নামে পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বত বিপুল শৃঙ্গদ্বারা যেন স্বর্গকে নিদারণ করতঃ প্রকাশ পাইতেছে। দিবাকর তাহার কাঞ্চনময় একটি শৃঙ্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন; কৃতঘ্ন; নৃশংস বা নাস্তিকগণ সেই শৈলকে দেখিতে পায় না। সেই দুর্দ্ধর্ষ দুর্গম মার্গসমন্বিত চতুর্দ্দশ যোজন পরিমিত পুষ্পিতক নামক পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকাম ফলপ্রদ পাদপসমূহে পরিব্যাপ্ত সর্ব্বকালে মনোহর বৈদ্যুত নামক পর্ব্বতে গমন করিবে। তথায় উৎকৃষ্ট ফলমূলসমস্ত ভোজন করিয়া মনস্তুষ্টিকর মধুপান করতঃ নয়ন ও মনের আনন্দজনক কুঞ্জর নামক পর্ব্বতে গমন করিবে।

সেই কুঞ্জর পর্ব্বত এক যোজন বিস্তৃত, দশ যোজন উন্নত, নানা রত্নে বিভূষিত ও বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত দিব্য কাঞ্চনময় অগস্ত্যের পুরী বিদ্যমান রহিয়াছে। আর তথায় বিশাল পদবীসমন্বিত, অধর্ষণীয় মহাবিষ তীক্ষ্ণদন্ত ভয়ঙ্কর পন্নগসমূহদ্বারা পরিরক্ষিত ভোগবতী নাম্নী ভূজগপুরী আছে, সেই পুরীমধ্যে সর্পরাজ বাসুকি বসতি করিয়া থাকেন। তোমরা সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সীতার অন্বেষণ করিবে। তাহার নিকটবর্ত্তী যে সকল গুপ্ত স্থান আছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া সর্ব্ব রত্নময় পরম সৌন্দর্য্যশালী ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিবে। তাহাতে অগ্নিসদৃশ প্রভাসমন্বিত গোশীর্ষক, পদ্মক হরিশ্যাম প্রভৃতি যে সমুদয় বিবিধ দিব্য চন্দন উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা দর্শন করিয়া কদাচ তদ্বিষয়ে কোন কথা কহিবে না; কেন না রোহিত নামক গন্ধর্ব্বগণ ভয়ঙ্করবেশে সেই চন্দনবন রক্ষা করিয়া থাকেন। আর সূর্য্যসম প্রভাসম্পন্ন শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক ও বভ্রু প্রভৃতি পাঁচন গন্ধর্ব্বপতি তথায় বাস করিয়া থাকেন। সেই পর্ব্বতের পর পৃথিবীর অন্তে যে স্থানে রবি, সোম ও অগ্নি তুল্য দেহধারী পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ বাস করেন, সেই স্থানই দুর্দ্ধর্ষ স্বর্গবিজয়ী ব্যক্তিবর্গের বসতি।

তদনন্তর, পিতৃলোক, সেই সুদারুণ পিতৃলোকে তোমরা গমন করিতে পারিবে না; ঘোর অন্ধকারাবৃত সেই পিতৃলোক, পিতৃপতি যমের রাজধানী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে মহাবীর বানরেন্দ্রগণ! তোমরা পিতৃলোক ব্যতিরেকে পূর্ব্বোক্ত স্থান সকল অন্বেষণ করতঃ বিদেহরাজনন্দিনী সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রত্যাগমন করিবে। যে ব্যক্তি মাস মধ্যে অগ্রে আগমন করিয়া 'আমি সীতাকে দর্শন করিয়াছি' এই কথা বলিবে; সে মত্তুল্য বিভবশালী হইয়া বহুবিধ ভোগদ্বারা সুখে বিহার করিবে, অন্য কেহই তাহা হইতে আমার প্রিয়তম হইবে না; এমন কি, সে আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইবে এবং বহু শত অপরাধ করিলেও আমার বন্ধু হইবে।

হে বানরগণ! তোমরা অপরিমিত বল ও পরাক্রমশালী এবং বিপুল গুণযুক্তবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; অতএব জনকদুহিতা সীতাকে যে কোন রূপে লাভ করিতে পার, তদপেক্ষা অধিকতর পৌরুষ প্রকাশ কর।

ইতি একচত্বারিংশৎ সর্গ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশৎ সর্গ।

অনন্তর, সুগ্রীব বানরগণকে দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক অবনত মস্তকে তারার পিতা স্বীয় শ্বশুর ভীমবিক্রম মেঘসদৃশ সুষেণকে এবং মহর্ষিপুত্র মহাতেজস্বী সুরেন্দ্রসম দীপ্তিশালী, শূরবর বানরগণে পরিবৃত, বুদ্ধি ও বিক্রমসম্পন্ন, বৈনতেয়সদৃশ দ্যুতিমান্ মারীচকে এবং মরীচিপুত্র মহাবল বানরগণ ও ঋষিপুত্র বানর সকলকে সীতার অন্বেষণ জন্য পশ্চিমদিকে গমন করিতে কহিলেন। তিনি সুষেণপ্রভৃতি কপীন্দ্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, যে, তোমারা দুই শত সহস্র বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া, বাহ্লীক সহ সৌরাষ্ট্র, চন্দ্রচিত্র ও অতিশয় বিস্তৃত পরম রমণীয় জনপদ, বিশাল নগর, পুন্নাগ, বকুল ও উদ্দালকপ্রভৃতি বৃক্ষসমূহে সমাকুল কুক্ষিদেশ এবং কেতকখণ্ডসমন্বিত অপরাপর দেশ সকল পরিভ্রমণ করিয়া সীতার

অন্বেষণ করিবে। পরে সুশীতল সুনির্ম্মল সলিলসমন্বিত পশ্চিমবাহিনী সরিৎ সকল, তপস্বিদিগের অরণ্যসমুদয়, কান্তারযুক্ত গিরিসমূহ, তত্রত্য মরুভূমি, অতিশয় উচ্চ শীতল শিলা, গিরিগণাবৃত দুর্গম পশ্চিমদিক্‌স্থিত উক্ত স্থান সকল অন্বেষণ করিয়া, তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করতঃ তিমি ও নক্রপ্রভৃতি জলজন্তুসমূহে সমাকুল সমুদ্র দেখিতে পাইবে। তাহার পর তোমরা কেতকবিটপিসমন্বিত, তমালতরুনিকরে পরিব্যাপ্ত নারিকেল বনে বিহার করিয়া তথায় এবং বেলাতলস্থিত পর্ব্বত ও কাননমধ্যে সীতা ও রাবণের আলয় অনুসন্ধান করিবে।

পরে মুরচীপত্তন, সুরম্য জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপ, আলক্ষিত নামক অরণ্য এবং বিশাল রাজ্য ও নগর সকলের ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া, যেস্থলে সিন্ধু ও সাগরের সঙ্গম হইয়াছে তথায় শত শৃঙ্গবিশিষ্ট বিশাল বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত সোমনামক মহাগিরি বিদ্যমান আছে। তাহার প্রস্থভাগে সিংহনামক পক্ষিসকল বাস করে এবং তাহারা তিমি মৎস্য হস্তিপ্রভৃতি বৃহৎকায় জন্তু সকলকে স্বীয় কুলায়ে আনয়ন করিয়া থাকে। পরন্তু যখন সেই পর্ব্বতের প্রস্থভাগ সম্যক্‌রূপে জলদ্বারা প্লাবিত হয়, তখন মেঘসমগর্জ্জনকারী উদ্ধত মাতঙ্গগণ পর্ব্বতের শিখরদেশে উত্থিত হইয়া সেই পক্ষিসকলের কুলায়ে বিচরণ করে।

হে কামরূপি কপিগণ! তোমরা অবিলম্বে সেই পর্ব্বতের কাঞ্চনময় মনোহর বৃক্ষসমন্বিত, গগণস্পর্শী শৃঙ্গসকল অন্বেষণ করিবে। অপিচ তোমরা সেই পর্ব্বতে গমন করিয়া সমুদ্রমধ্যে পারিযাত্র পর্ব্বতের যে শত যোজন পরিমিত দুর্দ্ধর্ষ কাঞ্চনময় শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে, তথায় চতুর্ব্বিংশতি কোটি অগ্নিতুল্য তেজস্বী তপস্বী গন্ধর্ব্বগণ এবং ভয়ঙ্কর [illegible]চারিগণ বাস করিয়া থাকে। ভীমবিক্রম বানরগণ অগ্নিশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল সেই সমবেত গন্ধর্ব্বগণের নিকট গমন করিতে পারিবে না এবং সেই স্থান হইতে ফলমূলাদি কিছুই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। যেহেতু তথায় সেই দুরাসদ মহাবল ভীমবিক্রম গন্ধর্ব্বগণ ফলমূল সমস্ত রক্ষা করিয়া থাকে। পরন্তু তোমরা তথায় যাইবার জন্য বিশেষ যত্ন এবং সীতার অন্বেষণ করিবে; তোমরা বানরজাতি, গন্ধর্ব্বগণ হইতে তোমাদিগের কিছু মাত্র ভয় নাই।

হে প্লবঙ্গমগণ! বৈদূর্য্যমণিসবর্ণ, বজ্রের ন্যায় কঠিন, নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাজালে সমাচ্ছন্ন পরম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন বজ্র নামে মহাগিরি তথায় প্রতিষ্ঠিত আছে; তাহার গুহা শত যোজন, তোমরা প্রযত্নসহকারে সেই গুহামধ্যে জানকীর অনুসন্ধান করিবে। আর সমুদ্রের চতুর্থভাগে চক্রবান্ নামে যে এক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, তথায় বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত সহস্র অর সমন্বিত চক্র এবং হয়গ্রীব পঞ্চজন নামক দানব ছিল। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ সেই দানবকে নিহত করিয়া তথা হইতে চক্র ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ আনয়ন করিয়াছিলেন। তোমরা সেই পর্ব্বতে সুরম্য সানু ও বিশাল গুহামধ্যে বৈদেহীস রাবণের অন্বেষণ করিবে। পরে অতলস্প বরুণালয় সমুদ্রমধ্যে চতুঃষষ্টি যোজন সুবর্ণ শৃঙ্গ বিশিষ্ট বরাহ নামক মহাপর্ব্বত বর্ত্তমান আছে। তথায় প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে সুবর্ণনির্ম্মিত পু বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই পুরীমধ্যে নরকনা দুষ্টাত্মা দানব বাস করিয়া থাকে। সেই পর্ব্বতেরও সুরম্য সানু ও বিপুল গুহামধ্যে বৈদেহী সহ রাবণের অন্বেষণ করিবে।

অনন্তর, সেই কাঞ্চনগর্ভশৈলবর বরা পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়া ধারা ও প্রস্রবণযু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সুবর্ণময় সৌবর্ণ নামক শৈ দেখিতে পাইবে। তত্রত্য গজ, বরাহ, সিংহ ব্যাঘ্র সকল স্বীয় স্বীয় প্রতিশব্দে দর্পিত হই চতুর্দ্দিকে গর্জ্জন করিতে থাকে। সেই পর্ব্বতে হরিহয় পাকশাসন শ্রীমান্ ইন্দ্র সুরগণক অভিষিক্ত হইয়া জলধরবৃন্দের অধিপতি হই ছিলেন। তোমরা মহেন্দ্র পরিপালিত শৈ সেই সৌবর্ণ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তরুণ সম প্রভা সমন্বিত, সুন্দর পুষ্পযুক্ত সুবর্ণময় সমূহে সুশোভিত কাঞ্চনময় ষষ্টি সহস্র প প্রাপ্ত হইবে। সেই পর্ব্বত সকলের অতি উৎকৃষ্ট মেরুনামা গিরিরাজ অব

করেন; পুরাকালে সূর্য্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বরপ্রদান করিয়াছিলেন যে, "আমার বর প্রভাবে তুমি সকলের আশ্রয়রূপে পরিগণিত হইবে এবং তোমাকে আশ্রয় করিয়া সকলে দিবারাত্র কাঞ্চনের ন্যায় রূপ ধারণ করতঃ প্রকাশ পাইবে। আর যে সকল কাঞ্চনবর্ণ দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব তোমাতে বাস করিবে, তাঁহারা তোমার ভক্ত হইবেন।" অপিচ সুরপুরবাসী বিশ্বদেব, বসু ও মরুদ্গণ সেই মনোহর মেরু পর্ব্বতে আগমন করতঃ পশ্চিম সন্ধ্যা সময়ে সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং সূর্য্য সেই দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও সর্ব্ব প্রাণীর অদৃশ্য হইয়া সেই পর্ব্বতে অস্তমিত হয়েন। দিবাকর অর্দ্ধ মুহূর্ত্তমধ্যে দশ সহস্র যোজন অস্তাচল অতিক্রম করিয়া অতি সত্বর সেই শিলোচ্চয়ে গমন করিয়া থাকেন।

বিশ্বকর্ম্মা সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল অতি মহৎ দিব্য ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন; প্রাসাদ সমূহে সম্বাধযুক্ত, বিচিত্র তরু নিকরে সুশোভিত, নানাবিধ পক্ষি সমূহে সমাকুল সেই ভবনে পাশধারী মহাত্মা বরুণদেব বাস করিয়া থাকেন, তজ্জন্য তাহাকে বরুণালয় কহে। সেই অস্তাচল মেরু মধ্যে বিচিত্র বেদি সমন্বিত সুবর্ণময় দশস্কন্ধ পরম সৌন্দর্য্যশালী একটি তালবৃক্ষ বিরাজিত হইতেছে। তোমরা পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত স্থানে এবং দুর্গ, সরোবর ও নদী মধ্যে ইতস্ততঃ বৈদেহীসহ রাবণের অনুসন্ধান করিবে। আর সেই মেরুপর্ব্বতে ধর্ম্মজ্ঞ তপোনিষ্ঠ প্রজাপতি সদৃশ মেরুসাবর্ণি নামে এক মহর্ষি বাস করিয়া থাকেন। সূর্য্যসম তেজস্বী সেই ঋষিকে ভূমি তলে মস্তক অবনতিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, মিথিলা রাজদুহিতা সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে। দিবাকর নিশাবসানে উদয়াচল অবধি মেরুসাবর্ণি পর্য্যন্ত সমস্ত জীবলোক প্রকাশিত করিয়া অবশেষে মেরু পর্ব্বতে অস্ত হয়েন।

হে বানরগণ! তোমরা এই স্থান পর্য্যন্ত গমন করিতে সমর্থ হইবে, ইহার পর প্রদেশে সূর্য্যের গতি নাই ও সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই এবং তাহা আমারও বিদিত নাই। পরন্তু তোমরা অস্তাচল প্রাপ্ত হইয়া তথায় রাবণের আলয় ও বিদেহ রাজনন্দিনী সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মাস মধ্যে তথা হইতে নিবৃত্ত হইবে। মাসের ঊর্দ্ধ বাস করিতে পাইবে না, যদ্যাপি একমাস অতীত হয়, তাহা হইলে তোমাদিগের প্রাণদণ্ড হইবে। আর আমার শ্বশুর শূরবর সুষেণ তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিবেন; তোমরা ইহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আদেশ পালন করিবে এবং আমার শ্বশুর এই মহাবাহু প্রভূতবলসম্পন্ন সুষেণকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিবে। অপিচ, হে বিক্রমশালি কপিগণ! তোমরা সকলেই সীতার অন্বেষণরূপ কর্ত্তব্যকার্য্যের নিশ্চয় করিবার কালে এই সুষেণকে কর্ত্তব্যনিশ্চায়করূপে সংস্থাপন করিয়া পশ্চিম দিক্ অন্বেষণ করিবে। আমরা সীতার অনুসন্ধানদ্বারা রামকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিয়া কৃতকৃত্য হইব; রাবণ বধ পর্য্যন্ত যে কোন কার্য্য ইহা অপেক্ষাও রামের প্রিয়তর হইবে, তাহা দেশ, কাল ও অর্থ অনুসারে তোমাদিগের সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক সম্পাদন করা যাইবে।

অনন্তর, সুষেণপ্রভৃতি প্লবঙ্গমগণ সুগ্রীবের বাক্য উত্তম রূপে অবগত হইয়া সকলেই পরস্পর আমন্ত্রণ করতঃ বরুণপালিত পশ্চিম দিকে গমন করিল।

ইতি দ্বিচত্বারিংশৎ সর্গ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশৎ সর্গ।

অনন্তর, সর্ব্ব বানরসত্তম সর্ব্বজ্ঞ শাখামৃগপতি সুগ্রীব স্বীয় শ্বশুর সুষেণকে পশ্চিম দিকে প্রেরণ করিয়া মহাবীর শতবলিনামা বানরকে আপনার ও রামের হিতজনক এই বাক্য বলিলেন যে; তুমি ত্বদ্বিধ বনবাসী শত সহস্র বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যমপুত্রপ্রভৃতি মন্ত্রিবর্গের সহিত শিরোভূষণভূত হিমালয়সমন্বিত উত্তর দিকে প্রবিষ্ট হইয়া যশস্বিনী রামপত্নী সীতার অন্বেষণ করিবে।

হে অর্থবিত্তম! দশরথ নন্দন রামের পরম প্রিয় সীতার অনুসন্ধান কার্য্যটি তোমাদের দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে আমরা ঋণ হইতে মুক্ত এবং কৃতকৃত্য হই। মহাত্মা রাম আমাদিগের অতিশয় উপকার করিয়াছেন, যদ্যপি তাঁহার এই প্রত্যুপকার করা যায়, তাহা হইলে আমাদিগের জীবন সফল হইবে। যিনি পূর্ব্বে উপকার করেন নাই, এমন প্রয়োজনার্থি পুরুষের উপকার করিলে যখন উপকারী ব্যক্তির জন্ম সফল হয়, তখন যিনি পূর্ব্বে উপকার করিয়াছেন, তাঁহার প্রত্যুপকার করিলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।

হে কপিগণ! তোমরা আমার প্রিয় হিতৈষী; অতএব যে উপায়দ্বারা জনকদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাও, তাহাই তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; কেন না, এই পরপুরবিজয়ী নরসত্তম প্রাণিপুঞ্জের মান্য রাম আমাদিগকে পরম প্রিয় বোধে করিয়া থাকেন; অতএব আমি তোমাদিগের নিকট যে সমস্ত দুর্গ, নদী ও পর্ব্বত সকলের বিবরণ কহিতেছি, তোমরা বুদ্ধি ও বিক্রমরূপ সম্পত্তি অনুসারে সেই সেই স্থানে সীতার অনুসন্ধান করিবে, আর সেই উত্তর দিকে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত, কুরু, মদ্র, কাম্বোজ ও বরদপ্রভৃতি দেশ সকল এবং ম্লেচ্ছদিগের গৃহসমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অবশেষে হিমালয় অন্বেষণ করিবে এবং হিমালয়ের লোধ্র ও পদ্মকাননসমন্বিত প্রদেশে এবং দেবদারু বনমধ্যে বৈদেহীসহ রাবণের অনুসন্ধান করিবে।

তদনন্তর, দেব ও গন্ধর্ব্বগণনিষেবিত সোমাশ্রমে গমন করিয়া তথায় উৎকৃষ্ট সানুসমন্বিত কাল নামক পর্ব্বত প্রাপ্ত হইবে। তাহার বৃহৎ গণ্ডপর্ব্বত এবং গুহামধ্যে মহাভাগা রামবনিতা সীতাকে অন্বেষণ করিবে। পরে হেমগর্ভ মহাগিরি শৈলবর, সেই কাল নামক শৈল অতিক্রম করিয়া সুদর্শন পর্ব্বতে গমন করিতে হইবে। পরে তথা হইতে নানাবিধ পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ, বিবিধ বৃক্ষনিকরে বিভূষিত পতঙ্গগণের আবাসভূত দেবসখা নামক পর্ব্বতে গমন করিয়া তাহার কাঞ্চনময় কানন, নির্ঝর ও গুহামধ্যে ইতস্ততঃ বৈদেহীসহ রাবণের অনুসন্ধান করিবে। তাহা অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দিকে শত যোজন এবং পর্ব্বত, নদী বৃক্ষ ও সর্ব্ব প্রাণিবিবর্জ্জিত শূন্য প্রদেশে গমন করিবে; তাহা সত্বর অতিক্রম করিয়া দুর্গম রোমহর্ষণকারী পাণ্ডুরবর্ণ কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া আনন্দিত হইবে। সেই কৈলাস পর্ব্বতে কুবেরের পাণ্ডুরবর্ণ মেঘসদৃশ স্বর্ণপরিষ্কৃত বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মিত সুরম্য আলয় আছে। তাহার সমীপে প্রভূত কমল ও উৎপলসমন্বিত হংস ও কারণ্ডবসমূহে সমাবৃত অপ্সরোগণনিষেবিত, অতি বিস্তৃত এক সরোবর রহিয়াছে। সর্ব্বলোকনমস্কৃত ধনাধ্যক্ষ যক্ষরাজ শ্রীমান্ কুবের গুহ্যকগণের সহিত তথায় নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তোমরা সেই সরোবর ও হিমালয়ের সমীপবর্ত্তী শশাঙ্কসদৃশ ক্ষুদ্র শৈল এবং গুহামধ্যে ইতস্ততঃ বৈদেহীসহ রাবণের অনুসন্ধান করিবে।

পরে ক্রৌঞ্চগিরি প্রাপ্ত হইয়া অপ্রমত্তভাবে তাহার দুর্গম গুহামধ্যে প্রবেশ করিবে, সেই গুহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য; কেন না, সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী, দেবগণের পূজনীয়, দেবরূপী মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় বাস করিয়া থাকেন। পরন্তু সেই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের অপরাপর গুহা, সানু, শিখর, গ্রাম ও নিতম্ব সকল অনুসন্ধান করিবে। অপিচ, সেই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষশূন্য কামশৈল এবং বিহঙ্গগণের আলয় মানস নামক যে পর্ব্বত দেখিতে পাইবে, মনুষ্য কি রাক্ষস, এমন কি, দেবতাগণও সেই শৈলে গমন করিতে পারেন না; অতএব তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া সেই ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের সানু, প্রস্থ এবং তন্নিকটবর্ত্তী উক্ত পর্ব্বত সমস্ত অনুসন্ধান করিবে। পরে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মৈনাক পর্ব্বতে গমন করতঃ তত্রত্য ময়দানবনির্ম্মিত ভবন এবং সানু, প্রস্থ, ও কন্দর সমস্ত অনুসন্ধান করিবে, আর মৈনাকের সানু, প্রস্থ ও কন্দর প্রভৃতি যে যে প্রদেশে অশ্বমুখী কিন্নরী সকলের আলয় আছে, তোমরা সেই সকল স্থল অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহা অতিক্রম করিয়া যে স্থানে সিদ্ধ,

বৈখানস ও বালখিল্য প্রভৃতি পুণ্যাত্মা তপস্বিগণ বাস করিয়া থাকেন, সেই সিদ্ধগণসেবিত আশ্রমে গমন করতঃ পুণ্যাত্মা তপস্বিগণকে বন্দনা করিয়া বিনয়সহকারে সীতার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে।

সেই সিদ্ধাশ্রমে সুবর্ণময় পদ্মপুঞ্জে পরিবৃত, তরুণ সূর্য্যসদৃশ সঞ্চরণশীল হংসসমূহে নিষেবিত, বৈখানস নামক সরোবর আছে; যক্ষরাজ কুবেরের বাহন সার্ব্বভৌম হস্তীশাবকদিগের সহিত সর্ব্বদা সেই সরোবরে পর্য্যটন করিয়া থাকে। তোমরা সেই সরোবর অতিক্রম করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও মেঘবিহীন অনাদি শূন্য প্রদেশে গমন করিবে। সেই প্রদেশ সূর্য্যপ্রভার ন্যায় স্বয়ম্প্রভ দেবতুল্য সুখোপবিষ্ট তপস্বী সিদ্ধগণদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে পরে সেই স্থান অতিক্রম করিয়া শৈলোদানাম্নী নদী দেখিতে পাইবে; সেই নদীর উভয় তীরে কীচক নামে যে সকল বেণু আছে, সিদ্ধগণ সেই বেণুদ্বারা নদীর পূর্ব্ব ও পরপারে গমনাগমন করিয়া থাকেন। উত্তর কুরুদেশ সেই নদীর নিকটবর্ত্তী; সেই দেশে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা বাস করিয়া থাকেন। তথায় কাঞ্চনময় পদ্মসংযুক্ত পদ্মিনীসমূহে অলঙ্কৃত, নীল বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত পত্রদ্বারা বিভূষিত সহস্র সহস্র সরিৎ এবং হিরণ্ময় রক্তোৎপলদ্বারা বিভূষিত, তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসমন্বিত জলাশয় সকল শোভা পাইতেছে। অপিচ, সেই দেশ মহামূল্য মণি ও রত্নদ্বারা এবং কাঞ্চনপ্রভ কেশরশালী মনোহর নীলোৎপল বনদ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়াছে। তত্রত্য নদী সকল বর্ত্তুলাকার অনুপম মুক্তা, মহামূল্য মণি ও সুবর্ণময় পুলিনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার তীরসকল সর্ব্বরত্নময় ও হুতাশনসম প্রভাশালী সুবর্ণময় মনোহর পাদপপুঞ্জে পরিবৃত হইয়া আছে।

সেই তীরস্থিত বৃক্ষ সকল নিরন্তর ফলপুষ্পসমন্বিত নানাবিধ পক্ষিসমূহে পরিব্যাপ্ত ও দিব্য গন্ধরসস্পর্শবিশিষ্ট এবং তাহারা সকলের অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকে। অপর বৃক্ষ সকল স্ত্রী ও পুরুষদিগের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ নানাবিধ বস্ত্র এবং মুক্তা ও বৈদূর্য্যমণিখচিত বিচিত্র ভূষণরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। কোন কোন বৃক্ষ সকল ঋতুর সুখসেব্য ফল প্রসব করিয়া থাকে; কোন বৃক্ষ বা মহামূল্য বিচিত্র মণিরূপ ফল প্রসব করে; কোন কোন বৃক্ষ বিচিত্র আস্তরণসমন্বিত শয্যা এবং মনোভিলষিত মাল্য প্রসব করিয়া থাকে; কোন কোন বৃক্ষ মহামূল্য যান, বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য এবং রূপযৌবনসম্পন্ন উৎকৃষ্ট গুণশালিনী স্ত্রী প্রসব করিয়া থাকে। অতিশয় ভাস্বরপ্রভাশালী গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, নাগ ও বিদ্যাধরগণ রমণী সমভিব্যাহারে তথায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন এবং সুকৃতকর্ম্মশালী রতিপরায়ণ ও কামার্থসম্পন্ন ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় যোষিৎগণের সহিত বাস করেন। তথায় সকল প্রাণীর মনোরম উৎকৃষ্ট হাস্যস্বরযুক্ত গীত ও বাদিত্র শব্দ সততঃই শুনিতে পাওয়া যায়। সেই স্থানে অসন্তুষ্ট বা অসৎপ্রিয় কোন ব্যক্তি বিদ্যমান নাই; পরন্তু অহরহ মনোরম গুণসকল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পরে সেই শৈলবর মৈনাক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী হেমময় সুমহান্ সোমগিরিতে গমন করিবে। সেই স্থান সূর্য্যসঞ্চারবিহীন হইলেও পর্ব্বতের প্রভাদ্বারা এরূপ প্রকাশিত হয় যে, বোধ হয় যেন, প্রভাকরপ্রভায় প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সেই সোম পর্ব্বতে বিশ্বব্যাপী ভগবান্ বিষ্ণু, একাদশ রুদ্ররূপী শম্ভু এবং ব্রহ্মর্ষিপরিবেষ্টিত দেবেশ ব্রহ্মা বাস করিয়া থাকেন। তোমরা কদাচ সেই স্থানে গমন করিও না, অপর কোন প্রাণীই তথায় গমন করিতে সমর্থ হয় না; কেন না, সেই সোমগিরি দেবগণেরও দুর্গম; অতএব সেই শৈল দূর হইতে অবলোকন করিয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিবে।

হে বানরেন্দ্রগণ! তোমরা এই স্থান পর্য্যন্তই গমন করিতে সমর্থ হইবে, ইহার পর যে স্থান আছে, তাহা সূর্য্য বিহীন ও অসীম, তথায় তোমরা গমন করিতে পারিবে না এবং তাহা আমারও বিদিত নাই। আমি তোমাদিগের নিকট যে সকল স্থানের বিবরণ কহিলাম, তাহা

অন্বেষণ করিবে, আর যাহা কহিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তাহাও অনুসন্ধান করিতে কামনা করিবে। হে অনিল ও অনলসদৃশ বলবীর্য্যশালি বানরগণ! তোমরা বিদেহ রাজদুহিতা সীতার অনুসন্ধান কার্য্য সম্পাদন করিলে রঘুনন্দন রামের এবং আমার অতিশয় প্রিয় হইবে ও তন্নিবন্ধন মৎকর্ত্তৃক মনোরম সর্ব্বগুণ দ্বারা সবান্ধবে সম্মানিত ও কৃতকৃত্য হইয়া সমস্ত শত্রু সংহার করতঃ প্রিয়া সমভিব্যাহারে পরমানন্দে পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করিবে।"

ইতি ত্রিচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর বনবাসিদিগের প্রভু সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানরূপ প্রয়োজন সাধনে অভিপ্রেত বিষয়ের অবধারণ করিয়া পরম প্রীতিসহকারে বায়ুপুত্র বিপুল বিক্রমসম্পন্ন হরিশ্রেষ্ঠ হনুমানকে সীতার অনুসন্ধানের বিষয় বিশেষ করিয়া কহিলেন, হে হরিপুঙ্গব! পৃথিবী, জল, আকাশ বা স্বর্গমধ্যে কুত্রাপি তোমার গমনের প্রতিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না, সর্ব্বত্রই তুমি গমন করিতে সমর্থ এবং অসুর, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মনুষ্য, সুরলোক, সাগর ও শৈলসহ সমস্ত লোক তোমার বিদিত আছে। হে মহাকপে! তুমি স্বকীয় পিতা মহাতেজা মারুতের ন্যায় গতি, বেগ, বল ও লঘুত্ব ধারণ করিয়া থাক এবং পৃথিবী মধ্যে তোমার তুল্য তেজস্বী কেহই বিদ্যমান নাই; অতএব যেরূপে সীতাকে লাভ করিতে পারা যায়, তুমি তাহার উপায় চিন্তা কর; কেন না, তোমাতেই বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, দেশ, কাল ও তদুচিত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং নীতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাম সুগ্রীবের বাক্যানুসারে হনুমানের কার্য্যসাধন সম্বন্ধ ও তাঁহাকে কার্য্যসাধনে সমর্থ বোধ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, "এই সুগ্রীব যখন হনুমানকেই কার্য্যসাধনে ক্ষম এবং ইহার দ্বারাই সীতার অন্বেষণকার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইবে, এই রূপ বোধ করিয়াছেন, তখন আমরা পরীক্ষিত প্রাধান্যরূপে পরিগণিত এই হনুমান্ বানররাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অবশ্যই কার্য্য সফল করিতে পারিবেন।"

শত্রুতাপন রাম হরিবীরপ্রধান হনুমান্‌কে 'কার্য্যসাধনে সক্ষম' এইরূপ মনে মনে সমালোচন করিয়া কৃতার্থের ন্যায় মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে রাম একান্ত প্রীত হইয়া মিথিলা রাজদুহিতা সীতার অভিজ্ঞানার্থ হনুমানকে স্বনামাঙ্কিত অতি সুশোভন অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়া কহিলেন, হে হরিশ্রেষ্ঠ! সীতা এই অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞান দ্বারা 'তুমি আমার নিকট মিলিত হইয়াছ' ইহা জানিয়া নিরুদ্বেগে তোমাকে দর্শন করিবেন। হে বীর! তোমার ব্যবসায়, সত্বগুণযুক্ত বিক্রম এবং সুগ্রীবের সন্দেশ যেন আমাকে কার্য্যসিদ্ধির বিষয় করিতেছে।

অনন্তর পবননন্দন হরিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিলেন এবং রামের চরণ দ্বয় বন্দনা করিয়া মহাবল বানরবলসকল চালন করতঃ বলাহকবিহীন ব্যোমাঙ্গনে উত্থিত হইয়া তারাগণে পরিবেষ্টিত বিশুদ্ধমণ্ডলসমন্বিত সুধাংশুরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

রাম গগনাঙ্গনে উত্থিত হনুমান্‌কে কহিলেন, হে প্রবলবলশালি হরিবর পবননন্দন! আমি তোমারই বল অবলম্বন করিয়াছি; অতএব তোমার বিপুল বিক্রমদ্বারা জনকসুতা সীতাকে যেরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি তাহা কর।

ইতি চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, বানররাজ সুগ্রীব রামের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত বানরগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে বানরগণ! আমি তোমাদিগকে যেরূপ আদেশ করিয়াছি, তোমরা তদনুসারে সীতার অন্বেষণ করিবে।

বানর সকল সুগ্রীবের সেই উগ্রতর শাসন অবগত হইয়া শলভসমূহের ন্যায় পৃথিবীকে আচ্ছাদন করতঃ গমন করিতে লাগিল। তখন রাম সীতার সমাচার প্রাপ্তি বিষয়ে বানরগণের সুগ্রীবকর্তৃক নির্দ্দিষ্ট মাস পরিমিত প্রত্যাগমন কাল প্রতীক্ষা করতঃ লক্ষ্মণের সহিত সেই প্রস্রবণ পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। পরে সুগ্রীবের আদেশানুসারে মহাবীর শতবলি গিরিরাজ হিমালয়পরিবেষ্টিত উত্তর দিকে গমন করিতে উপক্রম করিলেন। হরিযূথপতি কপিবর বিনত পূর্ব্ব দিকে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। পবননন্দন হনুমান্ তার ও অঙ্গদপ্রভৃতি প্লবঙ্গমগণের সহিত অগস্ত্যা-শ্রিত দক্ষিণ দিকে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। শাখামৃগপতি সুষেণ বরুণপালিত পশ্চিম দিকে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। পরে কপি-সেনাপতি মহাবীর সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ বানরসেনাগণকে যথাতথরূপে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

সেনাপতি সকল সুগ্রীবকর্তৃক সম্যক্রূপে প্রেরিত হইয়া স্বীয় স্বীয় গন্তব্য দিক্ সকল লক্ষ করতঃ ত্বরাসহকারে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ 'আমিই রাব-ণকে নিহত করিয়া সীতাকে আনয়ন করিব' এই কথা বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল; কেহ বা 'তোমরা স্থির হও, আমি একাকীই সমরে শত্রু রাবণকে সংহার করিয়া রাবণভয়ে কম্পিতা সীতাকে আনয়ন করিব', এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল; কেহ বা 'আমি একাকী বৃক্ষ সকল ভগ্ন, পর্ব্বত ও পৃথিবী বিদারণ এবং সাগর সকল ক্ষোভিত করিয়া পাতাল হইতেও সীতাকে আনয়ন করিব' এই কথা বলিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল; কেহ বা 'আমি এক যোজন লম্ফ প্রদান করিব, ইহাতে সংশয় নাই' এই কথা বলিয়া উৎকট শব্দ করিতে থাকিল; কেহ বা 'আমি এক শত যোজন লম্ফ প্রদান করিব; পৃথিবী, সাগর, শৈল, অরণ্য বা পাতালমধ্যে কুত্রাপি আমার গতি রোধ নাই' এই কথা বলিয়া বিকট শব্দ করিতে লাগিল। পরে সেনা-গণ সুগ্রীবের নিকট এইরূপে পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিল।

ইতি পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

সেনাপতি সকল সীতার অন্বেষণার্থ স্বীয় স্বীয় গন্তব্য দিকে গমন করিলে রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, তুমি কিরূপে সমস্ত ভূমণ্ডল অবগত হইলে তাহা আমার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন কর।

সুগ্রীব প্রণত হইয়া রামকে কহিলেন, আমি যেরূপে সমস্ত ভূমণ্ডল অবগত হইয়াছি, তদ্বিষয় আপনার নিকট বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবন করুন্। যখন বালী দুন্দুভি নামক দানবের পুত্র মহিষকে মলয় পর্ব্বতে অন্বেষণ করেন, তখন মহিষ তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া মলয় পর্ব্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে বালীও তাহার বিনাশ বাসনায় তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েন। পরে আমি সেই গুহার দ্বারে বিনীত-ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া সম্বৎসর গত হইলেও যখন বালী গুহা হইতে বহির্গত না হইলেন এবং সেই গুহা শোণিতদ্বারা পরিপূর্ণ হইতে থাকিল, তখন সেই দর্শনে বিস্মিত ও ভ্রাতৃ-শোকে বিষণ্ণ হইলাম।

অনন্তর আমি হতবুদ্ধি হইয়া 'ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন' এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং যাহাতে মহিষ গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া বিনষ্ট হয়, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া সেই গুহাদ্বারে পর্ব্বতাকার শিলা সংস্থাপন করিলাম। পরে আমি ভ্রাতার জীবনে নিরাশ হইয়া তথা হইতে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুমহৎ রাজ্য ও রুমাসহ তারাকে লাভ করিয়া তাঁহার সচিববর্গের সহিত বাস করিতে লাগিলাম।

অনন্তর, বানরেন্দ্র বালী সেই মহিষকে নিহত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিলে ভয় এবং গৌরববশতঃ আমি তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলাম, তথাপি সেই অবশেন্দ্রিয় দুষ্টস্বভাব বালী আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন না; প্রত্যুত

আমাকে বিনষ্ট করিতে অভিলাষী হইলেন, আমি তাঁহার ভয়ে সচিববর্গের সহিত পলায়ন করিতে থাকিলেও বালী আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। বালী আমার পশ্চাৎ ধাবমান হইলে আমি নানাবিধ নদী, বন, অরণ্য ও নগর সকল অবলোকন করতঃ প্রাণভয়ে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। তৎকালেই এই সসাগরা বসুন্ধরা অলাতচক্র, গোষ্পদ ও আদর্শতলের ন্যায় আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। আমি প্রথমতঃ পূর্ব্ব দিকে পলায়ন করিয়া তথায় নানাবিধ বৃক্ষ, কন্দরসমন্বিত শৈল, বিবিধ সুরম্য সরোবর, ধাতুসমূহে বিভূষিত উদয়াচল, ক্ষিরোদ সাগর ও অপ্সরোগণের নিত্য ধাম দর্শন করিলাম। পরে যখন সেস্থান পর্য্যন্তও বালী আমার অনুসরণ করিলেন, তখন আমি সেই পূর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে পুনর্ব্বার বিন্ধ্যগিরি ও চন্দন বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ দক্ষিণ দিকে প্রস্থিত হইলাম; পুনর্ব্বার তথায় শৈল ও পাদপাভ্যন্তরে বালীকে দর্শন করিয়া তথা হইতে পশ্চিম দিকে পলায়ন করিলাম। সেই পশ্চিম দিকে নানাবিধ দেশ ও অস্তাচল অবলোকন করিয়া তথা হইতে উত্তর দিকে গমন করতঃ হিমালয়, সুমেরু ও উত্তরসমুদ্র দর্শন করিলাম।

পরে আমি এইরূপে সমস্ত দিক্ পরিভ্রমণ করিয়া যখন কুত্রাপি স্থান লাভ করিতে পারিলাম না, তখন মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান্ আমাকে কহিলেন, 'রাজন্! সম্প্রতি আমার স্মরণ হইল যে, আমরা মতঙ্গাশ্রমে গমন করিলে বালী তথায় গমন করিতে পারিবেন না; কেন না, মহাত্মা মতঙ্গ বালীকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, বালী আমার আশ্রমে প্রবেশ করিলে তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে; অতএব সেস্থানে আমাদিগের বাস সুখকর হইতে পারে।'

হে নৃপনন্দন! আমি হনুমানের বচনানুসারে তখন ঋষ্যমূক আশ্রয় করিলাম, তথায় আর বালী মতঙ্গের ভয়ে তথায় প্রবেশ করিতে পারিলেন না। রাজন্! তৎকালে আমি এইরূপে সমস্ত ভূমণ্ডল প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এই ঋষ্যমূকের গুহা আশ্রয় করিয়াছিলাম।

ইতি ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

কপীন্দ্রগণ বিদেহরাজদুহিতা সীতার অন্বেষণার্থ কপিরাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক বিশেষরূপে আদিষ্ট হইয়া সত্বর নিজ নিজ গন্তব্য দিকে গমন করিল এবং তাহারা গন্তব্য দিকে গমন করিয়া সরোবর, সরিৎ, কক্ষ, আকাশ, মার্গ, নগর ও নদীপ্রবাহদ্বারা দুর্গম্য দেশ সকল অন্বেষণ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই বানরসেনাপতি সকল সীতার অন্বেষণার্থ সমুদ্যত হইয়া সুগ্রীবের আদেশ মত দিবাভাগে শৈল ও কাননসমন্বিত নানা স্থান অনুসন্ধান করতঃ সর্ব্ব কালীন অভিলষিত ফল সকল ভোজন করিয়া প্রতি দিবস নিশাকালে পৃথিবীতলে সমাগত হইয়া শয়ন করিত। কপিকুঞ্জর সেনাপতি সকল প্রস্থানদিবসাবধি এক মাস কাল এইরূপে অনুসন্ধান করতঃ মাস পূর্ণ হইলে নিরাশ হইয়া সুগ্রীবের নিকট প্রস্রবণ পর্ব্বতে গমন করিতে লাগিল।

মহাবল বিনত সচিববর্গের সহিত পূর্ব্বদিক্ অনুসন্ধান করতঃ সীতাকে দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাগমন করিল। মহাকপি শতবলি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে উত্তরদিক্ অন্বেষণ করতঃ ভীত হইয়া আগমন করিল। সুষেণ বানরগণের সহিত পশ্চিম দিক্ অনুসন্ধান করিয়া মাস পূর্ণ হইলে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইল।

কপিগণ প্রস্রবণ পর্ব্বতে রামের সহিত সমাসীন সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া অভিবাদনপুরঃসর তাঁহাকে কহিল যে, আপনি আমাদের নিকট যে সকল স্থান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা সেই সমস্ত শৈল, সরিৎ, সরোবর, সাগর, [illegible], নানা জনপদ, কন্দর, মহাগুল্ম ও [illegible] অন্বেষণ করিয়াছি এবং যে সকল [illegible] বিষম স্থানে দুষ্ট প্রাণিরা বাস করিত, সেই সকল স্থান পুনঃপুনঃ অন্বেষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি,

কুত্রাপি বৈদেহীকে দেখিতে পাই নাই। পরন্তু হে বানরেন্দ্র! উদারসত্ব মহাভিজনসম্পন্ন বায়ুনন্দন হনুমান্ মৈথিলীর বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন; কেন না, যে দিকে সীতা গমন করিয়াছেন, সেই দিকেই তিনি প্রস্থিত হইয়াছেন।

ইতি সপ্তচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর, মহাকপি হনুমান্ তার ও অঙ্গদের সহিত সুগ্রীবকর্ত্তৃক যথাবৎ কীর্ত্তিত সেই দক্ষিণ দেশে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তারপ্রভৃতি কপিবর বীরবর্গের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া বিন্ধ্যগিরির গুহা ও গহনকানন সমস্ত অনুসন্ধান করতঃ সেই শৈলের শিখরস্থিত সরিৎ, সরোবর, দুর্গ, বিপুল পাদপ, বিবিধ বৃক্ষসমূহ ও তাহার সমীপবর্ত্তী অন্যান্য পর্ব্বত এবং নিবিড় অরণ্য সকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সকলেই সেইস্থান সর্ব্বতোভাবে অনুসন্ধান করিয়া তথায় নিখিলাধিপতি জনকের দুহিতা সীতাকে দেখিতে না পাইয়া বিবিধ ফল মূল ভক্ষণ করতঃ ঘোরদর্শন নির্জ্জন দুর্গম্য জনশূন্য প্রদেশে ও তাদৃশ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই সমস্ত স্থান অনুসন্ধান করিয়া অতিশয়-পীড়িত হইলেন।

অনন্তর, তাঁহারা সেই দুষ্প্রবেশ্য একান্ত বিস্তৃত গুহাসমন্বিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে পুনরায় অপর একটি ভয়ঙ্কর স্থানে প্রবেশ করিলেন। কপিগণ যে স্থানে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই স্থানের বৃক্ষ সকল পত্র পুষ্প ও ফলবিহীন, সরিৎ সকল সলিলশূন্য, তথায় মূল অতি দুর্লভ, সেই স্থানে মহিষ, মৃগ, মাতঙ্গ ও শার্দ্দূলপ্রভৃতি পশু এবং অন্যান্য বনবাসী পক্ষি সকল বাস করে না। তথায় বৃক্ষ, লতা ও ওষধি নাই; পদ্মিনী সকল স্নিগ্ধ পত্রবিহীন এবং সুগন্ধ গন্ধ ও ভ্রমররহিত শব্দহীন।

সেই অরণ্যে অতিশয় অমর্ষবশতাপন্ন দৃঢ়তর নিয়মদ্বারা দুর্দ্ধর্ষ সত্যবাদী তপোধন কণ্ডু নামক মহর্ষি বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার দশ বর্ষীয় বালক পুত্র জীবন শেষ হওয়ায় তথায় প্রণষ্ট হইলে সেই ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অরণ্যে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলান যে, 'কোন প্রাণীই এই অরণ্য আশ্রয় করিবে না এবং ইহা মৃগ পক্ষিবিবর্জ্জিত হইবে।'

সেনা সকল সমবেত হইয়া সেই অরণ্যের প্রান্তভাগ গিরিগুহা এবং নদী সকল অন্বেষণ করিতে লাগিল; সেখানেও সীতা ও সীতাপহারী রাবণকে দেখিতে পাইল না। পরে তাঁহারা লতা গুল্মদ্বারা সমাবৃত সেই ভয়ঙ্কর স্থানে প্রবেশ করিয়া দেবগণ হইতেও নির্ভয় ভীমকর্ম্মা এক অসুরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা শৈলের ন্যায় অবস্থিত ভীষণমূর্ত্তি সেই অসুরকে দর্শন করিয়া দৃঢ় সন্নদ্ধ হইলেন এবং সেই অসুরও তাঁহাদিগকে 'বিনষ্ট হও' এই কথা বলিয়া ক্রোধসহকারে মুষ্টি উত্তোলন করতঃ তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। তখন বালিপুত্র অঙ্গদ সহসা সমাগত সেই অসুরকে রাবণ বিবেচনা করিয়া তলদ্বারা তাহাকে আহত করিলেন। অসুর বালিপুত্র অঙ্গদকর্ত্তৃক আহত হইয়া মুখ হইতে শোণিত বমন করতঃ পর্ব্বতের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল।

অনন্তর, সেই অসুর নিরুচ্ছ্বাস হইলে জয়যুক্ত বানরগণ তত্রত্য প্রায় সমস্ত গিরিগহ্বর অন্বেষণ করিলেন। সেই সেই বনবাসী বানর সকল 'তথায় সমস্তই অন্বেষণ করা হইয়াছে' ইহা বোধ করিয়া তথা হইতে অপর এক দুর্গম গিরি গহ্বরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় পুনঃপুন অন্বেষণ করতঃ খিন্ন হইয়া তথা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক এক নির্জ্জন বৃক্ষমূলে দুঃখিতচিত্তে উপবেশন করিলেন।

ইতি অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর, মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদ পরিশ্রান্ত হইয়া তৎকালে বানর সকলকে আশ্বাসিত করতঃ এই কথা বলিলেন, আমরা বন, পর্ব্বত, নদী, দুর্গম-দুর্গ, কন্দর ও গিরিগুহাপ্রভৃতি সকল স্থানই অন্বেষণ করিলাম; কিন্তু কুত্রাপি জনকদুহিতা সীতা ও সীতাপহারী দুষ্কর্ম্মা রাক্ষসরাজ রাবণ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল না। একে সুগ্রীবের শাসন অতিশয় প্রখর, তাহে আবার আমাদিগের সময় সর্ব্বাধিক সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে; অতএব সকলে মিলিত হইয়া তন্দ্রা, শোক ও নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে সত্বর সীতাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপে আমাদিগের অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য হইতেছে; কেন না, পণ্ডিতেরা অনির্ব্বেদ, সামর্থ্য ও কার্য্যকালে চিত্তের অপরাঙ্মুখতা, এই সমস্তকে কার্য্যসিদ্ধিকর বলিয়া থাকেন, তজ্জন্যই আমি এইরূপ বলিতেছি।

হে বনবাসি বানরগণ! আপনারা খেদ পরিত্যাগ করিয়া অদ্যই এই সমস্ত দুর্গম বন বারম্বার অনুসন্ধান করুন্। যত্নসহকারে যে কার্য্য করা যায়, তাহার ফল অবশ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া উদ্যোগবিহীন হওয়া আপনাদের উচিত হইতেছে না। বানররাজ সুগ্রীব তীক্ষ্নদণ্ড ও ক্রোধপরতন্ত্র, সুতরাং তাঁহার এবং মহাত্মা রামের প্রতি ভয় করা কর্ত্তব্য। হে বানরগণ! আমি আপনাদের হিতার্থেই এই কথা বলিলাম, যদ্যপি আপনাদের ইহা অভিলষিত না হয়, তবে যাহা করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা আদেশ করুন্।

গন্ধমাদন অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিপাসা ও শ্রমবশতঃ খিন্ন অথচ সুস্পষ্টবাক্যে কহিলেন,—অঙ্গদ ভবাদৃশ জনের সদৃশ, হিতকর ও অনুকূল বাক্যই কহিয়াছেন; অতএব ইহাঁর বাক্য প্রতিপালন করা আপনাদের কর্ত্তব্য। আমরা পুনর্ব্বার শৈল, শিলা, কন্দর, কানন, শূন্য ও গিরিপ্রস্রবণ সমস্ত অন্বেষণ করিতেছি; আপনারাও সকলে সঙ্গত হইয়া মহাত্মা সুগ্রীব যাহা আদেশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত অরণ্য ও গিরিদুর্গ অন্বেষণ করুন্।

তদনন্তর, সেই মহাবল বানর সকল গন্ধমাদনের বচনানুসারে বৃক্ষমূল হইতে উত্থিত হইয়া বিন্ধ্যাচল ও কাননসমূহে সমাকীর্ণ দক্ষিণ দিকে পুনর্ব্বার বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই সীতাদর্শনাকাঙ্ক্ষী হরিবর বানর সকল শারদীয় মেঘের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী শৃঙ্গ ও গুহাসমন্বিত রজত পর্ব্বতে অধিরূঢ় হইয়া তত্রত্য লোধ্র ও সপ্তচ্ছদ বন সকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু, সেই বিপুল বিক্রমসম্পন্ন শ্রমশীল বানর সকল বহুল কন্দরসমন্বিত সুদর্শনীয় সেই রজত পর্ব্বতে আরূঢ় হইয়া তথায় রামমহিষী সীতাকে অনুসন্ধান করতঃ দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তথা হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। পরে তাঁহারা ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া তথায় মুহূর্ত্ত কাল ভ্রান্ত ও চেতনাশূন্য হইয়া অবস্থিতি করতঃ বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া রহিলেন। পুনঃপুনঃ পরিশ্রমশালী সেই বানর সকল মুহূর্ত্তকাল আশ্বস্ত হইয়া পুনর্ব্বার সমগ্র দক্ষিণ দিক্ অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন। পরে হনুমানিপ্রভৃতি প্লবঙ্গমগণ বৃক্ষমূলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বিন্ধ্যাচলের প্রথমাবধি সমস্ত প্রদেশে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ইতি একোনপঞ্চাশ সর্গ॥ ৪৯॥

পঞ্চাশৎ সর্গ।

তখন হনুমান্ তার ও অঙ্গদের সহিত সঙ্গত হইয়া বিন্ধ্যাচলের সিংহ ও শার্দ্দূলসেবিত গুহা, দুর্গমকানন এবং বিষম প্রস্রবণ অন্বেষণ করতঃ নৈঋতদিক্স্থিত শৃঙ্গের উপরিভাগে উপবিষ্ট হইলেন। হনুমান্প্রভৃতি বানরগণ গুহা ও গহনকাননসমন্বিত সেই দুরন্বেষ্য শৃঙ্গের উপরি উপবিষ্ট হইলে তৎকালে তাঁহাদিগের সুগ্রীবনির্দিষ্ট সেই সময় অতীত হইতে লাগিল। [illegible] গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ,

গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান্, জাম্ববান, যুবরাজ অঙ্গদ ও তার প্রভৃতি কপিগণ পরস্পর নিকটবর্ত্তী ও পৃথগ্ভুক্ত হইয়া শৈলসমূহে সমাবৃত স্থান সকল অন্বেষণ করিয়া দক্ষিণ দিক্ অনুসন্ধান করতঃ তথায় এক অনাবৃতদ্বার সমন্বিত মহৎ বিল দেখিতে পাইলেন।

অনন্তর, সেই ক্ষুৎপিপাসা সমন্বিত পরিশ্রান্ত কপি সকল সলিলার্থী হইয়া লতা ও বৃক্ষসমূহে সমাবৃত, ময়দানবদ্বারা পরিপালিত, দুর্গম, সেই ঋক্ষ বিল নামক মহাবিলের সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন যে, জলার্দ্র ক্রৌঞ্চ, হংস ও সারস সকল এবং পদ্মরেণুদ্বারা রক্তাঙ্গ চক্রবাক্ সমস্ত সেই বিল হইতে বহির্গত হইতেছে। পরে মহাবলতেজস্বী বানরগণ দিব্য গন্ধযুক্ত দুরতিক্রমণীয় সেই বিল প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়াপন্ন ও ব্যগ্রচিত্ত হইলেন এবং সলিললাভের সম্ভাবনায় হৃষ্ট হইয়া নানাবিধ সত্ত্বসমূহে সমাকীর্ণ, পাতালসদৃশ, দুর্দ্দর্শ ও দুর্গম্য সেই ভয়ঙ্কর বিল দ্বারে উপনীত হইলেন।

অনন্তর, পর্ব্বতকূটপ্রতিম মরুত্তনয় হনুমান্ কান্তার ও কানন গমনে সমর্থ সেই মহাবীর বানরগণকে কহিলেন যে, আমরা গিরিসমূহে সমাবৃত নানাদেশ এবং সমস্ত দক্ষিণ দিক্ অন্বেষণ করিয়া যাহার পর নাই পরিশ্রান্ত হইলাম, কিন্তু মিথিলরাজদুহিতা সীতাকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না; পরন্তু যখন সারসসহ ক্রৌঞ্চ সকল সলিলার্দ্র এবং চক্রবাক্ সমস্ত পদ্মরেণুদ্বারা রঞ্জিত হইয়া এই বিল হইতে বহির্গত হইতেছে, তখন বোধ হয়, এই বিলমধ্যে সলিলবান্ কূপ বা হ্রদ অবশ্যই থাকিবে; তাহা না হইলে এই বিলের দ্বারস্থিত পাদপ সকল শুষ্ক হইয়া যাইত।

কপিগণ হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্র সূর্য্যবিহীন, তিমিরাবৃত রোমহর্ষণকর সেই বিলমধ্যে প্রবেশ করতঃ তত্রত্য সিংহপ্রভৃতি পশু ও মৃগ পক্ষি সমস্ত অবলোকন করিলেন। বানরেরা [illegible] অন্ধকারাবৃত সেই বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাদিগের দৃষ্টি, তেজ ও পরাক্রম কুত্রাপি রুদ্ধ হইল না; প্রত্যুত অন্ধকার মধ্যে [illegible] ন্যায় তাঁহাদিগের দৃষ্টি সঞ্চার হইতে লাগিল। পরে তাঁহারা নানাবিধ বৃক্ষসমূহে সমাকুল সেই ভয়ঙ্কর বিল মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পরম রমণীয় রূপে প্রকাশমান স্থান অবলোকন করতঃ পরস্পর আনন্দে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এক যোজন অন্তরে গমন করিলেন।

সলিলার্থী সম্ভ্রান্তচিত্ত তৃষিত কপিগণ সেই বিল মধ্যে কিয়দ্দূর গমন করতঃ সংজ্ঞাবিহীন হইয়া নিবিড় অন্ধকারাবৃত প্রদেশে পতিত হইলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে অতিশয় কৃশ, শুষ্কবদন, পরিশ্রান্ত, সেই বানর সকল তন্দ্রাবিহীন হইয়া যখন জীবনে নিরাশ হইলেন, তখন তাঁহারা অনতিদূরে একটি আলোক দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহারা সেই তিমিরশূন্য প্রদেশে গমন করিয়া দেখিলেন যে, তথায় প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় প্রভাশালী কাঞ্চন নির্ম্মিত, পুষ্পিত কাঞ্চনময় পুষ্প স্তবক সংযুক্ত, রক্তবর্ণ রমণীয় কিসলয়সমন্বিত, স্তবকের শেখর ও লতাসমূহে সমাচ্ছাদিত, স্বর্ণাভরণে বিভূষিত, সুবর্ণনির্ম্মিত শরীরসৌন্দর্য্যে সন্দীপিত, বৈদূর্য্য মণিময় বেদিকার উপরিভাগে সংস্থিত শাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বকুল, ধব, চম্পক, নাগকেশর ও কর্ণিকার প্রভৃতি বৃক্ষ সকল তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। নীল বৈদূর্য্য মণি সবর্ণ পদ্মিনী সকল পতঙ্গপুঞ্জে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে; নির্ম্মল সলিলসম্পন্ন সরোবর সমুদয়, সুবর্ণময় তরুণ সূর্য্যসবর্ণ প্রকাণ্ড দ্রুম এবং অতি বৃহৎ কাঞ্চনময় মৎস্য ও পঙ্কজসমূহে সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে। রজত ও কাঞ্চননির্ম্মিত বিমান সকল বিরাজিত হইতেছে; মুক্তাজালে সমাবৃত সুবর্ণগঠিত গবাক্ষসমন্বিত, হেম ও রজতদ্বারা নির্ম্মিত, বৈদূর্য্য মণিখচিত অতি উৎকৃষ্ট গৃহ সকল অতিশয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে; তন্মধ্যে মণি ও কাঞ্চনদ্বারা চিত্রিত অতি বিশাল বিবিধ শয্যা ও আসন সমস্ত পাতিত রহিয়াছে। সুবর্ণময় ষট্পদ সকল প্রবাল মণিসদৃশ রুণু পুষ্পসমন্বিত পাদপ মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করতঃ মধুপান করিতেছে। হেম, রজত ও কাংস্যনির্ম্মিত

প্রচুর ভোজনপাত্র, মনোহর অগুরু চন্দনরাশি, মধুর ও রসাল ভোজনীয় ফল মূল, মহামূল্য শিবিকাদি যান সমস্ত, উৎকৃষ্ট বসন, বিচিত্র কম্বল ও অজিন সমস্ত ইতস্ততঃ সন্নিবেশিত হইয়া রহিয়াছে।

মহাপ্রভাবসম্পন্ন শূরবর বানর সকল তথায় ইতস্ততঃ অন্বেষণ করতঃ অনতি দূরে চীর ও কৃষ্ণাজিনপরিধায়িনী নিয়তাহারা, তেজদ্বারা যেন প্রজ্বলিতা এক তপস্বিনী নারীকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইয়া তথায় তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিত হইলেন। পরে পর্ব্বতোপম হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই বৃদ্ধা তপস্বিনীকে অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তপস্বিনি! আপনি কে এবং এই গৃহ ও রত্ন সকল কাহার? আপনি কৃপা করিয়া ইহার বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্।

ইতি পঞ্চাশৎ সর্গ ॥৫০

একপঞ্চাশৎ সর্গ।

হনুমান্ তথায় সেই চীর ও কৃষ্ণাজিনধারিণী মহাভাগা ধর্ম্মচারিণী তপস্বিনীকে কহিলেন যে, আমরা ক্ষুধা ও পিপাসায় শ্রান্ত হইয়া সহসা এই তিমিরাবৃত বিলমধ্যে প্রবেশ করতঃ এই সমস্ত নানাবিধ অদ্ভুত পদার্থ দর্শন করিয়া চেতনাশূন্য ও অতিশয় ব্যথিত হইতেছি। হে তপস্বিনি! এই যে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান স্বর্ণময় বৃক্ষ, সুখাদ্য ফল, মূল, কনক ও রজতনির্ম্মিত বিমান, মণিজালাবৃত সুবর্ণগঠিত গবাক্ষযুক্ত গৃহ, সুগন্ধি পুষ্প ও ফলযুক্ত কাঞ্চনময় বৃক্ষ, বিমল সলিলস্থিত হেমময় পদ্ম ও কচ্ছপসহ সুবর্ণময় মৎস্য কাহার তেজঃপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে? হে ধর্ম্মচারিণি! এই সমস্ত যে আপনার প্রভাবে কি অন্য কাহারও তপোবলে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না; অতএব আপনি ইহার অবিশেষ বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন্।

অনন্তর, সর্ব্বলোকহিতৈষিণী ধর্ম্মচারিণী সেই তপস্বিনী হনুমান্‌কে কহিলেন যে, হে বানরেন্দ্র! মহাতেজা মায়াবী ময়দানব মায়াবলে এই কাঞ্চনময় বন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যিনি এই কাঞ্চনময় মনোহর ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে দানবগণের বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। তিনি এই অরণ্যমধ্যে সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট শুক্রাচার্য্যপ্রণীত শিল্পশাস্ত্রের জ্ঞান ও সৃষ্টিসামর্থ্যরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন। সেই সৃষ্টিসামর্থ্যবান্ স্বসৃষ্ট ভোগ্য বিষয়ের ভোক্তা ময়দানব এই মহাবনে কিছুকাল সুখে বাস করতঃ হেম নাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হওয়ায় দৈত্যপুরবিদারণকারী ইন্দ্র বিক্রমসহকারে বজ্রদ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রহ্মা হেমাকে এই অনুত্তম হিরণ্ময় বন, গৃহ শাশ্বত কাম ভোগ প্রদান করিয়াছিলেন।

হে বানরোত্তম! আমি মেরু সাবর্ণির দুহিতা আমার নাম স্বয়ম্প্রভা, আমার প্রিয়সখী সেই নৃত্যগীতবিশারদা হেমা এই গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য আমার প্রতি ভার প্রদান করায় আমিই তাঁহার ভবন রক্ষা করিতেছি। হে কপিবর! তোমরা এই সমস্ত সুখাদ্য ফল মূল ভোজন এবং উৎকৃষ্ট জল পান করতঃ শ্রান্তি দূর করিয়া তোমাদিগের এখানে কি প্রয়োজন এবং কি নিমিত্তই বা তোমরা এই দুর্গম বনে আসিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

ইতি একপঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর, অনন্যচিত্তা ধর্ম্মচারিণী তপস্বিনী হেমা বিশ্রান্ত হরিযূথপতি সেই বানর সকলকে কহিলেন, হে বানরগণ! যদ্যপি ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া তোমাদিগের শ্রম দূর হইয়া থাকে এবং তোমরা যে জন্য এই স্থানে আসিয়াছ, সেই বৃত্তান্ত আমার শ্রবণ করিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে আমি শুনিতে ইচ্ছা করি, তোমরা সবিশেষ বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

বায়ুনন্দন হনুমান্ তপস্বিনীর আকুল বাক্য

বণ করিয়া অকপটভাবে যথাতথরূপে তাহাকে কহিতে লাগিলেন যে, মহেন্দ্র ও বরুণসদৃশ সর্ব্বলোকাধিপতি দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম স্বীয় বনিতা বিদেহ রাজদুহিতা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছিলেন। রাবণ বলপূর্ব্বক জনস্থান হইতে তাঁহার ভার্য্যাকে অগোচরে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রামের প্রিয় সখা শাখামৃগগণের অধিপতি সুগ্রীব সীতাপহারী কামরূপী রাক্ষস্ রাবণ ও বিদেহ রাজনন্দিনী সীতার অন্বেষণার্থ অঙ্গদ প্রভৃতি এই বানর সকলের সহিত আমাকে পিতৃপতি পরিপালিত অগস্ত্যাশ্রিত দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত বন ও সমুদ্র অন্বেষণ করতঃ অতিশয় বুভুক্ষিত হইয়া বৃক্ষমূলে উপবেশন করি, পরে সকলেই বিবর্ণবদন ও অপার চিন্তার্ণবে মগ্ন হইয়া পারের উপায় অবগত হইতে পারিলাম না। পরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ লতা-পাদপসমন্বিত তিমিরাবৃত এই বিল বিলোকন করিয়া ইহার সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম যে, সলিল ও পদ্মরেণু সংযুক্ত জলার্দ্র পক্ষসমন্বিত হংস, কুরর ও সারস প্রভৃতি বিহঙ্গ সকল এই বিল হইতে বহির্গত হইতেছে। সেই পক্ষি সকলকে দর্শন করিয়া 'এই বিবর মধ্যে জল আছে' সকলেরই এইরূপ জ্ঞান হওয়ায় আমি তাহা সাধু বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলাম।

অনন্তর আমরা কার্য্যানুরোধে ত্বরান্বিত হইয়া এই বিল মধ্যে পতিত হইলাম এবং সহসা এই তিমিরাবৃত বিল মধ্যে পতিত হইয়া পরস্পর হস্ত গ্রহণপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইলাম। হে তপস্বিনি! আমাদিগের ইহাই কার্য্য, এই নিমিত্তই আমরা এখানে আসিয়াছি এবং বুভুক্ষায় ক্লিষ্ট হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি অতিথি সৎকার জন্য ধর্ম্মতঃ যে আমাদিগকে ফল মূল প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সে সমস্ত ভোজন করিয়াছি। পরন্তু ক্ষুধায় ম্রিয়মাণ এই বানরগণকে আপনি যেরূপ রক্ষা করিয়াছেন, আপনার তাদৃশ প্রত্যুপকার জন্য বানরগণকে কি করিতে হইবে, আপনি তাহা অনুমতি করুন্।

স্বয়ম্প্রভা বানরগণকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে তরস্বি বানরগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; পরন্তু আমি ধর্ম্মচারিণী, আমার কোন প্রত্যুপকারে প্রয়োজন নাই।

তপস্বিনী স্বয়ম্প্রভা এতাদৃশ ধর্ম্ম সম্বলিত শুভ বাক্য কহিলে পর হনুমান্ সেই অনিন্দিত নয়না স্বয়ম্প্রভাকে কহিলেন, হে ধর্ম্মচারিণি! আমরা সকলেই আপনার শরণাপন্ন হইলাম; পরন্তু মহাত্মা সুগ্রীব আমাদিগের প্রতি যে সময়ের সীমা অবধারণ করিয়াছেন, আমরা এই বিল মধ্যে অবস্থান করায় আমাদিগের সেই নিয়মিত সময় অতীত হইতেছে। সুগ্রীবের বাক্য অতিক্রম করিলে আমাদিগের প্রাণনাশ হইবে; আমরা সুগ্রীবের ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত হইতেছি; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে এই বিল হইতে উত্তীর্ণ করিয়া পরিত্রাণ করুন্। হে ধর্ম্মচারিণি! আমাদিগকে যে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, আমরা এখানে থাকিলে আমাদের দ্বারা সেই কার্য্য কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইবে না।

তপস্বিনী স্বয়ম্প্রভা হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, এখানে প্রবিষ্ট হইলে প্রাণিদিগের জীবন লইয়া বহির্গত হওয়া দুষ্কর বোধ করিতেছি; পরন্তু নিয়মদ্বারা উপার্জ্জিত স্বীয় তপঃপ্রভাবে আমি এই বিল হইতে সমস্ত বানরগণকে উত্তীর্ণ করিব; অতএব হে বানরগণ! তোমরা সকলে চক্ষু নিমীলন কর; কেন না, অনিমীলিত লোচনে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিবে না।

অনন্তর, কপিগণ গমনবাসনায় হৃষ্ট হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ সুকোমল অঙ্গুলিসম্বলিত করদ্বারা পুনরায় চক্ষু আচ্ছাদন করিল। মহাত্মা বানর সকল করদ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিলে সেই তপস্বিনী নিমেষমাত্রে বিল হইতে তাহাদিগকে নিঃসারিত করি

আশ্বাসিত করতঃ কহিলেন যে, তোমরা সেই বিষম বিল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছ। এই সেই বিবিধ বৃক্ষ ও লতা সমূহে সমাকুল শ্রীমান্ বিন্ধ্যাচল; এই প্রস্রবণ পর্ব্বত ও মহাসাগর অবলোকন কর। হে বানরেন্দ্রগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি নিজ ভবনে গমন করি। শ্রীমতী স্বয়ম্প্রভা বানরগণকে এই কথা বলিয়া বিলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ইতি দ্বিপঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর বানরগণ চক্ষু উন্মীলন করিয়া ভয়ঙ্কর ঊর্ম্মিমালাসমাকুল ভীষণ গর্জ্জনকারী অপার করুণালয় সাগর অবলোকন করিল। ময়দানবের মায়ানির্ম্মিত পুরী, গিরি ও দুর্গ সমস্ত অন্বেষণ করিতে করিতে বানরগণের সুগ্রীবকৃত সময় অতীত হইলে তাহারা বিন্ধ্যাচলের পুষ্পিত পাদপসমন্বিত প্রত্যন্ত পর্ব্বতে উপবেশন করিয়া অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিল। পরে পুষ্পভারে অবনত, লতাসমূহে সমাবৃত বসন্তকালীন বৃক্ষ সকল অবলোকন করিয়া ত্রাসে অতিশয় শঙ্কিত হইল এবং বসন্ত সময় উপস্থিত হইল, বিবেচনা করিয়া সুগ্রীব যাহা আদেশ করিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য্য বোধে সমর্থ হইয়া তাহারা সকলেই পৃথিবীতলে পতিত হইল। তখন সিংহ ও বৃষসম স্কন্ধসম্পন্ন পীন ও আয়তবাহুশালী মহাপ্রাজ্ঞ যুবরাজ অঙ্গদ ভয়বশতঃ ভূতলে নিপতিত শিষ্ট কপিশ্রেষ্ঠ বনবাসী বানর সকলকে যথাবৎ সম্মানিত করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কপিগণ! আমরা সকলে সীতার অন্বেষণার্থ কপিরাজ সুগ্রীবের আদেশানুসারে বিনির্গত হইয়া বিলমধ্যেই বাস করায় আমাদিগের যে মাস পূর্ণ হইল, তাহা কি তোমরা বোধ করিতেছ না? এক মাসমধ্যে প্রত্যাগত হইতে হইবে এইরূপ সময় অবধারণ করিয়া সুগ্রীব যে আশ্বিন মাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও অতীত হইল, অতঃপর আমাদিগের কর্ত্তব্য কি?

হে কপিগণ! তোমরা সকলেই নীতিবিশারদ, প্রভুহিতৈষী, তোমাদিগের সদৃশ কার্য্যকারী কেহই নাই; তোমাদিগের পৌরুষ সর্ব্বত্র প্রথিত আছে, সুগ্রীব সমস্ত কার্য্যের ভারই তোমাদিগের প্রতি অর্পণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তোমরা সীতার অন্বেষণার্থ রাজনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পুরোবর্ত্তী করতঃ কপিলরোচন কপিরাজ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ। সম্প্রতি, তোমরা যদ্যপি কৃতকার্য্য হইতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে; কেন না, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে না পারিলে কেহই তাঁহার নিকট সুখী হইবেন না। অপিচ, যখন সুগ্রীবকৃত উক্ত সময় অতীত হইল, তখন আমাদিগের প্রাণ পরিত্যাগ জন্য প্রায়োপবেশন অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে।

সুগ্রীব তীক্ষ্ণস্বভাবেই রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন; আমরা কৃতাপরাধ হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি কখনই আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না; সুগ্রীব সীতার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত না হইলেই আমাদিগের প্রতি অনিষ্টাচরণ করিবেন; অতএব পত্নী, পুত্র, ধন ও গৃহ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্য এই স্থানেই আমাদিগের প্রাণ পরিত্যাগার্থ প্রায়োপবেশন করা বিধেয়। কারণ আমরা এই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে রাজা আমাদিগকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন, সুতরাং অপ্রতিরূপ বধদ্বারা এই স্থানেই আমাদিগের প্রাণত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। আমি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছি বলিয়া সুগ্রীব যে আমাকে ক্ষমা করিবেন, তোমরা এরূপ সম্ভাবনা করিও না, কেননা, তিনি আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন নাই; অক্লিষ্টকর্ম্মা নরেন্দ্র রামচন্দ্রই আমি অভিষিক্ত হইয়াছি। একে রাজা সুগ্রীব পূর্ব্বাবধি আমার প্রতি বদ্ধবৈর হইয়া আছেন, তাহা

্যার সম্প্রতি কার্য্যের ব্যতিক্রম দেখিলে দণ্ডদ্বারা আমার প্রাণ নাশ করিবেন। বিতান্ত সময়ে সুহৃদ্গণ ব্যসন দর্শন করিয়া ষ্টুই করিতে পারিবেন না; অতএব আমি ্যপ্রদ এই সাগরতীরেই প্রায়োপবেশন রিব।

সেই বানরেন্দ্রগণ যুবরাজ অঙ্গদের এরূপ ক্য শ্রবণ করিয়া সকরুণ বাক্যে কহিতে গিল যে, সুগ্রীব স্বভাবত নিষ্ঠুর, রঘুনন্দন মও প্রিয়ার প্রতি অনুরক্ত; যখন সেই ময় গত হইল এবং অদ্যাপি সীতা আমাগের নয়নগোচর হইলেন না, তখন আমরা তকার্য্য না হইয়া সুগ্রীবের নিকট গমন রিলে তিনি সুতরাং রামের প্রিয়কামনায় ামাদিগকে বিনষ্ট করিবেন। আমরা যদি ীতার অন্বেষণ করিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত ইতে পারি, তাহা হইলে সেই মহাবীর সুগ্রীবর নিকট গমন করিব, নচেৎ এই স্থানেই বস্থিতি করিয়া যমভবনে গমন করিব।

তখন সেনাপতি তার অতিশয় ভয়ার্ত্ত সেই বিঙ্গমগণের সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা কহিলেন যে, তোমরা কেন বিষণ্ণ হইতেছে? যদি তোমাদিগের অভিলাষ হয় তবে ল সকলে সেই বিলমধ্যে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করি। সেই বিল মায়ানির্ম্মিত ও অন্যের দুর্গম; তথায় ভোজনীয় ফল মূল ও পানীয় পুষ্পোদিক প্রস্তুত আছে; তথায় বাস করিলে ইন্দ্র, রাঘবেন্দ্র বা, বানরেন্দ্র সুগ্রীব হইতে আমাদিগের ভয় হইবে না।

কপিগণ অঙ্গদের অনুকূল বাক্য শ্রবণ করতঃ প্রীত হইয়া কহিল যে, আমরা যাহাতে বিনষ্ট না হই, অদ্যই সেরূপ বিধান করা কর্ত্তব্য; কেন না, চিত্ত অতিশয় অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

ইতি ত্রিপঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ।

হনুমান্ তারাধিপতি শশাঙ্কের ন্যায় রূপবান্ তার সেনাপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 'স্বয়ম্প্রভার বিলস্থিত রাজ্য অঙ্গদকর্ত্তৃক অধিকৃত হইল' এইরূপ বিবেচনা করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হনুমান্ শুশ্রূষা প্রভৃতি অষ্টগুণযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন, সামাদি উপায় চতুষ্টয়সমন্বিত দেশকালজ্ঞতাদি চতুর্দ্দশ গুণযুক্ত, তেজঃ বল ও পরাক্রম পূর্ণ, শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় সৌন্দর্য্যসমন্বিত, বৃহস্পতি সম প্রজ্ঞাসম্পন্ন, পিতৃতুল্য বিক্রমশালী বালিপুত্র অঙ্গদকে শুক্রাচার্য্যের বচন শ্রবণ নিরত মহেন্দ্রের ন্যায় তারসেনাপতির বাক্য শ্রবণপরায়ণ ও ভর্ত্তা সুগ্রীবের কার্য্যসাধনে বিমুখ হইতে দেখিয়া তার প্রভৃতি বানরগণ হইতে বিভিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। হনুমান্ সেই বানরমণ্ডলীমধ্যে উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বিতীয় উপায় বর্ণন করতঃ বচনকৌশলদ্বারা সমস্ত বানরগণকে বিভিন্ন করিলেন।

পরে বানর সকল বিভিন্ন হইলে হনুমান্ কোপ ও উপায়সমন্বিত ভয়জনক বিবিধ বাক্যদ্বারা অঙ্গদকে ভয় প্রদর্শন করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে তারাকুমার! তুমি পিতার ন্যায় যুদ্ধবিশারদ; অতএব তাঁহার ন্যায় অনায়াসে কপিরাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু কপিগণ পুত্র পত্নী ব্যতিরেকে চঞ্চলচিত্ত হইয়া তোমার শাসন সহ্য করিবে না। আমি তোমার প্রত্যক্ষেই বলিতেছি যে, জাম্ববান্, নীল ও মহাকপি সুহোত্র প্রভৃতি ইঁহারা ভার্য্যা পুত্র ব্যতিরেকে কখনই তোমাতে অনুরক্ত হইবেন না এবং তুমি সামাদি গুণগ্রামদ্বারা বা, দণ্ডদ্বারাই হউক, আমাকে এবং এই বানরগণকে কোন ক্রমেই সুগ্রীব হইতে বিভিন্ন করিতে পারিবে না। অপিচ, পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে, দুর্ব্বল ব্যক্তি বলবানের সহিত বিগ্রহ করিয়া কুত্রাপি সুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না; তজ্জন্যই দুর্ব্বলব্যক্তিরা বলবানের সহিত বিগ্রহ করেনা। আর এই বিলমধ্যে বাস করিলেই যে, তুমি রক্ষা পাইবে, ইহা মনে করিও না; কেন না,

এই বিল বাণদ্বারা বিদারণ করা লক্ষ্মণের পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর। তুমি শুনিয়াছ, পূর্ব্বে ইন্দ্র এই বিলস্থিত ময়দানবের বিনাশ জন্য অশনি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্পমাত্র; কেন না, তাহাতে সেই দানবই কেবল নিহত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা বিল ভগ্ন হয় নাই; কিন্তু লক্ষ্মণ নিশিত শরদ্বারা পত্রপুটের ন্যায় এই বিল বিদারণ করিবেন। বজ্র ও অশনির ন্যায় কঠিনস্পর্শ পর্ব্বতবিদারক তাদৃশ বহু সংখ্যক নারাচ লক্ষ্মণের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে।

হে শত্রুতাপন! যখন তুমি এই বানর-বর্গের সহিত বিলমধ্যে বাস করিবে, তখন ইহারা বিলমধ্যে আত্মবিনাশ আশঙ্কা করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিবে এবং পুত্র ও পত্নী প্রভৃতি পরিবারবর্গকে স্মরণ করতঃ তাহাদিগের জন্য সততঃ উদ্বিগ্ন ও দুঃখ-জনক শয্যায় শয়নপূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া তোমাকে পশ্চাৎ করতঃ পলায়ন করিবে। যদ্যপি তুমি বন্ধুবিহীন হইয়া একাকী এই বিলমধ্যে বাস কর তাহা হইলে বায়ুবেগে স্পন্দিত তৃণ হইতেও তোমাকে অতিশয় অস্থির হইতে হইবে। তুমি যতই সতর্ক হইয়া থাক না কেন, লক্ষ্মণ মহাবেগশালি শাণিত সায়ক-দ্বারা তোমাকে সংহার করিবেন তাহাতে সংশয় নাই। আর যদ্যপি আমাদিগের সহিত তুমি বিনীতভাবে সুগ্রীবের নিকট উপনীত হও, তাহা হইলে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রত্বপ্রযুক্ত তোমাকে যৌবরাজ্যে সংস্থাপন করিবেন; কেন না, তোমার পিতৃব্য হিতৈষী, দৃঢ়ব্রত, বিশুদ্ধস্বভাব সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধর্ম্মমার্গানুসারী, তিনি কখনই তোমাকে বিনষ্ট করিবেন না। হে অঙ্গদ! সুগ্রীব সততঃই তোমার মাতার পরম প্রিয় কামনা করিয়া থাকেন; তোমার মাতার প্রীতি সম্পাদন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তুমি ভিন্ন তাঁহার অপর আর কেহই নাই; অতএব তুমি আমাদিগের সহিত সুগ্রীবের নিকট গমন কর।

ইতি চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গ।

অঙ্গদ হনুমানের ধর্ম্মসম্বলিত ও সুগ্রীবে[র] সম্মানসূচক বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহা[কে] বলিতে লাগিলেন যে, আপনি সুগ্রীবে[র] স্থিরতা, আর্জ্জব ও মনের কামাদি দোষরাহিত্য রূপ শৌচ, আনৃশংস্য, ঋজুতা, বিক্রম ও ধৈর্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত গুণ বর্ণন করিলেন, তা[হা] তাঁহাতে উপযুক্ত হইতেছে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রা[তৃ]পত্নী ধর্ম্মতঃ মাতৃতুল্য, অতএব যে ব্যক্তি সে[ই] জীবিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয় পত্নীকে উপভো[গ] করে, সেই জুগুপ্সিত জনের ধর্ম্ম জ্ঞান কিরূ[পে] সম্ভব হইবে? মহিষনামা দানুবের সহিত যু[দ্ধ] করিবার সময় বিল রক্ষার্থ ভ্রাতাকে নিযু[ক্ত] করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিল প্রবিষ্ট হইলে দুরা[ত্মা] তাঁহার বিনাশ বাসনায় বিলদ্বার আচ্ছাদন ক[রি]য়াছিল, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে[?] যে রামের সহিত মিত্রতা করিবার জন্য অ[গ্নি] সমক্ষে তাঁহার কর গ্রহণপূর্ব্বক মিত্রতা স্বীক[ার] করিয়া আপনার কার্য্যসাধন হইলে যখন মহায[শা] রামকে বিস্মৃত হইয়াছিল, তখন সে কিপ্রকা[রে] অপরের উপকার স্মরণ করিবে? যে ব্য[ক্তি] ধর্ম্মভয় না করিয়া কেবল লক্ষ্মণের ভয়ে সীত[ার] অন্বেষণ জন্য আমাদিগকে এখানে প্রে[রণ] করিয়াছে, তাহাতে তাহার কিরূপে [ধর্ম্ম] হইবে? কোন্ আর্য্য ব্যক্তি সেই পাপা[ত্মা] কৃতঘ্ন, মন্দবুদ্ধি, স্মৃতিবিরুদ্ধাচারী ও চঞ্চল[মতি] সুগ্রীবের প্রতি বিশ্বাস করিবে? বিশেষ[তঃ] তৎকুলসম্ভূত কোন পুরুষই কদাচ তাহার প্র[তি] বিশ্বাস করিবে না।

সুগ্রীব গুণবান্ হউন, বা নিগু[র্ণ] হউন্, তদ্বিষয়ের অনুশীলন করায় আ[মার] প্রয়োজন নাই; পরন্তু আমি শত্রুকুলস[ম্ভূত] অতএব তিনি আমাকে রাজ্যে অভি[ষিক্ত] করিয়া কেন জীবিত রাখিবেন? [এ]আমি দুর্ব্বল ও সুগ্রীব অপেক্ষা হীন[বল] তাহাতে আবার আমার বিলপ্রবেশের ম[ন্ত্রণা] প্রকাশ হওয়ায় সুগ্রীবের নিকট অপরাধী [হইয়া]ছি; অতএব আমি কিষ্কিন্ধ্যায় গমন ক[রিয়া] অনাথের ন্যায় কিরূপে জীবন ধারণ করিব? য[েহেতু] সেই শঠ, ক্রূর ও নৃশংস সুগ্রীব পুত্র বা[...]

আমাকে বধ না করুন, তথাপি তিনি রাজ্য নিমিত্ত আমাকে বন্ধন করিবেন। হে বানরগণ! সুগ্রীবের বন্ধন ও তজ্জন্য অবসাদ হইতে প্রায়োপবেশন আমার শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে; অতএব আমাকে প্রায়োপবেশনার্থ অনুমতি প্রদান করিয়া আপনারা নিজ নিজ গৃহে গমন করুন্। আমি আপনাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কখনই কিষ্কিন্ধ্যাপুরীতে গমন করিব না, এই স্থানেই প্রায়োপবেশনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিব। পরন্তু আপনারা আমার পিতৃব্য বানররাজ সুগ্রীব এবং মহাবলপরাক্রম রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে আমার অভিবাদনসহ কুশলবার্ত্তা কহিবেন। আর আমার মাতা তারা ও রুমাকে আমার অভিবাদনসহ কুশলবার্ত্তা প্রদান করিয়া মদীয় মাতাকে আশ্বাসিত করিবেন। কেন না, সেই অনুকম্পাশালিনী তপস্বিনী তারা পুত্রের প্রতি অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন, তিনি আমার বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিলে নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন।

অঙ্গদ জাম্ববান্‌প্রভৃতি বৃদ্ধ বানরগণকে অভিবাদনপূর্ব্বক এই কথামাত্র বলিয়া রোদন করতঃ বিবর্ণ বদনে ভূমিতলে আস্তীর্ণ দর্ভোপরি প্রায়োপবেশনার্থ উপবিষ্ট হইলেন। বানর সকল দুঃখিত হইয়া তথায় রোদন করতঃ নয়ন হইতে উষ্ণবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং সুগ্রীবের নিন্দা ও বালীর প্রশংসা করতঃ অঙ্গদকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহারা সকলে পরস্পর প্রায়োপবেশনার্থ উদ্যত হইলেন। পরে প্লবঙ্গমগণ বালিপুত্র অঙ্গদের বাক্য বিশেষরূপে অবগত হইয়া সকলে উদকস্পর্শপূর্ব্বক প্রায়োপবেশনার্থ উপবেশন করিলেন এবং মুমূর্ষু হইয়া ইহাই আমাদিগের উপযুক্ত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দক্ষিণাগ্র আস্তীর্ণ দর্ভসংযুক্ত উত্তরতীর আশ্রয় করিলেন। হরিগণ রামের বনবাস, দশরথের বিনাশ, জনস্থানস্থিত রক্ষোগণাদির বধ, জটায়ুবধ, বৈদেহী হরণ, বালী বধ এবং রামের ক্রোধ, এই সমস্ত বিবরণ কথোপকথন করিতে থাকিলে, তাঁহাদিগের [illegible] উপস্থিত হইল।

মহান্ পর্ব্বতকূটপ্রতিম প্লবঙ্গমগণ শৈলমধ্যে প্রায়োপবেশনার্থ ভূতলে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাদিগের রোদনধ্বনিতে গভীর গর্জ্জনকারী জলধরনিকরদ্বারা নিনাদিত অম্বরের ন্যায় নির্ঝরসমন্বিত সেই ধরণীধর নিনাদিত হইয়া উঠিল।

ইতি পঞ্চ পঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫৫ ॥

ষট্ পঞ্চাশৎ সর্গ।

কপিগণ প্রায়োপবেশন করিয়া যে পর্ব্বত প্রদেশে উপবেশন করিলেন, বিখ্যাত বলপৌরুষসম্পন্ন চিরজীবী জটায়ুর ভ্রাতা পরম সৌন্দর্য্যশালী সম্পাতি নামা গৃধ্ররাজ তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি মহাগিরি বিন্ধ্যাচলের কন্দর হইতে বহির্গত হইয়া প্রায়োপবেশনার্থ উপবিষ্ট সেই কপিগণকে অবলোকন করতঃ হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন। বিধাতা ইহলোকে প্রাণিগণকে যে প্রারব্ধ কর্ম্মের অনুবর্ত্তী করিয়া থাকেন, তাহাতে আর সংশয় নাই; যেহেতু এই বানরগণ আমার ভক্ষ্য হইয়া বহু কালের পর সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। যাহা হউক, বানর সকল ক্রমশঃ প্রাণ ত্যাগ করিলে আমি ইহাদিগের এক একটি করিয়া ভক্ষণ করিব।

সম্পাতি প্লবঙ্গমগণকে নিরীক্ষণ করিয়া এইরূপ বলিলে পর অঙ্গদ সেই ভক্ষ্যলুব্ধ পক্ষীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অতিশয় খিন্ন হইয়া হনুমান্‌কে বলিতে লাগিলেন। হনুমন্! দেখ, সীতার নিমিত্ত প্রায়োপবেশন প্রাপ্ত কপিগণের বিপদের নিমিত্তই সাক্ষাৎ শমনসদৃশ এই পক্ষী এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছে। কপিকুলের অচিন্তনীয় এই বিপদ সহসা সমাগত হওয়ায় আমাদের দ্বারা রামের কার্য্য সম্পাদন হইল না এবং রাজশাসনও অনুষ্ঠিত হইল না। বিদেহরাজদুহিতা সীতার পরম হিতৈষী গৃধ্ররাজ জটায়ু তাঁহার অপহরণ সময়ে যে কার্য করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অশেষ প্রকারে শ্রবণ করিয়াছেন। অপিচ, আমরা যেমন প্রাণপণে রামের প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি তদ্রূপ তির্য্যগ্‌যোনিপ্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই প্রাণ

পথে তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতেছে এবং সকলেই রামের প্রতি স্নেহ ও করুণাপাশে বদ্ধ হইয়া পরস্পর উপকার করিতেছে; যেহেতু ধর্ম্মজ্ঞ জটায়ু রামের উপকারার্থ প্রবৃত্ত হইয়া আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছে। আমরা রামের নিমিত্ত এতাদৃশ দুর্গম পথ সকল পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু সীতাকে দেখিতে পাইলাম না; অকারণ পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে জীবন ত্যাগে সংকল্প করিলাম। পরন্তু সেই গৃধ্ররাজ জটায়ু সমরে রাবণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন এবং সুগ্রীব ভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া রাজ্যপদ লাভ করিলেন। হায়! যদ্যপি সেই ধর্ম্মাত্মা জটায়ু সত্বর প্রাণ পরিত্যাগ না করিয়া মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধে রাবণকে নিরোধ করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে সেই দুরাত্মা রাবণ রামকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া কখনই সীতাকে হরণ করিতে পারিত না। হায়! যদ্যপি রাজা দশরথ পুত্রশোকে কাতর হইয়া ঝটিতি জীবন বিসর্জ্জন না করিতেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই রামকে অযোধ্যানগরীতে লইয়া যাইতেন; রাবণ কখনই সীতাকে অপহরণ করিতে পারিত না। হায়! বৈদেহীহরণই হরিগণের প্রাণসংশয়ের কারণ হইল। হায়! যদ্যপি কৈকেয়ী রাজা দশরথের নিকট রামের বনবাসরূপ বর প্রার্থনা না করিতেন, তাহা হইলে সীতাসহ রাম লক্ষ্মণের অরণ্যবাস, রামবাণে বালি বধ এবং রামকোপে অশেষ রাক্ষস সকলের বিনাশরূপ এতাদৃশ দুর্ঘটনা ঘটিত না।

তীক্ষ্ণতুণ্ড মহাস্বন গৃধ্ররাজ মহামতি সম্পাতি বানরগণকে ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া তাহাদের অসুখসূচক অঙ্গদমুখনিঃসৃত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করতঃ ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া দীনভাবে বলিতে লাগিলেন। যে জন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর ভ্রাতা জটায়ুর বিনাশ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল করিল, ইনি কে? জনস্থানে রাক্ষস ও গৃধ্র জটায়ুর কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল? আমার ভ্রাতার এই নাম বহুকালের পর আমাকে কে শ্রবণ করাইল? বানরগণ! তোমাদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের দ্বারা এই গিরিদুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে; কেন না, দীর্ঘকালের পর বিক্রমদ্বারা বিখ্যাতগুণজ্ঞানসম্পন্ন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ুর বৃত্তান্ত শ্রবণে আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে বানরেন্দ্রগণ! জনস্থাননিবাসী মদীয় ভ্রাতা সেই জটায়ু কিরূপে বিনষ্ট হইলেন এবং গুরুজনপ্রিয় রাম যাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই মহাত্মা দশরথই বা কিরূপে আমার ভ্রাতা জটায়ুর সখা হইলেন? এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় বাসনা হইতেছে।

হে প্লবঙ্গমগণ! আমার পক্ষ সূর্য্যসন্তাপে দগ্ধ হওয়ায় ইতস্ততঃ বিসর্পণ করিতে আমার সামর্থ্য নাই, তথাপি এই পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে; অতএব যদ্যপি তোমরা আমাকে এই পর্ব্বত হইতে অবতারণ কর, তাহা হইলে আমি পরম উপকৃত হই।

ইতি ষট্‌পঞ্চাশৎ সর্গ ॥৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর, বানরযূথাধিপ সকল সম্পাতির পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে শঙ্কিত হইয়া শোকনিবন্ধন তাঁহার সেই বিভিন্ন স্বরসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন না; প্রত্যুত সেই প্রায়োপবিষ্ট প্লবঙ্গমগণ গৃধ্ররাজকে অবলোকন করিয়া "ইনি আমাদের সকলকেই ভক্ষণ করিবেন" এইরূপ উৎকণ্ঠা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে আমরা সকলে প্রায়োপবেশন করিয়াছি অতএব যদ্যপি ইনি আমাদিগকে ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে আমরা এই স্থানেই কৃতকৃত্য হইব এবং সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধি লাভ করিব।

বানরগণ এইরূপ নিশ্চয় করিলে তথা অঙ্গদ গিরিশৃঙ্গ হইতে গৃধ্ররাজকে অবতারিত করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে পক্ষিন্

বানরেন্দ্র প্রতাপশালী ঋক্ষরাজ নামা আমার পিতামহ সমস্ত বানরবর্গের অধিপতি ছিলেন। পরম ধার্ম্মিক প্রভূতবলসম্পন্ন বলী ও সুগ্রীব নামে তাঁহার দুই পুত্র; তন্মধ্যে নিজ কর্ম্মদ্বারা ত্রিলোকবিখ্যাত বানররাজ বালী আমার পিতা। স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতের অধিপতি ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূত মহারথ ধর্ম্মমার্গানুসারী দশরথনন্দন শ্রীমান্ রাম পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য তদীয় নিদেশে নিরত হইয়া স্বীয় বনিতা বিদেহরাজদুহিতা সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। দুরাত্মা রাবণ জনস্থান হইতে বলপূর্ব্বক তাঁহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রামের পিতার সখা গৃধ্ররাজ জটায়ু আকাশমার্গে রাবণকর্তৃক অপহৃতা বিদেহরাজদুহিতা সীতাকে অবলোকন করেন। পরে সেই বৃদ্ধ জটায়ু রাবণকে বিরথ করিয়া মিথিলারাজদুহিতা সীতাকে ভূতলে স্থাপন করতঃ পরিশ্রান্ত হইয়া পরিশেষে সমরে রাবণকর্তৃক নিহত হয়েন। গৃধ্ররাজ এইরূপে বলবান্ রাবণকর্তৃক হত ও রামকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া উত্তম গতি লাভ করিয়াছেন। পরে রাম মদীয় পিতৃব্য মহাত্মা সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিয়া আমার পিতা বালীকে বধ করিলেন। পূর্ব্বে আমার পিতা কোন কারণবশতঃ সচিবসহ সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে রাম আমার পিতা বালীকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর, বানরাধিপতি সুগ্রীব রামকর্তৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রামের প্রেয়সী বনিতা সীতার অন্বেষণ জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে আমরা রামকর্তৃক প্রেরিত হইয়া নিশা সময়ে যেমন সূর্য্যপ্রভা নয়নগোচর হয় না, তদ্রূপ বৈদেহীকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করতঃ কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। আমরা অতিশয় সমাহিত চিত্তে দণ্ডকারণ্য অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে অজ্ঞাননিবন্ধন ময়দানবের মায়াবিহিত ভূগর্ভস্থ বিস্তীর্ণ বিলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সুগ্রীব যে সময় অবধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, আমরা বিলমধ্যে অন্বেষণ করতঃ সেই সময় অতিবাহিত করিয়াছি। আমরা সকলেই সুগ্রীবের আজ্ঞানুবর্ত্তী, সুতরাং তৎকর্তৃক অবধারিত সময় অতীত হওয়ায় তাঁহার ভয়ে আমাদিগকে প্রায়োপবেশন করিতে হইয়াছে। কেন না, যখন সেই ককুৎস্থকুলনন্দন রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তখন তথায় গমন করিলেই আমাদিগের জীবন নষ্ট হইবে।

ইতি সপ্ত পঞ্চাশৎ সর্গ। ৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ।

অনন্তর, মহাস্বন গৃধ্ররাজ সম্পাতি জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প কপিকুলের করুণাযুক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করতঃ তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন যে, হে বানরগণ! সমরে বলবান্ রাবণকর্তৃক নিহত যে গৃধ্ররাজের বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করিলে, তিনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহারই নাম জটায়ু। আমি একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার পক্ষবিহীন তজ্জন্যই তাহা শুনিয়াও ক্ষমা করিতেছি, নচেৎ শক্তি থাকিলে অদ্যই আমি ভ্রাতার বৈরশোধন করিতাম। পুরাকালে, ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে, সেই জটায়ু এবং আমি আমরা উভয়ে ইন্দ্রজয়ে অভিলাষী হইয়া সুরপুরে গমন করিয়াছিলাম এবং তথায় ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া আকাশপথে প্রত্যাগমন করতঃ পরস্পর স্পর্দ্ধাবিশিষ্ট হইয়া বিপুলবেগে অনলের ন্যায় প্রজ্বলিত রশ্মিমালী মার্ত্তণ্ডসমীপে উপস্থিত হইলাম। পরে মরীচিমালা মার্ত্তণ্ড মধ্যাহ্ন সময়ে সমাগত হইলে জটায়ু তাঁহার প্রভাবে অবসন্ন হইলেন। হে বানরগণ! তখন আমি সূর্য্য-কিরণে সন্তপ্ত ভ্রাতা জটায়ুকে অতিশয় বিহ্বল দেখিয়া স্নেহবশতঃ স্বীয় পক্ষদ্বয়দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদন করিলাম। তাহাতে আমিও দগ্ধপক্ষ হইয়া বিন্ধ্য মধ্যে পতিত হই; তদবধি আমি এই বিন্ধ্যাচলে বাস করিয়া ভ্রাতার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হই নাই।

তখন, মহামতি যুবরাজ অঙ্গদ জটায়ুর

ভ্রাতা সম্পাতিকর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন যে, যদি আপনি জটায়ুর ভ্রাতা, তবে আমি তাঁহার বৃত্তান্ত যাহা কীর্ত্তন করিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়াছেন; পরন্তু যদ্যপি সেই রাক্ষসের আলয় অবগত হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে তাহা বলুন এবং সেই অদীর্ঘদর্শী রাক্ষসাধম রাবণ দূরে বা নিকটে অবস্থিতি করে যদি আপনি ইহা জ্ঞাত থাকেন, তাহাও বলুন। অনন্তর, জটায়ুর ভ্রাতা মহাতেজা সম্পাতি বানর সকলকে অতিশয় আনন্দিত করতঃ স্বীয় অবস্থার অনুরূপ এই কথা বলিলেন যে, হে প্লবঙ্গমগণ! একে আমি গৃধ্রজাতি, তাহাতে আবার আমার পক্ষ সকল দগ্ধ হওয়ায় অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছি; অতএব আমি শারীরিক কোন প্রকার পরিশ্রমদ্বারা রামের সাহায্য করিতে সমর্থ হইব না, পরন্তু কেবল বাক্যদ্বারা তাঁহার উত্তম সহায়তা করিব। লোকত্রয়ে বিক্রম প্রকাশে উদ্যত বিষ্ণুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ভূরাদি লোকত্রয়, বরুণ-লোক, দেবাসুর বিমর্দ্দন অমৃত মন্থন এই সমস্ত বৃত্তান্তই আমার বিদিত আছে। সে যাহা হউক, রামের এই কার্য্য সম্পাদন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু জরাকর্ত্তৃক আমার তেজঃ অপহৃত ও ইন্দ্রিয় সকল শিথিলীকৃত হওয়ায় আমি সমর্থ হইতেছি না। যৎকালে সেই দুষ্টস্বভাব দশানন অনুপম সৌন্দর্য্য-সমন্বিতা সর্ব্বাভরণভূষিতা যুবতী সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তৎকালে আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলাম। সেই ভামিনী ভূষণবিক্ষেপ ও গাত্রকম্পন করতঃ হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই কথা বলিয়া রোদন করিতে-ছিলেন এবং শৈলশিখরে সংলগ্ন সূর্য্য-প্রভা ও বলাহকস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় সেই রাক্ষসের শ্যামল শরীরে তাঁহার উত্তম কৌশেয় বসন প্রতিভাত হইতেছিল। অপিচ রাম নাম কীর্ত্তনানুসারে তাঁহাকেই আমার সীতা বলিয়া বোধ হইতেছে।

হে বানরগণ! আমি অতঃপর তোমাদের নিকট সেই রাক্ষসের বাসস্থানের বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। বিশ্রবার পুত্র বৈশ্রবণের সহোদর সেই রাক্ষসরাজ রাবণ লঙ্কানগরীতে বাস করিয়া থাকে। সেই পরম রমণীয় লঙ্কানগরী এখান হইতে শত যোজন দূরে সমুদ্রের দ্বীপে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। সেই নগরী সুবর্ণময় দ্বার, কাঞ্চনময় বেদি, হেমবর্ণ অতিবৃহৎ প্রাসাদ ও সূর্য্যসবর্ণ উন্নত প্রাকারসমূহ দ্বারা অতিশয় শোভা পাইতেছে। কৌশেয়বসন পরিধায়িনী বৈদেহী সেই স্থানেই দীনভাবে বাস করিতেছেন। রাবণের অন্তঃপুরে রাক্ষসী সকল তাঁহাকে রু করিয়া রক্ষা করিতেছে। হে শাখামৃগগণ সাগরদ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত সেই লঙ্কা নগরীতেই তোমরা জনকরাজদুহিতা সীতাকে দেখিতে পাইবে। আর সম্পূর্ণশত যোজ সাগরের শেষভাগে গমন করিয়া তাহার দক্ষি তীর প্রাপ্ত হইলে তথায় রাবণকে দেখিতে পাইবে। অতএব হে প্লবঙ্গমগণ! তোমর ত্বরান্বিত হইয়া সত্বর সেই লঙ্কানগরীতেই গমন কর; আমি জ্ঞানদ্বারা নিশ্চয়ই জানিতেছি যে তোমরা সেই স্থানেই সীতা দেবীকে দর্শ করিয়া প্রত্যাগমন করিবে। পক্ষিজাতি বলিয়া আমার বাক্য অপ্রামাণ্য বোধ করি না, পক্ষিজাতির মধ্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রে এবং সমস্ত আকাশের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারি বলিয়া আমা দিগের সকল স্থানেই দৃষ্টিগোচর হইয় থাকে। চটক ও ধান্যোপজীবী পারাব প্রভৃতি পক্ষি সকল আকাশের প্রধান ভা পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। বলিভোজ কাক ও বৃক্ষফলভোজী শুক প্রভৃতি পত সকল দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত গমন করি থাকে। বন্য কুক্কুট, ক্রৌঞ্চ ও কুরর প্রভৃ বিহঙ্গগণ তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত গমন করি থাকে। শ্যেন সকল চতুর্থ ভাগ ও গৃধ্রগ পঞ্চম ভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। রূ যৌবন সম্পন্ন, বলবীর্য্যশালী হংস সক আকাশের ষষ্ঠ ভাগ পর্য্যন্ত গমন করি থাকে। পরন্তু বিনতানন্দন গরুড় ও অরু ইহারা আকাশের সপ্তম ভাগ পর্য্যন্ত গম

করিয়া থাকেন। হে বানরেন্দ্রগণ! আমরা সেই বিনতানন্দন গরুড় ও বরুণ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমরাও সর্ব্বাপেক্ষা উর্দ্ধে বিচরণ করিয়া থাকি; অতএব আমার বাক্যানুসারে সেই লঙ্কানগরীতে গমন করিলে তোমাদিগের মনোরথ সফল হইবে। অপিচ তোমরা লঙ্কানগরীতে প্রবিষ্ট হইলে সেই গর্হিত কর্ম্মকারী পিশিতাশন রাব বৈদেহী হরণের এবং আমার ভ্রাতৃ বধের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

হে বানরগণ! আমার সুবর্ণ সম্বন্ধীয় দিব্য চক্ষু ও বল বিদ্যমান থাকায় আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই লঙ্কানগরীস্থ রাবণ ও সীতাকে দর্শন করিতেছি। নৈসর্গিক আহার-জনিত বীর্য্যপ্রভাবে আমরা শত যোজনের কিঞ্চিৎ অধিক দূর হইতেও দর্শন করিয়া থাকি। আমাদিগের আহারবৃত্তি নৈসর্গিক নিয়মানুসারে দূরে বিহিত হইয়াছে, আর চরণযোধী কুক্কুটদিগের বৃক্ষমূলে বিহিত হইয়াছে। হে কপিগণ! তোমরা এক্ষণে লবণ-সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার উপায় দেখ; তাহা হইলেই তোমরা বৈদেহীর বৃত্তান্ত অবগত ও কৃতকৃত্য হইয়া গমন করিবে। হে প্লবঙ্গমগণ! আমার ইহা অভিলাষ হইতেছে যে, যদ্যপি তোমরা আমাকে বরুণালয় সমুদ্রের তীরে লইয়া যাও তাহা হইলে আমি স্বর্গগত মহাত্মা ভ্রাতা জটায়ুর উদকক্রিয়া সম্পাদন করি।

অনন্তর, মহাতেজা বানর সকল দগ্ধপক্ষ সম্পাতিকে লইয়া নদ ও নদীপতি সমুদ্রের তীরে সংস্থাপন করতঃ সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

ইতি অষ্টপঞ্চাশৎ সর্গ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টি সর্গ।

তদনন্তর, প্লবঙ্গমগণ গৃধ্ররাজ সম্পাতির অমৃততুল্য তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে বানরপ্রধান জাম্ববান্ প্লবঙ্গমগণের সহিত সহসা ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া গৃধ্ররাজকে কহিলেন, হে গৃধ্ররাজ! কে সীতাকে হরণ করিয়াছে? হরণ কালেই বা কে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে এবং এক্ষণে তিনি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন? আপনি আমাদিগকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিয়া এই বনবাসিদিগকে আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন্। কোন্ ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়া স্বয়ং দশরথনন্দন রাম ও লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট বজ্রবেগে নিপতিত বাণ সকলের বিক্রম চিন্তা না করিবে?

প্রায়োপবেশন পরিত্যাগ করিয়া সীতার বৃত্তান্ত শ্রবণে একান্ত সমুৎসুক বানরগণকে পুনর্ব্বার আশ্বাসিত করতঃ সম্পাতি, এই কথা বলিতে লাগিলেন। হে কপিগণ! আমি যেরূপে সীতাহরণ বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি, যিনি আমাকে এই বৃত্তান্ত কহিয়াছেন এবং আয়তলোচনা সীতা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত তোমাদিগকে কহিতেছি। শ্রবণ কর। আমার পক্ষ সকল সূর্য্যকিরণে দগ্ধ হওয়ায় আমি ক্ষীণপ্রাণ ও পরাক্রমবিহীন হইয়া এই বহুযোজন বিস্তীর্ণ দুর্গম গিরিবরে বহুকাল পতিত হইয়াছি। আমার পুত্র পতত্রিপ্রবর সুপার্শ্ব আমাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া নিয়মিত সময়ে আহার প্রদানপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, পরন্তু যেমন গন্ধর্ব্বগণের কাম অতি প্রবল, সর্প সকলের কোপ অতিশয় প্রখর মৃগগণের ত্রাস অধিক, তদ্রূপ আমাদিগে ক্ষুধাও অত্যন্ত প্রবল। এই স্বাভাবিক নিয় মানুসারে কোন সময়ে আমি অতিশয় ক্ষুধা ও আহারাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় আমার পুত্র সুপা আহারান্বেষণার্থ প্রাতঃকালে গমন করত সায়ংকালে আমিষবিহীন হইয়া প্রত্যাগম করিলেন। আমি পুত্র সুপার্শ্বকে আমিষবিহী অবলোকন করিয়া আহারানুরোধে সেই প্রীতি বর্দ্ধন পুত্রকে পীড়ন করিতে থাকিলে তি আমাকে সান্ত্বনা করিয়া এই বৃত্তান্ত বলি লাগিলেন। হে তাত! আমি নিয়মিত সমত আমিষার্থ আকাশে উত্থিত হইয়া মহেন্দ্র প তের দ্বার আবরণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিত এবং তথায় আমি একাকী সাগরান্তরগ

সহস্র প্রাণীর পথ অবরোধ করিবার নিমিত্ত অধোমুখ হইয়া রহিলাম। পরে সেই স্থানে দেখিলাম, বিভিন্ন অঞ্জনরাশিসবর্ণ কোন পুরুষ প্রভাত কালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালিনী এক রমণীকে গ্রহণ করিয়া গমন করিতেছে। আমি সেই স্ত্রী ও পুরুষটিকে দর্শন করিয়া আহারার্থে কৃতনিশ্চয় হইলে, সে বিনীত হইয়া সাম উপায়দ্বারা আমার নিকট পথ প্রার্থনা করিল, তাহাতে সম্মত হইয়া আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম। কেন না ভূমণ্ডলে সাম উপায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রহারকর্ত্তা কেহই বিদ্যমান নাই। হে পিতঃ! যখন নীচমধ্যেও কোন ব্যক্তি এরূপ ব্যবহার করে না, তখন মাদৃশ জনের অকর্ত্তব্য বিবেচনায় আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম; পরে সে মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যেন আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া বেগে গমন করিল।

অনন্তর, আকাশগামী সিদ্ধ ও চারণপ্রভৃতি মহর্ষিগণ আমার নিকট আগমন করিয়া আমাকে সম্মানিত করতঃ কহিলেন যে, সীতা তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া ভাগ্যবশতঃই জীবিত রহিলেন, কেন না, তুমি অনায়াসে তাঁহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে, আর ঐ পুরুষও স্ত্রী সমভিব্যাহারে কোন ক্রমে পলায়ন করিল; অতএব তুমি যখন সীতাকে সম্মুখে পাইয়া ভক্ষণ কর নাই তখন অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে। সেই সৌন্দর্য্যশালী সিদ্ধগণ আমাকে এই কথা বলিলে পর সেই ব্যক্তি রাক্ষসরাজরাবণ বলিয়া আমার বোধ হইল। হে তাত! শোকবেগে পরাজিতা কৌশেয়বসন ও অলঙ্কার রহিতা আলুলায়িতকেশা জনক দুহিতা রামের বনিতা সীতাকে দর্শন করতঃ আমার এই কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। বাগ্মিপ্রবর মহর্ষি এইরূপে সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে নিবেদন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া পরাক্রম প্রকাশে আমার কোন প্রকার বুদ্ধি উপস্থিত হইল না; কেননা পক্ষি পক্ষবিহীন হইলে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না।" অতএব হে কপিগণ! বাক্য এবং বুদ্ধি দ্বারা পরোপকার সম্পাদন হইতে পরে আমি তাহাই করিতে সমর্থ, অতএব তোমাদিগের প্রতিষ্ঠাভূত যে কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইব, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি বাক্য ও বুদ্ধি অনুসারে যাহাতে রামের কার্য্য সিদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় কার্য্যের ন্যায় তোমাদের সকলের প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে মনস্বি বানরগণ! তোমরা সকলে বলবুদ্ধিসম্পন্ন; এমন কি, দেবতাদিগেরও দুরাক্রম্য, এই নিমিত্তই সীতার অন্বেষণার্থ কপিরাজ সুগ্রীব তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণের ত্রিলোকের পরিত্রাণ ও নিগ্রহ করিতে সমর্থ কঙ্কপত্র সমন্বিত সায়ক সকল বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে। দশগ্রীব রাবণ বল ও পরাক্রমশালী হইলেও তোমাদিগের অজেয় হইবে না, কারণ তোমরা সকল কার্য্যেই সমর্থ; অতএব তোমরা কাল বিলম্ব না করিয়া বুদ্ধিস্থির কর, যেহেতু তোমাদের সদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের অলসভাবে অবস্থান করা অকর্ত্তব্য।

ইতি একোনষষ্টিতম সর্গ॥ ৫৯

ষষ্টিতম সর্গ।

তদনন্তর গৃধ্ররাজ সম্পাতি স্নানানন্তর ভ্রাতার উদক ক্রিয়া সমাপন করিলে যূথপতি বানর সকল তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া সেই রমণীয় পর্ব্বতে উপবেশন করিলেন। তখন সম্পাতি অঙ্গদ প্রভৃতি কপিগণের আগমনে স্বীয় পক্ষ জননের হেতুভূত নিশাকর মুনির পূর্ব্ব কথিত ও প্রদত্ত বরে বিশ্বস্ত এবং হর্ষিত হইয়া বানর মধ্যস্থ অঙ্গদকে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। হে হরিগণ! আমি যেরূপ মিথিলা রাজনন্দিনী সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, তাহা প্রকৃত রূপে তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিব; তোমরা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর।

পরে সম্পাতি অঙ্গদকে কহিলেন, হে অনঘ! পূর্ব্বে আমি সূর্য্যকিরণে দগ্ধপক্ষ,

সন্তপ্ত ও বিবশ হইয়া এই বিন্ধ্যাচলের শিখরে পতিত হইয়াছিলাম। ষষ্ঠ রাত্রের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিহ্বলের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করতঃ কিছুই বোধ করিতে পারিলাম না। পরে ক্রমশঃ সাগর, শৈল, সরিৎ, সরোবর, অরণ্য ও প্রদেশ সমস্ত দেখিতে দেখিতে জ্ঞান স্বয়ং উপস্থিত হইল এবং দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত প্রহৃষ্ট পক্ষিসমূহে সমাবৃত উদরস্থ কন্দর ও শিখর সমন্বিত এই পর্ব্বতকে বিন্ধ্যগিরি বলিয়া নিশ্চয় হইল। মহাতপা নিশাকর ঋষি যে আশ্রমে বাস করিতেন, সুরগণ নিষেবিত পুণ্যপ্রদ সেই আশ্রম এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি নিশাকর সুরপুরে গমন করিলে, আমি ঋষিবিরহিত এই পর্ব্বত মধ্যে একাকী বাস করতঃ অষ্ট সহস্র বৎসর যাপন করিয়াছি।

কিছু দিন পরে আমি সেই ঋষিকে দর্শন করিবার অভিলাষে অতি বিষম বিন্ধ্যগিরির অগ্রভাগ হইতে অতিকষ্টে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইয়া তীক্ষ্ণাগ্র দর্ভসমন্বিত ধরাতলে ঋষির আশ্রমে পুনর্ব্বার আগমন করিলাম। জটায়ু এবং আমি বহুবার সেই ঋষিকে সেবা করিয়াছিলাম বলিয়া সেই আশ্রম আমার বিশেষ রূপে বিদিত ছিল। আমি সেই আশ্রমে আগমন করিয়া দেখিলাম যে, বৃক্ষ সকল পুষ্পিত ও উৎকৃষ্ট ফলসমন্বিত হইয়া বিরাজিত হইতেছে এবং সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। পরে পুণ্যাশ্রমে প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ নিশাকর ঋষির দর্শনাভিলাষে প্রতীক্ষা করতঃ বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া রহিলাম। অনন্তর, আমি দেখিলাম যে, অতিদূরে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় তেজস্বী দুর্দ্ধর্ষ সেই মহর্ষি নিশাকর কৃতস্নান হইয়া উত্তর মুখে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যেমন প্রতিগ্রহণার্থী প্রাণিগণ দাতাকে বেষ্টন করিয়া গমন করে, তদ্রূপ ঋক্ষ, সৃমর, ব্যাঘ্র, সিংহ, নাগ ও সরীসৃপপ্রভৃতি প্রাণি সকল সেই ঋষিকে পরিবেষ্টন করিয়া গমন করিতেছে। পরে তিনি আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে যেমন নরপতি নিজ ভবন প্রবিষ্ট হইলে অমাত্যসহ সৈনিকগণ নির্গত হয়, তদ্রূপ সেই প্রাণিগণ প্রতিগমন করিল। পরে ঋষি আমাকে দর্শন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করতঃ মুহূর্ত্তমধ্যে তথা হইতে পুনর্ব্বার নির্গত হইয়া আমাকে মদীয় অবস্থার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

হে সৌম্য! অগ্নিতাপে তোমার পক্ষদ্বয় দগ্ধ ও শরীরস্থ ইন্দ্রিয় সমস্ত বিকল বিশেষতঃ তোমার রোমের বিক্রিয়া হওয়ায় আমি তোমাকে দর্শন করিয়াও জানিতে পারিতেছি না। পূর্ব্বে জটায়ু এবং তোমার বায়ুর ন্যায় বেগ দর্শন করিয়াছিলাম; তোমরা দুই ভ্রাতাই গৃধ্রগণের রাজা এবং ইচ্ছানুসারে নানা রূপ ধারণ করিয়া থাক। হে সম্পাতে! তোমাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে, জটায়ু তোমার অনুজ। তুমি মানুষরূপ ধারণ করিয়া কি নিমিত্ত আমার চরণ ধারণ করিলে? তোমার কি ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে? কিরূপে তোমার পক্ষদ্বয়ের পতন হইল? কে তোমার এরূপ দণ্ড করিল? আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

ইতি ষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর, সম্পাতি, মুনির নিকট স্বীয় দর্পকৃত অনন্যসাধ্য সুদারুণ শচীপতি সহ সমর ও সূর্য্যানুগমন বৃত্তান্ত কহিয়া বলিলেন, ভগবন্! দেবরাজের বজ্রপ্রহারে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং সূর্য্যের অনুগমনরূপ অনুচিত কার্য্য করণ জন্য লজ্জিত হওয়ায় ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়াছি; তজ্জন্য সম্যক্ রূপে বলিতে সমর্থ হইতেছি না, তথাপি কথঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন্।

একদা আমি ও মদীয় ভ্রাতা জটায়ু আমরা উভয়ে ইন্দ্রকে পরাজয় করতঃ গর্ব্ববশতঃ বিমোহিত হইয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরের পরাক্রম জানিবার অভিলাষে কৈলাস শিখরস্থিত মুনিগণের সমক্ষে দিবাকর যাবৎকাল

অস্তগিরি গমন না করেন তাবৎ তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইলাম। আমরা এককালেই আকাশপথ প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীস্থ নগর সকল রথচক্রপরিমিত ও ভিন্ন ভিন্ন দর্শন করিতে লাগিলাম।

সেই আকাশ প্রদেশে কোন স্থানে বাদিত্র নির্ঘোষ, কোন স্থানে ভূষণধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলাম; কোন স্থানে শোণবসনপরিধায়িনী সঙ্গীতকারিণী অনেকানেক দিব্যাঙ্গনাগণকে অবলোকন করিতে লাগিলাম। পরে অতি সত্বর গগনাঙ্গনে উত্থিত হইয়া আদিত্যসন্নিহিত স্থান প্রাপ্ত হইলে তথা হইতে আমি দেখিলাম যে, ভূভাগস্থ বন সকল যেন শাদ্বলসমাবৃত শিলোচ্চয়ে সমাচ্ছন্ন, ভূমণ্ডল যেন উপলদ্বারা পরিবৃত এবং বসুন্ধরা যেন নদীরূপ সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিয়াছে। আর পৃথিবীস্থ হিমবান্, বিন্ধ্য ও সুমেরুপ্রভৃতি অতি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল জলাশয়স্থিত গজসমূহের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

আমরা এইরূপ ব্যাপার সমস্ত দর্শন করিতে থাকিলে তখন আমাদিগের ক্রমশঃ তীব্রতর স্বেদ, খেদ, ভয় ও মোহ উপস্থিত হইল এবং কিঞ্চিৎ কাল পরেই আমরা সুদারুণ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলাম; তৎকালে দিক্ বিদিক্ কিছুই বোধ করিতে পারিলাম না। প্রত্যুত প্রলয়কালীন অগ্নিদ্বারা নিরন্তর দগ্ধ লোকের ন্যায় মৃতপ্রায় হইলাম এবং আমার মন দর্শনাশ্রয় চক্ষুর নিতান্ত সন্নিকৃষ্ট হইয়া সৌরতেজে অভিভূত হইল, কিন্তু বিপুল যত্নসহকারে সূর্য্যের প্রতি মনঃ ও চক্ষুর্দ্বয় অর্পণ করিয়া পুনরায় অবলোকন করিলাম; যেহেতু ভাস্কর পৃথিবীরতুল্য পরিমাণে প্রতিভাত হইতেছিলেন।

তদনন্তর, জটায়ু মোহাভিভূত হইয়া আমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ না হইয়াই ভূতলে পতনোদ্যত হইল, তাহাকে পতিত হইতে দেখিয়া রক্ষা করিবার আশয়ে আমি তাহার উপর পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক অম্বরতল হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। জটায়ু আমার পক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত হইল বলিয়া আর সৌরতেজে দগ্ধ হইল না; পরন্তু আমি তৎকালে স্বীয় প্রমাদবশে নির্দ্দগ্ধ হইয়া বায়ুপথ হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিলাম। পরে দগ্ধপক্ষ ও জড়ীভূত হইয়া বিন্ধ্য পর্ব্বতে পতিত হইলাম; বোধ করি জটায়ু জনস্থানে নিপতিত হইয়া থাকিবে। অনন্তর, আমি রাজ্য, ভ্রাতা, পক্ষ ও বিক্রম বিহীন হইয়া মৃত্যুবাসনায় গিরিশিখর হইতে পতিত হইলাম।

ইতি একষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

আমি অতিশয় দুঃখিত চিত্তে মুনিবরকে এইরূপ কহিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। অনন্তর, ভগবান্ মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, তোমার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমাবলী ও অন্য পক্ষ সকল পুনরায় উদ্গত হইবে এবং বল, বিক্রম, চক্ষুঃ, প্রাণপ্রভৃতি সকলই পুনর্ব্বার লাভ করিবে। একটি সুমহৎ কার্য্য উপস্থিত হইবে ইহা পুরাণে শুনিয়া বিদিত হইয়াছি এবং তপোবলেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে ইক্ষ্বাকুকুলবর্দ্ধন দশরথ নামে কোন রাজা জন্ম গ্রহণ করিবেন। মহাতেজস্বী রাম নামে তাঁহার এক পুত্র হইবেন। সেই সত্যবিক্রম রাম পিতাকর্ত্তৃক নির্বাসিত হইয়া বনগমন করিবেন। দেব ও দানবদিগের অবধ্য রাক্ষসপতি রাবণ জনস্থানে তাঁহার ভার্য্যাহরণ করিবে। সেই দুঃখমগ্না যশস্বিনী মহাভাগা মৈথিলী ভোক্ষ্যভোজ্য প্রভৃতি কাম্যবস্তুদ্বারা রাক্ষসকর্ত্তৃক প্রলোভিতা হইয়াও কিছুমাত্র ভোজন করিবেন না। পরে সুরপতি ইন্দ্র ইহা অবগত হইয়া বৈদেহীকে পরমান্ন প্রদান করিবেন, যাহা অমৃততুল্য ও সুরদিগেরও দুর্লভ, মৈথিলী ঐ অন্ন ইন্দ্র হইতে আসিয়াছে জানিয়া গ্রহণ করিবেন। পরে তদীয় অগ্রভাগ উত্তোলনপূর্ব্বক "আমার ভর্ত্তা ও দেবর লক্ষ্মণ যদি জীবিত থাকেন, অথবা লোকান্তরে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তথাপি এই অগ্রভাগ তাঁহাদের তৃপ্তির নিমিত্ত উপস্থিত হউক" এই কথা

বলিয়া রাম ও লক্ষ্মণোদ্দেশে ভূতলে দান করিবেন। পরে লঙ্কায় প্রেরিত হইয়া রামের দূতগণ এই স্থানে আসিবে। হে বিহঙ্গম! রামমহিষীর বিষয় তাহাদিগকে বলিও। তুমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইও না, আর এই অবস্থায় বা কোথায় যাইবে? দেশকাল প্রতীক্ষা কর, অবশ্যই পক্ষদ্বয় পুনরায় লাভ করিবে। আমি অদ্যই তোমাকে সপক্ষ করিতে পারিতাম; কিন্তু তুমি এস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রাহ্মণ, গুরু, মুনি ও বাসবের হিতের নিমিত্ত রাজপুত্রদ্বয়ের সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি এইরূপ বলিয়াছিলেন, সে জন্য আমিও রাম লক্ষ্মণকে দেখিবার অভিলাষী হইয়াছি, আর অধিককাল জীবন ধারণ করিতে পারিব না; শীঘ্রই কলেবর ত্যাগ করিব।

ইতি দ্বিষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

সেই বাক্যবিশারদ মুনিবর এইরূপ ও অন্য বহুবিধ উপদেশবাক্যদ্বারা আমন্ত্রণপূর্ব্বক ভাবি কার্য্য সাধন নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিয়া স্বীয় আলয়ে প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু আমি পর্ব্বতকন্দর হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিন্ধ্য পর্ব্বতের শিখরে আরোহণপূর্ব্বক তোমাদিগের অপেক্ষা করিতেছি। মুনির নিদেশ কাল হইতে অদ্য প্রায় অষ্ট সহস্র বৎসরেরও অধিককাল বিগত হইয়াছে, তথাপি আমি তাঁহার বাক্য হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক দেশকালের প্রতীক্ষা করতঃ অবস্থিতি করিতেছি, কিন্তু নিশাকর ঋষি কেদারাচল হইতে হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক জীবন ত্যাগ করিয়া স্বর্গ গমন করিলে আমি বহুবিধ বিতর্কে আবৃত ও নিরন্তর সন্তাপে দগ্ধ হইয়া মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম, কেবল মুনিবাক্যে নির্ভর করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছি। তিনি প্রাণ ধারণের নিমিত্ত আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই প্রদীপ্ত অগ্নি শিখা যেমন অন্ধকার নাশ করে, তদ্রূপ আমার দুঃখরাশি অপনয়ন করিতেছে। দুরাত্মা রাবণ আমার পুত্র অপেক্ষা হীনবীর্য্য ইহা অবগত ছিলাম বলিয়া পুত্রকে এইরূপ তিরস্কার করিয়াছিলাম যে, হে পুত্র! সীতার বিলাপ আর "অদ্য রাম ও লক্ষ্মণ সীতা বিরহিত হইলেন" সিদ্ধদিগের এই পরিতাপবাক্য শুনিয়া তুমি রামপত্নীকে রক্ষা কর নাই; অতএব আমার প্রতি দশরথের যাদৃশ স্নেহ ছিল, তুমি আমার পুত্র হইয়া তাদৃশ প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান কর নাই।

বানরগণের সমীপে এইরূপ বচনবিন্যাস করিতে করিতে তাহাদিগের সমক্ষেই পুনরায় সম্পাতির পক্ষদ্বয় উদ্গত হইল। পরে তিনি অরুণবর্ণ পক্ষদ্বারা স্বীয় তনু আবৃত দেখিয়া অতুল হর্ষলাভ করিলেন এবং বানরদিগকে বলিলেন যে, অমিততেজা রাজর্ষি নিশাকরের প্রসাদে আমি সূর্য্যরশ্মিদগ্ধ পক্ষদ্বয় প্রাপ্ত হইলাম। যৌবন কালে আমার যেরূপ পরাক্রম ছিল, অদ্য সেই পরাক্রম, বল ও পৌরুষ, সকলই লাভ করিলাম। তোমরা সর্ব্বথা যত্নপূর্ব্বক অন্বেষণ কর, অবশ্যই সীতাকে প্রাপ্ত হইবে; কেন না, আমার পক্ষ লাভই তোমাদিগের কার্য্যসিদ্ধির প্রত্যয় করিয়া দিতেছে। পরে, আকাশচারি পতগরাজ সম্পাতি, বানর সকলকে এইরূপ বলিয়া পূর্ব্ববৎ স্বীয় গতি শক্তি হইয়াছে কি না, ইহা জানিতে অভিলাষী হইয়া গিরিশৃঙ্গ হইতে উৎপতিত হইলেন। বানরসত্তমগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত হইয়া যে প্রকারে সীতালাভ হয়, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইল। অনন্তর, পবনসদৃশ বিক্রমশালী বানরসত্তমগণ পৌরুষলাভার্থী ও সীতান্বেষণে উদ্যোগী হইয়া দক্ষিণদিকে গমন করিল।

ইতি ত্রিষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর সিংহসদৃশ বিক্রমসম্পন্ন বানরগণ গৃধ্ররাজ মুখে সীতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রীতচিত্তে উল্লম্ফনপূর্ব্বক সকলে নিনা

করিতে লাগিল এবং সীতার দর্শনাভিলাষী হইয়া সাগরমধ্যস্থিত রাবণ নিলয়ের উদ্দেশে সমুদ্রতীরে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভীমবিক্রম হরিগণ সাগরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, সেই সমুদ্র প্রদেশ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহসঙ্কুল স্বর্গলোকের প্রতিবিম্বের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে, সাগরের সকল স্থানে পাতাল তলবাসি দানব রাজগণ বিরাজমান রহিয়াছে, কোন স্থান স্তিমিতভাবে রহিয়াছে, কোন স্থান নৃত্য করিতেছে, কোথায় পর্ব্বত পরিমিত উর্ম্মি সকল উত্থিত হইতেছে। অনন্তর প্রধান প্রধান মহাবল হরিবীরগণ রোমহর্ষকর সাগর দর্শন করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর দিক্ অবলম্বনপূর্ব্বক সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া উপবেশন করিল। পরে তাহারা সকলে মিলিত হইয়া আকাশের ন্যায় দুষ্পারসমুদ্র অবলোকনপূর্ব্বক “আমাদিগের এখন কি করা কর্ত্তব্য” এই কথা বলিয়া বিষণ্ণ হইল।

অনন্তর, হরিসত্তম অঙ্গদ বানরসেনাগণকে সাগর বীক্ষণে বিষণ্ণ ও ভয়াকুল দেখিয়া তাহাদিগকে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন, হে কপিগণ! বিষাদে মনোনিবেশ করা উচিত নহে; কেন না বিষাদই অধিকতর দোষের আকর; ক্রুদ্ধ বিষধর যেমন শিশুকে নিহত করে, তদ্রূপ বিষাদই পুরুষকে বিনাশ করে। যে পুরুষ পরাক্রম প্রকাশ সময়ে সহসা বিষাদে প্রবৃত্ত হয়, সে বিষাদ বশতঃ তেজোহীন হইয়া কখন পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে না। সেইরাত্রি বিগত হইলে অঙ্গদ প্রধান বানরদিগের সহিত মিলিতহইয়া পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তখন দেববাহিনী যেমন ইন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া শোভা পায়, তদ্রূপ সেই বানরসেনা অঙ্গদকে পরিবারিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল এবং সেনাগণ অঙ্গদকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল যে, বালিতনয় অঙ্গদ ও হনুমান্ ব্যতীত অপর কে এই বানরীসেনা সংযত করিতে সমর্থ হইবে?

অনন্তর, অরিদমন শ্রীমান্ অঙ্গদ বৃদ্ধ বানরগণ ও সৈন্যগণকে অভিনন্দনপূর্ব্বক এইরূপ অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন যে, হে বানরগণ! কোন্ মহাতেজা এক্ষণে সাগর লঙ্ঘন করিবে? কেই বা অরিদমন সুগ্রীবকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিবে? কোন্ বীর শতযোজন সমুদ্র উত্তরণ করিবে? কেই বা এই যূথপতিদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে এবং কোন্ ব্যক্তির অনুগ্রহে কার্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত ও সুখিত হইয়া আমরা পুত্র কলত্র ও গৃহ সকল নিরীক্ষণ করিব? কাহার অনুকম্পায় বা আমরা হৃষ্ট হইয়া মহাবল রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সমীপে গমন করিব? হে যূথপতিগণ! যদি আপনাদিগের মধ্যে কেহ সমুদ্র উত্তরণে সমর্থ হন, তবে তিনি শীঘ্রই আমাদিগের পুণ্যজনক অভয় দক্ষিণা প্রদান করুন্। অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ কিছুই উত্তর করিল না, কারণ সেই বানরীসেনা তৎকালে জড়প্রায় হইয়াছিল। পরে কপিসত্তম অঙ্গদ বানরদিগকে পুনরায় বলিলেন যে, হে বানরগণ! আপনারা সকলেই বলবান্ বিক্রমসম্পন্ন ও মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সম্মানিত হইয়াও থাকেন; অতএব কাহারও দ্বারা আপনাদিগের গতিরোধ হইবার কখন সম্ভাবনা নাই। হে প্লবঙ্গমগণ! আপনাদিগের মধ্যে সাগর উত্তরণে যাহার যতদূর শক্তি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন্।

ইতি চতুঃষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

তখন গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্ প্রভৃতি বানরসত্তমগণ অঙ্গদের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় স্বীয় গতিশক্তির বিষয় ক্রমে ক্রমে বর্ণন করিতে লাগিল। প্রথম বানরসভামধ্যস্থ গজ বলিলেন, বানরগণ! আমি দশ যোজন প্লবন করিতে পারি। গবাক্ষ বিংশতি যোজন, শরভ ত্রিংশৎ যোজন গবয় চত্বারিংশৎ যোজন, মহাতেজা গন্ধমাদন পঞ্চাশৎ যোজন, মৈন্দ ষষ্টি যোজন, মহাবল দ্বিবিদ সপ্ততি যোজন, কপিসত্তম

সুষেণ অশীতি যোজন, এইরূপ সকলেই স্ব স্ব গমন শক্তি প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর, কপিগণের মধ্যে বৃদ্ধতম জাম্ববান্ তাহাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রত্যুক্তি করিলেন, পূর্ব্বে আমারও গতি শক্তি অনির্ব্বচনীয় ছিল, সংপ্রতি যৌবনকাল অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু কপিরাজ সুগ্রীব ও রাম উভয়েই "আমরা এই কার্য্য সিদ্ধি করিব" বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন, অতএব একার্য্যে আমার উপেক্ষা করা কোন মতে উচিত নহে। আমার এ অবস্থায় যতদূর গমন করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন, আমি এখনও নবতি যোজন গমন করিতে পারি, ইহাতে সংশয় নাই।

পরে জাম্ববান্ প্রধান প্রধান বানরদিগকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, হে বানরগণ! আমার এতাবন্মাত্রই যে গমন শক্তি ছিল তাহা নহে। পূর্ব্বকালে সনাতন বিষ্ণু বিরোচননন্দন বলির যজ্ঞে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক যখন স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল অধিকার করেন, তৎকালে আমি তাঁহার সেই বিরাট মূর্ত্তিও প্রদক্ষিণ করিয়াছিলাম। যৌবনকালে আমার উৎকৃষ্টতম অপরিমেয় বল ছিল; এখন বৃদ্ধ হইয়াছি প্লবনে তাদৃশ শক্তি নাই। স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে এখন আমি এই পর্য্যন্তই গমন করিতে পারি; কিন্তু ইহাদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন হইতেছে না। তখন প্রজ্ঞাসম্পন্ন অঙ্গদ কপিবর জাম্ববানের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উদারার্থ সমন্বিত প্রত্যুক্তি করিলেন! শতযোজন বিস্তীর্ণ বিপুলতর এই মহা সমুদ্র আমি অতিক্রম করিতে পারি; কিন্তু প্রত্যাবৃত্ত হইতে আমার শক্তি আছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না।

পরে বাক্যবিশারদ জাম্ববান্ হরিবর অঙ্গদকে বলিলেন, হে কপিবর! আপনার গমনের শক্তি বিলক্ষণ আছে, তাহা আমরা অবগত আছি, আপনি শত সহস্র যোজন অনায়াসে গমন করিতে পারেন ও প্রতিনিবৃত্ত হইতেও সমর্থ, কিন্তু আপনি প্রভু; অতএব আপনার স্বয়ং গমন করা যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। হে বৎস প্লবগসত্তম! ইহারা আপনার ভৃত্য, সুতরাং ইহাদিগকে আপনি প্রেরণ করিতে পারেন, কিন্তু ভৃত্যগণ কখন আপনাকে প্রেরণ করিতে পারে না। হে শত্রুতাপন! আপনি যখন আমাদের প্রভুভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন, তখন স্ত্রী যেমন স্বামীর আদেশ অবাধে সম্পাদন করে, তদ্রূপ আপনার আদেশ প্রতিপালন করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনারও সৈন্যদিগকে কলত্রের ন্যায় প্রতিপালন করা উচিত, এই নিয়ম সেনাগণের মধ্যে চির প্রচলিত। হে বৎস! প্রয়োজনীয় কার্য্যের মূল রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, মূল রক্ষিত হইলেই সেই কার্য্য ফলোন্মুখ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, আপনিই ঐ কার্য্যের মূল কারণ, অতএব আপনকার জায়ার ন্যায় সেনাগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করা উচিত। হে শত্রুতাপন কপিসত্তম! আপনি অতিশয় পরাক্রমশালী ও বুদ্ধিমান্, অতএব আপনি এই কার্য্যসাধনের প্রতি কেবল হেতুমাত্র হইবেন; কেন না আপনি আমাদিগের যুবরাজ ও রাজপুত্র, সুতরাং আপনাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা এই কার্য্য নিষ্পাদন করিব সন্দেহ নাই।

অনন্তর, বালিনন্দন কপিবর অঙ্গদ মহাপ্রজ্ঞা সম্পন্ন নীতি বক্তা জাম্ববান্কে বলিলেন, যদি আমি গমন না করি এবং অন্য কোন কপিপুঙ্গব গমন না করেন, তবে অনশনে প্রাণত্যাগ করাই আমাদিগের উচিত; যেহেতু সেই ধীমান্ হরিপতি সুগ্রীবের আদেশ প্রতিপালন না করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলে জীবন রক্ষা হইবে না এবং লঙ্কায় গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতেও পারিব না, প্রাণ সুতরাং রক্ষার আর উপায় দেখিতেছি না। আমাদিগের সেই প্রভু প্রসন্ন হইলে যেমন অধিকতর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, কুপিত হইলেও তদপেক্ষা অধিক দণ্ডবিধান করেন; অতএব তাঁহার আদেশ অন্যথা করিয়া, কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিলে অবশ্যই নিধন প্রাপ্ত হইব। এক্ষণে যাহাতে এই

কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত না হয়, তাহার উপায় চিন্তা করুন; কেননা, আপনি সকল বিষয়ের তত্ত্বার্থ অবগত আছেন।

তখন বীরবর হরিসত্তম জাম্ববান্ অঙ্গদ-কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে বীর! আপনার এই কার্য্যের হানি হইবে না; যিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, আমি তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতেছি। পরে হরিবর জাম্ববান্ নিভৃত স্থানে সুখোপবিষ্ট বিখ্যাত বানর বীর হনুমান্‌কে উক্ত কার্য্যে নিয়োগ করিলেন।

ইতি পঞ্চষষ্টিতম সর্গ। ৬৫

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর জাম্ববান্ বিষাদগ্রস্ত অসংখ্য হরি-সেনার প্রতি অবলোকন করিয়া হনুমান্‌কে বলিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ! বানর মণ্ডলীর মধ্যে তুমিই প্রধান বীর, অতএব তুমি তূষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কিজন্য বিরলে অবস্থান করিতেছ, আর কেনই বা কথা কহিতেছ না? তুমি বলে ও তেজে বানরপতি সুগ্রীবের সদৃশ এবং রাম ও লক্ষ্মণ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট নও। অরিষ্টনেমির পুত্র মহাবল বৈনতেয় গরুড় যেমন সকল পক্ষি-জাতির উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ তুমিও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত। সেই মহাবল পক্ষী শারীরিক বল ও পক্ষবলে উৎকৃষ্ট, কেননা আমি তাহাকে বারম্বার সমুদ্র হইতে বলপূর্ব্বক ভুজঙ্গ সকলকে উদ্ধৃত করিতে দেখিয়াছি, তাহার পক্ষদ্বয়ের যেরূপ বল, তোমার বাহুবলও তৎসদৃশ; তুমি তেজে ও বিক্রমে তদপেক্ষা ন্যূন হইবে না। হে হরিবর! তুমি সকল প্রাণি অপেক্ষা বল, বুদ্ধি, বিক্রম ও তেজে উৎকৃষ্ট হইয়াও আপনাকে লজ্জিত বোধ করিতেছ না? অপ্সরা জাতির মধ্যে পরম রূপবতী পুঞ্জিকস্থলা নাম্নী লোক বিখ্যাত এক অপ্সরা ছিলেন। তিনি হরিবর কেশরির পত্নী হইয়া পরে অঞ্জনা নামে অভিহিতা হয়েন। হে বৎস! অপ্রতিম রূপবতী বলিয়া তিনি ত্রিলোক বিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু ঋষির অভিশাপে বানরী হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কামরূপিণী হইলেন। বানরপতি কুঞ্জরদুহিতা অঞ্জনা কোন সময়ে রূপ যৌবনসম্পন্ন মনুষ্য বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক বিচিত্র মাল্য, অভরণ ও ক্ষৌম বসন পরিধান করিয়া বর্ষাকালীন মেঘসন্নিভ পর্ব্বতশিখরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। পরে পবন পর্ব্বতাগ্রস্থিতা সেই বিশাল নয়নার রক্তবর্ণ দশাসমন্বিত পবিত্র পীতবসন ক্রমে ক্রমে অপহরণ করিলেন। অনন্তর পরস্পর সংশ্লিষ্ট বৃত্তানুপূর্ব্ব ঊরুযুগল, উভয়ে সংযুক্ত বিশাল স্তনদ্বয় ও সুগঠন মনোহর আনন অবলোকন করিলেন।

পরে পবনদেব সেই যশস্বিনীর শোভন অঙ্গ সকল বিপুল নিতম্ব ও কটির ক্ষীণতা অবলোকন করিয়া একবারে কামমোহিত হইলেন এবং সুদীর্ঘ বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। এই অবকাশে কামবলে অবশেন্দ্রিয় হইয়া সেই অনিন্দিতা নারীতে গর্ভ নিষেক করিলেন। অনন্তর, সাধুচরিত্রা অঞ্জনা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কে আমার এই পাতিব্রত্যধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে? পরে পবন অঞ্জনার বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, হে সুশ্রোণি! আমি তোমার একপত্নীব্রত নষ্ট করি নাই; অতএব তোমার মনের ভয় অপনীত হউক। হে যশস্বিনি! তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে যে, তোমাতে গমন করিয়াছি, তাহাতেই তোমার বুদ্ধিসম্পন্ন ও বীর্য্যবান্ এক পুত্র হইবে। সেই সত্ত্বসম্পন্ন মহাবল পরাক্রম পুত্র অতিক্রমণ ও উল্লম্ফন করিতে মৎ সদৃশ ও তেজস্বী হইবে।

অনন্তর, হে মহাবাহু কপিবর! তোমার জননী পবন দেবের ঐ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হওত তোমাকে গুহায় প্রসব করিলেন। তুমি বাল্যাবস্থায় মহাবনে সূর্য্য উদয় হইতে দেখিয়া ফল মনে করতঃ গ্রহণাভিলাষী হইয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক শূন্যপথে, উত্থিত হইয়াছিলে। হে কপিবর! ত্রিশত যোজন গমন করিয়া তাঁহার তেজে পতিত হইয়া কিছুমাত্র বিষাদ প্রাপ্ত হইলে না; কিন্তু ইন্দ্র তোমাকে শীঘ্র অন্ত-

ন্নীক্ষে গমন করিতে দেখিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া বলপূর্ব্বক তোমার প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তোমার বাম হনু ভগ্ন হইয়া তখন পর্ব্বতশিখরে পতিত হয়, সেই অবধি তুমি হনুমান্ নামে অভিহিত হইতেছ।

অনন্তর, গন্ধবহ প্রভঞ্জন বায়ু তোমাকে নিহত দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হওত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল লোকে প্রবাহিত হইলেন না, তাহাতে ত্রৈলোক্য ক্ষুভিত হইলে লোকপাল সুরগণ বিস্মিত হইয়া ক্রোধপরবশ বায়ুর প্রসন্নতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। হে বৎস সত্যবিক্রম! পবন দেব দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রসন্নতা লাভ করিলে, ব্রহ্মা তোমাকে "শস্ত্রদ্বারা বধ হইবে না" এই বর প্রদান করিলেন। তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র বজ্রপাতেও তোমার শরীর অক্ষত রহিল দেখিয়া, প্রীত হইলেন এবং "স্বচ্ছন্দ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হইবে" এই উৎকৃষ্ট বর তোমাকে দিয়াছিলেন। হে বৎস! তুমি কেশরির ক্ষেত্রজ সন্তান ও বায়ুর ঔরস পুত্র, তেজঃ ও বেগে তৎসদৃশ এবং ভীম বিক্রম। অদ্য আমরা জীবন্মৃত হইয়াছি, কিন্তু তুমিই এখন আমাদিগের মধ্যে দ্বিতীয় কপিরাজের ন্যায় দাক্ষিণ্য ও বিক্রমসম্পন্ন রহিয়াছ। হে বৎস! ত্রিবিক্রম অবতার সময়ে শৈল ও কাননরাজিবিরাজিতা এই মেদিনী এক বিংশতি বার প্রদক্ষিণ করিয়াছি এবং দেবতাদিগের আদেশ অনুসারে ওষধি সকল সঞ্চয় করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করি; মথিত হইয়া তাহা হইতেই অমৃত উৎপন্ন হয়। তৎকালে আমার অতিশয় বল ছিল, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়া পরাক্রম বিহীন হইয়াছি। অধুনা তুমি আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বগুণান্বিত, প্লবনকারির শ্রেষ্ঠ ও বিক্রান্ত; অতএব তুমি স্বীয় বল প্রকাশ কর; যেহেতু এই বানরবাহিনী তোমার বীর্য্য দেখিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছে।

হে বানরবর হনুমন্! উত্থানপূর্ব্বক এই মহাসাগর অতিক্রম কর; কেন না, তুমি সমুদ্রপারে গমন করিলে কেবল আমাদিগের উপকার হইবে এমন নহে, সকল প্রাণিরই হিতের নিমিত্ত হইবে সন্দেহ নাই। হে মহাবেগশালি হনুমন্! বানর সকল বিষণ্ণবদনে অবস্থিতি করিতেছে দেখিয়াও কেন উপেক্ষা করিতেছ? ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর ন্যায় তুমিও বিক্রম প্রকাশ কর।

অনন্তর, পবননন্দন কপিবর হনুমান্ বানরসত্তম জাম্ববান্কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ও স্বীয় বল অবগত হইয়া হরিবাহিনীকে প্রহর্ষিত করিয়া তদনুরূপ রূপ ধারণ করিলেন।

ইতি ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ॥ ৬৬॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর, বানরবর হনুমান্ সহসা বেগে পরিপূর্ণ হইয়া শত যোজন অতিক্রম করিবার অভিলাষে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বানরগণ ইহা দেখিয়া শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা হর্ষসমাবিষ্ট হইয়া নিনাদ করিল এবং মহাবল হনুমানের স্তুতি পাঠে প্রবৃত্ত হইল। প্রজাবর্গ ত্রিবিক্রমে কৃতোৎসাহ নারায়ণকে যেমন অবলোকন করিয়াছিল, তদ্রূপ তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে বিস্মিত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বীক্ষণ করিতে লাগিল।

মহাবল হনুমান্ সর্ব্বথা স্তুত হইয়া বর্দ্ধিত হইলেন এবং হর্ষাবেশে লাঙ্গুল আস্ফালন করতঃ বল সংগ্রহ করিলেন। বৃদ্ধ বানরশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার স্তব করিতে থাকিলে, তেজে পরিপূর্ণ হইয়া তখন তাঁহার অনুত্তম রূপ হইল। বিবৃত গিরিগহ্বরে সিংহ যেমন বিকাশিত হয়, তদ্রূপ মারুততনয় হনুমান্ তৎকালে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ধীমান্ হনুমান্ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, তাঁহার মুখ তড়িৎবাহ মেঘের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল এবং তিনি নির্ধূম অগ্নির ন্যায় শোভিত হইলেন।

পরে হনুমান্ হর্ষাবেশে রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া বানরসভামধ্যে উত্থিত হওত বৃদ্ধ বানরদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক যেন পর্ব্বতাগ্র ভেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। যে হুতাশন সখ বহ-

মান অনিল পর্ব্বতাগ্র সকল ভেদ করিয়া থাকেন, যিনি অপ্রমেয় বলশালী ও আকাশগামী সেই প্রবলবেগ ত্বরিতগতি মহাত্মা মারুতের আমি ঔরসপুত্র, অতএব প্লবনেও তৎসদৃশ; গগনস্পর্শী অতি বিস্তীর্ণ সুমেরু গিরিকেও কুত্রাপি বিশ্রাম না করিয়া সহস্র বার অতিক্রম করিতে পারি। পর্ব্বত, নদী, হ্রদ এবং বায়ুবেগে সমালোড়িত সাগর সমেত এই লোক লঙ্ঘন করিতে উৎসাহ করি। বরুণালয় বারিধি আমার জঙ্ঘাবেগে বেলাভূমি অতিক্রমণ করিবে, তখন মহাগ্রাহ সকল তাহা হইতে উত্থিত হইবে। পন্নগাশন পক্ষিরাজ বৈতনেয় গরুড় আকাশে উড্ডীন হইলে তাহাকেও আমি সহস্র গুণ অতিক্রম করিতে পারি; এমন কি, উদয়াচল হইতে প্রস্থিত প্রজ্বলিত রশ্মিমালী অনস্তমিত আদিত্যকেও অতিক্রমণ করিতে পারি।

হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভূমিস্পর্শ না করিয়াই প্রবলতর ভীমবেগসহকারে পুনরায় সূর্য্যাভিমুখে গমন করিতেও সমর্থ এবং আকাশগামী গ্রহ সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করিতে উৎসাহ করি, সাগর শোষণ ও মেদিনীবিদারণ করিতে পারি। হেকপিগণ! আমি যখন প্লবন করিতে থাকিব, তখন পর্ব্বত সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিব এবং যখন আমি গুরুতর বেগে উল্লম্ফনপূর্ব্বক মহার্ণব অতিক্রম করিতে থাকিব, তখন লতা ও পাদপের বিবিধ পুষ্প সকল সেই বিপুলবেগে আকৃষ্ট হইয়া আকাশমার্গে অদ্য আমার অনুগমন করিবে।

সেই পুষ্প সকল গগনপথে গমন করিতে থাকিলে, স্বাতিনক্ষত্রের পথ যেমন বহু নক্ষত্রে আচ্ছন্ন, মদীয় পথও তদ্রূপ প্রতীয়মান হইবে। তখন বানরগণ ও প্রাণি সকল আমাকে ঘোরতর আকাশপথে বিচরণপূর্ব্বক উত্থিত ও পরপারে নিপতিত হইতে দেখিবে। হে বানরগণ! আমি যেন অম্বরতলকে গ্রাস করিয়া আচ্ছাদন করতঃ মহামেরুর ন্যায় গমন করিব, তোমরা অবলোকন কর। আমি যখন সমাহিত হইয়া উত্তরণ করিব তখন মেঘবৃন্দ ছিন্ন ভিন্ন, পর্ব্বত সকল কম্পিত ও সাগর শোষণ করিব। বিনতানন্দন গরুড়, আমি ও মারুত এই তিন জনেরই শক্তি লোকাতিশায়িনী। মহাবল বায়ু ও সুপর্ণরাজ ব্যতীত এমন প্রাণি দেখি না যে, আমি গমন করিলে আমার অনুগমন করিতে সমর্থ হয়। মেঘবৃন্দের উপর বিদ্যুৎ যেমন উত্থিত হয়, তদ্রূপ নিমেষমধ্যে নিরালম্ব অম্বরতলে সহসা নিপতিত হইব। বামন অবতারে ত্রিবিক্রম প্রকাশকালীন বিষ্ণুর যেরূপ রূপ হইয়াছিল, সাগর প্লবন সময়ে আমারও তদ্রূপ ভয়ঙ্কর রূপ হইবে। আমি মনের গতি ও বুদ্ধিদ্বারা অবগত হইয়াছি যে, আমিই বৈদেহীর দর্শন লাভ করিব। অতএব হে বানরপতিগণ। তোমরা সকলে হর্ষান্বিত হও। আমার বেগ গরুড় ও বায়ু সদৃশ, অতএব অযুত যোজন অনায়াসে গমন করিতে পারিব। আমার অভিলাষ হইতেছে যে, বজ্রধারি বাসব অথবা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার হস্ত হইতে সহসা বিক্রমপূর্ব্বক দেবভোগ্য অমৃত এখনি আনয়ন করিব, কিম্বা লঙ্কানগরী উৎপাটনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আনয়ন করিব। তখন বানরগণ প্রহৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া এইরূপ গর্জ্জনকারী সেই অমিতকান্তি বানরবরকে বীক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর প্লবগবর জাম্ববান্ জ্ঞাতিগণের শোকবিনাশন তাঁহার সেই বচনরাশি শ্রবণে হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন। হে মারুততনয় বেগশালি কেশরিপুত্র বৎস বীর হনূমন্! তুমি জ্ঞাতিগণের বিপুলতর শোক বিনাশ করিলে। অতএব প্রধান প্রধান কপিগণ তোমার কল্যাণ অভিলাষী হইয়া সকলে সমাগত ও সমাহিত হইয়া কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মাঙ্গল্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিবেন। ঋষিও গুরুজনের প্রসাদে এবং বৃদ্ধ বানরগণের আশীর্ব্বাদে তুমি মহাসমুদ্র উত্তরণ করিবে। তুমি যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করিবে, সেই অবধি আমরা একপাদে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যাচরণ করিব। কেন না, বনবাসিবানর সকলের জীবন তোমার অধীন হইয়া রহিয়াছে।

রে হরিশার্দ্দূল বিপিনবিহারি বানর-
বলিলেন যে, হে কপিগণ! আমি প্লবন
ত থাকিলে ইহলোকে কেহই আমার বেগ
করিতে সমর্থ হইবে না। ইহলোকে
শিলাময় মহেন্দ্র পর্ব্বতের এই শৃঙ্গ সকল
বৃহৎ; অতএব নানা তরুরাজি সুশো-
ধাতুমণ্ডিত, ইহার শিখরে অবস্থানপূর্ব্বক
প্রস্থান করিব। আমি ইহা হইতে
যোজন প্লবন করিতে আরম্ভ করিলে এই
শিখর সকলই আমার বেগ ধারণ
ত সক্ষম হইবে।

নন্তর অরিদমন মারুতনন্দন বায়ুসদৃশ
ন্ হনুমান্ বিবিধ কুসুমসমাকীর্ণ নগবর
পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। তাহার
স্থান তৃণে পরিপূর্ণ, তাহাতে মৃগকুল
মান রহিয়াছে; সর্ব্বদা ফলপুষ্পশোভিত
জি লতা ও কুসুমসমূহে উহা নিবিড় হই-
এবং সিংহ, শার্দ্দূল ও মত্ত মাতঙ্গসমূহে
মান রহিয়াছে; স্থানেস্থানে নির্ঝর হইতে
স্যন্দন হইতেছে ও মত্ত বিহঙ্গকুল কূজন
তছে। ইন্দ্রসদৃশ বিক্রমসম্পন্ন মহাবল হরি-
নুমান অত্যুন্নত সুবিস্তীর্ণ মহেন্দ্র পর্ব্বতের
বিচরণ করিতে লাগিলেন।

হেন্দ্র পর্ব্বত মহাত্মা বায়ুতনয়ের বাহুবলে
পীড়িত হইলে তত্রত্য প্রাণিগণ ভীষণ রব
করিতে লাগিল। তখন ঐ মহাপর্ব্বত যেন
সিংহাভিহত মত্ত মহামাতঙ্গের ন্যায় নিনাদ
করিতে লাগিল এবং শৈল সকল বিকীর্ণ, মৃগ-
কুল পলায়িত, দ্রুমরাজি বিকম্পিত ও সলিল
সকল উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অত্যন্ত পানা-
সক্ত নানা জাতি গন্ধর্ব্বমিথুন, উড্ডীন বিহঙ্গ-
কুল ও বিদ্যাধরগণ তাহার সানুদেশ পরিত্যাগ
করিল। মহোরগ সকল বিবরে লীন এবং
শৈলশৃঙ্গের শিলা সকল পতিত হইতে লাগিল।
ভুজঙ্গ সকল অর্দ্ধনিঃসৃত হইয়া ফণা বিস্তার-
পূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিলে তখন
ঐ ধরণীধর উচ্ছ্রিত পতাকা রাজিদ্বারাই যেন
শোভমান হইল, পথিকগণ দুর্গম বিপুল বনে
স্বার্থহীন হইয়া যেমন অবসন্ন হয়, তদ্রূপ ত্রাস-
বিচকিত ঋষিগণ কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া ঐ শৈল
বিশীর্ণ হইল।

পরে পরবীরহা বানরবীর মহানুভাব মনস্বী
বেগবান্ হনুমান্ বেগ বিষয়ে স্থিরতর হইয়া
মনোভিনিবেশপূর্ব্বক মনে মনে লঙ্কা স্মরণ
করিলেন।

ইতি সপ্তষষ্টিতম সর্গ ॥ ৬৭ ॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।